মিখাইল শোলখভ
প্রশান্ত দন
তৃতীয় খণ্ড
প্রথম পূর্ণাঙ্গ বঙ্গানুবাদ

ম. শোলখভ · প্রশান্ত দন · ১

ভরোনেজ
দন
বগুচার
কাজানস্কায়া
মিগুলিনস্কায়া
সেগ্রাকভ
চের্ৎকোভো
কার্গিনস্কায়া
মিল্লেরোভো
গ্লুবোকায়া
কামেনস্কায়া
নোভোচের্কাসস্ক
তাগানরোগ
রস্তোভ
বাতাইস্ক
মান্চ

সারাতভ
ভোলগা
লাল দরী
কামিশিন
চির
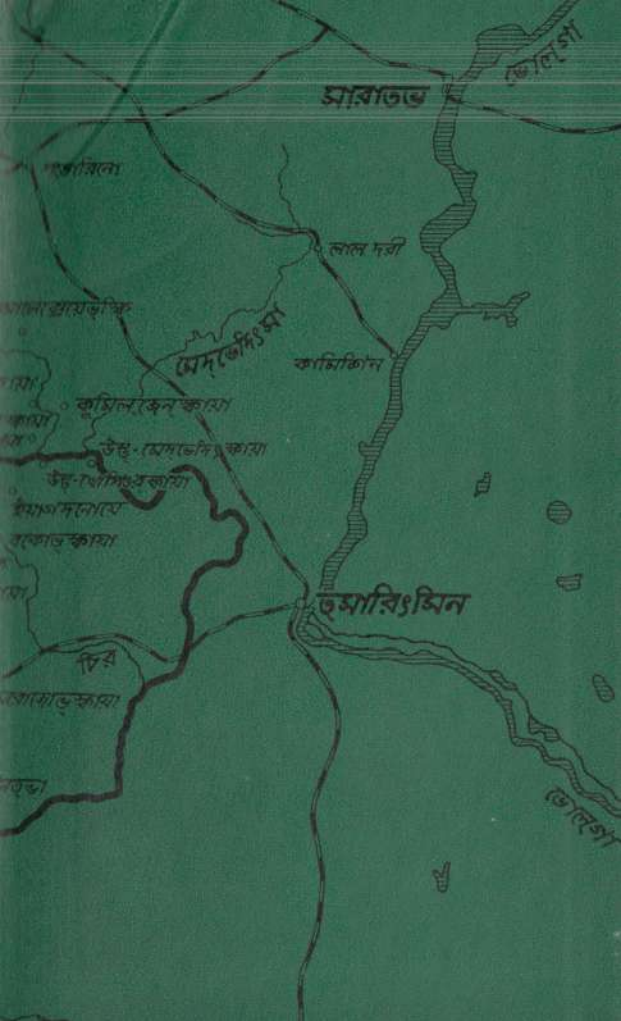
প্রশান্ত দন

চার খণ্ডে সম্পূর্ণ উপন্যাস

তৃতীয় খণ্ড

'রাদুগা' প্রকাশন
মস্কো

সূচী

পাঠকদের প্রতি

বইটির অনুবাদ ও অঙ্গসজ্জা বিষয়ে আপনাদের মতামত পেলে আমরা বাধিত হব।

আশা করি আপনাদের মাতৃভাষায় অনুদিত রুশ ও সোভিয়েত সাহিত্য আমাদের দেশের জনগণের সংস্কৃতি ও জীবনযাত্রা সম্পর্কে আপনাদের জ্ঞানবৃদ্ধির সহায়ক হবে।

আমাদের ঠিকানা:

'রাদুগা' প্রকাশন
১৭, জুবোভ্স্কি বুলভার
মস্কো ১১৯৮৫৯, সোভিয়েত ইউনিয়ন

'Raduga' Publishers
17, Zubovsky Boulevard
Moscow 119859, Soviet Union

প্রশান্ত দন

তৃতীয়
খণ্ড

গরীয়ান তুমি পিতা আমাদের ওগো প্রশান্ত দন,
অন্নদাতা যে তুমি আমাদের শ্রীল শ্রীযুক্ত দন,
ধন্য এ ধরাধাম,
কীর্তিত যেথা হল তব শুভনাম।
হায় রে একদা খর ছিল তব ধারা,
ছিল খর ধারা, ছিলে তুমি নিরমল,
আজি হেরি সেথা আবিল তোমার জল,
উজানে ভাটিতে পঙ্কিল আগাগোড়া।
প্রশান্ত দন, গরীয়ান দন কহে গম্ভীর ভাবে:
'শুধাইছ জল কলুষিত কোন্ দুখে?
দনের কসাক সাহসী বাজেরা যারা ছিল মোর, সবে
হায় কে কোথায় উড়ে চলে গেছে কবে।
তাদের বিহনে খাড়া তীর মোর আজি ভাঙনের মুখে,
সৈকতভূমি লুটায়ে কাঁদিছে আলুথালু কেশপাশে।'

(প্রাচীন কসাক গীতি)

ষষ্ঠ পর্ব

এক

১৯১৮ সালের এপ্রিল মাসে একটা বিরাট ভাগাভাগি হয়ে গেল দন প্রদেশে। খোপিওর আর উস্ত্-মেদ্‌ভেদিৎসার উত্তরের জেলাগুলো, অংশত দনের উজান অঞ্চলের লড়াই-ফেরতা কসাকেরা মিরোনভের* ইউনিট আর লাল ফৌজীদের যে সব ইউনিট পিছু হটছিল তাদের সঙ্গে সঙ্গে চলল। এদিকে দনের ভাটি অঞ্চলের কসাকেরা তাদের তাড়িয়ে নিয়ে চলল। লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে স্বদেশের প্রতি বিঘত জমি মুক্ত করতে করতে তাদের কোণঠাসা করে ফেলতে লাগল প্রদেশের সীমান্তের দিকে।

খোপিওরের কসাকদের প্রায় সকলেই চলে গেছে লাল ফৌজীদের সঙ্গে, উস্ত্-মেদ্‌ভেদিৎসার গেছে অর্ধেক, দনের উজান অঞ্চল থেকে গেছে অতি অল্প সংখ্যক।

এত কালের ইতিহাসের মধ্যে ১৯১৮ সালে এসেই সম্পূর্ণ হল উজান ও ভাটি অঞ্চলের কসাকদের এই ভাগাভাগি। কিন্তু এর সূত্রপাত লক্ষ করা গিয়েছিল আরও কয়েক শ' বছর আগে। উত্তরের জেলাগুলোর কসাকদের অবস্থা তেমন একটা সচ্ছল ছিল না - তাদের না ছিল আজভ উপকূলের উর্বর জমি, না ছিল আঙুর ক্ষেত। প্রচুর শিকার করা বা মাছধরার তেমন ভালো জায়গাও তাদের ছিল না। তাই মাঝে মাঝেই তারা চেরকাস্‌স্ক থেকে ভেঙে বেরিয়ে বৃহৎ রাশিয়ার ভূখণ্ডের ওপর খেয়ালখুশি মতো এলোপাতাড়ি হানা দিত। এরাই রাজিন** থেকে শুরু করে সেকাচ পর্যন্ত সব রকম বিদ্রোহীদের নিরাপদ ও নির্ভরযোগ্য ঘাঁটি গড়ে তোলে।

এমন কি আরও পরের যুগে যখন দন ফৌজীদের সমগ্র এলাকা কেন্দ্রীয় সরকারের স্বেচ্ছাতন্ত্রের চাপে পড়ে ভেতরে ভেতরে গুমরে মরেছে, তখন উজান

* ফিলিপ কুজমিচ মিরোনভ (১৮৭২ - ১৯২১) - ১৯০৫ - ১৯০৬ সালের বিপ্লবী আন্দোলনে যোগদানকারী। গৃহযুদ্ধের সময় (১৯১৮ - ১৯১৯) নাগরিক বাহিনীর ব্রিগেড ও ডিভিশনের কম্যাণ্ডার। ১৯২০ সালে দু নম্বর ঘোড়সওয়ার বাহিনীর কম্যাণ্ডার। - অনুঃ

** স্তেপান রাজিন (১৬৩০ - ১৬৭১) - দন-কসাক। ১৬৬২ - ১৬৬৩ সালে দন-আতামান। ১৬৭০ - ১৬৭১ সালে কৃষক বিদ্রোহের নেতা। কসাক-সর্দারদের বিশ্বাসঘাতকতার ফলে ধৃত। জার সরকার কর্তৃক মস্কোয় মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হন। - অনুঃ

এলাকার কসাকরাই খোলাখুলি মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে, তাদের নিজেদের সর্দার আতামানদের পরিচালনায় সম্রাটের ফৌজের সঙ্গে লড়াই করেছে, জারের আসন কাঁপিয়ে দিয়েছে। দন এলাকায় তারা কারাভান লুট করেছে, ভোল্‌গা পর্যন্ত চলে এসেছে, অবদমিত নীপার-কসাকদের মধ্যে বিদ্রোহের আগুন ছড়িয়েছে।

এপ্রিলের শেষাশেষি দন প্রদেশের তিন ভাগের দু'ভাগ এলাকা ছেড়ে চলে গেল বলশেভিকরা। একটা প্রাদেশিক সরকার গঠনের একান্ত প্রয়োজনীয়তা দেখা দিল। যে-সমস্ত দল দক্ষিণে লড়াই করেছিল তাদের ওপরওয়ালা অফিসাররা কসাক ফৌজী কাউন্সিল ডাকার প্রস্তাব দিল। ঠিক হল ২৮ এপ্রিল নোভোচের্কাস্‌স্কে সাময়িক দন সরকারের সদস্যবৃন্দ এবং জেলা-সদর ও ফৌজী ইউনিটগুলোর প্রতিনিধিদের এক জমায়েত হবে।

তাতারস্কি গ্রামে ভিওশেন্‌স্কায়া জেলার কসাক-সর্দারের কাছে এই মর্মে কাগজে লেখা একটা বার্তা এলো যে ফৌজী কাউন্সিলে প্রতিনিধি নির্বাচনের জন্য বর্তমান মাসের ২২ তারিখে ভিওশেন্‌স্কায়া জেলা-সদরে জেলার একটি সভা অনুষ্ঠিত হবে।

পঞ্চায়েতের জমায়েতে মিরোন গ্রিগোরিয়েভিচ কোর্‌শুনভ কাগজটা পড়ে শোনাল। গ্রামের লোকেরা তাকে, বুড়ো বগাতিরিওভ আর পান্তেলেই প্রকোফিয়ে-ভিচকে ভিওশেন্‌স্কায়াতে পাঠাল।

জেলা-সদরের সভায় অন্যান্য প্রতিনিধিদের মধ্যে নোভোচের্কাস্‌স্কে কাউন্সিলে পাঠানোর জন্য পান্তেলেই নির্বাচিত হল। সেই দিনই সে ভিওশেন্‌স্কায়া থেকে ফিরে এলো, ঠিক করল যথাসময়ে যাতে নোভোচের্কাস্‌স্কে পৌঁছুন যায় তার জন্য পর দিনই বেয়াই মিরোনের সঙ্গে মিল্লেরোভোয় যাবে (মিল্লেরোভোয় কেরোসিন, সাবান এবং ঘর-সংসারের আরও কিছু টুকিটাকি কেনার দরকার ছিল মিরোন গ্রিগোরিয়েভিচের। তাছাড়া মোখভের আটাকলের জন্য গোটা কয়েক চালুনি আর একটা ব্যাবিট কিনে কিছু রোজগার করার ইচ্ছেও তার ছিল)।

ভোরের আলো ফুটতে না ফুটতে তারা বেরিয়ে পড়ল। মিরোন গ্রিগোরিয়েভিচের কালো কুচকুচে ঘোড়াদুটো ফিটন গাড়িটাকে স্বচ্ছন্দে টেনে নিয়ে চলল। গাড়ির ফুলকাটা রঙচঙে চুবড়ির মধ্যে পাশাপাশি বসেছে দুই বেয়াই। টিলার মাথায় ওঠার পর ওদের দুজনের মধ্যে কথাবার্তা শুরু হল। মিল্লেরোভোতে তখন জার্মানদের ঘাঁটি বসেছে, তাই খানিকটা আশঙ্কা ভরেই মিরোন গ্রিগোরিয়েভিচ জিজ্ঞেস করল:

'জার্মানরা আমাদের ঝাড় দেবে না ত বেয়াই, তুমি কী বল? বড় বজ্জাত কিন্তু ব্যাটারা!'

পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ আশ্বাস দিয়ে বলল, 'না, না। এই ত সেদিন

মাত্ভেই কাপুলিন ওখানে গিয়েছিল। ও বলল জার্মানরা ভয়ে সিটিয়ে আছে। . . . কসাকদের গায়ে হাত তোলার সাহস ওদের নেই।'

'বল কী।' খেঁকশিয়ালের লোমের মতো কটারঙের দাড়ির ঝোপের ফাঁক দিয়ে মৃদু হেসে মিরোন গ্রিগোরিয়েভিচ, চেরীকাঠের চাবুকখানা খানিকক্ষণ নাড়াচাড়া করে। এবারে সে যেন আশ্বস্ত হল, প্রসঙ্গ পালটে বলল, 'আচ্ছা, কোন্ ধরনের সরকার হওয়া উচিত? তোমার কী মনে হয়?'

'একজন আতামানকে বসাব আমরা। আমাদের নিজেদের! কসাক!'

'ভগবান করুন, তাই যেন হয়। ভালো দেখে বেছে নিতে হবে। জিপ্সী যেমন করে ঘোড়া কেনে তেমনি বাজিয়ে নিতে হবে জেনারেলদের। যেন বরবাদী মাল না হয়।'

'তা আমরা বেছে নেব। ভালো মাথার এখনও অভাব নেই দনে।'

'ঠিক কথা বলেছ বেয়াই। . . . ভালো বল আর বোকা বল তাদের কাউকে কেউ বোনে না - আপনা আপনিই গজায় তারা।' মিরোন গ্রিগোরিয়েভিচ চোখ কোঁচকায়। তার মেছেতো পড়া মুখের ওপরে ফুটে ওঠে বিষাদের ছাপ। 'আমি ভেবেছিলাম আমার মিত্‌কাটা মানুষের মতো মানুষ হবে, ইচ্ছে ছিল ও যেন লেখাপড়া শিখে আফিসার হয়। কিন্তু গাঁয়ের পাঠশালাও শেষ করল না - দু' বছরের মাথায় শীতকালেই পালাল।'

দুজনেই মুহূর্তের জন্য চুপ করে থাকে। ভাবতে থাকে তাদের ছেলেদের কথা। বলশেভিকদের পিছু ধাওয়া করতে করতে কোথায় কোন্ দূরে চলে গেছে ওরা। ফিটন গাড়িটা এবড়োখেবড়ো রাস্তায় ভীষণভাবে ঠোক্কর খেতে থাকে। ডান দিকের কালো ঘোড়াটার পায়ে জড়িয়ে যায়, ঘসা-না-খাওয়া নালের খটাং খটাং আওয়াজ ওঠে। দুই বেয়াই ঘেঁষাঘেঁষি করে গাড়ির চুবড়ির ভেতরে বসে ছিল। জালার ভেতরকার মাছের চারার মতো তারা একে অন্যের গায়ে সমানে ধাক্কা খেতে লাগল।

'আমাদের কসাকরা এখন গেল কোথায়?' দীর্ঘশ্বাস ফেলে পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ বলল।

'খোপিওরের ওপর দিয়ে এগিয়ে গেছে। কাল্মিক ফেদোত কুমিল্‌জেনস্কায়া থেকে ফিরে এসেছে। তার ঘোড়াটা খতম হয়ে গেছে। বলল তারা নাকি ভিশান্‌স্কায়া জেলা-সদরের দিককার বড় রাস্তা ধরেছে।'

আবার চুপচাপ। মৃদু হাওয়ায় পিঠ ঠাণ্ডা হয়ে আসছে। পেছনে, দনের ওপারে প্রভাতের গোলাপী ধুনির আলোয় অরণ্য, প্রান্তর, হ্রদ, বনের ভেতরকার ফাঁকা নেড়া জায়গা অপরূপ মহিমায় নীরবে ধিকিধিকি জ্বলছে। হলুদ রঙা একখণ্ড

মৌচাকের মতো পড়ে আছে একটা বালির ঢিবি। উটের কুঁজের মতো বালিয়াড়িগুলোর গা থেকে বিচ্ছুরিত হচ্ছে ঘসা পেতলের আবছা দীপ্তি।

এবারের বসন্তের গতিবিধি খাপছাড়া গোছের। মরকত রঙের হালকা সবুজ বন নবপত্রোদ্‌গমের প্রাচুর্যে গাঢ় শ্যামল হয়ে উঠেছে, স্তেপভূমি প্রস্ফুটিত হয়ে উঠছে, বরফগলা বন্ধ বেনোজল সরে গেছে, তার জায়গায় কূলের জলামাঠে রয়ে গেছে অসংখ্য ছোট ছোট ঝলমলে বিল। কিন্তু খাড়া ঢালের নীচে খাতের ভেতরে বসন্তের উষ্ণ স্পর্শে ক্ষয়ে গিয়েও সেখানকার দো-আঁশ মাটি আঁকড়ে পড়ে আছে তুষার, মারমুখী ভঙ্গিতে সাদা ধবধব করছে।

পরের দিন সন্ধ্যানাগাদ তারা এসে পৌঁছুল মিল্লেরোভোতে। সেখানে জানাশোনা এক ইউক্রেনীয়র বাড়িতে রাত কাটাল তারা। শস্যগোলার ছাইরঙা দেয়ালের পাশে তার বাড়ি। সকালের খাওয়াদাওয়ার পর মিরোন গ্রিগোরিয়েভিচ গাড়িতে ঘোড়া জুতে হাটবাজার করার জন্য রওনা দিল। নিরাপদে রেলের লেভেল ক্রসিং পার হয়ে এসে জীবনে এই প্রথম দেখতে পেল জার্মানদের। জার্মান টেরিটরিয়াল আর্মির তিনজন সেপাই পথ আটকানোর উদ্দেশ্যেই সোজা এগিয়ে আসছে তার দিকে। তাদের মধ্যে একজন – বেঁটেখাটো গড়নের, আকর্ণবিস্তৃত বাদামী রঙের কোঁকড়া দাড়িতে তার মুখ ছেয়ে গেছে – হাত নেড়ে ইশারা করল।

মিরোন গ্রিগোরিয়েভিচ উৎসুক দৃষ্টিতে চিন্তিতভাবে ঠোঁট কামড়ে ঘোড়ার লাগাম টেনে ধরল। জার্মানরা এগিয়ে এলো। একজন ঢ্যাঙা হৃষ্টপুষ্ট প্রাশিয়ান ঝকঝকে সাদা দাঁতের সারি বার করে মুচকি হেসে তার সঙ্গীকে বলল, 'এই যে একেবারে খাঁটি জলজ্যান্ত একটা কসাক। দ্যাখ দ্যাখ, কসাক উর্দি পর্যন্ত পরা। বলা যায় না, হয়ত ওর ছেলেরাই আমাদের সঙ্গে লড়েছে। এটাকে জ্যান্ত ধরে বার্লিনে চালান করে দি। দেখার মতো জিনিস হবে কিন্তু একটা!'

বাদামী রঙের দাড়িওয়ালা শুঁটকো বেঁটে লোকটা তার উত্তরে না হেসে বলল, 'আমাদের দরকার ওর ঘোড়া। ব্যাটা চুলোয় যাক!'

ঘোড়াগুলোর পাশ দিয়ে সতর্কভাবে ঘুরে গিয়ে সে গাড়ির কাছে এসে দাঁড়ায়।

'নেমে আয় বুড়ো। তোর ঘোড়াগুলো আমাদের দরকার – এই আটাকলটা থেকে এক খেপ আটা স্টেশনে নিয়ে যেতে হবে। কী হল, নামতে বলছি যে! ঘোড়া পরে এসে কম্যাণ্ডান্টের কাছ থেকে নিয়ে যাবি।' চোখের ইশারায় আটাকলের দিকে দেখিয়ে দিল জার্মানটা। এমন ভঙ্গি করে মিরোন গ্রিগোরিয়েভিচকে নামতে বলল যে তার মানে বুঝতে আর বাকি থাকে না।

বাকি দুজনে পিছু ফিরে তাকিয়ে হাসতে হাসতে আটাকলের দিকে পা বাড়াল। একটা ফেকাশে-হলদে আভায় ছেয়ে গেল মিরোন গ্রিগোরিয়েভিচের মুখ।

গাড়ির চুবড়ির পাশের ডাণ্ডায় লাগামটা জড়িয়ে রেখে যুবকের মতো চট করে লাফিয়ে নেমে ঘোড়াগুলোর মাথার কাছে এগিয়ে গেল সে।

'সঙ্গে আবার বেয়াইও নেই,' চকিতের জন্য ভাবতেই সে হিম হয়ে গেল। 'ঘোড়াগুলো ওরা নিয়ে নেবে! এঃ, কী যা তা ব্যাপার হয়ে গেল! কী যে দুর্বুদ্ধি হয়েছিল!'

জার্মানটা শক্ত করে ঠোঁটে ঠোঁট চেপে মিরোন গ্রিগোরিয়েভিচের জামার হাতা ধরে ইশারায় ওকে আটাকলের দিকে যেতে বলল।

'ছেড়ে দাও!' হেঁচকা টানে নিজেকে ছাড়িয়ে নিল মিরোন গ্রিগোরিয়েভিচ। তার মুখ তখন আরও ফেকাশে হয়ে গেছে। 'গায়ে হাত দিও না বলছি! ঘোড়া দেব না।'

তার গলার স্বরেই জার্মানটা জবাবের অর্থ আঁচ করতে পারল। হঠাৎ নীলচে ঝকঝকে দাঁতের সারি বার করে হিংস্রভাবে খিঁচিয়ে ওঠে সে। তার চোখের মণি ভয়াবহ রকমের বিস্ফারিত হয়ে উঠল। মাতব্বরী চালে গলা চড়িয়ে সে ঝনঝন শব্দে হুঙ্কারে ফেটে পড়ে। জার্মান এবারে কাঁধে ঝোলানো রাইফেলের ফিতে চেপে ধরে। সেই মুহূর্তে মিরোন গ্রিগোরিয়েভিচেরও মনে পড়ে যায় তার জোয়ান বয়সের কথা। হাত প্রায় না দুলিয়ে একজন পাকা মুষ্টিযোদ্ধার মতো ধাঁ করে লোকটার চোয়ালের হাড়ের ওপর মেরে বসে এক ঘুষি। ঘুষির চোটে জার্মানটার মাথা খট করে পেছনে হেলে গেল, থুতনির নীচে লাগানো হেলমেটের ফিতেটা ছিঁড়ে গেল। চিত্‌পাত হয়ে সে পড়ে গেল। মুখ থেকে ঘন লাল রক্তের জমাট ডেলা উগরে ফেলে, ওঠার চেষ্টা করে। মিরোন গ্রিগোরিয়েভিচ আরও একটা ঘুষি ঝেড়ে দিল – এবারে মাথার পেছনে। তারপর চারপাশে একবার নজর বুলিয়ে নিয়ে ঝুঁকে পড়ে এক ঝটকায় লোকটার রাইফেলটা ছিনিয়ে নিল। এই মুহূর্তে তার চিন্তাশক্তি দ্রুত ও অবিশ্বাস্য রকমের পরিষ্কার কাজ করল। মিরোন গ্রিগোরিয়েভিচ এখন জানে যে ঘোড়াগুলোকে ঘুরিয়ে নেবার সময় জার্মানটা আর পেছন দিক থেকে গুলি করতে পারবে না। তার একমাত্র ভয় পাছে রেলস্টেশনের বেড়ার আড়াল থেকে কিংবা রেললাইন থেকে কোন সান্ত্রী তাকে দেখে ফেলে।

তার কালো কুচকুচে ঘোড়াগুলো হুড়মুড় করে যে ছুটটা দিল কোন ঘোড়দৌড়ের আসরেও তারা এমন ছোটে নি। এমন কি কোন বিয়ের উৎসবেও তার গাড়ির চাকা কখনও অমন বন্‌বন্‌ করে ঘোরে নি। 'হে ভগবান, বাঁচাও! প্রভু, আমাকে উদ্ধার কর। পরম পিতার দিব্যি!' ঘোড়াগুলোর পিঠে অবিরাম চাবুক হাঁকড়াতে হাঁকড়াতে আপন মনে বিড়বিড় করে বলতে থাকে মিরোন গ্রিগোরিয়েভিচ। লোভ জিনিসটা তার সহজাত, সেই লোভের ফলে আরেকটু হলেই সর্বনাশ ঘটতে যাচ্ছিল মিরোন গ্রিগোরিয়েভিচের। একবার ভাবল, যে বাড়িতে উঠেছিল সেখানে

কম্বল রেখে এসেছে, সেটা গিয়ে নিয়ে আসে। কিন্তু পরক্ষণেই সংবুদ্ধির জয় হল – অন্য দিকে গাড়ি ঘুরিয়ে দিল। অরেখোভায়া বসতি পর্যন্ত সাত ক্রোশ পথ সে এত জোরে ঘোড়া ছুটিয়ে এসেছিল যে পরে মিরোন গ্রিগোরিয়েভিচ নিজেই বলেছে যে মহাপুরুষ ইলিয়ার রথও তার কাছে পাত্তা পায় না। অরেখোভায়া বসতিতে সে যখন তার পরিচিত এক ইউক্রেনীয়র বাড়ির উঠোনে পড়িমরি করে ঢুকল তখন তার জীবন্মৃত অবস্থা। সেই অবস্থায় সব ঘটনা লোকটিকে খুলে বলে নিজের জন্য আর ঘোড়াগুলোর জন্য লুকোবার জায়গা চাইল। ইউক্রেনীয়টি লুকিয়ে রাখার ব্যবস্থা করল ঠিকই, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সতর্ক করে দিয়ে বলল, 'লুকাইয়া আমি রাখুম ঠিকই, কিন্তু আমারে যদি জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে তাইলে কইয়া দিমু। না, কইলে আমার উপর এক চোট লইব। ঘরবাড়ি পুড়াইয়া দিব, আমারে ফাঁসীতে ঝুলাইব।'

'সে যাই হোক আমায় লুকিয়ে রাখ, ভাই! যা চাও তাই দিয়ে তোমার এই ঋণ শুধব! শুধু আমায় মরণের হাত থেকে বাঁচাও, কোথাও একটা লুকিয়ে রাখ – এক পাল ভেড়া এনে দেব তোমায়! সবচেয়ে ভালো গোটা দশেক ভেড়া দিতেও কার্পণ্য করব না আমি!' গাড়িটা চালাঘরের ছাঁচতলার নীচে ঠেলে নিয়ে যেতে যেতে মিরোন গ্রিগোরিয়েভিচ মিনতি জানাল, কথা দিল তাকে।

জার্মানরা পিছু ধাওয়া করতে পারে এই ভয় তার মনে মৃত্যুভয়ের চেয়েও প্রবল হয়ে দেখা দেয়। ইউক্রেনীয়টির উঠোনে সন্ধ্যা অবধি ঘাপটি মেরে পড়ে থাকার পর অন্ধকার ঘনিয়ে আসামাত্র সে সেখান থেকে উধাও হল। অরেখোভায়া থেকে সারাটা পথ পাগলের মতো ঘোড়া ছুটাল। ঘোড়াগুলোর গা থেকে রাস্তার দুধারে সাবানের ফেনার মতো পুঞ্জ পুঞ্জ ঘাম ছিটকে পড়তে থাকে, গাড়িটা ঘড়ঘড় আওয়াজ তুলে এত জোরে ছুটতে থাকে যে চাকার পাখিগুলো একটার সঙ্গে আরেকটা মিশে অস্পষ্ট দেখা যায়। একমাত্র ভাটি এলাকার ইয়াবলনোভ্স্কি গ্রামের কাছাকাছি আসার পর সে প্রকৃতিস্থ হল। গ্রামে পৌঁছানোর একটু আগেই কেড়ে নেওয়া রাইফেলটা আসনের নীচ থেকে টেনে বার করল, চামড়ার বেল্টটা দেখল, বেল্টের ভেতর দিকে কপিং পেন্সিলের লেখাটা দেখে ঘোঁৎ করে আওয়াজ ছাড়ল। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল সে।

'হুঁ হুঁ, ধরতে পারলি শয়তানের ছা'রা? তোদের ফড়ফড়ানিই সার!'

ইউক্রেনীয়টিকে ভেড়া কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে দেয় নি। সেবার শরৎকালে যাতায়াতের পথে মিরোন গ্রিগোরিয়েভিচ সেখানে গিয়েছিল। গৃহকর্তা কিছু প্রত্যাশা করে তার দিকে তাকিয়ে আছে বুঝতে পেরে সে বলল, 'আমাদের ভেড়াগুলো সব মরে হেজে গেল। ভেড়ার বড়ই দুরবস্থা, তাই কী আর করি, তুমি যা করেছ

সেই কথা মনে করে আমার নিজের বাগানের এই কটা নাসপাতি নিয়ে এলাম তোমার জন্যে।' - গাড়ি থেকে বস্তা দুয়েক নাসপাতি ঢেলে রাখল সে। পথে ঝাঁকুনি খেয়ে সেগুলো থেঁতলে গিয়েছিল। শঠতাপূর্ণ চোখদুটো অন্য দিকে ফিরিয়ে নিয়ে সে বলল, 'আমাদের নাসপাতি চমৎকার, খুবই ভালো - অনেক দিন ঘরে থাকার পর এখন পেকেছে।' তারপর তাড়াতাড়ি সে বিদায় নিল।

মিরোন গ্রিগোরিয়েভিচ যখন ঘোড়া ছুটিয়ে মিল্লেরোভো থেকে পালাচ্ছিল তখন তার বেয়াই রেলস্টেশনে ঘোরাঘুরি করছে। এক ছোকরা জার্মান ওর জন্য একটা পাস লিখে দিল, দোভাষীর মারফত পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচকে জিজ্ঞেসবাদ করার পর একটা শস্তার চুরুট ধরিয়ে মুরুব্বির চালে বলল, 'আচ্ছা যান, তবে মনে রাখবেন, একটা বেশ বিচক্ষণ সরকার আপনাদের দরকার। যেমন খুশি একজনকে বেছে রাষ্ট্রপতি করুন, আর করুন কোন আপত্তি নেই - কিন্তু দেখবেন লোকটার মাথায় যেন রাজনীতি সম্পর্কে বুদ্ধিসুদ্ধি থাকে, তার নীতি যেন আমাদের সরকারকে মেনে চলে।'

পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ রীতিমতো অপ্রসন্ন দৃষ্টিতেই জার্মানটার দিকে তাকাল। লোকটার সঙ্গে কথাবার্তা চালানোর বিশেষ প্রবৃত্তি তার ছিল না। পাসটা পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে টিকিট কিনতে চলে গেল।

নোভোচের্কাস্স্কে এসে কমবয়সী অফিসারদের ছড়াছড়ি দেখে ত তার চক্ষুস্থির। তারা রাস্তায় ঘাটে দঙ্গল বেঁধে ঘুরে বেড়াচ্ছে, হোটেল-রেস্তোরাঁয় বসে আছে, যুবতী মহিলাদের নিয়ে বেড়াচ্ছে, আতামানের প্রাসাদ আর যেখানে কাউন্সিলের সভা হওয়ার কথা সেই ধর্মাধিকরণ-দালানের আশেপাশে ইতস্তত ঘোরাঘুরি করছে।

প্রতিনিধিদের জন্য আলাদা ধর্মশালার ব্যবস্থা করা হয়েছে। সেখানে পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ তার নিজের জেলার কয়েকজন কসাকের দেখা পেল, ইয়েলান্স্কায়া জেলা-সদরের এক পরিচিত কসাককেও সেখানে পেল। প্রতিনিধিদের মধ্যে বেশির ভাগই কসাক, অফিসার খুব কম, জেলা-সদরের মাত্র জনাকয়েক বুদ্ধিজীবী প্রতিনিধি। প্রাদেশিক সরকার নির্বাচন নিয়ে ভাসা ভাসা গুজব শোনা যাচ্ছিল। তবে একটা জিনিস পরিষ্কার বোঝা গেল - আতামান নির্বাচন হবেই। অনেক জনপ্রিয় কসাক জেনারেলের নাম উঠল, প্রার্থী হিশেবে তাদের যোগ্যতা নিয়ে আলোচনা হল।

পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ যে দিন এলো সেই দিন সন্ধ্যাবেলায় চা-পানের পর সে ভাবল নিজের ঘরে গিয়ে একটু বসে বাড়ি থেকে আনা খাবারের খানিকটা মুখে দেবে। রুই মাছের শুটকির বেশ কিছু টুকরো বার করে টেবিলের ওপর

রেখে সে খুঁটি কাটল। মিগুলিনস্কায়ার দুজন লোক তার সঙ্গে যোগ দিল, আরও কয়েকজন এসে হাজির হল। কথাবার্তা শুরু হল ফ্রন্টের অবস্থা নিয়ে, ধীরে ধীরে চলে এলো সরকার নির্বাচন প্রসঙ্গে।

'অক্ষয় স্বর্গবাস হোক আমাদের স্বর্গত কালেদিনের* – তাঁর চেয়ে ভালো আর কাউকে পাওয়া যাবে না!' শুমিলিনস্কায়ার ছাতারঙের দাড়িওয়ালা লোকটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল।

'কথাটা প্রায় ঠিকই বলেছ,' ইয়েলানস্কায়ার লোকটি সায় দিল।

আলোচনায় যারা যারা উপস্থিত ছিল তাদের মধ্যে বেস্‌সের্গেনেভ্‌স্কায়া জেলা-সদরের প্রতিনিধি একজন সাব-অলটার্ণও ছিল। খানিকটা উত্তেজিত হয়েই সে বলল, 'যোগ্য লোক নেই কেমন? আপনারা বলছেন কী মশাই? কেন, জেনারেল ক্রাস্‌নোভ** ?'

'কে আবার এই ক্রাস্‌নোভ?'

'কে এই ক্রাস্‌নোভ? জিজ্ঞেস করতেও আপনাদের লজ্জা হয় না মশাই? নামকরা জেনারেল! তিন নম্বর ঘোড়সওয়ার কোর-এর কম্যাণ্ডার, সেন্ট জর্জ ক্রস পেয়েছেন, খুব চালাকচতুর, প্রতিভাবান সেনাপতি!'

সাব-অলটার্ণের এরকম প্রশংসায় পঞ্চমুখ গদগদ ভাষণ শুনে তেলেবেগুনে জ্বলে উঠল কোন এক ফ্রন্টলাইন-ইউনিটের জনৈক প্রতিনিধি।

'কিন্তু আমি আপনাকে যা বলছি তা ঘটনা। তাঁর প্রতিভার কথা আমাদের জানা আছে! জেনারেল হিশেবে একেবারে অচল! জার্মান যুদ্ধে তেমন একটা মন্দ কৃতিত্বের পরিচয় দেন নি, তবে বিপ্লব-টিপ্লব না হলে ওই ব্রিগেডিয়ার হয়েই থাকতে হত – তার ওপরে আর উঠতে হত না!'

'জেনারেল ক্রাস্‌নোভকে না জেনে আপনি এমন কথা বলতে পারলেন কী করে, শুনি? তাছাড়া, মোটের ওপর বলতে গেলে, সর্বজনশ্রদ্ধেয় একজন জেনারেল

---

* আলেক্সেই মাক্সিমভিচ কালেদিন (১৮৬১ – ১৯১৮) – দনে প্রতিবিপ্লবী কসাক দলের নেতা। ঘোড়সওয়ার বাহিনীর জেনারেল। ১৯১৭ সালের অক্টোবর থেকে ১৯১৮ সালের জানুয়ারীতে সোভিয়েত-বিরোধী বিদ্রোহের নেতৃত্ব দেন। গুলি ক'রে আত্মহত্যা করেন। – অনুঃ

** পিওতর নিকলায়েভিচ ক্রাসনোভ (১৮৬৯ – ১৯৪৭) – গৃহযুদ্ধের সময় প্রতিবিপ্লবের অন্যতম প্রধান সংগঠক। ১৯১৭ সালে কেরেনস্কির সঙ্গে মিলে সোভিয়েত-বিরোধী অভ্যুত্থানের নেতৃত্ব দেন। ১৯১৮ সালে দন ফৌজের আতামান, কসাক শ্বেতরক্ষিবাহিনীর কম্যাণ্ডার। পরবর্তীকালে দেশত্যাগী। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় হিটলারের সঙ্গে সহযোগিতার জন্য মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত। – অনুঃ

সম্পর্কে অমন কথা আপনি উচ্চারণ করলেন কোন্ সাহসে? আপনি বোধ হয় ভুলে যাচ্ছেন যে আপনি একজন সামান্য কসাক-সেপাই মাত্র?'

সাব-অলটার্ণ এমন মারাত্মক বিদ্রূপভরে চেপে চেপে হিমকঠিন কথাগুলো বার করল যে কসাকটি ভেবাচেকা খেয়ে গেল। ভয় পেয়ে একেবারে চুপসে গিয়ে বিড়বিড় করে সে বলল, 'তাঁর অধীনে কাজ করতে গিয়ে আমার যে অভিজ্ঞতা হয়েছিল তা থেকেই আমি বলছি, হুজুর। . . . আস্ট্রিয়ার ফ্রন্টে উনি আমাদের পুরো রেজিমণ্টটাকে কাঁটাতারের বেড়ার ওপর এনে ফেলেছিলেন! তাই আমাদের ধারণা উনি কোন কাজের নন। . . . অবিশ্যি কে বলতে পারে . . . হয়ত আমরা যা ভাবছি তিনি একেবারে তার উল্‌টো? . . .'

'সেণ্ট জর্জ ক্রস্‌টা কি তাহলে তাঁকে অমনি অমনি দেওয়া হয়েছিল? মুখ্যু কোথাকার।' একটা মাছের কাঁটা গলায় বিঁধে গিয়েছিল - গলা খাঁকারি দিয়ে সেটা বার করার চেষ্টা করতে করতে ফ্রণ্ট-সৈনিকটির ওপর ঝাঁঝিয়ে উঠল পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ। 'যত রাজ্যের হাবিজাবি ধারণা তোমার মাথায় পোরা, সবাইকে হেটো করা, কেউই তোমার চোখে ভালো নয়। . . . আহা কী কায়দাই না ধরেছ! বকবকানি একটু কমালে পার - তাহলে আর এমন ফেসাদে পড়তে হত না! তা ত নয়, মাথায় যেন বুদ্ধি আর ধরছে না। যত্ত সব ফাঁকা বুলি!'

দনের ভাটি এলাকা আর চেরকাস্কের সকলে একবাক্যে ক্রাস্‌নোভের পক্ষে। সেণ্ট জর্জ পদক পেয়েছেন জেনারেল - তাই মুরুব্বিদেরও মনঃপূত তিনি। তাদের অনেকে জাপানী যুদ্ধের সময় তাঁর অধীনে লড়াই করেছে। ক্রাস্‌নোভ রক্ষিবাহিনীর অফিসার ছিলেন, তিনি একজন উচ্চশিক্ষিত, আলোকপ্রাপ্ত জেনারেল। এক সময় মহামান্য সম্রাটের রাজসভায় তাঁর পারিষদবর্গের মধ্যেও ছিলেন। ক্রাস্‌নোভের এই অতীত কর্মজীবন অফিসারদের মুগ্ধ করত বৈকি! উদারনৈতিক বুদ্ধিজীবীরা এই ভেবে তৃপ্তি বোধ করত যে ক্রাস্‌নোভ নিছক একজন লড়াই ও কুচকাওয়াজের মাঠে কসরত দেখানোর লোক নন, একজন জেনারেল মাত্র নন - হাজার হোক তিনি একজন লেখকও বটেন - 'নিভা'* পত্রিকার ক্রোড়পত্রে অফিসারসম্প্রদায়ের জীবন নিয়ে লেখা ওঁর গল্পগুলো এক সময় লোকে বেশ তৃপ্তিসহকারে পড়ত। আর যেহেতু লেখক, সেহেতু অবশ্যই একজন সংস্কৃতিবান ব্যক্তি।

ধর্মশালায় ক্রাস্‌নোভের পক্ষে জোর প্রচার চলতে লাগল। তাঁর নামের পাশে

---

* সাহিত্য শিল্প ও সহজবোধ্য বিজ্ঞান বিষয়ক সচিত্র সাপ্তাহিক পত্রিকা। ১৮৭০ - ১৯১৮ সালে সেণ্ট পিটার্সবুর্গ থেকে প্রকাশিত হত। ১৮৯৪ - ১৯১৬ সালে প্রতিমাসে এর একটি সাহিত্য ক্রোড়পত্র বের হত। - অনুঃ

আর সব জেনারেলের নাম ম্লান হয়ে গেল। ক্রাস্নোভের সমর্থনকারী অফিসারদের মধ্যে আফ্রিকান বগায়েভ্স্কির নামে কানাঘুষো চলতে লাগল। গুজব রটে গেল যে দেনিকিনের সঙ্গে তার ওঠা-বসা আছে। বগায়েভ্স্কিকে যদি আতামান নির্বাচন করা হয় তাহলে বল্শেভিকদের খতম করে দিয়ে তারা মস্কোয় ঢোকামাত্র আর দেখতে হবে না – কসাকদের সমস্ত সুযোগ সুবিধা ও স্বায়ত্তশাসন খারিজ হয়ে যাবে।

ক্রাস্নোভেরও বিরুদ্ধপক্ষ ছিল। প্রতিনিধিদের মধ্যে একজন, কোন এক স্কুল-মাস্টার জেনারেলের নামে কলঙ্ক রটনার চেষ্টা করে। প্রতিনিধিদের ঘরে ঘরে ঘুরে মশার মতো গুনগুন ক'রে কসাকদের ঘন-চুল-ঢাকা কানে বিষোদ্গার করে যেতে থাকে সে।

'আরে ছোঃ! ক্রাস্নোভ? একটা ওঁচা জেনারেল। লেখক হিশেবেও কোন কাজের নয়! রাজবংশের পা চাটা, মোসাহেব! এমন একজন লোক যে কিনা, যাকে বলে জাতীয় মূলধন তাও হাতাতে চায় আবার গণতান্ত্রিক সরলতাও রক্ষা করতে চায়। আপনাদের বলে রাখলাম, দেখবেন প্রথম যে খদ্দের পাবে বেবাক দন তার কাছে বেচে দেবে! চুনোপুঁটি লোক। রাজনীতির ছিটেফোঁটা ওর মাথায় নেই। কাউকে বেছে নিতে হলে নেওয়া উচিত আগেয়েভ্কে। সম্পূর্ণ অন্য ব্যাপার।'

কিন্তু স্কুল-মাস্টার সুবিধা করতে পারল না। পয়লা মে তারিখে, কাউন্সিলের অধিবেশন যখন তিনদিন হল চলছে, তখন ধ্বনি উঠল:

'জেনারেল ক্রাস্নোভকে ডাকা হোক!'

'দয়া করে ডাকুন। . . .'

'দোহাই, ডাকুন একবার। . . .'

'আমাদের অনুরোধ!'

'উনি আমাদের গৌরব!'

'উনি আসুন, এসে আমাদের বলুন কোথাকার কী হালচাল!'

বিশাল হলঘর উত্তেজনায় আগাগোড়া ফেটে পড়ে।

অফিসাররা জলদগম্ভীর করতালিধ্বনি তুলল, তাদের দিকে তাকিয়ে কসাকরাও আনাড়ির মতো আস্তে আস্তে দুহাতে তালি বাজাতে লাগল। তাদের খেটে-খাওয়া কালো কড়া-পড়া হাতের তালিতে যে আওয়াজ হল তা নীরস, কেমন যেন ফাটা ফাটা – এমন কি বলা যেতে পারে অপ্রীতিকরই। গ্যালারি আর করিডরে যে-সমস্ত তরুণী, সম্ভ্রান্ত মহিলা, অফিসার আর শিক্ষার্থীর দল ভিড় ক'রে ছিল তাদের মোলায়েম হাতের তালুর মৃদু করতালি-সঙ্গীতের সঙ্গে তার আকাশ-পাতাল তফাত।

বয়স হওয়া সত্ত্বেও তরুণকান্তি, দীর্ঘকায়, সুঠাম সুপুরুষ জেনারেল ক্রাস্নোভ। তিনি যখন পুরোদস্তুর সামরিক সাজে, উর্দি পরে, বুকে ঘন সারি বাঁধা পদক

আর ক্রস ঝুলিয়ে, জেনারেলের মর্যাদাসূচক কাঁধপটি এবং অন্যান্য চিহ্ন এঁটে উঠে মঞ্চে এসে দাঁড়ালেন তখন সারা হলঘর জুড়ে করতালিধ্বনির তরঙ্গ খেলে গেল, গর্জন উঠল। করতালিধ্বনি তুমুল হয়ে ফেটে পড়ল। প্রতিনিধিদের সারিগুলোর মধ্যে প্রবল হর্ষধ্বনি বয়ে চলল। মুখে প্রবল উত্তেজনা আর আবেগের ব্যঞ্জনা নিয়ে জেনারেল যখন ছবির ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে রইলেন তখন অনেকেই যেন তাঁর মধ্যে অতীত সাম্রাজ্যের অমিত বিক্রমের প্রতিচ্ছবি দেখতে পেল।

পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচের চোখে জল এসে গিয়েছিল। টুপির ভেতর থেকে লাল রুমাল বার করে অনেকক্ষণ ধরে সে নাক ঝাড়তে লাগল। ক্রাস্‌নোভ মঞ্চের পাদপ্রদীপের কাছে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তাঁকে দেখতে দেখতে ভাবে গদগদ হয়ে পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ ভাবল, 'আহা, এই না হলে জেনারেল! দেখলেই বোঝা যায় একজন সাঁচ্চা মানুষ! অনেকটা খোদ সম্রাটের মতো দেখতে। যেন আমাদের স্বর্গীয় আলেক্সান্দর*!'

'দন মুক্তি পরিষদ' নাম নিয়ে কাউন্সিলের বৈঠক ধীরগতিতে চলতে লাগল। কাউন্সিলের সভাপতি মেজর ইয়ানোভের প্রস্তাবে সামরিক পদমর্যাদা ও কৃতিত্বসূচক সমস্ত চিহ্ন ও কাঁধপটি ধারণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হল। সুন্দর গুছিয়ে তৈরি-করা চমৎকার বক্তৃতা দিলেন ক্রাস্‌নোভ। বলশেভিকদের হাতে পড়ে রাশিয়া কী ভাবে 'কলঙ্কিত হয়েছে', অতীতে তার কী 'প্রবল প্রতাপ' ছিল, কী ঘটতে চলেছে দনের ভাগ্যে, মর্মস্পর্শী ভাষায় তিনি তার বিবরণ দিলেন। বর্তমান পরিস্থিতির একটা মোটামুটি বর্ণনা দিয়ে প্রসঙ্গত তিনি জার্মান দখলের কথা উল্লেখ করলেন। বলশেভিকদের পরাজয়ের পর দন প্রদেশের স্বাধীন সত্তা বজায় রাখার জন্য আবেগময় আবেদন জানিয়ে যখন তিনি তাঁর বক্তৃতার উপসংহার টানলেন তখন অনুমোদনের ঝড় বয়ে গেল।

'সার্বভৌম ফৌজী পরিষদ দন প্রদেশ শাসন করবে। বিপ্লবের ফলে মুক্ত কসাকজাতি কসাক জীবনের অপূর্ব প্রাচীন ধারা সম্পূর্ণ ফিরিয়ে আনবে, আর আমরাও তখন আমাদের সেকালের বাপ-ঠাকুর্দাদের মতো বুক ফুলিয়ে গলা উঁচিয়ে বলতে পারব: 'মস্কোর কেল্লায় সাদা জার পাকাপোক্ত হয়ে থাকুন আর আমরা কসাকরা থাকি এই প্রশান্ত দনে!''

তেসরা মে তারিখে ভোটাভুটি হতে পক্ষে একশ সাত এবং বিপক্ষে তিরিশ ভোট পেয়ে মেজর জেনারেল ক্রাস্‌নোভ কসাক-সেনাপতি নির্বাচিত হলেন। দশজন ভোটদানে বিরত ছিল। ক্রাস্‌নোভ দাবি করলেন কাউন্সিলের কাছে যে সমস্ত

---

* সম্রাট জার দ্বিতীয় আলেক্সান্দর। - অনুঃ

বুনিয়াদী আইনের প্রস্তাব তিনি দিয়েছেন সেগুলো কায়েম করতে হবে এবং তাঁকে আতামান হিশেবে পুরোপুরি ও অবাধ ক্ষমতা দিতে হবে। এই দুই শর্ত না মেনে নেওয়া পর্যন্ত আর্মি-মেজরের হাত থেকে আতামানের পালকশোভিত দণ্ড তিনি গ্রহণ করবেন না।

'আমাদের দেশ আজ ধ্বংসের মুখোমুখি! আতামানের ওপর যদি সম্পূর্ণ আস্থা স্থাপন করা হয় একমাত্র তাহলেই আমি এই দণ্ড গ্রহণ করতে পারি। ঘটনাবলী এই দাবি করছে যে আমাকে আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে, কর্তব্যপালনের আনন্দদায়ক উপলব্ধি নিয়ে কাজ করতে হবে। এ উপলব্ধি তখনই আসতে পারে যখন মানুষের জানা থাকে যে দন প্রদেশের মানুষের ইচ্ছাশক্তির পরম প্রকাশস্বরূপ এই পরিষদের আস্থা আছে তার ওপর, যখন বলশেভিকদের স্বেচ্ছাচারিতা ও অরাজকতার জায়গায় কঠিন নিয়মনিষ্ঠার প্রতিষ্ঠা ঘটবে।'

ক্রাস্‌নোভের প্রস্তাবিত আইনগুলো আগেকার সেই সম্রাটের আমলের আইনেরই ওপিঠ মাত্র – তাড়াতাড়ি সামান্য মেজেঘষে নেওয়া। কাউন্সিল অনুমোদন করবেই বা না কেন? বেশ খুশি মনে অনুমোদন করল। সব কিছুই মনে করিয়ে দেয় সেই আগেকার আমলের কথা - এমন কি আনাড়ি ধরনে নতুন ক'রে তৈরি পতাকার পরিকল্পনা পর্যন্ত: নীল, লাল ও হলুদ ডোরা একমাত্র সরকারী প্রতীকচিহ্নেরই আমূল পরিবর্তন ঘটল কসাক জাতীয়তাবোধের খাতিরে: দুপাশে ডানা ছড়ানো আর নখর-বার-করা দুই মাথাওয়ালা হিংস্র ঈগলের বদলে হল উদোম গা এক কসাক, মাথায় তার ভেড়ার লোমের লম্বা টুপি। বন্দুক, তলোয়ার এবং অন্যান্য সাজসরঞ্জামে সেজে বসে আছে একটা মদের পিপের ওপর।

সাদাসিধে ধরনের একজন তোষামুদে প্রতিনিধি জেনারেলকে তুষ্ট করার জন্য প্রশ্ন করল, 'হুজুর কি মূল আইনের আর কোন অদলবদলের প্রস্তাব করেন?'

প্রসন্ন হেসে ক্রাস্‌নোভ ঠাট্টার প্রশ্রয় দিতে আপত্তি জানালেন না। সভার লোকজনের দিকে প্রতিশ্রুতিপূর্ণ দৃষ্টি হেনে, সাধারণের মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারায় খুশিতে ডগমগ হয়ে উত্তর দিলেন:

'অবশ্যই করতে পারি। আটচল্লিশ, উনপঞ্চাশ ও পঞ্চাশ ধারা প্রসঙ্গে – পতাকা, প্রতীকচিহ্ন আর জাতীয় সঙ্গীতের ব্যাপারে বলতে পারি। লাল পতাকা ছাড়া যে-কোন পতাকা, ইহুদীদের পঞ্চমুখী তারা বা ভ্রাতৃসঙ্ঘের* কোন চিহ্ন ছাড়া

---

* গোপন বিশ্বভ্রাতৃসঙ্ঘ। এই সঙ্ঘের উদ্দেশ্য ছিল বিশ্বের মানবসমাজকে এক শান্তিপূর্ণ ধর্মীয় ভ্রাতৃবন্ধনে আবদ্ধ করা। অষ্টাদশ শতক থেকে শুরু করে উনবিংশ শতাব্দীর সূচনা পর্যন্ত সঙ্ঘের সদস্যদের বিশেষ তৎপরতা লক্ষ করা যায়। প্রগতিশীল এবং প্রতিক্রিয়াশীল দুই ধরনের সমাজ আন্দোলনের ধারার সঙ্গেই এর যোগাযোগ ছিল। - অনুঃ

যে-কোন প্রতীকচিহ্ন এবং 'ইণ্টারন্যাশনাল' ছাড়া যে-কোন জাতীয় সঙ্গীত প্রস্তাব করতে পারেন।'

কাউন্সিলের প্রতিনিধিরা হেসে আইন অনুমোদন করল। এর পর অনেকক্ষণ ধরে আতামানের ঠাট্টাটা সকলের মুখে মুখে চলতে লাগল।

পাঁচটা যে কাউন্সিল ভেঙে দেওয়া হল। সমাপ্তিভাষণে মুখরিত হয়ে উঠল সভাকক্ষ। দক্ষিণের সেনাদলের সেনাপতি, ক্রাস্‌নোভের ডান হাত কর্ণেল দেনিসভ ঘোষণা করে বলল যে শিগগিরই বলশেভিক-উৎপাতের উচ্ছেদ ঘটবে। মনের মতো আতামান নির্বাচন করতে পেরে এবং ফ্রন্টের খবরাখবরে উল্লসিত হয়ে পরিষদের সদস্যরা সন্তুষ্টচিত্তে ঘরে ফিরল।

গভীর আবেগে উদ্বুদ্ধ ও আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে দনের রাজধানী থেকে ফিরতি ট্রেন ধরল পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ। আতামানের দণ্ড যে যোগ্য লোকের হাতে পড়েছে, বলশেভিকরা যে দেখতে দেখতে ঠাণ্ডা হয়ে যাবে আর ছেলেরা যে আবার ফিরে এসে ঘর গেরস্থালির হাল ধরবে এ বিশ্বাস তার এতটুকু টলল না। কামরার জানলার ধারে টেবিলে কনুই রেখে বুড়ো বসে ছিল। তখনও যেন তার কানে বাজছে বিদায়কালীন দন-সঙ্গীতের রেশটুকু। সে-সঙ্গীতের সঞ্জীবনী কথাগুলো তার চৈতন্যের গহনতম প্রদেশে ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়তে লাগল, মনে হতে লাগল যেন সত্যি সত্যিই, বাস্তবিকই 'উঠেছে জেগেছে প্রশান্ত দন, সনাতন খ্রীষ্টীয় আমাদের দন।'

কিন্তু নোভোচের্‌কাস্‌স্ক ছাড়িয়ে ট্রেনটা কয়েক ক্রোশ যেতে না যেতেই জানলা দিয়ে পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচের চোখে পড়ল ব্যাভেরীয় ঘোড়সওয়ার বাহিনীর কিছু আগুয়ান সৈন্য। জার্মান ঘোড়সওয়ারদের একটা দল রেলরাস্তার ধার দিয়ে এগিয়ে আসছে ট্রেনের মুখোমুখি। ঘোড়সওয়াররা শান্তভাবে কোলকুঁজো হয়ে বসে আছে জিনের ওপর। ঘোড়াগুলো ভালো দানাপানি খাওয়া, তাদের পশ্চাদ্ভাগ প্রশস্ত, সূর্যের আলোয় চকচক করছে। ছোট করে ছাঁটা লেজ নাড়াচ্ছে তারা। বেদনায় ভুরু কুচকে উঠল পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচের। সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে সে দেখতে লাগল নাচের ভঙ্গিতে দনের মাটি সদর্পে মাড়িয়ে চলেছে জার্মান ঘোড়ার খুরগুলো। ওরা চলে যাবার পর অনেকক্ষণ চওড়া পিঠটা জানলার দিকে ঘুরিয়ে বিষণ্ণভাবে কুঁজো হয়ে বসে রইল সে, ফোঁস ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলতে লাগল।

দুই

দন থেকে ইউক্রেন হয়ে লাল ওয়াগনের সারি বেঁধে একের পর এক ট্রেন চলেছে জার্মানিতে – নিয়ে চলেছে আটা-ময়দা, ডিম, মাখন আর ষাঁড়ের পাল। খোলা ওয়াগনগুলোতে দাঁড়িয়ে আছে জার্মান সান্ত্রীরা – মাথায় গোল টুপি, গায়ে নীল ছাইরঙা উর্দি, রাইফেলে বেয়নেট লাগানো।

গোড়ালিতে বেশ মজবুত করে লোহার নাল-আঁটা, হলদে চামড়ার টেকসই জার্মান হাইবুটগুলো দনভূমির সদর রাস্তায় দুরমুশ পিটিয়ে চলেছে, ব্যাভেরীয় ঘোড়সওয়ার বাহিনী তাদের ঘোড়াগুলোকে দনের জলে নামিয়ে জল খাওয়াচ্ছে।...

এদিকে নোভোচেরকাস্কের উপকণ্ঠবর্তী পের্সিয়ানোভ্‌কায় সবে তালিম শেষ করার পর বাহিনীর পতাকাতলে লড়াই করার ডাক পেয়ে জোয়ান কসাককের দল দন-ইউক্রেন সীমান্তে ইউক্রেনীয় জাতীয়তাবাদী নেতা পেৎলিউরার* বাহিনীর সঙ্গে লড়ে চলেছে। ১২ নম্বর দন কসাক রেজিমেণ্টটা নতুন করে গড়ে তোলা হয়েছিল – এখন তার প্রায় অর্ধেকটাই দন প্রদেশের জন্য ইউক্রেনের রাজ্যসীমা থেকে বাড়তি খানিকটা ভূখণ্ড জয় করতে গিয়ে ধরাশায়ী হল।

আরও উত্তরে উস্ত-মেদ্‌ভেদিৎস্কায়া জেলা-সদর থেকে থেকে হাত বদলাবদলি হতে লাগল। গ্লাজুনোভ্‌স্কায়া, নোভো-আলেক্সান্দ্রোভ্‌স্কায়া, কুমিল্‌জেন্‌স্কায়া, স্কুরিশেন্‌স্কায়া আর অন্যান্য জেলার গ্রামগঞ্জ থেকে সমাগত কসাক লাল ফৌজীদের বাহিনী নিয়ে মিরোনভ যদি জেলা-সদরটা দখল করল ত তার এক ঘণ্টা পরেই দেখা গেল অফিসার আলেক্সেয়েভের শ্বেতরক্ষী গেরিলাদের একটা দল তাদের সেখান থেকে হটিয়ে দিচ্ছে – যাদের নিয়ে ওই দলটা গড়া রাস্তায় ঘাটে ঝলক দিচ্ছে বিভিন্ন স্কুল কলেজ ও শিক্ষায়তনের সেই সব ছাত্রদের গ্রেটকোট।

জেলার পর জেলা পেরিয়ে দনের উজান এলাকার কসাকদের তরঙ্গ উত্তরে গড়িয়ে চলল। মিরোনভের লাল ফৌজীরা পিছু হটে যাচ্ছিল সারাতভ প্রদেশের সীমান্তের দিকে। খোপিওর জেলার প্রায় সবটাই তারা ছেড়ে চলে গেল। অস্ত্র ধারণ করতে সক্ষম নানা বয়সী সমস্ত কসাকদের ঝেঁটিয়ে এনে যে দন-আর্মি গড়ে তোলা হয়েছিল গ্রীষ্মের শেষাশেষি তারা সীমান্তগুলোর দখল নিল। চলার পথেই নতুন ভাবে সাজিয়ে, নোভোচের্কাসস্ক থেকে আগত অফিসারদের দিয়ে

---

* সিমন ভাসিলিয়েভিচ পেৎলিউরা (১৮৭৯ - ১৯২৬) - ইউক্রেনের পেটি বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী প্রতিবিপ্লবীদের অন্যতম নেতা, ইউক্রেনের জাতীয় গণতান্ত্রিক শ্রমিক পার্টির নেতা। সোভিয়েত-পোল যুদ্ধের সময় পোল্যাণ্ডের বুর্জোয়াদের পক্ষ অবলম্বন করেন। ১৯২০ সালে দেশান্তরী, প্যারিসে নিহত। – অনুঃ

দল ভারী করিয়ে একটা দস্তুরমতো সেনাবাহিনীর রূপ দেওয়া হতে লাগল এই শ্বেতবাহিনীটির। বিভিন্ন জেলা থেকে পাঠানো ছোট ছোট স্বেচ্ছাসেনাদলগুলো একসঙ্গে মেলানো হল। পুরনো যে-সমস্ত স্থায়ী রেজিমেন্ট ছিল, জার্মানির সঙ্গে যুদ্ধের পর বেঁচে যাওয়া আগেকার ঝড়তি-পড়তি দল দিয়ে তাদের নতুন করে গড়ে তোলা হল। এই রেজিমেন্টগুলো বিভিন্ন ডিভিশনে ভাগ করা হল, সদর ঘাঁটিগুলোতে কর্ণেটের জায়গায় বসানো হল বাঘা বাঘা কর্ণেলদের। ধীরে ধীরে কর্তৃত্বের বদল হয়ে গেল।

গ্রীষ্মের শেষাশেষি মিগুলিনস্কায়া, মেশকোভ্‌স্কায়া, কাজানস্কায়া এবং শুমিলিনস্কায়ার কসাকদের বিভিন্ন স্কোয়াড্রন নিয়ে তৈরি জঙ্গী ইউনিটগুলো মেজর জেনারেল আলফেরভের আদেশে দনের সীমান্ত পার হল, ভরোনেজ প্রদেশের সীমান্তবর্তী প্রথম ইউক্রেনীয় বসতি দনেৎস্কোয়ের দখল নিয়ে জেলাশহর বগুচার অবরোধ করল।

* * *

গত চার দিন ধরে পেত্রো মেলেখভের পরিচালনায় তাতারস্কির কসাকদের স্কোয়াড্রনটা উস্ত্‌-মেদ্‌ভেদিৎস্কায়া জেলার ভেতর দিয়ে গ্রামগঞ্জ পার হয়ে এগিয়ে চলেছে উত্তর দিকে। ওদের ডান দিকেই কোন এক জায়গায় লড়াইয়ের ঝুঁকি না নিয়ে লাল ফৌজীরা তড়িঘড়ি রেললাইনের দিকে পিছু হটছে। তাতারস্কির কসাকরা এত দূর চলার পথে শত্রুর এতটুকু চিহ্ন দেখতে পায় নি। এক নাগাড়ে তারা অল্প পথই পার হচ্ছিল। পেত্রো এবং তার দলের আর সব কসাকও নিজেদের মধ্যে কোন রকম যুক্তি-পরামর্শ না করেই ঠিক করে নিয়েছে যে মরণের দিকে তাড়াহুড়ো করে ছোটার কোন মানে হয় না। তাই রোজ দশ ক্রোশের বেশি তারা আর মার্চ করছে না।

পাঁচ দিনের দিন তারা ঢুকল কুমিল্‌জেনস্কায়া জেলায়। তারপর দুব্‌দুকোভো গ্রামে খোপিওর নদী পার হল। ঘাসজমির মাথার ওপর মসলিনের পর্দার মতো ঝুলছে মশাজাতীয় পোকামাকড়ের ঝাঁক। তাদের কাঁপা কাঁপা সরু পিন পিন আওয়াজ সমানে বেড়ে চলেছে। পোকামাকড়ের ঝাঁক গিজগিজ করছে, দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ঘোড়সওয়ার আর ঘোড়াগুলোর চারধারে ঘুরপাক খেতে খেতে তাদের চোখে মুখে কানে ঢুকে যাচ্ছে। ঘোড়াগুলো অস্থির হয়ে উঠল, নাক ঝাড়তে লাগল। কসাকরা হাত নাড়িয়ে, ঘরে-বানানো তামাকের চুরুট ধরিয়ে সমানে ধোঁয়া ছেড়ে তাদের তাড়ানোর চেষ্টা করতে লাগল।

'ধুত্তোর ছাই, এ কী মশ্‌করা!' চোখ দিয়ে জল পড়তে থাকায় জামার হাতায় চোখ মুছতে মুছতে ঘোঁত ঘোঁত করে ওঠে খ্রিস্তোনিয়া।

'চোখে পড়ল বুঝি?' গ্রিগোরি মুচকি হাসে।

'চোখ কড়কড় করছে। এ শালা নির্ঘাত বিষাক্ত চীজ হবে!'

চোখের পাতার লাল টকটকে ভেতরের পিঠটা উলটে বার করে খ্রিস্তোনিয়া খালি চোখের ওপর খসখসে আঙুল বুলায়, বিরক্তিভরে ঠোঁট উলটে হাতের চেটোর উলটো পিঠ দিয়ে অনেকক্ষণ ধরে চোখ রগড়ায়।

গ্রিগোরি তার পাশাপাশি চলছিল। যাত্রাপথের শুরু থেকেই তারা দুজনে একসঙ্গে। পরে তাদের সঙ্গে আনিকুশ্‌কাও এসে জুটেছে। আনিকুশ্‌কা সম্প্রতি মুটিয়েছে, ফলে তাকে এখন আরও বেশি মেয়েলী দেখায়।

দলটা একশ জনের পুরো একটা স্কোয়াড্রনও হবে না। পেত্রোর সহকারী বলতে আছে সার্জেন্ট-মেজর লাতিশেভ - তাতারস্কি গ্রামের জামাই সে। গ্রিগোরির ওপর ছিল একটা ট্রুপের ভার। তার দলের প্রায় সব কসাক - খ্রিস্তোনিয়া, আনিকুশ্‌কা, ফেদোত বদোভ্‌স্কোভ, মার্তিন শামিল, ইভান তোমিলিন, খ্যাঙড়াকাঠি বোরশ্চিওভ, ভালুকের মতো থপথপে জাখার করলিওভ, প্রোখর জিকভ, জিপ্‌সীদের জ্ঞাতিগোত্রের একটা দঙ্গল - মের্কুলভ, ইয়েপিফান মাক্সায়েভ আর ইয়েগর সিনিলিন - সেই সঙ্গে পলটনে প্রথম বছর কাজ করছে এরকম আরও জনা পনেরো অল্পবয়সী কসাক, সকলেই এসেছে গ্রামের ভাটি এলাকা থেকে।

দ্বিতীয় ট্রুপের ভার ছিল নিকোলাই কশেভয়ের ওপর, তৃতীয়টির অধিনায়ক ইয়াকভ কলোভেইদিন। চতুর্থ যে ট্রুপটি তার অধিনায়ক মিত্‌কা কোরশুনভ - পদ্‌তিওল্‌কভের মৃত্যুদণ্ডের পর জেনারেল আল্‌ফেরভ তাড়াহুড়ো করে তাকে সিনিয়র সার্জেন্টের পদে তুলেছে।

স্কোয়াড্রনটা দুলকি চালে স্তেপের মাঠের ওপর দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে চলেছে। গরম হয়ে উঠছে ঘোড়াগুলোর গা। পথ গিয়েছে জলে থৈ থৈ পুকুরের ধার ঘুরে, তারপর কচি কাশবন আর বেতসবনে ঢাকা গিরিসঙ্কটের মাঝখানে টুপ করে নেমে ঘাসজমির ওপর দিয়ে এঁকেবেঁকে গেছে।

পেছনের সারিগুলো থেকে ফেটে পড়ছে ঘোড়ার নাল ইয়াকভের গমগমে হাসি, তার প্রতিধ্বনি তুলছে আন্দ্রেই কাশুলিনের চড়া গলা। সেও সার্জেন্টের খেতাবচিহ্ন পেয়েছে - রোজগার করেছে পদ্‌তিওল্‌কভের অনুগামীদের রক্তের বিনিময়ে।

সারিগুলোর একপাশ ঘেঁষে পাশাপাশি যাচ্ছিল পেত্রো মেলেখভ আর লাতিশেভ। তারা নিজেদের মধ্যে মৃদুস্বরে কী নিয়ে যেন গল্পগুজব করছে। লাতিশেভ তার

ওলোয়ারের হাতলের নতুন ফিতেটা নিয়ে খেলা করছে। পেত্রো বাঁ হাত বুলিয়ে ঘোড়াটাকে আদর করছে, তার দুই কানের মাঝখানে চুলকে দিচ্ছে। লাতিশেভের ফোলা ফোলা মুখে হাসি ফুটে উঠেছে, তার অপ্রতুল গোঁফের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে পড়েছে তামাকের হলদেটে ছোপ ধরা বিশ্রী কালো কালো মাথা ক্ষওয়া দাঁতের সারি।

সবার পেছনে একটা বিচিত্রবর্ণের খোঁড়ামতো বাচ্চা ঘুড়ীর পিঠে দুলকি চালে হেলেদুলে চলেছে আন্তিপ আভ্‌দেয়েভিচ – চালিয়াত আভ্‌দেইচের ছেলে, বলে কসাকরা তার নাম দিয়েছে চালিয়াতনন্দন।

কসাকদের মধ্যে কেউ কেউ নিজেদের মধ্যে গাল গল্প করছে, কেউ কেউ সারি ভেঙে পাঁচজন করে পাশাপাশি চলেছে। বাকিরা মনোযোগ দিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে অচেনা অজানা দেশটা, ঘাসজমি, তার মাঝে মাঝে বসন্তের দাগের মতো প্রকট হয়ে উঠেছে একেকটা দীঘি, পপ্‌লার আর উইলোর সবুজ বেড়া চোখে পড়ছে। কসাকদের সাজসরঞ্জাম লটবহর দেখেই বোঝা যাচ্ছিল যে ওরা দীর্ঘ অভিযানে বেরিয়েছে। তাদের জিনের থলেগুলো লুটের মালে বোঝাই, পটিরি-বোঁচকাগুলো ঠাসা, প্রত্যেকের নিজের পেছনে সযত্নে ফিতে দিয়ে বাঁধা একটি গ্রেটকোট। তাছাড়া ঘোড়ার সাজ দিয়েই বিচার করা যেতে পারে: চামড়া সেলাইয়ের সুতো দিয়ে প্রতিটি ফিতে নিখুঁত সেলাই করা, কোথাও কোন ফাঁক নেই, প্রত্যেকটা জিনিসই চমৎকার মেরামত করা। এক মাস আগেও ওদের বিশ্বাস ছিল যুদ্ধ হবে না, কিন্তু এখন ওরা এই বিষণ্ণ চিন্তাকেই মেনে নিয়ে পথ চলেছে যে রক্তপাত এড়ানো যাবে না। 'আজ তুমি যে চামড়া দেহে বয়ে বেড়াচ্ছ কাল হয়ত খোলামাঠে কাকের দল তা নিয়ে টানাটানি করবে,' এই ছিল সকলের মনের কথা।

ক্রেপ্‌ৎসি গ্রাম পার হল তারা। ডান দিকে বেশ খানিকটা দূরে দূরে ঝলক দিচ্ছে খড়ের চাল দিয়ে ছাওয়া কুঁড়েঘর। আনিকুশ্‌কা তার সালোয়ারের জেব থেকে একটা মিষ্টি রুটি বার করল, অর্ধেকটা কামড়ে হিংস্র জন্তুর মতো খুদে খুদে তীক্ষ্ণ দাঁত বার করে শশব্যস্ত হয়ে চোয়াল নাড়াতে নাড়াতে চিবুতে লাগল।

খ্রিস্তোনিয়া আড়চোখে ওর দিকে তাকায়।

'খিদে পেয়েছে বুঝি?'

'পাবে না ত কী? আমার বৌয়ের হাতে সেঁকা।'

'গিলতেও পারিস! শুয়োরের মতো নাদাপেট দেখছি তোর!' তারপর গ্রিগোরির দিকে ফিরে কেমন যেন ক্রুদ্ধ ও অনুযোগের সুরে বলে চলে, 'রাক্ষসের মতো গণ্ডেপিণ্ডে গেলে! এত ঢোকাবার জায়গা পায় কোথায়? আজকাল ওর দিকে তাকালে ভয়ে গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। চেহারাটা তেমন বড়সড় নয়, অথচ

সাঁটাচ্ছে কেমন দেখ! - খাবারগুলো যে কোন্ চুলোয় তলিয়ে যায় কে জানে বাপু!'

'নিজের খাবার খাচ্ছি - অন্তত তা-ই খাবার চেষ্টা করি। সন্ধেবেলায় ভেড়ার মাংস খেলে খুব ভোরে ঘুম ভাঙে। আমরা সব রকমের ফলমূল খাই। যে খাবারই খাই তাতেই উপকার পাই।'

খ্রিস্তোনিয়া বিরক্ত হয়ে থুতু ফেলে। গ্রিগোরিকে চোখ টিপে সেই দিকে ইশারা করে হিহি করে হাসে আনিকুশ্কা।

'পেত্রো পান্তেলেইয়েভিচ, রাত কাটানোর জন্যে কোথায় থামতে বল আমাদের? ঘোড়াগুলোর পা যে আর চলে না।' তোমিলিন চেঁচিয়ে বলল।

তাকে সায় দেয় মের্কুলভ।

'রাতের জন্যে জিরোনোর কথা ভাবতে হয়। সূর্য ডুবতে বসেছে।'

পেত্রো চাবুক দোলাল।

'রাত আমরা কাটাব ক্রিউচিতে। আবার কুমিল্‌গা পর্যন্ত এগিয়েও দেখা যেতে পারে।'

কোঁকড়া কালো দাড়ির ফাঁকে হাসল মের্কুলভ, তোমিলিনের কানে কানে বলল, 'শালা শুয়োরের বাচ্চা, আল্‌ফেরভের নেকনজরে পড়ার চেষ্টা করছে। তাই অমন তাড়াহুড়ো। . . .'

মের্কুলভের দাড়িটা ছাঁটতে গিয়ে কে যেন শয়তানি করে অনেকটা ছেঁটে বাদ দিয়ে দিয়েছে। জমকাল দাড়িটাকে চাঁছাছোলা করে একটা বাঁকা গোঁজ মতো বানিয়ে ছেড়ে দিয়েছে। এই নতুন রূপে তাকে দেখলে এখন হাসি চেপে রাখা দায়। সকলে অনবরত তার পেছনে লেগে থাকে। তোমিলিন এবারেও সুযোগ ছাড়ল না।

'আর তুই কার নেকনজরে থাকার মতলবে আছিস?'

'কেন, এমন প্রশ্ন কেন?'

'দাড়িটা ত ছেঁটেছিস জেনারেলের ছাঁদে! ভেবেছিস জেনারেলের ছাঁদে দাড়ি ছাঁটলেই পুরো একটা ডিভিশন পেয়ে যাবি? ঘোড়ার ডিম চাই না?'

'হতভাগা উল্লুক কোথাকার। আমি ওকে সত্যি করে বলতে গেলাম। কিন্তু ওর সবেতেই মোচড় দেওয়া চাই।'

হাসিঠাট্টা ও কথাবার্তা বলতে বলতে সকলে এসে ঢুকল ক্রিউচি গ্রামে। আন্দ্রেই কাশুলিনকে আগেই আস্তানার খোঁজে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। প্রথম বাড়িটার কাছে স্কোয়াড্রন তার দেখা পেল।

'আমাদের ট্রুপের যারা আছ আমার পেছন পেছন চলে এসো। প্রথম ট্রুপটা

যাবে এই তিনটে বাড়িতে, দ্বিতীয়টা ওই বাঁদিকের বাড়িতে, আর তৃতীয়টা এখানে এই কুয়োর ধারেরটাতে, পর পর আরও চারটে বাড়িতে।'

পেত্রো তার দিকে এগিয়ে এলো।

'কিছু শুনেছ নাকি? জিজ্ঞেসবাদ করে কিছু জানতে পারলে?'

'এখানে ওদের নামগন্ধ নেই। তবে মধুর কথা যদি বল ছোকরা, এখানে তার ছড়াছড়ি। এক বুড়ির আছে তিনশটা চাক। রাতের বেলায় কোন একটা নির্ঘাত ভাঙব আমরা!'

'দেখ ওসব দুর্বুদ্ধি ছাড়! নইলে আমি তোমার মাথা ভাঙব।' পেত্রো ভুরু কুঁচকে ঘোড়ার পিঠে মৃদু চাবুক মারে।

সকলে মাথা গোঁজার ঠাঁই করে নিল। ঘোড়াগুলোকে তুলে রাখা হল। অন্ধকার হয়ে এসেছে। গৃহস্থরা কসাকদের রাতের খাবার খেতে দিল। স্থানীয় কসাকরা আর সেপাইরা উঠোনের ধারে গত বছরের কাটা এলডার গাছের গুঁড়িগুলির ওপর বসে এটা ওটা নানা বিষয় নিয়ে খানিকক্ষণ গল্পগুজব করল, তারপর তারা ঘুমোতে চলে গেল।

ভোর হতেই আবার তারা বেরিয়ে গেল গ্রাম ছেড়ে। প্রায় কুমিলজেনস্কায়ার কাছাকাছি তারা যখন চলে এসেছে তখন একজন বার্তাবহ ছুটতে ছুটতে এসে স্কোয়াড্রনটাকে ধরল। পেত্রো তার হাত থেকে পুলিন্দাটা নিয়ে খুলল। জিনের ওপর বসে দুলতে দুলতে অনেকক্ষণ ধরে লেখা কাগজটা পড়তে লাগল সে। হাত বাড়িয়ে বেশ কষ্ট করে সেটাকে এমন ভাবে ধরে রেখেছিল যে মনে হচ্ছিল বুঝি কোন ভারী জিনিস। গ্রিগোরি ঘোড়া চালিয়ে তার কাছে এগিয়ে এলো।

'কোন হুকুম এলো নাকি?'

'হ্যাঁ।'

'কী লিখছে?'

'অনেক কাজের কথা। স্কোয়াড্রনটাকে দিয়ে দিতে বলেছে। আমার বয়সী যারা যারা আছে তাদের সবাইকে ফিরে যাবার ডাক পড়েছে। কাজানস্কায় আঠাশ নম্বর রেজিমেন্ট তৈরি হচ্ছে। গোলন্দাজ আর মেশিনগান-সেপাইদেরও যেতে হবে।'

'তাহলে বাকিরা কোথায় যাবে?'

'তাও এই এখানে লেখা আছে: 'আর্জেনোভস্কায়ার বাইশ নম্বর রেজিমেন্টের হেফাজতে যাইবার নির্দেশ দেওয়া হইতেছে। অবিলম্বে যাত্রা করিতে হইবে।' . . . ওরে ব্বাস! 'অবিলম্বে'!'

ঘোড়া চালিয়ে এগিয়ে এলো লাতিশেভ। হুকুম লেখা কাগজখানা পেত্রোর

হাত থেকে নিয়ে, একটা ভুরু টেরছাভাবে উঁচিয়ে পুরু ঠোঁটজোড়া নেড়ে বিড়বিড় করে পড়ল।

'আগে বাড়!' পেত্রো চেঁচিয়ে বলল।

স্কোয়াড্রন এগিয়ে চলল কদম চালে। কসাকরা পিছন ফিরে তাকাতে তাকাতে মনোযোগ দিয়ে দেখতে লাগল পেত্রোকে, অপেক্ষা করতে লাগল সে কী বলে। কুমিল্‌জেনস্কায়াতে আসার পর পেত্রো হুকুমটা পড়ে শোনাল। বেশি বয়স্ক কসাকদের মধ্যে চাঞ্চল্য পড়ে গেল, তারা ফেরার পথ ধরার জন্য তৈরি হতে লাগল। ঠিক হল সে দিনটা তারা কুমিল্‌জেনস্কায়াতেই কাটাবে, পরদিন খুব ভোরে যে যার গন্তব্যস্থানে রওনা দেবে। পেত্রো সারাদিন সুযোগ খুঁজছিল তার ভাইয়ের সঙ্গে একটু কথা বলার, শেষকালে এলো গ্রিগোরির আস্তানায়।

'চল্ পল্টনের ময়দানে যাওয়া যাক।'

গ্রিগোরি নীরবে গেটের বাইরে এলো। মিত্‌কা কোর্‌শুনভ ওদের পিছু নিতে যাচ্ছিল, কিন্তু পেত্রো নীরস গলায় আপত্তি জানাল।

'চলে যা মিত্রি। ভাইয়ের সঙ্গে আমার একটু কথা আছে।'

'সে ত একশ বার।' মিত্‌কা বোঝার ভঙ্গিতে মৃদু হেসে আর এগুল না।

গ্রিগোরি আড়চোখে পেত্রোর দিকে তাকাতে বুঝতে পারল সে গুরুত্বপূর্ণ কিছু একটা বলতে চায়। পেত্রোর মনের এই অভিপ্রায় ধরে ফেলার পর আলাপটাকে হালকা করে দেওয়ার উদ্দেশ্যে সহজ হওয়ার কৃত্রিম চেষ্টা করল সে।

'অদ্ভুত ব্যাপার কিন্তু! দেশ ছেড়ে চল্লিশ ক্রোশও আসি নি, অথচ লোকজন একেবারে অন্য জাতের। আমাদের ভাষায় কথা কয় না, বাড়িঘরও অন্য ধাঁচের – অনেকটা সদাচারীদের ধরনে তৈরি। দেখছ না ওই যে গেটটা – পুজোর দালানের মতো মাথার ওপর চালা দেওয়া। আমাদের ওরকম হয় না। আবার ওই যে,' কাছের সুন্দর বাড়িটার দিকে আঙুল দেখিয়ে সে বলল, 'ওটার রোয়াকটাও ছাউনি দিয়ে ঢাকা। কাঠ যাতে না পচে সেই জন্যে বুঝি?'

'ছাড় দেখি,' পেত্রো ভুরু কোঁচকাল। 'ওসব কথা বলতে আমরা এখানে আসি নি। . . . বেড়াটার কাছে গিয়ে দাঁড়াই। লোকে দেখছে।'

পল্টনের ময়দান দিয়ে যে সব মেয়ে-পুরুষ আসছিল তারা কৌতূহলী হয়ে ওদের দুজনের দিকে তাকাচ্ছিল। চলতে চলতে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে এক বুড়ো। লোকটার গায়ে কোমরবন্ধ ছাড়া নীল জামা, মাথায় কসাক টুপি, পুরনো হওয়ার ফলে টুপির ব্যাণ্ডটা জ্বলে গোলাপী হয়ে এসেছে।

'আজকের দিনটা থেকে যাচ্ছ?'

'দিনটা কাটিয়েই যেতে চাই আমরা।'

'ঘোড়ার খাবারের জই আছে ত?'

'সামান্য খানিকটা আছে,' পেত্রো উত্তর দিল।

'না থাকলে আমার কাছে আসতে পার, কুল্‌কো দুয়েক দেওয়া যাবে।'

'ভগবান তোমারি মঙ্গল করুন বুড়োকর্তা!'

'সবই তাঁর ইচ্ছা।. . . এসো কিন্তু। এই যে আমার কুঁড়ে – সবুজ রঙের টিনের চালে ছাওয়া।'

'কী নিয়ে আলোচনা করতে চাস তুই?' অধৈর্য হয়ে ভ্রূকুটি ক'রে গ্রিগোরি জিজ্ঞেস করল।

'সব কিছু নিয়েই।', পেত্রো কেমন যেন কাঁচুমাচু হয়ে যন্ত্রণাকাতর হাসি হাসে, গমরঙা গোঁফের একটা ডগা মুখের এক প্রান্তে চেপে ধরে। 'গ্রিশা, ভাই রে, দিনকাল এমনই পড়েছে যে তোতে আমাতে আবার দেখা নাও হতে পারে।. . .'

অবচেতন মনে দাদার ওপর যে বিদ্বেষের অনুভূতিটা গ্রিগোরিকে খোঁচা দিতে যাচ্ছিল, পেত্রোর করুণ হাসিতে আর ছেলেবেলা থেকে শুনে আসা, অনেক কাল আগের সেই 'গ্রিশা, ভাই রে' ডাক শুনে এক নিমিষে মিলিয়ে গেল। পেত্রো সস্নেহ দৃষ্টিতে ভাইয়ের দিকে তাকাল, অনেকক্ষণ ধরে সেই একই রকম বিমর্ষ হাসি হাসতে লাগল। তারপর ঠোঁটের একটা অদ্ভুত ভঙ্গি করে হাসিটুকু সে মুছে নিল, কঠিন হয়ে উঠল তার মুখখানা।

'দ্যাখ দেখি মানুষে মানুষে কী রকম ভেদ এনে দিয়েছে শালারা! যেন লাঙল চালিয়ে দিয়েছে জমির ওপর – লাঙলের ফলায় কেটে একদলকে এদিকে আরেক দলকে ওদিকে এনে ফেলেছে। কী জঘন্য জীবন! কী ভয়ানক দিনকাল! কেউ জানে না আরেক জনের মনের ভেতরে কী আছে।. . . এই যে তুই,' বলতে বলতে ঝট করে আসল প্রসঙ্গে চলে আসে সে. . . 'তুই আমার মায়ের পেটের আপন ভাই, অথচ তোকে বুঝে উঠতে পারছি নে আমি, ভগবানের দিব্যি! বুঝতে পাচ্ছি তুই কেমন যেন আমার কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছিস।. . . সত্যি বলছি কিনা?' তারপর নিজেই নিজেকে বলল, 'হ্যাঁ, সত্যিই তাই। ধোঁয়াটে হয়ে উঠছিস তুই।. . . আমার ভয় হয় তুই বুঝি লালদের দলেই চলে যাস।. . . গ্রিশা, ভাই রে, তুই এখনও নিজেকে খুঁজে পেলি না।'

'আর তুই? তুই খুঁজে পেয়েছিস?' প্রশ্ন ক'রে গ্রিগোরি তাকিয়ে থাকে খোপিওর নদীর অদৃশ্য রেখার ওপাশে। খড়িমাটির পাহাড় ছাড়িয়ে সূর্য অস্ত যাচ্ছে, সেখান থেকে গনগনে আঁচে পোড়া কালো মেঘের খই ফুটে ছড়িয়ে পড়ছে।

'পেয়েছি। আমি আমার বাঁধা রাস্তা খুঁজে পেয়েছি। সেখান থেকে আমাকে কেউ হটাতে পারবে না! আমি তোর মতো এদিক ওদিক টাল খাব না।'

'হুঃ!' একটা তিক্ত হাসি ফুটে উঠল গ্রিগোরির ঠোঁটে।

'না, টাল আমি খাব না!' পেত্রো রেগে গিয়ে গোঁফে চাড়া দেয়, ঘন ঘন চোখ পিটপিট করতে থাকে – যেন চোখে ধুলো পড়েছে। 'গলায় ফাঁসদড়ি দিয়ে আমাকে টেনে লালদের দলে কেউ ভিড়াতে পারবে না। কসাকরা ওদের বিরুদ্ধে, আমিও তাই। দল বদল করার ইচ্ছে আমার নেই, করবও না! তাছাড়া হ্যাঁ, বলবই বা কী . . . ওদের দলে ভিড়তে যাওয়ার কোন অর্থই হয় না – ওদের পথ আর আমার পথ এক নয়!'

'ওসব কথা ছাড়ান দে না!' ক্লান্তস্বরে গ্রিগোরি বলল।

গ্রিগোরিই প্রথম পা বাড়াল আস্তানার দিকে। দমদম করে পা ফেলে কোলকুঁজো কাঁধদুটো নাচাতে নাচাতে সে চলল।

পেত্রো তাকে অনুসরণ করল। ফটকের কাছে আসার পর থমকে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করল, 'তুই বল্, আমার তাহলে জানা হয়ে থাকবে . . . বল্, গ্রিশা তুই ওদের দলে ভিড়ে যাবি না ত?'

'মনে ত হয় না। . . . জানি না।'

নীরস কণ্ঠে অনিচ্ছাভরে উত্তর দেয় গ্রিগোরি। পেত্রো দীর্ঘশ্বাস ফেলে, কিন্তু আর জিজ্ঞেসাবাদ করে না। ওর মুখ চুপসে যায়, মনের মধ্যে একটা উত্তেজনার ভাব নিয়ে সে চলে যায়। সে আর গ্রিগোরি দুজনেই দিনের আলোর মতো স্পষ্ট বুঝতে পারল যে-পথ ওদের দুজনকে একদিন বেঁধে রেখেছিল তা আজ তাদের অভিজ্ঞতার দুর্গম অরণ্যে ছেয়ে গেছে, এখন আর ওদের কেউ কারও হৃদয়ের নাগাল পাচ্ছে না। ঠিক যেমন ছাগলভেড়ার খুরের ঘষায় ঘষায় তৈরি সুন্দর মসৃণ গিরিপথটা তেরছা ঢাল বয়ে ঘুরে ঘুরে নীচে নামতে নামতে হঠাৎ কোন্ একটা মোড়ে এসে গভীর তলদেশে ডুব দিয়ে মিলিয়ে যায় – মনে হয় যেন কেটে গেছে – তার পরে কোন পথ নেই, বুনো ঝোপঝাড়ের দেয়াল সামনে খাড়া হয়ে গড়ে তোলে দুস্তর বাধা।

পরের দিন পেত্রো স্কোয়াড্রনের অর্ধেক ফিরিয়ে নিয়ে এলো ভিওশেনস্কায়াতে। বাদবাকি অল্পবয়স্ক সেপাইয়ের দল গ্রিগোরির পরিচালনায় আর্জেনোভ্স্কায়া রওনা দিল।

সকাল থেকে সূর্যের উত্তাপ অসহ্য জ্বালা ধরিয়ে দিচ্ছে। একটা বাদামী কুয়াশায় ঢাকা পড়ে দাউ দাউ করে জ্বলছে স্তেপের মাঠ। ওদের পেছনে খোপিওরের লাগোয়া পাহাড়ের বেগনী রঙের শাখাগুলোর নীল রেখা, জাফরানী রঙের বালির বন্যা। ঘোড়াগুলো ঘেমে নেয়ে উঠেছে, হেলেদুলে কদমচালে চলছে। কসাকদের মুখগুলো পাঁশুটে হয়ে উঠেছে, রোদের তাপে মুখের রঙ জ্বলে গেছে। জিনের গদি, রেকাব, ঘোড়ার মুখের সাজের ধাতব অংশগুলো এত তেতে উঠেছে

যে হাতে ছোঁয়া যায় না। এমন কি বনের ভেতরেও ঠাণ্ডা নেই। সেখানেও ছেয়ে আছে গুমোট ভাব, পাওয়া যাচ্ছে বৃষ্টির ঝাঁঝাল সোঁদা গন্ধ।

একটা গভীর ব্যাকুলতায় ভরে ওঠে গ্রিগোরির মনটা। সারাটা দিন জিনের ওপর বসে দোল খেতে খেতে ছাড়া ছাড়া ভাবে সে ভেবেছে ভবিষ্যতের কথা। কাচের পুঁতির মতো সে মনে মনে জপে চলছিল পেত্রোর কথাগুলো, তিক্ত অনুভূতিতে ছেয়ে যাচ্ছিল তার মনটা। সোমরাজের কটু কষায় স্বাদ ঠোঁটে জ্বালা ধরিয়ে দেয়। গরমে রাস্তা থেকে ভাপ উঠছে। সূর্যের নীচে চিত হয়ে পড়ে আছে সোনালী-বাদামী স্তেপের বিস্তীর্ণ প্রান্তর। রুক্ষ ঘাসপাতা দলে পিষে ধুলোবালির ঘূর্ণি উড়িয়ে হুটোপুটি খাচ্ছে শুকনো হাওয়া।

সন্ধ্যার দিকে একটা আবছা কুয়াশা সূর্যকে ঢেকে দিল। আকাশ ফেকাসে ধূসর বর্ণ ধারণ করল। পশ্চিমে ঘনিয়ে এলো ভারী মেঘ। সে মেঘ দিগন্তের অস্পষ্ট সূক্ষ্ম বোনা সুতোর ঝুলানো প্রান্ত ছুঁয়ে নিশ্চল হয়ে জমে থাকে। তারপর বাতাসের বেগে বিরক্ত হয়ে বাদামী রঙের পুচ্ছ নীচে নামিয়ে হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে রুদ্রমূর্তি ধারণ করে ভেসে আসতে থাকে। গোল আকারের চূড়োগুলো হয়ে ওঠে চিনির মতো সাদা।

দলটা আবার কুমিল্‌গা নদী পার হয়, তারপর ঢুকে পড়ে পপ্‌লার উপবনের চাঁদোয়ার নীচে। হাওয়ায় গাছের পাতা উলটে গিয়ে ভেতরের দুধাল নীল দিকটা বেরিয়ে পড়ছে, পাতায় পাতায় বেজে উঠছে সুগম্ভীর সুরেলা মর্মরধ্বনি। খোপিওর নদীর ওপাড়ে কোথায় যেন রামধনুর বিচিত্র মেখলাঘেরা মেঘের সাদা ঝকঝকে আঁচলের ভেতর থেকে ঝরঝর ক'রে ঝরে পড়ছে তেরছা শিলাবৃষ্টির ধারা, চাবুক আছড়ে চলেছে মাটির ওপর।

একটা ছোট্ট নির্জন গ্রামে তারা রাত কাটাল। গ্রিগোরি ঘোড়াটাকে উঠোনে তুলে মৌচাষের জায়গা দেখতে গেল। গৃহকর্তা এক প্রৌঢ় কসাক, চুলগুলো কোঁকড়া। আটকে পড়া মৌমাছির ঝাঁক দাড়ি থেকে ছাড়াতে ছাড়াতে উদ্বেগের সুরে গ্রিগোরির সঙ্গে সে কথাবার্তা জুড়ে দিল।

'এই মৌচাকটা মাত্র কয়েকদিন আগে কিনেছি। এখানে আনার পর দেখছি বাচ্চাগুলো কেন জানি সব মরে গেল। ওই দ্যাখো, অন্য মৌমাছিরা ওদের টেনে বার করছে।' কাঠের গুঁড়ি খোঁদল করে বানানো চাকটার কাছে এসে দাঁড়িয়ে ফোকরটার দিকে আঙুল দেখায় সে। মৌমাছিরা অনবরত মরা বাচ্চাগুলোকে বাইরে টেনে বার করছে, চাপা গুনগুন আওয়াজ করতে করতে তাদের নিয়ে উড়ে চলে যাচ্ছে।

বাড়ির কর্তা সখেদে কটা চোখদুটো কোঁচকায়, ঠোঁট দিয়ে চুমকুড়ি কেটে

দুঃখ প্রকাশ করে। লোকটা হাতদুটো বেয়াড়াভাবে দোলাতে দোলাতে দ্রুত শরীর ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে চলে। বড় বেশি তড়বড়ে এই লোকটা। তার রুক্ষ চেহারা, খাপছাড়া শশব্যস্ত ভাব কেমন যেন অস্বস্তিকর। মৌমাছিদের বিশাল পরিবার যেখানে সমান তালে ও সুশৃঙ্খলভাবে বিরাট বুদ্ধির কাজ করে চলেছে, সেখানে এই লোকটা যেন বাড়তি। গ্রিগোরি একটু অপছন্দের ভাব নিয়ে তাকিয়ে থাকে তার দিকে। চওড়া কাঁধওয়ালা প্রৌঢ় এই কসাকটার উৎসাহভরা ছটফটে ভাব, তার খনখনে দ্রুত কথা বলার ভঙ্গি গ্রিগোরির নিজের অজ্ঞানতেই এই উপলব্ধি জাগিয়ে তোলে।

'এ বছরটা মধু ভালোই পাওয়া যাবে। সুগন্ধী ফুল ভালোই ফুটেছে, মৌমাছিরা সেখান থেকে মধু যোগাড় করছে। কাঠের গুঁড়ির চাকের চেয়ে বাক্সের কাঠামোগুলো বরং ভালো। আমি এখন ওগুলোর ভেতরই মৌচাষ শুরু করেছি। . . .'

আঠার মতো ঘন চটচটে মধু দিয়ে গ্রিগোরি চা খাচ্ছিল। মধুতে নানা রকম গাছগাছড়া আর মেঠো ফুলের মিষ্টি গন্ধ। চা ঢেলে দিচ্ছিল বাড়ির কর্তার মেয়ে। লম্বা গড়ন, সুন্দরী। স্বামী ফৌজে কাজ করে – মিরোনভের রেডগার্ডদের সঙ্গে চলে গেছে। তাই গৃহকর্তাটির হাবভাব খোশামুদে ও নিরীহ ধরনের। মেয়ে যে বিবর্ণ পাতলা ঠোঁট চেপে চোখের পাতার ফাঁক দিয়ে গ্রিগোরির দিকে ক্ষিপ্র কটাক্ষে তাকাচ্ছিল তা যেন তার নজরেই পড়ল না। চায়ের কেটলি নেওয়ার জন্য মেয়েটি যখন হাত বাড়িয়েছে তখন ওর বগলের নীচের কালো কুচকুচে কোঁকড়া লোমের ওপর গ্রিগোরির দৃষ্টি পড়ল। একাধিকবার গ্রিগোরির চোখে পড়ল তার সন্ধানী কৌতূহলী দৃষ্টি। এমন কি তার এও মনে হল যেন তার চোখে চোখ পড়তে কসাক তরুণীটির গণ্ডদেশ গোলাপী হয়ে উঠছে, ঠোঁটের কোনায় ফুটে উঠছে মৃদু চোরা হাসি।

'আমি শোবার ঘরে আপনার বিছানা করে দিচ্ছি,' চায়ের পাট শেষ হলে মেয়েটি গ্রিগোরিকে বলল। বালিশ আর কম্বল হাতে নিয়ে গ্রিগোরির পাশ দিয়ে যেতে যেতে সরাসরি ক্ষুধার্ত দৃষ্টি হেনে তাকে যেন পুড়িয়ে দিয়ে গেল। বালিশটাকে থাবড়া দিয়ে ফোলাতে ফোলাতে যেন নেহাৎই মামুলী কোন কথা বলছে এই ভাবে বিড়বিড় করে দ্রুত বলে উঠল, 'আমি বাইরে চালাটার নীচে শোব। . . . ঘরের ভেতরে বড্ড গুমোট, ডাঁশে কামড়ায়। . . .'

গ্রিগোরি শুধু বুটজোড়া খুলে রেখেছিল। গৃহকর্তার নাসিকাগর্জন কানে আসতেই চালার নীচে মেয়েটার কাছে চলল। জোয়ালখোলা একটা গাড়িতে মেয়েটি শুয়েছিল। গ্রিগোরি আসতেই সে সরে পাশে তার শোবার জায়গা করে দিল, ভেড়ার চামড়ার কোটখানা টেনে গা মুড়ি দিয়ে গ্রিগোরির পায়ে পা ঠেকিয়ে চুপচাপ শুয়ে রইল।

তার ঠোঁট শুকনো, খসখসে। পেঁয়াজের গন্ধ আর তাজা স্নিগ্ধ কিসের যেন একটা গন্ধ ভেসে আসছে মুখ থেকে। তার রোদে পোড়া পেশল বাহুর আলিঙ্গনবদ্ধ হয়ে গ্রিগোরি শুয়ে রইল রাত ভোর অবধি। সারা রাত সে সজোরে গ্রিগোরিকে নিজের শরীরের সঙ্গে চেপে রেখেছে, বারবার সোহাগ করেও তার আশ মেটে নি, হাসি তামাশা করতে করতে গ্রিগোরির ঠোঁট কামড়েছে, কামড়ে রক্ত বার করে দিয়েছে। গ্রিগোরির গলায়, বুকে, কাঁধে চুম্বনদংশনের বেগনী চাকাচাকা দাগ আর তার তীক্ষ্ম ছোট ছোট দাঁতের চিহ্ন রেখে দিয়েছে। তিনপ্রহরের সময় মোরগ ডেকে ওঠার পর গ্রিগোরি উঠে শোবার ঘরে যাওয়ার উদ্যোগ করল। কিন্তু মেয়েটি ওকে আটকে রাখল।

'যেতে দাও গো, লক্ষ্মী সোনা আমার, যেতে দাও!' হালকাভাবে নিজেকে ছাড়িয়ে নেওয়ার চেষ্টা করতে করতে ঝোলা কালো গোঁফের ফাঁক দিয়ে হাসতে হাসতে অনুনয় ক'রে বলে গ্রিগোরি।

'আরেটু শুয়ে থাক। . . . শুয়ে থাক এট্টু!'

'কিন্তু আমাদের দেখে ফেললে যে! দেখ, ফরসা হয়ে এলো বলে।'

'হোক গে!'

'কিন্তু তোমার বাবা?'

'বাবা জানে।'

'তার মানে?' গ্রিগোরি আশ্চর্য হয়ে ভুরু নাচায়।

'অমনিই জানে। . . .'

'বল কী! কী করে জানে?'

'শোনো তাহলে। . . . গতকালই বাবা আমাকে বলে দিয়েছে অফিসারটা যদি জ্বালাতন করে তাহলে তার সঙ্গে শুবি, ভালো ব্যাভার করবি, নইলে গেরাসিমের অজুহাত দেখিয়ে ঘোড়াখানা কেড়ে রেখে দেবে, কিংবা আরও খারাপ কিছু করবে। আমার সোয়ামী গেরাসিম আবার মিরোনভের লাল ফৌজীদের সঙ্গে চলে গেছে কিনা!'

'ও এই ব্যাপার তাহলে!' গ্রিগোরি সকৌতুকে হাসে বটে, কিন্তু মনে মনে ক্ষুণ্ণ হয়।

অপ্রীতিকর অনুভূতিটা অবশ্য মেয়েটাই কাটিয়ে দিল। সোহাগভরে গ্রিগোরির হাতের পেশী নাড়াচাড়া করতে করতে সে শিউরে উঠল।

'আমার সোহাগের সোয়ামীটি কিন্তু তোমার মতো নয়।'

'কেমন তাহলে?' আকাশের চাঁদোয়াটার রঙ ফিকে হয়ে এসেছে। ঘোর-কাটিয়ে-ওঠা চোখে সেই দিকে চেয়ে আগ্রহভরে গ্রিগোরি জিজ্ঞেস করল।

'কোন কম্মের নয়। পলকাগোছের। . . .' আস্থাভরে গ্রিগোরির কাছে ঘেঁষে

আসে সে। শুকনো কান্নার আভাস ফুটে ওঠে তার গলায়। 'ওর সঙ্গে কাটিয়ে কখনও এতটুকু সুখ পেলাম না। মেয়েমানুষের ব্যাপারে একেবারে আনাড়ি। . . .'

শিশুর মতো সহজসরল, অচেনা অজানা একটা হৃদয় কেমন অনায়াসে মেলে ধরেছে নিজেকে – ঠিক যেন গ্রিগোরির চোখের সামনে শিশিরে নিষিক্ত হয়ে পাপড়ি মেলে ধরে ছোট্ট একটি ফুল। গ্রিগোরির নেশা লেগে যায়, মেয়েটার জন্য ঈষৎ করুণা জাগে তার। করুণায় উচ্ছ্বসিত হয়ে সোহাগভরে গ্রিগোরি তার হঠাৎ-পাওয়া প্রেমিকাটির আলুথালু চুলে হাত বুলায়, ক্লান্তিতে চোখ বোজে।

চাঁদের আলো নিভে আসছে। চালাঘরের নলখাগড়ার চাঁদোয়ার ফাঁক দিয়ে চুইয়ে চুইয়ে পড়ছে ক্ষীণ আলো। একটা তারা খসে পড়ে দ্রুত গড়িয়ে পড়ল দিগন্তের দিকে, ছাইরঙা আকাশের গায়ে রেখে গেল তার ম্রিয়মাণ শীতল আলোর রেখা। পুকুরে প্যাঁক প্যাঁক ক'রে ডাকছে একটা ধাড়ী মাদী হাঁস, মদ্দাটা কামনায় আর্ত হয়ে ফ্যাঁসফ্যাঁসে গলায় সাড়া দিচ্ছে।

একটা মধুর ঝিমঝিম ভাব ধরা, উজাড় করে দেওয়া দেহটাকে আলগোছে টেনে নিয়ে গ্রিগোরি শোবার ঘরে ফিরে গেল। মেয়েটার ঠোঁটের নোনতা ঘ্রাণটুকু ঠোঁটে নিয়ে গ্রিগোরি ঘুমিয়ে পড়ে, সযত্নে মনে করে রাখে কসাক মেয়েটির কামনায় উদগ্র দেহ, তার সেই দেহগন্ধের স্মৃতি। বুনোফুলের মধু, ঘাম আর স্নিগ্ধ উষ্ণতায় জড়ানো সে এক জটিল গন্ধ। দুঘণ্টা পরে কসাকরা তাকে ডেকে তুলল। প্রোখর জিকভ ফটকের বাইরে নিয়ে এলো গ্রিগোরির ঘোড়া। বাড়ির কর্তার কাছ থেকে বিদায় নিল গ্রিগোরি। লোকটার ধূমায়মান বিদ্বেষভরা চাউনির সামনে সে রীতিমতো স্বাভাবিক থাকার চেষ্টা করল। মেয়েটি ঘরের ভেতরে ঢুকতে মাথা নুইয়ে নমস্কার জানাল তাকে। মেয়েটা মাথা ঝুঁকিয়ে হাসল। ওর পাতলা অনুজ্জ্বল লাল ঠোঁটের কোনায় হাসির আড়ালে ফুটে উঠল আক্ষেপের অস্পষ্ট জ্বালা।

পিছন ফিরে তাকাতে তাকাতে গলি ধরে এগিয়ে চলে গ্রিগোরি। যে বাড়িতে সে রাত কাটিয়েছিল তারই পাশ দিয়ে ঘুরে গেছে গলিটা। যেতে যেতে সে দেখতে পেল বেড়ার ওপর দিয়ে ঘাড় ঘুরিয়ে রোদে পোড়া তামাটে ছোট্ট হাতের তেলোয় চোখ আড়াল করে গ্রিগোরির গমনপথের দিকে চেয়ে আছে সেই কসাক মেয়েটি যাকে সে উষ্ণ আলিঙ্গন দিয়েছিল। আচমকা একটা ব্যাকুলতায় বুকের ভেতরটা মোচড় দিয়ে ওঠে গ্রিগোরির। ফিরে ফিরে তাকায় সে। মেয়েটির মুখের ভাব, তার সম্পূর্ণ চেহারাটা মনে মনে কল্পনা করার চেষ্টা করে। কিন্তু না। শুধু দেখতে পেল কসাক মেয়েটির মাথাটুকু। সাদা ওড়না জড়ানো মাথাটা আস্তে আস্তে ঘোরাতে ঘোরাতে দৃষ্টি দিয়ে গ্রিগোরিকে অনুসরণ করছে – ঠিক যেন একটা সূর্যমুখী ফুল সূর্যের মন্থর মণ্ডলাকার গতিপথ লক্ষ করছে।

* * *

মিখাইল কশেভয়কে জোর করে মার্চ করিয়ে ভিওশেনস্কায়া থেকে ফ্রন্টে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। ফেদোসেয়েভস্কায়া জেলা-সদরে পৌঁছানোর পর জেলার কসাক-সর্দার তাকে একদিন আটকে রেখে দিল, তারপর সঙ্গে পাহারা দিয়ে তাকে ফেরত পাঠিয়ে দিল ভিওশেনস্কায়ায়।

'ফেরত পাঠাচ্ছেন কেন?' কাছারির কেরানিকে মিখাইল জিজ্ঞেস করল।

'ভিওশেনস্কায়া থেকে হুকুম এসেছে,' লোকটা অনিচ্ছাভরে উত্তর দিল।

জানা গেল মিশ্‌কার মা নাকি গ্রামপঞ্চায়েতের সভায় মাতব্বরদের পায়ে পড়ে অনুনয়-বিনয় করেছিল, তাইতে তারা সমাজের তরফ থেকে মিখাইল কশেভয়ের জন্য এই মর্মে আর্জি পাঠায় যে যেহেতু সে পরিবারের একমাত্র ভরণপোষণকারী সেই হেতু তাকে তোলা জমিতে ঘোড়া চরানোর কাজে বহাল রাখার দণ্ড দেওয়া হোক। সমাজের এই দণ্ডাজ্ঞা নিয়ে স্বয়ং মিরোন গ্রিগোরিয়েভিচ গিয়েছিল জেলার কসাক-সর্দারের কাছে। আর্জি মঞ্জুর হয়।

কাছারি বাড়িতে জেলার কসাক-সর্দারের সামনে মিশ্‌কা ফৌজী দস্তুর অনুযায়ী সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। কসাক-সর্দার তার ওপর খুব এক চোট হম্বিতম্বি করল। তারপর গলা নামালেও গরম মেজাজেই শেষ করল, 'দন রক্ষার ভার আমরা বিশ্বাস ক'রে বলশেভিকদের ওপর ছেড়ে দিতে পারি না। আপাতত ঘোড়া চরানোর তোলা জমিতে চলে যা। ঘোড়ার রাখালী কর গে। পরে দেখা যাবে। দেখিস শুয়োরের বাচ্চা। তোর মায়ের জন্যে দুঃখু হয়, নইলে তোকে . . . যা ভাগ!'

তেতে ওঠা রাস্তার ওপর দিয়ে মিশ্‌কা চলেছে। এখন আর তার সঙ্গে কোন পাহারাদার নেই। গ্রেটকোটটা কুণ্ডলী পাকিয়ে বেঁধে কাঁধের ওপর ফেলা – তাইতে কাঁধ কেটে যাওয়ার মতো অবস্থা। পঞ্চাশ ক্রোশ পথ সে হেঁটে এসেছে। তার ফলে ক্লান্তিতে পা আর চলতে চায় না। কোন রকমে সন্ধ্যার মুখে সে তার নিজের গ্রামে ফিরে এলো। মা গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করল, কান্নাকাটি করল। পরদিনই মিশ্‌কাকে চলে যেতে হল ঘোড়া চরানোর মাঠে। ওর স্মৃতির পটে ভেসে রইল মায়ের বুড়িয়ে আসা মুখখানা আর মাথার চুলের প্রথম রুপোলি ছোপ, যা এই প্রথম তার নজরে পড়েছিল।

কার্গিনস্কায়ায় জেলার দক্ষিণে নয় ক্রোশ লম্বা আর ক্রোশ দুয়েক চওড়া এক টুকরো অনাবাদী জমি আছে স্তেপের মাঠ জুড়ে। যুগ যুগান্তর ধরে কখনও লাঙলের আঁচড় পড়ে নি এর বুকে। হাজার হাজার বিঘার- এই জমিটা জেলার মদ্দা ঘোড়ার পাল চরানোর জন্য আলাদা করে রাখা হয়েছিল, তাই একে বলা

হত 'তোলা জমি'। ভিওশেনস্কায়ার শীতের আস্তাবলে মদ্দা ঘোড়াগুলোকে সারাটা শীতকাল কাটাতে হত। প্রতি বছর সন্ত ইয়েগরের উৎসবের দিনে* রাখালরা তাদের সেখান থেকে বার করে তাড়িয়ে নিয়ে আসত এই তোলা জমিতে। জেলা-সদরের টাকায় এখানে ঘোড়া চরানোর মাঠের মাঝখানে বানানো হয়েছে একটি আস্তাবল, সেই সঙ্গে আঠারোটি মদ্দা ঘোড়ার জন্য গ্রীষ্মকালের উপযোগী আলাদা আলাদা ছাদখোলা পিঁজরা। পাশেই আছে ঘোড়ার রাখাল, তদারককারী পশু-ডাক্তারের জন্য গাছের গুঁড়ি কেটে তৈরি একটা লম্বা ব্যারাক। ভিওশেনস্কায়া জেলার কসাকরা এখানে তাড়িয়ে নিয়ে আসে তাদের ঘুড়ীগুলোকে। চরানোর অনুমতি দেওয়ার আগে তদারককারী পশু-ডাক্তার লক্ষ রাখে যাতে কোন ঘুড়ীই চৌদ্দ হাতের কম উঁচু আর চার বছরের কম বয়সী না হয়। যেগুলোর স্বাস্থ্য ভালো সেগুলোকে জড় করে গোটা চল্লিশেকের এককেটা পাল তৈরি হয়, এককেটা মদ্দা ঘোড়া ঘুড়ীর সেই পাল সযত্নে আগলে চরে বেড়ায় স্তেপের মাঠে।

মিশ্‌কা চলল তাদের বাড়ির একমাত্র সম্বল ঘুড়ীটার পিঠে চেপে। তাকে বিদায় জানানোর সময় আঁচলে চোখের জল মুছতে মুছতে তার মা বলেছিল, 'পালের ঘোড়ার সঙ্গে ঘুরে আমাদের ঘুড়ীটাও কিন্তু বাচ্চা বিয়োতে পারে। . . . ভালোমতো দেখাশুনো করিস এটার, বেশি চাপিস না ওর পিঠে। আরও অন্তত একটা ঘোড়া দরকার আমাদের!'

তখন দুপুর। নাবালের মাথার ওপর ছড়িয়ে পড়েছে ধোঁয়াটে কুয়াশার বাষ্পধারা। তার আড়ালে মিশ্‌কার চোখে পড়ল ব্যারাকের টিনের ছাদ, বেড়া আর আস্তাবলের কাঠের চালাটা – বৃষ্টিবাদলে ময়লা রঙধরা। ঘুড়ীটাকে ও তাড়া দিল। টিলার মাথার ওপর জুতসই জায়গায় ওঠার পর পরিষ্কার দেখতে পেল কিছু ঘরবাড়ি। তার পেছনে কচি দুব্বো ঘাসের দুধাল ঢল নেমেছে। অনেক অনেক দূরে পুব দিকে একপাল ঘোড়ার একটা গাঢ় বাদামী ছোপ দেখা যাচ্ছে – পুকুরের দিকে ছুটছে। ওদের পাশ দিয়ে দুলকি চালে ঘোড়া ছুটিয়ে চলেছে এক রাখাল – ঠিক যেন খেলনার ঘোড়ার পিঠে সাঁটা এক পুতুল সওয়ার।

উঠোনে ঢোকার পর মিশ্‌কা ঘোড়া থেকে নামল। দেউড়ির খুঁটির সঙ্গে ঘোড়ার মুখের লাগাম বেঁধে বাড়ির ভেতরে ঢুকল। ভেতরের চওড়া বারান্দায় একজন রাখালের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। মাঝারি গড়নের এক কসাক, মুখে মেচেতার দাগ।

---

* বসন্তকালে, ২৩ এপ্রিল বসন্তকালীন এই উৎসবের সময়। – অনুঃ

'কাকে চাই?' মিশ্কার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করার পর অপ্রসন্ন কণ্ঠে সে জিজ্ঞেস করল।

'এ জায়গার যিনি দেখাশোনা করেন তাঁকে চাই।'

'ব্লুকোভ? তিনি ত নেই, কোথায় যেন গেছেন। তাঁর আসিস্টাণ্ট সাজোনভ – তিনি এখানে আছেন। বাঁ হাতের পরের দরজাটা।... কেন, কী চাই? কোত্থেকে আসা হচ্ছে?'

'আমি এসেছি রাখালের কাজ নিয়ে।'

'যা খুশি তাই মাল চালান করছে দেখছি।...'

গজগজ করতে করতে লোকটা বাইরের দরজার দিকে এগিয়ে যায়। তার কাঁধে ঝুলছে ঘোড়া ধরার ফাঁসদড়ি, পেছন পেছন মেঝের ওপর ঘসটা খাচ্ছে। দরজাটা খুলে মিশ্কার দিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে লোকটা হাতের চাবুক দোলাল। এবারে অবশ্য একটু নরম গলায়ই বলল, 'আমাদের কাজটা বড্ড কঠিন রে ভাই, কোন কোন সময় একটানা দুদিন হয়ত ঘোড়ার পিঠ থেকে নামতেই পারলে না।'

লোকটার ন্যুব্জ পিঠ আর ধনুকের মতো সামনে বাঁকা পাদুটির দিকে তাকিয়ে রইল মিশ্কা। দরজার ফাঁক দিয়ে যে আলো আসছিল তাতে কসাকটার দেহের বেয়াড়া গড়নের প্রতিটি উচ্চাবচ রেখা স্পষ্ট ফুটে উঠেছে। ধনুকের মতো বাঁকা পাজোড়া দেখে বেশ মজা পেল মিশ্কা। 'যেন চল্লিশ বছর একঠায় একটা পিপের ওপর বসে ছিল,' চোখের দৃষ্টিতে দরজার হাতল খুঁজতে খুঁজতে মনে মনে এই ভেবে ওর হাসি পেল।

সাজোনভ রাজকীয় নিস্পৃহতা দেখিয়ে অভ্যর্থনা জানাল নতুন রাখালকে।

কিছুক্ষণ বাদেই কোথা থেকে যেন স্বয়ং বড় কর্তাটিও এসে হাজির। আতামান রেজিমেন্টের সার্জেন্ট-মেজর আফানাসি ব্লুকোভ লোকটি শক্ত-সমর্থ চেহারার এক জোয়ান কসাক। রসদের তালিকায় কশেভয়ের নামটা ঢোকানোর হুকুম দিয়ে তারই সঙ্গে বেরিয়ে আসে দেউড়িতে - ঝাঁ ঝাঁ সাদা রোদ্দুরের মধ্যে।

'ঘোড়াকে তালিম দিতে পার? কখনও কোন ঘোড়াকে বশ মানিয়েছ?'

'সেরকম সুযোগ হয় নি,' মিশ্কা খোলাখুলি স্বীকার করে। সঙ্গে সঙ্গে এও লক্ষ করল যে লোকটার গরমে ঝামরানো মুখে কেমন যেন একটা চাঞ্চল্য খেলে গেল, অসন্তোষের ছায়া ঘনিয়ে এলো।

দুকাঁধের বিশাল বিশাল ফলাদুটো বাঁকিয়ে ঘর্মাক্ত পিঠ চুলকোতে চুলকোতে বড় কর্তাটি ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল মিশ্কার দু চোখের মাঝখানে।

'ফাঁসদড়ি ছুড়তে জান?'

'জানি।'

'ঘোড়াদের ওপর দয়ামায়া আছে ত?'

'তা আছে।'

'ওরাও মানুষের মতোই - শুধু অবোলা এই যা। দয়ামায়া কোরো ওদের,' হুকুমের সুরে সে বলল। তারপরই হঠাৎই অকারণে খেপে উঠে গলা চড়িয়ে বলল, 'দয়ামায়া করা উচিত! শুধু চাবুক হাঁকড়ালে চলে না।'

মুহূর্তের জন্য লোকটার চোখমুখ বুদ্ধিদীপ্ত ও সজীব হয়ে ওঠে। কিন্তু পরক্ষণেই সেই সজীবতা উধাও হয়ে যায়, মুখের প্রতিটি রেখায় ফুটে ওঠে ভোঁতা নির্বিকার ভাব, কাঠিন্যের খোলসে ঢাকা পড়ে যায় তার চেহারা।

'বিয়েশাদী করেছ?'

'না।'

'গাধা কোথাকার! বিয়ে করা উচিত ছিল!' উল্লসিত হয়ে সঙ্গে সঙ্গে বলে ওঠে লোকটা।

প্রত্যাশাভরে চুপ করে থাকে সে, মুহূর্তের জন্য তাকায় স্তেপের মাঠের বিস্তীর্ণ উন্মুক্ত বক্ষের দিকে, তারপর হাই তুলতে তুলতে চলে যায় বাড়ির ভেতরে। এর পর এক মাসের চাকরীর সময়ের মধ্যে মিশ্‌কা আর একটি কথাও শোনে নি লোকটার মুখ থেকে।

ঘোড়া চরানোর মাঠে সবসুদ্ধ ছিল পঞ্চান্নটা মদ্দা ঘোড়া। প্রত্যেক রাখালকে দুটো তিনটে করে ঘোড়ার পাল দেখতে হত। মিশ্‌কার ওপর ভার পড়েছে মস্ত একটা ঘোড়ার পাল দেখাশোনার - পালের গোদা 'বাহার' নামে এক বুড়ো তেজী ঘোড়া। এছাড়া আছে আরও একটা পাল। সেটা একটু ছোট। তাতে আছে প্রায় কুড়িটা মাদী ঘোড়া আর 'মামুলি' নামে একটা মদ্দা ঘোড়া। বড় কর্তা সবচেয়ে চটপটে ও সাহসী রাখালদের একজনকে ডেকে পাঠাল। লোকটার নাম ইলিয়া সল্‌দাতভ।

'এই যে নতুন রাখাল, মিখাইল কশেভয়, তাতারস্কি গাঁ থেকে এসেছে,' তাকে সে বলল। ''মামুলি' আর 'বাহারের' পাল দুটো ওকে দেখিয়ে দাও, আর একটা ফাঁসদড়ি দাও ওকে। তোমাদের গুমটিতে থাকবে ও। ওকে শিখিয়ে-পড়িয়ে দাও। যাও।'

সল্‌দাতভ নীরবে সিগারেট ধরাল, মিশ্‌কার দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়ল।

'চল।'

বাইরে আসার পর মিশ্‌কার ছোট্ট মাদী ঘোড়াটাকে রোদে দাঁড়িয়ে ঝিমুতে

দেখে চোখের ইশারায় দেখিয়ে বলল, 'এই চীজটা তোমার নাকি?'

'হ্যাঁ, আমার।'

'পেটে বাচ্চা আছে নাকি?'

'না।'

'তাহলে 'বাহারের' সঙ্গে পাল দিও। 'বাহার' আমাদের কবলিওভ ফার্ম থেকে আনা – বিলিতি রক্তের মিশেল আছে ওর মধ্যে। ওঃ যা ছুটতে পারে! . . .আচ্ছা উঠে বসো।'

ওরা পাশপাশি চলতে থাকে। হাঁটু অবধি ঘাসে পা ডুবিয়ে চরে বেড়াচ্ছে ঘোড়ার পাল। ব্যারাক আর আস্তাবল দেখতে দেখতে অনেক পেছনে পড়ে রইল। সামনে স্নিগ্ধ নীল ধোঁয়াটে কুয়াশায় জড়ানো ধ্যানগম্ভীর মৌন স্তেপভূমির বিস্তার। মাঝ আকাশে শুভ্র জ্যোতির্ময় মেঘের জটাজালের আড়ালে সূর্য ধিকি ধিকি জ্বলছে। গরম ঘাস থেকে উঠছে একটা ভারী চটচটে সুগন্ধ। ডানদিকে একটা চওড়া খাত, কিনারার নাবাল রেখাগুলো কুয়াশায় ঢাকা। তার আড়াল থেকে মুক্তোর মতো হাসিতে ঝলমল করছে একটা দীঘির জলরাশি। চারিদিকে যতদূর দৃষ্টি যায় কেবল সীমাহীন বিস্তার, কুহেলীর কাঁপা কাঁপা স্রোত, দুপুরের প্রখর তাপে নিথর নিশ্চল প্রাচীন স্তেপভূমি। দিগন্তে ধরা-ছোঁওয়ার বাইরে বুক উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ময়ূরকণ্ঠী রঙের এক যাদুমাখা পাহাড়।

ঘাসগুলো শেকড় থেকে শুরু করে ঘন সবুজ, গাঢ় রঙের। সূর্যের আলো পড়ে শুধু তাদের মাথাগুলো স্বচ্ছ দেখাচ্ছে, তামার সবজেটে ছাতার রঙে ঝলমল করছে। স্তেপের মাঠের কাঁচা সুলতানী কাশফুল আলুথালু মাথা নাড়াচ্ছে, তার চারপাশে গোল হয়ে পাকিয়ে পাকিয়ে চলে গেছে কাঁকড়া বুনো লতা, শ্যামা ধানের গাছগুলো সতৃষ্ণভাবে সূর্যের দিকে তাদের দানাভরা ভারী মাথা বাড়িয়ে দিয়েছে। জায়গায় জায়গায় কিছু অবাড়ন্ত লতাপাতা ক্বচিৎ সুগন্ধী শলুক শাকের সঙ্গে মিশে অন্ধের মতো শক্ত করে মাটি আঁকড়ে পড়ে আছে। তারপর আবার বন্যার জলের মতো জেগে উঠেছে কাশফুলের বিপুল বিস্তার। ফাঁকে ফাঁকে বিচিত্রবর্ণের সমারোহ – বুনো জই, হলুদ শুশনি শাক আর চিঙ্গিজ ঘাস – এমন এক জাতের ঘাস যে নিজের জাত ছাড়া অন্য কাউকে ভালোবাসে না, আর সব ঘাসপাতাকে কোণঠাসা করে দিয়ে নিজেই গোটা জায়গা জুড়ে থাকে।

কথাবার্তা না বলে নীরবে চলেছে কসাক দুজন। অনেক দিনের অজানা একটা বিনম্র আত্মনিবেদনের অনুভূতি জেগে ওঠে মিশকার মনে। স্তেপের মাঠের নীরবতা আর ধ্যানগম্ভীর প্রাজ্ঞতা ওর মনকে ভারাক্রান্ত করে তোলে। তার সঙ্গীটি ঘোড়ার কেশরের ওপর ঝুঁকে পড়ে জিনেই বসে বসে স্রেফ ঘুমোচ্ছে, জিনের

কাঠামোর ওপর দুহাত আঁজলা করে এমন ভাবে রেখেছে যেন প্রসাদ নেওয়ার জন্য হাত পেতে আছে।

পায়ের কাছ থেকে একটা পাখি পাখা মেলে উড়ে গেল গিরিখাতের ওপর দিয়ে। সূর্যের আলোয় ঝকঝক করছে তার সাদা পালক। আজও সাগরের বুকে সম্ভবত সকাল থেকেই ঢেউ খেলিয়ে চলেছে দখিনা বাতাস, তার মৃদুমন্দ প্রবাহে শুয়ে পড়ছে প্রান্তরের ঘাস।

আধ ঘণ্টার মধ্যে তারা এসে পড়ল হোগলা-দীঘির কাছে। সেখানে এক পাল ঘোড়া চরে বেড়াচ্ছিল। সল্‌দাতভের ঘুম ভেঙে গেল। জিনের ওপর বসেই আড়িমুড়ি ভাঙতে ভাঙতে অলস্যভরে সে বলল, 'এটা হল পান্তেলেই লোমাকিনের ঘোড়ার পাল। তাকে অবিশ্যি কোথাও দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না।'

'মদ্দা ঘোড়াটার নাম কী?' লম্বা গড়নের হালকা বাদামী রঙের দন-জাতের ঘোড়াটাকে দেখে মুগ্ধ হয়ে মিশ্‌কা জিজ্ঞেস করে।

''ফ্রেজার'। বদরাগী, দারুণ বদমাইশ! ওঃ দেখ দেখ, কেমন চোখ পাকাচ্ছে! ওই যে চলল পাল নিয়ে।'

মদ্দা ঘোড়াটা এক পাশে মোড় নিতে ঘুড়ীগুলোও দঙ্গল বেঁধে চলল তার পেছন পেছন।

মিশকার ভাগে যে দুটো ঘোড়ার পাল পড়েছিল সে তার ভার বুঝে নিল। সঙ্গের জিনিসপত্র সে রাখে মাঠের চালাঘরে। মিশ্‌কা আসার আগেই এই ঘরে থাকত তিনজন: সল্‌দাতভ, লোমাকিন আর তুরোভেরোভ নামে এক বয়স্ক কসাক - লোকটা ভাড়াটে রাখাল, কথা কম বলে। সল্‌দাতভ ওদের সর্দার। বেশ উৎসাহভরে সে মিশ্‌কাকে তার দায়িত্ব বুঝিয়ে দিল। পর দিনই মদ্দা ঘোড়াগুলোর চালচলন ও স্বভাবচরিত্রের কথা মিশ্‌কাকে বলল, তারপর অল্প হেসে উপদেশ দিল, 'নিজের ঘোড়ার পিঠে চেপে কাজ করবে - এইটেই অবশ্যি নিয়ম, কিন্তু তুমি যদি দিনের পর দিন ছুটিয়ে বেড়াও, তাহলে হয়রান করে ফেলবে। তাই ওকে পালের মধ্যে ছেড়ে দাও, অন্য একটাতে জিন কষাও, মাঝে মাঝে বদলাবদলি কর।'

মিশ্‌কার চোখের সামনে পালের ভেতর থেকে একটা মাদী ঘোড়া বার করে আনল সে। তারপর ঘোড়া ছুটিয়ে চলতে চলতে অভ্যস্ত ভঙ্গিতে কায়দা করে ফাঁসদড়ি ছুড়ে তাকে বন্দী করল। মিশ্‌কার জিনটা তার পিঠে চাপিয়ে দিল সে। ঘুড়ীটা ইতিমধ্যে কাঁপতে কাঁপতে পেছনের দুপায়ে ভর দিয়ে প্রায় বসে পড়েছে। সেই অবস্থায় সে তাকে হিড়হিড় করে মিশ্‌কার সামনে টেনে আনল।

'উঠে পড়! দেখেশুনে মনে হচ্ছে এই হারামজাদীটা কাউকে পিঠে নিয়ে

চলার তালিম কখনও পায় নি। উঠে পড় বলছি!' বাঁ হাতে ঘুড়ীটার ফোলানো নাকে চাপ দিতে দিতে ডান হাতে সজোরে তার মুখের লাগাম ধরে টানতে টানতে রেগেমেগে চেঁচিয়ে ওঠে সে। 'ওদের সঙ্গে একটু নরম ব্যবহার কোরো বাপু! এ তোমার আস্তাবল্ নয় যে মন্দা ঘোড়াকে চেঁচিয়ে একদিকে যেতে বললে অমনি সে পিঞ্জরার এক দিকে সরে গেল। এখানে ওসব জারিজুরি খাটবে না! বিশেষ করে নজর রেখো ওই 'বাহার'টার ওপরে। ওর ধারে কাছে ঘেঁষো না – লাথি কষিয়ে দেবে।' ঘুড়ীটা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে উসখুস করছিল – সেটার সাটিনের মতো কালো কুচকুচে টানটান ওলানে আদর ক'রে চাপড় মারতে মারতে রেকাব ধরে কথাগুলো বলল সে।

তিন

এক সপ্তাহ ধরে দিনের পর দিন ঘোড়ার পিঠে কাটিয়ে মিশ্‌কা দিব্যি জিরিয়ে নিতে লাগল। স্তেপের মাঠ ওকে বশ করেছে, তার দোর্দণ্ড প্রতাপ ওকে বাধ্য করেছে এক আদিম আরণ্য জীবন যাপন করতে। ঘোড়ার পাল কাছে পিঠে কোথাও চরে বেড়াচ্ছে। মিশ্‌কা জিনের ওপর বসে ঢুলছে, কিংবা হয়ত ঘাসের ওপর গড়াগড়ি দিচ্ছে, আনমনে চেয়ে আছে আকাশের দিকে। দলে দলে সাদা মেঘ তাদের হিমজমাট প্রান্ত ঝুলিয়ে দিয়েছে, বাতাস তাদের চরিয়ে বেড়াচ্ছে। এরকম বৈরাগ্যের ভাব গোড়ার দিকে তার বেশ লাগত। এমন কি মনুষ্যসমাজ থেকে দূরে ঘোড়া চরানোর মাঠে এই জীবনযাত্রাটা যেন তার ভালোই লাগত। কিন্তু সপ্তাহের শেষ দিকে সে যখন নতুন পরিস্থিতিতে ধাতস্থ হয়ে উঠেছে সেই সময় একটা অস্পষ্ট আতঙ্ক ওকে উতলা করে তুলল। 'ওখানে লোকে নিজেদের আর সমাজের দশজন মানুষের ভবিষ্যৎ কী হবে তাই ঠিক করছে, এখানে আমি কিনা ঘোড়া চরিয়ে বেড়াচ্ছি? সে কী করে হয়? এখান থেকে সরে পড়া দরকার। নইলে আমার কী দশা হবে কে জানে?' প্রকৃতিস্থ হওয়ার পর সে মনে মনে ভাবল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আরেকটি সত্তার অলস ফিসফিসানি যেন একটু একটু করে চুইয়ে পড়তে থাকে ওর চৈতন্যে: 'লড়ুক গে ওরা! ওখানে পদে পদে মরণ। এখানে আছে মুক্তি, শ্যামল ঘাস আর উদার আকাশ। ওখানে হিংসা, এখানে শান্তি। কোথায় কী হচ্ছে না হচ্ছে তাই নিয়ে তোমার অত মাথাব্যথা কেন?' এই রকম সমস্ত ভাবনাচিন্তা মিশ্‌কার বিনম্র প্রশান্তিকে অবিরাম ভীষণভাবে কুরে কুরে খেতে লাগল। তারই তাড়নায় সে মানুষের সঙ্গ খুঁজতে

থাকে। দুলারেন্ড পুকুর এলাকায় যেখানে সল্‌দাতভ তার ঘোড়ার পাল চরায়, এখন তার সাক্ষাৎ পাওয়ার আশায় আগের চেয়েও বেশি ঘন ঘন মিশ্‌কা সেখানে যায়, তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হওয়ার চেষ্টা করে।

নিঃসঙ্গতার উপলব্ধি সল্‌দাতভকে পীড়া দিত বলে মনে হয় না। সে কদাচিৎ চালাঘরে রাত কাটায়, প্রায় সব সময়ই ঘোড়ার পালের সঙ্গে সঙ্গে কিংবা পুকুরের আশেপাশে আছে। জানোয়ারের জীবন যাপন করে সে, নিজেই খুঁজে পেতে নিজের খাদ্য বার করে। আর কাজটা সে এত অস্বাভাবিক দক্ষতার সঙ্গে করে যে মনে হয় বুঝি সারা জীবন শুধু এই নিয়েই আছে। একদিন বনের মধ্যে ঘোড়ার চুল পাকিয়ে পাকিয়ে সে বঁড়শির সুতো বানাচ্ছিল। তাই দেখে মিশ্‌কা কৌতূহল প্রকাশ করল।

'ওটা দিয়ে কী করবে?'

'মাছ ধরব।'

'মাছ কোথায়?'

'পুকুরে। পুঁটি মাছ আছে।'

'কী দিয়ে ধর? কেঁচো দিয়ে নাকি?'

'রুটি দিয়ে ধরি, কেঁচো দিয়েও ধরি।'

'সেদ্ধ কর নাকি?'

'শুঁটকি করে খাই। এই নাও, খেয়েই দ্যাখো না,' এই বলে সালোয়ারের জেবের ভেতর থেকে শুঁটকি পুঁটি মাছ বার করে প্রসন্ন মনে তাই দিয়ে আপ্যায়ন করল মিশ্‌কাকে।

একবার ঘোড়ার পালের পেছন পেছন এগোতে এগোতে মিশ্‌কা দেখতে পেল সল্‌দাতভ ফাঁদ পেতে একটা বন-মোরগ ধরেছে। কাছেই দাঁড়িয়ে আছে নিপুণ হাতে তৈরি একটা বন-মোরগের নকল মূর্তি। বেশ কায়দা করে ঘাসের মধ্যে লুকানো রয়েছে পাশবন্ধ, এক প্রান্ত একটা খুঁটির সঙ্গে বাঁধা। একটা গর্তের ভেতরে কিছু জ্বলন্ত কয়লা ছড়িয়ে আগুন জ্বালিয়ে ওই দিনই সন্ধ্যাবেলা সে বন-মোরগটা ঝলসাল। তার সঙ্গে সন্ধ্যার খাওয়া খেতে ডাকল। চমৎকার গন্ধ ছাড়ছিল মাংস থেকে। পাখির মাংস ছাড়াতে ছাড়াতে সল্‌দাতভ তাকে অনুনয় করে বলল, 'এর পরের বার দেখলে কিন্তু উঠিয়ে ফেলো না, তাহলে আমার কাজ পণ্ড করে ফেলবে।'

'আচ্ছা, তুমি এখানে এলে কী করে?' মিশ্‌কা জিজ্ঞেস করল।

'আমিই বাড়ির একমাত্র রোজগেরে ছেলে।'

সল্‌দাতভ কিছুক্ষণ গুম হয়ে রইল, তারপর আচমকা জিজ্ঞেস করে বসল,

'আচ্ছা, ছেলেরা যে সবাই বলাবলি করছে তুমি নাকি লালদের দলের – কথাটা কি সত্যি?'

এরকম প্রশ্ন কশেভয় আশা করে নি, তাই সে একটু হকচকিয়ে গেল।

'না ... মানে, কী বলব ... হ্যাঁ, ভিড়েছিলাম ওদের দলে। ... তারপর ধরা পড়ে গেলাম।'

'ভিড়েছিলে কেন? কিসের খোঁজে?' চোখদুটো কটমট করে তাকাতে তাকাতে আরও ধীরে ধীরে মাংস চিবুতে চিবুতে মৃদুস্বরে সলদাতভ জিজ্ঞেস করল।

একটা শুকনো গিরিখাতের মাথার ওপরে আগুনের ধারে ওরা দুজনে বসে ছিল। ঘুঁটে থেকে গলগল করে ধোঁয়া বেরোচ্ছে, ছাইচাপা আগুন বাইরে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করছে। পেছন থেকে রাত ওদের পিঠের ওপর শুকনো গরমের আর নেতিয়ে যাওয়া সোমরাজের গন্ধবিধুর নিঃশ্বাস ফেলছে। নিকষ কালো আকাশের গায়ে আঁচড় দিয়ে গেল খসে পড়া তারা। একটা তারা খসে পড়ছে। তারপর অনেকক্ষণ ধরে জ্বলজ্বল করতে থাকে তার ফেঁসো ফেঁসো দাগটা – যেন ঘোড়ার পাছায় কশাঘাতের চিহ্ন।

মিশ্‌কা সতর্ক হয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে থাকে সলদাতভের মুখটা। আগুনের সোনালি আভা পড়েছে তার মুখে। সে উত্তর দিল, 'অধিকারের জন্যে লড়াই করতে গিয়েছিলাম।'

'কার অধিকার?' সলদাতভ চঞ্চল হয়ে চটপট জিজ্ঞেস করল।

'মানুষের অধিকার।'

'কিসের অধিকার? সেটাই বল না আমাকে।'

সলদাতভের কণ্ঠস্বর এখন চাপা, তাতে ফুটে উঠেছে তোষামোদের সুর। মিশ্‌কা এক মুহূর্ত ইতস্তত করল। ওর মনে হল সলদাতভ যেন নিজের মুখের ভাব গোপন করার উদ্দেশ্যে ইচ্ছে করেই আগুনের মধ্যে নতুন করে ঘুঁটে ফেলে দিল। শেষকালে মনস্থির করে সে বলেই ফেলল।

'কিসের আবার? – সকলের জন্যে সমান অধিকার! কর্তা-টর্তা কেউ থাকবে না, চাকর-বাকরও থাকবে না। বুঝলে? ওসবের আর কিছু রাখবে না ওরা।'

'তোমার কি ধারণা ক্যাডেটরা এঁটে উঠতে পারবে না?'

'উঁহু, তা পারবে না।'

'ও, এই তাহলে চেয়েছিলে?' সলদাতভ ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলে হঠাৎ উঠে দাঁড়ায়। 'শালা শুয়োরের বাচ্চা, কবালা লিখে ইহুদী ব্যাটাদের হাতে কসাকদের তুলে দেবার মতলবে ছিলি?' ভীষণ চটে গিয়ে তারস্বরে চেঁচিয়ে উঠল সে। 'তোদের ওই বিষদাঁত ভেঙে দিতে হয়। তোরা কিনা আমাদের শেকড়সুদ্ধ উপড়ে

ফেলতে চাস? আচ্ছা, এই ব্যাপার তাহলে। ইহুদী ব্যাটারা যাতে স্তেপের মাঠ জুড়ে কলকারখানা বসাতে পারে, জমি থেকে আমাদের উচ্ছেদ করতে পারে তার ব্যবস্থা করা?'

হতভম্ব মিশ্‌কা ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল। তার মনে হল সল্‌দাতভ বুঝি তাকে মারবে। তাই সে পিছু হটে গেল। এদিকে মিশ্‌কা ভয় পেয়ে পিছু হটছে দেখে সল্‌দাতভও ঘুষি পাকিয়ে সামনের দিকে হাত ছুঁড়ে দিল। মিশ্‌কা মাঝপথে শূন্যে তার হাতটা ধরে ফেলল। কব্‌জিতে চাপ দিতে দিতে তাকে সতর্ক করে দিয়ে উপদেশ দিল: 'আরে খুড়ো, ছাড় দেখি, নইলে তোমাকে হালুয়া বানিয়ে ছেড়ে দেব! অমন হল্লা করছ কেন শুনি?'

অন্ধকারের মধ্যে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে রইল ওরা দুজন। পায়ের তলার চাপে পড়ে আগুনটা নিভে গেছে। শুধু একপাশে ছিটকে গিয়ে একটা ঘুঁটের কিনারা ধিকিধিকি জ্বলছে, সেখান থেকে ধোঁয়া উঠছে। বাঁ হাতের মুঠোয় মিশ্‌কার জামার কলার চেপে টেনে উঁচু করে ধরেছে সল্‌দাতভ, ডান হাতটা ছাড়িয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছে।

'হাত সরিয়ে নাও বলছি!' শক্তিশালী ঘাড়টা ঘোরাতে ঘোরাতে গরগর করে উঠল মিশ্‌কা। 'বলছি সরিয়ে নাও! ঝেড়ে দেব কিন্তু। কী হল, কানে গেল না?'

'আমাকে মারবি! . . . না, দাঁড়া, আমিই তোকে . . .' সল্‌দাতভ হাঁসফাঁস করতে থাকে।

মিশ্‌কা নিজেকে ছাড়িয়ে নিল, সজোরে তাকে ঠেলে দূরে সরিয়ে দিল। লোকটার ওপর একটা প্রচণ্ড ঘৃণা হতে তাকে আঘাত করার, ধাক্কা মেরে ফেলে দেওয়ার এবং যদৃচ্ছা হাত চালানোর প্রচণ্ড ইচ্ছা হচ্ছিল তার। কাঁপতে কাঁপতে সে গায়ের জামা ঠিক করতে লাগল।

সল্‌দাতভ ওর দিকে এগোনোর চেষ্টা করল না। দাঁত কড়মড় করে নানা রকম গালিগালাজ করতে থাকে আর তারই ফাঁকে ফাঁকে চিৎকার করে বলতে থাকে, 'জানিয়ে দেব! . . . এক্‌খুনি জানিয়ে দেব ওপরওয়ালাকে! তোকে আমি কোন্ চুলোয় পাঠাই দ্যাখ্ না। . . . শালা বদমাশ! . . . কেউটে সাপের বাচ্চা! . . . বলশেভিক! . . . তোরও দশা হওয়া উচিত ওই পদ্‌তিওল্‌কভের মতো! ফাঁসীকাঠে! ফাঁসীর দড়িতে!'

'ব্যাটা ঠিক লাগাবে! . . . বানিয়ে বানিয়ে সাতকাহন করে বলবে। . . . আমাকে তাহলে গারদে পুরবে। . . . লড়াইয়ের জায়গায় পাঠাবে না - তার মানে পালিয়ে যে নিজেদের দলে যাব তারও কোন উপায় থাকবে না। আমার কম্ম শোধ হয়ে গেল!' ভাবতে ভাবতে মিশ্‌কা আতঙ্কে হিম হয়ে যায়। বন্যার জল

নেমে যাওয়ার পর কোন মাছ নদী থেকে আলাদা হয়ে গর্তের মধ্যে পড়ে গেলে তার যেমন অবস্থা হয় কশেভয়ের মরিয়া চিন্তাভাবনাগুলোও তেমনি একটা উপায় খুঁজে বার করার চেষ্টায় ছটফট করতে থাকে। 'ওকে মেরে ফেলা দরকার। এখুনি গলা টিপে মেরে না ফেললে নয়!' এরই মধ্যে মুহূর্তের নেওয়া এই সিদ্ধান্তের পক্ষে সে মনে মনে একটা ওজরও খাড়া করার চেষ্টা করছিল: 'বলব আমাকে মারার জন্যে তেড়ে এসেছিল। . . . আমি ওর গলার নলী চেপে ধরেছিলাম। ইচ্ছে ছিল না। . . . মাথা গরম হয়ে গিয়েছিল। . . .'

কাঁপতে কাঁপতে মিশ্‌কা পা বাড়াল সল্‌দাতভের দিকে। সেই মুহূর্তে সল্‌দাতভও যদি ছুটে যেত তাহলে রক্তারক্তি কাণ্ড বা খুনখারাবি ঘটতে দেরি হত না। কিন্তু সল্‌দাতভ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খিস্তিখেউড় চালিয়ে যেতে লাগল। ফলে মিশ্‌কা চুপসে গেল। শুধু তার পাদুটো দুর্বলভাবে কাঁপতে লাগল, বগলের তলায় আর পিঠে ঘাম ফুটে উঠল।

'সবুর কর। . . . শুনছ? থামো সল্‌দাতভ, অমন চেঁচিও না। তুমিই ত প্রথম শুরু করলে।'

মিশ্‌কা কাঙালের মতো অনুনয়-বিনয় শুরু ক'রে দেয়। কথা বলতে বলতে ওর চোয়াল কাঁপতে থাকে, চোখজোড়া হতভম্ব হয়ে ছটফট করে বেড়াতে থাকে।

'ছেড়ে দাও ভাই, বন্ধুদের মধ্যে অমন কত কিছুই না হয়! . . . আমি ত তোমাকে মারি নি। . . . বরং উল্টে তুমিই আমার জামা চেপে ধরেছিলে। . . . তাছাড়া কীই বা এমন বলেছি আমি? এসবের প্রমাণ করতে হবে, তাই না? আমি যদি তোমার মনে কোন দুঃখ দিয়ে থাকি তাহলে আমাকে মাফ কোরো। . . . ভগবানের দোহাই! কী হল?'

সল্‌দাতভের চেঁচামেচির জোর অল্প অল্প করে কমতে থাকে, শেষকালে একেবারে থেমে যায় সে। খানিক বাদে কশেভয়ের ঘর্মাক্ত ঠাণ্ডা হাতের মুঠো থেকে ঝটকা মেরে নিজের হাত ছাড়িয়ে, মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে সে বলল, 'শালা কেউটে সাপ, লেজ পাকিয়ে কিলবিল কর! যাক গে, ঠিক আছে, বলব না। তোর বোকামি দেখে দুঃখু হয়। . . . কিন্তু আমার চোখের সামনে পড়িস নে বাপু, তোকে আমি এখন আর দুচক্ষে দেখতে পারি নে! শালা শুয়োরের বাচ্চা! ইহুদীগুলোর কাছে নিজেকে বেচে দিয়েছিস! যারা নিজেদের বিকিয়ে দিতে পারে তাদের ওপর আমার কোন দয়ামায়া নেই।'

মিশ্‌কা অন্ধকারের মধ্যে স্তিমিত করুণ হাসি হাসল। সল্‌দাতভ অবশ্য তার মুখ দেখতে পেল না। মিশ্‌কার শক্ত ক'রে পাকানো দুহাতের মুঠি যে রক্তোচ্ছ্বাসে

ফুলে উঠেছে তাও নজরে পড়ল না।

আর একটি কথাও না বলে ওরা বিদায় নিল। কশেভয় ক্ষিপ্ত হয়ে ঘোড়ার পিঠে চাবুক মেরে ছুটল নিজের ঘোড়ার পালের খোঁজে। পুব আকাশে বিজলি চমকাচ্ছে, গুরুগুরু মেঘ ডাকছে।

সেই রাতে ঘোড়া চরানোর মাঠের ওপর দিয়ে ঝড়বৃষ্টি বয়ে গেল। মাঝরাতের দিকে ছুটতে ছুটতে হয়রান হয়ে যাওয়া ঘোড়ার মতো ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেলতে ফেলতে শিস দিয়ে ছুটে চলল প্রচণ্ড হাওয়া। পেছন পেছন ছড়িয়ে পড়ল জমাট ঠাণ্ডা আর প্রবল ধুলোবালির একটা অদৃশ্য আঁচল।

আকাশ ঘন কালো মেঘে ছেয়ে গেছে। কালো মাটির মতো থরে থরে জমে আছে কালো মেঘের রাশি। তার বুক কোনাকুনি চষে উথাল-পাথাল করে দিয়ে চলে গেল বিদ্যুতের চমক। তারপর নেমে এলো দীর্ঘ নীরবতা। দূরে কোথায় যেন সতর্কতার আভাস দিয়ে মেঘ ডাকছে। বৃষ্টির মোটা মোটা দানাগুলোর ভারে ঘাস মাটিতে শুয়ে পড়তে শুরু করেছে। দ্বিতীয়বার বিদ্যুতের আলো আকাশের গায়ে বৃত্তরেখা টেনে যেতে কশেভয় দেখতে পেল একটা বাদামী রঙের ভয়ঙ্কর মেঘ অর্ধেক আকাশ ছেয়ে ফেলেছে। সেটার কিনারাগুলো কাঠকয়লার মতো মিশমিশে কালো। তারই নীচে চিতপাত হয়ে পড়ে আছে মাঠ, মাঠের বুকে জড়সড় হয়ে জোট বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে একপাল খুদে খুদে ঘোড়া। বিকট গর্জন ক'রে বাজ পড়ল, বিদ্যুৎ দ্রুত বেগে ধেয়ে চলেছে মাটির দিকে। আরও একবার ভয়ঙ্কর বজ্রপাতের পর মেঘের গর্ভ ভেদ করে মুষলধারে নেমে এলো বৃষ্টি। স্তেপের মাঠ গুমরে উঠল অস্ফুট কান্নায়। ঘূর্ণি হাওয়া কশেভয়ের মাথা থেকে ভিজে টুপি উড়িয়ে নিয়ে গেল। হাওয়ার এত জোর যে ওকে বাধ্য হয়ে ঝুঁকে পড়তে হচ্ছিল জিনের কাঠামোর গায়ে। কয়েক মুহূর্তের জন্য একটা কালিঢালা নিস্তব্ধতা ছলকে উঠল। তারপর আবার আকাশের বুকে শুরু হয়ে গেল বিজলির তাণ্ডবলীলা, তাতে আরও ভয়াবহ হয়ে উঠল দানবীয় অন্ধকার। এর পরই বাজের আওয়াজটা এত ভীষণ, শুকনো, চরচরে আর কান ফাটানো হয়ে গড়িয়ে চলল যে কশেভয়ের ঘোড়াটা সামনের দুপা খাড়া করে নাক দিয়ে ঘড়ঘড় আওয়াজ করতে করতে মাটিতে থেবড়ে বসে পড়ল। পালের ঘোড়াগুলোও অস্থির হয়ে পা দাপাতে লাগল। কশেভয় সর্বশক্তি দিয়ে লাগাম টেনে ধরে ঘোড়াগুলোকে উৎসাহ দেবার জন্য চেঁচাতে লাগল, 'হেই হেই, থাম!'

মেঘের চূড়োর ফাঁকে ফাঁকে চিনির দানার মতো সাদা ঝকঝকে বিজলির আঁকাবাঁকা ঝলক অনেকক্ষণ ধরে আকাশে খেলে গেল। সেই আলোয় কশেভয় দেখতে পেল ঘোড়ার পালটা ছুটে আসছে তাকে লক্ষ্য ক'রে। ঘোড়াগুলোর

চকচকে মুখ মাটিতে ছুঁই ছুঁই। পাগলের মতো হুড়মুড় ক'রে তারা সামনের দিকে ছুটছে। নাক ফুলিয়ে ঘড়ঘড় শব্দে নিঃশ্বাস নিচ্ছে। ভিজে মাটির বুকে ধপ ধপ আওয়াজ তুলছে ওদের নালছাড়া খুর। পালের সামনে প্রচণ্ড বেগে ছুটে আসছে 'বাহার'। কশেভয় ঝট করে তার ঘোড়াটাকে একপাশে সরিয়ে নিল। কোন রকমে ঘোড়ার পালের পাশ কাটানোর অবকাশ পেল। ঘোড়াগুলো পাশ দিয়ে ছুটে গিয়ে খানিকটা দূরে দাঁড়িয়ে পড়ল। ঝড়বৃষ্টিতে ভীত ও উত্তেজিত ঘোড়ার পালটা যে তারই চিৎকারে সাড়া দিয়ে এদিকে ছুটে এসেছিল তা বুঝতে না পেরে কশেভয় আরও জোরে চেঁচাল: 'হেই হেই, থাম!'

এবারে আবার। ভয়ঙ্কর বেগে তার দিকে ছুটে আসে ঘোড়ার খুরের খটখট আওয়াজ। কিন্তু এখন তা শোনা যাচ্ছে অন্ধকারের মধ্যে। ভয়ে সে তার মাদী ঘোড়াটার দুচোখের মাঝখানে চাবুক কষিয়ে দিল। ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গেছে – পাশে সরার অবকাশ সে পেল না। ভয়ে দিগ্বিদিকজ্ঞানশূন্য হয়ে একটা ঘোড়া বুক দিয়ে সজোরে ধাক্কা মারল তার ঘোড়াটার পাছায়, সঙ্গে সঙ্গে গুলতি থেকে ছোঁড়া পাথরের মতো জিন থেকে ছিটকে উড়ে গেল কশেভয়। নেহাৎ কপালজোর ছিল বলেই সে বেঁচে গেল। পালের মূল অংশটা তার খানিকটা ডান ধার দিয়ে যাচ্ছিল, এই জন্যই তাদের পায়ের তলায় সে পড়ল না। শুধু একটা মাদী ঘোড়া তার ডান হাতটা মাড়িয়ে কাদার ভেতরে দাবিয়ে দিয়ে চলে গেল। মিশ্‌কা উঠে দাঁড়াল, সাবধানে, যতদূর সম্ভব নিঃশব্দে পারা যায় একপাশে সরে গেল। সে শুনতে পাচ্ছিল ঘোড়ার পালটা কাছেপিঠেই কোথায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে তার ডাকের – ডাক শুনতে পেলেই আবার পাগলের মতো প্রচণ্ড বেগে ধেয়ে আসবে তার দিকে। সব কিছু ভেদ করে স্পষ্ট শোনা যাচ্ছিল 'বাহারের' নিজস্ব বৈশিষ্ট্যসূচক ঘড় ঘড় নাক টানার আওয়াজ।

চালাঘরে মিশ্‌কা যখন ফিরে এলো তখন ভোর হয় হয়।

চার

১৫ই মে তারিখে পরিচালকমণ্ডলীর পরিষদের সভাপতি এবং পররাষ্ট্র দপ্তরের প্রধান মেজর জেনারেল আফ্রিকান বগায়েভ্‌স্কি, দন আর্মির কোয়ার্টার মাস্টার-জেনারেল কর্ণেল কিসলোভ আর কুবানের আতামান ফিলিমোনভকে সঙ্গে নিয়ে সর্বপ্রধান দন ফৌজের আতামান ক্রাস্‌নোভ স্টীমারে ক'রে মানিচ্‌স্কায়া জেলা-সদরে এসে উপস্থিত হলেন।

স্টীমার জেটিতে এসে ভিড়ছে, ব্যস্তসমস্ত মাঝিমাল্লারা ছুটোছুটি করছে, গৈরিক জলের ঢেউ ফেনা তুলে গ্যাঙওয়ে থেকে সরে যাচ্ছে। ডেক থেকে বিষণ্ণমুখে এই দৃশ্য তাকিয়ে দেখেন দন ও কুবানভূমির হর্তাকর্তাবিধাতারা। স্টীমার-ঘাটের কাছে ভিড় করেছিল শত শত লোকের জনতা। তাদের চোখের সামনে সকলে তীরে নামলেন।

আকাশ, দিগন্ত, দিনটা আর কুহেলিকার ধিকি ধিকি ধারাটি পর্যন্ত - সবই নীল। এমন কি দন যে দন, সেও তার স্বভাব ছেড়ে হালকা নীলচে আভা বিস্তার করছে, মেঘের তুষারাচ্ছন্ন চূড়াগুলোর নীল রং তার বক্ষদেশের উজ্জ্বল দর্পণে লেগে ঠিকরে পড়ছে।

সূর্যের আলো, শুকিয়ে ওঠা নোনা জমি আর গত বছরের পচা ঘাসপাতার গন্ধে বাতাস ভারী হয়ে উঠেছে। জনতার মধ্যে চাপাকণ্ঠের গুঞ্জন উঠল। স্থানীয় শাসনকর্তৃপক্ষের লোকজন জেনারেলদের অভ্যর্থনা জানিয়ে নিয়ে চলল পল্টন ময়দানে।

এক ঘণ্টা পরে জেলা-সদরের আতামানের বাড়িতে দন সরকার আর স্বেচ্ছাসেনাবাহিনীর প্রতিনিধিদের একটা সম্মেলন শুরু হল। স্বেচ্ছাসেনাবাহিনীর তরফ থেকে উপস্থিত ছিল জেনারেল দেনিকিন ও জেনারেল আলেক্সেয়েভ, তাদের সঙ্গে এসেছিল আর্মির সদরদপ্তরের প্রধান জেনারেল রমানোভ্স্কি আর দুজন কর্ণেল - রিয়াস্‌নিয়ান্‌স্কি ও এভালদ।

সাক্ষাৎকারের আবহাওয়া ঠাণ্ডা, নিষ্প্রাণ। ক্রাস্‌নোভ নিদারুণ গাম্ভীর্য বজায় রেখে চলেন। উপস্থিত জনমণ্ডলীকে অভিনন্দন জানানোর পর আলেক্সেয়েভ টেবিলের ধারে আসন গ্রহণ করল, শুকনো সাদা দুই হাতের ওপর ঝুলে পড়া দুই গালের ভর দিয়ে উদাসীনভাবে চোখ বুজল। পথে মোটরগাড়ির ঝাঁকুনি খেয়ে সে অসুস্থ বোধ করছে। তাকে দেখে মনে হচ্ছে যেন বেশি বয়স হওয়ায় আর ঘা খেয়ে খেয়ে শুকিয়ে গেছে। শুকনো পাতলা ঠোঁটের চারপাশের রেখাগুলো শোচনীয় ভাবে ঝুলে পড়েছে, চোখের নীল ফোলা ফোলা ভারী পাতাগুলোর ওপর শিরার আঁকিবুকি রেখা ফুটে উঠেছে। অসংখ্য সরু সরু বলিরেখা পেখমের মতো ছড়িয়ে চলে গেছে কপালের দুপাশের রগের দিকে। গালের লোলচর্মের সঙ্গে এঁটে আছে আঙুলগুলো। বুড়োটে ধরনের হলদে ছোপধরা ছোট করে ছাঁটা চুলের মধ্যে বিলি কাটছে আঙুলের ডগা। কিস্‌লোভের সহায়তায় কর্ণেল রিয়াস্‌নিয়ান্‌স্কি একটা মুড়মুড়ে ম্যাপ টেবিলের ওপর সন্তর্পণে বিছাতে লাগল। রমানোভ্স্কি কড়ে আঙুলের নখ দিয়ে ম্যাপের একটা কোনা চেপে ধরে এক পাশে দাঁড়িয়ে রইল। বগায়েভ্স্কি নীচু জানলার গায়ে হেলান দিয়ে আলেক্সেয়েভের

অসীম ক্লান্তিতে ভরা মুখটা করুণ কাতর দৃষ্টিতে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগল। মুখটা প্লাস্টারের ছাঁচের মতো সাদা। 'কী বুড়োই না হয়ে গেছেন! ওঃ, কী ভয়ানক বুড়োটেই না লাগছে ওকে!' আলেক্সেয়েভের মুখের ওপর থেকে তার পটলচেরা চোখের সজল দৃষ্টি না সরিয়েই বগায়েভ্স্কি মনে মনে ফিসফিসিয়ে বলল। উপস্থিত সকলে তখনও আসন গ্রহণ করে নি, এমন সময় ক্রাস্নোভের দিকে ফিরে উত্তেজিত ভাবে তীক্ষ্মস্বরে দেনিকিন বলতে শুরু করল: 'সম্মেলন শুরু হওয়ার আগে আমি আপনাকে একটা কথা জানাতে বাধ্য হচ্ছি—বাতাইস্ক দখলের লড়াইয়ের জন্যে আপনি সৈন্যসমাবেশের যে পরিকল্পনা দিয়েছেন তাতে আপনার ডান হাতের সারিতে জার্মান ব্যাটেলিয়ন ও ব্যাটারীর সক্রিয় যোগদানের নির্দেশ দেখে আমরা রীতিমতো আশ্চর্য হয়ে গেছি। আমি স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছি যে এ ধরনের সহযোগিতার ঘটনা আমার কাছে মাত্রাতিরিক্ত অস্বাভাবিক বলে মনে হয়েছে। আমাদের দেশের যারা শত্রু-হ্যাঁ, যারা আমাদের দেশের ঘৃণ্য শত্রু-কোন্ নীতির দ্বারা পরিচালিত হয়ে আপনি তাদের সঙ্গে সম্পর্ক পাতিয়েছেন এবং তাদের সাহায্য গ্রহণ করছেন তা আমরা জানতে পারি কি? আপনি নিশ্চয়ই অবগত আছেন যে আমাদের মিত্রশক্তিবর্গ আমাদের সাহায্য দিতে প্রস্তুত? . . . স্বেচ্ছাসেনাবাহিনী জার্মানদের সঙ্গে এই আঁতাতকে রাশিয়া পুনরুদ্ধারের কাজের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা বলে গণ্য করে। দন সরকারের কার্যকলাপ ব্যাপক মিত্রমহলেও এই একই দৃষ্টিতে দেখা হয়ে থাকে। আপনি কি দয়া করে এর কোন সদুত্তর দেবেন?'

একটা ভুরু উঠিয়ে ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে উত্তরের অপেক্ষা করতে লাগল দেনিকিন।

একমাত্র আত্মসংযম এবং স্বভাবসুলভ ভদ্র রুচির গুণে ক্রাস্নোভ বাইরে শান্ত ভাব বজায় রাখলেন, তা সত্ত্বেও প্রবল বিতৃষ্ণা একেবারে চাপা থাকল না। পাক ধরা গোঁফের নীচে স্নায়বিক উত্তেজনায় খিচ ধরল, বিকৃত হয়ে উঠল তাঁর মুখ। অত্যন্ত শান্তভাবে এবং খুব ভদ্রভাবে ক্রাস্নোভ উত্তর দিলেন: 'এত বড় একটা উদ্দেশ্য যখন আমাদের সামনে, তখন যারা এককালে আমাদের শত্রু ছিল তাদের সাহায্য নিতেও নাক সিঁটকোলে চলে না। তাছাড়া মোটের ওপর দনের সরকার, পঞ্চাশ লক্ষ মানুষের এক সার্বভৌম জাতির সরকার-কারও আশ্রিত নয়। সুতরাং আত্মরক্ষার খাতিরে, নিজের স্বার্থের কথা ভেবে স্বাধীনভাবে কাজ করার অধিকার কসাকসমাজের আছে বই কি!'

এই কথাগুলো কানে যেতে আলেক্সেয়েভ চোখ খুলল, মনে হল যেন অনেক কষ্ট করে মন দিয়ে শোনার চেষ্টা করল। বগায়েভ্স্কি উত্তেজিত হয়ে তীরের ফলার মতো সূক্ষ্ম পরিপাটী গোঁফে ঘন ঘন চাড়া দিতে লাগল। ক্রাস্নোভ সে দিকে একবার দৃষ্টিপাত ক'রে তাঁর নিজের বক্তব্য বলে চললেন।

'আপনি যে যুক্তি দিচ্ছেন, মান্যবর, তার মধ্যে যাকে বলে নীতিগত প্রশ্ন সেটাই বড় বেশি প্রাধান্য পাচ্ছে। আমরা রাশিয়ার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছি, মিত্রপক্ষের সঙ্গে বেইমানি করেছি এই সব কথা বলে আপনি বড় বেশি দায়িত্ব নিজের ওপর তুলে নিয়েছেন। . . . কিন্তু আমি আশা করি এ ঘটনা আপনার অবিদিত নেই যে স্বেচ্ছাসেনাবাহিনী আমাদের কাছ থেকে যত গুলিগোলা পেয়েছে সে সবই আমাদের কাছে জার্মানদের বিক্রি করা?'

'সম্পূর্ণ ভিন্ন ভিন্ন ধরনের ঘটনার প্রভেদ সম্পর্কে বিশেষ সচেতন থাকতে আপনাকে অনুরোধ করছি। আপনি কী উপায়ে জার্মানদের কাছ থেকে গোলাবারুদ পান তা নিয়ে কোন মাথাব্যথা আমার নেই, কিন্তু তাদের ফৌজের সমর্থনের ওপর ভরসা করা। . . .' দেনিকিন ক্রুদ্ধ হয়ে কাঁধ ঝাঁকাল।

ক্রাস্‌নোভ তাঁর বক্তৃতার পরিশেষে প্রসঙ্গত সন্তর্পণে অথচ দৃঢ়তার সঙ্গে এটা বুঝিয়ে দিলেন যে অস্ট্রো-জার্মান ফ্রন্টে যে ব্রিগেড-জেনারেলকে দেনিকিন দেখেছিল এখন আর তিনি তা নন।

ক্রাস্‌নোভের বক্তৃতার পর যে অস্বস্তিকর নীরবতা নেমে এলো তা ভঙ্গ করে বুদ্ধিমানের মতো কথার মোড় ঘুরিয়ে দেনিকিন দন সেনাবাহিনী ও স্বেচ্ছাসেনাবাহিনী সম্মিলন এবং যুক্ত সেনাপতিমণ্ডলীর কর্তৃত্ব গড়ে তোলার প্রসঙ্গ তুলল। কিন্তু ক্রাস্‌নোভ যে-মুহূর্তে সরকার থেকে পদত্যাগ করেন তখনই তাদের মধ্যে সম্পর্ক সম্পূর্ণ ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। এখন, আলোচনার ঠিক আগেই যে কথা কাটাকাটি হয়ে গেল তার ফলে তাদের ক্রমবর্ধমান তিক্ত সম্পর্ক বস্তুত আরও খারাপের দিকে গড়ানোর সুযোগ পেল।

সরাসরি জবাব এড়িয়ে গিয়ে ক্রাস্‌নোভ ত্সারিৎসিনের ওপর যুক্ত আক্রমণের প্রস্তাব দিলেন। প্রথমত, একটা বড় রকমের স্ট্র্যাটেজিক কেন্দ্র অধিকার করা এবং দ্বিতীয়ত, সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হওয়ার পর উরালের কসাকদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করা - এই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য।

সংক্ষিপ্ত বাক্যবিনিময় হল।

'ত্সারিৎসিনের গুরুত্ব যে আমাদের কাছে কী বিরাট তা আশা করি আপনাকে বলে দিতে হবে না।'

'ভলান্টিয়ার আর্মি জার্মানদের মুখোমুখি পড়ে যেতে পারে। ত্সারিৎসিন আমি যাচ্ছি না। আমার প্রথম কাজ হবে কুবানের কসাকদের ছাড়িয়ে আনা।'

'হ্যাঁ, কিন্তু তা সত্ত্বেও ত্সারিৎসিন দখল করা সর্বপ্রধান কর্তব্য। দন ফৌজের সরকার মহামান্যকে সেই অনুরোধ জানানোর ভার দিয়েছেন আমার ওপর।'

'আবার বলছি, কুবানের কসাকদের আমি ভাগ্যের হাতে ছেড়ে দিতে পারি না।'

'একমাত্র তৃসারিৎসিন আক্রমণের শর্তেই যুক্ত সেনাপতিমণ্ডলীর কর্তৃত্বের কথা আলোচনা করা যেতে পারে।'

আলেক্সেয়েভ কথাটা অনুমোদন না করতে পেরে ঠোঁট কামড়াল।

'অসম্ভব! যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের প্রদেশ থেকে বলশেভিকদের সম্পূর্ণ উচ্ছেদ না ঘটছে ততক্ষণ কুবানের কসাকরা তাদের প্রদেশের সীমানার বাইরে এক পাও নড়বে না। আর ভলান্টিয়ার আর্মির শক্তি বলতে আছে সাকুল্যে আড়াই হাজার পায়দল সৈন্য – তাও আবার তার তিন ভাগের এক ভাগ অকেজো – হয় অসুস্থ নয়ত আহত।' অনাড়ম্বর আহারপর্ব চলাকালে মামুলী কতকগুলো মন্তব্য বিনিময় হল দুপক্ষের মধ্যে। স্পষ্ট বোঝা গেল কোন চুক্তিতে তারা আসছে না। মার্কভের কোন এক অনুগামী সম্পর্কে কর্ণেল রিয়াসনিয়ানস্কি চুটকি গোছের মজার এক কীর্তিকাহিনী ছাড়ল। দেখতে দেখতে ভোজন আর মজার গল্পের মিলিত প্রভাবে উত্তেজনার ভাবটা কেটে গেল। কিন্তু আহারের পর যখন তারা ধূমপানের জন্য চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল তখন রমানোভ্স্কির কাঁধ ছুঁয়ে চোখ কুঁচকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ক্রাস্নোভের দিকে ইঙ্গিত ক'রে দেনিকিন ফিসফিসিয়ে বলল, 'একটা গেঁয়ো নেপোলিয়ন।... বুদ্ধিসুদ্ধি বিশেষ আছে বলে মনে হয় না।...'

রমানোভ্স্কি হেসে চটপট উত্তর দিল, 'আম্বিরী চালে শাসন চালাতে চায়।... ব্রিগেড-জেনারেল রাজার ক্ষমতা পেয়েছে কিনা - তাইতে মাথা ঘুরে গেছে। লোকটার কোন রসিকতাবোধ আছে বলে ত আমার মনে হয় না।'

পরস্পরের প্রতি নিদারুণ বিদ্বেষ ও শত্রুতার ভাব নিয়ে তারা বিদায় নিল। সেই দিন থেকে স্বেচ্ছাসেনাবাহিনী ও দন সরকারের মধ্যে সম্পর্কের দ্রুত অবনতি ঘটতে লাগল। সম্পর্কের অবনতি চূড়ান্তে পৌঁছাল জার্মান সম্রাট ভিল্‌হেল্‌মের কাছে ক্রাস্নোভের লেখা চিঠির বিষয়বস্তু সেনাপতিমণ্ডলীর মধ্যে জানাজানি হয়ে যেতে। যে-সমস্ত আহত স্বেচ্ছাসৈনিক নোভোচের্কাসকে আরোগ্য লাভ করছিল তারা স্বায়ত্তশাসনের দিকে ক্রাস্নোভের ঝোঁক আর প্রাচীন কসাক প্রথা নতুন ক'রে কায়েমের ব্যাপারে তাঁর বিশেষ দুর্বলতা নিয়ে হাসাহাসি করতে লাগল। নিজেদের মধ্যে তারা তাঁকে অবজ্ঞাভরে 'হবুরাজা' বলে উল্লেখ করে আর সর্বপ্রধান দন ফৌজের নাম দেয় 'সর্বনাশা'। উত্তরে দনভূমির স্বায়ত্তশাসনের অনুগামীরা 'ভবঘুরে বাজিয়ে' ও 'রাজ্যছাড়া রাজা' বিশেষণে তাদের ভূষিত করে। স্বেচ্ছাসেনাবাহিনীর জনৈক 'হোমরাচোমরা' এই মর্মে কটু মন্তব্য করে যে দন সরকার জার্মানদের 'শয্যায় রুজিরোজগারকারী বেশ্যা'। তার উত্তরে জেনারেল দেনিসভের মন্তব্য: 'দন সরকার যদি বেশ্যা হয় তাহলে স্বেচ্ছাসেনাবাহিনীকে সেই বেশ্যার অন্নপুষ্ট হুলো বেড়াল বলতে হয়।'

'দনের সঙ্গে জার্মানি থেকে পাওয়া যুদ্ধ সামগ্রীর ভাগীদার হওয়ার ফলে স্বেচ্ছাসেনাবাহিনী যে দনের ওপর নির্ভরশীল, জেনারেলের মন্তব্য ছিল তারই ইঙ্গিতবহ।

আর্মি অফিসারে গিজগিজ করছে স্বেচ্ছাসেনাবাহিনীর ফ্রন্টের পিছনের এলাকা রস্তোভ ও নোভোচের্কাসস্ক শহর। হাজারে হাজারে তারা চোরাকারবার করছে, ফ্রন্টের পেছনকার অসংখ্য অফিস-কাছারিতে চাকরী করছে, তাদের আত্মীয়স্বজন ও চেনাপরিচিতদের ঘরবাড়িতে কোন রকমে মাথা গোঁজার ঠাঁই করে নিয়েছে অথবা আহত হয়েছে এই মর্মে জাল কাগজপত্র তৈরি ক'রে তার ভিত্তিতে হাসপাতালে শুয়ে আছে। যাদের সাহস বেশি ছিল তারা সকলে লড়াইয়ের ময়দানে, টাইফাস রোগে অথবা আহত হয়ে মারা গেছে। বাদবাকিরা বিপ্লবের এই কয় বছরের মধ্যে নিজেদের মানসম্মান ও লাজলজ্জা দুইই খুইয়ে শেয়ালের মতো লেজ গুটিয়ে পালিয়েছে ফ্রন্টের পেছনে। উত্তাল এই দিনগুলোতে তারা নোংরা গাঁজলা আর গোবরের মতো ওপরে ভেসে উঠেছে। এরা সেই অফিসারসম্প্রদায় যাদের গায়ে কখনও হাত পড়ে নি, যারা পচে পচে নষ্ট হচ্ছিল, এক সময় রাশিয়াকে রক্ষা করার আহ্বান জানিয়ে চের্নেৎসোভ যাদের ওপর একচোট নিয়েছিলেন, স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করে দিয়েছিলেন, লজ্জা দিয়েছিলেন। এদের বেশির ভাগই তথাকথিত 'চিন্তাশীল বুদ্ধিজীবীদের' কদর্যতম একেকটি নমুনা – সামরিক উর্দির আড়ালে গা ঢাকা দিয়েছে। এরা বলশেভিকদের হাত থেকে পালিয়েছে, কিন্তু শ্বেতরক্ষীদের দলেও যোগ দেয় নি, বৈচিত্র্যহীন একঘেয়ে জীবন যাপন করছে, রাশিয়ার ভাগ্য নিয়ে তর্কবিতর্ক করছে, কায়ক্লেশে জীবিকার্জন করছে, যুদ্ধ কবে শেষ হবে সাগ্রহে তার প্রতীক্ষায় আছে।

ক্রাস্‌নোভ, জার্মানরা না বলশেভিকরা – কে দেশ শাসন করল তাতে এদের কিছু এসে যায় না – যুদ্ধ শেষ হলেই হল।

এদিকে ঘটনার নিত্যি নতুন বিস্ফোরণ ঘটছে। সাইবেরিয়ায় চেকোস্লোভাক ট্রুপের বিদ্রোহ, ইউক্রেনে নৈরাজ্যবাদী মাখ্‌নো* এখন বেশ মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে – কামান আর মেশিনগান নিয়ে জার্মানদের সঙ্গে সরাসরি কথাবার্তা চালিয়ে ষড়যন্ত্রে নেমেছে। ককেশাস, মুরমানস্ক, আর্খানগেল্‌স্ক।... আগুনের বেষ্টনীতে জড়িয়ে পড়েছে সারা রাশিয়া।... সারা রাশিয়া কষ্ট পাচ্ছে এক বিপুল রূপান্তরের গর্ভযন্ত্রণায়।...

জুন মাসে দন প্রদেশ জুড়ে পুবাল বাতাসের বেগে এই মর্মে গুজব ছড়িয়ে

---

* নেস্তর ইভানভিচ মাখ্‌নো (১৮৮৯ – ১৯৩৪) – গৃহযুদ্ধের আমলে দক্ষিণ ইউক্রেনে পেটি বুর্জোয়া প্রতিবিপ্লবের অন্যতম নেতা। নৈরাজ্যবাদী। ১৯২১ সালে রুমানিয়ায় পলাতক। – অনুঃ

পড়ল যে চেকোস্লোভাকরা জার্মান ফৌজের ওপর আঘাত হানার মতলব করছে। তাই ভোল্‌গায় পুবের ফ্রন্ট খোলার উদ্দেশ্যে সারাতভ, ত্সারিৎসিন ও আস্ত্রাখান দখল করতে চলেছে। স্বেচ্ছাসেনাবাহিনীর ধ্বজা নিয়ে যে-সমস্ত অফিসার রাশিয়া থেকে পালিয়ে আসতে লাগল ইউক্রেনের জার্মানরা নিমরাজী হয়ে তাদের ঢুকতে দিল।

'পুবের ফ্রন্ট' খোলা হচ্ছে এই গুজবে বিশেষ উদ্বিগ্ন হয়ে জার্মান সেনাপতিমণ্ডলী দনে তাদের প্রতিনিধিদের পাঠাল। ১০ই জুলাই ফন কোকেনহাউজেন, ফন স্টেফানি ও ফন শ্লেইনিৎস – জার্মান আর্মির এই তিনজন মেজর নোভোচের্‌কাস্‌স্কে এসে পৌছুলেন।

ওই দিনই জেনারেল বগায়েভ্‌স্কির উপস্থিতিতে আতামান ক্রাস্‌নোভ তাঁদের অভ্যর্থনা জানালেন প্রাসাদে।

জার্মান সেনাপতিমণ্ডলী যে সশস্ত্র হস্তক্ষেপ পর্যন্ত ক'রে বলশেভিকদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে আর হাতছাড়া সীমান্ত দখলের কাজে সব রকমে সর্বপ্রধান দন ফৌজকে সাহায্য করেছে তার উল্লেখ করলেন মেজর কোকেনহাউজেন। তিনি জানতে চাইলেন চেকোস্লোভাকরা জার্মানদের বিরুদ্ধে সামরিক ক্রিয়াকলাপ শুরু করলে দন সরকারের প্রতিক্রিয়া কী হবে। ক্রাস্‌নোভ তাঁকে এই বলে আশ্বাস দিলেন যে কসাকরা সেক্ষেত্রে কঠোর নিরপেক্ষতা বজায় রাখবে, বলাই বাহুল্য দন অঞ্চলকে তারা রণস্থলে পরিণত হতে দেবে না। মেজর ফন স্টেফানি আতামানের এই উত্তরের লিখিত আকারে স্বীকৃতি চাইলেন।

দরবার এখানেই ভেঙ্গে গেল। পরের দিন ক্রাস্‌নোভ জার্মান সম্রাটকে নিম্নোক্ত পত্রখানি লিখলেন:

মহামহিম সম্রাট বাহাদুর সমীপেষু

> মহামান্য সম্রাটের প্রাসাদপ্রাঙ্গণ সংলগ্ন সর্বপ্রধান দন ফৌজের আতামান পত্রবাহক দূত এবং তাঁহার সহচরবৃন্দ দনের আতামান আমার দ্বারা ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইয়া মহতী জার্মানদেশের প্রবল পরাক্রান্ত অধীশ্বর মহামান্য সম্রাট বাহাদুরকে অভিনন্দন ও নিম্নলিখিত বার্তা জ্ঞাপন করিতেছেন:
>
> সাম্প্রতিককালে জার্মান জাতির জ্ঞাতিবর্গ বুয়রগণ ইংরাজদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যেরূপ নির্ভীকতার পরিচয় দিয়াছে সেই একই উপায়ে বিগত দুই মাস যাবত নির্ভীক দন কসাকগণ স্বীয় জন্মভূমির মুক্তির জন্য যে সংগ্রাম পরিচালনা করিতেছে দেশের সকল রণাঙ্গনে তাহা

চূড়ান্ত বিজয়ের সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে। বর্তমানে সর্বপ্রধান দন ফৌজের অন্তর্ভুক্ত রাজ্যের ৯/১০ অংশ বর্বর লাল ফৌজী দস্যুদলের কবল মুক্ত হইয়াছে। দেশের অভ্যন্তরে আইনশৃঙ্খলার পরিপূর্ণ ও দৃঢ় প্রতিষ্ঠা ঘটিয়াছে। মহামান্য সম্রাট বাহাদুরের সেনাবাহিনীর সৌহার্দপূর্ণ সহায়তার কল্যাণে দন সেনাবিভাগভুক্ত দক্ষিণাঞ্চলে শান্তি বিরাজ করিতেছে। দেশের অভ্যন্তরে আইনশৃঙ্খলা রক্ষা করা এবং বহিঃশত্রুর প্রবল আক্রমণ প্রতিহত করিবার নিমিত্ত কসাকদিগের একটি কোর আমি প্রস্তুত করিয়াছি। দন ফৌজের প্রদেশের বর্তমানে যেই অবস্থা, তদ্রূপ একটি নবীন রাষ্ট্রব্যবস্থার পক্ষে একাকী স্বীয় অস্তিত্ব রক্ষা করা দুষ্কর। সেই হেতু আস্ত্রাখান ফৌজের বিভাগভুক্ত এলাকা ও কুবান প্রদেশ বলশেভিকদিগের কবলমুক্ত হইবার পর যাহাতে স্তাভ্রোপোল প্রদেশের কালমিকদিগের সহিত সর্বপ্রধান দন ফৌজ, আস্ত্রাখান ফৌজ, কুবান ফৌজ এবং তৎসহ উত্তর ককেশাসের জাতিসম্প্রদায় সহযোগে যুক্তরাজ্যের ভিত্তিতে একটি দৃঢ় রাষ্ট্রীয় কাঠামো গঠিত হইতে পারে তদুদ্দেশ্যে দন ফৌজ আস্ত্রাখান ও কুবান ফৌজের নেতৃবৃন্দ কর্ণেল প্রিন্স তুন্দুতভ এবং কর্ণেল ফিলিমোনভের সহিত ঘনিষ্ঠ মিত্র সম্পর্কে আবদ্ধ হইয়াছে। উক্ত শক্তিবর্গের সকলের সমর্থন ইহাতে মিলিয়াছে। নবগঠিত রাষ্ট্র সর্বপ্রধান দন ফৌজের পূর্ণ অনুমোদনক্রমে দেশের মাটিকে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষস্থলে পরিণত হইতে না দিবার এবং পূর্ণ নিরপেক্ষতা রক্ষা করিবার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হইয়াছে। মহামান্য সম্রাটের প্রাসাদপ্রাঙ্গণ সংলগ্ন আতামান, আমাদিগের বার্তাবহ মৎপ্রদত্ত ক্ষমতাবলে এই মর্মে অনুরোধ জানাইতেছেন যে:

মহামান্য সম্রাট বাহাদুর যেন অনুগ্রহপূর্বক সর্বপ্রধান দন ফৌজের স্বাধীন অস্তিত্বরক্ষার অধিকারের এবং কুবান, আস্ত্রাখান ও তেরেক ফৌজের ও উত্তর ককেশাসের অবশিষ্ট রাজ্য মুক্ত হইবার সঙ্গে সঙ্গে দন-ককেশাস সংঘ নামের অধীনে সমগ্র যুক্তরাজ্যেরও স্বাধীন অস্তিত্বরক্ষার অধিকারের স্বীকৃতি দান করেন।

মহামান্য সম্রাট বাহাদুর যেন অনুগ্রহপূর্বক পূর্বতন ভৌগোলিক ও জাতিগোষ্ঠীগত আয়তনের ভিত্তিতে সর্বপ্রধান দন ফৌজের রাজ্যসীমানার স্বীকৃতি দান করেন। দন ফৌজ বিগত ৫০০ বর্ষের অধিককাল তাগানরোগ প্রদেশের অধিকারী। দন ফৌজের রাজ্যের

যথা হইতে সূত্রপাত উক্ত প্রদেশ সেই ত্মুতারাকানেরই একটি অংশ ইহা বিবেচনাপূর্বক তাগান্‌রোগ ও তাহার সামরিক প্রদেশের অধিকার বিষয়ে ইউক্রেন ও দন ফৌজের মধ্যে যে বিবাদ রহিয়াছে, দন ফৌজের অনুকূলে তাহার নিষ্পত্তিতে তিনি যেন সহায়তা করেন।

মহামান্য যেন অনুগ্রহপূর্বক স্ট্র্যাটেজিক কারণবশতঃ সারাতভ প্রদেশের কামিশিন ও ত্সারিৎসিন শহর, তৎসহ ভরোনেজ শহর, লিস্‌কি ও পভোরিনো স্টেশনকে দন ফৌজের বিভাগে অন্তর্ভুক্তির ব্যাপারে এবং দন ফৌজের জিম্মেদারায় জিলা-সদরের দপ্তরস্থ মানচিত্রে যেরূপ নির্দেশিত হইয়াছে তদনুযায়ী দন ফৌজ বিভাগের রাজ্যসীমা নির্ধারণে আনুকূল্য করেন।

মহামান্য যেন অনুগ্রহপূর্বক মস্কোয় সোভিয়েত কর্তৃপক্ষের উপর চাপ সৃষ্টি করিয়া স্বীয় আদেশবলে উহাদিগকে সর্বপ্রধান দন ফৌজ বিভাগ এবং দন-ককেশাস সঙ্ঘভুক্ত হইতে ইচ্ছুক অন্য সকল শক্তিবর্গের রাজ্যসীমা লাল ফৌজের লুণ্ঠনকারী দস্যুদলের কবলমুক্ত করিতে বাধ্য করেন, মস্কো ও দন ফৌজের মধ্যে স্বাভাবিক শান্তিপূর্ণ সম্পর্কের পুনঃস্থাপন সম্ভব করিয়া তুলেন। বলশেভিক হামলার ফলে দন ফৌজ বিভাগের অন্তর্ভুক্ত জনসাধারণের, ব্যবসায় বাণিজ্য ও শিল্পের যে ক্ষতি হইয়াছে সোভিয়েত রাশিয়াকে তাহা পূরণ করিতে হইবে।

মহামান্য সম্রাট বাহাদুর যেন অনুগ্রহপূর্বক আমাদিগের নবীন রাষ্ট্রকে বন্দুক, রাইফেল, গোলাবারুদ ও ইঞ্জিনীয়রিং সরঞ্জাম দিয়া সাহায্য করেন এবং সুবিধাজনক মনে করিলে দন ফৌজের ভূখণ্ডে বন্দুক, রাইফেল, অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদের কারখানা নির্মাণ করেন।

সর্বপ্রধান দন ফৌজ এবং দন-ককেশাস সঙ্ঘভুক্ত অন্যান্য রাষ্ট্র জার্মান জাতির বন্ধুত্বপূর্ণ সহায়তার কথা বিস্মৃত হইবে না। ত্রিশ বর্ষব্যাপী যুদ্ধের* সময়ে যখন ভালেনস্টাইনের আর্মিতে** দন

* সপ্তদশ শতাব্দীতে জার্মানিতে ক্যাথলিক প্রোটেস্টান্টদের মধ্যে অনুষ্ঠিত যুদ্ধবিগ্রহ। যুদ্ধের বিভিন্ন পর্বে ফ্রান্স, সুইডেন, ডেনমার্ক ইত্যাদি দেশ অংশগ্রহণ করে। ১৬১৮ খ্রীষ্টাব্দে বোহেমিয়ায় এই যুদ্ধের সূত্রপাত, ১৬৪৮ খ্রীষ্টাব্দে ওয়েস্টফেলিয়ার সন্ধিতে এর পরিসমাপ্তি। – অনুঃ

** আলব্রেখ্‌ট ভালেনস্টাইন (১৫৮৩ - ১৬৩৪) – সেনানায়ক। ত্রিশবর্ষব্যাপী যুদ্ধের সময় ১৬২৫ খ্রীষ্টাব্দে জার্মান সেনাবাহিনীর প্রধান সেনাপতি হন। বহু উল্লেখযোগ্য বিজয়ের নেতৃত্ব দেন। শেষ পর্যন্ত সুইডেনের রাজার বাহিনীর কাছে পরাস্ত হন। শত্রুপক্ষের সঙ্গে সম্পর্কের অভিযোগে পদচ্যুত হন। নিজের বাহিনীর অফিসারদের হাতে নিহত। – অনুঃ

রেজিমেন্ট ছিল তখন কসাকগণ তাহাদিগের সহিত কাঁধে কাঁধ মিলাইয়া যুদ্ধ করিয়াছে। ১৮০৭ - ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে দন কসাকরা তাহাদিগের আতামান কাউন্ট প্লাতভের* নেতৃত্বে জার্মানির স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করিয়াছে। বর্তমানে প্রাশিয়া, গালিসিয়া, বুকোভিনা ও পোল্যাণ্ডের রণক্ষেত্রে প্রায় সাড়ে তিন বৎসরের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মধ্যে দিয়া কসাক ও জার্মানগণ তাহাদিগের সেনাদলের সাহসিকতা ও দৃঢ়তার জন্য পরস্পরকে শ্রদ্ধা করিতে শিখিয়াছে। অধুনা তাহারা মহৎ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত দুই যোদ্ধার ন্যায় পরস্পরের প্রতি হস্তপ্রসারণপূর্বক আমাদিগের জন্মভূমি দনের মুক্তির জন্য একত্রে সংগ্রাম করিতেছে।

মহামান্য সম্রাটের সহায়তার প্রতিদানস্বরূপ সর্বপ্রধান দন ফৌজ এই মর্মে অঙ্গীকারবদ্ধ হইতেছে যে জাতিতে জাতিতে বিশ্বযুদ্ধ দেখা দিলে তাহারা সম্পূর্ণ নিরপেক্ষতা বজায় রাখিবে, স্বীয় ভূখণ্ডে জার্মান জাতির প্রতি শত্রুভাবাপন্ন কোন সশস্ত্র শক্তির আশ্রয় দিবে না। আস্ত্রাখান ফৌজের আতামান প্রিন্স তুন্দুতভ ও কুবান সরকার - উভয়েই ইহাতে সম্মত হইয়াছেন এবং ঐক্যসাধনের পর দন-ককেশাস সঙ্ঘের অবশিষ্ট সদস্য-দেশগুলিও সেই পন্থাই অবলম্বন করিবে।

স্থানীয় অধিবাসিবৃন্দের অন্নবস্ত্রের চাহিদা পূরণের পর উদ্বৃত্ত খাদ্যশস্য, আটাময়দা, চর্মদ্রব্য, কাঁচামাল, পশম, মৎস্যজাত পণ্যদ্রব্য, উদ্ভিজ্জ তৈল, চর্বি, ঘি-মাখন ও তজ্জাত দ্রব্য, তামাক ও তামাকজাত দ্রব্য, গবাদি পশু ও অশ্ব, আঙুরজাত মদ্য এবং উদ্যানজাত ও কৃষিজাত অন্যান্য দ্রব্য রপ্তানীর ক্ষেত্রে সর্বপ্রধান দন ফৌজ জার্মান সাম্রাজ্যকে অগ্রাধিকার দান করিতেছে। অপর পক্ষে জার্মান সাম্রাজ্য বিনিময়ে কৃষিযন্ত্রপাতি, রাসায়নিক দ্রব্য, চর্ম প্রক্রিয়াকরণের জন্য ব্যবহৃত নির্যাস, রাষ্ট্রীয় দলিল-দস্তাবেজ প্রস্তুতের উপযুক্ত সরঞ্জাম ও পর্যাপ্ত পরিমাণে যথোচিত উপকরণ, বনাতের কাপড়, সূতীবস্ত্র, চর্মদ্রব্য, রাসায়নিক দ্রব্য, চিনি ও অন্যান্য দ্রব্য তৈয়ারির কারখানা

* মাত্‌ভেই ইভানভিচ প্লাতভ (১৭৫১ - ১৮১৮) - কাউন্ট, দন-কসাক ফৌজের আতামান, জেনারেল। ১৮১২ সালে নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সময় কসাক বাহিনী পরিচালনায় বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দেন। বরোদিনোতে শত্রুপক্ষের পশ্চাদ্ভাগ থেকে আক্রমণ চালান। - অনুঃ

এবং বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম সরবরাহ করিবে।

এতদ্ব্যতীত দনের শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানসমূহে, বিশেষত নূতন নূতন জলপথ এবং অন্যান্য যোগাযোগব্যবস্থা নির্মাণ ও চালু করিবার নিমিত্ত পুঁজি বিনিয়োগের ক্ষেত্রে সর্বপ্রধান দন ফৌজ সরকার জার্মান শিল্পকে বিশেষ সুযোগ-সুবিধা প্রধান করিবে।

ঘনিষ্ঠ চুক্তিবন্ধন পারস্পরিক লাভজনকতার প্রতিশ্রুতি বহন করিতেছে। একই যুদ্ধক্ষেত্রে সমরনিপুণ দুই জাতি কসাক ও জার্মান জনগণের রক্তক্ষয়ের মধ্য দিয়া যে সৌহার্দ গ্রথিত হইয়াছে তাহা আমাদিগের সকল শত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রামের প্রবল শক্তিরূপে আত্মপ্রকাশ করিবে।

মহামান্য সম্রাট বাহাদুর সমীপে এই পত্র আন্তর্জাতিক আইনের কোন সূক্ষ্ম বিশেষজ্ঞ বা কূটনীতিবিদের রচিত নহে। নিবেদক একজন সৈনিক, যে সৈনিক ন্যায়যুদ্ধে জার্মান অস্ত্রের শক্তিকে শ্রদ্ধা করিতে অভ্যস্ত। অতএব সর্ববিধ গোপন কলাকৌশল আমার স্বভাববহির্ভূত হওয়ায় আমার বক্তব্যের মধ্যে অকপট মনোভাবের প্রকাশজনিত ত্রুটি মার্জনা করিবেন। অনুগ্রহপূর্বক আমার উপলব্ধির আন্তরিকতার উপর আস্থা রাখিবেন।

শ্রদ্ধান্তে
বিনীত
পিওতর ক্রাস্নোভ,
দন আতামান, মেজর জেনারেল

* * *

১৫ই জুলাই ক্রাস্নোভের এই চিঠিটা বিভাগীয় প্রধানদের পরিষদে বিবেচনা করে দেখা হল। এ ব্যাপারে পরিষদ-সদস্যদের মনোভাব অত্যন্ত সংযত ছিল। এমন কি বগায়েভ্স্কি এবং সরকারের আরও কিছু সদস্যের দিক থেকে রীতিমতো নেতিবাচকই ছিল। তবু ক্রাস্নোভ অনতিবিলম্বে সেটা বার্লিনের কসাকদের দৌত্যকর্মকারী লিখ্টেনবার্গের ডিউকের হাতে তুলে দিলেন, ডিউক চিঠিটা নিয়ে চলে গেলেন কিয়েভে, সেখান থেকে জেনারেল চেরিয়াচুকিনের সঙ্গে যাত্রা করলেন জার্মানিতে।

বগায়েভস্কির জ্ঞাতসারেই চিঠিটা পাঠানোর আগে পররাষ্ট্র দপ্তরে তার কতকগুলো প্রতিলিপি করা হল। প্রতিলিপিগুলো হাতে হাতে অনেকদূর ঘুরতে থাকে। উপযুক্ত টীকাটিপ্পনী ও ভাষ্য সহযোগে বিভিন্ন কসাক-ইউনিটে ও জেলায় জেলায় তা ছড়িয়ে পড়ল। প্রচারের এক বিপুল ক্ষমতাসম্পন্ন হাতিয়ার হয়ে দেখা দিল এই চিঠি। লোকজন ক্রমেই বেশি সোচ্চার হয়ে বলাবলি শুরু করে দিল যে ক্রাস্নোভ জার্মানদের কাছে নিজেকে বিকিয়ে দিয়েছে। ফ্রন্টে বিক্ষোভ পুঞ্জীভূত হয়ে উঠল।

ইতিমধ্যে জার্মানরা সাফল্যে উৎফুল্ল হয়ে বৃশ জেনারেল চেরিয়াচুকিনকে প্যারিসের উপকণ্ঠবর্তী যুদ্ধক্ষেত্রে নিয়ে গেল। সেখানে জার্মান সদর দপ্তরের উচ্চপদস্থ অফিসারদের সঙ্গে মিলে সে ক্রুপ্ কোম্পানির ভারী কামানের অপূর্ব ক্রিয়াকলাপ এবং ইঙ্গ-ফরাসী সেনাবাহিনীর চরম পরাজয়ের দৃশ্য দেখতে পেল।

পাঁচ

রস্তোভ থেকে কুবানের পথে কর্নিলোভ বাহিনীর পিছু হটা সেনামহলে তুহিন অভিযান নামে পরিচিত হয়। এই অভিযানের সময় ইয়েভ্গেনি লিস্তনিৎস্কি দুবার জখম হয়েছিল – প্রথম বার উস্ত্-লাবিনস্কায়া জেলা-সদর দখলের লড়াইয়ে, দ্বিতীয়বার ইয়েকাতেরিনোদারের ওপর ঝটিকা আক্রমণ চালাতে গিয়ে। দুটো আঘাতের কোনটাই অবশ্য গুরুতর ছিল না। আবার সে ফিরে যায় লড়াইয়ে। কিন্তু মে মাসে যখন স্বেচ্ছাসেনাবাহিনী নোভোচের্কাস্ক এলাকায় মাত্র কিছুদিনের জন্য বিশ্রাম নিতে থেমেছে তখন লিস্তনিৎস্কি অসুস্থ বোধ করতে লাগল। অনেক চেষ্টাচরিত্র করে দু সপ্তাহের ছুটি আদায় করল। বাড়ি যাবার দারুণ ইচ্ছে থাকলেও ঠিক করল নোভোচের্কাস্কেই থেকে যাবে – দীর্ঘ যাতায়াতে মিছিমিছি সময় নষ্ট না করে বিশ্রাম নেবে।

তার প্লেটুনের একজন সঙ্গী অফিসার, কোম্পানি-ক্যাপ্টেন গর্চাকভও তার সঙ্গে সঙ্গে ছুটিতে যাচ্ছিল, লিস্তনিৎস্কিকে সে তাদের বাড়িতে থাকার আমন্ত্রণ জানাল।

'ছেলেপুলে আমার নেই, আমার বৌ তোমাকে দেখলে খুশি হবে। আমার চিঠি থেকে ও তোমাকে চেনে।'

তখন দুপুর। গ্রীষ্মকালের মতো সাদা ঝকঝকে প্রখর রোদ। গাড়ি হাঁকিয়ে ওরা দুজনে এলো রেল স্টেশনের কাছের এক রাস্তায়, কোলকুঁজো হয়ে খাড়া একটা ছোট্ট বাংলোবাড়ির কাছে।

'এই হল আমার এক কালের আস্তানা,' কালো গোঁফওয়ালা, লম্বা লিকলিকে

চেহারার গর্চাকভ দ্রুত পা বাড়িয়ে চলতে চলতে পিছন ফিরে লিস্তনিৎস্কির দিকে তাকিয়ে বলল।

নীলের ছোঁয়া লাগা তার কালো ডাগর চোখদুটো ছলছল করে ওঠে সুখের আবেশে, গ্রীসীয় ধাঁচের মাংসল নাকের ডগায় ফুটে ওঠে মৃদু হাসি। খাকী রঙের সওয়ারী চুস্ত প্যান্টের জায়গায় জায়গায় লাগানো চামড়ার রঙ-চটা পটিতে খসখস আওয়াজ তুলে লম্বা লম্বা পা ফেলে সে বাড়ির ভেতরে ঢোকে। সঙ্গে সঙ্গে সৈনিকের গায়ের ঝাঁঝাল গন্ধে ঘর ভরে ওঠে।

'লেলিয়া* কোথায়? কোথায় ওল্‌গা নিকলায়েভ্‌না?' বাড়ির ঝি ব্যস্তসমস্ত হয়ে হাসি হাসি মুখে রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে আসতে সে হাঁক ছেড়ে তাকে বলল। 'বাগানে? চল ওখানে যাওয়া যাক।'

বাগানে আপেল গাছগুলোর নীচে ব্যাঘ্রচর্মের মতো আলো আঁধারির ছোপ ছোপ ছায়া পড়েছে, বাতাসে মৌচাক আর রোদে পোড়া মাটির গন্ধ। লিস্তনিৎস্কির পিশনে চশমার কাঁচে সূর্যের কিরণ পড়ে ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছে বিস্ফোরক গোলার মতো। রেলের সাইডিং-এ কোথায় যেন একটা লোকোমোটিভ পরিত্রাহি গর্জন করে চলেছে। এই একটানা একঘেয়ে কাতর গর্জন ভেদ করে ফেটে পড়ল গর্চাকভের কণ্ঠস্বর: 'লেলিয়া! লেলিয়া! গেলে কোথায়?'

বন গোলাপের ঝাড়ের আড়ালে ঝলক দিয়ে পাশের একটা সরু বীথী থেকে টুপ ক'রে বেরিয়ে এলো হালকা হলদে পোশাক পরা একজন লম্বা মহিলা।

ভয়ার্ত অথচ সুন্দর একটি ভঙ্গি ক'রে বুকের ওপর দুহাত চেপে ধরে মুহূর্তের জন্য সে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। তারপরই চিৎকার করে হাতদুটো সামনে বাড়িয়ে দিয়ে ছুটে গেল তাদের দিকে। এত জোরে ছুটছিল যে লিস্তনিৎস্কির নজরে পড়ল শুধু ঘাগরার নীচ থেকে উঠে আসা তার হাঁটুর নিটোল গোল মালাই-চাকি, চটির ছুঁচলো ডগা আর মাথা পেছন দিকে হেলানো। মাথার ওপরে সোনালি পরাগের মতো উড়ু উড়ু আলুথালু একরাশ চুল।

পায়ের আঙুলের ডগায় ভর দিয়ে উঁচু হয়ে দাঁড়িয়ে রোদের তাপে গোলাপী আভা ধরা নগ্ন বাহুলতা স্বামীর কাঁধের ওপর ফেলে জড়িয়ে ধরে তার ধুলোমাখা গালে, নাকে, চোখে, ঠোঁটে আর ঝড়ঝাপটা খাওয়া রোদে পোড়া ঘাড়ে চুমু খায়। মেশিনগানের ছররার মতো সশব্দে ফেটে পড়তে থাকে তার দ্রুত চুমু খাওয়ার আওয়াজ।

লিস্তনিৎস্কি পিঁশনের কাচ মুছল। তার চারপাশের কুণ্ডলী পাকানো ভারবেনার

---

* ওল্‌গার ডাকনাম। - অনুঃ

গন্ধ নিঃশ্বাসের সঙ্গে টানতে টানতে হাসল। হাসিটা যে নেহাৎই বোকা বোকা আর কুণ্ঠাজড়িত হল তার নিজেরও বুঝতে বাকি রইল না।

আনন্দের উচ্ছ্বাস খানিকটা থিতিয়ে আসতে মুহূর্তের বিরতির ফাঁকে গর্চাকভ সন্তর্পণে অথচ দৃঢ়ভাবে নিজের ঘাড়ের ওপর থেকে স্ত্রীর পাকানো আঙুলের জট ছাড়িয়ে নিল, তার কাঁধ জড়িয়ে ধরে আস্তে করে তাকে একপাশে ঘুরিয়ে দিল।

'লেলিয়া, এ হল আমার বন্ধু লিস্তনিৎস্কি।'

'আচ্ছা, লিস্তনিৎস্কি! কী খুশিই না হলাম! আপনার সম্পর্কে আমাকে আমার স্বামী . . .' সুখের আবেশে সে তখন চোখে কিছু দেখতে পাচ্ছিল না – সেই অবস্থাতেই হাঁপাতে হাঁপাতে হাসি হাসি চোখের দৃষ্টি দ্রুত তার মুখের ওপর বুলিয়ে নিয়ে বলল।

ওরা পাশাপাশি চলতে থাকে। স্ত্রীর কুমারী মেয়ের মতো তন্বী কটিদেশ জড়িয়ে আছে গর্চাকভের লোমশ হাতখানা। আঙুলের নখগুলো অযত্নে কাটা, জায়গায় জায়গায় নখের কাছের ছাল ছড়ে গেছে। লিস্তনিৎস্কি আড়চোখে হাতটার দিকে তাকাতে তাকাতে পা ফেলে, নিঃশ্বাসের সঙ্গে ভারবেনা আর রৌদ্রতপ্ত নারীদেহের ঘ্রাণ টানে। কেমন যেন একটা গভীর ছেলেমানুষী দুঃখ জেগে ওঠে ওর বুকের মধ্যে। মনে হতে থাকে যেন কেউ অন্যায়ভাবে বড় দুঃখ দিয়েছে ওকে। তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে থাকে ওল্গার ছোট্ট কানের লতিটা – গোলাপের পাপড়ির মতো দেখতে, লালচে সোনালী চুলের গোছায় অর্ধেক ঢাকা, মাত্র হাতখানেক দূরে তার রেশমীমোলায়েম গালের চামড়া। লিস্তনিৎস্কির চোখের দৃষ্টি একটা সরীসৃপের মতো সরসর করে চলে যায় ওল্গার বুকের ওপর পোশাকের কাটা জায়গাটার দিকে। ওর নজরে পড়ে দুধাল হলদেটে সামান্য উঁচু ঢেউখেলানো স্তনরেখা আর খয়েরী রঙের আনত স্তনবৃন্ত। গর্চাকভের স্ত্রী মাঝে মাঝে হালকা নীল চোখ ফিরিয়ে তাকাচ্ছে লিস্তনিৎস্কির দিকে। ওর সেই চোখের দৃষ্টিতে ঝরে পড়ছে স্নেহ-ভালোবাসা আর সৌহার্দ। কিন্তু ওই একই চোখ যখন ছুটে গিয়ে গর্চাকভের কালো মুখখানার ওপর পড়ছে তখন সে দৃষ্টিতে ফুটে উঠছে সম্পূর্ণ অন্য এক আলো। তাই দেখে একটা মৃদু আক্ষেপের জ্বালা অনুভব করল লিস্তনিৎস্কি।

একমাত্র খেতে বসার সময়ই লিস্তনিৎস্কি গৃহকর্ত্রীকে যতদূর পারা যায় খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখার অবকাশ পেল। তিরিশটি ঋতু পার হয়ে আসার পর নারীর চেহারায় যে ক্ষীয়মাণ অবসিত সৌন্দর্য দেখতে পাওয়া যায় তার দেহের সুডৌল গড়নে আর মুখশ্রীতেও ফুটে উঠেছে সেই ম্লান দীপ্তি। কিন্তু অনেকটা নিস্পৃহ হাসি-হাসি চোখের দৃষ্টিতে, দেহের গতিভঙ্গিতে এখনও সে ধরে রেখেছে ভরা যৌবনের তোলা সঞ্চয়। মুখের কোমল রেখাগুলো গতানুগতিক রীতির বাইরে বলে আকর্ষণীয়

হলেও তার মধ্যে অসাধারণত্ব বলতে সম্ভবত কিছুই নেই। অবশ্য একটা বৈপরীত্য খুবই চোখে পড়ার মতো – এরকম ঘন লাল আবেগতপ্ত চিড় খাওয়া পাতলা ঠোঁট দক্ষিণের কালো চুলওয়ালা মেয়েদের মধ্যেই দেখা যায়। অথচ ওর গালদুটো গোলাপী, ভুরুজোড়া হালকা সাদাটে। হাসছে সে উৎসাহভরে। হাসির সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে পড়ছে খুদে খুদে ঘন দাঁতের সারি – যেন কেটে বার করা। কিন্তু হাসির মধ্যে ফুটে উঠছে কেমন যেন একটা চেষ্টাকৃত ভাব। গলার স্বর মৃদু, চাপা। কোন ভাববৈচিত্র্যের প্রকাশ নেই তাতে। আর্মির জনাকয়েক বিতিকিচ্ছিরি নার্সের কথা বাদ দিলে গত দু' মাস হল লিস্তনিৎস্কি কোন মেয়েমানুষ দেখে নি। তাই ওল্‌গাকে ওর অসাধারণ সুন্দরী মনে হল। ওল্‌গা নিকলায়েভ্‌নার উঁচু খোঁপা করে চুল বাঁধা মাথার সগর্ব ভঙ্গির দিকে তাকিয়ে থাকে লিস্তনিৎস্কি, তার কথার উলটো পালটা জবাব দিতে থাকে। কিছুক্ষণ বাদেই ক্লান্তির অজুহাতে লিস্তনিৎস্কি ঢুকে পড়ে তার জন্য নির্দিষ্ট কামরায়।

... দিনগুলো কাটতে থাকে – মধুর, ব্যাকুলতায় ভরা। লিস্তনিৎস্কি পরে পরম শ্রদ্ধাভরে সেই দিনগুলোর স্মৃতি রোমন্থন করেছে। কিন্তু তখন সে বুদ্ধিবিবেচনা জলাঞ্জলি দিয়ে বোকার মতো, একেবারে একটা বাচ্চা ছেলের মতো কষ্ট পেয়েছে। কপোত-কপোতীর মতো সুখী গর্চাকভদম্পতি নিরিবিলি থাকা পছন্দ করে, তারা লিস্তনিৎস্কিকে এড়িয়ে চলে। স্বামী-স্ত্রীর শোবার ঘরের লগোয়া যে ঘরটা তাকে প্রথমে দেওয়া হয়েছিল সেখান থেকে তাকে চালান করে দেওয়া হল একেবারে দূরের একটা কোনার ঘরে। গর্চাকভের নিখুঁত কামানো মুখে এখন কঠি ভাব ফুটে উঠেছে, গোঁফের ডগা কামড়াতে কামড়াতে মুখে একটা হাসি-হাসি গাম্ভীর্যের ভাব বজায় রেখে অজুহাত হিশেবে ঘরটা সারাই করা দরকার বলে সে জানাল। লিস্তনিৎস্কি বুঝতে পারছিল যে বন্ধুর পক্ষে ও একটা বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে, অথচ পরিচিত অন্য কারও বাড়ি গিয়ে উঠবে তাও কেন যেন মনে চাইল না। সারা দিন সে আপেল গাছের ঠাণ্ডা ছায়ায় গেরুয়া ধুলোমাটির ওপর পড়ে পড়ে কাটায়। শুয়ে শুয়ে মোটা মোড়কের কাগজে যেমন-তেমন করে ছাপা খবরের কাগজগুলো পড়ে, পড়তে পড়তে গভীর ঘুমে ঢলে পড়ে। কিন্তু বড় দুঃসহ সে ঘুম, দেহমন জুড়োয় না তাতে। খয়েরী রঙের ওপর সাদা ফুটকিধরা একটা সুন্দর পয়েন্টার কুকুর ওর ক্লান্তিকর একঘেয়েমির ভাগীদার। মনিব-গিন্নিকে মনিব একচেটিয়া দখল ক'রে রেখেছে দেখে নীরব ঈর্ষায় কাতর হয়ে লিস্তনিৎস্কির কাছে এসে জুটেছে, ওর পাশে এসে শুয়ে থাকে, ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেলে। লিস্তনিৎস্কিও কুকুরটার গায়ে হাত বুলায়, সমবেদনার সুরে ফিসফিসিয়ে বলে:

> হেরো বন্ধু প্রাণ ভরি মধুর স্বপন,
> হল ম্লান, আসে মুদি আঁখি তব কনকবরণ। ...

স্মৃতির ভাণ্ডারে বুনিনের কবিতার মিষ্টি, মধুর মতো ঘন যত সুরভি পংক্তি জমা ছিল সেগুলো রোমন্থন করে। তারপর আবার ঘুমিয়ে পড়ে।

একমাত্র মেয়েদের স্বাভাবিক সহজাত বুদ্ধিতেই ওল্‌গা নিকলায়েভনা বুঝে ফেলেছিল লিস্তনিৎস্কির মনমরা হওয়ার কারণটা কী। অমনিতেই সে সংযত ছিল, এখন লিস্তনিৎস্কির আচরণে আরও সংযত হয়ে ওঠে। একদিন সন্ধ্যায় শহরের বাগান থেকে ফেরার পথে ওরা দুজনে পাশাপাশি হেঁটে চলছিল (বাগানের গেটের কাছে মার্কভ রেজিমেন্টের পরিচিত অফিসারদের সঙ্গে দেখা হয়ে যেতে গর্চাকভকে সেখানে থামতে হয়েছিল), বাহু জড়িয়ে ধরে ওল্‌গা নিকলায়েভ্‌নাকে নিয়ে যাচ্ছিল লিস্তনিৎস্কি, ওর কনুইটা সজোরে এমনভাবে নিজের কাছে চেপে ধরল যে ওল্‌গা নিকলায়েভনা শঙ্কিত হয়ে উঠল।

'অমন করে চেয়ে কী দেখছেন?' হাসিমুখে জিজ্ঞেস করল।

তার নীচু কণ্ঠস্বরের মধ্যে লিস্তনিৎস্কি যেন চপলসুরে আহ্বানের আভাস পেল। একমাত্র এই কারণেই বিবাদগ্রস্ত কবিতার একটা স্তবক তুরুপ হিশেবে ছাড়ার ঝুঁকি সে নিয়ে ফেলল (গত কয়েক দিন হল লিস্তনিৎস্কি কাব্যরসে বুঁদ হয়ে আছে, ওর চিন্তাভাবনা একাকী মৌমাছির মতো স্মৃতির মধুচক্রে বয়ে নিয়ে চলেছে অন্যের দুঃখের করুণ গান)।

মাথা নীচু করে সামনের দিকে বাড়িয়ে ফিসফিস করে হাসিমুখে সে বলল :

> অন্তরঙ্গ যে বাঁধনে বাঁধিয়াছ তুমি,
> গুণ্ঠনের অন্তরালে তাহার মায়ায়
> হেরিলাম মায়াময় কোন্ তটভূমি,
> সুদূর মোহিনী দেশ কুহেলিকাপ্রায়।

ওল্‌গা নিকলায়েভ্‌না আস্তে করে নিজের হাতটা ছাড়িয়ে নিল। গলায় ফূর্তির ভাব এনে বলল, 'ইয়েভ্‌গেনি নিকলায়েভিচ, আমি যথেষ্ট পরিমাণে . . . আমার সম্পর্কে আপনার যে কী মনোভাব তা আমার ঠিকই নজরে পড়েছে। আপনার লজ্জা হয় না? না না দাঁড়ান, একটু সবুর করুন! আমি কিন্তু আপনাকে কল্পনা করেছিলাম। . . . একটু অন্যরকম। . . . তাই বলি কি, আসুন এসব ছেড়ে দেওয়া যাক। নইলে কেমন যেন ফাঁকিবাজী আর ধৃষ্টতা বলে মনে হয়। . . . এ ধরনের পরীক্ষানিরীক্ষার সামগ্রী হিশেবে আমি নেহাৎই গোবেচারি। আপনার একটু প্রেম করার সাধ হয়েছিল এই ত? তাই বলি কি আসুন, আমাদের বন্ধুত্বের সম্পর্কটা নষ্ট হতে দেবেন না, ওসব আজেবাজে ব্যাপার ছাড়ুন। হাজার হোক আমি ত আর কোন 'আহা মরি অচেনা সুন্দরী' নই। তাই না? ঠিক আছে? আচ্ছা, তাহলে এবারে আসুন, হাতে হাত মেলানো যাক।'

লিত্ভিনিৎস্কি ভাব দেখাতে গেল যেন অন্তরে অন্তরে সে কতই না ক্ষুব্ধ হয়েছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই ভূমিকায় আর টিকে থাকতে না পেরে ওল্গা নিকলায়েভ্‌নার সঙ্গে সঙ্গে সে-ও হো হো করে হেসে উঠল। গর্চাকভ যখন এসে ওদের ধরল তখন ওল্গা নিকলায়েভ্‌না যেন আরও বেশি প্রাণবন্ত ও উচ্ছল হয়ে উঠেছে। কিন্তু লিত্ভিনিৎস্কি ততক্ষণে চুপ মেরে গেছে। সারাটা পথ সে মনে মনে নিজেকে নিয়ে নিষ্ঠুর উপহাস করতে করতে চলল।

যথেষ্ট বুদ্ধিমতী মহিলা হলেও ওল্গা নিকলায়েভ্‌না কিন্তু আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করেছিল যে সব কিছু খোলসা হয়ে যাবার পর এবার থেকে তারা বন্ধুর মতো মেলামেশা করবে। বাইরে থেকে লিত্ভিনিৎস্কি অবশ্য তার এই বিশ্বাসের মর্যাদা রেখেছিল, কিন্তু মনে মনে সে তাকে প্রায় ঘৃণা করতে শুরু করেছিল। কয়েক দিন বাদে লিত্ভিনিৎস্কি যখন আবিষ্কার করল ওল্গার চরিত্র আর চেহারার খুঁত বার করার প্রাণান্তকর চেষ্টায় সে ব্যাপৃত আছে তখন আর তার বুঝতে বাকি রইল না যে একটা সত্যিকারের বিরাট উপলব্ধির একেবারে কিনারায় এসে সে দাঁড়িয়েছে।

ছুটির দিনগুলো দেখতে দেখতে ফুরিয়ে গেল। শুধু চৈতন্যের গভীরে জমে রইল অব্যক্ত কিছু উপলব্ধির তলানি। স্বেচ্ছাসেনাবাহিনী নতুন করে লোক নিয়ে দল ভারী করার পর বিশ্রাম নিয়ে ফের তৈরি হচ্ছে আঘাত হানার জন্য। কেন্দ্রাতিগ শক্তি তাকে টানছে কুবানের দিকে। অনতিকালের মধ্যেই গর্চাকভ আর লিত্ভিনিৎস্কি নোভোচের্কাস্স্ক ছেড়ে চলে গেল।

ওল্গা তাদের বিদায় দিতে এসেছিল। কালো রেশমী পোশাক ওর অপ্রকট সৌন্দর্যকে স্পষ্ট করে তুলেছে। জলভরা চোখে সে হাসল। ঠোঁটদুটো বিশ্রীভাবে ফুলে উঠেছে, তাইতে মুখে ফুটে উঠেছে একটা করুণ কাতর ছেলেমানুষী ভাব। ওল্গার এই চেহারাটাই গাঁথা হয়ে রইল লিত্ভিনিৎস্কির মানসপটে। রক্ত আর ক্লেদের যে অভিজ্ঞতা লিত্ভিনিৎস্কির হয়েছিল তারই মাঝখানে দীর্ঘদিন ধরে সে তার স্মৃতিতে সযত্নে বহন করে এসেছিল ওল্গার এই অম্লান উজ্জ্বল প্রতিকৃতিটি, তাকে ঘিরে রেখেছিল স্পর্শাতীত অনুভূতি ও ভক্তির জ্যোতির্মণ্ডল দিয়ে।

জুন মাসে স্বেচ্ছাসেনাবাহিনী লড়াইয়ে নেমে পড়ল। প্রথম সংঘর্ষেই একটা তিন ইঞ্চি গোলার ভাঙা টুকরো কোম্পানি-ক্যাপ্টেন গর্চাকভের পেটের নাড়িভুড়ি ওলটপালট করে ভেতরে ঢুকে গেল। তাকে সৈন্যসারি থেকে টেনে বার করে আনা হল। এর ঘন্টাখানেক বাদে সে যখন একটা গাড়িতে শুয়ে, তখন তার দেহ থেকে নিঃশেষে রক্ত আর মূত ঝরছে। এই অবস্থায় লিত্ভিনিৎস্কিকে সে বলল, 'মারা যাব বলে ত মনে হয় না।. . . এক্ষুনি আমার অপারেশন হবে।

ওরা বলছে ক্লোরোফর্ম নেই। ... এভাবে মরার কোন মানে হয় না। তোমার কী মনে হয়? ... সে যাই হোক, কিছুই বলা যায় না ... তাই এতদ্দ্বারা আমি আমার পূর্ণ জ্ঞানবুদ্ধিমতে ইত্যাদি ইত্যাদি ... ইয়েভ্‌গেনি, লেলিয়াকে ছেড়ে যেয়ো না। ... আমার বা ওর কারোই কোন আত্মীয়স্বজন নেই। তুমি একজন সৎ, ভদ্রসন্তান। ওকে বিয়ে কোরো। ... কী, ইচ্ছে নেই নাকি?'

একাধারে অনুনয় আর ঘৃণা নিয়ে সে তাকিয়ে রইল ইয়েভ্‌গেনির দিকে। খোঁচা খোঁচা বাসী দাড়িতে ছাওয়া নীলচে রক্তধরা গালদুটো তিরতির করে কাঁপতে থাকে। সযত্নে হাঁ-করা পেটটা চেপে রক্ত আর কাদামাখা দুই হাতে ধরে ঠোঁটের ওপর থেকে গোলাপী আভার ঘামটুকু চেটে নিয়ে সে বলল, 'কথা দিচ্ছ? ওকে ছেড়ে যাবে না? – অবশ্য বুশী সেপাইরা যদি আমার মতো তোমাকেও খুবসুরত না করে দেয়। কী হল, কথা দিচ্ছ ত? চুপ করে আছ যে? বড় ভালো মেয়ে ও।' বলতে বলতে ওর গোটা মুখটা বিকৃত হয়ে গেল। 'তুর্গেনেভের উপন্যা-সেই অমন মেয়েদের দেখতে পাওয়া যায়। ... আজকাল আর তাদের দেখা পাবে না। ... চুপ করে রইলে যে?'

'কথা দিচ্ছি।'

'যাও, এবারে চুলোয় যাও! আমি চললাম!'

কাঁপা কাঁপা হাতের মুঠোয় গর্চাকভ আঁকড়ে ধরে লিস্তনিৎস্কির হাতটা, তারপর মরিয়ার মতো অদ্ভুত একটা ভঙ্গি করে তাকে এত জোরে নিজের কাছে টেনে আনে যে তাতে আরও ফেকাশে হয়ে ওঠে। ভিজে মাথাটা তুলে শুকনো ঠোঁটদুটো চেপে ধরে লিস্তনিৎস্কির হাতের ওপর। তার পরেই চটপট মুখ ঘুরিয়ে গ্রেটকোটের কিনারা দিয়ে মাথা ঢাকে। লিস্তনিৎস্কি শিউরে ওঠে চকিতের জন্য ওর নজরে পড়ে গেল গর্চাকভের ঠোঁটের পাতায় ঠাণ্ডা শিহরণ, গালের ভিজে স্যাঁতসেঁতে ধূসর আবরণ।

দুদিন পরে গর্চাকভ মারা গেল। তারও একদিন পরে বাঁ হাত আর উরু গুরুতর জখম হওয়ার ফলে লিস্তনিৎস্কিকে পাঠিয়ে দেওয়া হল ভিখোরেৎস্কায়ার হাসপাতালে।

করেনোভ্‌স্কায়াতে একটানা ভয়ঙ্কর লড়াই বেধে গিয়েছিল। লিস্তনিৎস্কি তার রেজিমেন্ট নিয়ে দু-দুবার আক্রমণ ও পাল্টা-আক্রমণ চালায়। তার ব্যাটেলিয়নের সারি তৃতীয় আরেকটা উদ্যোগ নেওয়ার জন্য উঠে দাঁড়ায়। 'উঠে দাঁড়াও!', 'ঈগলছানারা, আগে বাড়!', 'কর্নিলোভের নামে, আগে বাড়!' – কোম্পানি-কম্যাণ্ডারের এমন ধরনের হাঁকডাকের তাড়নায় বাঁ হাতে স্যাপারের কোদালটা ঢালের মতো করে মাথার ওপর তুলে ধরে, ডান হাতে রাইফেল চেপে ধরে না-কাটা গমের

ক্ষেতের মধ্যে ভারী পায়ে হোঁচট খেতে খেতে সে ছুটে চলে। একবার একটা গুলি কোদালের গড়ানে পিঠের ওপর পড়ে ঝনঝন শব্দে গড়িয়ে পড়ল। হাতলটা হাতের মুঠোয় জুত করে ধরতে ধরতে আনন্দের শিহরন খেলে যায় লিস্তনিৎস্কির মনে। মনে মনে সে বলে, 'যাক, তাহলে ফস্‌কে গেছে!' কিন্তু পরক্ষণেই ক্ষণিকের একটা ভয়ানক জোরাল আঘাতে ওর হাতটা ছিটকে একপাশে সরে গেল। হাতের কোদালটা পড়ে গেল, মুহূর্তের উত্তেজনায় মাথায় কোন আড়াল না দিয়েই সে আরও হাত দশেক ছুটে গেল। কিন্তু রাইফেলটা যখন দুহাতে বাগিয়ে ধরার চেষ্টা করল তখন দেখতে পেল বাঁ হাত ওঠাতে পারছে না। যন্ত্রণাটা ছাঁচের ভেতরকার গরম সীসের মতো শরীরের গাঁটে গাঁটে ভারী হয়ে ছড়িয়ে পড়ছে। ক্ষেতের একটা আলের মধ্যে সে শুয়ে পড়ল, যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে বার কয়েক কাতরাল। যখন শুয়ে পড়েছে সেই অবস্থাতেই আরেকটা গুলি ওর উরুতে এসে বিঁধল। ধীরে ধীরে কষ্ট পেতে পেতে জ্ঞান হারাল লিস্তনিৎস্কি।

তিখোরেৎস্কায়া হাসপাতালে ছিন্নভিন্ন হাতটা কেটে বাদ দিয়ে দিতে হল, উরু থেকে হাড়ের ভাঙা টুকরো টেনে বার করা হল। নিদারুণ হতাশা, যন্ত্রণা আর ব্যাকুলতায় ছটফট করতে করতে দু সপ্তাহ শুয়ে থাকল লিস্তনিৎস্কি। পরে তাকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হল নোভোচের্কাস্‌স্কে। আরও ত্রিশটি ক্লান্তিকর দিন কাটাতে হল হাসপাতালে। ব্যাণ্ডেজ বদল, হাসপাতালের নার্স আর ডাক্তারদের বেজার মুখ, আইওডিন আর কার্বলিকের তীব্র গন্ধ। . . . ওল্‌গা নিকলায়েভ্‌না মাঝে মধ্যে দেখতে আসে। দুই গালে সবজে হলুদ আভা ফুটে উঠেছে। অঝোরে কেঁদে কেঁদে এখনও শেষ হয় নি তার শূন্য দুই চোখের আকুলতা। সে আকুলতাকে যেন আরও গভীর করে তুলেছে শোকের পোশাক। লিস্তনিৎস্কি অনেকক্ষণ ধরে নীরবে তাকিয়ে থাকে তার নিষ্প্রভ মুখের দিকে, সলজ্জভাবে চুপিচুপি জামার শূন্য হাতাটা লুকিয়ে রাখে কম্বলের নীচে। ওল্‌গা নিকলায়েভ্‌না যেন অনিচ্ছাসত্ত্বেও স্বামীর মৃত্যু সম্পর্কে খুঁটিনাটি জিজ্ঞেস করে লিস্তনিৎস্কিকে। আশেপাশের অন্য বেডগুলোর ওপর দৃষ্টি বুলাতে বুলাতে আপাত অন্যমনস্কতার ভাব নিয়ে শুনতে থাকে লিস্তনিৎস্কির মুখের বিবরণ। হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর লিস্তনিৎস্কি দেখা করতে গেল তার সঙ্গে। বাড়ির দাওয়ার সামনে তার সঙ্গে দেখা। কিন্তু লিস্তনিৎস্কি যখন ছোট ক'রে ছাঁটা হাল্‌কা ছাই রঙের ঘন কোঁকড়ানো চুলে ভরা মাথা নুইয়ে ওর হাতে চুমু খেতে গেল তখন ওল্‌গা মুখ ঘুরিয়ে নিল।

নিখুঁত দাড়ি কামিয়েছে লিস্তনিৎস্কি, উঁচু কলারওয়ালা খাকী রঙের আঁটো ফৌজী জামাটা ফিটফাট – তাতে চমৎকার মানিয়েছে ওকে। কিন্তু জামার খালি

হাতাটাই হয়ে উঠেছে ভয়ঙ্কর পীড়াদায়ক। ব্যাণ্ডেজ বাঁধা কাটা হাতের টুকরোটা ভেতরে নড়াচড়া করছে, থেকে থেকে খিচুনি দিচ্ছে।

ওরা দুজনে বাড়ির ভেতরে ঢুকল। লিস্তনিৎস্কি আসনে না বসে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই কথা বলতে শুরু করল।

'বরিস মরার আগে আমায় অনুরোধ করেছিল. . . আমার কাছ থেকে কথা আদায় করে নিয়েছিল আমি যেন আপনাকে ছেড়ে না যাই। . . .'

'আমি জানি।'

'আপনি কী ভাবে জানেন?'

'ওর শেষ চিঠি থেকে। . . .'

'ওর ইচ্ছে ছিল আমরা একসঙ্গে থাকি। . . . অবশ্য আপনি যদি রাজী থাকেন, যদি একজন পঙ্গু লোককে বিয়ে করতে আপনার আপত্তি না থাকে। . . . বিশ্বাস করুন . . . এখন অবশ্য আবেগ-অনুভূতি নিয়ে বক্তৃতা দেওয়াটা শোনাবে . . . কিন্তু আমি সত্যি সত্যি মনেপ্রাণে আপনার মঙ্গল কামনা করি।'

লিস্তনিৎস্কির অপ্রতিভ ভাব এবং উচ্ছ্বসিত অসংলগ্ন কথাগুলো ওল্‌গার অন্তর স্পর্শ করল।

'আমি এই নিয়ে ভেবেছি। . . . আমি রাজী।'

'আমরা আমার বাবার জমিদারীতে যাব।'

'বেশ।'

'বাদবাকি সমস্ত আনুষ্ঠানিক ব্যাপার পরে সারলেও হবে ত?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ।'

লিস্তনিৎস্কি শ্রদ্ধাভরে ওল্‌গার পোর্সেলিনের মতো হাল্কা হাতে ঠোঁট ঠেকিয়ে চুমু খেল। বিনম্র চোখের দৃষ্টি তুলতে সে দেখতে পেল ওল্‌গার ঠোঁটের কোনায় একটা মৃদু হাসির চঞ্চল ছায়া মিলিয়ে যাচ্ছে।

প্রেম ও দৈহিক কামনার আকর্ষণে ওল্‌গা টানছে লিস্তনিৎস্কিকে। শুরু হয়ে গেল ওল্‌গার কাছে ওর রোজ রোজ আনাগোনা। লড়াইয়ের ময়দানে দিনগত পাপক্ষয় ক'রে ক্লান্ত ওর হৃদয় এখন রূপকথার জন্য উৎসুক। . . . একান্তে সে নিজের সঙ্গে যুক্তিতর্ক করে কোন ক্লাসিক উপন্যাসের নায়কের মতো। ধৈর্য ধরে নিজের মধ্যে খুঁজে বেড়ায় এমন সমস্ত উদাত্ত অনুভূতি যা কস্মিনকালে কারও প্রতি ওর ছিল না। হয়ত ওল্‌গার প্রতি নিছক ইন্দ্রিয় আকর্ষণের নগ্নতাকে ঢাকা দেওয়া অথবা তার ওপর রঙ চড়ানোর জন্যই এই প্রয়াস। তবু সেই কল্পনার একটা ডানা যেন বাস্তবকে স্পর্শ করে: শুধু যৌন আকর্ষণ নয়, আরও কোন এক অদৃশ্য সূত্র যেন ওকে বেঁধেছে এই নারীর সঙ্গে, যে নারী নেহাৎ এক দৈব

যোগাযোগের ফলে এসে দাঁড়িয়েছে ওর জীবনের পথে। নিজের আবেগ-উপলব্ধি সম্পর্কে লিস্তনিৎস্কির ধ্যানধারণা তেমন স্পষ্ট নয়। কিন্তু একটা জিনিস সে বেশ পরিষ্কার বুঝতে পেরেছে: হলই না হয় বিকলাঙ্গ বা পল্টন থেকে খারিজ – 'আমার সবই সাজে' – এই লাগামছাড়া বন্য প্রবৃত্তিটা আগের মতোই তার ওপর দাপটে প্রভুত্ব বিস্তার করে চলেছে। এমন কি ওল্‌গার শোকাচ্ছন্ন দিনগুলোতে, যখন ওল্‌গা গর্ভের সন্তানের মতো মনের মধ্যে সযত্নে বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে তার অপূরণীয় ক্ষতির তিক্ততা, তখনও মৃত গর্চাকভের কথা ভেবে ঈর্ষায় দগ্ধ হয়ে মরেছে লিস্তনিৎস্কি, মনে মনে ওল্‌গাকে কামনা করেছে, উন্মাদের মতো কামনা করেছে তাকে। . . . উন্মত্ত ঘূর্ণিপাকের মতো ফেনোচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে জীবন। বারুদের ঘ্রাণ যারা পেয়েছে, আশেপাশের ঘটনপ্রবাহে অন্ধ আর বধির হয়ে গিয়ে তারা তাদের উদগ্র কামনাবাসনাকে সম্বল ক'রে একমাত্র বর্তমানের কথা চিন্তা ক'রেই জীবনধারণ করেছে। হয়ত বা এই কারণেই ইয়েভ্‌গেনি লিস্তনিৎস্কিও ওল্‌গার জীবনের সঙ্গে নিজের জীবনের গাঁটছড়া বাঁধতে এমন ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল। হয়ত সে অস্পষ্টভাবে উপলব্ধি করতে পারছিল যার জন্য সে মরণের মুখোমুখি এগিয়ে গিয়েছিল তার ধ্বংস অনিবার্য।

বাপকে বিশদ চিঠি লিখে জানাল যে বিয়ে করছে, শিগ্‌গিরই বৌকে নিয়ে ইয়াগদ্‌নোয়েতে আসছে।

চিঠির শেষে শ্লেষের ভঙ্গিতে করুণ এই কথাগুলো যোগ করল: 'আমার কর্তব্য আমি শেষ করিয়াছি। যাহাদিগের ভাগ্যের কথা চিন্তা করিয়া রাশিয়ার বুদ্ধিজীবীরা যুগ যুগ ধরিয়া অশ্রুবর্ষণ করিয়াছে, আকুল ক্রন্দনে সিক্ত হইয়াছে, আমি আমার এক হস্ত সম্বল করিয়া এখনও সেই অভিশপ্ত 'জনগণকে', সেই বিদ্রোহকারী ইতরগুলিকে ধ্বংস করিবার ক্ষমতা রাখি। কিন্তু স্বীকার করিতে বাধা নাই, এখন এই সমস্তই আমার নিকট অদ্ভুত অর্থহীন মনে হয়। . . . দেনিকিনের সহিত ক্রাস্‌নোভের বনিবনা হইবার নহে। পরন্তু উভয় শিবিরের অভ্যন্তরেই পরস্পরের প্রতি কাদা ছোঁড়াছুঁড়ি, ষড়যন্ত্র, নীচতা ও কদর্যতার চূড়ান্ত। সময় ভয়াবহ মনে হয়। ভবিষ্যৎ কী? এখন বাড়ি ফিরিয়া যাইতেছি, আমার একটি হাতে আপনাকে আলিঙ্গন করিতে। কিয়ৎকাল আপনার সহিত কাটাইব, বাহির হইতে সংগ্রামের গতিবিধি লক্ষ্য করিব। আমি আর সৈনিক নহি – আমি এখন শারীরিক ও মানসিক দুই অর্থেই পঙ্গু। আমি ক্লান্ত, তাই আত্মসমর্পণ করিতেছি। সম্ভবত কতকটা এই কারণেই আমার বিবাহ এবং 'শান্ত আশ্রয়স্থল' অন্বেষণের প্রয়াস।'

ঠিক হল এক সপ্তাহ পরে নোভোচের্কাস্‌স্ক ছেড়ে যাত্রা করবে ওরা। যাত্রার কয়েক দিন আগে লিস্তনিৎস্কি পাকাপাকি ভাবে ওল্‌গার কাছে উঠে এলো। যে

রাত্রে তাদের ঘনিষ্ঠতা হল তার পরই দেখা গেল ওল্গার গাল বসে গেছে, চেহারা কেমন যেন ম্লান হয়ে গেছে। এর পরও লিস্তনিৎস্কির নাছোড়বান্দা দাবির কাছে তাকে হার স্বীকার করতে হল। কিন্তু যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল তা ওর কাছে অসহ্য পীড়াদায়ক মনে হল। মনে মনে সে অপমানিত বোধ করতে লাগল। লিস্তনিৎস্কি জানত না অথবা জানার ইচ্ছেও তার ছিল না যে ওদের মধ্যকার প্রেমের বন্ধনকে বিভিন্ন মাপকাঠিতে মাপা গেলেও ঘৃণা পরিমাপের মাপকাঠি একটাই।

ইয়াগদ্‌নোয়েতে রওনা হওয়ার আগে অনিচ্ছাসত্ত্বেও ইয়েভ্‌গেনির হঠাৎ হঠাৎ মনে পড়ে গেছে আক্সিনিয়ার কথা। লোকে যেমন হাত দিয়ে রোদ থেকে চোখ আড়াল করে সেও তেমনি আক্সিনিয়ার চিন্তা থেকে নিজেকে আড়াল দেওয়ার চেষ্টা করতে থাকে। কিন্তু তার ইচ্ছার বিরুদ্ধেই, যেন আরও অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠে আলোর রেখার মতো তা ফুটে বেরোতে থাকে। তাকে উতলা করে তুলল সেই সম্পর্কের স্মৃতি। এক সময়ে তার মনে এরকম চিন্তারও উদয় হয়েছিল, 'আক্সিনিয়ার সঙ্গে সম্পর্কটা ছিন্ন করব না। ও মেনে নেবে।' কিন্তু ভদ্রতাবোধ প্রবল হয়ে উঠল। তাই শেষ পর্যন্ত ঠিক করল বাড়ি পৌঁছুনোর পর আক্সিনিয়ার সঙ্গে এ নিয়ে কথা বলবে, সম্ভব হলে তার সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে দেবে।

নোভোচের্কাস্‌স্ক ছাড়ার চারদিন পরে তারা ইয়াগদ্‌নোয়েতে এসে পৌঁছুল। বুড়ো কর্তা মহাল ছেড়ে আধ-ক্রোশখানেক এগিয়ে এসেছিল নবদম্পতীকে নিতে। দূর থেকেই ইয়েভ্‌গেনি দেখতে পেল তার বাবা অনেক কষ্টে ফীটন গাড়ির আসনের ওপর দিয়ে একটা পা তুলল, মাথার টুপিটা খুলল।

'আদরের অতিথিদের নিতে এলাম। দেখি দেখি একবার দেখি ত চেহারাটা,' গম্ভীর গলায় কথাগুলো বলে তামাকের ছোপধরা সবজেটে-সাদা গোঁফের খোঁচায় পুত্রবধূর গাল জর্জরিত করে আনাড়ির মতো বুকে জড়িয়ে ধরল তাকে।

'আমাদের এখানে উঠে বসুন বাবা! গাড়ি ছেড়ে দাও কোচোয়ান! আরে, সাশ্‌কা দাদু যে, কী খবর? কেমন আছ? আমার জায়গায় এসে বোসো বাবা, আমি ওপরে কোচোয়ানের পাশে গিয়ে বসছি।'

বুড়ো ওল্গার পাশে এসে বসল, রুমাল দিয়ে গোঁফ মুছল, বেশ সংযতভাবে, অনেকটা যেন যুবকের মতো উৎসাহভরে ছেলেকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল।

'তারপর, কী খবর?'

'আমি কিন্তু খুব খুশি হয়েছি আপনাকে দেখে!'

'পঙ্গু হয়ে গেছিস বলছিস?'

'কী আর করা যাবে? হয়ে যখন পড়েইছি...'

বাপ কঠোরতার আড়ালে সহানুভূতির ভাব গোপন করার চেষ্টায়, সবুজ উর্দির কোমরের বেল্‌টের নীচে গোঁজা শূন্য হাতাটা থেকে যতদূর সম্ভব দৃষ্টি সরিয়ে রাখে। কৃত্রিম প্রফুল্লতা বজায় রেখে ইয়েভ্‌গেনির দিকে তাকায়।

'ও কিছু নয়, অভ্যেস হয়ে গেছে,' ইয়েভ্‌গেনি কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল।

'তা হবে বৈ কি,' বুড়ো তাড়াতাড়ি করে বলে ওঠে। 'মাথাটা আস্ত থাকলেই হল। যাকে বলে ঢাল, সেটা ত সঙ্গে আছে. . . অ্যাঁ? তাই না? তাই ত বলি, ঢাল নিয়ে ফিরে এসেছিস। এমন কি একজন সুন্দরী বন্দিনীকেও ধরে নিয়ে এসেছিস?'

খানিকটা সেকেলে ধরনের হলেও বাপের সামাজিক কায়দাদুরস্ত মার্জিত রসিকতাবোধে মুগ্ধ হয়ে ইয়েভ্‌গেনি তাকাল ওল্‌গার দিকে, চোখের ইঙ্গিতে যেন প্রশ্ন করল: 'কী, কেমন লাগছে বুড়োকে?' ওল্‌গা কোন কথা না বললেও তার মুখের উৎফুল্ল হাসি আর চোখের কোনায় উষ্ণতার আমেজ ফুটে উঠতে দেখে ইয়েভ্‌গেনির বুঝতে বাকি থাকে না যে বাবাকে ওর ভালোই লেগেছে।

আধা দুলকিচালের ধূসর ঘোড়াগুলো গাড়িটাকে টিলার গা বয়ে দ্রুত নীচে নিয়ে গেল। একটা টিবির ওপর থেকে চোখে পড়ছে ঘরবাড়ি। সামনে অনেকখানি জায়গা জুড়ে ছড়ানো কেশরের মতো বিস্রস্ত ঝোপঝাড়, কুঠিবাড়ি, তার সাদা দেয়াল, আর জানলা আড়াল করা ম্যাপল গাছের কুঞ্জ।

'কী চমৎকার! ওঃ, কী চমৎকার!' ওল্‌গা সজীব হয়ে ওঠে।

কালো শিকারী বর্জোই কুকুরগুলো উঁচু উঁচু লাফ মেরে ছুটে আসছে ওদের দিকে, গাড়িটা ঘিরে ফেলে। একটা আবার লাফ দিয়ে ওদের ফীটন গাড়িতে উঠে গিয়েছিল। পেছনের গাড়ি থেকে বুড়ো সাশ্‌কা সপাং করে সেটার গায়ে চাবুক কষিয়ে দিয়ে খেঁকিয়ে ওঠে, 'চাকার নীচে গিয়ে ঢুকছিস! হারামজাদা! ভাগ!'

ইয়েভ্‌গেনি ঘোড়াগুলোর দিকে পিঠ ফিরিয়ে বসে ছিল। ঘোড়াগুলো থেকে থেকে নাক ঝাড়ছে। বাতাস পেছনে বয়ে আনছে ছোট ছোট জলের কণা, ঘাড়ে ছিটিয়ে দিচ্ছে।

ইয়েভ্‌গেনি হাসছে। হাসি-হাসি মুখে চেয়ে দেখছে তার বাপকে, ওল্‌গাকে, শস্যের মঞ্জরীতে ছাওয়া রাস্তাটা, এই টিবিটা, যেটা ধীরে ধীরে উঠে গিয়ে আড়াল করে দিয়েছে দূরের চূড়াটাকে আর তারও পেছনের সুদূর দিগন্তরেখা।

'কী নির্জন! কী শান্ত! . . .'

ওল্‌গা হাসি-হাসি মুখে নিঃশব্দে তাকিয়ে দেখে রাস্তার ওপর দিয়ে দলে দলে কাকেরা উড়ে যাচ্ছে। দেখতে দেখতে পেছনে পড়ে রইল সোমরাজ লতা আর সুগন্ধী কলমিলতার ঝোপঝাড়গুলো।

কর্তা চোখ কুঁচকে বলল, 'আমাদের নেবার জন্যে বেরিয়ে এসেছে ওরা।'

'কারা ?'

'চাকরবাকরেরা।'

'ইয়েভ্গেনি ঘাড় ফিরিয়ে দেখল। যারা দাঁড়িয়ে ছিল তাদের প্রত্যেকের মুখ আলাদা আলাদা করে চিনতে না পারলেও মেয়েদের মধ্যে একজন যে আক্সিনিয়া হবে তা বুঝতে পেরে গাঢ় লাল হয়ে ওঠে সে। ইয়েভ্গেনি ভেবেছিল আক্সিনিয়ার চোখেমুখে উত্তেজনার লক্ষণ প্রকাশ পাবে। কিন্তু গাড়ি যখন দ্রুতগতিতে ঘর্ঘর আওয়াজ তুলে ফটকের ভেতর দিয়ে ঢুকল তখন দুরুদুরু বুকে ডান দিকে দৃষ্টিপাত করতে সে দেখতে পেল আক্সিনিয়াকে – ইয়েভ্গেনি আশ্চর্য হয়ে গেল মুখে চাপা খুশি আর হাসি-হাসি ভাব দেখে। একটা বিরাট বোঝা যেন ওর কাঁধ থেকে নেমে গেল, সে স্বস্তি বোধ করল। অভ্যর্থনার উত্তরে মাথা নাড়ল।

'কী সর্বনাশা রূপ! কে ও?... যে কাউকে হারিয়ে দেওয়ার মতো রূপ ধরে, তাই না?' সপ্রশংস চোখের দৃষ্টি ঘুরিয়ে ইশারায় আক্সিনিয়াকে দেখিয়ে ওল্গা বলল।

ততক্ষণে ইয়েভ্গেনির সাহস ফিরে এসেছে। শান্ত নিস্পৃহ কণ্ঠে সে সায় দিল, 'হ্যাঁ, সুন্দরী বটে। ও আমাদের খাস চাকরানী।'

* * *

ওল্গার উপস্থিতি বাড়ির সবের ওপরে ছাপ ফেলেছে। আগে বুড়ো কর্তা সারাটা দিনই গরম বোনা আণ্ডারপ্যান্ট আর রাত-জামা পরে বাড়িতে ঘুরে বেড়াতেন। এখন তিনি ন্যাপ্থালিনের গন্ধভরা বাক্স-পেঁটরা খুলে লম্বা কোর্তা আর জেনারেলের ট্রাউজার বার করার হুকুম দিলেন। আগে নিজের সম্পর্কে তাঁর এতটুকু খেয়াল থাকত না, কিন্তু এখন ইস্তিরি করা জামাকাপড়ে এতটুকু ভাঁজ পড়েছে কি অমনি আক্সিনিয়ার ওপর চোটপাট। সকালে যদি আক্সিনিয়া তাঁকে ভালো মতো পালিশ-না-করা জুতো এনে দেয় তাহলে কটমট করে তাকান। তাঁকে এখন বেশ তাজা দেখায়। আজকাল রোজ নিয়ম করে দাড়ি কামানোর ফলে গালে জেল্লা দেখা দিয়েছে – তা দেখে ইয়েভ্গেনি অবাক হয়ে যায়, ভালো লাগে তার।

আক্সিনিয়া যেন খারাপ একটা কিছুর পূর্বাভাস পেয়েছে, তাই তরুণী মনিব-গিন্নির মন পাবার জন্য বড় বেশি বশংবদ হয়ে তার তোয়াজ করছে, বাড়াবাড়ি রকমের সেবাযত্ন করছে তাকে। লুকেরিয়া আজকাল ভালো রান্না করার জন্য উঠে পড়ে

লেগেছে, অপূর্ব স্বাদের সব নতুন নতুন চাটনি আর ঝোল আবিষ্কারের গুণে যেন নিজেকেও ছাড়িয়ে গেছে। এমন কি নেহাৎ হাল ছেড়ে দেবার মতো যার অবস্থা, ভীষণভাবে বুড়িয়ে গেছে যে সাশ্‌কা দাদু, সেও নিস্তার পেল না ইয়াগদ্‌নোয়ের এই অদলবদলের প্রভাব থেকে। এক দিন দেউড়ির কাছে কর্তা তাকে দেখতে পেয়ে তার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করার পর আঙুল নাড়িয়ে দাবড়ানি দিয়ে উঠলেন।

'এসব কী হচ্ছে রে শুয়োরের বাচ্চা, অ্যাঁ?' কর্তা ভীষণভাবে চোখ পাকালেন। 'তোর প্যান্টের এ কী দশা, অ্যাঁ?'

'কেন, কী হয়েছে?' বুড়ো সাশ্‌কা মুখের ওপর জবাব দিল, যদিও এরকম আচমকা জেরায় আর মনিবের কাঁপা কাঁপা গলার আওয়াজে সে নিজেও খানিকটা হকচকিয়ে গিয়েছিল।

'বাড়িতে একজন যুবতী স্ত্রীলোক রয়েছে, তুই হারামজাদা আমায় ডোবালি দেখছি! প্যান্টের ঝাঁপ বন্ধ করিস না কেন? ভোমরা পাঁঠা কোথাকার! অ্যাঁ?'

বুড়ো সাশ্‌কার নোংরা আঙুলগুলো প্যান্টের সামনের দিককার লম্বা সার বাঁধা বড় বড় বোতামগুলোর একটার পর একটা ছুঁয়ে গেল – যেন একটা নিঃশব্দ অ্যাকর্ডিয়ান যন্ত্রের চাবি টিপছে। মনিবের মুখের ওপর আরও কিছু বলার ইচ্ছে তার ছিল। কিন্তু মনিব একজন যুবকের মতো মেজাজ দেখিয়ে মেঝেতে পা ঠুকলেন – এত জোরে পা ঠুকলেন যে সাবেকী কায়দার ছুঁচালো ডগাওয়ালা বুটজুতোটার তলি খুলে হাঁ হয়ে গেল। গর্জন ক'রে তিনি বলে উঠলেন, 'আস্তাবলে চলে যা! এই মুহূর্তে চলে যা বলছি! লুকেরিয়াকে বলে দেব, টগবগে গরম জল ঢেলে তোর গা যেন আচ্ছা করে পুড়িয়ে দেয়! গায়ের ময়লা চেঁছে তোল্‌ গে, উল্লুক কোথাকার!'

ইয়েভ্‌গেনি দিব্যি বিশ্রাম করে, বন্দুক হাতে শুকনো উপত্যকায় ঘুরে বেড়ায়, কাটা জোয়ারের ক্ষেতের কাছে তিতির শিকার করে। কেবল একটা সমস্যাই তার বুকের ওপর ভার হয়ে চেপে থাকে: আক্সিনিয়াকে নিয়ে কী করা যায়? কিন্তু একদিন সন্ধ্যায় বাপ ইয়েভ্‌গেনিকে ডেকে পাঠালেন তাঁর নিজের কামরায়। ছেলের চোখের সরাসরি দৃষ্টি এড়িয়ে আশঙ্কাভরে দরজার দিকে তাকাতে তাকাতে বলতে শুরু করলেন, 'ব্যাপারটা কী জানিস... ব্যক্তিগত ব্যাপারে মাথা গলাচ্ছি বলে আবার মনে কিছু করিস নে। কিন্তু আমি জানতে চাই আক্সিনিয়াকে নিয়ে তুই কী করতে চাস।'

ইয়েভ্‌গেনি যে ভাবে তাড়াহুড়ো করে সিগারেট ধরাল তাতে তার মনের চাঞ্চল্য ধরা পড়ে গেল। সেই যেদিন প্রথম এসেছিল সেদিন তার মুখ যেমন লাল হয়ে উঠেছিল আজও তেমনি লাল হয়ে উঠল।

'জানি না। . . . সত্যিই জানি না,' সে অকপটে স্বীকার করে।

বুড়ো কর্তা গম্ভীরভাবে বললেন, 'আমি কিন্তু জানি। এক্ষুনি যাও, গিয়ে তার সঙ্গে কথা বল। জিজ্ঞেস কর কত টাকা লাগবে, টাকা দিয়ে ওকে ছাড়িয়ে দাও।' তারপর গোঁফের ফাঁকে মুচকি হেসে বললেন, 'চলে যেতে বল। ওর জায়গায় আরেকজন কাউকে যোগাড় করা যাবে।'

ইয়েভ্‌গেনি তৎক্ষণাৎ চলল চাকরদের মহলের দিকে।

দরজার দিকে পিঠ করে দাঁড়িয়ে আক্সিনিয়া ময়দা মাখছিল। তার কাঁধের ফলাদুটো নড়াচড়া করছে – পিঠের মাঝখানে এসে একটা স্পষ্ট নালীর মতো দেখাচ্ছে। রোদে পোড়া সুডৌল দুহাতের কনুই অবধি হাতা গুটানো, পেশীগুলো খেলছে। ওর ঘাড়ের ওপর ফুরফুরে চুলের রাশি বড় বড় আকারে গোল গোল হয়ে পাকিয়ে পাকিয়ে নেমেছে – সেই দিকে তাকিয়ে ইয়েভ্‌গেনি বলল, 'একটু কথা ছিল আক্সিনিয়া।'

চট করে ঘুরে দাঁড়ায় আক্সিনিয়া, উজ্জ্বল হয়ে ওঠে ওর মুখ। তবু একটা বাধা ও নিস্পৃহ ভাব বজায় রাখার চেষ্টা করে সে। কিন্তু ইয়েভ্‌গেনি লক্ষ করল আস্তিন ছেড়ে দেবার সময় ওর হাতের আঙুলগুলো কাঁপছে।

'আমি এই এক্ষুনি আসছি।' ভীতসন্ত্রস্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করল রাঁধুনির দিকে। মনের ভেতরকার আনন্দ আর চেপে রাখতে না পেরে খুশিতে বিগলিত হয়ে অনুনয় ভরা হাসি হাসি মুখে এগিয়ে এলো ইয়েভ্‌গেনির কাছে।

সদর দরজার কাছে আসার পর ইয়েভ্‌গেনি তাকে বলল, 'বাগানে যাওয়া যাক। কথা বলা দরকার।'

'বেশ ত,' খুশি হয়ে বাধ্য মেয়ের মতো মেনে নিল আক্সিনিয়া। ভাবল এটা বুঝি তাদের সেই আগের সম্পর্কের নতুন করে সূচনা।

চলতে চলতে ইয়েভ্‌গেনি চাপা গলায় জিজ্ঞেস করল, 'তোমাকে কেন ডাকলাম জান?'

আক্সিনিয়া অন্ধকারের মধ্যে হেসে ইয়েভ্‌গেনির হাতখানা চেপে ধরল, কিন্তু ইয়েভ্‌গেনি ঝটকা মেরে হাতটা ছাড়িয়ে নিল – আক্সিনিয়ার কিছুই আর বুঝতে বাকি রইল না। সে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল।

'আপনি কী চান ইয়েভ্‌গেনি নিকলায়েভিচ? আমি আর এগোচ্ছি না।'

'বেশ, দরকার নেই। এখানেও আমাদের কথাবার্তা চলতে পারে। কেউ শুনতে পাবে না। . . .' তড়বড় করতে গিয়ে কথার অদৃশ্য জালে জড়িয়ে আমতা আমতা করতে থাকে ইয়েভ্‌গেনি। 'আমার অবস্থাটা বোঝার চেষ্টা কর। তোমার সঙ্গে এখন আমার আগের মতো আর চলতে পারে না। . . . তোমার সঙ্গে কাটানো

আমার পক্ষে সম্ভব নয়।... বুঝতে পারছ? এখন আমি বিবাহিত। একজন সৎ মানুষ হিশেবে এমন কিছু করা আমার উচিত হবে না যাতে আমার নীচতা প্রকাশ পায়।.. বিবেকের খাতিরে তা করা সম্ভব নয়।...' নিজের এই বাগাড়ম্বরে ইয়েভ্‌গেনির নিজেরই লজ্জায় মাটিতে মিশে যাওয়ার মতো অবস্থা হল।

অন্ধকার পূব-আকাশ থেকে রাত সবে নেমে এসেছে।

পশ্চিমে এখনও একখণ্ড আকাশ সূর্যাস্তের আঁচে লাল হয়ে জ্বলছে। দুর্যোগের আশঙ্কা করে মাড়াইয়ের উঠোনে মানুষজন লণ্ঠনের আলোতে ফসল মাড়াই করছে। আবেগে উচ্ছ্বসিত হয়ে বেজে চলেছে মাড়াই-কলের হৃৎস্পন্দন, ভেসে আসছে মুনিষদের কোলাহল। রাক্ষুসে মাড়াই-কলের মুখে অবিরাম খোরাক তুলে দিতে দিতে জোগানদার মুনিষটা উৎফুল্ল হয়ে খসখসে গলায় চেঁচিয়ে বলছে: 'চালাও! চালাও! চালাও!' বাগানে ঘন হয়ে নেমে এসেছে নিস্তব্ধতা। বিছুটি, গম আর শিশিরের গন্ধে ভরে উঠেছে আকাশ বাতাস।

আক্সিনিয়া চুপ করে রইল।

'কী বলবে বল? চুপ করে রইলে যে আক্সিনিয়া?'

'আমার কিছুই বলার নেই।'

'আমি তোমায় টাকা দেব। তোমাকে এখান থেকে চলে যেতে হবে। আশা করি তুমি এতে রাজী হবে?... তোমাকে সব সময় চোখের সামনে দেখাটা আমার পক্ষে কষ্টকর হবে।'

'আর এক হপ্তার মধ্যে আমার মাস কাবার হবে। সে পর্যন্ত কাজ করে যেতে পারি ত?'

'অবশ্যই, অবশ্যই।'

আক্সিনিয়া খানিকক্ষণ চুপ করে রইল, তারপর কেমন যেন একপাশ থেকে, যেন মার খেয়েছে এই ভাবে ভয়ে ভয়ে ইয়েভ্‌গেনির কাছে সরে এসে বলল, 'বেশ, চলে যাব।... একবার, শেষ বারের মতো দয়া করবে ত তুমি? নিজের ভেতরের তাগিদেই এখন লজ্জার মাথা খেয়েছি আমি।... একা একা বড় কষ্ট হয় আমার।... আমায় দুষো না গো।'

তার গলার আওয়াজটা শুকনো ও খসখসে শোনাল। কথাগুলো আক্সিনিয়া গুরুত্ব দিয়ে বলছে না ঠাট্টা ক'রে বলছে ইয়েভ্‌গেনি ভালোমতো হৃদয়ঙ্গম করার চেষ্টা করল।

'কী চাই তোমার?'

বিরক্তির সঙ্গে সে কাশল। এমন সময় হঠাৎ টের পেল আবার আক্সিনিয়া ভয়ে ভয়ে তার হাতটা হাতড়ে বেড়াচ্ছে।

এর পাঁচ মিনিট পরে একটা ভিজে সুগন্ধী বুনোফলের ঝোপের আড়াল থেকে সে বেরিয়ে এলো। রসাল ঘাসপাতারি সবুজ ছোপ লেগেছে তার প্যাতলুনের হাঁটুর কাছে। বেড়ার ধারে এসে সিগারেট ফুঁকতে ফুঁকতে অনেকক্ষণ ধরে রুমাল দিয়ে ঘসল জায়গাটা।

বাড়ির সদর দরজার ধাপ দিয়ে ওঠার সময় সে পিছন ফিরে তাকাল। চাকরদের মহলের জানলায় হলুদ আলোর আভার মধ্যে চোখে পড়ে আক্সিনিয়ার তন্বী দেহরেখা। দুটি হাত মাথার পেছনে তুলে আক্সিনিয়া মাথার চুল গোছগাছ করছে, আগুনের দিকে তাকিয়ে আছে, তার মুখে ফুটে উঠেছে মৃদু হাসি।

ছয়

কাশের বনে পাক ধরেছে। ক্রোশের পর ক্রোশ হিল্লোলিত রুপোলি বন্যায় ছেয়ে আছে স্তেপের মাঠ। বাতাস ছুটে এসে মাথাগুলোকে দাবড়িয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে উঠছে, সরসর আওয়াজ তুলে গড়াতে গড়াতে ঢেউ খেলিয়ে যাচ্ছে, নীলচে-ধূসর উপলমণি রঙের ঢেউগুলোকে কখনও দক্ষিণে কখনও বা পশ্চিমে ঠেলে দিচ্ছে। যেখানেই হাওয়ার স্রোত সমান ধারায় ছুটে চলেছে সেখানে কাশবনের মাথা ভক্তিভরে নুয়ে পড়ছে। মাথার পক্ককেশের সিঁথিতে অনেকক্ষণ ধরে কালো হয়ে জেগে থাকে একটা পথরেখা।

নানা রঙের ঘাসের ফুল ফুটেছে, ফুটে ঝরে গেছে। টিলার চূড়ায় চূড়ায় রোদে পুড়ে ম্লান নিরানন্দ হয়ে পড়ে আছে সোমরাজ লতা। রাত ছোট, তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে আসে। কাঠ-কয়লার মতো কালো নৈশ আকাশে অগণিত তারার দীপ্তি। কসাকদের ছোট সূর্য – চাঁদ ক্ষয়ে আসছে, একপাশ থেকে কালো হয়ে আসতে আসতে কুণ্ঠাভরে সাদা আলো ছড়াচ্ছে। আকাশের প্রশস্ত ছায়াপথটা অন্য সব নক্ষত্রপুঞ্জের সঙ্গে মিলে জড়িয়ে গেছে। ঝাঁঝাল বাতাস ভারী হয়ে উঠেছে। শুকনো হাওয়া। হাওয়ায় সোমরাজের গন্ধ। সর্বশক্তিমান সোমরাজের এই একই তিক্ত স্বাদে নিষিক্ত হয়ে ধরণী যেন ঠাণ্ডার জন্য আকুলি-বিকুলি করছে। আকাশের বুকে গর্বিত নক্ষত্রপথগুলোরি ওপর ঘোড়ার খুর বা মানুষের পায়ের চিহ্ন কখনও পড়ে নি। তারা তখন জড়সড় হয়ে পড়েছে। কালো আকাশের শুকনো খটখটে কালো মাটির বুকে গমের দানার মতো ছড়িয়ে আছে রাশি রাশি তারা – পড়ে পড়ে নষ্ট হচ্ছে। সে মাটিতে অঙ্কুর গজায় না, অঙ্কুর উঠে কাউকে আনন্দ দেয়

না। চাঁদটা যেন একটা নোনা জলাভূমি – শুকিয়ে গেছে। স্তেপের মাঠের সর্বত্র শুকনো, ঘাস সেখানে শুকিয়ে মরে যাচ্ছে। তারই ওপরে তিত্তিরগুলোর অবিরাম ঝটপটানি আর ফড়িঙের ঝি ঝি গুঞ্জন।

সারা দিন ধরে অসহ্য গরম, গুমোট। ধিকি ধিকি তাপ থেকে ছড়িয়ে পড়ছে কুয়াশার মতো ধোঁয়া। আকাশের নীল ফিকে হয়ে গেছে। নির্মেঘ আকাশে নির্দয় সূর্য আর একটা চিলের বাদামী ইস্পাতরঙা ছড়ানো ডানার ধনুরেখা। স্তেপের মাঠ জুড়ে চোখ-ঝলসানো, চোখ-ধাঁধানো কাশের বন। উটের গায়ের লোমের মতো বাদামী রঙের ঘাস রোদে তেতে উঠে ধোঁয়া ছাড়ছে। চিলটা একপাশে কাত হয়ে আকাশের নীলিমায় ভাসতে থাকে – নীচে ঘাসের ওপর নিঃশব্দে সরে সরে যায় তার বিশাল ছায়াটা।

মেঠো ইঁদুরগুলো ক্ষিপ্ত হয়ে ভাঙা ভাঙা শিস দিয়ে যাচ্ছে। কাঠবিড়ালী জাতীয় কতকগুলো মেঠো জন্তু মাটিতে সদ্য খোঁড়া গর্তের পাশে রাশীকৃত হলুদ মাটির ওপর ঝিমোচ্ছে। স্তেপের মাঠ উত্তপ্ত, কিন্তু মৃত। আশেপাশের সব কিছু নিঝুম স্বচ্ছ। এমন কি টিলাটাও যেন অস্পষ্টভাবে দেখা-অদেখার কোন্ এক সীমানায় রূপকথার জগতের মতো, স্বপ্নের মতো নীল নীল হয়ে উঠেছে। . . .

আদরের স্তেপভূমি। পালের ঘোড়া আর ঘুড়ীগুলোর ঘাড়ের কেশরের ওপর এসে থিতিয়ে পড়ছে ঝাঁঝাল হাওয়া। হাওয়ায় নোনতা হয়ে উঠেছে তাদের শুকনো নাকমুখ। এই উগ্র নোনতা নিঃশ্বাস নাকে টানতে টানতে তারা রেশমী নরম তুলতুলে ঠোঁটগুলো চাটতে থাকে, রোদ আর বাতাসের স্বাদ পেয়ে আনন্দে হ্রেষাধ্বনি করে ওঠে। দনের আনত আকাশের নীচে আদরের স্তেপভূমি! শুকনো উপত্যকার, লাল মাটির দরীর লম্বা আঁকাবাঁকা রেখা, কাশবনের বিপুল বিস্তার, তার মাঝে মাঝে ঘোড়ার খুরের চিহ্ন – সেগুলোতে ঘাস গজিয়ে পাখির বাসার মতো দেখাচ্ছে। প্রাচীন কবরের ধ্যানগম্ভীর ঢিবিগুলো সযত্নে রক্ষা করে আসছে সমাধিস্থ কসাক গৌরব। . . . আমার প্রণতি গ্রহণ কর, সন্তানের মতো ভক্তিভরে চুম্বন করি তোমার তাজা মাটি, চুম্বন করি দনের এই কসাকভূমি, স্তেপের এই মাটি, যে মাটি কসাকদের অবিরাম রক্তে ভিজেও অকলঙ্কিত।

* * *

মাথাটা তার ছোট্ট, রোগাটে – সাপের মতন। কানদুটো ছোট ছোট, চঞ্চল। বুকের পেশীগুলো অসাধারণ বাড়ন্ত। পাগুলো মজবুত, সরু গড়নের, নিখুঁত পায়ের গোছা, খুরগুলো নদীর নুড়িপাথরের মতো চমৎকার ঘষামাজা। পাছার দিকটা

সামান্য ঝুলে পড়া, লেজটা লম্বা আর মোটা – যেন আঁশে জড়ানো। খাঁটি দন-ঘোড়া। শুধু তা-ই নয় – খুব উঁচু বংশের সে – এক ফোঁটা বিদেশী রক্ত নেই তার শিরায়। তার প্রতিটি চালচলনের মধ্যে ফুটে উঠছে উঁচু বংশের চিহ্ন। নাম মালব্রুক। একদিন ঘোড়াগুলোকে যখন জল খাওয়াতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে তখন মালব্রুক নিজের পালের একটা মাদী ঘোড়াকে বাঁচাতে গিয়ে তার চেয়ে বেশি শক্তিমান ও বয়স্ক আরেকটা মদ্দা ঘোড়ার সঙ্গে লড়াই বাধিয়ে ফেলল। যদিও চরানোর মাঠে ঘোড়াদের খুরে কখনও নাল পরানো হয় না তবু সেই ঘোড়াটার খুরের জোর লাথি খেয়ে তার সামনের বাঁ পা'টা জখম হয়ে গেল। দুটো ঘোড়াই পেছনের দুপায়ে ভর দিয়ে খাড়া হয়ে উঠে কামড়াকামড়ি শুরু করে দিল, সামনের পা ছুঁড়ে লাথালাথি করতে লাগল, এ ওর গায়ের চামড়া কামড়ে টেনে ছিড়তে লাগল।

চরানোর লোক ধারে কাছে ছিল না। সে তখন রোদে টটানো ধুলোমাখা বুটজুতোসুদ্ধ দুই পা ছড়িয়ে দিয়ে পিঠে রোদ লাগিয়ে স্তেপের মাঠে দিব্যি ঘুম দিচ্ছে। এদিকে অন্য ঘোড়াটা মালব্রুককে মাটিতে ফেলে দিল, পাল থেকে অনেক অনেক দূরে একটা জায়গায় তাড়া করে নিয়ে গেল তাকে। মালব্রুকের সর্বাঙ্গে তখন রক্ত ঝরছে। সেই অবস্থায় তাকে সেখানে ছেড়ে দিয়ে শত্রুটি এসে মাদী ঘোড়াদের দুটো পালই দখল করে বসল, ঘুড়ীগুলোকে ছুটিয়ে নিয়ে চলল পাঁকাল খাতের কিনারা বরাবর।

আহত ঘোড়াকে আস্তাবলে আনা হল। পশু-ডাক্তার চোট লাগা পায়ের চিকিৎসা ক'রে তাকে সারিয়ে তুলল। ছয়দিনের দিন মিশ্‌কা কশেভয় একটা রিপোর্ট করার জন্য তদারককারীর কাছে এসেছিল। সেই সময় সে স্বচক্ষে দেখতে পায় বংশপ্রজনন অব্যাহত রাখার প্রবল সহজাত তাড়নায় ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে মালব্রুক লাগামের দড়ি দাঁত দিয়ে কেটে এক লাফে খোঁয়াড় থেকে বেরিয়ে এলো। ছাউনির কাছে তখন ঘোড়ার পাল চরানোর লোক, তদারককারী আর পশু-ডাক্তারের ঘুড়ীগুলো পা-ছাঁদা অবস্থায় চরে বেড়াচ্ছিল। মালব্রুক একটা চক্কর দিয়ে তাদের ধরে ফেলল, তারপর সঙ্গে করে তাড়িয়ে নিয়ে চলল স্তেপের মাঠে – প্রথমে কদম চালে, পরে যারা পেছনে পড়ে ছিল তাদের কামড়ে তাড়া দিতে লাগল। চরানোর লোকেরা আর তদারককারী যখন ছাউনি থেকে ছুটে বেরিয়ে এলো তখন তারা ঘুড়ীগুলোর ছাঁদা পায়ের দড়ি ছেঁড়ার পটপট শব্দ শুনতে পেল মাত্র।

'হারামজাদাটা আমাদের কারও চড়ার জন্যে একটা ঘোড়াও রেখে যায় নি!'

তদারককারী গালাগাল করল বটে, কিন্তু ঘোড়াগুলো দূরে চলে যেতে যে ভাবে সে দিকে তাকিয়ে রইল তাতে এ ব্যাপারে তার গোপন সমর্থন আছে বলেই মনে হল।

দুপুরে মালত্রুক তার ঘুড়ীগুলোকে নিয়ে ফিরে এলো জল খাওয়ার জায়গায়। রাখালরা পায়ে হেঁটেই তাকে অনুসরণ করছিল। তারা ঘুড়ীগুলোকে ওর কাছ থেকে আলাদা করে সরিয়ে নিয়ে গেল। তার নিজের পিঠেও জিন চাপল। মিশ্‌কা তার পিঠে চেপে তাকে স্তেপের মাঠে নিয়ে গিয়ে আগেকার পালটার মধ্যে ছেড়ে দিল।

দুমাস ঘোড়া চরানোর চাকরী করে কশেভয় চরানোর মাঠে ঘোড়াদের জীবনযাত্রা সযত্নে লক্ষ করেছে। তা করতে গিয়ে ওদের বুদ্ধিসুদ্ধি আর অমানুষী মহত্ব দেখে পরম শ্রদ্ধায় ভরে উঠেছে ওর মন। চোখের সামনে সে ঘুড়ীদের ওপর ঘোড়াদের চাপতে দেখেছে। আদিম পরিবেশের মধ্যে অনাদি অনন্তকালের এই ক্রিয়া এত স্বাভাবিক বিশুদ্ধ ও সহজসরল যে কশেভয় নিজের অজ্ঞাতসারে মনে মনে মানুষের সঙ্গে তার প্রতিতুলনা না করে পারে নি, কিন্তু তাতে মানুষেরই হার হয়েছে। তবে ঘোড়াদের সম্পর্কের মধ্যে মানবীয়ও অনেক কিছু ছিল। যেমন মিশ্‌কা লক্ষ করেছে যে বুড়িয়ে আসা মদ্দা ঘোড়া 'বাহার' তার পালের মাদী ঘোড়াদের সঙ্গে আচরণে অসংযত ধরনের উগ্র আর রুক্ষ হলে কী হবে, চাঁদ কপালে জ্বলজ্বল চোখ, চার বছর বয়সের কটা রঙের একটা সুন্দরীকে সে ঠিক আলাদা করে নিয়েছে। তার কাছাকাছি এলেই সে উত্তেজিত ও দারুণ বিচলিত হয়ে পড়ে, সব সময় নাক দিয়ে বিশেষ এক ধরনের আওয়াজ বার করে প্রবল আবেগে অথচ সংযতভাবে তাকে শোঁকে। খোঁয়াড়ে যখন ঘোড়ারা বিশ্রাম করে তখন সে তার সোহাগের ঘুড়ীটার পাছার ওপর মাথা রেখে অনেকক্ষণ ধরে ঝিমোতে ভালোবাসে। মিশ্‌কা ওকে একপাশ থেকে লক্ষ করে। দেখতে পায় মদ্দা ঘোড়াটার পাতলা চামড়ার নীচে পেশীর গোছাগুলো থেকে থেকে তিরতির করে কাঁপছে। তখন ওর মনে হয়েছে 'বাহার' যেন একজন বুড়ো মানুষের মতো ভীষণ মরিয়া হয়ে বিষাদভরা আবেগে ভালোবাসে এই ঘুড়ীটাকে।

কশেভয়ের কাজকর্মে কোন গাফিলতি নেই। কাজে ওর এই উৎসাহের খবরটা হয়ত জেলার কসাক-সর্দারের কানে গিয়ে থাকবে। তাই আগস্টের প্রথম দিকে তদারককারীর কাছে কশেভয়কে জেলা কাছারিতে ফেরত পাঠানোর নির্দেশ এলো।

মিশ্‌কা সঙ্গে সঙ্গে যাবার জন্য তৈরি। সরকারী যে-সমস্ত সাজসরঞ্জাম পেয়েছিল সেগুলো সে বুঝিয়ে দিল। সেই দিনই সন্ধ্যার দিকে বাড়ির পথ ধরল। নিজের মাদী ঘোড়াটাকে সে ক্রমাগত তাড়া দিতে লাগল। সূর্য যখন পাটে যেতে বসেছে ততক্ষণে সে কার্গিন ছাড়িয়ে চলে এসেছে। সেখানে টিলার মাথায় একটা ঘোড়ার গাড়ির নাগাল ধরল। গাড়িটাও ভিওশেন্‌স্কায়ার দিকে যাচ্ছিল।

গাড়ির গাড়োয়ান এক ইউক্রেনীয়। গলদ্ঘর্ম, ভরপেট ঘোড়াগুলোকে দাবড়ে নিয়ে চলেছে। স্প্রিংয়ের সঙ্গে চাকালাগানো ছাদখোলা ঘোড়াগাড়ির পেছনের আসনে অর্ধশায়িত অবস্থায় বসে আছে এক বৃষস্কন্ধ সুগঠিত পুরুষ। গায়ে শহুরে ছাঁদের কোট, মাথায় ধূসর রঙের চওড়া কানওয়ালা নরম টুপি — সেটা পেছনে ঠেলে দেওয়া। কিছুক্ষণ মিশ্‌কা গাড়ির পেছন পেছন চলল, তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগল টুপি পরা লোকটার কাঁধদুটো। ঝাঁকুনির সঙ্গে সঙ্গে নড়ে উঠছে। কলারের ধুলোপড়া সাদা পটিটা চোখে পড়ছে। যাত্রীর পায়ের কাছে পড়ে আছে মোড়ানো ওভারকোটে অর্ধেক ঢাকা একটা থলে আর হলুদ রঙের একটা সফরী ব্যাগ। চুরুটের অপরিচিত গন্ধ মিশ্‌কার নাকে ভক করে এসে লাগল, সুড়সুড়ি দিতে লাগল। 'নিশ্চয়ই কোন সরকারী আমলা জেলা-সদরে যাচ্ছে,' নিজের ঘুড়ীটাকে গাড়ির পাশাপাশি এগিয়ে নিয়ে যেতে যেতে মনে মনে ভাবল মিশ্‌কা। কিন্তু আড়চোখে টুপির কানাতের তলায় উঁকি মারতেই ওর মুখখানা হাঁ হয়ে গেল। ভয়ে আর নিদারুণ বিস্ময়ে শিরদাঁড়া দিয়ে একটা সিরসিরে ঠাণ্ডা স্রোত নেমে গেল। গাড়ির ভেতরে অর্ধশায়িত অবস্থায় যে লোকটি বসে বসে অধৈর্যভরে আধপোড়া কালো চুরুট চিবুচ্ছে আর হাল্‌কা রঙের বেপরোয়া চোখদুটো কুঁচকে রয়েছে সে আর কেউ নয় — স্তেপান আস্তাখভ। নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে না পেরে মিশ্‌কা আরও একবার তাকাল তার গাঁয়ের পড়শীর চেনা মুখটার দিকে। অদ্ভুত রকম পাল্‌টে গেছে বটে। শেষ পর্যন্ত মিশ্‌কা যখন স্থির নিশ্চিত হল যে স্প্রিং-বসানো গাড়িতে দোল খেতে খেতে যে-লোকটি চলছে সে সত্যিকারের জলজ্যান্ত স্তেপান, তখন উত্তেজনায় ঘামতে ঘামতে গলা খাঁকারি দিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'মাপ করবেন হুজুর, আপনি আস্তাখভ না?'

গাড়িতে যে-লোকটি বসে ছিল সে সমর্থনের ভঙ্গিতে মাথা নাড়তে টুপিটা তার কপালের ওপর এসে পড়ল। মিশ্‌কার দিকে চোখ তুলে তাকাল সে।

'হ্যাঁ, আস্তাখভ। কেন, কী ব্যাপার? আপনি কি . . . আরে, দাঁড়াও দাঁড়াও, তুমি কশেভয় না?' বলতে বলতে সে একটুখানি উঁচু হয়ে উঠে দাঁড়ায়, পরিপাটি ছাঁটা বাদামী রঙের গোঁফের ফাঁকে, একমাত্র ঠোঁটের কোনায় খেলে যায় মুচকি হাসি। তার সারা মুখে বয়সের ছাপ পড়েছে। চোখেমুখে একটা দুরধিগম্য কাঠিন্য বজায় রেখে খুশি হয়ে এবং সেই সঙ্গে খানিকটা অপ্রস্তুত হয়েও বটে, সে তার হাতটা বাড়িয়ে দিল। 'কশেভয়? মিখাইল না? কী ভাবে দেখা হয়ে গেল আমাদের, অ্যাঁ! . . . খুব খুশি হলাম।'

'কিন্তু এ কী ব্যাপার? কী করে সম্ভব হল?' মিশ্‌কা ঘোড়ার মুখের লাগাম ছেড়ে দিয়ে অবাক হয়ে দুহাত ছড়াল। 'তাহলে যে লোকে বলাবলি করছিল

তুমি নাকি মারা গেছ। কিন্তু এখন আমি এ কী দেখছি? – এ যে আস্তাখন্ড!...'

মিশ্‌কার মুখে হাসি ফুটে ওঠে। জিনের ওপর বসে উসখুস করতে থাকে সে, চঞ্চল হয়ে পড়ে। কিন্তু স্তেপানের চেহারা আর তার মার্জিত চাপা কথাবার্তার ধরনে সে ঘাবড়ে যায়। সম্বোধনের ধরনটা পাল্‌টে ফেলে। এর পর থেকে কথা বলার সময় বারবার তাকে 'আপনি' বলতে লাগল। অস্পষ্টভাবে সে যেন অনুভব করতে পারছিল যে ওদের দুজনের মাঝখানে একটা অদৃশ্য প্রাচীরের ব্যবধান গড়ে উঠেছে।

দুজনের মধ্যে কথাবার্তা শুরু হল। ঘোড়াগুলো পাশাপাশি পায়ে পায়ে হেঁটে চলেছে। পশ্চিমে মহা সমারোহে সূর্যাস্তের প্রস্ফুরণ চলছে, আকাশের বুকে মেঘের দল আসমানী রঙে সেজে চলেছে রাত্রির পানে। রাস্তার একপাশে জোয়ার ক্ষেতের ঝোপঝাড়ের ভেতর থেকে তীক্ষ্ণ কান ফাটানো স্বরে ডেকে উঠল একটা তিতিরপাখি। দিনের কোলাহল আর কর্মব্যস্ততা সন্ধ্যার দিকে দূর হয়ে যেতে স্তেপে মাঠের বুকে আস্তে আস্তে নেমে থিতিয়ে পড়ছে ধূলিধূসরিত নিঃশব্দতা। চুকারিন্‌স্কায়া আর ক্রুজিলিন্‌স্কায়ার পথদুটো যেখানে দুদিকে চলে গেছে সেখানে রাস্তার মোড়ে বেগনী রঙের আকাশের পটে ফুটে উঠেছে একটা ভজনালয়ের ম্লান রেখাকৃতি। তার মাথার ওপর নীচু হয়ে ঝুলে আছে পাটকিলে রঙের পুঞ্জীভূত মেঘের বিশাল স্তূপ।

'আপনি কোথা থেকে আসছেন, স্তেপান আস্ত্রেইচ?' কৌতূহলী হয়ে খুশিমনে জিজ্ঞেস করে মিশ্‌কা।

'জার্মানি থেকে। শেষকালে একটা উপায় হয়ে গেল দেশে ফেরার।'

'তাহলে আমাদের কসাকরা যে বলছিল ওরা আপনাকে ওদের চোখের সামনে মরতে দেখেছে!'

স্তেপানের উত্তরগুলো ছিল শান্ত সংযত। শুনে মনে হচ্ছিল যেন অত প্রশ্ন ওর দুর্বিষহ ঠেকছে।

'আমার শরীরের দুটো জায়গা জখম হয়েছিল। আর কসাকরা ... কসাকদের কাছ থেকে কীই বা আশা করা যেতে পারে? ওরা আমাকে ছেড়ে চলে যায়! ... তারপর আমি বন্দী হলাম। ... জার্মানরা আমাকে সারিয়ে তুলে কাজে পাঠিয়ে দিল। ...'

'কিন্তু আপনি কোন চিঠি লিখেছেন বলে ত মনে পড়ে না। ...'

'এমন কেউ ছিল না যাকে লিখি।' পোড়া টুকরোটা ফেলে দিয়ে পরক্ষণেই আরেকটি চুরুট ধরায় স্তেপান।

'কিন্তু আপনার স্ত্রী? আপনার স্ত্রী ত বেঁচেবর্তে আছে, ভালোই আছে।'

'আমি ত আর তার সঙ্গে ঘর করতাম না। একথা সবাই জানে বলে আশা করি।'

স্তেপানের কণ্ঠস্বর নীরস শোনাল। এতটুকু উষ্ণতার আভাস পাওয়া গেল না তার মধ্যে। বৌয়ের কথা মনে করিয়ে দিতে এতটুকু চাঞ্চল্য জাগল না ওর মনে।

'পরের দেশে মন খারাপ লাগত না?' জিনের মাথার ওপর ঝুঁকে প্রায় শুয়ে পড়ে পরম আগ্রহভরে মিশ্‌কা জিজ্ঞেস করল।

'গোড়ায় খারাপ লাগত বৈ কি, পরে অবিশ্যি অভ্যেস হয়ে যায়। দিব্যি ছিলাম আমি।' একটু চুপ করে থেকে যোগ করল, 'একবার ত ভেবেছিলাম ওদেশের নাগরিক হয়ে গিয়ে ওখানে থেকেই যাই। কিন্তু শেষকালে বাড়ির দিকে মন টানতে সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে চলে এলাম।'

স্তেপানের চোখের কোনার কঠিন রেখাগুলো এই প্রথম কোমল হয়ে এলো, মৃদু হাসল সে।

'এদিকে আমাদের কী তালগোল পাকানো অবস্থা দেখতে পাচ্ছেন? . . . নিজেদের মধ্যে লড়াই করছি আমরা।'

'হ্যাঁ . . . তা শুনেছি বটে।'

'আপনি কোন্ পথে এলেন?'

'ফ্রান্স থেকে, মার্সেই থেকে – ওই নামে একটা শহর আছে – সেখান থেকে স্টীমারে চেপে নোভোরসিইস্ক।'

'আপনাকেও ফৌজে ঢোকাবে?'

'হয়ত বা। . . . গাঁয়ের নতুন কী খবর আছে?'

'সব কি আর এই মুহূর্তে বলা যায়? নতুন ত অনেক কিছুই।'

'আমার ভিটেবাড়িটা কি এখনও খাড়া আছে?'

'বাতাসে দোল খায়। . . .'

'পাড়াপড়শীরা? মেলেখভদের বাড়ির ছেলেরা বেঁচে আছে?'

'হ্যাঁ, তা বেঁচে আছে।'

'আমার আগেকার বৌয়ের কোন খবর রাখ?'

'ওখানে ওই ইয়াগদনোয়েতেই আছে।'

'আর গ্রিগোরি? . . . গ্রিগোরি কি ওর সঙ্গে আছে?'

'না, গ্রিগোরি আছে ওর বিয়ে করা বৌয়ের সঙ্গে। আপনার আক্সিনিয়ার সঙ্গে তার ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে। . . .'

'আচ্ছা! তা ত জানতাম না!'

মুহূর্তের নীরবতা। কশেভয় গভীর আগ্রহের সঙ্গে স্তেপানকে নিরীক্ষণ করে চলে। তারিফের ভঙ্গিতে শ্রদ্ধার সঙ্গে সে বলল, 'দেখেশুনে মনে হয় আপনি

সেখানে ভালোই ছিলেন, স্তেপান আন্দ্রেইচ। জামাকাপড় ত আপনার দেখছি ভদ্রলোকের মতো।'

'ওদেশে সকলে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন জামাকাপড় পরে।' স্তেপান ভুরু কোঁচকায়, তারপর গাড়োয়ানের কাঁধে টোকা মেরে বলে, 'এই বারে একটু জোরে চালাও দেখি!'

গাড়োয়ান বিমর্ষভাবে চাবুক নাচাল। ক্লান্ত ঘোড়াগুলো এলোমেলোভাবে দড়িদড়াবাঁধা আড়কাঠে টান মারল। ছাদখোলা হালকা গাড়ির চাকাগুলো রাস্তার চাকায় গর্তের ওপর পড়ে লাফাতে লাফাতে মৃদু আর্তনাদ তোলে। কথাবার্তার ছেদ টেনে মিশ্‌কার দিকে পিছন ফিরে স্তেপান জিজ্ঞেস করে, 'গাঁয়ে যাচ্ছ নাকি?'

'না, জেলা-সদরে।'

চৌমাথার মোড়ে এসে মিশ্‌কা ডান দিকে ঘুরল। রেকাবের ওপর উঁচু হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'আচ্ছা, চলি তাহলে স্তেপান আন্দ্রেইচ!'

স্তেপান ভারী আঙুলের গোছা দিয়ে ধুলোভরা টুপির কিনারা দোমড়াল, তারপর নিস্পৃহ কণ্ঠে অরুশী ঢঙে প্রতিটি বর্ণ আলাদা আলাদা করে স্পষ্ট উচ্চারণে বলল, 'আচ্ছা, ভালো থেকো!'

সাত

ফিলোনোভো-পভোরিনো লাইনে ফ্রন্ট ছড়িয়ে পড়ছে। লাল ফৌজের দল তাদের শক্তি সংহত করে আক্রমণের জন্য মুঠি পাকিয়ে তৈরি হচ্ছে। কসাকদের দিক থেকে আক্রমণের প্রস্তুতির মধ্যে তেমন উৎসাহের পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে না। গুলিগোলা রসদের নিদারুণ অভাব তাদের। তাই প্রদেশের সীমানা ছাড়িয়ে আক্রমণশক্তি ছড়ানোর কোন ইচ্ছে তাদের নেই। ফিলোনোভো ফ্রন্টে যে-সমস্ত লড়াই হয়েছে তাতে একবার এ পক্ষ আরেক বার ওপক্ষের সাফল্য এসেছে। আগস্টে তৎপরতায় অনেকটা ভাটা পড়ে এলো। যে সব কসাক অল্প কিছু দিনের ছুটিতে লড়াইয়ের ময়দান থেকে বাড়ি ফিরে এসেছিল তারা বলাবলি করতে লাগল যে শরৎকাল নাগাদ সন্ধি হওয়ার একটা সম্ভাবনা আছে।

কিন্তু ইতিমধ্যে ফ্রন্টলাইনের পেছনে জেলায় জেলায় গ্রামে গ্রামে ফসল তোলার কাজ শুরু হয়ে গেছে। কাজের লোকের অভাব। বুড়োরা আর বৌ-ঝিরা কাজ ক'রে অমনিতেই সামাল দিতে পারছে না, তার ওপর আবার অনবরত বাধা পড়ছে লড়াইয়ের ময়দানে গোলাবারুদ আর খাবার দাবারের রসদ পাঠানোর জন্য স্থানীয় অধিবাসীদের ঘোড়ার গাড়িগুলো আকছার ব্যবহারের নির্দেশ দেওয়ার ফলে।

তাতারস্কি গ্রাম থেকে প্রায় রোজই পাঁচ-ছয়টা ক'রে গাড়ি যোগাড় করে ভিওশেনস্কায়াতে পাঠানো হয়। সেখানে কার্তুজ আর গুলিগোলার পেটিতে বোঝাই করে সেগুলোকে আস্ত্রোপভ্স্কি গ্রামে চালানের কেন্দ্রে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। আবার কোন কোন সময় সেখানেও অন্য পরিবহণের অভাব দেখা দিলে ঠেলে দেওয়া হয় আরও দূরে – খোপিওর তীরের গ্রামগুলোতে।

গ্রামের জীবনে ব্যস্ততা আছে বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে আছে একটা চাপা, রুদ্ধ ভাব। সমস্ত চিন্তাভাবনা দূরের ফ্রন্টের দিকে। জোয়ান কসাকদের সম্পর্কে দুঃসংবাদ আশঙ্কা ক'রে যন্ত্রণা ও উদ্বেগের মধ্যে দিনপাত করছে সকলে। স্তেপান আস্তাখভ ফিরে আসায় গোটা গ্রামে সাড়া পড়ে গেছে। প্রতিটি বাড়িতে, মাড়াই-উঠোনে এটাই হয় আলোচনার একমাত্র বিষয়। বহুকাল আগেই যে লোকটা কবরের তলায় চলে গেছে বলে সকলের ধারণা, যার কথা মনে রেখেছে শুধু গাঁয়ের বুড়িরা – তাও আবার ওর 'আত্মার শান্তি হোক' – এই প্রার্থনার মধ্য দিয়ে, যাকে প্রায় সবাই ভুলে গেছে, সে কিনা ঘরে ফিরে এসেছে! একে অলৌকিক ছাড়া আর কী বলা যায়?

স্তেপান এসে উঠল আনিকুশ্কার বৌয়ের কাছে। বাড়ির ভেতরে নিয়ে এলো ওর জিনিসপত্রগুলো। বাড়ির কর্ত্রী যতক্ষণ ওর খাবারের যোগাড়যন্তর করতে লাগল সেই ফাঁকে স্তেপান নিজের বাড়িটা দেখতে গেল। জ্যোৎস্নার আলোয় ভরা সাদা ধবধবে উঠোনটায় বাড়ির মালিকের ভঙ্গিতে অনেকক্ষণ ধরে মেপে মেপে পা ফেলে সে ঘোরে, আধা-ধসে-পড়া চালাঘরগুলোর চালের তলায় ঢুকে দেখে, ঘরের ভেতরে ঢুকে চারপাশ নিরীক্ষণ করে, বেড়ার খুঁটিগুলো ঝাঁকুনি দিয়ে দেখে। . . . আনিকুশ্কার বৌয়ের ভাজা ডিমগুলো কখন ঠাণ্ডা হয়ে গেছে টেবিলে, স্তেপান কিন্তু তখনও চেয়ে চেয়ে দেখছে ঘাসে ছেয়ে যাওয়া তার ভিটেমাটিটা, আঙুল মটকাচ্ছে আর আপন মনে জড়িয়ে জড়িয়ে কী যেন সব বিড়বিড় করছে।

সেদিনই সন্ধ্যায় কসাকরা দলে দলে ওকে দেখতে আসতে লাগল, জিজ্ঞেসবাদ করে ওর কাছ থেকে জানতে চাইল ওর বন্দী জীবনের কথা। আনিকুশকাদের বাড়ির ভেতরের বড় ঘরটা পাড়ার বৌ-ঝি আর ছেলেপুলেদের ভিড়ে বোঝাই হয়ে উঠল। তারা একটা দুর্ভেদ্য দেয়ালের মতো সার বেঁধে দাঁড়িয়ে স্তেপানের মুখের গল্প শুনছে। ঘরের দেয়ালের মাঝে মাঝে ফাঁক হয়ে আছে তাদের হাঁ-করা মুখের কালো কালো গহ্বরগুলো। কথা বলার তেমন একটা ইচ্ছে স্তেপানের ছিল না, তবু তাকে বলতে হচ্ছিল। কথা বলার সময় ওর বয়সের ছাপধরা মুখ একবারও হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল না। দেখেশুনে মনে হয় হঠাৎ একটা আমূল পরিবর্তন ঘটে গেছে ওর মধ্যে, ওর জীবনের ধারা পাল্টে গেছে, জীবনের অভিজ্ঞতায় সে যেন অন্য মানুষ হয়ে উঠেছে।

ভোরবেলায় স্তেপান তখনও শোবার ঘরে ঘুমোচ্ছে, এমন সময় তার সঙ্গে দেখা করতে এলো পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ। হাতের মুঠোর আড়ালে মুখ রেখে অনেকক্ষণ ধরে মোটা গলায় সে খকখক করে কাশল, অপেক্ষা করে রইল কখন সেপাইজীর ঘুম ভাঙে। ভেতরের ঘর থেকে ভেসে আসছে মাটির মেঝের একটা ভুরভুরে ঠাণ্ডা সোঁদা গন্ধ, অজানা কোন এক কড়া তামাকের দম আটকানো গন্ধ। সেই সঙ্গে বহু দূর পথযাত্রার এমন একটা ঘ্রাণ যা মুসাফিরের গায়ে অনেকক্ষণ লেগে থাকে।

স্তেপানের ঘুম ভেঙেছে। পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ শুনতে পেল ফস করে দেশলাই জ্বালিয়ে চুরুট ধরাল সে।

'ভেতরে আসতে পারি?' পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ জিজ্ঞেস করল। গায়ের কড়মড়ে নতুন জামাটা উঁচিয়ে ছিল। সেটার ভাঁজগুলো তাড়াতাড়ি এমন ভাবে ঠিক করে নিল যেন ওপরওয়ালার সামনে হাজির হতে যাচ্ছে। বিশেষ করে এই উপলক্ষেই ইলিনিচ্‌নার উপরোধে জামাটা তাকে পরতে হয়েছে।

'আসুন।'

চুরুটের একটা পোড়া টুকরো ফুঁকতে ফুঁকতেই জামাকাপড় পরছিল স্তেপান। ধোঁয়ায় কুঁচকে আছে তার ঘুম-জড়ানো একটি চোখ। পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ একটু ভয়ে ভয়েই ঘরের চৌকাট ডিঙোল, স্তেপানের চেহারার বদল আর তার পাতলুন আটকানোর রেশমী বাঁধুনির ওপর ধাতুর বক্‌লশ দেখে দারুণ আশ্চর্য হয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। কালো হাতের তালুটা আড়ষ্টভাবে সামনে বাড়িয়ে দিল।

'কী খবর পড়শী? তোকে জ্যান্ত দেখতে পেয়ে বড় খুশি হলাম। . . .'

'নমস্কার!'

স্তেপান তার গড়ানে সবল দুই কাঁধের ওপর পাতলুনের বাঁধুনিদুটো টেনে কাঁধ নাড়াচাড়া দিয়ে ঠিকমতো পরে নিল, তারপর মর্যাদাভরে বুড়োর খসখসে হাতের চেটোয় নিজের হাতটা রাখল। দ্রুত চোখ বুলিয়ে দুজনে দুজনকে নিরীক্ষণ করে দেখল। স্তেপানের চোখে বিদ্বেষের নীল স্ফুলিঙ্গ ঝরে পড়ছে। কোটর থেকে বেরিয়ে আসার উপক্রম হল মেলেখভের ট্যারা চোখ – তাতে সম্ভ্রমের সঙ্গে ফুটে উঠছে স্নেহভরা সামান্য আশ্চর্যের ভাব।

'তোর বয়স বেড়ে গেছে স্তেপান! . . . বেশ খানিকটা বেড়ে গেছে রে।'

'তা ত বেড়েইছে।'

'আমাদের গ্রিশ্‌কার মতো তোরও শ্রাদ্ধশান্তি করেছিলাম আমরা। . . .' কথাটা শুরু ক'রে নিজের ওপরই বিরক্ত হয়ে হঠাৎ সে থেমে গেল। এসব কথা মনে করার সময় এখন নয়। মুখ ফসকে যা বেরিয়ে গিয়েছিল সেটা শোধরানোর

চেষ্টায় সে বলল, 'ভগবানের কৃপায় সুস্থ সবল দেহে ফিরে এসেছ। . . . জয় হোক তোমার, প্রভু! খ্রিশ্‌কারও শ্রাদ্ধশান্তি করেছিলাম আমরা, কিন্তু লাজারাসের* মতো খাড়া হয়ে উঠে সে হেঁটে চলে বেড়াতে লাগল। এখন ওর দুটো বাচ্চা। বৌ নাতালিয়া ভগবানের কৃপায় সেরে উঠেছে। চমৎকার মেয়ে। . . . তারপর, হ্যাঁ রে, তোর খবর কী?'

'আমি ভালোই আছি।'

'পড়শীর বাড়িতে একবার আসবি তো? চলে আয়, আমরা ধন্যি হব। দুটো গল্পগাছা করা যাবে।'

স্তেপান যেতে রাজী হয় না। কিন্তু পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ নাছোড়বান্দা হয়ে লেগে থাকে, রাগারাগি করে। অগত্যা স্তেপানকে রাজী হতে হল। হাতমুখ ধুল, ছোট করে ছাঁটা চুল চিরুনী দিয়ে উলটে আঁচড়াল। বুড়ো যখন জিজ্ঞেস করল, 'তোর সেই মাথার সামনের কসাক-ঝুঁটি গেল কোথায় রে? ক্ষয়ে গেছে নাকি?' – তার উত্তরে সে শুধু হাসল। দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে টুপিটা মাথায় বসিয়ে সে-ই প্রথম পা ফেলে বাড়ির উঠোনে বেড়িয়ে এলো।

পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ সোহাগে গদগদ হয়ে এত বেশি মাত্রায় স্তেপানকে তোয়াজ করতে শুরু করল যে নিজের অজান্তেই স্তেপানের মনে হল, 'আগেকার অপমান মিটমাট ক'রে নেওয়ার চেষ্টা করছে।'

স্বামীর চোখের নীরব নির্দেশে ইলিনিচ্‌না রান্নাঘরের এদিক ওদিক ব্যস্ত হয়ে ঘুরে কী যেন করতে থাকে, নাতালিয়া ও দুনিয়াশাকে তাড়া দেয়, নিজে টেবিলে খাবার পরিবেশন করতে থাকে। স্তেপানকে মাননীয় অতিথির জায়গায়, ঘরের কোনায় সাধুসন্তদের পটের নীচে বসতে দেওয়া হয়েছে। বাড়ির মেয়েরা থেকে থেকে তার দিকে কৌতূহলী দৃষ্টি নিক্ষেপ করছে। চোখ দিয়ে তারা যেন স্পর্শ ক'রে দেখছে ওর কোট, কলার, পকেট-ঘড়ির রুপোর চেন আর সযত্নে আঁচড়ানো চুল, এমন ভাবে নিজেদের মধ্যে মুখ চাওয়া-চাউয়ি করছে যে বিস্ময়মুগ্ধ হাসিটা প্রায় চাপা থাকছে না। পেছনের আঙিনা থেকে এলো দারিয়া। গালে তার গোলাপী আভা। বিমূঢ়ের মতো হাসল, আঁচলের খুঁটে পাতলা ঠোঁটের রেখা মুছে চোখ কোঁচকাল।

'আরে, পড়শী যে! আমি ত আপনাকে চিনতেই পারি নি। আপনাকে একেবারেই কসাকের মতো দেখাচ্ছে না।'

পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ আর সময় নষ্ট না ক'রে ঘরে তৈরি চোলাই মদের

---

* বাইবেলের কাহিনী অনুযায়ী মেরী ও মার্থার ভ্রাতা, যীশুর কৃপায় মৃত্যুর পর তাঁর পুনরুত্থান ঘটেছিল। – অনুঃ

একটা বোতল টেবিলের ওপর রাখল, মুহূর্তের মধ্যে বোতলের মুখের ন্যাকড়ার ছিপি খুলে ফেলে দিল, তেতো মিষ্টি গন্ধের ধোঁয়া ধোঁয়া যে ঝাঁঝটা বেরিয়ে আসছিল, তারিফের ভঙ্গিতে সেটা শুঁকল।

'চেখে দ্যাখ। নিজের হাতে তৈরি। দেশলাইয়ের কাঠি সামনে আনলে নীল আগুনের শিখা বেরোয় – মাইরি বলছি!'

ছাড়া ছাড়া কথাবার্তা চলে। মদ খাওয়ার তেমন ইচ্ছে ছিল না স্তেপানের। কিন্তু মদ পেটে পড়তেই তাড়াতাড়ি নেশা ধরতে শুরু করে, মনটাও তার নরম হয়ে যায়।

'এবারে তোর একটা বিয়ে করা দরকার রে পড়শী।'

'বলেন কী! আগেরটার তাহলে কী ব্যবস্থা হবে?'

'আগেরটা . . . আগেরটার কী হবে বলছিস? তোর কি ধারণা পুরনো বৌয়ের কোন ক্ষয় নেই? আরে, বৌ হল ঘুড়ীর মতো – যতদিন তার মুখে দাঁতের পাটি আস্ত আছে ততদিনই চেপে বেড়াবে। . . . আমরা তোর একটা কমবয়সী বৌ যোগাড় করে দেবো।'

'আমাদের জীবনটা কেমন যেন জগাখিচুড়ি পাকিয়ে গেল। . . . বিয়ে করার মতো আর মনের অবস্থা নেই। . . . ছুটি বলতে ত দশ দিনের। তারপর রিপোর্ট করতে হবে জেলাদপ্তরে গিয়ে, সেখান থেকে হয়ত বা ফ্রন্টেই পাঠিয়ে দেবে,' স্তেপান বলল। নেশা চড়ার সঙ্গে সঙ্গে তার কথার বিদেশী টানটা একটু একটু করে মিলিয়ে যেতে লাগল।

একটু বাদেই পরিবারের সকলকে নানা রকম জল্পনাকল্পনা ও তর্কবিতর্কের মধ্যে ফেলে রেখে দারিয়ার মুগ্ধ দৃষ্টির সামনে দিয়ে স্তেপান বেরিয়ে গেল।

'শূয়োরের বাচ্চা, ধরনধারন কেমন হয়েছে দ্যাখো! কী কথাবার্তা! যেন আবগারির দারোগা, কি উঁচু খেতাবওয়ালা কোন মানুষ। . . . ঘরে ঢুকতে দেখি কি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁধে ফতুয়ার ওপরে রেশমী বাঁধুনির বকলশগুলো আঁটছে। ভগবানের দিব্যি! কাঁধে আর বুকে সাজগোজ এঁটে একেবারে ঘোড়ার মতো। এ আবার কী ব্যাপার রে বাবা? কিসের জন্যি এসব? তবে এটা ঠিক যে ও এখন একজন দস্তুরমতো লেখাপড়া জানা লোক!' তারিফ করে বলল পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ। স্পষ্টই বোঝা গেল, স্তেপান যে আগের হিংস্য ভুলে গিয়ে এতটুকু উন্নাসিকতা না দেখিয়ে তার আতিথ্য গ্রহণ করেছে তাতে সে পরম কৃতার্থ।

কথাবার্তা থেকে এটা বোঝা গেল যে ফৌজের চাকরীর মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ার পর স্তেপান গাঁয়ে এসে থাকবে, ঘর গেরস্থালি আবার খাড়া ক'রে তুলবে। কথাপ্রসঙ্গে একবার এও বলল যে সে রকম সঙ্গতি তার আছে। তাইতে পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচের চিন্তাসূত্র অনেক দূর পর্যন্ত প্রসারিত হল, নিজের

অজান্তেই স্তেপানের প্রতি তার একটা শ্রদ্ধার ভাব জেগে উঠল।

স্তেপান চলে যাওয়ার পর পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ বলল, 'টাকাপয়সা আছে দেখা যাচ্ছে হারামজাদার। অন্য কসাকরা বন্দী অবস্থা থেকে ছাড়া পেয়ে বেরিয়ে আসে আঁতুড়ের পোশাকে, কিন্তু এর গায়ে ত দেখছি দিব্যি রেশমী জামাকাপড়ের বাহার।... নির্ঘাত কোন মানুষকে খুন করেছে, কোথা থেকে টাকাপয়সা চুরি করেছে হয়ত বা।'

প্রথম কয়েক দিন আনিকুশ্‌কার কুঁড়েতে চুপচাপ শুয়ে কাটিয়ে দিল স্তেপান। রাস্তায় তাকে কদাচিৎ দেখা যায়। পাড়াপড়শীরা ওর ওপর নজর রাখতে থাকে, ওর প্রত্যেকটা চালচলনের ওপর সতর্ক দৃষ্টি রাখে। এমন কি আনিকুশ্‌কার বৌকেও জেরা করে জানার চেষ্টা করে স্তেপান কী করতে চায়। কিন্তু আনিকুশ্‌কার বৌ কিছু না জানার অজুহাত দিয়ে মুখে কুলুপ এঁটে থাকে।

তারপর আনিকুশ্‌কার বৌ যখন মেলেখভদের বাড়ি থেকে একটা ঘোড়া ভাড়া নিয়ে শনিবার খুব ভোর থাকতে থাকতে কোন এক অজানা জায়গার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ল তখন জোর কানাঘুষো চলতে লাগল গ্রামে। একমাত্র পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচই আঁচ করতে পেরেছিল আসল ব্যাপারটা কী। গাড়িতে ঘোড়া ঘুড়ীটাকে জুততে জুততে ইলিনিচ্‌নার দিকে চোখ টিপে সে বলল, 'আক্সিনিয়াকে আনতে যাচ্ছে।' তার অনুমানে ভুল হয় নি। আনিকুশ্‌কার বৌকে স্তেপান এই হুকুম দিয়ে ইয়াগদনোয়েতে পাঠিয়েছিল, 'আক্সিনিয়াকে জিজ্ঞেস করবে আগেকার সমস্ত রাগ দুঃখ ঝেড়ে ফেলে স্বামীর কাছে সে ফিরে আসবে কিনা।'

সেই দিন স্তেপান ওর সমস্ত ধৈর্য আর সংযম চিরকালের জন্য হারিয়ে ফেলল। সন্ধ্যা পর্যন্ত গ্রামে ঘোরাঘুরি করল, অনেকক্ষণ মোখভদের বাড়ির দাওয়ায় মোখভ ব্যাপারী আর তার কারবারের অংশীদার ত্সাত্সার সঙ্গে বসে বসে কথা বলল, জার্মানি আর সেখানে তার জীবনযাত্রা, ফ্রান্সের ভেতর দিয়ে সমুদ্র পথে তার বাড়ি ফেরার গল্প তাদের বলল। কথা বলতে বলতে মোখভের নানা অনুযোগ সে শুনছিল। কিন্তু বারবার অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে তাকাচ্ছিল ঘড়ির দিকে।

বাড়ির গিন্নি যখন ইয়াগদনোয়ে থেকে ফিরে এলো তখন গোধূলি হয়ে এসেছে। বার-বাড়ির হেঁসেলে সন্ধ্যার খাবার তৈরি করতে করতে আনিকুশ্‌কার বৌ বলল যে আচমকা এই খবরটা শুনে আক্সিনিয়া ভয় পেয়ে গিয়েছিল। ওর সম্পর্কে বহু জিজ্ঞেসবাদ করেছে, কিন্তু ফিরতে একেবারেই রাজী হল না।

'ফিরতে ওর বয়েই গেছে! আছে রাজরানীর হালে। দেখতে মোলায়েম হয়েছে, মুখটা ফরসা হয়েছে। কোন ভারী কাজ করতে হয় না ওকে। আর কী চাই? পোশাকের যা বাহার! – সে তুমি ভাবতেও পারবে না। আটপৌড়ে কাজের

দিন, অথচ একটা ঘাগরা যা পরেছে – দুধের মতো সাদা। আর হাতদুটো কী সাফসুতর – এতটুকু দাগ নেই কোথাও! . . .' ঈর্ষার দীর্ঘশ্বাস চাপতে চাপতে সে বলে।

স্তেপানের গালের টিবিতে লাল রঙ ফুটে ওঠে। হাল্কা রঙের চোখদুটো সে নামিয়ে রেখেছিল। চোখে জ্বলছে নিভছে ক্রোধ আর ব্যাকুল বাসনার অগ্নিশিখা। হাতের কাঁপুনি ঠেকিয়ে মাটির সরা থেকে চামচে করে ঘোল তুলতে থাকে। বেশ ভেবেচিন্তে ধীরেসুস্থে প্রশ্ন করে।

'তাহলে বলতে চাও আক্সিনিয়া যে ভাবে জীবন কাটাচ্ছে তা নিয়ে বড়াই করেছে?'

'তা আর বলতে! কারই বা মন চায় না ওভাবে থাকতে?'

'আমার কথা জিজ্ঞেস করেছিল?'

'জিজ্ঞেস করে নি আবার! যেই আমি বললাম আপনি এসেছেন অমনি একেবারে ফেকাসে হয়ে গেল।'

সন্ধ্যার খাওয়াদাওয়া সেরে স্তেপান ঘাস-গজানো উঠোনটার মধ্যে ঢুকল।

আগস্টের স্বল্পস্থায়ী গোধূলি যেমন তাড়াতাড়ি এসেছিল, তেমনি তাড়াতাড়ি মিলিয়ে গেল। রাতের স্যাঁতসেঁতে ঠাণ্ডার মধ্যে নেই-আঁকড়ার মতো সমানে ঘর্ঘর আওয়াজ করে চলেছে ঝাড়াই কলগুলো, ভেসে আসছে লোকজনের রুক্ষ গলার আওয়াজ। কলঙ্কচিহ্নিত হলুদ চাঁদের আলোয় লোকজন স্বাভাবিক ভাবে কোলাহলমুখর, কর্মব্যস্ত। তারা সারা দিন ধরে যে ফসল কুটে স্তূপাকার করেছে এখন তা ঝাড়াই করছে, ঝাড়াইয়ের পর শস্য গাড়িতে করে গোলায় পাঠিয়ে দিচ্ছে। সবে মাড়াই করা গম আর তুষের ধুলোর ঝাঁঝালো গরম গন্ধে গ্রাম ছেয়ে গেছে। পল্টন-ময়দানের কাছাকাছি কোথায় যেন একটা বাষ্পে চালানো মাড়াই কল ঝিকঝিক আওয়াজ তুলছে, কুকুর ডাকছে। দূরের মাড়াই উঠোনগুলো থেকে পাকিয়ে পাকিয়ে আসছে মন্থর গানের সুর। দন থেকে ভেসে আসছে একটা মিঠে সোঁদা গন্ধ।

বেড়ার গায়ে হেলান দিয়ে স্তেপান অনেকক্ষণ ধরে তাকিয়ে থাকে রাস্তার ওপারে, যেখানে চোখে পড়ে দনের বাঁকা স্রোতটা, তেরছা চাঁদের আলোয় টইটম্বুর আঁকাবাঁকা ঝলমলে রেখাটুকু। স্রোতের মুখে ছোট ছোট কোঁকড়ানো লহরী খেলে যাচ্ছে। দনের ওপারে শান্তিতে বিশ্রাম করছে তন্দ্রামগ্ন পপ্‌লার গাছগুলো। ধীরে ধীরে একটা অদম্য ব্যাকুল বাসনা নীরবে আচ্ছন্ন ক'রে ফেলল স্তেপানের মনটা।

* * *

ভোর রাত্রিতে বৃষ্টি পড়ছিল। কিন্তু সূর্যোদয়ের পরই মেঘ কেটে গেল। দুঘণ্টা বাদে শুধু গাড়ির চাকায় লেগে থাকা শুকনো কাদার ডেলা ছাড়া বৃষ্টিবাদলের আর কোন চিহ্ন রইল না।

সকাল বেলায় স্তেপান গাড়ি হাঁকিয়ে চলে এলো ইয়াগদ্‌নোয়েতে। মনের ভেতরে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা নিয়ে ফটকের গায়ে ঘোড়াটা বেঁধে বাইরে খুশি খুশি ভাব বজায় রেখে হেলেদুলে চলল চাকর-মহলের দিকে।

বিশাল উঠোনটার এখানে ওখানে লেগে আছে জ্বলে যাওয়া ঘাসের কিছু গোছা। জনমানবের কোন চিহ্ন সেখানে দেখা গেল না। আস্তাবলের ধারে কিছু মুরগী নাদার মধ্যে ঘাঁটাঘাঁটি করছে। ধসে-পড়া বেড়ার ওপর চরে বেড়াচ্ছে দাঁড়কাকের মতো কালো কুচকুচে একটা মোরগ। লাল রঙের কতকগুলো পোকা বেড়ার গা বয়ে ওপরে উঠছে। মোরগটা থেকে থেকে মুরগীগুলোকে ডাকাডাকি করতে করতে ওই পোকাগুলোকে ঠোকরানোর ভান করছে। ঘাড়ে-গর্দানে বর্জোই কুকুরগুলো গাড়ি-ঘরের কাছে ছায়ায় শুয়ে আছে। একটা কমবয়সী মাদী কুকুর এই প্রথম বাচ্চা বিইয়েছে। বেঁটে বেঁটে লেজওয়ালা কালো চকরাবকরা ছয়টি ছানা তাদের মাকে কাত করে মাটিতে ফেলে ছোট ছোট পাগুলো সামনে ঠেলে ছাইরঙা শুকনো মাইয়ের বোঁটা টানছে। জমিদারবাড়ির টিনের চালের যেদিকটাতে ছায়া পড়েছে সেখানে শিশির চিকচিক করছে।

ভালো করে চারদিক দেখে নিয়ে চাকরদের মহলে গিয়ে ঢুকল স্তেপান। মোটা রাঁধুনিটিকে জিজ্ঞেস করল, 'আক্সিনিয়ার সঙ্গে দেখা করতে পারি কি?'

'আপনি কে বটেন?' বসন্তের দাগে ভরা, ঘামে-ভেজা মুখখানা বুকের সামনে ঝোলানো কাপড়ের আঁচলে মুছতে মুছতে সে কৌতূহল প্রকাশ করল।

'তা দিয়ে আপনার কোন দরকার নেই। আক্সিনিয়াকে কোথায় পাওয়া যেতে পারে?'

'কত্তার ওখানে। আপনি একটু সবুর করুন।'

স্তেপান বসল। হাঁটুর ওপর যে ভাবে টুপিটা রাখল তাতে বোঝা গেল সে ভয়ঙ্কর ক্লান্ত। রাঁধুনি আগন্তুকের দিকে কোন নজর না দিয়ে চুল্লীর ভেতরে হাঁড়ি ঠেলে দিল, হাঁড়ি ধরার বেড়ি দিয়ে ঠনঠন আওয়াজ তুলে কাজ করতে লাগল। কাটা দুধের ছানা আর ঝাঁঝাল গন্ধে রান্নাঘর ম ম করছে। চুল্লীর সামনের দিকের অংশ, ঘরের দেয়াল আর ময়দা ছড়ানো টেবিলটা কালো কালো মাছির ঝাঁকে ছেয়ে আছে। স্তেপান উৎকণ্ঠিত ভাবে কান পেতে অপেক্ষা করে রইল। আক্সিনিয়ার পায়ের পরিচিত শব্দটা তাকে যেন লাথি ঝাড়া দিয়ে বেঞ্চ থেকে তুলে দিল। উঠে দাঁড়াতে গিয়ে হাঁটু থেকে টুপিটা পড়ে গেল।

একগাদা প্লেট নিয়ে ঘরে ঢুকল আক্সিনিয়া। তার মুখটা সঙ্গে সঙ্গে মড়ার মতো ফেকাসে হয়ে গেল, ফোলা ফোলা ঠোঁটের কোনাদুটো কাঁপতে লাগল। ভীত-সন্ত্রস্ত চোখের দৃষ্টি স্তেপানের মুখের ওপর থেকে সরিয়ে না নিয়ে প্লেটের

গাদাটা অসহায়ের মতো বুকে চেপে ধরে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। তারপর কোন রকমে জায়গা ছেড়ে দ্রুত টেবিলের দিকে সরে গিয়ে হাতদুটো খালি করল।

'কী খবর?'

স্তেপান ধীরে ধীরে গভীরভাবে নিঃশ্বাস নিচ্ছিল - যেন ঘুমের ঘোরে। চেষ্টাকৃত হাসিতে ফাঁক হয়ে এসেছে তার ঠোঁটজোড়া। কোন কথা না বলে সামনে ঝুঁকে পড়ে সে হাত বাড়িয়ে দিল আক্সিনিয়ার দিকে।

'আমার ঘরে এসো,' হাতের ইশারায় আক্সিনিয়া তাকে ভেতরের ঘরে ঢোকার আমন্ত্রণ জানাল।

স্তেপান মেঝে থেকে টুপিটা তুলল - মনে হল যেন কোন ভারী জিনিস তুলছে। ওর মাথায় রক্ত উঠে এলো, চোখে অন্ধকার দেখতে লাগল সে। আক্সিনিয়ার ঘরে ঢুকে টেবিলের দুপাশে দুজনে বসতেই শুকিয়ে যাওয়া ঠোঁট চেটে আর্তকণ্ঠে আক্সিনিয়া জিজ্ঞেস করল, 'কোত্থেকে এলে?'

স্তেপান অস্বাভাবিক খুশির ভাব করে উদ্দেশ্যহীন হাসি হেসে মাতালের মতো হাত নাড়ল। তার মুখে তখনও লেগে রয়েছে আনন্দ ও বেদনার সেই হাসি।

'লড়াইয়ে বন্দী হয়েছিলাম। . . . তোমার কাছে এলেম, আক্সিনিয়া। . . .'

কেমন যেন আনাড়ির মতো ছটফট করে ওঠে স্তেপান। লাফিয়ে উঠে পকেট থেকে একটা ছোট পুলিন্দা টেনে বার করে। হাতের আঙুলগুলো ওর বশ না মেনে থরথর ক'রে কাঁপতে থাকে। ভীষণ ব্যগ্র হয়ে ওপরের মোড়া কাপড়টা ছিঁড়ে ভেতর থেকে বার করে মেয়েদের একটা রুপোলি ব্রেসলেট-লাগানো হাতঘড়ি আর শস্তার নীল পাথর বসানো একটা আঙটি। . . . জিনিসগুলো স্তেপান ঘামে ভেজা হাতের তেলোয় রেখে বাড়িয়ে দিল আক্সিনিয়ার দিকে। আক্সিনিয়া কিন্তু তখনও এক দৃষ্টে চেয়ে আছে স্তেপানের মুখের দিকে। অপমান হজম করে চেষ্টাকৃত হাসি ফুটিয়ে তোলায় বিকৃত হয়ে উঠেছে তার মুখটা। এ মুখ আক্সিনিয়ার অপরিচিত।

'নাও, তোমার জন্যেই রেখে দিয়েছিলাম। . . . একসঙ্গে ঘর করেছিলাম। . . .'

'কী দরকার আমার ও দিয়ে? . . . সবুর কর . . .' মড়ার মতো অসাড় ঠোঁটে ফিসফিস করে আক্সিনিয়া বলে।

'নাও। . . . দুঃখ দিয়ো না আমার মনে। . . . ওসব বোকামি আমাদের এখন ছাড়া দরকার। . . .'

আক্সিনিয়া এক হাতে মুখ আড়াল করে উঠে দাঁড়িয়ে চুল্লীর দিকে এগিয়ে যায়।

'এই যে শুনলাম তুমি মারা গেছ! . . .'

'মারা গেলে খুশি হতে নাকি?'

কোন জবাব দেয় না আক্সিনিয়া। এবারে আরও শান্তভাবে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে আপাদমস্তক স্বামীকে দেখল। নিখুঁত ইস্ত্রী-করা ঘাগরার ভাঁজগুলো নেহাৎই অকারণে পাট করল। তারপর হাতদুটো পিছনে মুড়ে ভাঁজ করল।

'আনিকুশ্‌কার বৌকে তুমি পাঠিয়েছিলে? . . . বলল, তুমি নাকি আমাকে ডেকেছ. . . তোমার সঙ্গে ঘর করার জন্যে . . .'

'আসবে!' স্তেপান তার কথার মাঝখানে বলে ওঠে।

'না,' আক্সিনিয়ার কণ্ঠস্বর শুকনো শোনাল। 'না যাব না।'

'কেন নয় বল ত?'

'অভ্যেস চলে গেছে। . . . তাছাড়া খানিকটা দেরিও হয়ে গেছে। . . . দেরি হয়ে গেছে। . . .'

'আমি কিন্তু আবার ঘর-গেরস্থালি গুছিয়ে নিতে চাই। . . . জার্মানি থেকে ফেরার পথে সারাক্ষণ ভেবেছি, ওখানে থাকার সময়ও কেবল এই কথাই ভাবতাম। . . . তুমি তাহলে কী করবে আক্সিনিয়া? গ্রিগোরি তোমাকে ছেড়ে চলে গেছে। . . . নাকি আরও কাউকে ধরেছ? শুনেছি নাকি কর্তার ছেলের সঙ্গে. . . সত্যিই তাহলে?'

আক্সিনিয়ার দুগালে জ্বালা ধরে উঠল। লজ্জার ভারে অবনত চোখের পাতার নীচে রক্তোচ্ছ্বাস খেলে গেল, কান্না জমে উঠল।

'তার সঙ্গেই আছি এখন। ঠিকই বলেছ।'

'আমি কিন্তু তোমাকে গালমন্দ করে বলছি না।' ঘাবড়ে যায় স্তেপান। 'আমি বলছিলাম কি, তুমি হয়ত এখনও নিজের জীবন সম্পর্কে কিছু ঠিক করে উঠতে পার নি। ওর আর কদ্দিন দরকার হবে তোমাকে? একটু আমোদ ফুর্তি করছে আর কি। . . . এই ত তোমার চোখের নীচে চামড়ায় ভাঁজ পড়েছে। তোমাকে ছেড়ে দেবে, একঘেয়ে লাগলেই দূর করে দেবে। তখন কোথায় ঠাঁই নেবে তুমি? চাকরানীর কাজ করে করে কি এখনও ঘেন্না ধরে নি? নিজেই একবার ভেবে দেখ। . . . টাকাকড়ি আমি নিয়ে এসেছি। লড়াই শেষ হয়ে গেলে বহাল তবিয়তে দিন কাটবে আমাদের। আমি ভেবেছিলাম, আমরা আবার একসঙ্গে ঘর করব। আগেকার সব কথা আমি ভুলে যেতে চাই। . . .'

'ওগো আমার দরদী বন্ধু স্তিওপা, আগে তোমার এসব ভাবনাচিন্তা কোথায় ছিল শুনি?' চোখের জল ফেলতে ফেলতে একই সঙ্গে খুশির সুরে কাঁপা কাঁপা গলায় আক্সিনিয়া বলতে থাকে। চুল্লীর কাছ থেকে সরে সোজা গটগট করে এগিয়ে আসে টেবিলের কাছে। 'আগে যখন আমার কাঁচা বয়স ছিল, তখন

আমার জীবনটাকে ধুলোয় গুঁড়িয়ে দেওয়ার সময় কী ভেবেছিলে? তুমিই আমায় ঠেলে দিয়েছ ভ্রিশ্‌কার কাছে।... আমার বুকের সমস্ত রস শুষে নিয়েছ তুমি।... আমায় নিয়ে তুমি কী করেছিলে মনে নেই তোমার?'

'আমি হিসেব-নিকেশ করতে আসি নি।... তুমি... তুমি কতদূর কী জান? আমি নিজেই হয়ত এর জন্যে মনে মনে ভীষণ যন্ত্রণা ভোগ করেছি। হয়ত সে সব কথা ভেবে ভেবে আমি আরেকটা জীবন কাটিয়েছি...' বলতে বলতে স্তেপান অনেকক্ষণ ধরে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে থাকে টেবিলের ওপর তার নিজের ছড়িয়ে রাখা হাতদুটো। ধীরে ধীরে কথা বার করতে থাকে স্তেপান - যেন প্রতিটি শব্দ ঠেলে ঠেলে মুখ থেকে বার করতে হচ্ছে। 'আমি তখন তোমার কথাই ভেবেছি... ভাবতে ভাবতে বুকের রক্ত জমে গেছে।... দিনে রাতে এক মুহূর্তের জন্যেও মাথা থেকে যায় নি সে চিন্তা। ওখানে আমি এক জার্মান বিধবার সঙ্গে থাকতাম।... কোন অভাব ছিল না। কিন্তু সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে চলে এলাম। বাড়ির দিকে মন টানছিল।...'

'এখন বেশ নির্ঝঞ্ঝাট জীবন কাটানোর সাধ হয়েছে এই ত?' ক্ষিপ্ত হয়ে নাকের পাটা ফুলিয়ে আক্সিনিয়া জিজ্ঞেস করল। 'ঘর-গেরস্থালি করতে চাও? হয়ত গোটাকয়েক বাচ্চাকাচ্চাও চাই। চাই এমন একজন বৌ যে তোমার জামাকাপড় ধোবে, খাওয়াবে দাওয়াবে?' বলতে বলতে একটা অস্বস্তিকর মলিন হাসি ফুটে ওঠে ওর মুখে। 'না, ওসব চলবে না, ভগবান রক্ষে করুন। আমি বুড়ি, চামড়ার ভাঁজ ত তুমি নিজের চোখেই দেখলে।... ছেলেপুলে পেটে ধরার অভ্যেস আমার চলে গেছে। আমি ত এখন রক্ষিতা। রক্ষিতাদের ছেলেপুলে হওয়া সাজে না।... এরকম মেয়েমানুষে কি তোমার পোষাবে?'

'বেশ চটপটে হয়ে উঠেছ ত দেখছি আজকাল।...'

'আমি যা, তা-ই আছি।'

'তাহলে যাবে না বলছ?'

'যাব না। বললাম ত যাব না।'

'বেশ, তাহলে ভালো থাক।' স্তেপান উঠে দাঁড়াল। কী করবে বুঝতে না পেরে হাতঘড়িটা হাতের মধ্যে নাড়াচাড়া করল, ফের টেবিলের ওপর রেখে দিয়ে বলল, 'ভেবেচিন্তে মনস্থির করলে আমাকে খবর দিও।'

আক্সিনিয়া ফটক পর্যন্ত তাকে এগিয়ে দিল। গাড়ির চাকায় ধূলিঝড় উঠে ঢেকে দিচ্ছে স্তেপানের চওড়া কাঁধদুটো। অনেকক্ষণ ধরে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল সেই দৃশ্য।

ক্রুদ্ধ কান্নাভরা চোখের জল ভেতর থেকে ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছিল।

যা ওর জীবনে কোন দিন ঘটল না, অস্পষ্টভাবে সে কথা ভেবে এবং আবার হাওয়ার মুখে কুটোর মতো জীবনটাকে ছেড়ে দিয়েছে ভেবে অনুশোচনায় সে থেকে থেকে ফুঁপিয়ে কাঁদে। ইয়েভ্‌গেনির কাছে ওর প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে একথা জানার পর যখন সে শুনেছিল যে স্বামী ফিরে এসেছে তখন যে সুখ কখনও তার কপালে জোটে নি টুকরোটাকরা যোগাড় করে আবার জোড়াতালি দিয়ে তা গড়ে তুলবে বলে তার কাছে ফেরার সঙ্কল্প সে করেছিল। এই সঙ্কল্প নিয়েই স্তেপানের পথ চেয়ে বসে ছিল। কিন্তু যখন দেখতে পেল স্তেপান হীনতা আর বশ্যতা স্বীকার ক'রে ওর সামনে এসে দাঁড়িয়েছে, তখন কালো মূর্তি ধরে একটা অহঙ্কার ওর ভেতরে মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। এ হল সেই অহঙ্কার যার জন্য পরিত্যক্ত হয়ে ইয়াগদ্‌নোয়েতে পড়ে থাকা ওর পক্ষে সম্ভব নয়। ওর আত্মসংযমের বাঁধ ভেঙে পড়ল, কথা ও আচরণের পেছনে কাজ করল একটা কুটিল প্ররোচনা। অতীতের অনাদর-অপমানের কথা মনে পড়ল। মনে পড়ল এই লোকটির হাতে, তার বিশাল লৌহকঠিন হাতে কী যন্ত্রণাই না ওকে সহ্য করতে হয়েছিল। তারপর আবার নিজেই অন্তরে অন্তরে এই বিচ্ছেদকে স্বীকার করে নিতে না পেরে যা করতে চলেছে সে জন্য মনে মনে শিউরে উঠে হাঁপাতে হাঁপাতে বলে ফেলেছে সেই তুল-বেঁধানো কথাগুলো : 'না যাব না, বললাম ত যাব না!'

অপসৃয়মাণ গাড়িটার দিকে আরও একবার দৃষ্টি ফেরাল। চাবুক হাঁকাতে হাঁকাতে স্তেপান অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে পথের ধারের বেগনী-লাল পাড় দেওয়া ছোট ছোট সোমরাজ ঝোপের আড়ালে।

* * *

পরের দিন মাইনেকড়ি বুঝে নিয়ে তল্পিতল্পা গোছগাছ করল আক্সিনিয়া। ইয়েভ্‌গেনির কাছ থেকে বিদায় নিতে গিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল সে।

'আমার ওপর খারাপ ধারণা মনে পুষে রাখবেন না ইয়েভ্‌গেনি নিকলায়েভিচ।'

'ছি ছি, কী যে বল!...তোমার কাছে আমার ঋণের অন্ত নেই।'

অপ্রতিভ ভাবকে চাপা দেওয়ার চেষ্টা করতে গিয়ে তার কণ্ঠস্বরে বড় বেশি কৃত্রিম উল্লাস বেজে উঠল।

আক্সিনিয়া চলে গেল। সন্ধ্যা নাগাদ তার আগমন ঘটল তাতারস্কি গ্রামে। ফটকের সামনে দেখা হল স্তেপানের সঙ্গে।

'এলে তাহলে?' হাসি মুখে সে জিজ্ঞেস করল। 'সব পাট চুকিয়ে দিয়ে এলে ত? আর যাবে না আশা করতে পারি নিশ্চয়?'

'যাব না', আক্সিনিয়া জবাবে শুধু এই কথাটি বলল। বিধ্বস্তপ্রায় কুঁড়েটা, জংলা শাকপাতা আর লম্বা লম্বা কালো আগাছার জঙ্গলে ভর্তি উঠোনের ওপর চোখ বুলানোর পর বড় দমে গেল ওর মনটা।

আট

দুর্নোভ্‌স্কায়া জেলা-সদর তখনও সামান্য দূরে। লাল ফৌজের যে ইউনিটগুলো সেখানে পিছু হটছিল তাদের সঙ্গে প্রথম লড়াই বেধে গেল ভিওশেন্‌স্কি রেজিমেন্টের।

দুপুরবেলা নাগাদ গ্রিগোরি মেলেখভের স্কোয়াড্রনটা ঘন গাছপালা ও ঘাসের জঙ্গলে ঢাকা একটা ছোট গ্রাম দখল করল। গ্রামের বুক চিরে অগভীর খাত বয়ে একটা জলের ধারা চলে গেছে – তারই ধারে, উইলো গাছের সজল ছায়ায় গ্রিগোরি তার ফৌজের কসাকদের ঘোড়া থেকে নামার হুকুম দিল। সোঁতার উৎসটা খুব একটা দূরে নয় – ধারেকাছেই কোথায় যেন নরম কালো মাটি ভেদ করে কলকল শব্দে ঝরনার জল ছুটছে। জল বরফের মতো ঠাণ্ডা কনকনে। কসাকরা তাদের টুপিতে করে জল তুলে ব্যগ্র হয়ে মুখে দেয়, তারপর জলসুদ্ধ টুপি থাবড়া মেরে ঘর্মাক্ত মাথায় বসিয়ে দিয়ে মুখ দিয়ে পরিতৃপ্তির অস্ফুট আওয়াজ বার করে। গরমে ধুঁকছে গ্রামটা। মাথার ওপর খাড়া সূর্য। মধ্যদিনের ধোঁয়া ধোঁয়া আবরণে ঢাকা পড়ে মাটি তেতে উঠেছে। বিষাক্ত প্রখর কিরণের ছিটে লেগে উইলোর পাতা আর ঘাসগুলো নেতিয়ে পড়েছে। কিন্তু সোঁতার ধারে, উইলোর ছায়ায় বেশ আরামের ঠাণ্ডা এসে জমা হয়েছে। জলার কাদামাটিতে পুষ্ট ভাটুই গাছ, আরও কিছু কিছু জমকাল ঘাস সবুজের সাজে সেজে আছে। ছোট ছোট খাঁড়িগুলোতে কুমারী মেয়ের মধুর হাসির মতো পানার শোভা। একটা বাঁকের ওপাশে কোথায় যেন পাতিহাঁসের দল খলবল শব্দে জল ছিটোচ্ছে, ডানা ঝাপটাচ্ছে। ঘোড়াগুলো নাক দিয়ে ঘড়ঘড় আওয়াজ করতে করতে ছপাত ছপাত শব্দে পাঁক ঠেলে জলের দিকে এগিয়ে চলেছে। সওয়ারদের হাতের লাগামে টান মেরে সোঁতটার মাঝখানে পড়ে তারা জল ঘোলা করে তুলল, ঠোঁট দিয়ে খুঁজে বেড়াতে লাগল টাটকা জলের ধারা। গরম হাওয়ায় ওদের ঝোলা ঠোঁট থেকে ছিটকে পড়ছে হীরের মতো দানা দানা জলের ফোঁটা। তোলপাড় করা পলিমাটি আর পাঁকের গন্ধকজাতীয় একটা গন্ধ উঠেছে, তার সঙ্গে এসে মিশেছে উইলোর জলে ধোওয়া ও পচে ওঠা শেকড়ের ঝাঁঝাল মিষ্টি গন্ধ।

কসাকরা সবে ভাটুই বনের ভেতরে হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে গল্পগুজব আর

ধূমপান শুরু করেছে, এমন সময় আগে পাঠানো টহলদার দলটা ফিরে এলো। 'লাল ফৌজ' কথাটা কানে যেতে চক্ষের পলকে সকলে ভূমিশয্যা ছেড়ে লাফিয়ে উঠল। জিনের কষি টেনে বেঁধে ফের সোঁতার ধারে গেল, জলের বোতলগুলো ভরে নিল, আরও একবার জল খেল। প্রত্যেকেই সম্ভবত তখন ভাবছিল, 'শিশুর চোখের জলের মতো নির্মল টলটলে এই জল আবার কখনও খাওয়ার সুযোগ হবে কিনা কে জানে? . . .'

পথে তারা সোঁতাটা পার হল, ওপারে গিয়ে থামল।

গ্রাম ছাড়িয়ে আধ ক্রোশ খানেক দূরে সোমরাজ গুল্মে ঢাকা ছাইরঙা বালির ঢিবির ওপর দিয়ে এগিয়ে আসছে শত্রুপক্ষের একটা সন্ধানী দল। আটজন সওয়ারের দলটা সাবধানে চারদিক দেখতে দেখতে নেমে আসছে গ্রামের দিকে।

'ওদের আমরা বন্দী করব। তোমার আপত্তি নেই ত?' গ্রিগোরিকে বলল মিত্কা কোর্‌শুনভ।

অর্ধেক ট্রুপ নিয়ে মিত্কা ঘোরাপথে গ্রামের পেছনে চলে গেল। কিন্তু সন্ধানী দলটা ওদের দেখতে পেয়ে ফিরে চলে গেল।

ঘন্টাখানেক পরে যখন রেজিমেন্টের বাকি আর দুটো ঘোড়সওয়ার স্কোয়াড্রন এসে পৌঁছুল তখন তারা রওনা দিল। টহলদারেরা খবর দিল প্রায় হাজারখানেক বেয়নেটধারী লাল ফৌজের একটা দল তাদের সঙ্গে মোকাবিলা করার জন্য এগিয়ে আসছে। ভিওশেন্‌স্কায়ার স্কোয়াড্রনগুলোর ডান দিকে যে ৩৩ নম্বর ইয়েলান্‌স্কি-বুকানোভ্‌স্কি রেজিমেন্ট যাচ্ছিল তাদের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও ওরা ঠিক করল যুদ্ধে নামবে। ঢিবিটা পেরিয়ে গিয়ে ওরা ঘোড়া থেকে নামল। নীচে গ্রামের দিকে নেমে গেছে একটা চওড়া খাত। ঘোড়া তদারককারীরা ঘোড়াগুলোকে সেখানে নিয়ে গেল। ডান দিকে কোথায় যেন এগিয়ে যাওয়া সন্ধানী দলগুলোর মধ্যে সংঘর্ষ বেধে গেছে। হাল্‌কা মেশিনগানের ভয়ঙ্কর কটকট আওয়াজ শোনা যাচ্ছে।

একটু বাদেই লাল ফৌজীদের ছাড়া ছাড়া সারিগুলো দেখা দিল। গ্রিগোরি খাতের মাথার ওপর তার স্কোয়াড্রনটাকে ছড়িয়ে রাখল। ঢালের চুড়োটা ছোট ছোট ঝাঁকড়া ঝোপেঝাড়ে ছেয়ে আছে। কসাকরা সেখানে শুয়ে পড়ে পজিশন নিল। একটা নীচু বুনো আপেল গাছের তলা থেকে গ্রিগোরি দূরবীন লাগিয়ে দেখছে। বেশ স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে প্রথম দুটো সারি, এগিয়ে আসছে, তাদের পেছনে পেছনে ক্ষেতে পড়ে থাকা কাটা ফসলের বাদামী রঙের আঁটিগুলোর মাঝখানে কালো সার বেঁধে মার্চ করতে করতে এগিয়ে আসছে অভিযানকারী দলটা।

প্রথম সারির আগে আগে একটা উঁচু সাদা ঘোড়ার পিঠে চলেছে একজন

ঘোড়সওয়ার। লোকটা ওদের কম্যাণ্ডারই হবে। গ্রিগোরি ত বটেই, অন্য কসাকরাও অবাক হয়ে গেল এই দৃশ্য দেখে। দ্বিতীয় সারির সামনেও একটু তফাতে তফাতে চলেছে আরও দুজন। তৃতীয়টারও পরিচালনা করছে একজন কম্যাণ্ডার, তার পাশে পতপত করে উড়ছে ধ্বজা। মাঠের নোংরা হলদে নাড়ার পটে লাল সালুটা একটা ছোট্ট রক্তবিন্দুর মতো দেখাচ্ছে।

'ওদের নেতারা আগে আগে চলেছে!' কসাকদের মধ্যে একজন চিৎকার করে উঠল।

'ওঃ! বুকের পাটা আছে বলতে হবে!' হাসতে হাসতে তারিফ করে বলল মিত্‌কা কোর্‌শুনভ।

'দেখ, দেখ, ওদিকে তাকিয়ে দেখ! এই তাহলে লাল ফৌজীর দল!'

স্কোয়াড্রনের প্রায় সকলেই উঁচু হয়ে ওঠে দেখার জন্য, চেঁচিয়ে কথাবার্তা বলতে থাকে নিজেদের মধ্যে। তারা সূর্যের আলো থেকে চোখ আড়াল করার জন্য কপালে হাত তুলল। তারপর কথাবার্তা বন্ধ হয়ে গেল। স্তেপের ধু ধু প্রান্তর আর চওড়া খাতটার ওপর শান্ত নম্র ভাবে মেঘের ছায়ার মতো নেমে এলো মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তের কঠিন সুগম্ভীর নিস্তব্ধতা।

গ্রিগোরি পিছন ফিরে তাকায়। গ্রামের এক পাশে উইলোর ধূসর ময়ূরকণ্ঠীরঙের ঝোঁপটার ওধারে একটা ধুলোর ঝড় উড়ছে। দু নম্বর স্কোয়াড্রনটা প্রতিপক্ষকে পাশ থেকে আক্রমণ করার উদ্দেশ্যে দুলকি চালে এগিয়ে চলেছে। স্কোয়াড্রনের এগোনোর দৃশ্যটা আপাতত ঢাকা পড়ে গেল একটা গিরিখাতের আড়ালে। কিন্তু দেখা গেল ক্রোশ দেড়েক দূরে তারা দুপাশে ছড়িয়ে টিলা বয়ে ওপরে উঠছে। গ্রিগোরি মনে মনে হিসাব করে দেখল কখন কোন্ দূরত্বে স্কোয়াড্রনটা পাশ থেকে তাদের আক্রমণের জন্য তৈরি হবে।

'শুয়ে পড়!' দূরবীনটা খাপের ভেতরে পুরে রাখতে রাখতে ঝট করে ঘুরে দাঁড়িয়ে গ্রিগোরি হুকুম দেয়।

নিজের সৈন্যদের সারিটার দিকে এগিয়ে এলো সে। গরমে আর ধুলোয় তৈলাক্ত লাল টকটকে ও কালো মুখগুলো ফিরিয়ে কসাকরা তাকাল ওর দিকে। মুখ চাওয়া চাউয়ি করতে করতে শুয়ে পড়ল। 'তৈয়ার!' – হুকুম হতেই হিংস্র খটাং খটাং আওয়াজ করে উঠল রাইফেলের ছিটকিনিগুলো। ওপর থেকে গ্রিগোরির শুধু চোখে পড়ছিল ওদের এলোমেলো ছড়ানো পা, টুপির মাথাগুলো আর ধুলোভরা ফৌজী শার্টের পিঠ, ঘামে ভেজা কাঁধের ফলক আর দেহের রেখা। কসাকরা হামাগুড়ি দিয়ে এদিক ওদিক ছড়িয়ে পড়ে আড়াল খোঁজে, আরও যুতসই জায়গা বাছে। কেউ কেউ তলোয়ার দিয়ে শক্ত মাটি খুঁচিয়ে গর্ত করার চেষ্টা করে।

এমন সময় লাল ফৌজীরা যে চূড়াটার ওপরে ছিল সেই দিক থেকে মৃদুমন্দ বাতাসে ভেসে এলো গানের অস্পষ্ট সুর। . . .

সারিগুলো ঘন হয়ে এঁকেবেঁকে এলোমেলোভাবে হেলেদুলে এগোচ্ছে। ওদিক থেকে ভেসে আসছে লোকজনের অস্পষ্ট গলার আওয়াজ, হারিয়ে যাচ্ছে রোদে ঝলসানো ধূ ধূ বিস্তারের মধ্যে।

গ্রিগোরি টের পায় তার হৃৎপিণ্ডটা হঠাৎ যেন ধড়াস করে উঠল, ধড়ফড় করতে লাগল বুকের ভেতরটা। . . . সে আগেও শুনেছে এই বেদনার্ত গান, শুনেছে প্লবোকায়াতে মোক্রোউসভের জাহাজী সৈন্যদলের মুখে এই গান, দেখেছে কেমনভাবে প্রার্থনার ভঙ্গিতে মাথার টুপি খুলে তারা গান গেয়েছে, গাইতে গাইতে আবেগে জ্বলজ্বল করে উঠেছে তাদের চোখ। হঠাৎ যেন প্রায় ভয়ের মতো একটা অস্বস্তি অস্ফুটভাবে জেগে উঠল ওর মনে।

'ওরা অমন গর্জন করছে কেন?' বুড়োমতন একজন কসাক উত্তেজিতভাবে মাথা ঘুরিয়ে জিজ্ঞেস করল।

'শুনে মনে হচ্ছে যেন কোন ভজনগান,' তার ডানপাশে যে লোকটা শুয়ে ছিল সে উত্তর দিল।

আন্দ্রেই কাশুলিন দাঁড়িয়ে ছিল গ্রিগোরির পাশে। উদ্ধত দৃষ্টিতে গ্রিগোরির দিকে তাকিয়ে হাসতে হাসতে সে বলল, 'শালা, শয়তানের ভজন গাইছে ওরা! . . . পান্তেলেইয়েভ, তুমি ত ছিলে ওদের দলে। ওরা কী গাইছে জান নিশ্চয়? নিজেও হয়ত ওদের সঙ্গে গলা মিলিয়েছিলে, কী বল?'

'. . . দুনিয়ারে আনো অধিকারে*!' ঘুরতে ঘুরতে দূর থেকে এসে উল্লসিত চিৎকারে ফেটে পড়ল অস্পষ্ট কথাগুলো, পরক্ষণেই আবার স্তেপের মাঠের বুকে ছড়িয়ে পড়ল নিস্তব্ধতা। কসাকরা বেয়াড়া ধরনের মজায় মেতে ওঠে। সারির মাঝখানে কে যেন হো-হো করে হেসে ওঠে। মিত্‌কা কোর্‌শুনভ অধীর হয়ে ছটফট করতে থাকে।

'শুনতে পাচ্ছ? এই, তোমরা শুনলে? দুনিয়াকে অধিকারে আনার সাধ হয়েছে ওনাদের!' তারপর কুৎসিত মুখবিভি করে বলল, 'গ্রিগোরি পান্তেলেইয়েভ, ওই যে ওই ঘোড়সওয়ারটা, ওটাকে দেব নাকি নামিয়ে? কী বল, দিই একটা গুলি ঝেড়ে?'

সম্মতির অপেক্ষা না করেই সে গুলি ছুড়ল। গুলির আওয়াজে চঞ্চল হয়ে ওঠে ঘোড়সওয়ার। ঘোড়া থেকে নেমে পড়ে, ঘোড়াটাকে আরেকজনের জিম্মায় দিয়ে সারির সামনে এগিয়ে আসে পায়ে হেঁটে। ঝকঝক করে উঠল তার খাপখোলা তলোয়ার।

* 'ইন্টারন্যাশনাল' গানের একটি অংশ। - অনুঃ

কসাকরা গুলি ছুড়তে শুরু করে দেয়। লাল ফৌজীরা মাটিতে শুয়ে পড়ে। মেশিনগানের লোকদের গুলি ছোড়ার হুকুম দেয় গ্রিগোরি। মেশিনগানের দুই দফা গুলির পর ওদের প্রথম সারির সৈন্যরা উঠে দাঁড়িয়ে এক দৌড়ে বিশ গজ মতো এগিয়ে গিয়ে আবার শুয়ে পড়ল। দূরবীন দিয়ে গ্রিগোরি দেখতে পেল লাল ফৌজীরা চটপট কোদাল চালিয়ে পরিখা বানিয়ে তার ভেতরে ঢুকে যাচ্ছে। তাদের মাথার ওপর নীলচে ধুলো উড়ছে, সারির সামনে ছুঁচোর গর্তের সামনের ঢিবির মতো ছোট ছোট স্তূপ জমে উঠছে। সেখান থেকে একটানা গোলা ফেটে পড়ছে। জোর গুলিগোলা বিনিময় হতে থাকে। লড়াইটা বেশ কিছু সময় ধরে চলবে বলেই আশঙ্কা হচ্ছে। এক ঘণ্টার মধ্যে কসাকদের দলের ক্ষয়ক্ষতি দেখা দিল। এক নম্বর ট্রুপের একজন গুলি বিঁধে তৎক্ষণাৎ মারা গেল, তিনজন আহত হয়ে হামাগুড়ি দিয়ে চলে গেল গিরিখাতের ভেতরে যেখানে ঘোড়ার তদারককারীরা ছিল। দু নম্বর স্কোয়াড্রনটা পাশ থেকে এসে পড়ে তুমুল আক্রমণ শুরু করে দিল। মেশিনগানের গোলা ছুড়ে ওরা আক্রমণ ঠেকাল। স্পষ্ট দেখা গেল কসাকরা আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েছে - তারা প্রথমে দল বেঁধে, তারপর ছত্রভঙ্গ হয়ে ঘোড়ায় চেপে পেছনে পালাল। পিছু হটার পর স্কোয়াড্রনটা আবার গুছিয়ে জড় হল। এবারে আর কোন রকম হৈ-হল্লা না ক'রে মুখ বুজে ফের এগিয়ে চলল। আবারও মেশিনগানের দমকে দমকে গোলাবর্ষণের মুখে পড়ে ঝড়ের মুখে গাছের পাতার মতো ফিরে যেতে হল তাদের।

কিন্তু আক্রমণের ফলে লাল ফৌজীদের আগের সেই দৃঢ়সঙ্কল্প আর টিকল না। প্রথম দুটো সারি মিলেমিশে একাকার হয়ে পিছু হটল।

গ্রিগোরি গুলি চালানো বন্ধ করল না। স্কোয়াড্রনটাকে দাঁড় করাল, এগিয়ে যাওয়ার হুকুম দিল। কসাকরা এবারে একবারও শুয়ে পড়ে আড়াল না দিয়ে এগিয়ে চলল। গোড়ায় খানিকটা ইতস্তত ও যন্ত্রণাদায়ক বিমূঢ়তার যে ভাব তাদের ওপর ভর করেছিল তা যেন এখন নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। গোলন্দাজদের একটা দলকে জোর কদমে ঘোড়া ছুটিয়ে এসে পজিশন নিতে দেখে তাদের উৎসাহ বেড়ে গেল। প্রথম গোলন্দাজদলটি কামানের পাল্লা ঠিক করে গোলা ছুড়ল। গ্রিগোরি ঘোড়াগুলোকে নিয়ে আসার হুকুম দিয়ে ঘোড়া তদারককারীদের কাছে লোক পাঠাল। আক্রমণের জন্য সে তৈরি হচ্ছিল। লড়াইয়ের শুরুতে যেখান থেকে সে লাল ফৌজীদের গতিবিধি লক্ষ করছিল সেই আপেল গাছটার কাছে কামানের গাড়ির সামনের অংশ খুলে তৃতীয় আরেকটি তোপ বসানো হচ্ছে। তোপের গাড়িচালকরা গড়িমসি করছে দেখে ঘোড়সওয়ারের চুস্ত প্যান্ট পরা একজন লম্বা অফিসার বুটের ওপর থেকে গুল্‌ফ পর্যন্ত জড়ানো চামড়ার পটিতে

চাবুক আছড়াতে আছড়াতে সপ্তমে সুর চড়িয়ে ভয়ঙ্কর চিৎকার চেঁচামেচি করছে।

'সরিয়ে নিয়ে যাও! কী হল? জাহান্নামে যাও! . . .'

একজন নজরদার আর একজন সিনিয়র অফিসার ব্যাটারীর সিকি মাইলখানেক দূরে একটা ছোট টিলার ওপর ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে দূরবীন দিয়ে শত্রুপক্ষের সারিগুলোর পিছু হটা লক্ষ করছে। টেলিফোন সংযোগকারীরা নজরের ঘাঁটির সঙ্গে গোলন্দাজদলের সংযোগ ঘটানোর জন্য ছুটতে ছুটতে টেলিফোনের তার টেনে নিয়ে চলেছে। গোলন্দাজদলের কম্যাণ্ডার একজন বুড়োমতন মেজর উতলা হয়ে মোটা মোটা আঙুলে দূরবীনের চাকতি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ফোকাস করছে (তার একটা আঙুলে জ্বলজ্বল করছে একটা সোনার আঙটি। বিয়ের আঙটি সেটা)। প্রথম তোপটার কাছে সে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে উসখুস করছে, সাঁই সাঁই করে গুলি ছুটে আসতে যেন তার হাত থেকে বাঁচার জন্য মাথা ঝটকা দিচ্ছে। প্রতিবার হঠাৎ হঠাৎ সেই ঝাঁকুনিতে তার কাঁধের একপাশে ঝোলানো একটা পুরনো রঙচটা ফৌজী ব্যাগ দোল খাচ্ছে।

দুম্ করে তোপ পড়ার প্রচণ্ড আওয়াজ হল। ছোঁড়া গোলাটা কোথায় গিয়ে পড়ল লক্ষ করার পর গ্রিগোরি ফিরে তাকাল। গোলন্দাজরা সমস্ত শক্তিতে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে হাঁপাতে হাঁপাতে তোপ গড়িয়ে নিয়ে চলেছে। প্রথম বিস্ফোরক গোলাটা ফেটে পড়তে তার ধোঁয়ায় ছেয়ে গেল মাঠের ওপর পড়ে থাকা গমের আঁটিগুলো। নীল পশ্চাদ্‌পটের সামনে অনেকক্ষণ ধরে সাদা তুলোর পাঁজার মতো ধোঁয়া বাতাসে ছিন্নভিন্ন হয়ে একটু একটু করে মিলিয়ে যাচ্ছে।

কাটা গমের আঁটিগুলোর ওপাশে চারটে তোপ থেকে পরপর গোলা ছাড়া হল। কিন্তু গ্রিগোরি যা ভেবেছিল তা হল না – কামানের গোলা লাল ফৌজের সারির মধ্যে তেমন কোন বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে পারল না। এতটুকু তাড়াহুড়ো না করে শৃঙ্খলা বজায় রেখে পিছু হটতে থাকে তারা। দেখতে দেখতে গিরিপথ পেরিয়ে খাতের মধ্যে নেমে স্কোয়াড্রনটার চোখের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল। এখন আক্রমণ করা অর্থহীন বুঝতে পেরেও গ্রিগোরি গোলন্দাজদলের কম্যাণ্ডারের সঙ্গে কথা বলবে ঠিক করল। কাত হয়ে হেলেদুলে এগিয়ে এলো, রোদে পুড়ে বাদামী রঙধরা গোঁফের ডগা বাঁ হাতে ছুঁয়ে অমায়িক হাসি হাসল।

'ভেবেছিলাম হামলা চালাব।'

'আর হামলা!' মেজর জোরে মাথা নাড়ল। তার টুপির নীচ থেকে দরদর ধারে ঘাম ঝরে পড়ছে। হাতের পিঠ দিয়ে কপালের ঘাম মুছে সে বলল, 'শালা শুয়োরের বাচ্চারা কী ভাবে পিছু হটছে দেখলেন ত? ওদের আর ধরতে হচ্ছে না! তাছাড়া সে চেষ্টা করতে যাওয়াও হাস্যকর হত। ওদের এই ইউনিটগুলোতে

ওপরওয়ালাদের যে দলটা আছে তারা সব রেগুলার বাছা বাছা অফিসার। আমার এক বন্ধু কসাক সেনাপতি সেরোভ ওদের দলে আছে।...'

'আপনি কী করে জানলেন?' সন্দিগ্ধভাবে চোখ কোঁচকাল গ্রিগোরি।

'যারা দল ছেড়ে পালিয়ে এসেছে তারাই বলেছে।... গোলা বন্ধ কর!' মেজর হুকুম দিল। তারপর অনেকটা যেন কৈফিয়তের সুরেই বুঝিয়ে দিল, 'গোলা ছুড়ে কোন লাভ নেই। এদিকে আমাদের গোলাও কমে আসছে।... আপনি ত মেলেখভ, তাই না? আমার নাম পল্‌তাভ্‌ৎসেভ।' ঘামে ভেজা প্রকাণ্ড হাতের তালুটা ঠেলে গ্রিগোরির হাতের মধ্যে গুঁজে দিয়ে পরক্ষণেই ঝটকা মেরে সরিয়ে বেশ চটপট ম্যাপকেসের খোলা মুখের ভেতরে গলাল, সিগারেট বার করে গ্রিগোরিকে বলল, 'চলবে?'

তোপের গাড়িচালকরা চাপা গুরগুর আওয়াজ তুলে চওড়া খাতের ভেতর থেকে কামান তুলে আনল। ব্যাটারীর কামানগুলো আবার গাড়ির সামনের অংশের সঙ্গে জোড়া হল। গ্রিগোরি তার স্কোয়াড্রনটাকে ঘোড়ায় চাপিয়ে লাল ফৌজীদের পিছু পিছু টিলার ওপারে এগিয়ে নিয়ে চলল।

লাল ফৌজীরা পরের গ্রামটা দখল করেছিল। কিন্তু বিনা প্রতিরোধেই তারা সেটা ছেড়ে দিল। ভিওশেনস্কায়ার স্কোয়াড্রন তিনটে আর গোলন্দাজদলের লোকজন ছড়িয়ে ছিটিয়ে আস্তানা নিল সেখানে। গাঁয়ের লোকেরা ভীতসন্ত্রস্ত। ঘর ছেড়ে বেরোয় না তারা। কসাকরা খাবারের খোঁজে এর দোরে তার দোরে হানা দিতে লাগল।

গ্রামের কিনারার একটা বাড়ির সামনে গ্রিগোরি ঘোড়া থেকে নামল। আঙিনায় ঢুকে দাওয়ার সামনে ঘোড়াটাকে রাখল। বাড়ির কর্তা এক বুড়োগোছের ঢ্যাঙা কসাক। বিছানায় শুয়ে শুয়ে সে ককাচ্ছিল আর পাখির মতো অস্বাভাবিক ছোট মাথাটা নোংরা বালিশে এপাশ ওপাশ করছিল।

'কী ব্যাপার, অসুখ করেছে নাকি?' অমায়িক হাসি হাসে গ্রিগোরি।

'হ্যাঁ।'

লোকটা আসলে অসুখের ভান করছিল। তার চোখ অস্থিরভাবে এদিক ওদিক ঘুরছে। তাতে বোঝা গেল গ্রিগোরি যে তাকে বিশ্বাস করছে না এটা সে আন্দাজ করতে পেরেছে।

'আমার লোকজনদের খাওয়াবেন ত?' গ্রিগোরি দাবির সুরে বলল।

গিন্নিটি ততক্ষণ চুল্লীর আড়ালে ছিল। এবারে সেখান থেকে বেরিয়ে এসে জিজ্ঞেস করল, 'আপনারা ক'জন?'

'পাঁচজন।'

'বেশ, আসুন। ভগবান আমাদের যা দুমুঠো দিয়েছেন তাই দিয়েই খাওয়ানো যাবে।'

কসাকদের সঙ্গে খাওয়াদাওয়া সেরে গ্রিগোরি রাস্তায় বের হল।

ব্যাটারীটা লড়াইয়ের জন্য পুরোদস্তুর তৈরি হয়ে ইঁদারার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। ঘোড়াগুলোও সাজসরঞ্জাম পরা, মুখে বাঁধা খাবারের থলেগুলো দোলাতে দোলাতে যব চিবুচ্ছে। তোপের গাড়িওয়ালা আর গোলন্দাজদলের লোকজন রোদ থেকে গা বাঁচিয়ে গোলাবারুদের পেটিগুলোর ঠাণ্ডা ছায়ায় কামানের কাছেই শুয়ে বসে আছে। একজন গোলন্দাজ পায়ের ওপর পা তুলে উপুড় হয়ে পড়ে পড়ে ঘুমোচ্ছে। ঘুমের মধ্যে তার কাঁধ কেঁপে কেঁপে উঠছে। আগে হয়ত সে ছায়াতেই শুয়েছিল, কিন্তু এখন ছায়া সরে গেছে। টুপিছাড়া, খড়কুটোমাখা কোঁকড়া চুলের রাশি রোদে পুড়ে যাচ্ছে।

চওড়া চামড়ার ফিতের সাজসজ্জার নীচে ঘোড়াগুলোর গায়ের হলুদ ফেনা ফেনা ঘামে ভেজা লোম চকচক করছে। গোলন্দাজদলের লোকজন আর অফিসারদের সওয়ারী ঘোড়াগুলো বেড়ার গায়ে বাঁধা। দুপায়ের ফাঁকে লেজ গুটিয়ে বিষণ্ণভাবে দাঁড়িয়ে আছে। কসাকরা ধুলোবালিমাখা ঘর্মাক্ত অবস্থাতেই চুপচাপ বিশ্রাম করছে। অফিসাররা আর ব্যাটারী-কম্যাণ্ডার মাটিতে বসে আছে, ইঁদারার উঁচু পাড়ের গায়ে পিঠ ঠেকিয়ে তামাক খাচ্ছে। ওদের খানিকটা দূরেই রোদে জ্বলে যাওয়া বুনো শাকপাতার ওপর কসাকদের একটা দল ছয়কোনা তারার আকারে ঠ্যাঙ ছড়িয়ে দিয়ে শুয়ে আছে। একটা কেঁড়ে থেকে পাগলের মতো চুমুক দিয়ে টক দুধ খাচ্ছে। মাঝে মাঝে কেউ কেউ দাঁতের ফাঁকে যবের দানা পড়তে থুথু করে মুখ থেকে ফেলে দিচ্ছে।

সূর্য ভয়ঙ্কর তেজে জ্বলছে। টিলার দিকে ছড়িয়ে রয়েছে গ্রামের রাস্তাগুলো। সেগুলো প্রায় খালি। কসাকরা গোলাঘরের নীচে, চালাঘরের ছাদের তলায়, বেড়ার ধারে আর ভটুঁই গাছের হলুদ ছায়ায় শুয়ে ঘুমোচ্ছে। বেড়ার পাশে জিন-আঁটা ঘোড়াগুলো দাঁড়িয়ে আছে, গরমে ক্লান্ত হয়ে ঝিমুচ্ছে। একজন কসাক ঘোড়ায় চড়ে পাশ দিয়ে চলে গেল অলসভঙ্গিতে তার ঘোড়ার পিঠ বরাবর চাবুকটা তুলে। রাস্তাটা আবার হয়ে পড়ল স্তেপের বুকের নির্জন পরিত্যক্ত একটা সড়কের মতো। পথের ওপর সবুজ রঙচঙে করা এই কামানগুলো, অভিযানে আর রোদের তাপে শ্রান্তক্লান্ত এই ঘুমন্ত লোকগুলো – সবই যেন কেমন দৈবাৎ আর অপ্রয়োজনীয় মনে হয়।

একঘেয়েমিতে বিরক্ত হয়ে গিয়ে ঘরে ফিরে যাবার জন্য পা বাড়াচ্ছিল গ্রিগোরি, এমন সময় অন্য আরেকটা স্কোয়াড্রনের তিনজন ঘোড়সওয়ার কসাককে

রাস্তা দিয়ে আসতে দেখা গেল। লাল ফৌজীদের ছোটখাটো একটা বন্দী দলকে তাড়িয়ে নিয়ে আসছিল তারা। গোলন্দাজরা চঞ্চল হয়ে উঠল, উঠে দাঁড়িয়ে ফৌজী শার্ট আর সালোয়ারের ধুলোবালি ঝেড়ে নিল। অফিসাররাও উঠে পড়ল। পাশের উঠোনে কে যেন খুশিতে চিৎকার করে উঠল, 'দ্যাখ দ্যাখ, একটা দলকে ধরে নিয়ে আসছে! বাজে বকছি বলতে চাস? মাইরি বলছি!'

আশেপাশের বাড়িঘরের উঠোন থেকে ঘুমচোখে ত্রস্ত বেরিয়ে এলো কসাকরা। এগিয়ে আসছে বন্দীরা। আটজন অল্পবয়সী ছেলে, সারা গায়ে ধুলোবালির বিচিত্র নক্সা, ঘামের বোটকা গন্ধ। ঘন ভিড় করে সকলে ছেঁকে ধরল ওদের।

'কোথায় ধরলে ওদের?' নিস্পৃহ কৌতূহলভরে বন্দীদের নিরীক্ষণ করতে করতে ব্যাটারী-কম্যাণ্ডার জিজ্ঞেস করে।

সঙ্গের পাহারাদারদের একজন হামবড়াই ভাব দেখিয়ে বাহাদুরী জারি করে বলল, 'আরে, এরা আবার লড়ুয়ে! গাঁয়ের কাছে সূর্যমুখী বনের ভেতরে আমরা ওদের ধরেছি। চিলের ছোঁ থেকে তিতির পাখি যেমন প্রাণ বাঁচানোর চেষ্টা করে তেমনি লুকিয়ে ছিল। আমরা ঘোড়ার ওপর থেকে ওদের দেখতে পেয়েই ধাওয়া করলাম! একটা খতম হয়ে গেছে। . . .'

লাল ফৌজীরা ভয়ে এক জায়গায় জড়সড় হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছিল, ওদের ওপর প্রতিশোধ নেওয়া হবে ভেবে ঘাবড়ে গেছে। ওদের অসহায় চোখের দৃষ্টি কসাকদের মুখের ওপর ঘুরছে। ওদের মধ্যে শুধু একজন - দেখে মনে হয় বয়সে অন্যদের চেয়ে একটু বড় - সামান্য টেরা কালো চোখের দৃষ্টি মেলে সকলের মাথার ওপর দিয়ে অবজ্ঞাভরে তাকাচ্ছে। তার ঠোঁট কেটে রক্ত ঝরছিল। শক্ত করে ঠোঁটে ঠোঁট চেপে রেখেছে সে। রোদে পোড়া চেহারা, উঁচু গালের হাড়, গায়ের ফৌজী জামাটা তেলচিটে, পায়ের গোড়ালি থেকে হাঁটু পর্যন্ত জড়ানো পটিগুলো ছিঁড়ে ফালাফালা হয়ে গেছে। পোক্ত গড়ন, চওড়া কাঁধ। ঘোড়ার চুলের মতো কর্কশ কালো মাথার চুল, কোঁকড়া চুলের ওপর গোলা বুটির মতো ধেবড়ে বসানো সবুজ রঙের একটা টুপি, চূড়ার লম্বা ফলাটার চিহ্ন এখনও অটুট। টুপিটা সম্ভবত সেই জার্মান যুদ্ধের আমলের। লোকটা স্বচ্ছন্দ ভঙ্গিতে পা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে ছিল। হাতের নখের ওপর শুকনো রক্ত জমে আছে। মোটা মোটা কালো আঙুল দিয়ে সে ভেতরের বোতাম-খোলা জামার কলার আর খোঁচা খোঁচা কালো দাড়ি ভর্তি কণ্ঠমণি ছুঁয়ে দেখছিল। বাইরে থেকে তাকে নিস্পৃহই মনে হচ্ছিল। কিন্তু সেই যে পা'টা স্বচ্ছন্দ ভঙ্গিতে একপাশে সরিয়ে রেখেছিল, বুটের ভেতরকার জড়ানো ন্যাতা আর তার ওপর গোড়ালি থেকে হাঁটু পর্যন্ত প্যাঁচানো কাপড়ের পটিতে যেটাকে হাঁটুর ভাঁজ অবধি বেঢপ

ধরনের মোটা দেখাচ্ছিল, সেটা থেকে থেকে একটু একটু কাঁপছিল। বাদবাকি লোকগুলো সব ফেকাসে, তাদের চেহারায় উল্লেখযোগ্য কিছু নেই। একমাত্র এই লোকটার ওপরই সকলের চোখ পড়ে তার বিশাল গড়নের কাঁধ আর তাতার ধাঁচের তেজীয়ান মুখের জন্য। সম্ভবত এই কারণে ব্যাটারী-কম্যাণ্ডার তাকেই প্রশ্ন করল।

'কে তুমি?'

লাল ফৌজীর কঠিন কয়লার টুকরোর মতো কালো চকচকে খুদে খুদে চোখদুটো সজীব হয়ে ওঠে। সে নিজেই কেমন যেন অলক্ষ্যে অথচ বেশ চটপট নিজেকে সামলে নিল।

'লাল ফৌজী। বুশী।'

'জন্ম কোথায়?'

'পেন্‌জা।'

'ভলাণ্টিয়ার হয়ে এসেছ, শালা কেউটের বাচ্চা?'

'মোটেই না। পুরনো আর্মির সিনিয়র নন কমিশনড অফিসার ছিলাম। সতেরো সালে ঢুকেছি, তারপর থেকে এই আছি।'

সঙ্গের পাহারাদারদের মধ্যে একজন ওদের কথাবার্তার মাঝখানে বলে উঠল, 'এই ব্যাটা শয়তান আমাদের দিকে গুলি ছুঁড়েছিল!'

'গুলি ছুঁড়েছিল?' চটেমটে ভুরু কোঁচকায় মেজর। গ্রিগোরি তার উলটো দিকে দাঁড়িয়ে ছিল। তার চোখে চোখ পড়তে চোখের ইশারায় বন্দীকে দেখিয়ে বলল, 'আচ্ছা লোক ত! ... গুলি ছুঁড়েছিলি, অ্যাঁ? কী ভেবেছিলি বল্ ত? ধরা পড়তে পারিস সে কথা মনে হয় নি? এখন যদি তার জন্যে আমরা এখনই তোকে খতম করে দিই?'

'ভেবেছিলাম পালটা গুলি ছুঁড়ে বাধা দেব।' একটা কাচুমাচু কাষ্ঠহাসিতে কুঁচকে ওঠে তার ক্ষতবিক্ষত ঠোঁটদুটো।

'আহা, কী নমুনা একখানা! তা ছুঁড়লি না কেন?'

'সব বুলেট ফুরিয়ে গেল যে।'

'আহা-হা!' মেজরের চোখে আবেগহীন শীতলতা ফুটে উঠলেও যে ভাবে সৈনিকটিকে সে নিরীক্ষণ করল তাতে সন্তোষের ভাব গোপন রইল না। 'আর তোমরা শুয়োরের বাচ্চারা, তোমরা কোত্থেকে?' এবারে খুশি খুশি চোখে বাকিদের ওপর চোখ বুলিয়ে সম্পূর্ণ অন্য সুরে সে জিজ্ঞেস করল।

'আমাদের নানা জায়গা থেকে এনে জড় করা হয়েছে হুজুর! আমরা এসেছি সারাতভ থেকে... বালাশোভো থেকে...' লম্বা লিকলিকে ঘাড়, ঢ্যাঙা এক

ছোকরা লালচে বাদামী চুলে ভরা মাথাটা চুলকে ঘন ঘন চোখ পিটপিট করতে করতে ঘ্যানঘেনে সুরে বলল।

বেদনায় মোচড় দিয়ে উঠল গ্রিগোরির বুকের ভেতরটা। কৌতূহলী হয়ে সে খাকী পোশাক পরা এই অল্পবয়সী ছোকরাগুলোকে নিরীক্ষণ করতে থাকে। সাদাসিধে চাষীদের মুখ, হতশ্রী পদাতিকদের একটা দল। শুধু ওই গালের হাড় উঁচু যার, সেই ছেলেটিই ওর মনে বিদ্বেষ জাগিয়ে তুলল। তার সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে প্রচণ্ড রাগ আর বিদ্রূপের ভাব ফুটে উঠল গ্রিগোরির কণ্ঠস্বরে।

'কবুল করতে গেলে কী ভেবে? তুমি ওদের একটা কোম্পানি চালাচ্ছিলে তাই ত? কম্যাণ্ডার? কমিউনিস্ট? গুলি করে সবগুলো বুলেট খরচ করে ফেলেছ, বলছ? এর জন্যে আমরা যদি তলোয়ারের কোপ বসিয়ে দিই তোমার ওপর – তাহলে কেমন হয়?'

রাইফেলের কুঁদোয় থেঁতলে যাওয়া নাকের পাটাদুটো কাঁপছিল লাল ফৌজীটির। এবারে সে আগের চেয়ে সাহস দেখিয়ে বলল, 'বাহাদুরি দেখানোর জন্যে ওকথা বলি নি আমি। গোপন করার কী আছে আমার? গুলি যখন করেছি তখন স্বীকার করতেই হয়। . . . ঠিক কথা বলেছি কিনা? আর যদি বল . . . তা ইচ্ছে করলে প্রাণে মারতে পার।' তারপর আবার মৃদু হেসে বলল, 'তোমাদের কাছে ভালো আমি কিছু প্রত্যাশা করি না – নইলে আর তোমরা কসাক হবে কেন?'

চারপাশের সকলে তারিফের ভঙ্গিতে হাসল। লোকটার ভেবেচিন্তে কথা বলার ধরনে নরম হয়ে গ্রিগোরি সরে গেল। সে দেখতে পেল বন্দীরা জল খাবার জন্য ইঁদারার দিকে চলেছে। প্লেটুনের আকারে সারি বেঁধে 'দণ্ডবৎ'* কসাকদের একটা স্কোয়াড্রন পাশের গলি থেকে বেরিয়ে আসছে।

নয়

এর পরে রেজিমেণ্ট যখন একটানা লড়াইয়ের পর্যায়ে পৌঁছাল, যখন লড়াইয়ে কোন আড়াল আর রইল না এবং ফ্রন্টলাইন ভেঙেচুরে আঁকাবাঁকা হয়ে গেল, তখন শত্রুর সঙ্গে সঙ্ঘর্ষে নামতে গিয়ে, অথবা শত্রুর একেবারে কাছাকাছি হতে গ্রিগোরি কেবলই অনুভব করেছে সেই সব লাল ফৌজী সম্পর্কে, রুশ সৈন্যদের

---

* এরা পদাতিক সৈন্য। লড়াইয়ের সময় প্রতিপক্ষের গুলিগোলা এড়ানোর জন্য খানিক দূর ছোটার পর 'দণ্ডবৎ' মাটিতে শুয়ে পড়ত, তারপর আবার উঠে ছুটত। তাই এই নাম। – অনুঃ

সম্পর্কে তার প্রচণ্ড অতৃপ্ত কৌতূহল, যাদের সঙ্গে কোন এক অজ্ঞাত কারণে তাকে লড়াই করতে হচ্ছে। ১৯১৪-১৭ সালের যুদ্ধের প্রথম দিকে লেশন্যুভের উপকণ্ঠের এক টিলা থেকে যখন সে প্রথমবার অস্ট্রো-হাঙ্গেরীয় বাহিনী আর তাদের মালপত্রের গাড়ির সারিগুলোকে দ্রুত এগিয়ে আসতে দেখে, তখন যে বালকোচিত সরল অনুভূতি গ্রিগোরির মনে জেগেছিল তা যেন চিরকালের মতো রয়ে গেছে। তার মনে প্রশ্ন জাগে, 'কে এই লোকগুলো? কী ধরনের লোক তারা?' গ্লুবোকায়াতে চের্নেৎসোভের বাহিনীর বিরুদ্ধে সে যে এক সময় যুদ্ধ করেছিল, তার জীবনে যেন সে রকম কোন অধ্যায়ই ছিল না। কিন্তু সেই সময় নিজের শত্রুদের স্বরূপ তার বিলক্ষণ জানা ছিল। তাদের বেশির ভাগই ছিল দন আর্মির অফিসার, কসাক। কিন্তু এখানে তাকে মোকাবিলা করতে হচ্ছে রুশ সৈন্যদের সঙ্গে। এরা সব কেমন যেন আলাদা জাতের মানুষ, এরা দলে দলে বিপুল সংখ্যায় সোভিয়েত শাসনক্ষমতাকে মদত দিচ্ছে, কসাকদের জমিজমা বিষয়-আশয় কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করছে – অন্তত গ্রিগোরির তা-ই মনে হয়েছে।

আরেকবার লড়াইয়ের সময় গিরিপথের খাঁজের ওপাশ থেকে একদল লাল ফৌজী অতর্কিতে এসে হানা দিতে গ্রিগোরি তাদের প্রায় মুখোমুখি পড়ে যায়। সে তার ট্রুপ নিয়ে সরজেমিন তদন্তে বেরিয়েছিল। গিরিপথের তলায় যেখানে পথটা দুভাগ হয়ে গেছে তার কাছাকাছি আসার পর হঠাৎ তার কানে এলো কঠিন গাঁক গাঁক উচ্চারণে ও-কার ঘেঁষা রুশ ভাষায় কথাবার্তা আর পায়ের খসখস আওয়াজ। কয়েকজন লাল ফৌজী – তাদের মধ্যে একজন চীনা – টিলার মাথায় লাফিয়ে উঠে পড়েছিল। আচমকা কসাকদের দেখতে পেয়ে ওরা হতভম্ব। মুহূর্তের জন্য নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

'কসাক!' ওদের মধ্যে একজন ভয়ে করুণকণ্ঠে আর্তনাদ করে মাটিতে পড়ে গেল।

চীনেটা গুলি করল। পরক্ষণেই ফ্যাকাশে চুল সেই যে লোকটা পড়ে গিয়েছিল সে হাঁপাতে হাঁপাতে কর্কশ গলায় তড়বড় করে চেঁচিয়ে উঠল।

'কমরেডরা! মাক্সিম মেশিনগানটা তোল! কসাকগুলোকে তাক কর!'

'চলে এসো! কসাকদের দেখা যাচ্ছে!'

চীনেটাকে মিত্কা কোর্শুনভ তার নাগান রিভলভারের গুলিতে ধরাশায়ী করল, তারপর ঝট করে ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে গ্রিগোরির ঘোড়াটাকে এক ধাক্কায় পাশে সরিয়ে দিল। মুখের লাগাম জোর নাড়াতে নাড়াতে সে-ই প্রথম সোঁতার খাড়া পার ধরে আঁকাবাঁকা পথে প্রতিধ্বনি তুলে ভীতসন্ত্রস্ত ছুটন্ত ঘোড়াটাকে ঠিকমতো চালিয়ে নিয়ে গেল। তার পেছন পেছন বাকি কসাকরা ধুলোর ঝড় তুলে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল। একে অন্যকে ছাড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করতে লাগল

তারা। তাদের পেছনে মেশিনগানের গুরুগম্ভীর গুমগুম আওয়াজ হতে লাগল। ঢালের গায়ে আর খাঁড়ির ওপর যেখানে যেখানে কাঁটাগাছ আর বুনোফলের ঘন ঝোপ হয়ে আছে সেখানে ঝোপঝাড়ের পাতার ভেতর দিয়ে সরসর করে গুলি ছুটল, কটকট আওয়াজ তুলে ভয়ঙ্কর শব্দে পড়ে ফেটে চৌচির করে দিতে লাগল সোঁতার তলার নুড়িপাথর।

আরও কয়েকবার লালদের মুখোমুখি তাকে হতে হয়েছিল। তখন সে দেখেছে কসাকদের বুলেটে লাল ফৌজীদের পায়ের তলার মাটি ফেটে চৌচির হয়ে যেতে, দেখেছে তাদের পড়ে যেতে, তাদের কাছে নেহাৎই অপরিচিত এই সুফলা দনভূমিতে শেষ নিঃশ্বাস ফেলতে।

অল্প অল্প করে বলশেভিকদের ওপর একটা প্রচণ্ড বিদ্বেষে ভরে উঠতে থাকে গ্রিগোরির মন। তারা দুশমন হয়ে তার জীবনের ওপর হানা দিয়েছে, তাকে তার দেশের মাটি ছাড়া করেছে! গ্রিগোরি লক্ষ করল অন্য কসাকরাও আচ্ছন্ন হয়ে পড়ছে এই একই অনুভূতিতে। ওদের সকলের মনে হতে থাকে বলশেভিকরা তাদের প্রদেশে হানা দিয়েছে - এই যুদ্ধের জন্য যদি কেউ দায়ী থাকে তাহলে ওই বলশেভিকরা। মাঠ থেকে না-তোলা গমের আঁটিগুলো দেখে, ঘোড়ার খুরের নীচে না-কাটা ফসল নষ্ট হতে দেখে, শূন্য মাড়াই উঠোনগুলোর দিকে তাকিয়ে প্রত্যেকের মনে পড়ে নিজের জমির কথা। আর যখন ভাবে ঘরের মেয়েরা সেখানে হাড়ভাঙা খাটুনি খেটে খেটে হাঁপিয়ে উঠছে তখনই হৃদয় কঠিন হয়ে ওঠে, নির্মম হয়ে ওঠে ওরা। লড়াই করতে গিয়ে মাঝে মাঝে গ্রিগোরির মনে হয় তার শত্রুরা - তাম্বোভ, রিয়াজান আর সারাতভের চাষীরাও যেন তারই মতো জমির টানে হিংসায় উন্মত্ত হয়ে লড়াইয়ে নেমেছে। 'এ লড়াই ত জমির লড়াই নয়, যেন প্রেয়সীকে নিয়ে লড়াই,' গ্রিগোরি মনে মনে ভাবে।

লোকজন কম বন্দী করতে থাকে ওরা। বন্দীদের ওপর নৃশংসতার ঘটনা বেড়ে চলে। সারা ফ্রণ্ট জুড়ে চলতে থাকে ব্যাপক লুঠতরাজ। বলশেভিকদের প্রতি যাদের সহানুভূতি আছে বলে সন্দেহ আছে তাদের আর লাল ফৌজীদের পরিবারের লোকজনের ওপর চড়াও হয়ে সর্বস্ব কেড়ে নিচ্ছে, বন্দীদের জামাকাপড় খুলে উলঙ্গ করে দিচ্ছে।

কেড়ে নিচ্ছে সব কিছু। ঘোড়া আর গাড়ি থেকে শুরু করে সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনীয় বিরাট ভারী ভারী জিনিস - কোনটাই বাদ দিচ্ছে না। সামান্য কসাক সৈন্য আর অফিসার - কেউই পিছিয়ে থাকছে না এ কাজে। দ্বিতীয় সারির গাড়িগুলো লুটের মালে ফুলে ফেঁপে উঠেছে। কী না ছিল সেই সব গাড়িতে! কাপড়চোপড়, সামোভার, সেলাইকল, ঘোড়ার সাজ - এক কথায়, যার সামান্য এতটুকু মূল্য

আছে সে সবই। লুটের মালবোঝাই গাড়ি অবিরাম স্রোতে চলেছে বাড়ির দিকে। আত্মীয়স্বজনরা দলে দলে আসছে, স্বেচ্ছায় লড়াইয়ের ময়দানে গুলিগোলা আর রসদ নিয়ে আসছে, ফেরার পথে গাড়ি বোঝাই করে নিয়ে যাচ্ছে লুটের মাল। বেশির ভাগ রেজিমেন্টই ছিল ঘোড়সওয়ার রেজিমেন্ট। এ ব্যাপারে তারা একেবারে লাগামছাড়া। যারা পদাতিক, তাদের ফৌজী থলে ছাড়া জিনিস রাখার আর কোন জায়গা নেই। কিন্তু ঘোড়সওয়ার সৈন্যরা তাদের জিনের থলিতে জিনিসপত্র ঠাসতে পারে, জিনের পেছনেও বোঁচকা বাঁধতে পারে – ফলে ঘোড়াগুলোকে ফৌজী ঘোড়ার মতো যতটা না দেখায় তার চেয়ে বেশি দেখায় ভারবাহী জন্তুর মতো। কসাক ভ্রাতৃভাবের নামে যথেচ্ছাচার চলতে থাকে। যুদ্ধের সময় লুঠতরাজ করা চিরকালই কসাকদের একটা বড় রকমের প্রেরণা ছিল। বুড়োদের মুখে আগেকার দিনের যুদ্ধের গল্প শুনে আর নিজের অভিজ্ঞতা থেকে গ্রিগোরি সেটা জানে। এমন কি সেই জার্মান যুদ্ধের আমলে তাদের রেজিমেন্ট যখন প্রাশিয়ায় রণাঙ্গনের পেছনের এলাকায় ঘুরে বেড়াচ্ছিল তখন ব্রিগেড-কম্যাণ্ডার – মানুষটি একজন মান্যগণ্য জেনারেল হলে কী হবে – বারোটা স্কোয়াড্রনকে সামনে সার দিয়ে দাঁড় করিয়ে টিলার নীচের ছোট্ট একটা শহরের দিকে হাতের চাবুকটা নেড়ে বলেছিল, 'দখল করে নিতে পারলে দুঘণ্টার জন্যে শহর তোমাদের জিম্মায় ছেড়ে দেওয়া হবে। কিন্তু দু ঘণ্টা পরে লুঠতরাজ করতে গিয়ে প্রথম যে ধরা পড়বে তাকে গুলি করে মারা হবে।'

কিন্তু এ অভ্যাসটা গ্রিগোরির কেন যেন কিছুতেই রপ্ত হল না। ও শুধু ঘোড়ার জন্য দানা আর খাবার জিনিস নেয়। অন্যের জিনিস ছুঁতে গিয়ে একটা অস্পষ্ট শঙ্কা এসে ওর মনে ভর করে, লুটের জিনিসের প্রতি ওর বিরাগ আছে। বিশেষত তার চোখে নিজের দলের কসাকদের লুঠতরাজ ব্যাপারটা ন্যক্কারজনক মনে হয়। নিজের স্কোয়াড্রনটাকে সে কড়া হাতে ধরে রাখল। তার দলের কসাকরা যদি বা কখনও কিছু নেয় সেও গোপনে এবং কালেভদ্রে। বন্দীদের খুন করার কিংবা জামাকাপড় খুলে নেওয়ার হুকুম সে দেয় না। এই বাড়াবাড়ি রকমের নরম ব্যবহারের ফলে কসাকরা আর রেজিমেন্টের কর্তৃপক্ষ ওর ওপর অসন্তুষ্ট। ডিভিশনের সদর দফতরে কৈফিয়ত দেওয়ার জন্য ডেকে পাঠান হল ওকে। একজন পদস্থ অফিসার গলা চড়িয়ে অভদ্রভাবে খেঁকিয়ে উঠল ওর ওপর।

'এসব কী ব্যাপার শুনছি কর্ণেট? স্কোয়াড্রনটাকে উচ্ছন্নে দিচ্ছ যে? অত উদারতা দেখানো কেন? পাছে অবস্থা পাল্টে যায় এই ভেবে নিজের পথ পরিষ্কার রাখছ বুঝি? পুরনো দিনের কথা ভেবে দু দিকেই খেলছ? . . . চেঁচিয়ে কথা বলব না তোমার ওপর – তার মানে? . . . কোন রকম টাঁ-ফোঁ নয় বলে

দিচ্ছি! আইনশৃঙ্খলা কাকে বলে জান না? কী বলছ? - বদলে অন্য লোক নিতে বলছ? আলবত্ত অন্য লোক নেব! হুকুম দিচ্ছি আজই স্কোয়াড্রনের ভার বুঝিয়ে দেবে! কোন গাঁইগুঁই শুনব না হে বুঝেছ?'

মাসের শেষে ৩৩ নম্বর ইয়েলানস্কি রেজিমেন্টের একটা স্কোয়াড্রনের সঙ্গে পাশাপাশি চলতে চলতে ওদের রেজিমেন্টটা গর্জন খাত নামে গ্রাম দখল করে নিল।

নীচে গভীর উপত্যকাভূমিতে ঘন হয়ে ভিড় করে আছে উইলো অ্যাশ আর পপলার গাছগুলো। ঢালের ওপর ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে গোটা তিরিশেক কুটির। দেয়ালগুলো সাদা, চারধারে এবড়োখেবড়ো পাথরের নীচু পাঁচিল দেওয়া। গ্রামটার ওপরের দিকে টিলার মাথার ওপর খোলা হাওয়ার কাছে অবারিত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে একটা পুরনো হাওয়াকল। টিলার পেছন থেকে একটা সাদা মেঘের পুঞ্জ এগিয়ে আসছিল। তার পটে হাওয়াকলের নিশ্চল স্থির ডানাগুলো একপাশে কাত হয়ে আছে একটা কালো ক্রসের মতো। দিনটা বাদলা, মেঘে ঢাকা। গিরিখাতের গায়ে ঝড়ে রাশি রাশি হলুদ ঝরাপাতা উড়ছে, পাতাগুলো সরসর আওয়াজ করে মাটিতে এসে পড়ছে। গাঢ় লাল রক্তের মতো টকটক করছে টসটসে ফলে ভরা বেতের ঝড়েগুলো। মাড়াইয়ের উঠোনে খড় স্তূপাকার হয়ে চকচক করছে। টাটকা গন্ধে ভরা জমির ওপর ছড়িয়ে পড়ছে আসন্ন শীতের কোমল আবরণ।

বাহিনীর বাড়ি তদারককারী অফিসাররা গ্রিগোরি ও তার ট্রুপের জন্য যে বাসা ঠিক করে দিয়েছিল তারা সেখানে গিয়ে উঠল। বাড়ির মালিক লালদের সঙ্গে চলে গেছে। তার মোটাসোটা বয়স্কা স্ত্রী আর কিশোরী মেয়েটি ওদের খুশি রাখার জন্য ফাইফরমাস খাটতে লাগল। গ্রিগোরি রান্নাঘর থেকে সোজা ভেতরের বড় ঘরে চলে গেল, চারদিকে চোখ বুলিয়ে দেখল। পরিবারটির অবস্থা বেশ শাঁসালই বলতে হবে: মেঝেটা রঙ করা, বাঁকানো কাঠের দামী চেয়ার, আয়না, দেয়ালে সেপাইদের মামুলী কতকগুলো ফোটো আর কালো ফ্রেমে বাঁধানো একটা স্কুল সার্টিফিকেট। গ্রিগোরির বর্ষাতি ভিজে গিয়েছিল - চুল্লীর পাশে সেটা ঝুলিয়ে রেখে সে একটা সিগারেট পাকিয়ে নিল।

প্রোখর জিকভ এসে ঘরে ঢুকল। বিছানার গায়ে রাইফেলটা ঠেকিয়ে রেখে নিস্পৃহভাবে সে জানাল, 'মালের গাড়ি নিয়ে লোকজন এসেছে। তাদের সঙ্গে আপনার বাবাও এসেছেন, গ্রিগোরি পান্তেলেয়েভিচ।'

'হয়েছে! বাজে বকতে হবে না!'

'সত্যি বলছি। তারটা ছাড়াও আমাদের গাঁ থেকে কমসে কম ছ'টা গাড়ি এসেছে। যাও, দেখা কর গিয়ে!'

গ্রিগোরি গ্রেটকোট গায়ে ফেলে বেরিয়ে পড়ল। উঠোনের ফটক দিয়ে

ঘোড়াগুলোর মুখের সাজ ধরে টানতে টানতে নিয়ে আসছে পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ। ফিটন গাড়ির ভেতরে বাড়িতে বোনা মোটা বনাত কাপড়ের কোর্তায় মুড়িসুড়ি দিয়ে বসে আছে দারিয়া। গাড়ির লাগাম তার হাতে। কোর্তার মাথার ভিজে ঢাকনাটার তলা দিয়ে একজোড়া চোখ গ্রিগোরির দিকে তাকিয়ে হাসিতে গলে পড়ছে।

'তোমরা আবার এখেনে এলে কেন গো?' গ্রিগোরি হাসতে হাসতে চেঁচিয়ে তার বাপকে বলল।

'খোকা যে! আঃ, বেঁচে আছিস বাবা! অতিথ হয়ে এলাম রে, তুই ডাকিস নি, তবু এলাম।'

গ্রিগোরি চলতে চলতে বাবার চওড়া কাঁধদুটো জড়িয়ে ধরল, আড়কাঠের দড়িদড়ার বাঁধন খুলতে লাগল।

'কী রে, আশা করিস নি ত?'

'তা ত করিই নি।'

'আমাদের জোর করে পল্টনের কাজে লাগানো হয়েছে। আমাদের পাকড়াও করেছে। তোদের জন্যে গোলাগুলি নিয়ে এসেছি। লড়াই করে যা – আর কী বলব?'

ঘোড়াগুলোর জোয়াল খুলতে খুলতে টুকরো টুকরো কথাবার্তা হতে লাগল ওদের দু'জনের মধ্যে। দারিয়া ফিটন গাড়ির ভেতর থেকে খাবারদাবার আর ঘোড়ার দানা বার করতে লাগল।

'তুমি এলে যে বড়?' গ্রিগোরি জিজ্ঞেস করল।

'বাবার সঙ্গে এসেছি। ওর শরীরটা ভালো নেই, আগস্ট পরবের পর থেকে সেই যে শরীর খারাপ হয়ে পড়েছে কিছুতেই আর ভালো হচ্ছে না। মা ত ভেবে অস্থির, বিদেশ বিভুয়ে একা একা গেলে যদি বিপদ আপদ কিছু ঘটে যায়! . . .'

ঘোড়াগুলোর দিকে কিছু ঘন সবুজ সুগন্ধী শ্যামা ঘাস ছুঁড়ে দিল পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ। গ্রিগোরির কাছে এগিয়ে গিয়ে কালো চোখের অসুস্থ ধরনের রক্তাভ সাদা ডেলাটা উৎকণ্ঠভরে বড় বড় করে ভাঙা ভাঙা গলায় ফিসফিসিয়ে বলল, 'কী খবর বল দেখি?'

'তেমন কিছু নয়। লড়াই করে যাচ্ছি আমরা।'

'শোনা যাচ্ছে কসাকরা নাকি নিজেদের সীমানার বাইরে গিয়ে আর লড়াই করতে রাজী নয়। . . . সত্যি নাকি?'

'ও শুধু কথার কথা,' গ্রিগোরি এড়িয়ে গিয়ে উত্তর দিল।

'এসবের মানে কী বল ত?' বুড়ো হতবুদ্ধি হয়ে বলল। কেমন যেন অচেনা শোনাল তার গলার স্বরটা। 'এ কী করে হয়? . . . এদিকে আমাদের বুড়োরা আশা করছে . . . তোরা না হলে কে বাঁচাবে আমাদের দন-বাবাকে? তোরাই

যদি লড়তে না চাস... ভগবান না করুন... সে কেমন করে হয় বল ত? তোদের রসদের গাড়ির লোকজনের মুখে শুনলাম।... যত রাজ্যের গোলমাল ছড়াচ্ছে শুয়োরের বাচ্চাগুলো!'

ওরা ঘরের ভেতরে ঢুকল। কসাকরা সব এসে জুটেছে। প্রথমে আলাপ চলে গাঁয়ের খবর নিয়ে। দারিয়া বাড়ির গিন্নির সঙ্গে ফিসফিস করে কথাবার্তা বলল, তারপর খাবারের থলে খুলে সন্ধ্যার খাবারের আয়োজনে লেগে গেল।

হাড়ের চিরুনী দিয়ে আঁচড়ে জট ছাড়িয়ে দাড়ি পাট করতে করতে পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ বলল, 'শুনলাম তোকে নাকি স্কোয়াড্রন-কম্যাণ্ডারের পদ থেকে নামিয়ে দিয়েছে?'

'আমি এখন ট্রুপ-কম্যাণ্ডার।'

গ্রিগোরির নিস্পৃহ উত্তরে বুড়ো চটে উঠল। তার কপালে ভাঁজ ফুটে ওঠে। খোঁড়াতে খোঁড়াতে টেবিলের কাছে গিয়ে তাড়াতাড়ি ভগবানের নাম করল, তারপর লম্বা কসাক-কোর্তার কিনারায় হাতের চামচখানা মুছে আহতস্বরে জিজ্ঞেস করল, 'তোর ওপর অমন রাগ হওয়ার কারণ কী? বড় কর্তাদের মন জুগিয়ে চলতে পারিস নি বুঝি?'

কসাকদের উপস্থিতিতে এই নিয়ে আলোচনা করার ইচ্ছে গ্রিগোরির ছিল না। তাই সে বিরক্ত হয়ে কাঁধ নাচাল।

'নতুন একজনকে পাঠিয়েছে।... শিক্ষিত লোক।'

'তা যাই হোক, তুই ওদের সেবা করে যা খোকা! শিগগিরই ওরা তোর কদর বুঝতে পারবে। ইশ্, কী আমার শিক্ষিত। ওদের বলে দিস, জার্মান যুদ্ধের সময় তুই লড়াইয়ের ময়দানে সত্যিকারের শিক্ষা পেয়েছিস। যে-কোন চশমা-চোখে কর্তার চেয়ে তোর জ্ঞানবুদ্ধি বেশি!'

বোঝাই যাচ্ছিল বুড়ো ক্ষেপে লাল হয়ে গেছে। এদিকে গ্রিগোরি ভুরু কুঁচকে আড়চোখে লক্ষ করতে থাকে কসাকরা মুখ টিপে হাসছে কিনা।

নামিয়ে দেওয়া হয়েছে বলে কিছু মনে কোন ক্ষোভ নেই গ্রিগোরির। গ্রামবাসীদের জীবনের দায়িত্ব এবার থেকে যে আর তার ওপর নেই এটা বুঝতে পেরে সে বরং খুশিমনে স্কোয়াড্রনের ভার বুঝিয়ে দিয়েছে। তবে তার অহঙ্কারে একটু ঘা লেগেছিল বৈ কি! তার ওপর এ সম্পর্কে কথা তুলে বাবা নিজের অজান্তেই গ্রিগোরির মেজাজটা খারাপ করে দিল।

বাড়ির কর্ত্রী রান্নাঘরের ভেতরে চলে গেল। পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচের সঙ্গে তার পাড়ার লোক বগাতিরিওভও এসেছিল। তার মুখে নিজের উক্তির সমর্থনের আভাস পেয়ে পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ আবার কথা শুরু করে দিল।

'তাহলে এটা সত্যি যে দেশের সীমানার বাইরে যাবে না বলে তোমরা মনে মনে ঠিক করেছ?'

প্রোখর জিকভ তার বাছুরের মতো ডাগর ডাগর দরদভরা চোখদুটো ঘন ঘন পিট পিট করতে থাকে। কোন কথা না বলে নিঃশব্দে হাসল সে। মিত্‌কা কোর্‌শুনভ উবু হয়ে চুল্লীর ধারে বসে বসে আঙুল পুড়িয়ে হাতের সিগারেটটায় সুখটান দিচ্ছিল। বাকি তিনজন কসাক বেঞ্চির উপর শুয়ে বসে ছিল। কেন যেন কেউই প্রশ্নের কোন উত্তর দিল না। বগাতিরিওভ বিরক্তিভরে হাত নাড়ল।

'এসব ব্যাপার নিয়ে ওরা আর আজকাল মাথা ঘামায় না,' গুরুগম্ভীর খাদের স্বরে গমগম করে সে বলল। 'ওদের কাছে এখন সব সমান। . . .'

ইলিন নামে অসুস্থ ধরনের গোবেচারা গোছের এক ছোটখাটো কসাক অলসভাবে জবাব দিল, 'সীমানা পেরিয়ে যাব কেন? কেন যাব বল ত? আমার বৌ একগাদা অনাথ ছেলেপুলে রেখে মরেছে, আমি কেন বেঘোরে প্রাণটা হারাতে যাব?'

'আমাদের কসাক দেশ থেকে ওদের তাড়িয়ে দিয়ে যে যার বাড়ি চলে যাব – ব্যস!' আরেকজন কসাক জোর দিয়ে তাকে সায় দিল।

মিত্‌কা কোর্‌শুনভের সবুজ চোখদুটো শুধু হেসে উঠল। পাতলা ফুরফুরে গোঁফটায় তা দিয়ে সে বলল, 'আমার কিন্তু মনে হয় আরও পাঁচবছর অন্তত লড়া যেতে পারে। আমার বাপু ভালোই লাগে!'

'বেরিয়ে পড়! জিন চাপাও সবাই!' উঠোন থেকে চিৎকার শোনা গেল।

'দেখলে ত!' হতাশ ভাবে বলে উঠল ইলিন। 'কাণ্ডটা দেখলে ত তোমরা? গায়ের ভেজা জামাকাপড় এখনও শুকোলো না, এদিকে চিল্লোচ্ছে, 'বেরিয়ে পড়!' তার মানে আবার চলে যাও সেই আগের ঠাঁই। তোমরা কিনা আবার সীমানার কথা বল! কিসের সীমানা? আমাদের বাড়ি যাওয়া দরকার! সন্ধির জন্যে চেষ্টা করা উচিত, তা নয় বলছ কিনা . . .'

বিপদের হুঁশিয়ারিটা দেখা গেল মিথ্যেই দেওয়া হয়েছিল। গ্রিগোরি ক্ষেপে গিয়ে নিজের ঘোড়াটাকে ফের উঠোনে টেনে নিয়ে এলো। অকারণে বুটসুদ্ধ পায়ে সেটার কুঁচকিতে এক লাথি কষিয়ে দিল, পাগলের মতো চোখ পাকিয়ে সে গর্জে উঠল, 'হারামজাদা কোথাকার! সিধে চল্‌ বলছি!'

দরজার কাছে দাঁড়িয়ে সিগারেট টানছিল পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ। কসাকদের ঢোকার পথ করে দিয়ে সরে দাঁড়াতে দাঁড়াতে সে জিজ্ঞেস করল, 'অমন হুলস্থুল পড়ে গিয়েছিল কী জন্যে?'

'একপাল গোরু যাচ্ছিল, সেগুলোকে দেখে ভেবেছিল বুঝি লাল ফৌজী।'

গ্রিগোরি গ্রেটকোট খুলে টেবিলের ধারে বসল। বাকি সবাই গজগজ করতে করতে ওপরের জামাকাপড় খুলল, তলোয়ার রাইফেল আর সেই সঙ্গে কার্তুজের থলেগুলো ছুড়ে ছুড়ে ফেলতে লাগল বেঞ্চের ওপর।

অন্য সকলে শুয়ে পড়তে পারেলেই প্রকোফিয়েভিচ উঠোনে ডেকে নিয়ে গেল গ্রিগোরিকে। সদর দরজার ধাপের ওপর বসল ওরা দু'জন।

গ্রিগোরির হাঁটু ছুঁয়ে ফিসফিস করে বুড়ো বলল, 'একটা কথা বলতে চাই তোকে। হপ্তাখানেক আগে পেত্রোর কাছে গিয়েছিলাম। ওদের ২৮ নম্বর রেজিমেন্টটা এখন আছে ঠিক কালাচ ছাড়িয়ে।... সেখানে আমার মন্দ লাভ হয় নি রে, খোকা। পেত্রোটার এলেম আছে বলতে হবে, ঘর গেরস্থালির দিকে বেশ নজর আছে! ও আমায় এক থলে ভরতি জামাকাপড় দিয়েছে, একটা ঘোড়া আর কিছু চিনি দিয়েছে।... ঘোড়াটা কিন্তু সত্যিই চমৎকার!...'

'একটু সবুর কর!' বুড়ো কিসের ইঙ্গিত করছে বুঝতে পেরে রেগে আগুন হয়ে রূঢ়ভাবে তার কথার মাঝখানে বাধা দিল গ্রিগোরি। 'এর জন্যেই কি তোমার এখানে আসা?'

'কেন নয়?'

''কেন নয়' মানে কী বলতে চাও?'

'অন্য লোকেরা ত নিচ্ছে গ্রিশা...'

'অন্য লোকেরা! নিচ্ছে!' রাগে ক্ষিপ্ত হয়ে কথা খুঁজে না পেয়ে গ্রিগোরি আওড়াল। 'তোমার নিজের কি কম আছে? তোমরা সব ইতর লোকজন! জার্মান যুদ্ধের সময় এরকম ব্যাপার হলে গুলি করে মারা হত!'

'অমন হই হাই করিস নে বাপু!' নিস্পৃহভাবে বাপ তাকে থামিয়ে দিল। 'আমি তোর কাছে ভিক্ষে চাইছি নে। আমার কিছু চাই না। আমি আজ আছি কাল নেই।... তুই নিজের কথা ভাব। আহা কী বড়লোক আমার! বাড়িতে গাড়ি বলতে আছে মাত্র একটা, আর উনি কিনা... তাছাড়া যারা লালদের দলে গিয়ে ভিড়েছে তাদেরটা নেবই না বা কেন? না নেওয়াটাই ত পাপ! বাড়িতে প্রত্যেকটা জিনিসই কাজে লাগবে।'

'থাম ত দেখি! নইলে এক্ষুনি ভাগিয়ে দেব এখান থেকে! এই কাজের জন্যে আমি কসাকদের উচিত শিক্ষা দিয়েছি, আর আমার বাপ কিনা এলেন লোকের ওপর লুঠতরাজ করতে!' রাগে কাঁপতে থাকে গ্রিগোরি। হাঁপাতে থাকে সে।

'সেই জন্যেই ত স্কোয়াড্রন-কম্যাণ্ডারের পদ থেকে তাড়িয়েছে তোকে!' বাপ খোঁচা দিয়ে বলল।

'চুলোয় যাক! আমার কোন দরকার নেই। ট্রুপও আমি ছেড়ে দেব!...'

'তা নয়ত কী। বড় বেশি লায়েক হয়েছিস। . . .'

এক মুহূর্ত দু'জনেই চুপচাপ। সিগারেট ধরাতে গিয়ে দেশলাইয়ের আলোয় গ্রিগোরির এক ঝলক চোখে পড়ল বাপের বিব্রত ও আহত মুখটা। এতক্ষণে ও বুঝতে পারল বাপের আসার আসল উদ্দেশ্য। মনে মনে ভাবল, 'এই জন্যেই দারিয়াকে নিয়ে এসেছে শয়তান বুড়োটা! লুটের মাল আগলানোর জন্যে।'

'স্তেপান আস্তাখভ ফিরে এসেছে, শুনেছিস?' পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ নিস্পৃহভাবে শুরু করল।

'কী বললে?' গ্রিগোরির হাত থেকে সিগারেটটাই খসে পড়ে গেল।

'বলছি কী তাহলে? দেখা যাচ্ছে ও মোটেই মরে নি, বন্দী হয়েছিল। ফিরে এসেছে বহাল তবিয়তে। সঙ্গে জামাকাপড় আর কত যে ভালো ভালো জিনিসপত্র তার কোন লেখাজোখা নেই! দু'গাড়ি বোঝাই করে মাল এনেছে।' বুড়ো এমন জাঁক করে বানিয়ে বানিয়ে কথাগুলো বলল যেন স্তেপান তার ঘরের লোক। 'আক্সিনিয়াকে ঘরে ফিরিয়ে এনেছে, তারপর সোজা চলে গেছে পল্টনের চাকরীতে; ভালো কাজ পেয়েছে – কাজানস্কায়া না কোথাকার যেন লাইনের কম্যাণ্ডান্ট হয়েছে।'

'আটা-ময়দা কি অনেক পেষাই হয়েছে?' গ্রিগোরি কথার মোড় ঘুরিয়ে নিল।

'দুশ বস্তা।'

'তোমার নাতি-নাতনিরা কেমন আছে?'

'ওঃ নাতি-নাতনি, চমৎকার! ওদের কিছু উপহার পাঠালে পারতিস কিন্তু।'

'লড়াইয়ের জায়গা থেকে কী উপহার পাঠাতে পারি বল?' করুণভাবে দীর্ঘশ্বাস ফেলল গ্রিগোরি; ওর চিন্তা কিন্তু ঘুরতে থাকে আক্সিনিয়া আর স্তেপানের ধারে কাছে।

'একটা রাইফেল-টাইফেল পাওয়া যাবে তোর কাছে? বাড়তি নেই?'

'ও দিয়ে কী হবে তোমার?'

'বাড়ির জন্যে। জন্তুজানোয়ার আর চোর বদমাশ তাড়াবার জন্যে। যে-কোন সময় কাজে লাগতে পারে। কার্তুজ আমার পুরো এক পেটি আছে। গাড়িতে বয়ে নিয়ে যাবার সময় হাতিয়ে রেখেছিলাম।'

'নিয়ে নাও। গাড়িতে আছে। ও জিনিস আমাদের অনেক আছে।' গ্রিগোরি বিষণ্ণভাবে হাসল। 'আচ্ছা, এবারে শুতে যাও। আমাকে আবার চৌকি দেখতে যেতে হবে।'

পর দিন সকালে রেজিমেন্টের একটা অংশ গ্রাম ছেড়ে চলে গেল। গ্রিগোরি এই স্থির বিশ্বাস নিয়ে গেছে যে বাপকে খুব লজ্জা দিয়েছে, খালি হাতেই ফিরে যেতে হবে বুড়োকে। এদিকে কসাকদের বিদায় দিয়ে পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ এমনভাবে গোলাঘরে গিয়ে ঢুকল যেন সে-ই বাড়ির কর্তা। চালের বাতা থেকে

ঘোড়ার জোয়ালের গলবন্ধনী আর পেটের ও পেছনের বাঁধুনিগুলো পেড়ে নিজের গাড়ির কাছে নিয়ে চলল। বাড়ির গিন্নি চোখের জলে ভাসতে ভাসতে পেছন পেছন ছুটে এলো, বুড়োর কাঁধ চেপে ধরে চিৎকার করে কাঁদতে লাগল।

'বাবা গো! ওগো ভালোমানুষের পো: তোমার কি পাপের ভয় নেই? অনাথাদের কষ্ট দিচ্ছ কেন? সাজগুলো ফেরত দিয়ে দাও! ভগবানের দোহাই, ফেরত দিয়ে দাও!'

'হয়েছে হয়েছে, ওসব ভগবান-টগবান রাখ,' পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ খোঁড়াতে খোঁড়াতে ওকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে বিড়বিড় করে বলল। 'তোমাদের সোয়ামিরাও সুযোগ পেলে আমাদের কাছ থেকে কেড়ে নিত। তোমার মরদটা কমিশনার, তাই না? ... ছাড় বলছি! যা তোমার তা-ই আমার – আর তা ভগবানেরও। তাই বলি কি, চেপে যাও। ঘ্যানঘ্যান কোরো না বাপু!'

তারপর বাড়ির ভেতরে গিয়ে সিন্দুকের তালা ভাঙল, অন্য গাড়িওয়ালাদের নীরব সহানুভূতিসূচক দৃষ্টির সামনে নতুন গোছের সালোয়ার আর উর্দি বেছে বেছে আলোর সামনে তুলে ধরে খুঁটিয়ে দেখল, কালো কালো বেঁটে আঙুল দিয়ে সেগুলো দলামোচড়া করে গাঁটরি বাঁধল।

দুপুরের আগে আগে ওরা দু'জনে বাড়ির দিকে রওনা হল। উবুর চুবুর বোঝাই গাড়িতে বোঁচকা বুঁচকির ওপর বসে আছে দারিয়া, তার পাতলা ঠোঁটজোড়া চাপা। পেছনে সব জিনিসপত্রের ওপরে উঁচিয়ে আছে স্নানের জল গরম করার এক বিশাল কড়াই – পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ স্নানঘরের জল গরমের চুল্লীর নীচ থেকে টেনে বার করছিল। কোন রকমে টেনে হিঁচড়ে সে যখন ওটাকে গাড়ির কাছে নিয়ে এলো তখন দারিয়া তিরস্কারের সুরে মন্তব্য করেছিল, 'আপনি দেখছি বাবা গু-মুতও বাদ দেবেন না!'

তাইতে বুড়ো খাপ্পা হয়ে উত্তর দিল, 'চোপ্ রও আহাম্মুক! কড়াটা ওদের কাছে ছেড়ে দিয়ে যাব না আরও কিছু! তুই হবি বাড়ির গিন্নি! – ওই হতচ্ছাড়া গ্রিশকাটার মতোই আর কি! কড়াটাও আমার কাজে লাগবে। হ্যাঁ হ্যাঁ। ... এই চল্ চল্! কোনো কথা নয়!'

কাঁদতে কাঁদতে বাড়ির গিন্নির চোখ ফুলে গিয়েছিল। সে যখন বাড়ির ফটক বন্ধ করছিল তখন বুড়ো উদারতা দেখিয়ে বলল, 'চলি গো মেয়ে! রাগ কোরো না। পরে তোমাদের আরও অনেক হবে!'

দশ

একটানা দিনগুলোর শেকল – আঙটার পর আঙটা দিয়ে জোড়া। এক নাগাড়ে পথ চলা, লড়াই, বিশ্রাম। গরম। বৃষ্টিবাদলা। ঘোড়ার ঘাম আর জিনের গরম চামড়ার মেশানো গন্ধ। অবিরাম চাপ পড়ায় দেহের শিরাগুলোতে রক্ত ত নয়, যেন টগবগিয়ে ফুটছে তরল পারদ। ঘুমের অভাবে মাথাটা তিন ইঞ্চি গোলার চেয়েও ভারী। গ্রিগোরি যদি একটু বিশ্রাম করতে পারত, যদি একটু ঘুমিয়ে নিতে পারত! তারপর একটা হালের পেছন পেছন লাঙলচষা নরম মাটির ওপর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে শিস দিয়ে হালের বলদগুলোকে তাড়া দাও, মাথার ওপরকার নীল আকাশে সারসের তীক্ষ্ণ ডাক শোনো, মাকড়সার রুপোলি জাল গালের ওপর এসে পড়লে আস্তে করে হাত দিয়ে সরিয়ে দাও, বুক ভরে টেনে নাও লাঙলের ফলায় উঠে আসা শরৎকালীন জমির মাতাল করা ঘ্রাণ।

কিন্তু তার বদলে ফসলক্ষেতের ভেতর দিয়ে কেটে ফালা ফালা হয়ে চলে গেছে ফ্রন্টলাইনের রাস্তা। রাস্তায় চলেছে কাতারে কাতারে বন্দী – অর্ধ উলঙ্গ, ধুলোয় বালিতে শবদেহের মতো কালো। চলেছে স্কোয়াড্রন। ঘোড়ার খুরে রাস্তা ক্ষতবিক্ষত হচ্ছে, লোহার নালে মাড়িয়ে চলেছে ফসল। সৈন্যদের মধ্যে যারা একটু রসিক প্রকৃতির তারা যে সমস্ত কসাক লাল ফৌজীদের সঙ্গে চলে গেছে গ্রামে গ্রামে গিয়ে তাদের পরিবারের ওপর তল্লাশী চালায়, স্বধর্মত্যাগীদের মা-বৌদের চাবুক মারে। . . .

অন্তঃসারশূন্য একঘেয়ে দিনগুলো কাটতে থাকে। স্মৃতি থেকে উবে যায় তারা, একটা ঘটনাও মনে কোন দাগ কাটে না – এমন কি কোন গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাও নয়। যুদ্ধের মামুলী দিনগুলো যেন আরও একঘেয়ে মনে হয় – এমন কি আগেকার জার্মান অভিযানের সময়ের চেয়েও বেশি। তার কারণ হয়ত এই যে সব কিছুই আগে জানা হয়ে গেছে। তাছাড়া যারা আগের যুদ্ধে যোগ দিয়েছিল তারা এখন যুদ্ধটাকেই দেখছে অবজ্ঞার চোখে। এই যুদ্ধের পরিধি, শক্তি, ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ – সবই জার্মান যুদ্ধের তুলনায় যেন যুদ্ধ-যুদ্ধ খেলা। শুধু মৃত্যু – প্রাশিয়ার লড়াইয়ের ময়দানের মতো – এখানেও মৃত্যু তার করাল কালো মূর্তি নিয়ে মাথা উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, মানুষকে আতঙ্কগ্রস্ত করে তুলছে, আত্মরক্ষার জৈব তাগিদ জাগিয়ে তুলছে তার মধ্যে।

'একে যুদ্ধ বলে? নামেই যুদ্ধ। হ্যাঁ, যুদ্ধ ছিল বটে জার্মান-যুদ্ধ – জার্মানরা যখন কামান থেকে গোলা ছুঁড়ত তখন গোড়াসুদ্ধ উপড়ে আসত গোটা রেজিমেন্ট।

'আর এখন? একটা স্কোয়াড্রনের দু'জনের গায়ে আঁচড় লাগল কিনা বলে বড় ক্ষতি!' লড়াই-ফেরতা পুরনো লোকজন বলাবলি করে।

কিন্তু এই যুদ্ধ-যুদ্ধ খেলাও বিরক্তি ধরিয়ে দেয়। অসন্তোষ, ক্লান্তি আর ক্ষোভ জমতে থাকে সকলের মনে। স্কোয়াড্রনে ক্রমেই বেশি করে বলতে শোনা যায়, 'দনের মাটি থেকে লালদের খেদাতে পারলেই আমাদের কাজ শেষ! দেশের সীমানা ছাড়িয়ে আমরা আর যাচ্ছি নে। রাশিয়া তার নিজের মতো চলুক, আমরা চলব আমাদের নিজেদের মতো। আমাদের নিজেদের বিধিব্যবস্থা ওদের ওপর চাপাতে যাওয়া ঠিক হবে না।'

ফিলোনোভস্কায়ার আশেপাশে সারা শরৎকাল ধরে নিস্তেজ লড়াই চলে। সামরিক গুরুত্বের সবচেয়ে বড় কেন্দ্র ছিল ত্সারিৎসিন। প্রতিবিপ্লবী দল আর লাল ফৌজীরা – দুপক্ষই সেখানে তাদের সেরা শক্তির সমাবেশ ঘটিয়েছিল। এদিকে উত্তর ফ্রন্টে দুপক্ষের কারোরই তেমন প্রাধান্য ছিল না। দুপক্ষেই চূড়ান্ত আঘাত হানার জন্য শক্তি সঞ্চয় করছিল। কসাকদের ঘোড়সওয়ার সৈন্য বেশি – এই প্রাধান্যের সুযোগ নিয়ে তারা একযোগে দুদিক থেকে অপারেশন শুরু করে দিল – রক্ষণব্যূহ ঘিরে ফেলে পেছন দিকে ঢুকে পড়ল। কসাকদের প্রাধান্য দেখা যাচ্ছিল একমাত্র তখনই যখন প্রধানত ফ্রন্টের সংলগ্ন এলাকা থেকে সদ্য সমাবেশ করা লাল ফৌজীদের ইউনিটগুলো তাদের মোকাবিলায় নামে। সেগুলোর মনোবল তেমন দৃঢ় ছিল না। সারাতভ ও তাম্বোভ প্রদেশের চাষীরা দলে দলে আত্মসমর্পণ করে। কিন্তু সেনাপতিমণ্ডলী যেই শ্রমিক রেজিমেন্ট, জাহাজী সৈন্যদের দল অথবা ঘোড়সওয়ার বাহিনীকে কাজে লাগাচ্ছে অমনি অবস্থা সমানে সমানে চলে আসছে। ফের উদ্যোগ এ হাত ও হাত ঘুরে বেড়াচ্ছে, পালা করে এ পক্ষের ও পক্ষের যে জিত হচ্ছে সেগুলোর গুরুত্ব নেহাৎই স্থানীয়।

গ্রিগোরি যুদ্ধে যোগ দিলেও নিস্পৃহভাবে লক্ষ করে যাচ্ছে তার গতিপ্রকৃতি। গ্রিগোরির দৃঢ় বিশ্বাস যে শীতকাল নাগাদ ফ্রন্ট বলে আর কিছু থাকবে না। সে জানে যে কসাকরা শান্তির জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে আছে, তাই দীর্ঘকালের জন্য যুদ্ধ চালানোর কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না। রেজিমেন্টে খবরের কাগজ কদাচিৎ আসে। হলদে মোড়কের কাগজে ছাপা 'দনের উজানভূমি' পত্রিকার সংখ্যাটা গ্রিগোরি ঘৃণাভরে হাতে নেয়, দ্রুত চোখ বুলিয়ে দেখে সামরিক বিবৃতিগুলো আর রাগে দাঁতে দাঁত ঘসে। কসাকরা প্রাণ খুলে হো হো করে হাসতে থাকে, যখন গ্রিগোরি কৃত্রিম উল্লাসে ভরা গালভরা লাইনগুলো পত্রিকা থেকে ওদের পড়ে শোনায়।

২৭শে সেপ্টেম্বর ফিলোনোভ্স্কায়া অংশের যুদ্ধে পর্যায়ক্রমে সাফল্য। ২৬ তারিখ রাত্রিতে দুর্ধর্ষ ভিওশেনস্কায়া রেজিমেন্ট পদগোর্নি গ্রাম হইতে শত্রুপক্ষকে বিতাড়ন করে এবং দ্রুত পশ্চাদ্ধাবনপূর্বক লুকিয়ানভ্স্কি গ্রামে প্রবেশ করে। এই যুদ্ধে বহু সামগ্রী এবং বিপুল সংখ্যক বন্দী আমাদের হস্তগত হইয়াছে। রেড ইউনিটগুলি ছত্রভঙ্গ হইয়া পশ্চাদপসরণ করিতেছে। কসাকদের মনমেজাজ প্রফুল্ল। দন কসাকরা নব নব বিজয়লাভের জন্য উদ্‌গ্রীব।

'হুঃ, কত বন্দী আমরা ধরেছি? বিপুল সংখ্যক! হা-হা-হা! শালা শুয়োরের বাচ্চা! ধরেছি ত বত্রিশটা! আর ওরা কিনা . . . হো-হো-হো! . . .' আকর্ণবিস্তৃত সাদা দাঁত বার করে লম্বা লম্বা হাতে সাঁড়াশীর মতো পেটের দুপাশ চেপে ধরে হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ে মিত্‌কা কোর্‌শুনভ।

সাইবেরিয়ায় ও কুবানে মাধ্যমিক সামরিক শিক্ষায়তনের শিক্ষার্থী ক্যাডেট দলের সাফল্যের সংবাদও কসাকরা বিশ্বাস করল না। খবরের কাগজের মিথ্যাগুলো যেন বাড়াবাড়ি রকমের নির্লজ্জ – কোন আগল নেই। দলের একজন কসাক অখ্‌ভাত্‌কিন – বিশালদেহী, আজানুলম্বিত বাহু – চেকোস্লোভাক ট্রুপের বিদ্রোহের একটা খবর পড়ে গ্রিগোরির উপস্থিতিতেই বলে উঠল, 'চেকদের আগে ছাতু করবে, তারপরই ওদের যত ফৌজ আছে সব এদিকে পাঠিয়ে এমন যাঁতা দেবে আমাদের যে পিষে মণ্ড ক'রে ছাড়বে। . . . ওদের একটাই কথা – 'মা রাশিয়া'!' তারপর বিষণ্ণভাবে শেষ করল, 'ঠাট্টা, তাই না?'

'ভয় দেখিও না! অমন বোকা বোকা কথা শুনলে তলপেট চিনচিন করে,' প্রোখর জিকভ ওকে পাত্তা না দিয়ে বলল।

কিন্তু গ্রিগোরি সিগারেট পাকাতে পাকাতে নীরবে মনে মনে হিংস্র উল্লাসভরে বলল, 'কথাগুলো ঠিকই বলেছে!'

সেদিন সন্ধ্যায় অনেকক্ষণ ধরে সে ঘাড় গুঁজে বসে থাকে টেবিলের ধারে। তার গায়ের জামাটা রোদে ঝলসে গেছে, একই রকম ঝলসে গেছে খাকিরঙা কাঁধপটি দুটো। কলারের কাছের বোতাম খোলা। রোদে পোড়া মুখের ভাব কঠিন। অস্বাস্থ্যকর মাংসের পুষ্টিতে তার মুখের ভাঁজ আর গালের উঁচু হাড় ঢাকা পড়ে গেছে। সে তার পেশল কালো ঘাড়টা নাড়ায়, কী যেন ভাবতে ভাবতে রোদে বাদামী রঙ ধরা, কোঁকড়ানো গোঁফের ডগা মোচড়ায়, একাগ্রভাবে তাকিয়ে থাকে একদৃষ্টে। গত কয়েক বছরে ওর চোখদুটো যেন অনেক নিরুত্তাপ আর কুটিল হয়ে এসেছে। বসে বসে গভীরভাবে সে ভাবতে থাকে। অনভ্যাসের দরুন কষ্ট-

লাগে তার ভাবতে। তারপর শুতে গিয়ে সকলের এক সাধারণ প্রশ্নের জবাবেই যেন আপন মনে বলে ওঠে, 'পালানোর কোন জায়গা নেই!'

সারা রাত ঘুম হল না। বারবার উঠে বাইরে দেখতে গেল তার ঘোড়াটা, সদর দরজার কাছে কালো রেশমী চাদর জড়ানো মৃদু শিহরিত নিস্তব্ধতার মধ্যে দাঁড়িয়ে রইল।

* * *

যে ছোট ভাগ্যতারকা নিয়ে গ্রিগোরি জন্মেছে তার শান্ত আলো নিঃসন্দেহে এখনও ধিকিধিকি জ্বলছে। বোঝাই যাচ্ছে, স্খলিত হয়ে নিভু নিভু শীতল শিখায় সমস্ত আকাশটাকে পুড়িয়ে দিয়ে উড়তে উড়তে নীচে পড়ার সময় তার এখনও আসে নি। এক শরৎকালের মধ্যেই গ্রিগোরি সওয়ার থাকা অবস্থায় তার তিনটে ঘোড়া মারা গেছে, গ্রেটকোটের পাঁচটা জায়গা গুলিতে ফুটো হয়েছে। মৃত্যু যেন তার কালো ডানা মেলে মাথার ওপর উড়তে উড়তে ওকে নিয়ে খেলে বেড়াচ্ছে। একবার গুলি গ্রিগোরির তলোয়ারের তামার হাতল এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় করে চলে গেল, হাতলের ঝালরটা ঘোড়ার পায়ের কাছে খসে পড়ে গেল দাঁতে কাটা টুকরোর মতো।

'কেউ নিশ্চয় একমনে তোর জন্যে ভগবানের নাম করছে, গ্রিগোরি,' মিত্‌কা কোর্‌শুনভ বলে। কিন্তু গ্রিগোরির মুখে নিরানন্দ হাসি ফুটে উঠতে দেখে সে অবাক হয়ে যায়।

রেললাইন পেরিয়ে চলে গেছে ফ্রন্ট। রোজ রসদের গাড়ি করে আসতে থাকে কাঁটাতারের কুণ্ডলী। রোজ ফ্রন্টলাইন ধরে টেলিগ্রাফ ছড়িয়ে পড়তে থাকে বার্তা:

> যে-কোন দিন মিত্রবাহিনীর আগমন প্রত্যাশা করা যাইতেছে। সামরিক সাহায্য যতক্ষণ পর্যন্ত না পৌঁছিতেছে ততক্ষণ প্রদেশের সীমানায় শক্তি সুসংহত করা এবং যে-কোন মূল্যে লাল ফৌজীদের চাপ ঠেকানো একান্ত দরকার।

স্থানীয় বাসিন্দাদের সামিল করা হয়েছে। তারা শাবল দিয়ে হিমে জমাট মাটি কোপায়, পরিখা খোঁড়ে, কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে সেগুলোকে ঘেরে। কিন্তু রাতে কসাকরা যখন পরিখা ছেড়ে আরাম করতে বাড়িঘরের ভেতরে গিয়ে ঢোকে সেই ফাঁকে লাল ফৌজের সন্ধানী দল গুড়ি মেরে এগিয়ে এসে ওদের সুরক্ষা ঘাঁটির

খুঁটি উপড়ে ফেলে, বেড়ার মরচে ধরা কাঁটার ওপর কসাকদের উদ্দেশ্যে লেখা ইস্তেহার আটকে দিয়ে যায়। কসাকরা সেগুলো পরম আগ্রহে পড়ে – যেন তাদের বাড়ির চিঠি। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে এই অবস্থায় যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার কোন অর্থ হয় না। কনকনে হিমের প্রবাহ চলছে, মাঝে মাঝে বরফ গলছে, আবার প্রবল তুষারপাত হচ্ছে। বরফে ভরে গেল পরিখাগুলো। সেগুলোর মধ্যে এক ঘণ্টাও পড়ে থাকা কঠিন। কসাকরা জমে যায়, তুষারাঘাতে জখম হয় তাদের হাত-পা। পায়-দল সৈন্য আর পাইকদের ছোটখাটো দলগুলোতে অনেকেরই বুটজুতো ছিল না। কেউ কেউ আবার চামড়ার চটি আর পাতলা সালোয়ার পরে লড়াইয়ের ময়দানে এমন ভাবে এসেছে যেন ঘর ছেড়ে উঠোনে বেরিয়েছে গোবুবাছুরকে জাবনা দিতে। মিত্রবাহিনীর ওপর কারও আস্থা নেই। আস্ত্রেই কাশুলিন একদিন রাগ করে বলেই উঠল, 'গুবরে-পোকায় চড়ে আসছে ওরা!' এদিকে লালদের টহলদার দলের সঙ্গে সংঘর্ষ বাধলে কসাকরা শুনতে পায় ওরা গলা ফুলিয়ে চেঁচিয়ে বলছে, 'ওহে খ্রীষ্টভক্তের দল! তোমরা যতক্ষণ ট্যাঙ্কের জন্যে অপেক্ষা করছ ততক্ষণে আমরা স্লেজগাড়ি চেপে তোমাদের কাছে পৌঁছে যাব! তাই বলি কি পায়ে আচ্ছা করে তেল মালিশ কর। শিগগিরই আসছি তোমাদের কাছে!'

নভেম্বরের মাঝামাঝি থেকে লাল ফৌজ আক্রমণ শুরু করে দিল। জোর আক্রমণ চালিয়ে তারা কসাকদের ইউনিটগুলোকে রেললাইনের দিকে ঠেলে দিল বটে, কিন্তু অপারেশনে মোড়বদল ঘটল আরও কিছুকাল পরে। ১৬ই ডিসেম্বর দীর্ঘ লড়াইয়ের পর মিরোনভের লাল ঘোড়সওয়ার বাহিনী ৩৩ নম্বর রেজিমেন্টকে নাস্তানাবুদ করে দিল। কিন্তু কলোদেজিয়ান্স্কি গ্রামের কাছাকাছি যে অংশে ভিওশেন্স্কি রেজিমেন্ট মোতায়েন ছিল সেখানে তারা মরিয়া প্রতিরোধের মুখোমুখি হল। শত্রুপক্ষ পায়ে হেঁটে সারি বেঁধে আক্রমণ করতে এলে মাড়াই উঠোনের বেড়ার বরফছাওয়া কিনারার আড়াল থেকে ভিওশেনস্কায়ার মেশিনগান সৈন্যরা এক ঝাঁক গুলি ছুড়ে তাদের অভ্যর্থনা জানাল। ডান দিকের রক্ষণভাগের মেশিনগান কার্গিনস্কায়ার কসাক আন্তিপভের পাকা হাতে ছিল। সেখান থেকে গুলি এসে শত্রুব্যূহের অনেকখানি গভীরে ছড়িয়ে পড়ে আঘাত হানল। সারি ভেঙে বেঁকেচুরে গেল। কসাকদের স্কোয়াড্রনটা গুলিগোলার ধোঁয়ার আড়ালে গা ঢাকা দিল। অন্য দিক থেকে ঘুরে এসে দুটো স্কোয়াড্রন ততক্ষণে বাঁ দিকের রক্ষাব্যূহকে ধরেছে।

লাল ফৌজীদের ইউনিটগুলোর আক্রমণে তেমন তেজের পরিচয় পাওয়া গেল না। সন্ধ্যার দিকে তাদের জায়গা নিল জাহাজীদের একটা বাহিনী, যেটা তখন সবে ফ্রন্টে এসেছিল। আড়াল দেওয়ার জন্য একবারও মাটিতে না শুয়ে, কোন চিৎকার না করে সোজা মেশিনগানের মুখে আক্রমণে ঝাঁপিয়ে পড়ল তারা।

গ্রিগোরি একনাগাড়ে গুলি ছুড়ে চলে। তার রাইফেলের কুঁদো থেকে ধোঁয়া উঠতে থাকে, নল এত তেতে ওঠে যে আঙুলে ছ্যাঁকা লাগে। রাইফেল ঠাণ্ডা ক'রে নিয়ে গ্রিগোরি ফের নতুন ক্লিপ পোরে, আবার একচোখ বুঁজে রাইফেলের মাছির ওপর চোখ রেখে দূরের কালো কালো মূর্তিগুলো ধরার চেষ্টা করে।

জাহাজীরা কসাকদের ব্যূহ ভাঙল। স্কোয়াড্রনগুলো চটপট ঘোড়ায় উঠে গ্রামের ভেতর দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে ওপাশের টিলায় গিয়ে উঠল। গ্রিগোরি পিছন ফিরে তাকাল, অনিচ্ছাসত্ত্বেও লাগাম খসে পড়ল তার হাত থেকে। টিলা থেকে চোখে পড়ে দূরের তুষারঢাকা বিষণ্ণ প্রান্তর। মাঝে মাঝে অন্তরীপের আকারে চলে গেছে পাতলা তুষারছড়ানো লম্বা লম্বা আগাছার ঝোপঝাড় আর গিরিখাতের ঢালে গোধূলির বেগনী ছায়া। প্রায় আধ ক্রোশ জায়গা জুড়ে প্রান্তরের বুকে কালো কালো গুটির মতো ছড়িয়ে আছে মেশিনগানের গুলিতে ছিন্নভিন্ন জাহাজীদের মৃতদেহ। জাহাজী কোর্তা আর চামড়ার জার্কিন পরা তাদের দেহগুলো বরফের ওপর কালো কালো দেখাচ্ছে – দেখে মনে হয় যেন এক ঝাঁক কালো দাঁড়কাক উড়তে উড়তে মাঝপথে বিশ্রামের জন্য এসে বসেছে।

লাল ফৌজীদের আক্রমণে স্কোয়াড্রনগুলো বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল। ইয়েলানস্কি রেজিমেন্টের সঙ্গে এবং তাদের ডানপাশের রক্ষাব্যূহে উস্ত্‌-মেদভেদিৎস্কায়া প্রদেশের যে রেজিমেন্টটা ছিল তার সঙ্গে যোগাযোগ হারিয়ে সন্ধ্যার দিকে তারা বুজুলুকের একটা ছোট্ট উপনদীর ধারে দুটো গ্রামের মাঝখানে এসে থামল। সেখানেই রাত কাটানোর ব্যবস্থা হল।

স্কোয়াড্রন-কম্যাণ্ডারের হুকুমমতো যেখানে ঘাঁটি বসানোর কথা সেখানে ঘাঁটি বসিয়ে গ্রিগোরি যখন ফিরে আসছিল ততক্ষণে প্রায় অন্ধকার হয়ে এসেছে। ঠিক এই সময় একটা গলির মধ্যে রেজিমেন্ট-কম্যাণ্ডার আর তার এড্‌জুটেন্টের সঙ্গে গ্রিগোরির দেখা হয়ে গেল।

'তিন নম্বর স্কোয়াড্রন কোথায় ?' হাতের লাগাম টেনে কম্যাণ্ডার জিজ্ঞেস করল।

গ্রিগোরি উত্তর দিল। ঘোড়সওয়ার দু'জন ঘোড়া ছুটিয়ে দিল।

'স্কোয়াড্রনের ক্ষয়ক্ষতি কি খুব বেশি ?' একটু দূরে সরে যাবার পর এড্‌জুটেন্ট জিজ্ঞেস করল। গ্রিগোরির উত্তর ঠিকমতো শুনতে না পেয়ে সে আবার জিজ্ঞেস করল, 'কী রকম ?'

কিন্তু গ্রিগোরি এবারে কোন উত্তর না দিয়ে এগিয়ে চলল।

সারা রাত ধরে গ্রামের ওপর দিয়ে কিসের যেন সব মালগাড়ি চলছে। গ্রিগোরি আর তার দলের কসাকরা যেখানে রাতের আশ্রয় নিয়েছিল সে বাড়ির উঠোনের কাছে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে একটা ব্যাটারী। ঘরের ছোট্ট জানলা

ভেদ করে তোপের গাড়িওয়ালাদের খিস্তিখেউড়, চিৎকার-চেঁচামেচি আর ব্যস্ত ছুটোছুটির আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। কোথাকার কতকগুলো গোলন্দাজ আর রেজিমেন্টের সদর দপ্তরের কিছু আর্দালি কী ভাবে যেন এই গ্রামে এসে জুটেছে। গা গরম করার জন্য তারা একের পর এক এসে ঢুকতে থাকে গ্রিগোরির ঘরে। মাঝরাতে গোলন্দাজদলের তিনজন লোক কসাকদের আর বাড়ির লোকজনের ঘুম ভাঙিয়ে হুড়মুড় করে ঘরে ঢুকে পড়ল। খানিকটা দূরে ছোট নদীটার মধ্যে তাদের কামান আটকে গেছে, তাই ঠিক করেছে রাতটা তারা এখানেই কাটিয়ে দেবে– ভোরবেলায় বলদ দিয়ে কামানটা টেনে তোলা যাবে। গ্রিগোরির ঘুম ভেঙে গেল। শুয়ে শুয়ে অনেকক্ষণ ধরে দেখতে থাকে গোলন্দাজদের। তারা ককাতে ককাতে তাদের বুটের গা থেকে হিমে জমাট চাপ চাপ কাদা চেঁছে তুলছে, জুতো খুলে ভেতরে জড়ানোর ভিজে ন্যাতাগুলি চুল্লীর কিনারায় ঝুলিয়ে রাখছে। তারপর ঘরে এসে ঢুকল একজন গোলন্দাজ অফিসার। কান অবধি কাদায় চর্চিত। রাতটা কাটাবার অনুমতি চেয়ে নিল সে। গায়ের গ্রেটকোটখানা খুলল, অনেকক্ষণ ধরে নির্বিকারভাবে উঁচু কলারওয়ালা আঁটো ফৌজী জামার হাতায় মুখের কাদার ছাটগুলো মুছতে গিয়ে সারা মুখ কাদায় মাখামাখি করে ফেলল।

ক্লান্ত ঘোড়ার মতো নিরীহ চোখে গ্রিগোরির দিকে তাকিয়ে সে বলল, 'একটা কামান আমাদের খোয়া গেছে। আজ এমন লড়াই হল যেমন হয়েছিল মাচেখার কাছে। দুবার গোলা ছোঁড়ার পর ওরা আমাদের খার করে ফেলল। . . . ওঃ, গুড়ুম করে যা একটা ছাড়ল না!– এক নিমেষে আমাদের কামানের চাকার ধুরাটাই উড়ে গেল। কামানটা ছিল একটা মাড়াই উঠোনে। এর চেয়ে ভালো লুকানোর জায়গা আর কোথায় হতে পারে! . . .' প্রত্যেকটা কথার সঙ্গে সঙ্গে সে অভ্যাসবশত, এবং সম্ভবত নিজের অজান্তেই, অশ্রাব্য গালাগাল জুড়ে দিচ্ছিল। 'আপনি ভিওশেনস্কি রেজিমেন্টের? চা খাবেন না কি? এই যে বাড়ির গিন্নি, একটা সামোভার হবে কি চায়ের জন্যে?'

লোকটা দেখা গেল বড় বকবক করতে পারে। কথা বলে বলে সঙ্গের লোকের বিরক্তি ধরিয়ে দেয়। চা খাওয়াতে তার কোন ক্লান্তি নেই। আধ ঘন্টার মধ্যেই গ্রিগোরির জানতে বাকি রইল না যে পলাতভস্কায়া জেলা-সদরে তার জন্ম, সে মাধ্যমিক স্কুলের বিজ্ঞান বিভাগ শেষ করেছে, জার্মানির যুদ্ধে লড়াই করেছে এবং দু-দুবার বিয়ে ক'রে ব্যর্থ হয়েছে।

'এখন দন ফৌজের অন্তিমকাল ঘনিয়ে এসেছে।' লাল জিভের ধারাল ডগা দিয়ে ঠোঁটের ওপরকার কামানো জায়গার ঘাম চাটতে চাটতে সে বলল। 'যুদ্ধ শেষ হতে চলল। ফ্রন্ট কালই ভেঙেচুরে যাবে, দু' হপ্তার মধ্যে আমরা ফিরে

যাব নোভোচের্কাসস্ক। একদল খালি-পা কসাকদের নিয়ে আমরা ঝটিতি আক্রমণে রাশিয়া দখল করে নেব ভেবেছিলাম। আমরা কি আহাম্মক নই? আর আমাদের যারা রেগুলার অফিসার, তারা সব বদমাশ, মাইরি বলছি! আপনি একজন কসাক, তাই না? এই আপনাদের মাথায় কাঁটাল ভাঙাই হল ওদের মতলব। এদিকে নিজেরা স্টোর থেকে যত খুশি রসদ নিয়ে দিব্যি খাচ্ছে দাচ্ছে আর মজা লুটছে!'

তার নিষ্প্রভ চোখদুটো ঘন ঘন পিট পিট করতে থাকে। লোকটা তার বিশাল পুরুষ্টু দেহের সবখানি টেবিলের ওপর এলিয়ে দিয়ে এপাশ-ওপাশ করছে। তার বিশাল ছড়ানো ঠোঁটের কোনোদুটো নিজের অজান্তেই বিষণ্ণভাবে ঝুলে রইল। মুখে পুরোপুরি বজায় রইল আগেকার মতো সেই মারখাওয়া ঘোড়ার নিরীহ কাচুমাচু ভাব।

'আগেকার দিনে, এই ধরুন না কেন, অন্তত নেপোলিয়নের আমলেও লড়াই করাটা মন্দ ব্যাপার ছিল না! দুই ফৌজের মধ্যে মুখোমুখি লড়াই বেধে গেল, ঝাঁপিয়ে পড়ল তারা, তারপর আবার আলাদা আলাদা হয়ে ছড়িয়ে পড়ল। কোন ফ্রন্ট-ট্রন্টের বালাই নেই, ট্রেঞ্চের ভেতরে বসে থাকারও কোন ব্যাপার নেই। কিন্তু আজকাল যত রকমের অপারেশন বোঝার চেষ্টা কর – খোদ শয়তানের সাধ্যি কি তার মাথামুণ্ডু বোঝে! আগেকার দিনের ঐতিহাসিকরা যদি সেকালের যুদ্ধ সম্পর্কে উলটো পালটা কিছু বলে থাকে ত এই যুদ্ধের বর্ণনা যে তারা কী দেবে কে জানে! . . . যুদ্ধ ত নয়, ক্লান্তির একশেষ। কোন রং চং নেই। কাদামাখাই সার! মোট কথা – কোন অর্থই দেখি না। আমার সাধ্যি থাকলে আমি ওই ওপরওয়ালা নেতাগুলোকে আলাদা করে ডেকে নিয়ে বলতাম, 'এই যে আপনাদের জন্যে একজন সার্জেন্ট-মেজর – মিস্টার লেনিন। অস্ত্র কী ভাবে হাতে নিতে হয় তাঁর কাছ থেকে শিখুন। আর আপনি, মিস্টার ক্রাস্নোভ, আপনি যে পারেন না তার জন্যে লজ্জা হওয়া উচিত আপনার।' তারপর যা হয় হোক গে – ডেভিড আর গলিয়াথের মতো ফাটাফাটি করুক দু'জনায় – যে জিতবে, ক্ষমতা তার হাতে। কে তাদের শাসন করছে না করছে সাধারণ লোকের কাছে সব সমান। আপনার কী মনে হয় কর্পেট মশাই?'

গ্রিগোরি কোন জবাব না দিয়ে ঢুলু ঢুলু চোখে লক্ষ করতে থাকে লোকটাকে। মাংসল কাঁধ আর হাতদুটো মন্থরগতিতে নড়াচড়া করছে, মুখের ভেতর থেকে লাল জিভটা কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে ঘন ঘন বিশ্রীভাবে লকলকিয়ে বেরিয়ে আসছে। বড় ঘুম পেয়েছিল গ্রিগোরির। এই হাঁদা গোলন্দাজটার গায়ে পড়া ভাব দেখে ওর ভীষণ রাগ হচ্ছিল। লোকটার পায়ের ঘামের বোটকা গন্ধে বমি পাচ্ছিল।

সকালবেলায় একটা অস্বস্তিকর অনুভূতি নিয়ে গ্রিগোরির ঘুম ভাঙল – কী

যেন একটা সমস্যা পড়ে রইল অমীমাংসিত হয়ে। শরৎকাল থেকেই একটা পরিণতির আভাস সে টের পেয়েছিল, তবু তার আকস্মিকতায় সে বিস্মিত হয়ে গেল। যুদ্ধের সম্পর্কে যে অসন্তোষ ছোট ছোট জলধারার মতো অস্ফুট কলকলধ্বনিতে গোড়ার দিকে রেজিমেন্ট আর স্কোয়াড্রনগুলোর ভেতরে ছড়িয়ে পড়েছিল তা কখন মিলেমিশে এক বিপুল বন্যার আকার ধারণ করেছে গ্রিগোরি সেটা খেয়ালই করতে পারে নি। কিন্তু এখন সে কেবলি দেখতে পাচ্ছে সেই বন্যা তার ভয়ঙ্কর সর্বগ্রাসী রূপ নিয়ে প্রবল বেগে ফ্রন্টলাইন ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে।

এ যেন বসন্তের বরফগলা জলপ্লাবনের আগের মুহূর্তে কোন লোক ঘোড়ায় চড়ে চলেছে স্তেপের মাঠের ওপর দিয়ে। সূর্য কিরণ দিচ্ছে। চারধারে বেগনী রঙের বরফ আর বরফ। কিন্তু তারই তলায় লোকচক্ষুর অগোচরে চলছে মাটিকে মুক্ত করার এক অপূর্ব কাজ। আবহমানকাল ধরে পৃথিবীর বুকে তা চলছে, চিরকাল চলবে। রোদে বরফ ক্ষয়ে যাচ্ছে, তার গর্ভ খুঁড়ে ভেতরে ঢুকে গিয়ে তলা থেকে তাকে ভরে তুলছে আর্দ্রতায়। বাষ্পের ধোঁয়া উঠে রাত কুয়াশাচ্ছন্ন ক'রে তুলছে। পর দিন সকাল হতেই ওপরের জমাট বরফের স্তর মর্মরধ্বনি তুলে, মহা কলরোলে বসে যাচ্ছে, পাহাড়ের গা বয়ে সবুজ জলের ঢল নেমে রাস্তাঘাট আর গাড়ির দাগের ওপর বুদ্বুদ তুলছে, ঘোড়ার পায়ের খুরের নীচ থেকে চারধারে ছিটকে পড়ছে তাল তাল গলা বরফ। বাতাসে গরমের আমেজ। দোআঁশ মাটির টিলাগুলো বেরিয়ে আসছে, নগ্ন হয়ে পড়ছে। এঁটেল জমি আর পচা ঘাসের আদিম সোঁদা সোঁদা গন্ধ ভেসে আসছে। মাঝরাতে ঘোর গর্জন তুলছে গিরিপথগুলো, বরফের ধ্বসে-গমগম শব্দে বোঝাই হয়ে উঠছে গিরিখাত। শরতে লাঙল দেওয়া কালো মখমলী জমি জেগে উঠে গলা বরফের মধুর ধোঁয়া ছাড়ছে। সন্ধ্যা হতে স্তেপের একটা ছোট্ট নদী আর্তনাদ করতে করতে বরফ ভাঙছে। জলভারে স্তন্যদায়িনীর মতো স্ফীতবক্ষ হয়ে বয়ে নিয়ে চলেছে বরফের চাঙড়। শীতের এই আকস্মিক অবসানে আশ্চর্য হয়ে পথিক থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে বালুতীরে, চোখের দৃষ্টিতে খুঁজে বেড়ায় পার হওয়ার উপযোগী একটু অগভীর কোন জায়গা। ঘোড়াটা ঘেমে নেয়ে উঠেছে, চঞ্চল হয়ে কানদুটো নাড়ছে। পথিক আলতো চাবুক মারে তার গায়ে। চারধারে নীলাভ তুষার ছলনা করছে ঝলক তুলে। শীত এখনও শুভ্র, সুপ্তিমগ্ন।

সারাদিন ধরে রেজিমেণ্ট পিছু হটে চলে। রাস্তার ওপর লাফিয়ে লাফিয়ে ছুটে চলেছে মালপত্রের দলবাঁধা গাড়িগুলো। ডান দিকে কোথায় যেন আদিগন্ত ছড়ানো ছাইরঙা মেঘের আড়ালে পাহাড়ের আলগা পাথর খসে ধস নামার মতো গুরু গুরু শব্দে কামান গর্জন করছে। ঘোড়ার নাদায় ভর্তি বরফগলা রাস্তার ওপর

দিয়ে ছপাত্‌ ছপাত্‌ করে চলেছে স্কোয়াড্রনগুলো। খুরের ওপরের লোমের গোছা পর্যন্ত ডুবিয়ে গলা বরফ ছানতে ছানতে চলেছে ঘোড়াগুলো। রাস্তার দুপাশ ধরে টগবগিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে যাচ্ছে আর্দালিরা। আগাগোড়া নীলচে কালো ঝকঝকে পালকে ছাওয়া বেঁটে লেজওয়ালা কিম্ভূত দাঁড়কাকগুলো ঘোড়া থেকে নামা ঘোড়সওয়ারদের মতো নীরবে, গুরুগম্ভীর ভঙ্গিতে হেলেদুলে হেঁটে বেড়াচ্ছে রাস্তার ধারে। পিছু হটার সময় কসাকদের স্কোয়াড্রন, বিধ্বস্ত 'দণ্ডবৎ'* সৈন্যদের সারি আর দলবাঁধা রসদগাড়িগুলো যখন তাদের পাশ দিয়ে যাচ্ছে তখন দেখে মনে হয় যেন তারা কুচকাওয়াজ পরিদর্শন করছে।

গ্রিগোরি বুঝতে পারছিল পিছু-হটার এই যে কুণ্ডলী খুলতে শুরু করেছে এখন কারও সাধ্য নেই তাকে আটকায়। সেই দিন রাত্রেই, একটা স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে পারার আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে সে কারও কোন অনুমতির অপেক্ষা না করে রেজিমেন্ট ছেড়ে চলে গেল।

গ্রিগোরি গ্রেটকোটের ওপর বর্ষাতি চড়িয়ে তলোয়ার আর নাগান রিভলভারটা কোমরবন্ধে আঁটছিল। তা দেখে বাঁকা হেসে মিত্‌কা কোর্‌শুনভ তাকে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কোথায় চললে গ্রিগোরি পান্তেলেয়েভ?'

'তোমার তাতে কী?'

'অমনি, জানার ইচ্ছে হচ্ছিল কিনা তাই!'

গ্রিগোরির গালের টিবিতে রক্তোচ্ছ্বাস খেলে গেল, পেশী কেঁপে উঠল। কিন্তু ভাবান্তর গোপন করে চোখ টিপে উৎফুল্লস্বরে সে জবাব দিল, 'যাচ্ছি তেপান্তরের মাঠে। বুঝেছ?'

বলেই সে বেরিয়ে গেল ঘর ছেড়ে।

তার ঘোড়াটা জিন আঁটা অবস্থাতেই দাঁড়িয়ে ছিল।

রাত্রে হিম পড়েছিল। বরফের ধোঁয়া ওঠা সড়কের ওপর দিয়ে সকাল পর্যন্ত ঘোড়া ছুটিয়ে চলল গ্রিগোরি। গতকালও যাদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সে লড়াই করেছিল তাদের চিন্তা মন থেকে দূর করে দিয়ে সে ভাবল, 'বাড়িতে গিয়ে একটু কাটাব, তারপর ওরা পাশ দিয়ে যাবার সময় যেই সাড়া পাব অমনি আবার রেজিমেন্টে গিয়ে সামিল হব।'

পরের দিন সন্ধ্যার দিকে একশ ক্রোশ পথ ঊর্ধ্বশ্বাসে হাঁকিয়ে দুদিনের পথযাত্রায় জীর্ণশীর্ণ ঘোড়াটাকে সে টেনে নিয়ে তুলল পৈতৃক বাড়ির উঠোনে। ঘোড়াটা তখন ক্লান্তিতে টলছে।

---

* ১০৩ পৃষ্ঠায় টীকা দ্রষ্টব্য।

এগার

নভেম্বরের শেষে মিত্রজোটের এক সামরিক মিশন আসার খবর পৌঁছুল নোভোচের্কাস্কে। শহরে এই মর্মে জোর গুজব ছড়িয়ে পড়ল যে ব্রিটিশ নৌবাহিনীর একটা জবরদস্ত স্কোয়াড্রন নোভোরসিইস্ক পোতাশ্রয়ে নোঙর করেছে, ইতিমধ্যেই স্যালোনিকি থেকে মিত্রপক্ষের পাঠানো বিপুল শক্তিশালী সেনাদল জাহাজ থেকে নামতে শুরু করেছে, ফরাসীদেশের রাইফেলধারী দুর্ধর্ষ জুয়াভবাহিনীর* একটি কোরও অবতরণ করেছে এবং অনতিকালের মধ্যেই তারা স্বেচ্ছাসেনাবাহিনীর সঙ্গে একযোগে আক্রমণ শুরু করে দেবে। গুজব শাখাপ্রশাখায় পল্লবিত হয়ে শহরময় ছড়িয়ে পড়ল।

ক্রাস্নোভ তাদের গার্ড অব অনার দেওয়ার জন্য আতামান গার্ড রেজিমেন্টের কসাকদের পাঠানোর হুকুম দিলেন। তাড়াহুড়ো করে আতামান রক্ষিদলের দুশ অল্পবয়সী কসাক সৈন্যকে উঁচু বুটজুতো আর সাদা চর্মবন্ধনী পরিয়ে সাজানো হল। ওই একই রকম তাড়াহুড়ো করে একশ তূরীবাদকের একটা দল সঙ্গে দিয়ে তাদের পাঠানো হল তাগান্‌রোগে।

দক্ষিণ রাশিয়ার ইংরেজ ও ফরাসী সামরিক মিশনের প্রতিনিধিবর্গ এক বিশেষ ধরনের রাজনৈতিক সরেজমিন তদন্তের উদ্দেশ্যে নোভোচের্কাস্কে কয়েক জন অফিসার পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। দন অঞ্চলের পরিস্থিতি এবং বলশেভিকদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা পর্যালোচনা করার ভার দেওয়া হয়েছিল তাদের ওপর। ব্রিটেনের প্রতিনিধি ছিল ক্যাপ্টেন বণ্ড আর ব্লুমফিল্ড ও মনরো – এই দুই লেফটেনান্ট, ফ্রান্সের প্রতিনিধিত্ব করে ক্যাপ্টেন ওশেন্, লেফটেনান্ট দ্যুপ্রে ও লেফটেনান্ট ফোর্। মিত্রজোটের সামরিক মিশনের এই গুটিকয়েক ছোটখাটো অফিসার ভাগ্যের খেয়ালে দৌত্যকর্মের দায়িত্ব অর্জন করলে তাদেরই আগমনে আতামান প্রাসাদে এত হুলস্থুলের সূচনা।

মহা সমাদরে এই 'দূতদের' নোভোচের্কাস্কে নিয়ে আসা হল। মাত্রাতিরিক্ত তোষামোদ আর পদলেহনের ফলে সাদাসিধে অফিসারদের মাথা ঘুরে গেল। তারা হঠাৎ তাদের 'আসল' মহিমা সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠে অবজ্ঞাভরে মুরুব্বির চালে মহামহিমান্বিত অলীক প্রজাতন্ত্রের বাঘা বাঘা কসাক জেনারেল আর তাদের পার্শ্বচরদের দেখতে লাগল।

অল্পবয়স্ক ফরাসী লেফটেনান্টদের অতি মাত্রায় মিষ্টি ফরাসী শিষ্টাচার আর

* মূলতঃ আলজিরিয়া দেশীয়। ব্রিটিশ গুর্খাবাহিনীর সঙ্গে তুলনীয়। – অনুঃ

ভদ্রতার বাহ্য চাকচিক্য ভেদ ক'রে ইতিমধ্যেই কসাক জেনারেলদের সঙ্গে তাদের কথাবার্তার মধ্যে দয়াদাক্ষিণ্য ও দম্ভের নিরুত্তাপ সুর ফুটে উঠতে লাগল।

সেই দিন সন্ধ্যায় আতামান প্রাসাদে একশ জন অভ্যাগতের একটা ভোজসভার আয়োজন করা হল। কসাক সেনাবাহিনীর কোরাসগানের দলটি দোহারদের সপ্তমের সুরে দামী কারুকাজকরা কসাকগানের রেশমী ঝালর বিছিয়ে চলল আসর-ঘরে। ব্যাণ্ডপার্টি গুরুগম্ভীর গমগম আওয়াজ তুলে বাজাল মিত্রজোটের জাতীয় সঙ্গীত। এসব ক্ষেত্রে সচরাচর যেমন হয়ে থাকে, 'দূতেরা'ও তেমনি উপযুক্ত মর্যাদা বজায় রেখে পরিমিত মাত্রায় আহার করল। মুহূর্তটির ঐতিহাসিক তাৎপর্য উপলব্ধি ক'রে আতামানের অতিথিরা গোপন কৌতূহল নিয়ে লুকিয়ে চুরিয়ে টেবিলের ওপর দৃষ্টিপাত করতে লাগল।

ক্রাস্‌নোভ তাঁর বক্তৃতা শুরু করলেন।

'ভদ্রমহোদয়গণ, আপনারা আজ উপস্থিত আছেন ইতিহাসের স্মৃতিবিজড়িত এক জলসাঘরে। এই ঘরের চার দেয়াল থেকে আপনাদের দিকে নীরব দৃষ্টিতে চেয়ে আছেন আরেক জাতীয় যুদ্ধের, আঠারো শ বারো সালের যুদ্ধের* বীরেরা। প্লাতভ, ইলোভাইস্কি, দেনিসভ – এঁরা আমাদের স্মরণ করিয়ে দেন সেই সব পুণ্য দিনের যখন পারীর অধিবাসীরা তাঁদের মুক্তিদাতাদের – দন-কসাকদের অভিনন্দন জানিয়েছিলেন, যখন সম্রাট প্রথম আলেক্সান্দর ধ্বংসস্তূপ আর ভগ্নাবশেষের ভেতর থেকে পুনরুদ্ধার করেন সুন্দরী ফরাসী দেশকে। . . .'

স্থানীয় ফেনিল মদ মাত্রাতিরিক্ত পরিমাণে পানের ফলে 'সুন্দরী ফরাসী দেশের' প্রতিনিধিবৃন্দ ইতিমধ্যে প্রফুল্ল হয়ে উঠেছিল, তাদের চোখমুখ চকচক করছিল। তবু তারা বেশ মনোযোগ দিয়ে ক্রাস্‌নোভের বক্তৃতা শেষ পর্যন্ত শুনে গেল। 'বর্বর বলশেভিকদের হাতে রুশ জনগণের নির্যাতন ভোগের' চরম দুর্দশার বিশদ বিবরণ দানের পর ক্রাস্‌নোভ করুণরসের উদ্রেক করে তাঁর বক্তব্যের উপসংহার টানলেন।

'. . .রুশ জনগণের শ্রেষ্ঠ সন্তানেরা বলশেভিকদের কারাগারে পচে মরছেন। তাঁদের দৃষ্টি আজ আপনাদের দিকে নিবদ্ধ – তাঁরা আপনাদের সাহায্যের আশায় আছেন। দনের নয় – ওঁদের, একমাত্র ওঁদেরই দরকার আপনাদের সাহায্য। আমরা গর্ব করে বলতে পারি আমরা স্বাধীন! কিন্তু আমাদের সমস্ত ধ্যানজ্ঞান, আমাদের সংগ্রামের লক্ষ্য মহা রাশিয়া, যে রাশিয়া তার মিত্রদের অনুগত থেকে তাদের

---

* নেপোলিয়নের আক্রমণের বিরুদ্ধে রাশিয়ার মুক্তিযুদ্ধ। যুদ্ধে রাশিয়ার বিজয়ের ফলে নেপোলিয়নের অপরাজেয়তার কিংবদন্তী নস্যাৎ হয়ে যায়, ইউরোপে মুক্তিসংগ্রামের জোয়ার ওঠে। – অনুঃ

স্বার্থ রক্ষা করেছে, তাদের জন্যে আত্মোৎসর্গ করেছে এবং এখন এমন ব্যাকুল হয়ে তাদের সাহায্য প্রার্থনা করছে। আজ থেকে একশ চার বছর আগে মার্চ মাসে ফরাসী জনগণ সম্রাট প্রথম আলেক্সান্দর আর রাশিয়ার রক্ষিবাহিনীকে সাদর সম্ভাষণ জানিয়েছিল। সেই দিন থেকে ফ্রান্সের জীবনে যে নবযুগের সূচনা হয় তার ফলে জগৎ সভায় সে আজ প্রথম স্থান অধিকার করতে পেরেছে। একশ চার বছর আগে আমাদের কাউন্ট প্লাতভ লণ্ডনে আতিথ্যগ্রহণ করেন। আমরা মস্কোয় আপনাদের দেখতে চাই। আমরা আপনাদের দেখতে চাই এই জন্যে যাতে আনুষ্ঠানিক কুচকাওয়াজ আর আমাদের জাতীয় সঙ্গীতের তালে তালে আমরা একসঙ্গে ঢুকতে পারি ক্রেমলিনে, যাতে একসঙ্গে আমরা উপভোগ করতে পারি শান্তি ও মুক্তির সমস্ত মাধুর্যটুকু! মহা রাশিয়া! এই কথাটুকুর মধ্যেই নিহিত আছে আমাদের সমস্ত স্বপ্ন আর আশাভরসা!'

ক্রাস্‌নোভ তাঁর বক্তব্য শেষ করলে উঠে দাঁড়াল ক্যাপ্টেন বণ্ড। ইংরেজি জবানের ঝঙ্কারে ভোজসভায় উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের ওপর নেমে এলো কবরের নিস্তব্ধতা। দোভাষী মহা উৎসাহে অনুবাদ করে চলল।

'ক্যাপ্টেন বণ্ড নিজের তরফ থেকে এবং ক্যাপ্টেন ওশেনের তরফ থেকে পূর্ণ ক্ষমতাবলে দনের আতামানকে জ্ঞাপন করছে যে দন অঞ্চলে কী ঘটছে তা জানার জন্যে সরকারী দূত হিসাবে মিত্রশক্তি তাদের পাঠিয়েছে। ক্যাপ্টেন বণ্ড এই আশ্বাস দিচ্ছে যে মিত্রশক্তি সৈন্যবাহিনী সমেত যাবতীয় শক্তি ও সম্পদ দিয়ে বলশেভিকদের বিরুদ্ধে বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামে দন প্রদেশ ও স্বেচ্ছাসেনাবাহিনীকে সাহায্য করবে।'

দোভাষী শেষ শব্দ উচ্চারণ করতে না করতে তিন তিনবার উচ্চকিত উল্লাস-ধ্বনির উচ্চারণে ও প্রতিধ্বনিতে ঘরের দেয়াল কেঁপে উঠল। ব্যাণ্ডপার্টির প্রচণ্ড আওয়াজের মধ্যে টোস্ট উচ্চারিত হতে লাগল। 'সুন্দরী ফরাসী দেশ' ও 'মহাপরাক্রান্ত ব্রিটেনের' সমৃদ্ধির জন্য সকলে পান করল, পান করল 'বলশেভিকদের বিরুদ্ধে বিজয়ের ক্ষমতা' প্রার্থনা করে। . . . পানপাত্রে ফেনায়িত হয়ে উঠল দনের ফেনিল সুরা, ঝিলমিলিয়ে উঠল ক্রীড়াচঞ্চল পুরনো শ্যাম্পেনমদ। ভোজসভা মাতোয়ারা হয়ে উঠল পুরনো পোর্টওয়াইনের সৌরভে।

সকলেই মিত্রপক্ষের মিশনের প্রতিনিধিদের কাছ থেকে ভাষণ শোনার আশায় ছিল। ক্যাপ্টেন বণ্ড তাদের নিরাশ করল না।

'আমি টোস্ট ঘোষণা করছি মহা রাশিয়ার নামে। আমি এখানে শুনতে চাই আপনাদের দেশের সেই চমৎকার পুরনো রাষ্ট্রসঙ্গীত। গানের কথার ওপর আমরা তাৎপর্য আরোপ করব না, আমি শুনতে চাই শুধু বাজনাটা। . . .'

দোভাষী তার বক্তব্য অনুবাদ করে শোনাল। উত্তেজনায় ফেকাসে হয়ে গেল ক্রাস্‌নোভের মুখ। অতিথিদের দিকে ফিরে গলা ফাটিয়ে চেঁচিয়ে তিনি বললেন, 'ঐক্যবদ্ধ অখণ্ড মহা রাশিয়ার জন্যে – হুররে'!'

ব্যাণ্ডে প্রবল ও স্বচ্ছন্দ সুরে বাজতে শুরু করল, 'প্রভু তুমি সম্রাটেরে রাখিও কুশলে. . .' সকলে উঠে দাঁড়িয়ে মদের গেলাস উজাড় করল। পলিতকেশ আর্চবিশপ হেরমোগেনাসের গাল বয়ে দরদর ধারে অশ্রু গড়িয়ে পড়ল। 'আহা, কী চমৎকার!' ঈষৎ নেশার ঘোরে উল্লসিত ক্যাপ্টেন বণ্ড বলে উঠল। পারিষদদের একজন ভাবাবেগে গদগদ হয়ে ন্যাপকিনে দাড়ি গুঁজে উচ্ছ্বসিত কান্নায় ভেঙে পড়ল, দানা দানা মাছের ডিম ন্যাপকিনে থেঁতলে মুখময় মাখামাখি হয়ে গেল।

* * *

সে দিন রাত্রে আজভ সাগর থেকে ভয়ঙ্কর হাওয়া প্রবল গর্জন আর ক্রুদ্ধ আর্তনাদ তুলে শহরের মাথার ওপর মাতামাতি শুরু করে দিল। প্রথম তুষার ঝড়ের ঘূর্ণিবাত্যার মধ্যে মুমূর্ষু ঝলক দিতে লাগল ক্যাথিড্রালের গম্বুজ।

সেই রাত্রে শহরের বাইরে দোআঁশ মাটির খাতের একটা আবর্জনাস্তূপের ওপরে সামরিক আদালতের বিচারে শাখ্‌তির বল্‌শেভিক রেলকর্মীদের গুলি করে মারা হচ্ছিল। হাত পিছমোড়া করে বেঁধে দু'জন দু'জন করে তাদের ঢালের কাছে এনে সরাসরি লক্ষ্যে রিভলভার ও রাইফেলের গুলি চালিয়ে হত্যা করা হচ্ছিল। হিমেল হাওয়ায় সিগারেটের আগুনের ফুলকির মতো মিলিয়ে যাচ্ছিল গুলির আওয়াজ।

এদিকে আতামান প্রাসাদে ঢোকার মুখে আতামান গার্ড রেজিমেণ্টের কসাকদের গার্ড অব অনার তখন শীতের কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়ায় জমে গিয়ে পাথরের মূর্তির মতো স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কসাকরা খোলা তলোয়ারের হাতল চেপে ধরে আছে। ঠাণ্ডায় তাদের হাতের মুঠো কালো আর অসাড় হয়ে আসছে, চোখ জলে ভরে আসছে, পা জমে যাচ্ছে। . . . ভোরের আলো না হওয়া পর্যন্ত মাতালের চিৎকার-চেঁচামেচি, ব্যাণ্ডের কাংস্যধ্বনি আর দন আর্মির কোরাসদলের কাঁপা কাঁপা সপ্তমের সুরের গান ভেসে আসতে থাকে প্রাসাদের ভেতর থেকে।

* * *

এক সপ্তাহ পরে শুরু হল সবচেয়ে ভয়ঙ্কর ঘটনা। ফ্রণ্টে ভাঙন ধরল। প্রথম যে দল ব্যূহ খালি করে বেরিয়ে চলে এলো তা ছিল ফ্রণ্টলাইনের কালাচ অংশের আটাশ নম্বর রেজিমেণ্ট। তাতে কাজ করত পেত্রো মেলেখভ।

পনেরো নম্বর ইন্‌স্কেন্‌স্কায়া ডিভিশনের সেনাপতিমণ্ডলীর সঙ্গে গোপন আলাপ-আলোচনার পর কসাকরা ঠিক করেছিল তারা ফ্রন্ট ছেড়ে চলে যাবে এবং বিনা বাধায় লাল ফৌজকে দন প্রদেশের উজান এলাকার ভেতর দিয়ে যেতে দেবে। বিদ্রোহী রেজিমেন্টের নেতা হয়েছে ইয়াকভ ফোমিন নামে এক কসাক। বুদ্ধিবিবেচনার দিক থেকে লোকটা সঙ্কীর্ণ, অদূরদর্শী। কিন্তু ফোমিন নামেই নেতা, আসলে তার পেছনে আছে বলশেভিক মনোভাবাপন্ন কসাকদের একটা দল। আসল ক্ষমতা তাদেরই হাতে।

তুমুল হট্টগোলের মধ্যে সভা হল। পেছন থেকে গুলি খাওয়ার ভয় করছিল অফিসাররা। তাই সভায় তারা অনিচ্ছাসত্ত্বেও লড়াই করার পক্ষে যুক্তি দিল। অন্য দিকে কসাকরা সকলে একজোট্টা হয়ে বিশেষ কোন যুক্তিতর্কের পরোয়া না ক'রে উঠে পড়ে বারবার সকলের কাছে বিরক্তিকর সেই একই দাবি তুলে হৈ-হট্টগোল বাধিয়ে দিল – বলতে লাগল যুদ্ধের কোন প্রয়োজন নেই, বলশেভিকদের সঙ্গে সন্ধি করতে হবে। রেজিমেন্ট ফ্রন্ট ছেড়ে চলে গেল। প্রথম দিন কুচকাওয়াজ করে পথ পাড়ি দেওয়ার পর রাত্রে সলোনকি বসতির কাছে রেজিমেন্টের কম্যাণ্ডার কসাক সেনাপতি ফিলিপভ বেশির ভাগ অফিসারদের সঙ্গে নিয়ে রেজিমেন্ট ছেড়ে চলে গেল। ভোরবেলায় তারা গিয়ে যোগ দিল কাউন্ট মলিয়েরের ব্রিগেডে। লড়াই করতে করতে ব্রিগেডটা ক্ষতবিক্ষত হয়ে পড়েছিল, পিছু হটছিল।

আটাশ নম্বর রেজিমেন্টের পর ছত্রিশ নম্বর রেজিমেন্টও পজিশন ছেড়ে চলে গেল। পুরো দলবল নিয়ে অফিসারসমেত রেজিমেন্টটা কাজানস্কায়ায় এসে পৌঁছুল। রেজিমেন্টের কম্যাণ্ডার লোকটা বেঁটেখাটো, চোখের দৃষ্টিতে সেয়ানা ভাব, কসাকদের মনস্তুষ্টির জন্য পারলে তাদের পা চাটে। যে বাড়িটায় অন্তর্বর্তীকালীন কম্যাণ্ডাণ্ট-অফিস হয়েছে সেই দিকে এগিয়ে গেল সে। তাকে ঘিরে চলল একদল ঘোড়সওয়ার। ঢুকল সে যুদ্ধংদেহি ভঙ্গিতে চাবুক নাচাতে নাচাতে।

'কম্যাণ্ডাণ্ট কে?'

'আমি – কম্যাণ্ডাণ্টের এসিস্টেন্ট,' মর্যাদাভরে উঠে দাঁড়িয়ে জবাব দিল স্তেপান আস্তাখভ। 'দরজাটা দয়া ক'রে বন্ধ ক'রে দিন স্যার।'

'আমি ছত্রিশ নম্বর রেজিমেন্টের কম্যাণ্ডার কসাক সেনাপতি নাউমভ। অ্যাঁ . . . আপনার অবগতির জন্য জানাচ্ছি . . . আমার রেজিমেন্টের লোকজনদের জামাকাপড় আর জুতো দরকার। আমার লোকদের গায়ে জামা নেই, পায়ে জুতো নেই। আপনি শুনছেন?'

'কম্যাণ্ডাণ্ট নেই। তাঁর অনুমতি ছাড়া আমি স্টোর থেকে একজোড়া পশমের বুটও বার করে দিতে পারব না।'

'কী?'

'যা বললাম তাই।'

'তুমি... তুমি কার পক্ষের লোক? গ্রেপ্তার করলাম! চুলোয় যাও! এই যে কে আছ, এটাকে সোজা মাটির তলার ঘরে পুরে দাও ত! স্টোরের চাবি কোথায় রে ভাঁড়ার ঘরের ছুঁচো?... কী? কী বললি?' নাউমভ টেবিলের ওপর চাবুক আছড়াল, রাগে তার মুখখানা ফেকাসে হয়ে গেল। ঝাঁকড়া লোমের মাক্কুরীয় টুপিটা মাথার পেছনে ঠেলে দিয়ে সে বলল, 'চাবি ছাড় – আর একটিও কথা নয়!'

আধঘণ্টার মধ্যে স্টোররুমের দরজা দিয়ে গাঁটরি গাঁটরি ভেড়ার লোমের কোর্তা, বাণ্ডিল বাণ্ডিল পশমী জুতো আর চামড়ার বুটজুতো কমলারঙের ধুলো তুলে বরফের ওপরে অথবা ভিড় করে থাকা কসাকদের হাতে উড়ে এসে পড়তে লাগল, হাতে হাতে চালান হয়ে যেতে লাগল চিনির বস্তা। ফূর্তিভরা গলার কথাবার্তা আর কোলাহলে অনেকক্ষণ সরগরম হয়ে থাকল চত্বরটা।

ইতিমধ্যে নতুন কম্যাণ্ডার সার্জেন্ট-মেজর ফোমিনের অধীনে আটাশ নম্বর রেজিমেণ্ট ভিওশেনস্কায়াতে এসে ঢুকল। ওদের ক্রোশ দশেক পেছন পেছন আসতে লাগল ইন্‌জেনস্কায়া ডিভিশনের ইউনিটগুলো। সেই দিন লালদের সন্ধানী দল এর আগে দুব্রোভ্‌কা গ্রামে এসে পৌঁছেছে।

এর চার দিন আগে উত্তর ফ্রন্টের পরিচালক মেজর জেনারেল ইভানভ আর আর্মির সদর দপ্তরের প্রধান জেনারেল জামব্রজিৎস্কি তড়িঘড়ি তাদের ঘাঁটি উঠিয়ে কার্গিনস্কায়া জেলা-সদরে সরে যায়। পথে তাদের গাড়ি বরফে আটকে যায়। জামব্রজিৎস্কির স্ত্রী তাতে উৎকণ্ঠিত হয়ে ঠোঁট কামড়ায়, তার ঠোঁট কেটে রক্ত পড়তে থাকে, বাচ্চারা কান্নাকাটি জুড়ে দেয়।...

কয়েক দিনের জন্য ভিওশেনস্কায়ায় অরাজক অবস্থার সৃষ্টি হল। গুজব এই যে আটাশ নম্বর রেজিমেণ্টের ওপর আক্রমণ চালানোর উদ্দেশ্যে কার্গিনস্কায়ায় শক্তি সমাবেশ করা হয়েছে। কিন্তু বাইশে ডিসেম্বর ইভানভের এড্‌জুটেণ্ট কার্গিনস্কায়া থেকে ভিওশেনস্কায়ায় এলো। তাড়াতাড়িতে চলে যাবার সময় সেবারে সে চূড়ায় নতুন ফল্গা লাগানো গরম কানের একটা টুপি, চুলের ব্রাশ, নীচে পরার জামাকাপড় এই রকম আরও কিছু টুকিটাকি জিনিস ফেলে গিয়েছিল। একটু হেসে জেনারেলের ফ্ল্যাটে গেল সেগুলো সংগ্রহ করার জন্য।

উত্তর ফ্রন্টে ক্রোশ চল্লিশেক জুড়ে যে ফাঁক সৃষ্টি হয়েছিল আট নম্বর রেড আর্মির ইউনিটগুলো তার ভেতর দিয়ে হু হু করে ঢুকে পড়ল। জেনারেল সাভাতেইয়েভ বিনা যুদ্ধে দনের দিকে পিছু হটতে লাগল। জেনারেল ফিট্‌সহেলো-উরভের রেজিমেণ্টগুলো তাড়াতাড়ি সরে গেল তালি আর বগুচারের দিকে। উত্তরে

এক সপ্তাহের জন্য নেমে এলো অস্বাভাবিক নিস্তব্ধতা। কামানের গর্জন শোনা যায় না, মেশিনগানও নীরব। উত্তর ফ্রণ্টে দনের ভাটি এলাকায় যে কসাকরা লড়াই করছিল, উজান এলাকার রেজিমেণ্টগুলো দল ছেড়ে চলে যাওয়ায় তারা নিরুৎসাহ হয়ে বিনাযুদ্ধে পিছু হটতে লাগল। লাল ফৌজের লোকেরা সামনের গ্রামগুলোতে সন্ধানী দল পাঠিয়ে বেশ ভালো ক'রে অবস্থা বুঝে নিয়ে অত্যন্ত সন্তর্পণে, ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছে।

উত্তর ফ্রণ্টে দন-সরকারের এত বড় ব্যর্থতা পুষিয়ে দিল একটা আনন্দ-সংবাদ। ককেশাসে ব্রিটিশ সামরিক মিশনের প্রধান জেনারেল পুল, তার সদর দপ্তরের প্রধান কর্নেল কেইস্ আর ফরাসী প্রতিনিধি জেনারেল ফ্রানশে দ্য এস্পের ও ক্যাপ্টেন ফুকেকে নিয়ে মিত্রশক্তির এক মিশন ছাব্বিশে ডিসেম্বর নোভোচের্কাসস্কে এসে পৌঁছুলেন।

ক্রাসনোভ মিত্রপক্ষের অফিসার ক'জনকে ফ্রণ্টে নিয়ে চললেন। ডিসেম্বরের ঠাণ্ডা সকালে চির স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে গার্ড অব অনারের আয়োজন করা হল। মাতাল চেহারার, ঝোলা গোঁফ জেনারেল মামন্তোভ সচরাচর অগোছাল প্রকৃতির লোক। কিন্তু এই উপলক্ষে তিনি নিজেকে বেশ গুছিয়ে নিয়েছেন। সদ্য কামানো নীলচে গাল চকচক করছে। অফিসারদের দ্বারা পরিবৃত হয়ে তিনি প্ল্যাটফর্মে পায়চারি করছেন। ট্রেন কখন আসবে সেই অপেক্ষায় আছেন। স্টেশনের দালানের কাছে গড়ের বাদ্যিদল মোতায়েন। বাদ্যকররা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে উসখুস করছে, ঠাণ্ডা অসাড় নীল আঙুলগুলো ফুঁ দিয়ে গরম করছে। দনের ভাটি এলাকার বিচিত্র ধরনের নানা বয়সের কসাকদের নিয়ে সামরিক অভিনন্দন জানানোর দল তৈরি হয়েছে। তারা সকলে ছবির মতো স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। পাকাদাড়ি বুড়োদাদুদের পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে দাড়িগোঁফছাড়া অল্পবয়সী ছেলেছোকরার দল, ফাঁকে ফাঁকে আছে মাথায় ঝুঁটিওয়ালা লড়াই-ফেরতারা। বুড়োদাদুদের গ্রেটকোটের ওপরে চকচক করছে সোনা ও রুপোর ক্রস আর মেডেল – এগুলো তারা পেয়েছিল লোভ্‌চা ও প্লেভ্‌নার যুদ্ধে। যে সব কসাকের বয়স একটু কম তাদের গ্রেটকোটের ওপর ঘন সার বেঁধে ঝুলছে নানা ধরনের ক্রস – গেওক-তেপে ও সানদেপাতে বেপরোয়া আক্রমণের জন্য এবং জার্মান যুদ্ধে পেরেমিশ্‌ল, ওয়ারশ ও ল্ভোভ দখলের লড়াইয়ের পুরস্কার। একেবারেই যারা ছেলেছোকরা তাদের কোন রকম চাকচিক্য নেই। তবে তারা স্থির অ্যাটেনশনের ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে যতদূর সম্ভব বয়োজ্যেষ্ঠদের অনুকরণের চেষ্টা করছিল।

দুধাল বাষ্পের মেঘে বিজড়িত হয়ে ঘর্ঘর শব্দে ট্রেন এসে ঢুকল। পুলম্যানের কামরার দরজা খোলা হতে না হতে ব্যাণ্ডমাস্টার বিকট ভঙ্গিতে হাত নাড়ল।

সঙ্গে সঙ্গে ব্যাণ্ডে ঝনঝন করে বেজে উঠল ব্রিটেনের জাতীয় সঙ্গীত। মামন্তোভ খোলানো তলোয়ার হাত দিয়ে ধরে সামলাতে সামলাতে দ্রুত পায়ে কামরার দিকে এগিয়ে গেলেন। ক্রাসনোভ এখন আনন্দে উচ্ছ্বসিত নিমন্ত্রণকর্তা। স্থিরমূর্তি কসাকদের সারির পাশ দিয়ে অতিথিকে তিনি পথ দেখিয়ে স্টেশনের দালানের দিকে নিয়ে চললেন।

'কসাকরা সকলে বর্বর রেড গার্ড ডাকাতদলের হামলা থেকে দেশমাতাকে রক্ষা করার জন্যে উঠে দাঁড়িয়েছে। এখানে আপনারা যাদের দেখতে পাচ্ছেন তারা তিন পুরুষের প্রতিনিধিত্ব করছে। এই লোকগুলো বলকান অঞ্চলে লড়াই করেছে, জাপান, অস্ট্রো-হাঙ্গেরি আর প্রাশিয়ায় লড়াই করেছে। এখন তারা লড়াই করছে স্বদেশের মুক্তির জন্যে,' চোখ বিস্ফারিত করে রুদ্ধশ্বাসে স্থির হয়ে যে বুড়োদাদুরা দাঁড়িয়েছিল রাজকীয় ভঙ্গিতে মাথা নাড়িয়ে তাদের দিকে ইঙ্গিত করে মিষ্টি হেসে বিশুদ্ধ ফরাসী ভাষায় তিনি বললেন।

ওপর থেকে হুকুম পেয়ে সামরিক অভ্যর্থনা জানানোর জন্য লোক বাছাইয়ের ব্যাপারে মামন্তোভের প্রয়াস বৃথা যায় নি। পসরার এর চেয়ে ভালো প্রদর্শনী আর হতে পারে না।

মিত্রপক্ষের লোকেরা ফ্রন্ট ঘুরে ঘুরে দেখল। তারা সন্তুষ্ট হয়ে ফিরে গেল নোভোচের্কাস্কে।

চলে যাওয়ার আগে জেনারেল পুল ক্রাস্নোভকে বললেন, 'আপনার সৈন্যদলের অপূর্ব ব্যবস্থা, চমৎকার শৃঙ্খলা ও লড়াইয়ের মেজাজ দেখে আমি খুব খুশি। সালোনিকি থেকে যাতে এখানে আপনাদের কাছে আমাদের সৈন্যদের প্রথম দল পাঠানো হয় আমি অবিলম্বে তার নির্দেশ দেব। আর জেনারেল, আপনার কাছে আমার অনুরোধ, পশুলোমের তিন হাজার কোট আর তিন হাজার জোড়া গরম বুটজুতো তৈরি রাখবেন। আশা করি আমাদের সাহায্যে বলশেভিকবাদ সম্পূর্ণ নির্মূল করতে সমর্থ হবেন।...'

তাড়াহুড়ো করে ভেড়ার লোমের কোর্তা আর পশমী জুতো সেলাই করা হল। কিন্তু মিত্রপক্ষের অভিযান-বাহিনী কোন এক অজ্ঞাত কারণে নোভোরসিইস্কে আর নামল না। পুল লণ্ডনে চলে গেলে তার জায়গায় এলেন জেনারেল ব্রিগ্স। দাম্ভিক, নিস্পৃহ প্রকৃতির লোক। লণ্ডন থেকে তিনি নতুন নির্দেশ নিয়ে এসেছিলেন। জেনারেলের উপযুক্ত দ্ব্যর্থহীন রূঢ় ভাষায় জানিয়ে দিলেন: 'মহামান্য সম্রাট বাহাদুরের সরকার দনের স্বেচ্ছাসেনাবাহিনীকে ব্যাপক আর্থিক সাহায্য দেবেন, কিন্তু সৈন্য একটিও দেবেন না।'

এই ঘোষণার ওপর টীকাটিপ্পনী নিষ্প্রয়োজন।

বারো

সেই সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের আমল থেকেই অফিসার আর কসাকদের মধ্যে যে বৈরভাব অদৃশ্য হলরেখার মতো ব্যবধান রচনা করে রেখেছিল ১৯১৮ সালের শরৎকালের দিকে তা অভূতপূর্ব ব্যাপক আকার ধারণ করল। ১৯১৭ সালের শেষ দিকে কসাক ইউনিটগুলো যখন ধীরে ধীরে দনের দিকে ফিরে আসছিল তখন অফিসারদের খুন করা অথবা তাদের ধরিয়ে দেওয়ার ঘটনা বিরল ছিল। কিন্তু এক বছর বাদে সেটা প্রায় নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা হয়ে দাঁড়াল: কসাকরা আক্রমণের সময় লাল ফৌজের কম্যাণ্ডারদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে অফিসারদের সৈন্যসারির সামনে ঠেলে দিত, তারপর পেছন থেকে নিঃশব্দে চুপিসারে তাদের গুলি করে মারত। কেবল গুন্দরোভ্স্কি সেন্ট জর্জ রেজিমেন্টের মতো ইউনিটগুলোতেই গ্রন্থি বেশ জোরদার ছিল। তবে সে রকম ইউনিট দন ফৌজে খুব একটা বেশি ছিল না।

পেত্রো মেলেখভ চট করে কোন সিদ্ধান্তে আসতে না পারলেও বুদ্ধিবিবেচনার অভাব তার নেই, বেশ চতুরই বলা যেতে পারে তাকে। অনেক আগেই সে বুঝতে পেরেছে যে কসাকদের সঙ্গে তর্ক করতে যাওয়ার অর্থ নিজের মৃত্যু ডেকে আনা। তাই অফিসার হিশেবে তার নিজের আর সাধারণ সৈনিকদের মধ্যে যে পার্থক্য আছে সেটা সযত্নে ঘুচিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করত সে। সাধারণ সৈন্যদের মতো সেও সুযোগ পেলেই যুদ্ধের অর্থহীনতার কথা তুলত। কথাগুলো তাকে অবশ্য বলতে হত রীতিমতো চেষ্টাচরিত্র করে। তার মধ্যে আন্তরিকতা এতটুকু থাকত না, কিন্তু আন্তরিকতার এই অভাব ওরা কেউ ধরতে পারত না। বলশেভিক দরদীর ভাব দেখাতে লাগল সে। আর যেই মুহূর্তে দেখতে পেল যে রেজিমেন্ট ফোমিনকে কম্যাণ্ডার করার পক্ষপাতী, অমনি তার মন পাওয়ার জন্য উঠে পড়ে লেগে গেল। অন্যান্যদের মতো একটু আধটু লুঠতরাজে, ওপরওয়ালাদের বাপান্ত করতে, বন্দীর ওপর করুণা দেখাতে পেত্রোর তেমন একটা আপত্তি নেই, যদিও হয়ত তার মনের ভেতরটা সেই সময় ঘৃণায় জ্বলেপুড়ে মরছে, মারার জন্য, খুন করার জন্য নিশপিশ করছে তার হাত। . . . কাজের জায়গায় সে ছিল সদাশিব গোছের, সাধারণ – অফিসার ত নয়, যেন এক তাল নরম কাদা! কিন্তু তাহলে কী হবে, এই উপায়েই পেত্রো ঠিক কায়দা করে কসাকদের আস্থাভাজন হতে পেরেছিল, তাদের চোখের সামনে নিজের ভোল পাল্টাতে পেরেছিল।

সলোনকি বসতির কাছে ফিলিপভ যখন অফিসারদের নিয়ে সরে পড়ল তখন পেত্রো তাদের সঙ্গে গেল না। ধীরস্থির শান্ত স্বভাবের পেত্রো সব সময় নিজেকে আড়ালে রাখার চেষ্টা করে, কোন ব্যাপারে বাড়াবাড়ি সে কখনও করে না। তাই

রেজিমেন্টের সঙ্গে সঙ্গে সেও ভিওশেন্‌স্কায়ায় চলে এলো। ভিওশেন্‌স্কায়ায় দু'দিন কাটানোর পরই আর স্থির থাকতে পারল না – কর্তৃপক্ষ বা ফোমিন কারও কাছেই না গিয়ে সোজা ছুটল বাড়ির দিকে।

ভিওশেন্‌স্কায়াতে সে দিন সকাল থেকেই পল্টন ময়দানে পুরনো গির্জার কাছে সভা হচ্ছিল। রেজিমেন্ট ইন্‌জেন্‌স্কায়া ডিভিশনের প্রতিনিধিদের আসার অপেক্ষায় ছিল। কসাকরা দলে দলে এসে ময়দানে ভিড় জমাচ্ছে। গায়ে তাদের গ্রেটকোট আর পশুলোমের খাটো কোর্তা। কেউ কেউ কোর্তার লোমের দিকটা ভেতরে উল্‌টে পড়েছে, কারও বা কোর্তা গ্রেটকোট কেটে তৈরি, কেউ এসেছে অমনি কোট পরে, কেউ বা লম্বা কসাক-কোর্তা গায়ে দিয়ে। দেখে বিশ্বাস করা ভার যে বিচিত্র ধরনের পোশাকে সাজা এই বিশাল জনতা আসলে লড়াইয়ের একটা ইউনিট – আটাশ নম্বর কসাক রেজিমেন্ট। পেত্রো মনমরা হয়ে এক দল থেকে আরেক দলের কাছে ঘোরাঘুরি করতে থাকে, নতুন দৃষ্টিতে দেখতে থাকে কসাকদের। এর আগে, ফ্রন্টে থাকতে ওদের পোশাক পরিচ্ছদ তেমন একটা নজরে পড়ত না। তাছাড়া সমস্ত রেজিমেন্টকে একসঙ্গে জোট বাঁধা অবস্থায় পেত্রো আগে কখনও দেখেও নি। এখন তামাটে রঙের ঝাঁকড়া গোঁফের ডগা চিবুতে চিবুতে ঘৃণাভরে তাকিয়ে দেখতে লাগল হিমে জমাট তাদের মুখগুলো, তাদের মাথা। মাথায় সব বিচিত্রবর্ণের ভেড়ার লোমের লম্বা টুপি, কারও মাথায় চওড়া কান-ঢাকা লোমের টুপি, কারও পশুলোমের ফেটি বাঁধা টুপি, কারও বা হাল্‌কা টুপি। চোখ নামাতে দেখতে পেল সেখানেও একই ধরনের বৈচিত্র্যের সমাবেশ – পশমী জুতো, চামড়ার হাই বুট, কোন লাল ফৌজীর কাছ থেকে খুলে নেওয়া বুটজুতো। গোড়ালি থেকে হাঁটু পর্যন্ত জড়ানো পটি।

'আহা কি ছিরি! যত সব চাষাভুষোর দল! জাতধম্মের মাথা খুইয়েছে!' নিষ্ফল আক্রোশে আপন মনে বিড়বিড় ক'রে বলে পেত্রো।

বেড়ার গায়ে ফোমিনের হুকুম লেখা সাদা কাগজ ঝুলছে। রাস্তায় স্থানীয় বাসিন্দাদের কাউকে নজরে পড়ে না। এলাকাটা যেন ঘাপটি মেরে অপেক্ষা করে আছে। অলিগলির ফাঁক দিয়ে চোখে পড়ে তুষারাচ্ছন্ন দনের সাদা বুক। দনের ওপারের বনভূমি কালো কালো দেখাচ্ছে – যেন ভুষোকালিতে আঁকা। পুরনো গির্জার ধূসর পাথরস্তূপের আশেপাশে একপাল ভেড়ার মতো ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে মেয়েমানুষেরা। গ্রাম থেকে ওরা দেখা করতে এসেছে স্বামীদের সঙ্গে।

পেত্রো পরেছে পশুলোমের আস্তর দেওয়া ভেড়ার চামড়ার কোর্তা, বিশাল একটা বুকপকেট আছে সেই কোর্তার। মাথায় কোঁকড়ানো দামী ভেড়ার লোমের সেই অফিসারদের অভিশপ্ত টুপি, যে টুপিটা নিয়ে এই কিছুদিন আগেও ওর

গর্বের অন্ত ছিল না। সে মুহূর্তে ও টের পাচ্ছিল সকলে আড়চোখে কঠিন দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকাচ্ছে। মন মেজাজ তার অমনিতেই উদ্‌ভ্রান্ত ও উদ্বিগ্ন ছিল। ওদের চামড়া বেঁধানো তীব্র দৃষ্টি তা আরও বাড়িয়ে দিল। পরে অস্পষ্টভাবে ওর মনে পড়ে ময়দানের মাঝখানে উপুড় করে রাখা একটা পিপের ওপরে যেন উঠে দাঁড়িয়েছিল গাঁটাগোঁট্টা চেহারার এক লাল ফৌজী। তার গায়ে একটা ভালো গ্রেটকোট, মাথায় কচি ভেড়ার লোমের নতুন টুপি, কানের দু'পাশের ঢাকনার বাঁধন খোলা। লোকটার গলায় ধোঁয়াটে ধূসর রঙের খরগোসের লোমের ফোলা ফোলা মাফলার জড়ানো। ফুরফুরে পশমের দস্তানাপরা হাত দিয়ে মাফলারটা ঠিক করে নিয়ে সে চারদিকে তাকিয়ে দেখল।

'কমরেড কসাকরা!' পেত্রোর কানে এসে বাজল লোকটার সর্দিবসা গলার আওয়াজ।

আশেপাশে তাকাতে পেত্রো দেখতে পেল তাদের রেওয়াজের বাইরে অনভ্যস্ত এই সম্বোধনে অবাক হয়ে গিয়ে কসাকরা উত্তেজিত হয়ে উৎসুকভাবে মুখ চাওয়া-চাউয়ি করছে, একে অন্যের দিকে তাকিয়ে চোখ টিপছে। লাল ফৌজের লোকটা সোভিয়েত সরকার, লাল ফৌজ আর কসাকসমাজের সঙ্গে তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ে অনেক কথা বলল। যে জিনিসটা পেত্রোর মনের মধ্যে বিশেষ ক'রে গাঁথা হয়ে রইল তা এই যে নানা রকম চিৎকারে বক্তার কথার মাঝখানে বারবার বাধা পড়ছিল।

'কমিউন কাকে বলে কমরেড?'

'আমাদের কি ওতে নেওয়া হবে?'

'কমিউনিস্ট পার্টিটা কী?'

বক্তা বুকের ওপর দু'হাত ভাঁজ ক'রে চারদিকে ঘুরে ঘুরে ধৈর্য ধরে ব্যাখ্যা করে চলছিল।

'কমরেডরা! কমিউনিস্ট পার্টি একটা স্বেচ্ছাসংগঠন। পার্টিতে লোকে যোগ দেয় নিজের ইচ্ছেয়, যোগ দেয় তারাই যারা পুঁজিপতি আর জমিদারদের অত্যাচার থেকে চাষীমজুরদের মুক্ত করার বিরাট কাজের জন্যে লড়াই করতে চায়।'

পর মুহূর্তেই আরেক কোনা থেকে একজন চেঁচিয়ে উঠল:

'কমিউনিস্ট আর কমিসারদের ব্যাপারটা একটু স্পষ্ট ক'রে বল।'

লোকটা উত্তর দিল। কিন্তু তারপর কয়েক মিনিট যেতে না যেতেই গমগম করে ওঠে আরেকজনের জলদগম্ভীর কণ্ঠস্বর: 'কমিউনের কথাটা কিন্তু পরিষ্কার ক'রে বলছ না বাপু। দোহাই তোমার, আমাদের একটু ব্যাখ্যা করে বল। আমরা মুখ্যুসুখ্যু মানুষ। তুমি সোজা কথায় বল আমাদের।'

এর পর বক্তৃতা শুরু করল ফোমিন। অনেকক্ষণ ধরে ক্লান্তিকর বক্তৃতা দিল। বক্তৃতার মধ্যে কারণে অকারণে সে বারবার জাঁক ক'রে ব্যবহার করতে লাগল 'উদ্বাসন' শব্দটা, যেটা উচ্চারণ করতে তার বেশ কষ্ট হচ্ছিল। ফোমিনের কাছে কাছে তোষামোদের ভঙ্গিতে ঘুরঘুর করে বেড়াচ্ছিল এক অল্পবয়সী ছোকরা। মাথায় তার ছাত্রদের ধরনের টুপি, গায়ে বাহারের ওভারকোট। ফোমিনের অসংলগ্ন বক্তৃতা শুনতে শুনতে পেত্রোর মনে পড়ে গেল ১৯১৭ সালের ফেব্রুয়ারীর সেই দিনটির কথা, যেদিন দারিয়া তার কাছে এসেছিল। সেই দিনই পেত্রোগ্রাদে যাওয়ার পথে স্টেশনে ফোমিনকে পেত্রো প্রথম দেখে। ওর চোখের সামনে ভেসে উঠল আতামান গার্ড রেজিমেন্টের ফেরারী সৈনিকের চেহারাটা। দুই চোখের মাঝখানে অনেকটা ব্যবধান, কঠিন ভিজে চকচকে দৃষ্টি, গায়ে গ্রেটকোট, গ্রেটকোটের ওপর সার্জেন্ট-মেজরের কাঁধপটিতে ঝাপসা হয়ে এসেছে '৫২' নম্বর লেখাটা, হাঁটার ভঙ্গি ভালুকের মতো থপথপে। 'আর পোষাল না ভাই!' - পেত্রো যেন শুনতে পেল তার সেই অস্পষ্ট কথাগুলো। 'ফেরারী সেপাই, ক্রিস্তোনিয়ার মতো গোমুখ্যু, সে এখন হয়েছে রেজিমেন্টের কম্যাণ্ডার, আর আমি যে তিমিরে সেই তিমিরেই রয়ে গেলাম!' ভাবতে ভাবতে উত্তেজনায় চকচক করে ওঠে পেত্রোর চোখদুটো।

ফোমিনের জায়গায় যে কসাকটা উঠে দাঁড়াল তার বুকের ওপর ক্রুশের আকারে আষ্টেপৃষ্ঠে মেশিনগানের গুলির বেল্ট জড়ানো।

'ভাইসব! আমি নিজে পদ্‌তিওলকোভের দলে ছিলাম । ভগবান যদি করেন তাহলে হয়ত এমন দিনও আসবে যখন আমরা একসঙ্গে ক্যাডেটদের মোকাবিলায় নামব!' শূন্যে হাতদুটো অনেকখানি ছুঁড়ে দিয়ে ভাঙা গলায় লোকটা চেঁচিয়ে বলল।

পেত্রো দ্রুত তার আস্তানার দিকে চলল। ঘোড়ার পিঠে জিন চাপাতে চাপাতে সে শুনতে পেল জেলা-সদর ছেড়ে ঘোড়া ছুটিয়ে বেরিয়ে যেতে যেতে কসাকরা পুরানো প্রথা অনুযায়ী গুলি ছুঁড়ে জানিয়ে দিচ্ছে পল্টন থেকে তাদের ঘরে ফেরার বার্তা।

তেরো

দিনগুলো ছোট, কিন্তু এত ভয়ঙ্কর রকমের নিঝুম যে শেষ পর্যন্ত ফসল তোলার দিনের মতো দীর্ঘ মনে হয়। অনাহত স্তেপভূমির গহনে পড়ে আছে গ্রামগুলো। দেখে মনে হয় দন পারের সমস্ত ভূমি যেন মরে গেছে, যেন মড়কে উজাড় হয়ে গেছে জেলার সবগুলো বসতি। একটা বিরাট কালো মেঘ যেন তার দুর্ভেদ্য ঘন কালো ডানা মেলে ঢেকে দিয়েছে দনের উপকূলভূমি, নীরবে ভয়ঙ্কর

ঝুপ নিয়ে ছড়িয়ে পড়েছে চারধারে। এই বুঝি লম্বা লম্বা পপ্‌লার গাছগুলোর মাথা মাটিতে নুইয়ে দেবে, বিদ্যুৎ জিলিক দিয়ে উঠবে, কর্কশ কড়কড় শব্দে প্রচণ্ড বজ্রপাত হবে, ধেয়ে গিয়ে ধ্বংস করবে, গুঁড়িয়ে দেবে ওপাড়ের সাদা বনভূমি, খড়িপাহাড়ের শাখা থেকে খসিয়ে ফেলে দেবে ভয়ঙ্কর শিলা, প্রলয়ের গর্জনে মুখর হয়ে উঠবে ঝঞ্ঝা। . . .

সকাল থেকে তাতারস্কিতে কুয়াশায় মাটি ঢাকা পড়ে আছে। পাহাড় গুরুগুরু আওয়াজ তুলছে। আসন্ন হিমের পদধ্বনি। দুপুরের দিকে ছাড়াছাড়া কুয়াশার খোলস ভেঙে সূর্য বেরিয়ে এলো, কিন্তু তাতে আলো তেমন হল না। কুয়াশা দন-পারের পাহাড়ের মাথায় মাথায় ঘুরে বেড়াতে লাগল, তারপর এক সময় শৈলশাখার ফাটল আর গিরিখাতের ভেতরে ঝুপ করে পড়ে গেল। শেওলাধরা খড়িমাটির চাঙড় আর বরফঢাকা ন্যাড়া টিলার চূড়াগুলোর ওপর ভিজে ধুলোর মতো হয়ে থিতিয়ে পড়ে সেখানেই মিলিয়ে গেল।

নিষ্পত্র বনভূমির উলঙ্গ গাছপালা খোঁচা খোঁচা বর্শার মতো দাঁড়িয়ে আছে। সন্ধ্যায় তার ওপাশ থেকে ঢালের মতো বিশাল চাঁদটা উঠে আগুনের মতো গনগনে আভা দিতে থাকে। সেই চাঁদ যুদ্ধ আর অগ্নিকাণ্ডের রক্তরাগ ঢেলে নিস্তব্ধ গ্রামগুলোর ওপর মরীচিকার মতো দীপ্তি দিতে থাকে। অকরুণ অম্লান সেই আলো মানুষের মনে জাগিয়ে তোলে একটা অস্পষ্ট ভীতি, উতলা করে তোলে ঘরের পশুগুলোকে। ঘোড়া আর ষাঁড়গুলো ঘুমোতে পারে না, ভোর অবধি উঠোনে ঘুরঘুর করে বেড়ায়। কুকুরগুলো করুণসুরে বিলাপ করে, মাঝরাত হওয়ার আগে থাকতেই নানা স্বরে ডাকাডাকি শুরু করে দেয় মোরগগুলো। ভোরের দিকে গাছের ভিজে ডালপালার ওপর পাতলা বরফের আস্তরণ পড়ে। বাতাসের ধাক্কা খেয়ে সেগুলো টুংটাং আওয়াজ তোলে ইস্পাতের রেকাবের মতো। সে আওয়াজ শুনে মনে হয় যেন দনের বাম উপকূল ধরে, অন্ধকার বনভূমি ভেদ করে নীল ধূসর আঁধারের মধ্যে অস্ত্রশস্ত্র আর রেকাব ঝনঝন করতে করতে এগিয়ে চলেছে এক অদৃশ্য ঘোড়সওয়ার সেনাদল।

তাতারস্কির যে-সমস্ত কসাক উত্তর ফ্রন্টে ছিল তারা প্রায় সকলে গ্রামে ফিরে এসেছে। ইউনিটগুলো ধীরে ধীরে দনের দিকে পিছু হটে যেতে তারাও যে যার মতো দল ছেড়ে চলে এসেছে। দেরিতে হলেও রোজই কেউ না কেউ ফিরে আসছে। কেউ কেউ ফিরে এসে অনেক দিনের মতো পল্টনের ঘোড়ার জিন খুলে রেখেছে, অপেক্ষা করছে কবে লাল ফৌজ আসবে। লড়াইয়ের সাজসরঞ্জাম তারা খড়ের গাদার মধ্যে নয়ত চালের বাতার নীচে গুঁজে রেখেছে। কেউ বা আবার আগাগোড়া বরফে ঢাকা ফটক খুলে ঘোড়াটাকে উঠোনে ঢুকিয়ে শুকনো

রুটির রসদ বোঝাই করেছে মাত্র, রাতটা বৌয়ের সঙ্গে কাটিয়ে ভোরবেলা আবার বেরিয়ে পড়েছে বড় রাস্তায়, টিলার ওপর থেকে শেষবারের মতো তাকিয়ে দেখেছে দনের নিষ্প্রাণ নিস্পন্দ জমাট ধবল বিস্তার, তাকিয়ে দেখেছে নিজের জন্মভূমিকে, যাকে হয়ত বা চিরকালের জন্যই ছেড়ে যেতে হচ্ছে।

কার কোথায় মরণ আছে কে বলতে পারে? কে আগে থাকতে জানতে পারে মানুষের পথযাত্রার শেষ কোথায়? . . . ঘোড়াগুলোর কষ্ট হয় গ্রাম ছেড়ে চলে যেতে। কসাকদের বড়ই কষ্ট হয় ক্ষতবিক্ষত হৃদয় থেকে জোর করে সরিয়ে দিতে তাদের প্রিয়জনের বিচ্ছেদ ব্যথা। শীতের হাওয়ায় মাতামাতি রাস্তার ওপর দিয়ে চলতে চলতে অনেকেই যেন কল্পনায় বাড়ি ফিরে যায়। এই পথে চলতে গিয়ে কত ভারাক্রান্ত ভাবনাচিন্তাই না মনে জাগে! . . . হয়ত বা রক্তের মতো নোনতা দু এক ফোঁটা চোখের জলও জিনের কিনারা বয়ে ঝরে পড়ে কনকনে ঠাণ্ডা রেকাবের ওপর, নালের ঘায়ে ক্ষতবিক্ষত রাস্তার বুকে। কিন্তু সে জায়গায় বসন্তে কোন হলুদ আসমানী বনফুল ফুটে ত আর তাদের বিদায় জানাবে না।

* * *

পেত্রো ভিওশেনস্কায়ায় ফিরে আসার পর রাত্রে মেলেখভদের বাড়িতে একটা পারিবারিক পরামর্শ সভা বসল।

পেত্রো দরজার চৌকাট ডিঙোতে না ডিঙোতে পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ জিজ্ঞেস করল, 'কী হল? লড়াইয়ের সাধ ঘুচে গেল বুঝি? অফিসারের কাঁধপটি ছাড়াই ফিরে এলি দেখছি? আচ্ছা, যা যা ভাইয়ের সঙ্গে দেখা কর্ গে। তোকে দেখে তোর মায়ের প্রাণটা জুড়োবে। তোর বৌ ত হেদিয়ে মরছে! . . . আয় আয় বেটা আমার, ঘরে আয়। ওরে গ্রিগোরি! আরে, চুল্লীর ওপরের তক্তপোষে ধেড়ে ইঁদুরের মতো শুয়ে শুয়ে কী করছিস? নেমে আয়!'

গ্রিগোরি ওপর থেকে খালি পাদুটো ঝুলিয়ে দিল। পায়ের গোড়ালির কাছে খাকি সালোয়ারের কিনারা সুন্দর কাজ করা আঁটসাঁট গুছি দিয়ে বাঁধা। হাসতে হাসতে লোমশ কালো বুকটা সে চুলকোতে থাকে। তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে পেত্রো ঝুঁকে পড়ে তলোয়ারের বেল্ট খুলছে, ঠাণ্ডায় আঙুলগুলো জমে যাওয়ায় মাথার ঢাকনা খোলার ফিতে হাতড়াচ্ছে। দারিয়া নীরবে স্বামীর চোখের দিকে তাকিয়ে মুখ টিপে টিপে হাসছে, আর ভেড়ার চামড়ার কোর্তার ঘরার ফাঁসগুলো খুলে দিচ্ছে। পেত্রোর ডানদিকটা ও ভয়ে ভয়ে এড়িয়ে যাচ্ছে। সেখানে রিভলভারের খাপের পাশে ধূসর নীলচে রঙের একটা হাতবোমা উঁকি মারছে।

চলতে চলতেই গাল দিয়ে দাদার হিমজমাট গোঁফের ডগা ছুঁয়ে আদর ক'রে দুনিয়াশ্‌কা ছুটল ঘোড়াটাকে আস্তাবলে ওঠাতে। ইলিনিচ্‌না বুকের সামনের ঝোলানো কাপড়ের খুঁটে ঠোঁট মুছে 'বড়কে' চুমু খাওয়ার জন্য তৈরি হল। নাতালিয়া চুল্লীর কাছে কাজে ব্যস্ত। বাচ্চাদুটো তার ঘাগরার আঁচল ধরে ঝোলাঝুলি করছে। সকলেই আশা করছিল পেত্রো কিছু বলবে। কিন্তু সে দরজার গোড়া থেকেই ভাঙা গলায় 'সবাই ভালো ত?' – এই কথা ক'টি ছুঁড়ে দিয়ে চুপচাপ বাইরের জামাকাপড় ছাড়তে লাগল। অনেকক্ষণ ধরে শণের ঝাঁটা দিয়ে বুটজোড়া ঝাড়ল। তারপর পিঠ সোজা করে উঠে বসতেই ওর ঠোঁটদুটো কেঁপে উঠল, কেমন যেন হতভম্বের মতো খাটের বাজুতে হেলান দিল। সকলে অবাক হয়ে দেখল বরফের কামড়ে কালচে পড়া ওর গালের ওপর চোখের জল চকচক করছে।

'আরে সেপাই, ব্যাপার কী?' মনের আশঙ্কা আর কণ্ঠস্বরের কাঁপুনি হাসিঠাট্টার আড়ালে চাপা দেওয়ার চেষ্টা করে বুড়ো।

'আমাদের সব শেষ হয়ে গেল বাবা!'

পেত্রোর মুখটা বেঁকে ঝুলে পড়ল, পাট-রঙের ভুরুজোড়া কেঁপে উঠল। চোখদুটো ঢেকে তামাকের বিশ্রী গন্ধভরা নোংরা রুমাল দিয়ে নাক ঝাড়ল সে।

গ্রিগোরির গা ঘসে সোহাগ কাড়ছিল বেড়ালটা। গ্রিগোরি তাকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে একটা অস্ফুট আওয়াজ ক'রে লাফিয়ে নামল চুল্লীর ওপর থেকে। মা কেঁদে উঠে পেত্রোর উকুন বোঝাই মাথায় চুমু খেল, পরক্ষণেই ঝট করে সরে গেল তার কাছ থেকে।

'সোনা আমার! আহা, বাছা রে আমার! একটু টক দুধ এনে দেব কি? তুই যা দেখি, বসে পড়, ঝোল ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে। খিদে পেয়েছে, তাই না রে?'

খেতে বসে হাঁটুর ওপর ভাইপোকে বসে নাচাতে নাচাতে পেত্রো চাঙ্গা হয়ে উঠল। মনের চাঞ্চল্য চেপে রেখে সে আটাশ নম্বর রেজিমেন্টের ফ্রন্ট ছেড়ে চলে যাবার কথা, অফিসারদের পালানোর প্রসঙ্গ, ফোমিনের কথা, ভিওশেন্‌স্কায়ার শেষ সভাটার কথা একে একে বলে গেল।

'তোর কী মনে হয়?' কালো শিরাওঠা হাতখানা মেয়ের মাথা থেকে না সরিয়েই গ্রিগোরি জিজ্ঞেস করল।

'মনে হওয়ার আর কী আছে? কাল দিনটা কাটিয়ে রাতে আবার রওনা হব। তুমি আমার জন্যে খাবার তৈরি ক'রে রেখো কিন্তু মা,' মা'র দিকে ফিরে শেষ কথাগুলো সে বলল।

'তার মানে সরে যাচ্ছিস?'

পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ বটুয়ার ভেতরে আঙুল পুরে এক চিমটে তামাক

তুলে নিয়েছিল। আঙুলের ফাঁক দিয়ে ঝুরঝুর ক'রে ক'রে তামাক পড়তে লাগল। সেই ভাবেই চিমটে ক'রে তামাক ধরে সে দাঁড়িয়ে রইল উত্তরের অপেক্ষায়।

পেত্রো উঠে দাঁড়াল। বিগ্রহ-আঁকা ঘোলাটে কালো রঙের পটের সামনে ক্রুশ করল, কঠিন ও কাতর দৃষ্টিতে তাকাল বাপের দিকে।

'যিশু খ্রীষ্টের দয়া হোক! অনেক খাওয়া হয়েছে! . . . সরে যাবার কথা বলছ? তা নয়ত কী? আমি থাকতে যাব কেন? লাল পেটিগুলো যাতে আমার মুণ্ডুটা খসিয়ে দেয় সেই জন্যে? তোমরা থেকে যাবার কথা ভাবতে পার, কিন্তু আমি . . . না, আমাকে যেতেই হবে! অফিসারদের ওরা কোন দয়ামায়া দেখাবে না।'

'বাড়িঘরের কী হবে? ছেড়ে চলে যেতে হবে?'

বুড়োর প্রশ্নের কোন জবাব না দিতে পেরে পেত্রো শুধু কাঁধ ঝাঁকাল। কিন্তু দারিয়া আর নিজেকে চেপে রাখতে পারল না।

'তোমরা চলে যাবে, আর আমাদের থাকতে হবে? ভালো কথা যা হোক! কিছু বলার নেই! তোমাদের সম্পত্তি আমরা বসে বসে আগলাব, এই ত? . . . তা করতে গিয়ে প্রাণটাও হারাতে হতে পারে। আগুনে পুড়ে সব ছারখার হয়ে যেতে পারে! আমি থাকছি নে বাপু!'

এমন কি নাতালিয়া যে নাতালিয়া, সেও ওদের কথার মাঝখানে ফোড়ন দিতে ছাড়ল না। দারিয়ার সালঙ্কার ঝঙ্কারকে ছাপিয়ে চেঁচিয়ে উঠল নাতালিয়া, 'গাঁয়ের সবাই যদি যায় আমরাও পিছিয়ে থাকব না! পায়ে হেঁটেই যাব।'

'বোকা হাঁদার দল! খানকীর বেটি!' ভীষণ ক্ষিপ্ত হয়ে চোখ পাকিয়ে গর্জে উঠল পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ। নিজের অজান্তেই খুঁজতে লাগল লাঠিগাছটা। 'চোপ্ রও হতচ্ছাড়ী খানকী মাগীরা! এ হচ্ছে মরদের ব্যাপার, তোরা নাক গলাতে আসছিস কেন? বেশ, না হয় সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে যেদিকে দু'চোখ যায় চললাম। কিন্তু আমাদের গোরুভেড়াগুলোর কী হবে? ট্যাঁকে গুঁজে নিয়ে যাব নাকি? আর বাড়ি? . . .'

'ওরে মেয়েরা, তোদের মাথা একেবারেই বিগড়ে গেছে দেখছি!' স্বামীকে সায় দিয়ে অভিমানভরে বলল ইলিনিচনা। 'তোদের আর কী? ঘর গেরস্থালি গড়ে তোলার জন্যে ত আর গতর খাটাতে হয় নি, তাই তোদের পক্ষে ছেড়ে যাওয়া সোজা। কিন্তু আমি আর বুড়ো মিলে দিনরাত এর পেছনে খেটেছি, এত সহজেই ছেড়ে চলে যাব? না, তা হবে না!' ঠোঁট কামড়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলল সে। 'তোরা যা, আমি জায়গা ছেড়ে নড়ছি নে। বরং নিজের বাড়ির দোরগোড়ায় আমাকে খুন করুক। কোথাকার কোন্ খোঁড়লে গিয়ে মড়ার চেয়ে তা অনেক ভালো!'

পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ দীর্ঘশ্বাস ফেলল। নাক টানতে টানতে বাতির

সলতেটা বাড়িয়ে দিল। মিনিটখানেক সব চুপচাপ। দুনিয়াশ্‌কা মোজার ওপরের অংশটা বুনছিল, বোনার কাঁটা থেকে মাথা তুলে সে ফিসফিসিয়ে বলল, 'গোরুভেড়া সঙ্গেও নিয়ে যাওয়া যায়।. . . ওগুলোর জন্যে ত আর তাই বলে থেকে যাওয়া যায় না!'

আবার তেলেবেগুনে জ্বলে ওঠে বুড়ো। বহুক্ষণ আটকে থাকা একটা অধীর মর্দা ঘোড়ার মতো সে পা ঠুকল। চুল্লীর কাছে যে ছাগলছানাটা শুয়ে ছিল সেটার গায়ে পা লাগতে আরেকটু হলেই সে পড়ে যাচ্ছিল। মেয়ের সামনে থমকে দাঁড়িয়ে গলা ফাটিয়ে চেঁচিয়ে ওঠে বুড়ো। 'সঙ্গেও নিয়ে যাওয়া যাবে! আহা, কী বললি! আর বুড়ি গাইটার কী দশা হবে? ওটা যে গাভীন হয়েছে! কত দূর নিয়ে যাওয়া যাবে? কোন্ মুখে তুই অমন কথা বললি? হায়রে! হারামজাদী! উকুনের ঝাড়! এত খেটেখুটে তোদের জন্যে ঘর গেরস্থালি দাঁড় করানোর পর কিনা একথাও শুনতে হল!. . . আর ভেড়া? ভেড়ার বাচ্চাগুলোর কী হবে? ওঃ হো-হো! খানকীর বেটি! চুপ থাকলেই পারিস!'

গ্রিগোরি আড়চোখে পেত্রোর দিকে তাকাল। দেখতে পেল সেই অনেক অনেক কাল আগের মতোই তার দাদার খয়েরী চোখে দুষ্টুমি আর ঠাট্টাবিদ্রূপভরা এবং সেই সঙ্গে বিনম্র ভক্তিপূর্ণ একটা হাসি আর গমরঙা গোঁফের ডগায় সেই পরিচিত কাঁপন। পেত্রো বিদ্যুতের মতো এক ঝলক দৃষ্টি হানে গ্রিগোরির দিকে। তারপর তার সারা শরীরটা কেঁপে উঠতে থাকে জোর করে হাসি চাপতে গিয়ে।গত কয়েক বছরে হাসি জিনিসটা কী গ্রিগোরি তা ভুলেই গিয়েছিল। এখন তার নিজেরও হাসতে ইচ্ছে করছে বুঝতে পেরে খুশি হয়ে উঠে আর গোপন না ক'রে ভাঙা ভাঙা গলায় অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল।

'যাক।. . . ভগবানের দয়া হয়েছে!. . . কিছু কথা বলা হল আর কি!' বুড়ো তার ওপর জ্বলন্ত দৃষ্টি হানে, তারপর মিহি জমাট শিশিরের নক্সাতোলা জানলার দিকে মুখ ঘুরিয়ে বসে।

শেষ পর্যন্ত সেই মাঝরাতে সকলে মিলে একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছুল। বাড়ির পুরুষেরা পিছু হটাদের দলে যোগ দেবে, আর মেয়েরা ঘর গেরস্থালি দেখাশোনা করার জন্য এখানেই থেকে যাবে।

সূর্য ওঠার অনেক আগে থাকতে ইলিনিচনা উনুন ধরাল। সকাল হতে না হতে রুটি বানিয়ে ফেলল, দু থলে বোঝাই রুটি কেটে সেঁকে কড়মড়ে ক'রে ফেলল। বুড়ো ল্যাম্পের আলোয় সকালের খাওয়া সেরে ভোরের আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গে গোরুভেড়াগুলো বার করতে আর যাত্রার জন্য স্লেজগাড়ি সাজাতে চলল। গোলাঘরের ভেতরে ভালো জাতের গমে ঠাসা জালার ভেতরে হাত

ঢুকিয়ে অনেকক্ষণ সে দাঁড়িয়ে রইল, আঙুলের ফাঁক দিয়ে গলে পড়তে লাগল মোটা মোটা ফসলের দানা। মাথার টুপি খুলে হলুদ রঙ করা দরজাটা আস্তে করে পেছনে ভেজিয়ে দিয়ে যেভাবে সে বেরিয়ে এলো দেখে মনে হল যেন মড়ার ঘর ছেড়ে এসেছে। . . .

চালাঘরের ছাঁচতলায় আরও খানিকক্ষণ ঘুরঘুর করে সে স্লেজগাড়ির গদিটা বদল করছে, এমন সময় গলির ভেতরে দেখা গেল আনিকুশ্‌কাকে। গোরু নিয়ে চলেছে জল খাওয়াতে। দু'জনের মধ্যে কুশল বিনিময় হল।

'পিছু হটার তোড়জোড় করছ নাকি আনিকেই?'

'আমার তোড়জোড় করা মানে ত ন্যাংটার কোমরের কষি বাঁধা। আমার যা কিছু সব আছে আমার এই শরীরটার ভেতরে, সঙ্গে বরং বাড়তি কিছুরও জায়গা হয়ে যেতে পারে!'

'নতুন কী শুনলে?'

'খবর অনেক, প্রকোফিচ!'

'যেমন?' স্লেজগাড়ির ডাণ্ডার ফাঁকে কুড়ুলটা গুঁজে রেখে উদ্বিগ্ন হয়ে বলল পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ।

'লালেরা এসে পড়ল বলে। ভিওশেনস্কায়ার দিকে এগিয়ে আসছে। বলশয় গ্রোমোকের একজন দেখেছে। যা বলল তাতে মনে হয় ওদের হাবভাব সুবিধের নয়। লোকজন মেরেকেটে ফেলতে ফেলতে এগিয়ে আসছে। . . . ওদের মধ্যে ইহুদী আছে, চীনে আছে। ওদের মরণও হয় না! ওই ট্যারাচোখ শয়তানগুলোকে আমরা তখন তত বেশি মারতে পারি নি, তাইতেই না এই দুর্গতি!'

'লোকজন মেরেকেটে ফেলছে বলছ?'

'তা নয়ত কী? গায়ের গন্ধ শুঁকছে নাকি ? তার ওপর আবার আছে উজান এলাকার হারামজাদার দল!' আনিকুশ্‌কা গালমন্দ করে বলল। বেড়ার পাশ দিয়ে হেঁটে চলে যেতে যেতে শেষ কথাগুলো বলল সে, 'দনের ওপাড়ের গাঁয়ের মেয়েরা চোলাই বানিয়ে ওদের খাওয়াচ্ছে, যাতে ওরা তাদের ওপর হামলা না করে। ওরা মদ খেয়ে টং হয়ে আরেকটা গাঁ দখল ক'রে নিচ্ছে, সেখানে হুজ্জতি করছে।'

বুড়ো স্লেজগাড়ির পেছনের বসার জায়গাটা ঠিক করল, সবগুলো চালাঘর ঘুরে ঘুরে দেখল, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল তার নিজের হাতে বসানো প্রত্যেকটা খুঁটি আর বেড়া। তারপর খড় তোলার একটা টুকরি হাতে নিয়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে মাড়াই উঠোনে গেল পথের জন্য কিছু খড় আনতে। লোহার হুড়কোটা তুলে নামিয়ে রাখল সে। চলে যাওয়াটা যে অনিবার্য এখন পর্যন্ত সে তা বুঝে উঠতে পারছে না। তাই আগাছাসুদ্ধ একটু বাজে দেখে খড় টেনে টেনে বার

করতে থাকে (ভালো খড়গুলো সব সময় জমিয়ে রাখে বসন্তকালে জমিতে লাঙল দেবার সময় কাজে লাগবে বলে)। কিন্তু শেষকালে ভেবেচিন্তে মন বদলায়; নিজের ওপর একটু বিরক্ত হয়েই গেল আরেকটা গাদার কাছে। আর কয়েক ঘন্টার মধ্যেই যে ঘরদোর ছেড়ে, গাঁ ছেড়ে দক্ষিণের কোথাও তাকে চলে যেতে হবে, আর ফিরবেই না হয়ত কোন দিন – এটা যেন কিছুতেই ওর মাথায় ঢুকছিল না। কিছু খড় টেনে নামিয়ে আবার পুরনো অভ্যেসমতো ছড়িয়ে পড়া খড়গুলো বিদে দিয়ে টেনে তুলতে গেল, কিন্তু পরক্ষণেই এমনভাবে হাতটা সরিয়ে নিল যেন হাতে ছ্যাঁকা খেয়েছে। কপালের ঘাম মুছে জোরে জোরে বলে ওঠে, 'এখন আর এসব রাখতে যাওয়া কেন? শেষ অবধি সবই ত ঘোড়ার পায়ের নীচে যাবে। ওরা নষ্ট করবে, আগুনে পুড়িয়ে দেবে।'

বিদের লাঠিটা হাঁটুতে ফেলে মট করে ভেঙে ফেলল সে, দাঁত কড়মড় করল। বয়সের ভারে হঠাৎ যেন পিঠটা তার কুঁজো হয়ে গেল। বুড়োদের ধরনে পা ঘসটে ঘসটে খড়ের খুড়িটা সে বয়ে নিয়ে চলল।

ঘরের ভেতরে না গিয়ে বাইরে থেকে দরজাটা একটুখানি খুলে সে বলল, 'তৈরি হ। এখুনি ঘোড়া জুতব। আর দেরি করা চলবে না।'

ততক্ষণে সে ঘোড়ার পেটের ও পেছন দিককার বাঁধনগুলো লাগিয়েছে, স্লেজের পেছন দিকে জইয়ের বস্তাটা রেখেছে। কিন্তু তখনও ছেলেরা বেরিয়ে এসে তাদের ঘোড়াগুলোর পিঠে জিন চাপাচ্ছে না দেখে অবাক হয়ে বুড়ো আবার বাড়ির ভেতরে ঢুকল।

বাড়ির ভেতরে সে এক অদ্ভুত দৃশ্য। যাত্রার জন্য যে সব পোঁটলা পুঁটলি বাঁধাছাঁদা করা হয়েছিল পেত্রো ক্ষিপ্ত হয়ে সেগুলো খুলছে। সালোয়ার, উর্দি, মেয়েদের পোশাকী জামাকাপড় – সব ছুঁড়ে ছুঁড়ে সোজা মেঝেতে ফেলছে।

'এসব কী হচ্ছে?' ভীষণ অবাক হয়ে পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ জিজ্ঞেস করে। এমন কি কানঢাকা টুপিটাও মাথা থেকে খুলে ফেলে।

'কী আবার? ওই ওদেরই জিজ্ঞেস কর না!' পেত্রো বুড়ো আঙুলটা বাড়িয়ে কাঁধের ওপর দিয়ে মেয়েদের দেখিয়ে বলল। 'কান্নাকাটি শুরু ক'রে দিয়েছে। আমরা কোথাও যাচ্ছি নে! যদি যেতে হয় ত সবাই মিলে যাব, না যেতে হয় – কেউ যাবে না! হয়ত লালের দল এসে ওদের বেইজ্জত করবে, আর আমরা কিনা সম্পত্তি বাঁচানোর জন্যে সরে পড়ছি? না, যদি আমাদের খুন করে তাহলে ওদের চোখের সামনেই মারা যাওয়া ভালো!'

'জামাজুতো ছেড়ে ফেল বাবা।' গ্রিগোরি হাসতে হাসতে নিজের গ্রেটকোট আর কোমরে বাঁধা তলোয়ারটা খুলে ফেলে। এদিকে নাতালিয়া কাঁদতে কাঁদতে

পেছন থেকে তার হাতখানা চেপে ধরে চুমু খায়। দুনিয়াশ্‌কার মুখখানা লাল টসটসে হয়ে উঠেছিল। সে খুশিতে হাততালি দিয়ে ওঠে।

বুড়ো টুপিটা মাথায় পরল, পরক্ষণেই আবার খুলল। ঘরের সামনের কোনায় এগিয়ে গিয়ে হাঁটু মুড়ে বিগ্রহের সামনে দাঁড়াল, সাড়ম্বরে হাত নেড়ে ক্রুশচিহ্ন এঁকে প্রণাম করল। তিনবার মাথা নুইয়ে প্রণাম জানিয়ে হাঁটু সোজা করে উঠে দাঁড়িয়ে সকলের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখল।

'বেশ, যদি তা-ই হয় তাহলে থেকেই যাচ্ছি আমরা! হে স্বর্গের দেবী, আমাদের আশ্রয় দিও, রক্ষা কোরো আমাদের! যাই, গাড়ি থেকে ঘোড়া খুলতে হয়।'

আনিকুশ্‌কা ছুটে এলো। মেলেখভদের বাড়িতে সকলের চোখেমুখে এমন খুশি উপছে পড়ছে দেখে অবাক হয়ে গেল সে।

'কী ব্যাপার?'

'আমাদের বাড়ির পুরুষেরা কেউ যাবে না!' সবার হয়ে জবাব দেয় দারিয়া।

'তাই বল! মত পাল্টালে?'

'হাঁ, মত পাল্টালাম!' চিনির দানার মতো নীলচে সাদা ঝকঝকে দাঁতের পাটি বার করে অনিচ্ছাসত্ত্বেও কথাগুলো বলে গ্রিগোরি চোখ টিপল। 'মরণের খোঁজ করে কোন লাভ নেই। যম আমাদের এখানেই পেয়ে যাবে।'

'অফিসাররাই যখন যাচ্ছে না, তার মানে ভগবানের ইচ্ছে আমরাও যেন না যাই!' এই বলে আনিকুশ্‌কা দেউড়ি থেকে নেমে জানলার পাশ দিয়ে এমন খটখট করে ছুটল যেন ওর পায়ে ঘোড়ার খুর লাগানো আছে।

চৌদ্দ

ভিওশেন্‌স্কায়ার বেড়ার গায়ে গায়ে লটপট করছে ফোমিনের হুকুমনামা। লাল ফৌজীদের বাহিনী যে-কোন মুহূর্তে এসে পড়তে পারে। কিন্তু ভিওশেন্‌স্কায়ার বারো ক্রোশ দূরে কার্গিন্‌স্কায়ায় উত্তর ফ্রন্টের সদর দপ্তর রয়েছে। তেসরা জানুয়ারী রাত্রে চেচেনদের একটা দল কার্গিন্‌স্কায়ায় এসে পৌঁছুল। তাড়াতাড়ি সার বেঁধে কুচকাওয়াজ করতে করতে উস্ত্-বেলোকালিত্‌ভেন্‌স্কায়া জেলা-সদর থেকে লেফটেনান্ট-কর্নেল রয়ান লাজারেভের পিটুনি বাহিনী ফোমিনের বিদ্রোহী রেজিমেন্টের বিরুদ্ধে যাত্রা করল।

চেচেনদের ভিওশেন্‌স্কায়া আক্রমণ করার কথা ছিল পাঁচ তারিখে। ইতিমধ্যে তাদের সন্ধানী দল বেলোগোর্কায় এসেও গিয়েছিল। কিন্তু আক্রমণের পরিকল্পনা

বানচাল হয়ে গেল – ফোমিনের দলত্যাগী এক কসাক এসে খবর দিল যে রেড আর্মির একটা বিরাট দল গরোখোভ্‌কায় রাত কাটাচ্ছে, পাঁচ তারিখে তাদের ভিওশেনস্কায়ায় আসার কথা।

নোভোচের্‌কাসস্কে মিত্রশক্তির লোকজন আসায় ক্রাসনোভ তাদের নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন। ফোমিনের ওপর তিনি প্রভাব খাটানোর চেষ্টা করলেন। নোভোচের্‌কাসস্ক – ভিওশেনস্কায়া সরাসরি লাইনে ফোমিনকে ডেকে পাঠালেন। ভিওশেনস্কায়ায় টেলিগ্রাফ হন্যে হয়ে টরেটক্কা আওয়াজ তুলে ফোমিনকে ডাকাডাকি করার পর শেষ পর্যন্ত তার সঙ্গে সংক্ষিপ্ত বাক্যবিনিময় সম্ভব হল।

'ভিওশেনস্কায়া ফোমিন স্টপ সার্জেন্ট-মেজর ফোমিন কমা আদেশ করা যাইতেছে শুভবুদ্ধির উদয় হউক এবং রেজিমেন্ট পূরণ করিয়া পজিশন লউন স্টপ পিটুনি বাহিনী প্রেরিত হইয়াছে স্টপ অবাধ্যতার পরিণাম মৃত্যুদণ্ড স্টপ ক্রাসনোভ'।

পশুলোমের খাটো ওভারকোটের বোতাম খুলে কেরোসিন-ল্যাম্পের আলোয় ফোমিন দেখতে পেল টেলিগ্রাফকর্মীর আঙুলের ফাঁক দিয়ে সাপের মতো কুণ্ডলী পাকিয়ে পাকিয়ে চলেছে পাতলা চকচকে একটা খয়েরী রঙের ছাপা কাগজের লম্বা ফালি। টেলিগ্রাফকর্মীর মাথার পেছনে হিম আর চোলাই মদের গন্ধে ভরপুর নিঃশ্বাস ছাড়তে ছাড়তে সে বলল, 'কী বুকনি ঝাড়ছে? শুভবুদ্ধির উদয়? শেষ হয়েছে ত ওর কথা? . . . তাহলে লেখ . . . কী-ই-ই? . . . ঠিক হবে না মানে? আমার হুকুম। নয়ত এখুনি তোর নাড়িভুঁড়িসুদ্ধ গলার নলী টেনে ছিঁড়ে ফেলে দেব!'

টেলিগ্রাফকর্মী বার্তা পাঠাল।

'নোভোচের্‌কাসস্ক আতামান ক্রাসনোভ স্টপ জাহান্নামে যাও স্টপ ফোমিন'।

উত্তর ফ্রন্টের অবস্থা এমন সঙ্গীন হয়ে দাঁড়িয়েছে যে ক্রাসনোভ ঠিক করলেন তিনি নিজেই কার্গিনস্কায়া যাবেন, সেখান থেকে নিজে সরাসরি ফোমিনের বিরুদ্ধে 'ন্যায়ের দণ্ড' তুলবেন। সবচেয়ে বড় কথা, কসাকদের হৃত মনোবল পুনরুদ্ধার করবেন। এই উদ্দেশ্যে মিত্রশক্তির প্রতিনিধিদেরও তাঁর সঙ্গে ফ্রণ্টে যাবার আমন্ত্রণ জানালেন।

গুন্দরোভ্‌স্কি সেন্ট জর্জ রেজিমেণ্ট যুদ্ধ ক'রে লাইন ভেঙে সরে বেরিয়ে আসার পর বুতুরলিনোভ্‌কা বসতিতে পরিদর্শনের জন্য সার বেঁধে তাদের দাঁড় করানো হয়েছিল। কুচকাওয়াজ পরিদর্শনের পর ক্রাসনোভ রেজিমেণ্টের পতাকার কাছে চলে এলেন, পুরো দেহটা ডান দিকে ঘুরিয়ে তীক্ষ্ণ গলায় চিৎকার ক'রে বললেন, 'যারা যারা দশ নম্বর রেজিমেণ্টে আমার সেনাপতিত্বে কাজ করেছে – এক পা এগিয়ে!'

গুন্দরোভ্‌স্কি রেজিমেন্টের প্রায় অর্ধেক লোক সারির সামনে বেরিয়ে এলো।

ভেড়ার লোমের লম্বা টুপিটা মাথা থেকে খুললেন ক্রাস্‌নোভ। তার পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল এক সার্জেন্ট-মেজর – বয়স তেমন কম না হলেও, দেখতে বেশ চটপটে ধরনের। ক্রাস্‌নোভ তার দুগালে চুমু খেলেন। সার্জেন্ট-মেজর গ্রেটকোটের আস্তিনে ছুঁচা গোঁফজোড়া মুছল। থ হয়ে গিয়েছিল সে, চোখ ছানাবড়া ক'রে ফ্যালফ্যাল ক'রে তাকিয়ে রইল। ক্রাস্‌নোভ একে একে তাঁর আগের রেজিমেন্টের সকলকে চুমু খেলেন। মিত্রজোটের লোকেরা অবাক হয়ে কানাকানি করতে লাগল। কিন্তু যখন ক্রাস্‌নোভ তাদের কাছে এগিয়ে এসে কারণ ব্যাখ্যা করলেন তখন অবাক হওয়ার বদলে সকলের মুখে ফুটে উঠল হাসি আর সংযত অনুমোদনের ভাব।

'এরা সেই বীরপুরুষের দল যাদের সঙ্গে মিলে নেজ্‌ভিস্কায়াতে জার্মানদের হারিয়ে, বেল্‌জেৎস আর কোমারোভোতে অস্ট্রীয়দের হারিয়ে আমি শত্রুপক্ষের বিরুদ্ধে আমাদের সার্বিক বিজয়ে সাহায্য করেছি।'

... রেজিমেন্টের টাকার বাক্সের পাশে খাড়া সান্ত্রীর মতো সূর্যের দুপাশে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে সাদা বেষ্টনী ঘেরা রামধনুর দুটি স্তম্ভ। অরণ্যের ভেতরে শিঙার ফুৎকারের মতো হু হু গর্জন করছে কনকনে উত্তর-পূর্ব বায়ু, স্তেপভূমির ওপর দিয়ে ঘূর্ণিবেগে লাভাস্রোতের মতো ধেয়ে চলেছে, উলটে আছড়ে পড়ছে খোঁচা খোঁচা আগাছায় ঢাকা ঢিবির ওপর। ৬ই জানুয়ারী সন্ধ্যার দিকে (চির-এর ওপর তখন গোধূলির যবনিকা এসে পড়েছে) ইংলণ্ডের রাজকীয় সার্ভিসের অফিসার এডওয়ার্ডস ও ওলকোট এবং ক্যাপ্টেন বার্তেলো ও লেফ্‌টেনান্ট এর্লিখ নামে দু'জন ফরাসীকে সঙ্গে নিয়ে কার্গিন্‌স্কায়ায় এসে পৌঁছুলেন ক্রাস্‌নোভ। মিত্রপক্ষের অফিসারদের গায়ে পশুলোমের ওভারকোট, মাথায় খরগোসের লোমের ঝাঁকড়া লম্বা টুপি। শীতে কুঁকড়ে গিয়ে মাটিতে পা ঠুকতে ঠুকতে সিগার আর অডিকোলনের গন্ধ ছড়িয়ে হাসতে হাসতে তারা গাড়ি থেকে নামল। ধনী ব্যবসায়ী লেভোচ্‌কিনের বাড়িতে গিয়ে শরীর গরম ক'রে, বেশ ক'রে চা পান করার পর ক্রাস্‌নোভ আর উত্তর ফ্রন্টের কম্যাণ্ডার মেজর জেনারেল ইভানভের সঙ্গে তারা স্কুলের পথে পা বাড়াল। সেখানে সভা হওয়ার কথা।

সচকিত কসাকদের ভিড়ের সামনে ক্রাস্‌নোভ অনেকক্ষণ ধরে কথা বললেন। সকলে মন দিয়ে, ভালো করে তাঁর কথা শুনতে লাগল। কিন্তু বক্তৃতার মাঝখানে যখন তিনি কলাও ক'রে অধিকৃত জেলাগুলোতে 'বলশেভিকদের নৃশংসতার' বর্ণনা দিতে শুরু করলেন তখন পেছনের সারি থেকে তামাকের নীলচে ধোঁয়ার আবছায়ার মাঝখান থেকে কে একজন ক্রুদ্ধ গর্জন করে উঠল, 'মিথ্যে কথা!' তাইতেই সব পণ্ড হয়ে গেল। পরদিন সকালে ক্রাস্‌নোভ আর মিত্রশক্তির অফিসাররা তাড়াতাড়ি মিল্লেরোভোয় চলে গেল।

ওই রকমই তাড়াহুড়ো ক'রে উত্তর ফ্রন্টের সদর দপ্তর সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হল। সন্ধ্যা পর্যন্ত চেচেনরা কার্গিন্‌স্কায়া জেলা-সদর চষে বেড়াল, যে-সমস্ত কসাক পিছু হটতে অনিচ্ছুক তাদের ছেঁকে ধরে তুলতে লাগল। রাত্রে গোলাবারুদের ভাণ্ডার আগুনে পুড়ল। মাঝরাত পর্যন্ত শুকনো ডালপালার একটা বিশাল স্তূপের মতো পটপট শব্দে বন্দুকের কার্তুজ পুড়তে লাগল, ধস নামার মতো গুমগুম শব্দে ফাটতে লাগল কামানের গোলা। পরদিন পিছু হটার আগে বারোয়ারিতলার যখন প্রার্থনাসভা চলছে এমন সময় কার্গিন্‌স্কায়া টিলা থেকে মেশিনগান গর্জে উঠল। বসন্তকালের শিলাবৃষ্টির মতো গির্জার ছাদে ঝরঝর করে গুলিবৃষ্টি ঝরতে লাগল। বিশৃঙ্খল হয়ে সকলে হুড়মুড় করে স্তেপের মাঠে ঢুকে পড়ল। যারা পিছু হটছিল লাজারেভের পিটুনি বাহিনী আর সামান্য কিছু সংখ্যক কসাক ইউনিট তাদের আড়াল দেওয়ার চেষ্টা করল। পায়-দল সেপাইরা সার বেঁধে হাওয়া কলের পেছনে শুয়ে পড়ল। কার্গিন্‌স্কায়ার লোক মেজর ফিওদর পগোভের পরিচালনায় ছত্রিশ নম্বর কার্গিন্‌স্কায়া ব্যাটারী অবিরাম গোলা ছুঁড়ে লাল ফৌজীদের আক্রমণের মোকাবিলা করতে লাগল। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই কামানের গাড়ির সামনে ঘোড়া জুততে হল। এদিকে লাতিশেভো গ্রাম থেকে আক্রমণ শুরু ক'রে লাল ফৌজের ঘোড়সওয়ার বাহিনী পায়-দল সেপাইদের পাশ থেকে এসে খাতের মধ্যে তাদের তাড়িয়ে নিয়ে গেল। সেখানে রসিকতা ক'রে যাদের 'হাইদামাক'* নাম দেওয়া হয়েছিল, কার্গিন্‌স্কায়ার এমন জনা বারো মাতব্বর বুড়োকে তারা টুকরো টুকরো ক'রে কেটে ফেলল।

পনেরো

যারা পিছু হটছিল তাদের সঙ্গে যাবে না ঠিক হওয়ায় আবার পার্থিব বস্তুর শক্তি ও গুরুত্ব পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচের চোখের সামনে বড় হয়ে দেখা দিল।

সেদিন সন্ধ্যায় যখন গোরুবাছুরগুলোকে জাবনা দিতে বের হল তখন কিছু আর এতটুকু ইতস্তত না ক'রে পুরনো গাদা থেকে বেছে বেছে বাজে খড়গুলোই বার করল। অন্ধকার উঠোনে অনেকক্ষণ ধরে চারধার থেকে ঘুরে ঘুরে গাইটাকে দেখল, তারপর বেশ খুশি হয়ে মনে মনে ভাবল, 'বেশ ভারী হয়ে উঠেছে দেখছি। ভগবান কি তাহলে জোড়া বাছুর দেবেন আমাদের?' সব এখন তার

* তুর্কী ভাষার শব্দ। এর সরাসরি অর্থ হানাদার। পেৎলিউরার জাতীয়তাবাদী ইউক্রেনীয় বাহিনীর বিশেষ ঘোড়সওয়ার দলকেও বোঝাত। - অনুঃ

কলছে আবার আপনার হয়ে উঠেছে, কাছের হয়ে উঠেছে। যা যা ইতিমধ্যে মনে মনে সে বাতিল করে দিয়েছিল সে সবই যেন আবার আগেকার তাৎপর্য ও গুরুত্ব নিয়ে দেখা দিল। গামলার বাইরে ভুষি ছড়িয়ে ফেলেছে আর জলের ডোবার জমে থাকা বরফ ভেঙে ফেলে দেয় নি বলে সন্ধ্যার আগে আগে এই এতটুকু সময়ের মধ্যে দুনিয়াশ্কাকে এক চোট বকাঝকা করাও হয়ে গেছে। স্তেপান আস্তাখভের খাসি করা শুয়োরটা ওদের বেড়ার গায়ে যে ফুটো করেছে এখন সেটা মেরামত করতে লেগে গেল। এই সময় আক্সিনিয়া খড়খড়ি বন্ধ করার জন্য ছুটে বাইরে এসেছিল। বুড়ো সেই সুযোগে তাকে জিজ্ঞেস করল স্তেপান চলে যাবার কথা ভাবছে কিনা। আক্সিনিয়া শালটা ভালো করে জড়িয়ে সুর করে জবাব দিল।

'না, না, যাবে কোথায়! চুল্লীর ওপর তক্তপোষে শুয়ে আছে এখন। কেমন যেন জ্বর জ্বর হয়েছে, তাইতে কাঁপছে। কপাল পুড়ে যাচ্ছে, বলছে ভেতরে ছুঁচ ফোটাচ্ছে। অসুখে পড়েছে ও। যাবে না।'

'আমাদের ওরাও যাবে না। মানে, আমরাও যাচ্ছি নে। কে জানে বাপু, কাজটা ভালো হল না মন্দ হল. . .'

অন্ধকার হয়ে এসেছে। দনের ওপাড়ে, বনের ধূসর নাবাল ছাড়িয়ে আকাশের সবুজাভ গভীরে জ্বলজ্বল করে জ্বলছে ধ্রুবতারা। পুব আকাশের কিনারা গাঢ় লাল রঙে ছেয়ে গেছে। ছড়িয়ে পড়েছে সূর্যাস্তের আভা। কালো পপ্লার গাছের শাখাপ্রশাখা ছড়ানো শিঙের ওপর উঁচিয়ে আছে বাঁকা চাঁদের একটা কাটা ফালি। বরফের ওপর অস্পষ্ট ছায়াগুলো ছড়িয়ে গায়ে গায়ে মিশে যাচ্ছে। তুষারের স্তূপগুলো কালো হয়ে আসছে। এত নিস্তব্ধ যে পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ শুনতে পেল জমাট দনের বুকে বরফের গর্তের কাছে কে যেন – হয়ত বা আনিকুশ্কাই হবে – ভারী শাবল দিয়ে বরফ ভাঙছে। বরফ টুকরো টুকরো হয়ে ঝনঝন আওয়াজ তুলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ছে। উঠোন থেকে ভেসে আসছে ষাঁড়গুলোর সমান তালে খড় চিবানোর মচমচ শব্দ।

রান্নাঘরে বাতি জ্বলল। জানলার আলোর গায়ে এক মুহূর্তের জন্য দেখা গেল নাতালিয়াকে। পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ উষ্ণতার আমেজ উপলব্ধি করে। দেখতে পেল বাড়ির সকলে একসঙ্গে জড় হয়েছে। দুনিয়াশ্কা সবে ফিরে এসেছে খ্রিস্তোনিয়ার বৌয়ের কাছ থেকে। টক দুধের বাটিটা সে খালি করে ফেলল। তারপর পাছে কেউ কথার মাঝখানে বাধা দেয় এই ভয়ে তাড়াহুড়ো ক'রে খবরগুলো বলে যায়।

ভেতরের ঘরে গ্রিগোরি রাইফেল, রিভল্ভার আর তলোয়ারে চর্বি ঘষছিল।

দূরবীনটা একটা তোয়ালেতে জড়িয়ে রেখে পেত্রোকে ডাকল সে, 'তোর নিজেরগুলো গোছানো আছে? নিয়ে আয়। লুকিয়ে রাখতে হবে।'

'কিন্তু নিজেদের বাঁচানোর জন্যে যদি দরকার হয়?'

'আহা, কী কথাই না বললি!' কাষ্ঠহাসি হাসে গ্রিগোরি। 'খেয়াল রাখবি। যদি কোন রকমে ওগুলো খুঁজে পায় তাহলে আর দেখতে হবে না – প্যান্টের পেছনে ফুঁড়িয়ে বাড়ির গেটে ঝুলিয়ে রাখবে।'

ওরা দু'জনে বেরিয়ে গেল উঠোনে। কী কারণে কে জানে, ওরা যার যার হাতিয়ার আলাদা আলাদা জায়গায় লুকিয়ে রাখল। গ্রিগোরি কিন্তু ওর নতুন কালো নাগান রিভলভারটা ভেতরের ঘরে বালিশের তলায় গুঁজে রেখে দিল।

রাতের খাওয়া সবে সেরে দায়সারা গোছের দু-একটা কথাবার্তা বলতে বলতে তারা ঘুমানোর উদ্যোগ করছে, এমন সময় উঠোনে শেকল বাঁধা কুকুরটা গরগর আওয়াজ ক'রে ডেকে উঠল। বাঁধা শেকল টানাটানি করতে গিয়ে বকলশে গলা এঁটে তার দম বন্ধ হওয়ার উপক্রম। কী ব্যাপার দেখার জন্য বুড়ো বেরিয়ে গেল, ফিরে এলো আরেকজন লোক সঙ্গে নিয়ে। লোকটার ভুরু পর্যন্ত মাথা-ঢাকায় জড়ানো। পুরোদস্তুর যুদ্ধের সাজ পরা, কোমরে কষে আঁটা সাদা বেল্ট। ঘরে ঢুকেই সে ক্রুশ-প্রণাম করল। মুখের গোল হাঁর চার ধারে সাদা তুষারকণা জমে আছে, ভেতর থেকে ভাপ বেরোচ্ছে গলগল ক'রে।

'আমাকে তোমরা হয়ত চিনতে পারছ না, তাই না?'

'আরে, এ যে আমাদের মাকার ভাই দেখছি!' দারিয়া বলে উঠল।

একমাত্র তখনই পেত্রো আর বাদবাকি সকলে তাদের দূর সম্পর্কের জ্ঞাতি মাকার নোগাইৎসেভকে চিনতে পারল। সিন্‌গিন গ্রামের কসাক এই লোকটার যেমন অসাধারণ গানের গলার জন্য তেমনি পাঁড় মাতাল বলেও সারা জেলায় নামডাক আছে।

'কী মনে করে এখানে?' পেত্রো হাসতে হাসতে বলল। কিন্তু জায়গা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল না।

গোঁফ থেকে শক্ত জমাট বরফের কাঠি খুঁটে খুঁটে চৌকাঠের ওপর ছুঁড়ে ফেলতে লাগল নোগাইৎসেভ। চামড়ার সোল দেওয়া বিশাল বিশাল পশমী জুতো পরা পাদুটো ঠুকল, তারপর ধীরেসুস্থে জামাকাপড় খুলতে লাগল।

'একা একা গাঁ ছেড়ে চলে যেতে বড় খারাপ লাগছিল – তাই ভাবলাম যাই দেখি জ্ঞাতি ভাইদেরও ডেকে নিয়ে যাই। আমার কানে এলো তোমরা দু'ভাইই বাড়ি আছ। বাড়ির মাগকে তাই বললাম, মেলেখভদেরও ডেকে নিয়ে যাই – তাহলে জমবে ভালো।'

রাইফেলটা নিয়ে সে চুল্লীর কাছে হাতাবেড়ির পাশে রাখতে মেয়েরা মুখ টিপে খিলখিল ক'রে হেসে উঠল। পলটনী ঝোলাটা চুল্লীর পাশের বেঞ্চের নীচে চালান ক'রে দিল, তলোয়ার আর চাবুকটাকে শ্রদ্ধাভরে খাটের ওপর রাখল। মাকারের নিঃশ্বাসে যথারীতি ঘরে তৈরি চোলাইয়ের গন্ধ। ওর বড় বড় প্যাটপেটে চোখদুটো নেশার ঘোরে ধোঁয়া ধোঁয়া দেখাচ্ছে। ভিজে দাড়ির জটাজুটের ফাঁকে দন তীরের ঝিনুকের মতো ঝকঝক করছে সমান মাপের এক সারি নীলচে সাদা দাঁত।

'কসাকরা সিনগিন ছেড়ে চলে যাচ্ছে না?' পুঁতির কাজ করা বটুয়াটা সামনে বাড়িয়ে ধরে গ্রিগোরি জিজ্ঞেস করল।

অতিথি তামাকের বটুয়া হাত দিয়ে সরিয়ে দিল।

'তামাক আমার চলে না। ... কসাকদের কথা বলছ ত? কেউ কেউ চলে গেছে, কেউ বা আবার লুকিয়ে প্রাণ বাঁচানোর জন্যে খোঁড়ল খুঁজছে। তোমরা যাচ্ছ ত?'

'আমাদের মদ্দরা যাবে না। ওদের ফুসলানোর কোন মতলবও কোরো নি বাপু!' ইলিনিচনা ভয় পেয়ে যায়।

'সত্যিই থেকে যাচ্ছ নাকি? কিছুতেই যেন বিশ্বাস হচ্ছে না! ভাই গ্রিগোরি, এ কি সত্যি শুনছি? তোমরা কিন্তু জীবনের ঝুঁকি নিচ্ছ ভাই!'

'যা থাকে কপালে ...' পেত্রো দীর্ঘশ্বাস ফেলল। তারপর হঠাৎ উত্তেজনায় লাল টকটকে হয়ে উঠল তার মুখ। 'গ্রিগোরি! তুই কী বলিস? এখনও মত পালটাস নি? যাব নাকি?'

'না, কোথাও যাওয়া নয়।'

তামাকের ধোঁয়া গ্রিগোরিকে ঢেকে দিল, বেশ খানিকক্ষণ ধরে গ্রিগোরির কালো কুচকুচে কোঁকড়া চুলের রাশির ওপর দুলতে লাগল ধোঁয়ার কুণ্ডলী।

'বাবা তোমার ঘোড়াটা আস্তাবলে তুলছে নাকি?' অপ্রাসঙ্গিকভাবে পেত্রো জিজ্ঞেস ক'রে বসল।

দীর্ঘ নীরবতা নেমে এলো। শুধু দুনিয়াশ্‌কার পায়ের কাছে চরকাটা ভ্রমরের মতো একটানা গুঞ্জন তুলে তন্দ্রার ঘোর সঞ্চার করতে থাকে।

ভোরের আলো না হওয়া অবধি লোগাইৎসেভ বসে রইল, দু'ভাইকে দনেৎসের ওপারে যাবার জন্য অনেক করে বোঝাতে লাগল। সেদিন রাত্রে পেত্রো টুপি মাথায় না দিয়েই দু দু'বার বাইরে ছুটে গিয়েছিল ঘোড়ার জিন চড়াতে। কিন্তু দু'বারই দারিয়ার চোখের শাসানিতে সে দমে গেছে, ফের গিয়ে জিন খুলে ফেলতে হয়েছে তাকে।

ভোর হল। অতিথিও তৈরি হতে লাগল যাবার জন্য। জামাকাপড় যখন পরা হয়ে গেছে তখন দরজার কড়ায় হাত রেখে সে অর্থপূর্ণভাবে গলা খাঁকারি

দিল। তারপর চাপা শাসানির সুরে বলল, 'তোমাদের ব্যবস্থাটা হয়ত ভালোই। তবে পরে কিন্তু পস্তাতেও হতে পারে। আমরা যদি পরে কোনদিন ওখান থেকে ফিরে আসতে পারি, তাহলে যারা লালদের দলে ঢুকবার ফটক খুলে দিয়েছে, তাদের সেবা করতে এখানেই রয়ে গেছে, তাদের দেখে নেব। . . .'

সকাল থেকে ঘন হয়ে বরফ ঝরছে। উঠোনে বেরিয়ে আসার পর গ্রিগোরি দেখতে পেল দনের ওপারে পারঘাটা ছেয়ে গেছে অসংখ্য মানুষের কালো ভিড়ে। আটটা ঘোড়ার একটা দল কী যেন টেনে নিয়ে আসছে। লোকজনের কথাবার্তা, হাঁকডাক, খিস্তিখেউড় ভেসে আসছে। বরফ ঝড় ভেদ করে যেন কুয়াশার মধ্যে নড়েচড়ে বেড়াচ্ছে লোকলস্কর আর ঘোড়ার কতকগুলো সাদা ধোঁয়াটে ছায়ামূর্তি। চারটে ঘোড়া একসঙ্গে জোতা রয়েছে দেখে গ্রিগোরি আন্দাজ করতে পারল ওটা একটা ব্যাটারী। . . . 'তাহলে কি লাল ফৌজীরা . . .' এই কথা মনে হতেই তার বুকটা ধড়াস ক'রে উঠল। তারপরেই কী একটা ভেবে নিজেকে প্রবোধ দিল।

বরফ গলে গিয়ে সোমরাজগুল্মের একটা চাপড়া তোপের মুখের মতো কালো হাঁ করে আকাশের দিকে চেয়ে আছে। এলোমেলো জনতার ভিড়টা সে জায়গাটা অনেকখানি ঘুরে গ্রামের কাছাকাছি চলে আসতে থাকে। কিন্তু ঘাটে আসতেই তীরের কাছাকাছি পাতলা বরফ ভেঙে সামনের কামানের একখানা চাকা বসে গেল। তোপের গাড়িচালকদের চিৎকার-চেঁচামেচি, বরফ ভাঙার মড়মড় আওয়াজ আর পিছলে যাওয়া ঘোড়ার খুরের অস্থির দাপাদাপি বাতাসে ভেসে আসছে। গ্রিগোরি খাটালে ঢুকে সাবধানে উঁকি মেরে দেখতে থাকে সেখান থেকে। ঘোড়সওয়ারদের গ্রেটকোটের ওপরকার তুষারে ঢাকা কাঁধপটি আর চেহারা দেখে ওদের কসাক বলে মনে হচ্ছে।

পাঁচ মিনিট পরে চওড়া পাছাওয়ালা একটা উঁচু ঘোড়ায় চড়ে ফটকের ভেতরে এসে ঢুকল এক বুড়োগোছের সার্জেন্ট-মেজর। সিঁড়ির কাছে ঘোড়া থেকে নামল সে, টানার দড়িটা রেলিং-এ বেঁধে বাড়িতে ঢুকল।

'বাড়ির কর্তা কে?' যথারীতি নমস্কার জানিয়ে সে জিজ্ঞেস করল।

'আমি', পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ উত্তর দিল। ভয়ে ভয়ে সে অপেক্ষা করতে লাগল কখন লোকটা প্রশ্ন ক'রে বসে, 'আপনাদের কসাকরা এখনও বাড়িতে যে?'

কিন্তু সার্জেন্ট-মেজর সে সব কিছু না বলে বরফের গুঁড়োয় সাদা এবং লম্বা ফিতের মতো বিনুনী পাকানো গোঁফজোড়া হাতের মুঠো দিয়ে পাট ক'রে বলল, 'কসাক ভাইসব, খ্রীষ্টের দোহাই, কামানটা তুলতে আমাদের একটু সাহায্য করুন! পায়ের কাছে চাকার একেবারে অর্ধেক পর্যন্ত বসে গেছে। দড়িটড়ি আছে কি? এটা কোন্ গাঁ? আমরা পথ গুলিয়ে ফেলেছি। আমাদের দরকার ইয়েলান্স্কায়া

জেলা-সদর। কিন্তু এমন বরফ পড়তে শুরু করেছে যে চোখেমুখে অন্ধকার দেখছি আমরা। পথের নিশানা হারিয়ে ফেলেছি আমরা। লাল ফৌজের দল যে-কোন সময়ে এসে আমাদের লেজে নাড়া দিতে পারে।'

বুড়ো আমতা আমতা করে বলল, 'আমি জানি নে, ভগবান সাক্ষী।'

'জানাজানির কী আছে এতে! এই ত দিব্যি জোয়ানমদ্দ সব কসাক এখানে দেখতে পাচ্ছি।... লোকজন দরকার আমাদের। সাহায্য চাই।'

'আমার শরীর খারাপ,' মিথ্যে ক'রে বলল পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ।

'তোমরা তাহলে কী, ভাইরা?' সার্জেন্ট-মেজর নেকড়ের মতো ঘাড় না ঘুরিয়ে বাড়ির সকলকে নিরীক্ষণ ক'রে দেখল। তার কণ্ঠস্বর এবার যেন আরও সতেজ শোনাল। সিধে হয়ে সে বলল, 'তোমরা কি কসাক নও? তার মানে বলতে চাও মিলিটারীর সম্পত্তি নষ্ট হোক? ব্যাটারীর কম্যাণ্ডারের জায়গায় এখন আছি আমি। অফিসাররা সব ভেগে গেছে, আজ এক হপ্তা হল ঘোড়ার পিঠ থেকে নামি নি। বরফে গা-হাত-পা খেয়ে গেছে, পায়ের আঙুল খসে গেছে। আমি প্রাণ দেব, কিন্তু ব্যাটারী আমি ছাড়ছি না! আর তোমরা কিনা... কোন কথা নয়! ভালো কথায় যদি না হয় - আমি এক্ষুনি কসাকদের ডাকব, তখন আমরা তোমাদের...' প্রচণ্ড ক্ষিপ্ত হয়ে কান্নাভরা গলায় সার্জেন্ট-মেজর চেঁচিয়ে ওঠে। 'তোদের বাধ্য করব, শালা শুয়োরের বাচ্চা! বলশেভিক! চুলোয় যা তোরা! আর এই যে বুড়ো, তোমাকে আমরা জোয়ালে যুতব - যদি সেটাই তোমার সাধ হয়। যাও, ডেকে লোকজন জড় কর। আর যদি না আসে, ভগবান সাক্ষী, ঘুরে এই পথে এসে তোমাদের গাঁ একেবারে মাটিতে মিশিয়ে দেব।...'

লোকটা যে ভাবে কথা বলল তাতে বোঝাই যাচ্ছিল নিজের শক্তির ওপর তার পুরোপুরি আস্থা নেই। গ্রিগোরির দুঃখ হল ওর জন্য। টুপিটা হাতের মুঠোয় চেপে ধরল, উত্তেজিত সার্জেন্ট-মেজরের দিকে না তাকিয়ে সে কঠিনস্বরে বলল, 'অত রাগারাগি কোরো না বাপু। ওসবের কোন দরকার নেই! কামান তুলতে আমরা সাহায্য করব, তারপর ভালোয় ভালোয় নিজের রাস্তা দেখ।'

মোটা মোটা কঞ্চির বেড়া ফেলে তার ওপর দিয়ে তোপ পার করা হল। বেশ কিছু লোক জুটে গেল। আনিকুশকা, খ্রিস্তোনিয়া, ইভান তোমিলিন, মেলেখভরা সবাই এবং আরও দশ-বারোজন মেয়েমানুষ গোলন্দাজদের সাহায্যে কামান আর গোলাবারুদের পেটিগুলো টেনে তুলল, ঘোড়াগুলোকে চড়াইয়ে উঠতে সাহায্য করল। ঠাণ্ডায় জমে যাওয়া চাকাগুলো কিছুতেই ঘুরতে চায় না, বরফের ওপর বারবার পিছলে যাচ্ছিল। ঘোড়াগুলো দুর্বল হয়ে পড়ায় সবচেয়ে ছোট টিলার ওপর উঠতেও তাদের বেশ কষ্ট হচ্ছিল। অর্ধেক লোক পালিয়ে যাবার

পর গোলন্দাজদের যে কয়জন অবশিষ্ট ছিল তারা পায়ে হেঁটে চলতে লাগল। সার্জেন্ট-মেজর টুপি খুলে মাথা নুইয়ে নমস্কার জানাল, যারা যারা সাহায্য করেছিল তাদের ধন্যবাদ জানাল। তারপর জিনের ওপর ঘুরে বসে নীচু গলায় হুকুম দিল, 'ব্যাটারী, আমার পেছন পেছন চলে এসো!'

গ্রিগোরি অবিশ্বাসমিশ্রিত বিস্ময় আর শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল লোকটার চলে যাওয়া। পেত্রো এগিয়ে এলো। গোঁফের ডগা কামড়াতে কামড়াতে, যেন গ্রিগোরির মনের কথার জবাব দিয়েই বলল, 'আহা, সবাই যদি এর মতো হত! এই ভাবেই ত রক্ষা করতে হয় আমাদের প্রশান্ত দনকে!'

'ওই শুয়োর কথা বলছ? সার্জেন্ট-মেজরের কথা বলছ ত?' আপাদমস্তক কাদায় মাখামাখি খ্রিস্তোনিয়া এগিয়ে এসে বলল। 'ওই দেখ, হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে ঠিক নিয়ে যাবে কামানগুলো। আমার দিকে চাবুকটা যেমন ভাবে দুলিয়েছিল না বুড়ো শয়তানটা! লাগিয়ে দিত এক ঘা। সত্যিকারের মরিয়া লোক যাকে বলে। আমার ত হাত লাগানোর ইচ্ছেই ছিল না। পরে, মানতেই হবে, ঘাবড়ে গেলাম। পশমী জুতো আমার নেই, তবু গেলাম। আচ্ছা, বল দেখি ভাই, হাঁদাটার কী ছাই হবে ওই কামানগুলো দিয়ে? একটা গোঁ ধরা শুয়োরের মতো – বেড়ি লাগানো রয়েছে, টানতে কষ্ট, টেনে কোন লাভও নেই, তবু টেনে চলেছে। . . .'

কসাকরা হাসল। একটি কথাও না বলে যে যার জায়গায় চলে গেল।

ষোল

দন ছাড়িয়ে অনেকটা দূরে। দুপুর গড়িয়ে বিকেল হয়ে গেছে। মেশিনগানের দু দফা চাপা কটকট আওয়াজ উঠল। তারপর সব চুপচাপ।

শোবার ঘরের জানলা ছেড়ে একবারও নড়ে নি গ্রিগোরি। আধঘন্টা পরে সে সেখান থেকে যখন ফিরে এলো তখন তার চোয়ালের হাড় পর্যন্ত নীলচে ছাইরঙে ছেয়ে গেছে।

'ওই যে ওরা আসছে!'

ইলিনিচ্না আর্তনাদ ক'রে উঠল, জানলার দিকে ছুটে গেল। রাস্তা দিয়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে আসছে আটজন ঘোড়সওয়ার। দুলকি চালে মেলেখভদের বাড়ির উঠোনের কাছে এসে তারা ঘোড়া থামাল, দনের পারানি-ঘাট আর দন ও পাহাড়ের মাঝখানের কালোরঙের পথরেখাটা ভালো ক'রে দেখার

পর পিছন ফিরে চলে গেল। ওদের দানাপানি খাওয়া ঘোড়াগুলো ছাঁটা বেঁড়ে লেজ নাড়তে নাড়তে গলা বরফের কাদা ছিটিয়ে ছুটছে। ঘোড়সওয়ারদের সন্ধানী দলটা গ্রামটা সরেজমিন তদন্ত ক'রে দেখার পর গা ঢাকা দিল। একঘণ্টা পরে জুতোয় বরফভাঙার মচমচ শব্দ, অচেনা টানের কথাবার্তা আর কুকুরের ডাকে সরগরম হয়ে উঠল তাতারস্কি গ্রাম। স্লেজে মেশিনগান নিয়ে, মালপত্রের গাড়ি আর ফৌজী খানা-গাড়ি নিয়ে একটা পদাতিক রেজিমেন্ট দন পার হয়ে গ্রামে ছড়িয়ে পড়ল।

শত্রুবাহিনীর ঢোকার এই প্রথম মুহূর্তটা যতই ভীতিকর হোক না কেন হাসিখুশি স্বভাবের দুনিয়াশ্‌কা আর নিজেকে সামলাতে পারল না। টহলদার দলটা পিছু ফিরে চলে যেতেই সে আঁচলে মুখ গুঁজে ফিক করে হেসে ফেলল, রান্নাঘরে ছুটে পালাল। নাতালিয়া ওকে দেখে ভয় পেয়ে গেল।

'কী হল?'

'ওঃ বৌদি। বৌদি গো! . . কেমন করে ঘোড়া চালিয়ে যাচ্ছে দেখ! জিনের ওপর বসে সামনে-পেছনে, পেছনে-সামনে দুলছে, আর হাতগুলো কনুইয়ের কাছে লটপট করছে। ওরা যেন ন্যাতার তৈরি – সারা শরীর ঝাঁকুনি খাচ্ছে!'

লাল ফৌজীরা জিনের ওপর বসে কেমন ছটফট করছিল, এত চমৎকার নকল ক'রে দেখাল সে যে নাতালিয়া হাসি চাপতে না পেরে ছুটে বিছানায় গিয়ে বালিশে মুখ গুঁজল, পাছে শ্বশুর দেখতে পেলে আবার চটে যায়।

পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচের জ্বর জ্বর লাগছিল। এক কোনায় বসে ধুঁকতে ধুঁকতে বেঞ্চের ওপর চামড়া সেলাইয়ের সুতো, জুতো সেলাইয়ের কাঁটা আর একটা কৌটোয় ভর্তি বার্চকাঠের কতকগুলো গোঁজ নিয়ে উদ্দেশ্যহীন ভাবে এদিক থেকে ওদিকে সরিয়ে রাখতে রাখতে সে চোখ কুঁচকে বিষদৃষ্টিতে জানলা দিয়ে উঁকি মেরে দেখতে লাগল।

এদিকে রান্নাঘরে মেয়েরা যে ভাবে হাসতে হাসতে গড়াগড়ি যাচ্ছে তাকে খুব একটা ভালো লক্ষণ বলা যায় না। দুনিয়াশ্‌কার মুখ লাল টকটক করছে, জলে ভিজে চোখদুটো চকচক করছে বিন্দু বিন্দু শিশির জমা করমচার মতো। নিজের অজানতেই যে ভাবে নির্লজ্জের মতো সমান তালে দুলে দুলে দারিয়াকে সে লাল ফৌজের লোকগুলোর জিনের ওপর বসার ভঙ্গি দেখাচ্ছে তাতে অশালীনতার ইঙ্গিত ফুটে উঠছে। হাসির সমকে দারিয়ার রঙ বুলানো বাঁকা ভ্রূধনু ভেঙে পড়ছে। হাসির ফাঁকে ফাঁকে ভাঙা-ভাঙা রুদ্ধকণ্ঠে সে বলতে থাকে, 'ওদের সালোয়ারগুলো বোধহয় ঘসা খেয়ে খেয়ে ফুটোই হয়ে গেল। আহা সওয়ারের কী ছিরি! – জিনের মাথাই ত ভেঙে ফেলবে! . . .'

পেত্রো মনমরা হয়ে ভেতরের ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছিল। ওদের হাসি দেখে সে নিজেও মুহূর্তের জন্য খুশি হয়ে উঠল।

'ওদের ঘোড়ায় চড়া দেখতে অদ্ভুত লাগে তাই না?' সে জিজ্ঞেস করে। 'কিন্তু তা নিয়ে ওদের কোন মাথাব্যথা নেই। একটা ঘোড়ার শিরদাঁড়া যদি ভাঙে ত আরেকটা হাতিয়ে নেবে। যত সব চাষাভুষোর দল।' অপরিসীম অবজ্ঞার ভঙ্গিতে হাতটা নাড়ায় সে। 'তাছাড়া ঘোড়াও হয়ত লোকটা জীবনে এই প্রথম দেখল, ভাবল: 'দেখাই যাক না, কোন রকমে ঠিক পৌঁছে যাব 'খন।' ওদের বাপ ঠাকুদ্দা গাড়ির চাকার আওয়াজ শুনে ভিরমি খেত, আর ওনারা হয়েছেন ওস্তাদ ঘোড়সওয়ার! . . . হুঁঃ!' বলে হাতের আঙুল মটকায়, আবার দরজা ঠেলে ভেতরের ঘরে চলে যায়।

লাল ফৌজের লোকেরা ভিড় করে রাস্তায় নেমে এলো, দলে দলে ভাগ হয়ে তারা লোকের বাড়ি বাড়ি ঢুকতে লাগল। তিনজন মোড় নিয়ে চলে গেল আনিকুশ্কাদের বাড়ির ফটকের দিকে, পাঁচজন – তাদের মধ্যে একজন ঘোড়সওয়ার – রয়ে গেল আস্তাখভদের বাড়ির সামনে। বাকি পাঁচজন বেড়ার পাশ ধরে হাঁটতে হাঁটতে চলল মেলেখভদের বাড়ির দিকে। আগে আগে চলেছে এক বেঁটেখাটো প্রৌঢ় লাল ফৌজী। দাঁড়ি গোঁফ কামানো, চ্যপ্টা ধরনের নাক, নাকের ফুটোগুলো চওড়া। দেখতে বেশ চটপটে, টানটান শরীর। এক নজরেই চেনা যায় লড়াই-ফেরতা ঝানু সেপাই। সে-ই প্রথম ঢুকল মেলেখভদের বাড়ির উঠোনে। দেউড়ির কাছে এক মুহূর্ত থমকে দাঁড়িয়ে মাথাটা সামনের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে দেখল হলদে রঙের কুকুরটা বাঁধা অবস্থায় ঘেউ ঘেউ করছে, শেকলের টানে তার গলা বুজে আসছে। তারপর লোকটা কাঁধ থেকে রাইফেল নামাল। গুলির আঘাতে ছাদ থেকে ছিটকে পড়ল তুষারকণার সাদা বাষ্প। গ্রিগোরি গায়ের আঁটো সাঁটো জামার কলারটা ঠিক করতে করতে জানলা দিয়ে তাকিয়ে দেখতে পেল বরফের ওপর চাপ চাপ রক্ত ফেলতে ফেলতে কুকুরটা গড়াগড়ি দিচ্ছে, ভয়ঙ্কর মৃত্যু যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে গুলি খাওয়া পাঁজরার কাছটা আর লোহার শেকলটা কামড়াচ্ছে। পেছন ফিরে তাকাতে বাড়ির মেয়েদের পাণ্ডুবর্ণে ছাওয়া মুখ আর মায়ের চোখের উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টির ওপর নজর পড়ল গ্রিগোরির। মাথায় টুপি না পরেই সে বাইরের বারান্দার দিকে পা বাড়াল।

'ছেড়ে দে!' পেছন পেছন বাপ চেঁচিয়ে ওঠে বিকৃত গলায়।

গ্রিগোরি দরজা হাঁ করে খুলে দিল। ঝনঝন শব্দে কার্তুজের একটা খালি খোল এসে পড়ল দোরগোড়ায়। বাদবাকি লাল ফৌজীরা তখন ফটক দিয়ে ভেতরে ঢুকছে।

'কুকুরটাকে মারলে কেন? তোমাদের কোন্ ক্ষতিটা করেছিল?' চৌকাটের ওপর দাঁড়িয়ে গ্রিগোরি জিজ্ঞেস করল।

চওড়া নাকের ফুটো দিয়ে রেড আর্মির লোকটা বাতাস টানল, নিখুঁত কামানো নীলচে পাতলা ঠোঁটের কিনারা নীচে ঝুলে পড়ল। চারদিকে চোখ বুলিয়ে নিয়ে রাইফেলটা হাতে বাগিয়ে ধরল।

'তোমারি তাতে কী? দুঃখ হচ্ছে? তোমার পেছনে বুলেট খরচ করতে আমার কিন্তু এতটুকু দুঃখ হবে না। দেখতে চাও? তাহলে দাঁড়িয়ে পড় দেয়ালের দিকে মুখ ক'রে!'

'আরে আরে, রাখ দেখি, আলেক্সান্দর!' কটা-ভুরুওয়ালা লম্বা চেহারার এক লাল ফৌজী হাসতে হাসতে এগিয়ে এসে বলল। 'পেন্নাম হই, কত্তা। লালদের দেখেছেন আগে কখনও? থাকার জায়গা দিতে হবে। এ-ই আপনাদের কুকুর মেরেছে বুঝি? কোন দরকার ছিল না।... কমরেডরা, চলে আসুন সবাই।'

সবার শেষে ঘরে এসে ঢুকল গ্রিগোরি। লাল ফৌজের সৈন্যরা ফুর্তির সঙ্গে নমস্কার আদানপ্রদান করছে। তারা তাদের ফৌজী ব্যাগ, চামড়ার জাপানী কার্তুজ-বেল্ট খুলে রাখছে, খাটের ওপর স্তূপাকারে ক'রে ছুঁড়ে ছুঁড়ে রাখছে তাদের গ্রেটকোট, তুলোর আস্তর দেওয়া গরম কোর্তা আর টুপি। গোটা ঘরটা দেখতে দেখতে সেপাইদের ঝাঁঝালো মোদো গায়ের গন্ধে, মানুষের ঘাম, তামাক, শস্তা সাবান আর বন্দুকের চর্বির একটা পাঁচমিশালী গন্ধে – দীর্ঘ পথচলার গন্ধে ভরে গেল।

আলেক্সান্দর নামের সেই লোকটা টেবিলের ধারে এসে বসে সিগারেট ধরাল। যেন গ্রিগোরির সঙ্গে আগের কোন আলোচনার সূত্র টেনে চলেছে, এই ভাবে সে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি প্রতিবিপ্লবী সাদাদের দলে ছিলে?'

'ছিলাম।'

'হুম!... আমি কিন্তু ওড়ার ধরন দেখেই প্যাঁচা চিনতে পারি, তোমাকে চিনতে পেরেছি তোমার শিকনিতে। সাদাপানা! অফিসার, অ্যাঁ? সোনালি কাঁধপটি?'

নাকের ফুটো দিয়ে ধোঁয়ার কুণ্ডলী ছাড়ল লোকটা। গ্রিগোরি তখনও চৌকাটের কাছে দাঁড়িয়ে। তামাক-ধরা বাঁকা নখ দিয়ে সিগারেটে টোকা দিয়ে ছাই ঝাড়তে ঝাড়তে হাসির চিহ্নহীন কঠিন দৃষ্টিতে তাকে যেন এঁফোড়-ওঁফোড় করে দিল।

'তাহলে অফিসার ছিলে? কবুল কর! তোমার হাবভাবেই দেখতে পাচ্ছি। আমি নিজেও ত জার্মান যুদ্ধে লড়েছি।'

'অফিসার ছিলাম,' গ্রিগোরি জোর ক'রে মুখে হাসি টেনে বলে। নাতালিয়া অনুনয়ভরা ভয়ার্ত দৃষ্টিতে আড়চোখে তার দিকে তাকিয়ে আছে দেখে সে কপাল কোঁচকাল। ভুরুজোড়া কেঁপে উঠল তার। নিজের হাসিতে নিজেরই বিরক্তি লাগে।

'দুঃখের কথা! দেখা যাচ্ছে গুলি কুকুরটাকে করা উচিত হয় নি।'

লাল ফৌজী পোড়া সিগারেটের টুকরোটা গ্রিগোরির পায়ের কাছে ছুঁড়ে ফেলে দিল, অন্যদের দিকে তাকিয়ে চোখ টিপল।

আবার গ্রিগোরি অনুভব করল নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই একটা অনুনয়ভরা কাচুমাচু হাসিতে তার ঠোঁট বেঁকে যাচ্ছে। নিজের বুদ্ধিবিবেচনার আয়ত্তের বাইরে দুর্বলতার এই অনিচ্ছাকৃত প্রকাশ দেখে সে লজ্জায় লাল হয়ে গেল। 'অনিষ্ট করতে গিয়ে ধরা পড়ে প্রভুর সামনে বাধ্য পোষা কুকুরটির মতো অবস্থা!' – এই চিন্তাটা লজ্জায় জ্বালা ধরিয়ে দিল তার বুকের ভেতরে। মুহূর্তের জন্য চোখের সামনে ভেসে উঠল সেই মরা কুকুরটা, তার সাদা বুকটা। এই রকমই হাসি ফুটে উঠেছিল কুকুরটার মখমলের মতো নরম কালো ঠোঁটে, যখন সে, তার প্রভু গ্রিগোরি, তার দণ্ডমুণ্ডের একমাত্র কর্তা, তার কাছে এগিয়ে এসেছিল। সে তখন চিত হয়ে পড়ে গড়াগড়ি যাচ্ছে, তার কচি কষের দাঁতগুলো বেরিয়ে পড়েছে, কটাবর্ণ ঝাঁকড়া ফুরফুরে লেজটা মাটিতে আছড়াচ্ছে।

গ্রিগোরির কাছে অপরিচিত সেই একই রকম গলায় পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ জিজ্ঞেস করল অতিথিরা রাতের খাবার খাবে কি না। তাহলে কর্ত্রীকে ব্যবস্থা করতে বলবে।

ইলিনিচনা ওদের সম্মতির কোন অপেক্ষা না রেখে উনুনের কাছে ছুটে গেল। তার হাত কাঁপছিল, তাই বেড়ি দিয়ে ধরে বাঁধাকপির ঝোলের হাঁড়িটা সে কিছুতেই উনুন থেকে ওঠাতে পারছিল না। দারিয়া চোখ নামিয়ে টেবিল সাজাতে থাকে। লাল ফৌজীরা খেতে বসে গেল, কিন্তু খাওয়ার আগে কেউ ভগবানের নাম করে ক্রুশ করল না। বুড়ো ভয়ে ভয়ে চাপা বিতৃষ্ণার সঙ্গে ওদের গতিবিধি লক্ষ করতে থাকে। শেষকালে আর থাকতে না পেরে সে বলে বসল, 'ভগবানের নাম কর না দেখছি তোমরা?'

একমাত্র তখনই হাসির মতো একটা ক্ষীণ রেখা ফুটে উঠল আলেক্সান্দরের ঠোঁটে। বাকি সকলে একসঙ্গে হো-হো করে হেসে উঠতে তারই মধ্যে সে উত্তর দিল, 'তোমাকেও আমি না করারই পরামর্শ দেব বুড়ো কর্তা! আমরা আমাদের দেবদেবীদের অনেক কাল হল পাঠিয়ে দিয়েছি সেই...' বলতে বলতে সে হোঁচট খেল, ভুরু কোঁচকাল। 'ভগবান নেই, কিন্তু বোকারা বিশ্বাস করে – এই কাঠের টুকরোগুলোকেই পুজো করে!'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ। ... বিদ্বান লোকজন কিনা। ... ওরা অবশ্যই অনেক দূর যেতে পেরেছে,' ভয়ে ভয়ে সায় দিয়ে বলে পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ।

প্রত্যেকের সামনে দারিয়া একটা করে চামচ রাখল। কিন্তু আলেক্সান্দর তারটা

ঠেলে সরিয়ে দিয়ে বলল, 'কাঠের ছাড়া আর কোন চামচ নেই? এখন কোন ছোঁয়াচে রোগ বাধানোই বাকি আছে দেখছি! একে কি কেউ চামচ বলে? এ যে দেখছি একটা চিবুনো কাঠের টুকরো।'

দারিয়া বাবুদের মতো দপ করে জ্বলে উঠল।

'পরের চামচে যদি অতই ঘেন্না, তাহলে নিজেরটা সঙ্গে ক'রে আনলেই হয়!'

'তুমি চুপ করে থাক ত গো, বউড়ী। অন্য চামচ নেই? তাহলে দাও একটা পরিষ্কার তোয়ালে, এটা মুছে নিই!'

ইলিনিচনা বাটি করে বাঁধাকপির ঝোল টেবিলে এনে রাখতে লোকটা তাকে বলল, 'তুমি নিজে আগে একটু খাও গো বুড়ি মা।'

'আমি খেতে যাব কেন? কেন নুনে পোড়া হয়েছে নাকি?' ভয় পেয়ে যায় বুড়ি।

'চেখে দেখ, চেখে দেখ! এমনও ত হতে পারে যে অতিথিদের জন্যে কোন গুঁড়োটুঁড়ো মিশিয়েছ . . .'

'এক চামচ তুলে মুখেই দাও না! কী হল?' কঠিন স্বরে হুকুম দিয়ে ঠোঁট কামড়াল পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ। এর পর সে ঘরের এক কোনা থেকে জুতো সেলাইয়ের সরঞ্জাম বার করে আনল, এল্‌ডার গাছের যে কাটা গুঁড়িটাকে টুল হিশেবে ব্যবহার করত সেটা জানলার ধারে ঠেলে নিয়ে গেল, একটা ছোট বোতলের মধ্যে প্রদীপ জ্বালিয়ে পুরনো বুটজোড়া নিয়ে কাজ করতে বসে গেল। আর কোন কথাবার্তার মধ্যে গেল না।

পেত্রো ভেতরের ঘর থেকে বেরই হল না। বাচ্চা দুটোকে নিয়ে নাতালিয়াও সেখানেই বসে ছিল। দুনিয়াশ্‌কা চুল্লীর গায়ে পিঠ লাগিয়ে বসে বসে মোজা বুনছিল। কিন্তু লাল ফৌজীদের মধ্যে একজন যখন তাকে 'দিদিমণি' বলে সম্বোধন ক'রে তাদের সঙ্গে খাওয়ার জন্য ডাকল তখন সে ওখান থেকে সরে পড়ল। কথাবার্তা বন্ধ হয়ে গেল। খাওয়াদাওয়ার পর লাল ফৌজীরা সিগারেট ধরাল।

'এখানে সিগারেট খাওয়া যেতে পারে?' কটা-ভুরুওয়ালা লোকটা জিজ্ঞেস করল।

'আমাদের নিজেদেরই চিমনির নলের কমতি নেই,' বেজার মুখে ইলিনিচনা বলল।

গ্রিগোরিকে ওরা সিগারেট দিতে গেলে সে নিল না। ভেতরে ভেতরে তার সর্বাঙ্গ রি-রি করছিল। যে লোকটা কুকুরটাকে মেরেছিল এবং গ্রিগোরিকে প্ররোচনা দেওয়ার চেষ্টায় সর্বক্ষণ তার সঙ্গে নির্লজ্জের মতো আচরণ করছিল তাকে চোখের সামনে দেখে বুকের কাছটা ব্যথায় মোচড় দিয়ে ওঠে। লোকটা যেন একটা গোলমাল বাধানোর মতলবে আছে, তাই সারাক্ষণ গ্রিগোরিকে খোঁচা দিয়ে তাকে কথাবার্তার মধ্যে টেনে আনার সুযোগ খুঁজছে।

'কোন্ রেজিমেন্টে কাজ করতেন হুজুর?'

'অনেক রেজিমেন্টেই করেছি।'

'আমাদের কত লোককে মেরেছেন?'

'যুদ্ধে অতশত কেউ গোনে না। তুমি কমরেড, ভেবো না যে আমি অফিসার হয়েই জন্মেছিলাম। জার্মান যুদ্ধের পরে আমি অফিসার হয়ে ফিরেছি। যুদ্ধে কৃতিত্বের জন্যে পেয়েছি এই তকমাগুলো। . . .'

'কোন অফিসারের আমি 'কমরেড' নই! তোমাদের মতো লোককে আমি দেয়ালের পাশে দাঁড় করিয়ে গুলি করে মারি। পাপ স্বীকার করতে আমার বাধা নেই—আমি নিজেই ওরকম বেশ কয়েকটাকে টিপ করে মেরেছি।'

'আমি তোমাকে যা বলতে চাই কমরেড, তা হল এই . . . তোমার ব্যবহার খুব একটা ভালো দেখছি না। এমন ভাব করছ যেন লড়াই করে গ্রামটা দখল করেছ তোমরা। আসলে আমরা নিজেরাই ফ্রন্ট ছেড়ে চলে এসেছি, তোমাদের ঢোকার পথ করে দিয়েছি। কিন্তু তোমার যা ব্যবহার তাতে মনে হচ্ছে বুঝি একটা দেশ জয় করে সেখানে ঢুকেছ। . . . একটা কুকুরকে গুলি করে মেরে ফেলতে যে কেউ পারে। নিরস্ত্র লোককে খুন করা বা তাকে অপমান করাও কোন কঠিন কাজ নয়।'

'তুমি আমায় শেখাতে এসো না। তোমাদের মতো লোকজনকে আমাদের চিনতে বাকি নেই! 'ফ্রন্ট ছেড়ে চলে এসেছি!' আরে, ভালোমতো মার না খেলে কি আর ছেড়ে আসতে? তোমার সঙ্গে আমি আমার যে ভাবে খুশি কথা বলতে পারি।'

'ছাড় দেখি আলেক্সান্দর! বিরক্তি ধরিয়ে দিল!' কাটা-ভুরুওয়ালা লোকটা বলল।

কিন্তু আগের ওই লোকটা ততক্ষণে গ্রিগোরির কাছে এগিয়ে এসেছে। নাকের পাটা ফুলিয়ে ফোঁস ফোঁস ও হিসহিস শব্দে নিঃশ্বাস ফেলতে ফেলতে সে বলল, 'তোমাকে বরং বলি কি অফিসার, আমার সঙ্গে লাগতে এসো না, তাহলে খারাপ হবে কিন্তু!'

'আমি লাগতে আসি নি।'

'আলবৎ লাগতে এসেছ!'

দরজা সামান্য ফাঁক করে নাতালিয়া মরিয়া হয়ে কাঁদো-কাঁদো গলায় গ্রিগোরিকে ডাকল। সামনে দাঁড়ানো লোকটার পাশ দিয়ে ঘুরে গিয়ে গ্রিগোরি মাতালের মতো হুমড়ি খেয়ে দরজার গায়ে পড়ে টলতে টলতে ভেতরে ঢুকে পড়ল। পেত্রো করুণ চাপা গলায় ফিসফিস ক'রে বিতৃষ্ণাভরে বলল, 'কী করছিস তুই? . . . কোন্ দরকার পড়েছিল তোর? কেন লাগতে গিয়েছিলি ওর সঙ্গে? তোর নিজের সর্বনাশ করবি, সেই সঙ্গে আমাদেরও সর্বনাশ ডেকে আনবি! বোস দিকি এখানে!'

এই বলে সে জোর করে ঠেলে গ্রিগোরিকে তোরঙ্গের ওপর বসিয়ে দিয়ে চলে গেল রান্নাঘরে।

গ্রিগোরি হাঁ করে মুখ ভরে নিঃশ্বাস নিতে থাকে। তার রোদে পোড়া তামাটে গাল থেকে কালচে লাল রঙের আভা সরে যেতে থাকে, চোখদুটো ম্লান হয়ে সামান্য চিকচিক করে।

'ওগো, লক্ষ্মীটি, আমার কথাটা শোনো! ওসবের মধ্যে যেয়ো না!' কাঁপতে কাঁপতে নাতালিয়া অনুনয় ক'রে বলে। ছেলেমেয়েরা আরেকটু হলেই কেঁদে ফেলেছিল – তাই দেখে সে তাদের মুখে হাত চাপা দিল।

'আমি চলে গেলাম না কেন?' করুণ চোখে নাতালিয়ার দিকে তাকিয়ে গ্রিগোরি বলল। 'ঠিক আছে, ওসব আর করব না। চুপ! আর সইবার ক্ষমতা নেই এখন।'

খানিক বাদে আরও তিনজন লাল ফৌজী এলো। তাদের মধ্যে একজন – মাথায় কালোরঙের লম্বা পশমী টুপি, দেখে ওপরওয়ালা বলেই মনে হয় – জিজ্ঞেস করল, 'ক'জন এখানে আস্তানা নিয়েছে?'

'সাতজন', অ্যাকর্ডিয়ানের সুরেলা রীডগুলোর ওপর আঙুল চালাতে চালাতে সকলের হয়ে উত্তর দিল কটা-ভুরুওয়ালা লোকটি।

'এখানে মেশিনগানের ঘাঁটি বসছে। জায়গা করে দিতে হবে।'

ওরা চলে গেল। সঙ্গে সঙ্গে ক্যাঁচকোঁচ করে ওঠে ফটকটা। উঠোনে ঢোকে দুটো গাড়ি। একটা মেশিনগান টেনে তোলা হল বাইরের বারান্দায়। কে একজন অন্ধকারের মধ্যে দেশলাইয়ের আগুন জ্বালাল, প্রচণ্ড খিস্তি করে উঠল। আগন্তুকদের কেউ কেউ চালার নীচে সিগারেট ধরিয়ে টানতে থাকে, কেউ বা মাড়াই-উঠোনে খড় টেনে নামিয়ে আগুন জ্বালায়। কিন্তু বাড়ির লোকেরা কেউ বাইরে বেরোল না।

'একবার গিয়ে ঘোড়াগুলো দেখে এলেও ত পারতে,' বুড়োর পাশ দিয়ে যেতে যেতে চাপা গলায় ইলিনিচ্না বলল।

বুড়ো কেবল কাঁধ ঝাঁকাল। যাবার জন্য কোন গা করল না। সারারাত দরজাগুলো দুমদাম খোলাবন্ধ হতে থাকে। ছাদের নীচে সাদা বাষ্প ঝুলতে থাকে, শিশিরের মতো বিন্দু বিন্দু হয়ে জমে লেগে থাকে দেয়ালের গায়ে। লাল ফৌজের সেপাইরা ভেতরের বড় ঘরের মেঝেতে বিছানা পেতেছে। গ্রিগোরি একটা কম্বল এনে বিছিয়ে দিল, নিজের পশুলোমের খাটো ওভারকোটটা এনে দিল মাথার নীচে দেবার জন্য।

'আমি পল্টনের চাকরী করেছি, তাই এসব আমার জানা আছে,' যে লোকটা ওকে শত্রু বলে ধরে নিয়েছে তাকে শান্ত করার জন্য গ্রিগোরি হেসে বলল।

কিন্তু লাল ফৌজীটির নাকের চওড়া ফুটোগুলো আরও ফুলে উঠল, আপসহীন দৃষ্টিতে গ্রিগোরির ওপর চোখ বুলাল সে।

ওই একই ঘরে গ্রিগোরি আর নাতালিয়া খাটে শুল। লাল ফৌজের লোকেরা তাদের রাইফেলগুলো শিয়রে রেখে কম্বলের ওপর পাশাপাশি শুয়ে পড়ল। নাতালিয়া বাতিটা নিভিয়ে দিতে যাচ্ছিল। কে যেন তাকে ধমক দিয়ে থামিয়ে দিল।

'বাতি নেভাতে কে বলেছে? খবরদার বলছি! সলতেটা একটু নামিয়ে দাও, কিন্তু আলো সারারাত জ্বলা চাই।'

বাচ্চাদুটোকে নাতালিয়া শুইয়ে দিল পায়ের কাছে, নিজে জামাকাপড় না ছেড়েই দেয়াল ঘেঁসে শুয়ে পড়ল। গ্রিগোরি মাথার নীচে হাত রেখে লম্বা হয়ে চুপচাপ শুয়ে রইল।

বালিশের একটা কোনা বুকে চেপে ধরে দাঁতে দাঁত চেপে সে ভাবতে লাগল, 'আমরা যদি চলে যেতাম, যদি পিছু হটিয়েদের দলে যোগ দিতাম, তাহলে ত ওরা নাতালিয়াকে এই বিছানায় চিত করে ফেলে ওকে নিয়ে মজা লুটত, যেমন ওরা সেই তখন করেছিল পোল্যাণ্ডে ফ্রানিয়াকে নিয়ে।'

লাল ফৌজীদের মধ্যে কে একজন একটা গল্প বলতে শুরু করেছিল। কিন্তু একটা পরিচিত গলা কথার মাঝখানে তাকে থামিয়ে দিল, অস্পষ্ট আধা অন্ধকারে প্রত্যাশাভরা বিরতি দিয়ে বাজতে লাগল।

'এঃ, মেয়েমানুষ ছাড়া বড় খারাপ লাগে! পেলে দাঁত দিয়ে কামড়ে ছিঁড়ি। . . . কিন্তু আমাদের কত্তা যে আবার অফিসার মানুষ। . . . আমরা যারা একেবারেই চুনোপুঁটি ইতর লোকজন তাদের কি আর বৌদের ভাগ দেবেন ওনারা? কী বল কত্তা? শুনছ?'

লাল ফৌজীদের মধ্যে কে একজন ইতিমধ্যে নাক ডাকাতে শুরু করে দিয়েছে। কে যেন ঘুমজড়ানো গলায় হেসে উঠল। কটা-ভুরুওয়ালা লোকটার গলা শোনা গেল। ধমকের সুরে বলছে, 'নাঃ আলেক্সান্দর, তোমাকে বলে বলে আমি হয়রান হয়ে গেলাম। যে বাড়িতেই ওঠ সেখানেই গোলমাল পাকাও, গুণ্ডামি শুরু কর। লাল ফৌজের বদনাম ক'রে ছাড়বে। না, না, এভাবে আর চলবে না! এই আমি চললাম কমিসারের কাছে, নয়ত কোম্পানি-কম্যাণ্ডারের কাছে। শুনছ? দেখব তোমার কী বলার আছে!'

নিথর নীরবতা নেমে এলো। শুধু শোনা গেল কটা-ভুরুওয়ালা লোকটা রাগে ফোঁস ফোঁস করতে করতে পায়ে জুতো আঁটছে। মিনিট খানেক পরে দড়াম করে দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে সে বেরিয়ে গেল।

নাতালিয়া আর সামলাতে না পেরে ডুকরে কেঁদে উঠল। গ্রিগোরি ওর

মাথায়, ঘর্মাক্ত কপালে আর ভিজে মুখে হাত বুলাতে লাগল। হাতটা তার কাঁপছে। ডান হাত দিয়ে শান্তভাবে বুকটা হাতড়াচ্ছে, হাতের আঙুলগুলো যান্ত্রিকভাবে জামার বোতাম খুলছে আর আঁটছে।

'চুপ, চুপ!' প্রায় শোনাই যায় না এমনিভাবে ফিসফিস করে সে বলল নাতালিয়াকে। ঠিক সেই মুহূর্তটিতে সে নির্ঘাত জানত যে নিজের এবং প্রিয়জনদের জীবন বাঁচানোর জন্য যে-কোন পরীক্ষা, যে-কোন অপমান সহ্য করতে সে মনেপ্রাণে প্রস্তুত।

দেশলাইয়ের কাঠি জ্বলে উঠতে তার আলোয় দেখা গেল আলেক্সান্দরকে। সে উঠে বসেছে। আলোকিত হয়ে উঠেছে ওর চওড়া নাকের পাটা আর মুখ। মুখে সিগারেট ধরে টানছে। শোনা যাচ্ছিল চাপা গলায় বিড়বিড় করছে, তারপর বহু লোকের নাসিকাগর্জন ভেদ ক'রে দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে জামাকাপড় পরতে শুরু করল।

গ্রিগোরি অধীর হয়ে কান পেতে ছিল। মনে মনে কটা-ভুরুওয়ালা লোকটিকে অসীম কৃতজ্ঞতা জানাল। বাইরে জানলার কাছে পায়ের শব্দ ও ক্রুদ্ধ কণ্ঠস্বর শুনে আনন্দে নেচে উঠল।

'এই যে, সব সময় লোকজনকে জ্বালাতন করে। . . . কী করি বলুন ত? কী আপদ কমরেড কমিসার। . . .'

বারান্দায় পায়ের শব্দ উঠল। দরজাটা ক্যাঁচ করে খুলে গেল। অল্পবয়সী কে একজন রাশভারী গলায় হুকুম দিল: 'আলেক্সান্দর তিউরনিকভ, জামাকাপড় পরে নাও, এক্‌খুনি এই বাড়ি ছেড়ে চলে যাও। রাতটা থাকবে আমার সঙ্গে। লাল ফৌজীর অনুপযুক্ত আচরণের জন্য কাল তোমার বিচার হবে।'

কটা-ভুরুওয়ালা লোকটার পাশে দরজার কাছে কালো চামড়ার কোর্তা গায়ে সে দাঁড়িয়ে ছিল। গ্রিগোরির চোখাচোখি হল তার জ্বলন্ত দৃষ্টির সঙ্গে। সে দৃষ্টিতে ঝরে পড়ছিল শুভাকাঙ্ক্ষা।

লোকটা দেখতে কমবয়সী। কমবয়সীর মতোই মেজাজটাও রুক্ষ। ঠোঁটের ওপর কচি গোঁফের রেখা। বেশি বাড়াবাড়ি রকমের শক্ত ক'রে ঠোঁটে ঠোঁট চেপে রয়েছে।

'ঝামেলার অতিথি জুটেছিল কমরেড?' গ্রিগোরির দিকে তাকিয়ে সে এত মৃদু হাসল যে প্রায় চোখেই পড়ে না। 'আচ্ছা, এবারে ঘুমোতে পারেন। আমরা কাল ওকে ঠাণ্ডা করব। চলি। চল হে তিউর্‌নিকভ!'

ওরা চলে যেতে গ্রিগোরি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। পর দিন সকালে কটা-ভুরুওয়ালা লোকটা থাকা খাওয়ার খরচ শোধ করার সময় ইচ্ছে করেই তেমন ব্যস্ততার ভাব দেখাল না।

'আমাদের ওপর রাগ করবেন না কর্তারা। আমাদের এই আলেক্সান্দর লোকটার

একটু মাথা গরম আছে। ও লুগানস্কের লোক। গত বছর ওখানে ওর চোখের সামনেই কয়েকজন অফিসার ওর মা আর বোনকে গুলি করে মারে। তারপর থেকে ও ওরকম হয়ে গেছে। . . . আচ্ছা, আসি তবে, ধন্যবাদ। ও হ্যাঁ, বাচ্চাদের জন্য এই রইল – প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম!' এই বলে জিনিসপত্রের থলে থেকে সে যখন কালচে নোংরা একেকটি মিছরির ডেলা বার করে ছেলেমেয়েদের দু'জনের হাতে গুঁজে দিল তখন ওদের যা আনন্দ হল বলার নয়।

পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ অভিভূত হয়ে নাতি-নাতনীদের দিকে তাকাল।

'দারুণ উপহার জুটেছে ওদের! প্রায় দেড় বছর হয়ে গেল চিনির মুখই আমরা দেখি নি। . . . খ্রীষ্ট তোমার সহায় হোন, কমরেড! আরে, তোরা পেন্নাম কর খুড়োকে! ওরে পলিউশ্‌কা, ধন্যবাদ জানা! . . . না না, অমন মুখ গোঁজ করে দাঁড়িয়ে থাকলে চলে?'

লাল ফৌজের সেপাইটি বেরিয়ে যেতে বুড়ো খেঁকিয়ে উঠল নাতালিয়ার ওপর। 'আদব কায়দার কী ছিরি! আরে, লোকটাকে রাস্তায় খাবার মতো একটা বান রুটিও ত অন্তত দিতে পারতে। একজন ভালো মানুষকে কিছু একটা দিতে ত হয়? হ্যাঃ!'

'ছুটে যাও!' গ্রিগোরি হুকুম দিল।

ওড়নায় মাথা ঢেকে নাতালিয়া ছুটতে ছুটতে ফটকের বাইরে গিয়ে ধরল কটা-ভুরুওয়ালাকে। কী করবে বুঝতে না পেরে লাল হয়ে উঠে তাড়াতাড়ি লোকটার গ্রেটকোটের বিশাল হাঁ করা জেবের গহ্বরে রুটিটা গুঁজে দিল।

সতেরো

ঠিক দুপুর বেলা লাল পতাকাধারী ছয় নম্বর মৎসেন্‌স্কি রেজিমেন্ট গ্রামের ভেতর দিয়ে দ্রুত মার্চ করে চলে গেল। যাবার সময় কোন কোন কসাকের ফৌজী ঘোড়া দখল করে নিল। টিলার ওপাড়ে অনেক দূর থেকে ভেসে আসছিল কামানের গুমগুম আওয়াজ।

'চির্‌-এ লড়াই চলছে,' পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ আন্দাজ ক'রে বলল।

সন্ধ্যার রক্তিমাভা ঘনিয়ে এলো। পেত্রো আর গ্রিগোরি এই সময় বেশ কয়েক বার উঠোনে বেরোল। দনের নীচের দিকে কোথাও – অন্তত উস্ত্‌-খোপিওরস্কায়ার চেয়ে কাছে কোথাও ত নয়ই – শোনা যাচ্ছে কামানের চাপা গর্জন। বরফজমাট মাটির বুকে কান পাতলে পাওয়া যায় মেশিনগানের কটকট আওয়াজ।

'ওখানেও মন্দ লড়াই দিচ্ছে না। জেনারেল গুসেলশ্চিকভ, তাঁর সঙ্গে গুন্দরোভ্স্কি রেজিমেন্টের লোকেরা,' হাঁটু আর টুপি থেকে বরফ ঝাড়তে ঝাড়তে পেত্রো বলল। তারপর একেবারেই অপ্রাসঙ্গিকভাবে দুম করে যোগ করল, 'আমাদের ঘোড়াগুলো নিয়ে নেবে। তোর ঘোড়াটা ত গ্রিগোরি, অমনিতেই চোখে পড়ার মতন। মাইরি বলছি, নির্ঘাত নিয়ে নেবে!'

বুড়ো কিন্তু ওদের দু'ভাইয়ের আগেই সেটা টের পেয়েছিল। রাতের বেলায় গ্রিগোরি যখন দু'জনেরই পল্টনের ঘোড়াকে জল খাওয়ানোর জন্য আস্তাবলের বাইরে নিয়ে এলো তখন সে লক্ষ করল ঘোড়াদুটো সামনের পায়ে খোঁড়াচ্ছে। নিজের ঘোড়াটাকে হাঁটিয়ে দেখল – দারুণ নেংচাচ্ছে, পেত্রোরটাকে দেখল – সেটারও ওই একই দশা। তখন সে দাদাকে ডাকল।

'ঘোড়াগুলো ত খোঁড়া হয়েছে দেখছি! তোরটা ডান পায়ে খোঁড়াচ্ছে, আমারটা বাঁ পায়ে। জখমের কোন চিহ্ন দেখতে পাচ্ছি নে। তাহলে কি পায়ে দাদ-টাদ ধরল নাকি?'

সন্ধ্যার অনুজ্জ্বল তারার আবছা আলোয় নীল রক্তিমাভ বর্ণের বরফের ওপর নিস্তেজ হয়ে মাথা নীচু ক'রে দাঁড়িয়ে আছে ঘোড়াদুটো। সারাদিন এক ঠায় আস্তাবলে থাকার পর এতটুকু চাঞ্চল্য দেখাচ্ছে না, একবারও পা ছুঁড়ছে না। পেত্রো লন্ঠন জ্বালাল, কিন্তু মাড়াই-উঠোন থেকে বেরিয়ে এসে বাপ ওকে বাধা দিল।

'বাতি আবার কিসের জন্যে?'

'ঘোড়াগুলো খোঁড়া হয়ে গেছে, বাবা। পায়ে কিছু একটা গোলমাল হয়েছে।'

'তা যদি হয়েই থাকে তাতে মন্দটা কী? কোন ব্যাটা চাষা এসে জিন চাপিয়ে ঘোড়াগুলোকে যদি উঠোন থেকে বার করে নিয়ে যেত সেটা কি ভালো হত?'

'সেদিক দিয়ে দেখতে গেলে অবিশ্যি মন্দ নয়।'

'গ্রিশ্কাকে বল আমি ওদের খোঁড়া ক'রে দিয়েছি। ওদের পায়ের যেখানে নরম হাড় আছে তার খানিকটা নীচে হাতুড়ি দিয়ে একেকটা ক'রে পেরেক ঠুকে দিয়েছি। এখন ফ্রন্টের সৈন্যদের চলাচল যদ্দিন থাকবে তদ্দিন খোঁড়াবে।'

পেত্রো মাথা নাড়াল, গোঁফের ডগা কামড়াল, তারপর গেল গ্রিগোরিকে কথাটা বলতে।

'ওগুলোকে জাব দেওয়ার গামলার কাছে নিয়ে যা। ওদের খোঁড়া ক'রে দিয়েছে বাবা – ইচ্ছে করেই করেছে।'

বুড়োর চালে কাজ হল। সেই রাত্রে আবার হৈ-হল্লা শুরু হয়ে গেল গ্রামে। রাস্তায় রাস্তায় ঘোড়া ছুটিয়ে চলল ঘোড়সওয়ার দল। এবড়োখেবড়ো রাস্তা আর খানাখন্দের ওপর দিয়ে ঝনঝন আওয়াজ তুলে গড়াতে গড়াতে বারোয়ারিতলার

দিকে মোড় নিল কামানের গাড়ি। তেরো নম্বর ক্যাভালরি রেজিমেন্ট গ্রামে এসে রাতের আস্তানা নিল। খ্রিস্তোনিয়া সবে তখন মেলেখভদের বাড়িতে এসেছে খোঁজখবর নিতে। উবু হয়ে বসে সিগারেট টানতে লাগল।

'শয়তানগুলো তোমাদের বাড়িতে নেই ত? কেউ রাতের আস্তানা নেয় নি এখানে?'

'এখন অবধি ভগবান রক্ষা করেছেন। ওঃ সে যা এসেছিল, তাদের চামাড়ে গায়ের বোটকা গন্ধে বাড়িঘরদোর ছেয়ে গেল!' ইলিনিচনা বিরক্তির সঙ্গে বিড়বিড় ক'রে বলল।

'আমার বাড়িতেও এসেছিল।' খ্রিস্তোনিয়ার গলার স্বর ফিসফিসানির পর্যায়ে নেমে আসে। চোখের কোনায় চিকচিক করে ওঠে জলের ফোঁটা। প্রকাণ্ড হাতের চেটোয় সেটা মুছে ফেলে। কিন্তু পরক্ষণেই হাঁড়ির মতো বিশাল মাথাটা ঝাঁকিয়ে অস্ফুট আর্তনাদ করে ওঠে – মনে হয় বুঝি নিজের দুর্বলতায় লজ্জা পেয়েছে।

'কী হল খ্রিস্তোনিয়া?' পেত্রো মুখ টিপে হাসে। খ্রিস্তোনিয়ার চোখে এই প্রথম জল দেখতে পেয়ে তার বেশ মজা লাগছিল।

'আমার কালো ঘোড়াটা ওরা নিয়ে গেছে। . . . ওর পিঠে চেপে আমি জার্মান যুদ্ধে গিয়েছিলাম। একসঙ্গে কত না দুঃখকষ্ট সয়েছি! একেবারে মানুষের মতো ছিল – মানুষের চেয়েও বুদ্ধিসুদ্ধি ওর বেশি ছিল। . . . নিজের হাতে ওর পিঠে জিন চাপাতে হল। বলে কি, 'জিন চাপা, আমায় চাপাতে দিচ্ছে না।' আমি বললাম, 'আমি কেন করতে যাব? আমি কি সারা জীবন তোমার হয়ে জিন চাপাব?' বললাম, 'নিয়েছ, এখন নিজেই ব্যবস্থা কর।' জিন আঁটলাম। . . . কিন্তু লোকটা কি একটা মানুষ! . . . যেন দেশলাইয়ের একটা পোড়া কাঠি! আমার কোমরের সমান উঁচু হবে কি হবে না, রেকাবের নাগাল পায় না পায়ে। . . . রোয়াকের কাছে নিয়ে গিয়ে তারপর উঠে বসল। আমি একটা বাচ্চা ছেলের মতো হাউমাউ ক'রে কেঁদে উঠলাম। আমার মাগকে বললাম, 'আর সওয়া যায় না। . . . খাওয়ালাম . . . দানাপানি খাইয়ে এতটা বড় ক'রে তুললাম . . .' আবার খ্রিস্তোনিয়ার গলাটা কেমন যেন দ্রুত তালে ফ্যাঁসে ফেঁসে মৃদু শিসের মতো বাজতে থাকে। 'এখন আস্তাবলের ভেতরে উঁকি মারলে বুকটা ছ্যাঁত করে ওঠে! আমার বাড়ির উঠোনটা একেবারে খাঁ খাঁ করছে। . . .' বলতে বলতে সে উঠে দাঁড়ায়।

'আমার আর কী! . . . লড়াইয়ে আমাকে পিঠে নিয়ে তিন তিনটে ঘোড়া মারা গেছে। এটা চার নম্বর ঘোড়া – এর জন্যে আর অতটা . . .' হঠাৎ গ্রিগোরি থমকে গিয়ে কান পাতল। জানলার বাইরে বরফ ভাঙার মচমচ, তলোয়ারের টুংটাং আর চাপা 'হেট হেট' আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। 'আসছে, আমাদের এখানেও

আসছে। শালার মাছ যেন চারের গন্ধ পেয়েছে। হয়ত বা কেউ বলে দিয়েছে।'

পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ ছটফট করতে থাকে। হাতদুটো যেন তার বাড়তি ঠেকছে – কোথায় রাখবে ঠিক করতে পারছে না।

'বাড়িতে কে আছে? বেরিয়ে এসো দেখি!'

বনাত কাপড়ের কোর্তাটা গায়ে চাপিয়ে বোতাম না এঁটেই বেরিয়ে আসে পেত্রো।

'ঘোড়া কোথায়? বার কর!'

'আমার আপত্তি নেই, তবে কিনা কমরেড, ঘোড়াগুলো আমাদের খোঁড়া।'

'খোঁড়া? কেমন খোঁড়া? নিয়ে এসো! ঘাবড়িও না, আমরা অমনি অমনি নিচ্ছি নে, তার বদলে আমাদেরগুলো ছেড়ে যাচ্ছি।'

আস্তাবল থেকে একটা একটা ক'রে ঘোড়া বার ক'রে আনা হল।

'আরও একটা ওখানে আছে। ওটা আনছ না কেন? আস্তাবলের ভেতরে লণ্ঠনের আলো ফেলে লাল ফৌজীদের একজন বলল।

'ওটা একটা ঘুড়ী, বাচ্চা বিয়োবে। বুড়ি, বয়সের কোন গাছপাথর নেই। . . .'

'জিনগুলো নিয়ে এসো দেখি হে! . . . দাঁড়াও দাঁড়াও, আরে, সত্যিই দেখি খোঁড়াচ্ছে! হা ভগবান, খ্রীষ্টের ক্রুশের দোহাই! কোথায় নিয়ে চললে ঠুঁটোগুলোকে? ফিরিয়ে নিয়ে যাও!' যে লোকটা লণ্ঠন ধরে ছিল, ক্ষিপ্ত হয়ে চিৎকার ক'রে উঠল সে।

পেত্রো ঘোড়াগুলোর মুখের লাগাম ধরে টানল, ঠোঁট কুঁচকে মুখটা ঘুরিয়ে নিল লণ্ঠনের আলো থেকে।

'জিন কোথায়?'

'কমরেডরা নিয়ে গেছে আজ সকালে।'

'মিথ্যে কথা বলছ, কসাক! কারা নিয়েছে?'

'ভগবানের দিব্যি! মিথ্যে বললে প্রভু যেন আমায় শাস্তি দেন – সত্যি বলছি নিয়ে গেছে। মৎসেনস্কি রেজিমেণ্ট এসেছিল – নিয়ে গেছে। জিন, এমন কি জোয়ালের গলবন্ধনী পর্যন্ত নিয়ে গেছে।'

গালমন্দ করতে করতে ঘোড়সওয়ার তিনজন চলে গেল। ঘোড়ার ঘাম আর মুতের গন্ধ গায়ে মেখে পেত্রো বাড়িতে ঢোকে, তার কঠিন ঠোঁটদুটো কুঁচকে ওঠে। খানিকটা বড়াই করেই খ্রিস্তোনিয়ার কাঁধে সে চাপড় মারে।

'এই না হলে চলে। ঘোড়াগুলো খোঁড়াচ্ছে, আর জিন ওরা নিয়ে চলে গেছে – ব্যস্ চুকে গেল। . . . আর তুই কিনা . . . ইঃ! . . .'

ইলিনিচনা বাতি নিভিয়ে দিল, অন্ধকারে হাতড়াতে হাতড়াতে ভেতরের ঘরে চলে গেল বিছানা পাততে।

'আঁধারেই থাকতে হবে, নয়ত আবার উটকো কোন নিশাচর অতিথি এসে জুটবে।'

* * *

সে রাত্রে আনিকুশ্‌কার বাড়িতে আমোদফূর্তি চলছে। লাল ফৌজের লোকেরা ওকে পাড়াপ্রতিবেশী কসাকদের নিমন্ত্রণ করতে বলেছিল। মেলেখভদের ডাকতে এলো আনিকুশ্‌কা।

'লাল? তাতে আমাদের কী? বলি ওদের কি জন্মের পরে ধর্মে দীক্ষা হয় নি? আমাদের মতোই ওরাও খ্রুশী। মাইরি বলছি, বিশ্বাস কর আর না-ই কর . . . ওদের জন্যে আমার দুঃখু হয়। . . . হবেই বা না কেন? ওদের সঙ্গে একজন ইহুদী আছে। কিন্তু সেও ত একজন মানুষ। পোল্যাণ্ডে কত ইহুদীকেই না আমরা মেরেছি . . . হুম্! কিন্তু এ লোকটা আমায় এক গেলাস চোলাই মদ ঢেলে দিল। ইহুদীদের আমার বেশ লাগে! . . . চলে এসো হে গ্রিগোরি! আর পেত্রো, আমার দিকে তাকিয়ে অমন নাক সিঁটকিয়ো না বাপু! . . .'

গ্রিগোরি যেতে চাচ্ছিল না। কিন্তু পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ পরামর্শ দিল, 'যা, নইলে আবার বলবে ওদের ছোটলোক বলে মনে করে। মনের মধ্যে রাগ পুষে রাখিস নে - তুই বরং যা।'

ওরা উঠোনে বেরিয়ে এলো। গরম রাত। ভালো আবহাওয়ার পূর্বাভাস পাওয়া যাচ্ছে। বাতাসে ছাই আর ঘুঁটে পোড়া ধোঁয়ার গন্ধ। ওরা তিনজন খানিকক্ষণ কোন কথা না বলে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল, তারপর চলল। ফটকের কাছে দারিয়া এসে ওদের সঙ্গ ধরল।

মেঘের ফাঁক দিয়ে ছেঁকে বেরিয়ে আসছে চাঁদের মৃদু আলো। সে আলোয় দারিয়ার ধনুকের মতো বাঁকা, সুর্মা-আঁকা ভুরুজোড়া উজ্জ্বল মখমল-কালো দেখাচ্ছে।

'আমার মাগকে ঠেসে মদ গেলাচ্ছে। . . . তবে ওরা যা চাইছে তা পাবে না। . . . আমার, ভাই, চোখ ঠিক আছে,' আনিকুশ্‌কা বিড়বিড় ক'রে বলে। কিন্তু চোলাই মদের ঘোরে বেড়ার গায়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে, রাস্তা থেকে টাল খেয়ে বরফের স্তূপের মধ্যে পড়ে।

পায়ের তলায় নীল দানাদানা ঝুরঝুরে বরফ চিনির মতো মুড়মুড় করে। আকাশের ধূসর আবরণ ছিঁড়ে বেরিয়ে পড়ে তুষারঝঞ্ঝা।

বাতাসে সিগারেটের আগুন ফুলকি ছড়াচ্ছে, তুষারের মিহি কণাগুলোকে যেন কুলোয় ঝাড়াই বাছাই করছে। আকাশের তারার নীচে হিংস্রগতিতে সাদা পালকের মতো একখণ্ড মেঘের গায়ে উড়ে পড়ছে (বাজপাখি যেমন বেগ করে বুক ফুলিয়ে উড়তে উড়তে এসে ছোঁ মারে রাজহাঁসকে) তুষারকণা। শান্ত বিনম্র ধরণীর বুকে ঢেউ খেলিয়ে ভাসতে ভাসতে এসে পড়ে পেঁজা তুষারের পালক। দেখতে দেখতে

গ্রাম, বড় রাস্তার চৌমাথা, স্তেপভূমি এবং মানুষ আর জন্তুজানোয়ারের পায়ের চিহ্ন – সব ঢেকে যায়।

ওদিকে আনিকুশ্‌কার ঘরের আবহাওয়া এমন গুমোট হয়ে উঠেছে যে নিঃশ্বাস নেওয়া ভার। ল্যাম্পের ভেতর থেকে লকলক ক'রে বেরিয়ে আসছে কালো ঝুলকালিমাখা ধারাল শিষ। তামাকের ধোঁয়ায় কেউ দৃষ্টি দিতে পারে না। একজন লাল ফৌজী অ্যাকর্ডিয়ান বাজিয়ে 'সারাতভ' নাচের সুর বার করার চেষ্টা করছে – অ্যাকর্ডিয়ানের বেলো ত যতদূর পারা যায় খুলছেই, সেই সঙ্গে নিজের লম্বা লম্বা পাদুটোও ফাঁক করছে অনেকখানি। লাল ফৌজের সেপাইরা আর পাড়াপ্রতিবেশী মেয়েলোকেরা বেঞ্চের ওপর বসে আছে। আনিকুশ্‌কার বৌকে আদর করছিল দশাসই চেহারার এক মাঝবয়সী লোক। লোকটার পরনে তুলোর আস্তর-দেওয়া খাকী প্যান্ট, পায়ে খাটো বুটজুতো – বুটজোড়ার গায়ে ঘোড়াদাবড়ানোর এমন প্রকাণ্ড দুটো কাঁটা লাগানো যে দেখলে মনে হয় যেন জাদুঘর থেকে এনে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। ভেড়ার চামড়ার ধূসর টুপিটা তার মাথার কোঁকড়ানো চুলের রাশির পেছন দিকে ঠেলে দেওয়া, বাদামী রঙের মুখটা ঘর্মাক্ত। একটা ভিজে হাত লেপ্‌টে আছে আনিকুশ্‌কার বৌয়ের পিঠে।

বৌটির এর মধ্যেই বেশ হয়ে এসেছে। মুখ লালাসিক্ত রক্তিম হয়ে উঠেছে। পারলে লোকটার কাছ থেকে সে সরে যেত, কিন্তু শক্তি নেই। স্বামীকে দেখতে পাচ্ছে, অন্য মেয়েরা যে মুখ টিপে হাসছে, তাও লক্ষ করছে। কিন্তু পিঠের ওপর থেকে সবল হাতখানা যে সরিয়ে দেবে সে সাধ্য তার একেবারে নেই। লজ্জার যেন মাথা খেয়েছে সে, মাতালের মতো খিক-খিক করে দুর্বল হাসি হাসছে।

টেবিলের ওপর জগের মুখগুলো খোলা, সারা ঘর চোলাই মদের গন্ধে ছেয়ে গেছে। টেবিল-ঢাকা কাপড়টা নোংরা ন্যাকড়ার মতো। একটা চুটকিগান ছাড়তে ছাড়তে ঘরের মাঝখানে মাটিতে নিকানো মেঝের ওপর সবুজ রঙের শয়তানের মতো তিড়িং বিড়িং করে লাফাচ্ছে ১৩ নম্বর ক্যাভালরি রেজিমেন্টের একজন ট্রুপ-কম্যাণ্ডার। তার পায়ে নরম চামড়ার বুটজুতো, ভেতরে একটা গোটা ন্যাকড়ার ফালি পেঁচিয়ে পরা, পরনে ঘোড়সওয়ার অফিসারের চুস্ত প্যান্ট – বনাত কাপড়ের। গ্রিগোরি দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে লোকটার বুটজুতো আর চুস্ত প্যান্টের দিকে তাকিয়ে ভাবে, 'কোন অফিসারের কাছ থেকে হাতিয়েছে . . .' তারপর ওর দৃষ্টি এসে পড়ে মুখের ওপর। রোদে পোড়া কালচে রঙ, ঘামে চকচক করছে ঘোড়ার পাছার মতো। কানের গোল গোল গহ্বরদুটো বেরিয়ে আছে, ঠোঁটদুটো পুরু, ঝুলে আছে। 'ব্যাটা ইহুদী, তবে বেশ চটপটে।' মনে মনে গ্রিগোরি বলল। ওকে আর পেত্রোকে ওরা ঘরে চোলাই মদ ঢেলে দিল। গ্রিগোরি হুঁশিয়ার হয়ে খাচ্ছে, কিন্তু

পেত্রো দেখতে দেখতে নেশায় চুর হয়ে পড়ল। এক ঘণ্টা পরে দেখা গেল সে মাটির মেঝেতে জুতোর হিল ঠুকে ধুলো উড়িয়ে কসাক নাচ নাচতে শুরু ক'রে দিয়েছে। ফ্যাঁসফ্যাঁসে গলার অ্যাকর্ডিয়ান বাজিয়েকে আরও দ্রুত লয়ে বাজাতে বলছে। গ্রিগোরি টেবিলের ধারে বসে কুমড়োর বীচি পটপট করে ছাড়িয়ে খেতে লাগল। তার পাশে বসে ছিল সাইবেরিয়ার একটা ঢ্যাঙা লোক - মেশিনগানার। মুখটা বাচ্চাদের মতো গোলগাল। সাইবেরীয় উচ্চারণে 'স'-এর জায়গায় 'ছ' উচ্চারণের ফলে 'মাস'-এর জায়গায় সে 'মাছ' এবং 'সারা'-র জায়গায় 'ছারা' বলছিল। মুখ কুঁচকে নরম গলায় সে বলল, 'কল্‌চাককে* আমরা গুঁড়িয়ে দিয়েছি। এবারে তোমাদের ক্রাছ্‌নোড়টাকে দেখে নেব। তাহলে আর পায় কে। যাও চাছবাছ করে খাও গে - এনতার জমি পড়ে আছে - ফছল ফলাতে পারলেই হল। জমি হল মেয়েমানুছের মতো - আপনা আপনি ধরা দেবে না, জোর খাটানো চাই। যে কেউ বাগড়া দিতে আছবে, তাকে খতম করে দাও। তোমাদের যা আছে তাতে আমরা হাত দিতে যাচ্ছি নে। আমরা চাই ছকলের ভাগ যেন ছমান হয়। . . .'

গ্রিগোরি সায় দিয়ে মাথা নাড়ল। কিন্তু চুপে চুপে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল লাল ফৌজের সেপাইটাকে। নাঃ, আশঙ্কার কোন কারণ আছে বলে ত মনে হচ্ছে না। সকলের দৃষ্টি এখন পেত্রোর ওপর। হাসি হাসি মুখে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে, তারিফ করছে তাকে, তার সহজ স্বচ্ছন্দ গতিতে ঘুরপাক খাওয়া। ওদের মধ্যে একজন প্রকৃতিস্থ লোক ফূর্তিতে চেঁচিয়ে উঠল, 'বড় চৌকস ত! বাহবা!' কিন্তু দৈবাৎ গ্রিগোরির চোখ পড়ে গেল কোঁকড়া চুলওয়ালা এক লাল ফৌজীর ওপর। লোকটা একজন লেফ্‌টেনান্ট-কর্ণেল। চোখ কুঁচকে একদৃষ্টে গ্রিগোরির দিকেই তাকিয়ে আছে। তাই দেখে গ্রিগোরি সাবধান হয়ে গেল, মদ আর ছুঁল না।

অ্যাকর্ডিয়ান বাজিয়ে এবারে পোল্‌কা নাচের সুর ধরল। সেপাইরা মেয়েদের হাত ধরে নাচতে চলল। একজন লাল ফৌজীর পিঠ দেয়ালে ঘষটে ঘষটে সাদা হয়ে গেছে। সে টলতে টলতে খ্রিস্তোনিয়ার প্রতিবেশিনী এক অল্পবয়সী বৌকে জুটি হওয়ার জন্য ডাকল। মেয়েটা রাজী হল না। কুঁচি দেওয়া ঘাগরাটা উঁচু ক'রে তুলে ছুটে গেল গ্রিগোরির কাছে।

'এসো, নাচি!'

---

* আলেক্সান্দর ভাসিলিয়েভিচ কলচাক (১৮৭৪ - ১৯২০) - গৃহযুদ্ধের সময়ে প্রতিবিপ্লবের অন্যতম সংগঠক, নৌসেনাপতি। ১৯১৭ সালে কৃষ্ণসাগর নৌবহরের কম্যাণ্ডার। ইর্কুৎস্ক সামরিক বিপ্লবী কমিটির নির্দেশে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত। - অনুঃ

'ইচ্ছে নেই।'

'এসো গ্রিশা! আহা, আমার আসমানী ফুল!'

'আঃ, কী বোকামি হচ্ছে! যাব না বলছি!'

জোর করে মুখে হাসি টেনে বৌটি ওর আস্তিন ধরে টান মারল। গ্রিগোরি ভুরু কোঁচকাল, গোঁ ধরে রইল, কিন্তু যখন দেখতে পেল সে চোখ টিপে ইশারা করছে তখন দাঁড়িয়ে পড়ল। ওরা দু'জনে দুপাক নাচার পর অ্যাকর্ডিয়ান বাদক যখন খাদের মোটা পর্দায় আঙুল টিপেছে, সেই ফাঁকে গ্রিগোরির কাঁধে মাথা রেখে প্রায় শোনাই যায় না এমন ভাবে ফিসফিস করে সে বলল, 'ওরা তোমাকে খুন করার মতলব করছে। . . . কে যেন বলে দিয়েছে তুমি অফিসার। . . . পালাও।'

তারপর জোরে জোরে বলে উঠল, 'ওঃ, মাথাটা যা ঘুরছে!'

গ্রিগোরি উৎফুল্ল হয়ে উঠল। টেবিলের ধারে এগিয়ে এসে এক পাত্র মদ খেয়ে ফেলল। দারিয়াকে জিজ্ঞেস করল, 'পেত্রো কি মাতাল হয়ে পড়েছে?'

'প্রায় তৈরি। নাটাইয়ের সুতো খুলে গেছে।'

'বাড়ি নিয়ে যাও।'

পুরুষের মতো শক্তি দিয়ে পেত্রোর গায়ের ধাক্কা সামলাতে সামলাতে দারিয়া ওকে ধরে নিয়ে চলল বাড়িতে। তাদের পেছন পেছন বের হল গ্রিগোরি।

'কোথায়? আরে, তুমি কোথায় চললে? ন্-না, হাতে চুমু খাই মাইরি, যেয়ো না!'

মদের নেশায় চুর আনিকুশ্কা চেপে ধরল গ্রিগোরিকে। কিন্তু গ্রিগোরি এমন কটমট করে তার দিকে তাকাল যে হাত আল্গা করে টাল খেয়ে সে একপাশে সরে গেল।

'আহা, কী ভালো মানুষদের সঙ্গই পেলাম!' বলে গ্রিগোরি দোরগোড়া থেকে টুপি নাড়াল।

কোঁকড়া চুলওয়ালা লোকটা কাঁধদুটো নাড়িয়ে কোমরের বেল্টটা ঠিক করে নিল, বেরিয়ে এলো গ্রিগোরির পিছন পিছন। বাইরের বারান্দায় এসে গ্রিগোরির মুখের ওপর নিঃশ্বাস ছাড়তে ছাড়তে হালকা রঙের বেপরোয়া চোখের তারায় ঝিলিক খেলিয়ে ফিসফিস ক'রে সে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কোথায় চললে?' বলেই জোরে চেপে ধরল গ্রিগোরির গ্রেটকোটের আস্তিন।

'বাড়ি যাচ্ছি,' না থেমেই লোকটাকে সঙ্গে সঙ্গে টেনে নিয়ে যেতে যেতে গ্রিগোরি উত্তর দিল। আনন্দে উৎফুল্ল ও উত্তেজিত হয়ে মনে মনে বলল, 'হুঁ, হুঁ, আমাকে জ্যান্ত ধরতে হচ্ছে না তোমাদের!'

কোঁকড়া চুলওয়ালা লোকটা বাঁ হাতে গ্রিগোরির কনুই চেপে ধরে ঘন ঘন নিঃশ্বাস নিতে নিতে তার পাশে পাশে চলেছে। ফটকের কাছে এসে তারা থমকে

দাঁড়াল। গ্রিগোরি শুনতে পেল বাড়ির দরজাটা ক্যাঁচকোঁচ শব্দে বন্ধ হল। সঙ্গে সঙ্গে লাল ফৌজীর ডান হাতখানা কোমরের পাশে চলে গেল, হাতের নখগুলো রিভলভারের খাপের গা আঁচড়াতে লাগল। এক মুহূর্তের জন্য গ্রিগোরি দেখতে পেল লোকটার খুরের মতো ধারাল নীলচে চোখের দৃষ্টি। এক দৃষ্টে সে তাকিয়ে আছে তার দিকে। গ্রিগোরি চটপট ঘুরে দাঁড়াল, যে হাতে লোকটা খাপের বকলস খোলার চেষ্টা করছিল খপ্ করে সেটা চেপে ধরল। অস্ফুট একটা আওয়াজ ক'রে গ্রিগোরি তার কবজিতে চাপ দিল, প্রচণ্ড শক্তিতে হাতখানা নিজের ডান কাঁধের ওপর টেনে নিল, তারপর ঝুঁকে পড়ে অনেক কালের জানা একটা প্যাঁচ খাটিয়ে ভারী শরীরটাকে কাঁধের ওপরে তুলে ওপাশে ছুঁড়ে ফেলে দিতে দিতে হাতটার নীচের দিকে হ্যাঁচকা টান মারল। শুনতে পেল কনুইয়ের গাঁটের মটমট আওয়াজ - হাড় খুলে বেরিয়ে আসছে। মেষশাবকের গায়ের পশমের মতো লোকটার কোঁকড়া লাল চুলওয়ালা মাথাটা গুঁজে পড়ে যায় বরফের স্তূপের মধ্যে।

গ্রিগোরি বেড়ার আড়ালে নীচু হয়ে গলি ধরে ছুট দেয় দনের দিকে। স্প্রিংয়ের মতো পাদুটো তাকে তীরবেগে ঠেলে নিয়ে চলে ঢালু পারের দিকে। মনে মনে ভাবে 'কোন ঘাঁটি না থাকলেই হয়, তারপর দেখা যাবে. . .' মুহূর্তের জন্য থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। পেছনে আনিকুশ্‌কার বাড়ির আঙিনাটা পুরো নজরে আসছে। একটা গুলির আওয়াজ। হিংস্র শনশন আওয়াজ করে বুলেট ছুটে গেল। আবার গুলির শব্দ। পাহাড়ের নীচে অন্ধকার পারানির জায়গা ধরে যেতে পারলেই - দনের ওপারে। দনের মাঝামাঝি আসতেই একটা বুলেট শিস দিয়ে গ্রিগোরির কাছ ঘেঁসে ফোস্‌কার মতো উঠে থাকা পরিষ্কার বরফের একটা ডেলার ভেতরে গেঁথে বসে গেল। ভাঙা টুকরোগুলো ছিটকে গ্রিগোরির ঘাড়ে লেগে জ্বালা ধরিয়ে দিল। দন পার হওয়ার পর সে ফিরে তাকাল। রাখালের চাবুকের বাড়ির মতো গুলি তখনও সাঁই সাঁই শব্দে ঝাঁকে ঝাঁকে ছুটছে। পালাতে পেরেও গ্রিগোরি কিন্তু আনন্দে উল্লসিত হয়ে উঠতে পারল না। বরং যা ঘটে গেল তার প্রতি একটা ঔদাসীন্যের ভাবে সে যেন বিমূঢ় হয়ে পড়ল। 'জন্তুজানোয়ারের মতো গুলি করে মেরে ফেলতে চেয়েছিল আমাকে!' আবার থমকে দাঁড়িয়ে যন্ত্রচালিতের মতো সে মনে মনে ভাবে। 'আর খুঁজতে যাবে না, জঙ্গলে ঢুকতে ভয় পাবে। . . . লোকটার হাতের চিকিৎসা মন্দ করি নি। ওঃ, হতভাগাটা ভেবেছিল কিনা খালি হাতে একজন কসাককে পাকড়াবে!'

শীতকালে যে-সমস্ত খড়বিচালি গাদা করে রাখা হয় সে দিকে এগোতে গেল, কিন্তু পরক্ষণেই সাবধানতার খাতিরে সেগুলো এড়িয়ে বন্য পশুদের খাবার সময়কার খরগোসের মতো আঁকাবাঁকা পথ চলে পায়ের চিহ্ন গুলিয়ে দিতে লাগল।

শেষকালে শুকনো জলাঘাসের একটা ফেলে যাওয়া গাদার মধ্যে রাত কাটানো মনস্থ করল। তুপটার মাথা খুঁড়ে খোঁড়ল করল। পায়ের কাছ দিয়ে ছুটে বেরিয়ে গেল একটা বেজি। পচাগন্ধওয়ালা জলাঘাসের মধ্যে মাথা পর্যন্ত ডুবিয়ে শুয়ে রইল সে, ঠকঠক করে কাঁপতে লাগল তার শরীর। কোন ভাবনাচিন্তা মাথায় আসছে না। মনের এক কোনায় অনিচ্ছাসত্ত্বেও খেলে গেল একটা চিন্তা: 'কালই ঘোড়ার জিন চাপিয়ে ফ্রন্টে নিজের দলে সঙ্গে যোগ দিলে কেমন হয়?' কিন্তু নিজের মনের কাছে কোন জবাব খুঁজে না পেয়ে চুপচাপ হয়ে যায়।

সকালের দিকে বেশ শীত-শীত লাগতে থাকে। বাইরে তাকিয়ে দেখল। মাথার ওপর ভোরের আলো খুশিতে ঝলমল করছে। দনের বুকে ঢল নামার মতো নীল-কালো আকাশের গভীর গহন উথাল পাথাল করছে, যেন তল দেখা যাচ্ছে। মাঝ গগনে ঊষার আবছা আসমানী রঙ, তার কিনারায় মুঠো মুঠো ছড়ানো নিভু নিভু তারা।

আঠারো

ফ্রন্ট সরে গেছে। মিলিয়ে গেছে যুদ্ধের ঘোর গর্জন। শেষ দিন তেরো নম্বর ঘোড়সওয়ার রেজিমেন্টের মেশিনগানাররা গ্রাম ছেড়ে চলে যাবার আগে মোখভের গ্রামোফোনটাকে একটা চওড়া পিঠওয়ালা তাম্রিচানীয় স্লেজগাড়িতে বসিয়ে ঘোড়া-গুলোর গায়ে ফেনা না ওঠা পর্যন্ত অনেকক্ষণ ধরে গাড়িটা দৌড়পাড় করাল গ্রামের রাস্তার ওপর দিয়ে। গ্রামোফোনটা ঘড়ঘড়, খকখক আওয়াজ তুলতে থাকে (ঘোড়ার খুরের গুঁতোয় দলা দলা বরফ ছিটকে উঠে তার চোঙের চওড়া গলার মধ্যে ঢুকে পড়ছিল)। সাইবেরিয়ার কান-ঢাকা-টুপি মাথায় মেশিনগানওয়ালা গ্রামোফোনের চোঙটা নিশ্চিন্তমনে পরিষ্কার ক'রে যাচ্ছে, যেভাবে দৃঢ় বিশ্বাসের সঙ্গে হাতল ঘোরাচ্ছে তাতে মনে হয় ওটা যেন তার মেশিনগানেরই হ্যান্ডল। এক ঝাঁক ছাইরঙা চড়ুইয়ের মতো ছেলের দল ছুটেছে স্লেজগাড়িটার পেছন পেছন। স্লেজগাড়ির কিনারা চেপে ধরে তারা চেঁচাতে থাকে, 'ও খুড়ো, বাজাও না, বাজাও না গো ওই যে যেটায় শিস দেয়!' ছেলেদের মধ্যে মহা সৌভাগ্যবান দু'জন। তারা বসেছে মেশিনগানওয়ালার কোলে। যে ছেলেটা একেবারে বাচ্চা, ঠাণ্ডায় আর আহ্লাদে আটখানা হয়ে তার নাক দিয়ে জল গড়াচ্ছে। লোকটাও যখন হাতল ঘোরাতে হচ্ছে না সেই ফাঁকে কড়া শাসনের ভঙ্গিতে বেশ যত্ন করে হাতের দস্তানা দিয়ে ছেলেটার ছালওঠা নাকটা মুছিয়ে দিচ্ছে।

এর পর শোনা গেল উস্ত্-মেচেত্কার কাছে লড়াই চলার আওয়াজ। মাঝে মধ্যে তাতারস্কির ওপর দিয়ে দক্ষিণ ফ্রন্টের আট আর নয় নম্বর রেড আর্মির খাবারদাবার আর গোলাবারুদের সরবরাহ নিয়ে চলে রসদগাড়ির সারি।

তিন দিনের দিন বার্তাবহরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে গ্রাম পঞ্চায়েতে হাজির হতে বলল কসাকদের সকলকে।

'এবারে লাল আতামান বাছাই করতে হবে আমাদের!' মেলেখভদের উঠোন ছেড়ে বেরিয়ে আসতে আসতে চালিয়াত আভ্দেইচ বলল।

'আমাদের কি বেছে নিতে দেবে, নাকি ওপর থেকে চাপিয়ে দেবে?' পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ কৌতূহল প্রকাশ করল।

'দেখাই যাক না।'

গ্রিগোরি আর পেত্রোও পঞ্চায়েতের সভায় এসেছে। জোয়ান বয়সের কসাকরা সবাই এসে জুটেছে। বুড়োরা কেউ নেই। একমাত্র এসেছে চালিয়াত আভ্দেইচ। দাঁত-বার-করা কসাকদের একটা ছোটখাটো দল তার চারপাশে জড় হয়েছে। তাদের সে শোনাচ্ছে কেমন করে লাল ফৌজের এক কমিসার ওর বাড়িতে কাটিয়েছিল এবং ওকে একটা ওপরওয়ালার চাকরি নেওয়ার জন্য সাধাসাধি করেছিল।

'লোকটা বলে, আমি জানতাম না দাদু যে আপনি পুরনো আর্মির একজন সার্জেন্ট-মেজর ছিলেন। এই কাজের ভার নিন দাদু – আমরা তাতে খুশিই হব। ...'

'কী কাজের ভার? ওপরওয়ালা ক'রে কোথায় পাঠাবে?' মিশ্কা কশেভয় দাঁত বার ক'রে বলে।

সকলে মহা উৎসাহে তাকে সমর্থন করল।

'কমিসারের মাদী ঘোড়ার ওপরওয়ালা আর কি। ওটার লেজের তলাটা ধোওয়া পোঁছা করবে।'

'আরে না, আরও ওপরে কিছু।'

'হো-হো! ...'

'আভ্দেইচ! শুনছ? তোমাকে থার্ড কেলাস রসদগাড়ির খবরদারি করতে বলা হয়েছে।'

'ওখানকার সমস্ত ব্যাপার-স্যাপার আসলে তোমরা জান না। ... কমিসার ত ওকে বক্তৃতা শুনিয়ে যাচ্ছে, কমিসারের আর্দালিটা না সেই ফাঁকে ওর বুড়ির ওপর গিয়ে চড়াও হয়েছে। বুড়িকে টেপাটেপি করতে লাগল। তাই দেখে আভ্দেইচের মুখ হাঁ হয়ে গেল – মুখ দিয়ে লালা ঝরতে লাগল, নাক দিয়ে শিকনি ঝরতে লাগল – কিন্তু বক্তৃতা সে শুনেই যাচ্ছে, শুনেই যাচ্ছে। ...'

আভ্‌দেইচ কটমট ক'রে তাকিয়ে দেখল তার শ্রোতাদের। ঢোক গিলে সে বলল, 'কে, কে এই শেষ কথাগুলো বললে?'

'আমি,' বুক ফুলিয়ে পেছন থেকে একজন বলল।

'এমন শূয়োরের বাচ্চা তোমরা কেউ কখনও দেখেছ?' আভ্‌দেইচ অন্যদের সমবেদনা পাবার আশায় ঘুরে দাঁড়িয়ে দেখল। আর বাস্তবিকই তার কোন ঘাটতি দেখা গেল না।

'ওটা একটা বদের ধাড়ি, আমি ত কবেই বলেছি।'

'ওদের গুষ্টিটাই অমন।'

'আমার যদি বয়স একটু কম হত . . .' আভ্‌দেইচের গালদুটো সিঁদুরে আমের মতো লাল টকটকে হয়ে উঠল। 'আমার যদি বয়স একটু কম হত তোর ওই বেয়াদপি ঘুচিয়ে দিতাম! তোর স্বভাব চরিত্তির একেবারে খৌটনদের মতো। তাগান্‌রোগের আলকাতরার পাত্তিল! খৌটনদের সালোয়ারের দড়ি কোথাকার! . . .'

'ওটাকে একবার দেখিয়েই দাও না কেন আভ্‌দেইচ? তোমার সামনে ওটা ত একটা প্যাঁকাটি।'

'আভ্‌দেইচ সরে গেল, দেখা যাচ্ছে।'

'ওর ভয় হচ্ছে কষি খুলে নাই বেরিয়ে আসতে পারে। . . .'

প্রচণ্ড অট্টহাসির মধ্যে আভ্‌দেইচ মানে মানে সেখান থেকে সরে পড়ল। ময়দানে দলে দলে দাঁড়িয়ে আছে কসাকরা। মিশ্‌কা কশেভয়কে গ্রিগোরি বহুকাল দেখে নি। এখন নজরে পড়তে তার দিকে এগিয়ে এলো সে।

'এই যে চামচিকে, কী খবর?'

'ভগবানের কৃপায়, ভালোই।'

'কোথায় ডুব মেরেছিলি অ্যাদ্দিন? কোন্ ঝাণ্ডার সেবায় ছিলি?' গ্রিগোরি হেসে মিশ্‌কার হাত চেপে ধরল, তাকিয়ে রইল তার নীল চোখের দিকে।

'আর বলিস নে ভাই! জঙ্গলে ঘোড়া চরানোর মাঠে কাজ করতে হয়েছে, তারপর শাস্তি হিশেবে ওরা আমায় ঠেলে দিল কালাচ ফ্রন্টের এক কোম্পানিতে। কোথায় কাজ না করেছি! অনেক কষ্টে বাড়ি আসতে পারলাম। ইচ্ছে ছিল পালিয়ে লালদের সঙ্গে ফ্রন্টে যোগ দেব। কিন্তু ব্যাটারা আমায় কড়া নজরে রেখেছে – মা যেমন তার এঁটো-না-হওয়া কুমারী মেয়েকে চোখে চোখে রাখে, তার চেয়েও কড়া নজর। এই ত সে দিন ইভান আলেক্সেইয়েভিচ আমার কাছে এসেছিল। আস্ত্রাখান-আঙরাখা পরা, কুচকাওয়াজ করে পথ চলার পুরোদস্তুর সরঞ্জাম। বলল, 'আর কি, রাইফেল বাগিয়ে ধর - তারপর চলতে থাক।' আমি সবে বাড়ি ফিরেছি, তাই জিজ্ঞেস করলাম, 'তাহলে এখান থেকে পিছু হটে যাচ্ছ

নাকি?' ও কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, 'কর্তার ইচ্ছায় কর্ম। আতামান ডেকে পাঠিয়েছিল। আমি আবার আটাকলে কাজ করতাম কিনা - ওদের হিসাবের খাতায় আছি।' বিদায় নিয়ে ও চলে গেল। আমি ভাবলাম সত্যিই বুঝি পিছু হটল। কিন্তু পর দিন মৎসেন্‌স্কি রেজিমেন্ট গ্রামের ওপর দিয়ে যেতে দেখি তাদের সঙ্গে . . . আরে, এই ত এখানেই আছে দেখছি ইভান আলেক্সেইয়েভিচ!'

ইভান আলেক্সেইয়েভিচের সঙ্গে রোলিং মিলের মজুর দাভিদ্‌কাও এগিয়ে এলো। দাভিদ্‌কার এক মুখ সাদা দাঁত ঝকঝক করছে, হাসছে দাভিদ্‌কা। মনে হচ্ছে যেন খোশ মেজাজে আছে। . . . ইভান আলেক্সেইয়েভিচ ইঞ্জিনের তেলকালির গন্ধমাখা হাড়-বার-করা হাতের আঙুলে গ্রিগোরির হাত চেপে ধরল, অবাক হয়ে জিভ দিয়ে টুসকি কেটে মুখে শব্দ করল।

'তুমি কী করে রয়ে গেলে গ্রিশা?'

'আর তুমি?'

'আরে আমি . . . আমার ব্যাপারটা ত আলাদা।'

'ও, আমি যে অফিসার সেই কথা বলতে চাও? ঝুঁকি নিয়েছিলাম! ঝুঁকি নিয়েই রয়ে গেলাম। প্রায় খতমই ক'রে ফেলেছিল। . . . ওরা যখন পিছু ধাওয়া করল, গুলি ছুঁড়তে লাগল তখন আফশোস হয়েছিল আগে চলে গেলাম না কেন। এখন আবার আমার আর কোন দুঃখ নেই।'

'লেগেছিল কী নিয়ে? তেরো নম্বরের লোকেরা বুঝি?'

'হ্যাঁ। আনিকুশ্‌কার বাড়িতে আমোদফূর্তি করছিল। কে একজন ওদের কানে লাগিয়েছিল আমি অফিসার। পেত্রোকে ওরা কিছু বলল না, কিন্তু আমাকে . . . অফিসারের কাঁধপটির জন্যেই এত সব কাণ্ড! দনের ওপাড়ে চলে গেলাম, কোঁকড়া চুলওয়ালা একজনের একটা হাত অবশ্য একটু নষ্ট ক'রে দিয়েছি। . . . এই জন্যে ওরা আমার বাড়ি এসে হাজির। . . . আমার যা যা জিনিস ছিল সব ঝেড়েপুঁছে নিয়ে গেছে। সালোয়ার কোর্তা কিছুই বাদ দেয় নি। আমার পরনে যা ছিল একমাত্র তা-ই সম্বল এখন।'

'তখন পদ্‌তিওলকভের লোকজনদের আগে আমরা যদি লাল ফৌজীদের সঙ্গে গিয়ে মিলতাম . . . তাহলে এমন হাল হত না আমাদের।' ইভান আলেক্সেইয়েভিচ কাষ্ঠহাসি হেসে সিগারেট ধরাল।

লোকজন তখনও সমানে আসছে। ভিওশেন্‌স্কায়া থেকে ফোমিনের সহযোগী জুনিয়র কর্ণেট লাপ্‌চেনকভ এসেছে। সে-ই প্রথম শুরু করল।

'কসাক কমরেডরা! আমাদের এলাকায় সোভিয়েত সরকারের শেকড় এখন শক্ত। আমাদের দরকার একটা শাসনব্যবস্থা গড়ে তোলা, একটা কার্যনির্বাহী কমিটি

এবং তার একজন সভাপতি আর সহসভাপতি নির্বাচন করা। এটা প্রথম কথা। তার পরের কথা এই যে প্রদেশ সোভিয়েত থেকে আমি একটা হুকুমনামা নিয়ে এসেছি – তার বক্তব্য সংক্ষিপ্ত – বন্দুক পিস্তল জাতীয় এবং লোহা-ইস্পাতের যাবতীয় অস্ত্রশস্ত্র তুলে দিতে সরকারের হাতে।'

'বাহবা!' পেছন থেকে কে যেন টিটকিরি দিয়ে বলে উঠল। কিন্তু পরক্ষণেই নেমে এলো সূচীভেদ্য দীর্ঘ নীরবতা।

'ওসব চেঁচামেচি কোন কাজের কথা নয়, কমরেড!' লাপ্চেনকভ সোজা হয়ে দাঁড়ায়, মাথার টুপিটা খুলে সামনের টেবিলের ওপর রাখে। 'অস্ত্রশস্ত্র অবশ্যই দিয়ে দিতে হবে, বুঝতেই পারছেন আপনাদের ঘরসংসারের কাজে তার কোন দরকার নেই। কেউ যদি সোভিয়েতকে রক্ষার কাজে যেতে চায় তাকে অস্ত্র দেওয়া হবে। তিন দিনের মধ্যে রাইফেল এনে জমা দেওয়া চাই। তারপর নির্বাচনের বিষয়ে আসা যাক। সভাপতির কাজ হবে এই হুকুম প্রত্যেকটি লোককে জানিয়ে দেওয়া। তাকে গ্রামের মোড়লের সীলমোহর এবং তহবিলের সমস্ত টাকাকড়ির দায়িত্ব নিতে হবে।'

'ওরা আমাদের অস্ত্র দেয় নি, এখন তার ওপর থাবা বসাচ্ছে কেন?'

প্রশ্নকর্তার মুখের কথা তখনও শেষ হয় নি, সবগুলো লোক একসঙ্গে ঘুরে তাকাল তার দিকে। লোকটা আথার করলিওভ।

'কিন্তু ও নিয়ে তোমার কী হবে?' খ্রিস্তোনিয়ার সরল প্রশ্ন।

'আমার দরকার নেই। তবে লাল ফৌজকে যখন আমাদের এলাকার ভেতর দিয়ে যেতে দিই তখন আমাদের অস্ত্র নিয়ে নেওয়া হবে এমন কোন চুক্তি ছিল না।'

'ঠিক কথা!'

'ফোমিন মিটিং-এ বলেছিল!'

'তলোয়ার আমরা আমাদের নিজেদের পয়সায় যোগাড় করেছি।'

'আমি জার্মান যুদ্ধ থেকে আমার নিজের রাইফেল নিয়ে এসেছি – এখন বললেই হল দিয়ে দাও?'

'যা-ই বল না কেন, হাতিয়ার হাতছাড়া করছি না আমরা।'

'কসাকদের লুটে নেবার মতলব! হাতিয়ার না থাকলে আমার দশাটা কী হবে? স্লেজের তলায় লোহার পাত না থাকলে কিসে চলবে স্লেজটা? হাতিয়ার ছাড়া আমি ঘাগরা-ওল্টানো মেয়েমানুষের মতো – একেবারে ন্যাংটো।'

'ওগুলো আমাদের কাছেই থাকবে!'

সভার মর্যাদা রেখে মিশ্কা কশেভয় কথা বলার অনুমতি চাইল।

'আমায় বলতে দিন কমরেডরা! এ ধরনের কথাবার্তা শুনে আমি ত রীতিমতো

অবাক হয়ে যাচ্ছি। আচ্ছা, তোমরাই বল, আমাদের এলাকায় যুদ্ধের অবস্থা চলছে কিনা?'

'না হয় হলই। তাতে কী?'

'যুদ্ধের অবস্থাই যদি হয় তাহলে অত কথার কী আছে? হাতিয়ার বার ক'রে দিয়ে দাও! আমরা যখন ঝেটিনদের বসতিগুলো দখল করেছিলাম তখন কী তা-ই করি নি?'

লাপচেন্‌কভ তার লোমের টুপিটার গায়ে হাত বুলাতে বুলাতে জোর গলায় বলে উঠল, 'তিন দিনের মধ্যে যারা অস্ত্র দেবে না, তাদের বিপ্লবী আদালতে সোপার্দ করা হবে, প্রতি-বিপ্লবী বলে গুলি করে মারা হবে।'

মিনিটখানেক সব চুপচাপ। তারপর তোমিলিন গলা খাঁকারি দিয়ে ভাঙা ভাঙা গলায় বলে উঠল, 'এবারে তাহলে ভোটাভুটি ক'রে সরকারী প্রতিনিধি ঠিক করা হোক!'

প্রার্থী দাঁড় করানোর পালা চলল। চার দিক থেকে হাঁকডাক চিৎকার চেঁচামেচি। তার মধ্যে জনা দশেকের নাম উঠল। ছেলেছোকরাদের মধ্যে কে একজন চেঁচিয়ে বলল, 'আভ্‌দেইচ!' কিন্তু তার রসিকতাটা মাঠে মারা গেল। ভোটে প্রথম নাম দেওয়া হল ইভান আলেক্সেইয়েভিচের। সর্বসম্মতিক্রমে নির্বাচিত হল সে।

'এর পরে আর ভোটাভুটির কোন দরকার নেই,' পেত্রো মেলেখভ বলল।

সভা সোৎসাহে সে প্রস্তাব মেনে নিল। ভোটাভুটি ছাড়াই সহসভাপতি নির্বাচিত হল মিশ্‌কা কশেভয়।

মেলেখভরা দুই ভাই আর খ্রিস্তোনিয়া একসঙ্গে বাড়ি ফিরছিল। কিন্তু অর্ধেক পথ যেতে না যেতেই আনিকুশ্‌কার সঙ্গে তাদের দেখা হয়ে গেল। বগলে করে সে বয়ে নিয়ে চলেছে রাইফেল আর বৌয়ের চাদরে জড়ানো কিছু কার্তুজ। কসাকদের দেখামাত্র লজ্জা পেয়ে সুড়ুৎ ক'রে পাশের গলিতে সরে পড়ল। পেত্রো তাকাল গ্রিগোরির দিকে, গ্রিগোরি তাকাল খ্রিস্তোনিয়ার দিকে। তিনজনেই যেন যুক্তি ক'রে একসঙ্গে হেসে উঠল।

উনিশ

কসাকদের আপন স্থান স্তেপের মাঠের বুকে মুক্ত কসাকের মতোই আপন খেয়ালে দাবড়ে বেড়াচ্ছে পুব হাওয়া। বরফে বুজে গেছে চওড়া খাতগুলো। নাবাল জায়গা আর কন্দরগুলো সমান হয়ে গেছে। বড় বড় রাস্তাঘাট, পায়ে-চলা-পথ

কিছুই চোখে পড়ে না। যে দিকে তাকানো যায় এদিক ওদিক ছেদ করে চলে গেছে হাওয়ার লেহনে লেপা-পোঁছা তৃণহীন সাদা সমতলের বিস্তার। স্তেপের মাঠ যেন মৃত। কদাচিৎ একেকটা কাক মাথার অনেক উঁচু দিয়ে উড়ে যায়। এই স্তেপের মতো, গরমকালে চলার রাস্তার ওপরে রাজামহারাজের মাথার বীবর-লোমের টুপির ভঙ্গিতে বসানো, সোমরাজগুল্মের কিনারা দেওয়া তুষারটোপর মাথায় ওই টিলাটার মতোই বুড়ো। গলা ছেড়ে আর্ত চিৎকার করতে করতে শিস দিয়ে ডানায় বাতাস কেটে ওড়ে। হাওয়ায় বহুদূর বয়ে নিয়ে যায় সেই ডাক। তার করুণ রেশটুকু অনেকক্ষণ ধরে বাজতে থাকে স্তেপের বুকে, রাতের নিস্তব্ধতার মধ্যে – মোটা খাদের তারে অসতর্কভাবে হাত পড়ে গেলে যেমন ঝঙ্কার বাজে।

কিন্তু বরফের নীচেও স্তেপের মাটি সজীব। যেখানে রুপোলী তুষারের জমাট বাঁধা ঢেউ খেলিয়ে পড়ে আছে চষা-জমিগুলো, যেখানে মরা ঢেউ বুকে নিয়ে পড়ে আছে শরৎকালে মই দেওয়া মাটি, সেখানে হিমের ঘায়ে শুয়ে পড়া ভরপুর জীবনীশক্তিতে রবিশস্যের শিকড়গুলো জমি আঁকড়ে ধরে আছে। জমাট শিশিরের অশ্রুবিন্দুতে ভেজা রেশমী সবুজ সেই ফসল শীতে জড়সড় হয়ে মুচমুচে কালো মাটির সঙ্গে লেগে থাকে, তার প্রাণদায়িনী কালো রক্ত খেয়ে পুষ্টি লাভ করে, বসে থাকে বসন্তের, সূর্যের পথ চেয়ে – কবে মাকড়সার জালের মতো সূক্ষ্ম, হীরে বসানো এই তুষার-পরাতটুকু ভেঙে মাথা উঁচু ক'রে দাঁড়াবে, শ্যামলে শ্যামল হয়ে উঠবে মে মাসে। উঠে সে দাঁড়াবে, সময় হলেই উঠে দাঁড়াবে! তখন সেই ফসলক্ষেতের ভেতর তিতির পাখিরা এসে হুটোপুটি খাবে, এপ্রিলের চাতক পাখি ডেকে যাবে মাথার ওপর দিয়ে। এই ভাবেই সূর্য তাকে আলো দেবে, এই ভাবেই হাওয়া তাকে দোল দিয়ে ঘুম পাড়াবে। শেষকালে একদিন সময় আসবে, যখন দানাভরা পাকা ফসলের শীষ প্রচণ্ড ঝড়বৃষ্টি আর ভয়ঙ্কর হাওয়ার মুখে বিধ্বস্ত হয়ে শুঁড়তোলা মাথা নীচু করবে, চাষীর কাস্তের মুখে মাটিতে শুয়ে পড়বে, নতশিরে মাড়াইয়ের আঙিনায় ছড়িয়ে দেবে ভারী মোটা মোটা দানা।

সারা দন অঞ্চলটা একটা অবদমিত প্রচ্ছন্ন অস্তিত্ব নিয়ে টিকে আছে। এগিয়ে আসছে বিষণ্ণ দিন। ঘটনা আসন্ন হয়ে উঠেছে। দনের উজানের এলাকা থেকে শুরু ক'রে চির, তসুত্স্কান, খোপিওর আর ইয়েলান্কা নদী এবং ছোট বড় সমস্ত নদ-নদী ধরে আশে পাশে ছড়ানো-ছিটানো কসাক গ্রামগুলোতে ছড়িয়ে পড়ছে এক ভয়ঙ্কর গুজব। লোকে বলাবলি করছে, ফ্রন্ট গড়াতে গড়াতে দনেৎসের পারে এসে থেমে গেছে। সেখান থেকে কোন বিপদ নেই, আসল বিপদ হল জরুরী

কমিশন* আর সামরিক আদালত। শোনা যাচ্ছে যে-কোন দিন নাকি তারা কসাক জেলাগুলোতে এসে পড়তে পারে। মিগুলিনস্কায়া আর কাজানস্কায়ায় নাকি ইতিমধ্যেই এসে পড়েছে এবং যে সমস্ত কসাক শ্বেতরক্ষীদের দলে কাজ করেছিল তাদের ধরে চটপট বিচার ক'রে অন্যায় শাস্তি দিয়ে যাচ্ছে। দনের উজান এলাকার কসাকরা যে ফ্রন্ট ছেড়ে চলে এসেছে এই ঘটনাটিকে নাকি তারা যুক্তি হিশেবে মানছে না। বিচারের পদ্ধতি অবিশ্বাস্যরকমের সরল – অভিযোগ, গোটা দুয়েক প্রশ্ন, দণ্ডাজ্ঞা – তারপরই মেশিনগানের ছররা। জনরব এই যে কাজানস্কায়া আর শুমিলিনস্কায়ায় নাকি বেশ কিছু কসাকের বেওয়ারিশ মুণ্ডু শুকনো ঝোপের মধ্যে গড়াগড়ি যাচ্ছে। . . . ফ্রন্ট-সেপাইরা একথা শুনে শুধু হাসে। 'যত সব গাঁজাখুরি! অফিসারদের বানানো আষাঢ়ে গপ্পো! ক্যাডেটরা ত বহুকাল হল লাল ফৌজের জুজু দেখাচ্ছে আমাদের!'

গুজবে কেউ বিশ্বাস করল, কেউ বা করল না। এর আগেও বেশ কিছু উলটো পালটা কথা গ্রামে রটেছে। যাদের মন দুর্বল তারা এই সব শুনে পিছু হটার দিকে ঝুঁকল। কিন্তু ফ্রন্ট যখন গ্রামের ওপর দিয়ে যায় তখন দেখা গেল এমন বেশ কিছু লোক আছে যারা রাতের পর রাত ঘুমোতে পারছে না, যাদের কাছে বালিশ আগুনের মতো গরম আর শয্যা কঠিন ঠেকছে, নিজের বৌয়ের ওপর যাদের বৈরাগ্য এসে গেছে।

কেউ কেউ আবার দনেৎসের ওপাড়ে চলে যায় নি বলে এখনই আক্ষেপ করতে শুরু করেছে। কিন্তু যা হয়ে গেছে তার ত আর কোন চারা নেই। চোখের জল একবার মাটিতে পড়লে তাকে কী আর তোলা যায়?

তাতারস্কিতে কসাকরা সন্ধ্যাবেলা অলিতে গলিতে জড় হয়ে খবর দেওয়া নেওয়া করে, তারপর এ বাড়ি ও বাড়ি ঘুরে ঘুরে চোলাই মদ খেয়ে বেড়ায়। গ্রামের জীবনযাত্রা শান্ত, খানিকটা তিক্তও বটে। বড়দিন থেকে পিঠে পরবের মাঝখানে যখন মাংসভক্ষণ শাস্ত্রমতে প্রশস্ত, সেই সময়ের শুরুতে শুধু একটামাত্র বিয়ে উপলক্ষে স্লেজের ঘুন্টি বাজাতে শোনা গিয়েছিল – মিশ্‌কা কশেভয় তার বোনের বিয়ে দিল। সে বিয়ে নিয়েও বাঁকা বাঁকা কথা শোনাতে, চোখা চোখা মন্তব্য করতে ছাড়ে নি পাড়া-প্রতিবেশীরা।

'হুঃ, বিয়ের আর সময় পেল না! এতই তাড়া ছিল!'

নির্বাচনের পরের দিন গ্রামের কোনও বাড়ি অস্ত্রসমর্পণ করতে বাদ রইল না। মোখভদের বাড়িতে বিপ্লবী কমিটির ঘাঁটি বসেছে। বাড়ির ভেতরের বারান্দা

* ১৯১৭ সালে প্রতিবিপ্লবের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য এই কমিশন গঠিত হয়েছিল। – অনুঃ

আর দরদালানে স্তূপ হয়ে জমে উঠেছে অস্ত্রশস্ত্র। পেত্রো মেলেখভও নিয়ে এসেছে তার নিজের আর তার ভাই গ্রিগোরির রাইফেলদুটো, দুটো রিভলভার আর তলোয়ার। দু'ভাই অফিসার হিশেবে যে দুটো নাগান রিভলভার পেয়েছিল সেগুলো রেখে দিয়েছে। সেই জার্মান-যুদ্ধের আমলে যা নিয়ে এসেছিল, শুধু সেগুলোই দিল।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে পেত্রো বাড়ি ফিরল। ভেতরের ঘরে এসে দেখতে পেল গ্রিগোরি কনুই অবধি জামার হাতা গুটিয়ে দুটো রাইফেলের মরচে ধরা ছিটকিনির অংশগুলো খুলে খুলে কেরোসিন তেলে ভিজিয়ে পরিষ্কার করছে। রাইফেল দুটো তক্তপোষের ওপর দাঁড় করানো।

'ওগুলো আবার কোত্থেকে এলো?' পেত্রো অবাক হয়ে যায়। ওর গোঁফজোড়া ঝুলে পড়ে।

'বাবা যখন ফিলোনোভোয় আমাকে দেখতে গিয়েছিল, সেই সময় নিয়ে এসেছিল।'

গ্রিগোরির কোঁচকানো চোখের সরু ফাঁকে জোনাকির আলো খেলে যায়। কেরোসিনমাখা হাত দিয়ে উরু চাপড়ে হো হো ক'রে হেসে ওঠে সে। তারপর ওই রকমই আচমকা হাসি থামিয়ে দিয়ে নেকড়ের মতো দাঁত খিঁচোয়।

'রাইফেল আর এমন কি!... জানিস...' বলতে বলতে ওর গলার আওয়াজ চাপা ফিসফিসে হয়ে উঠল – যদিও ঘরে তখন আর কেউ ছিল না, 'বাবা আজ আরেকটা কথা বলেছে,' আরেক ঝলক চাপা হাসি খেলে গেল গ্রিগোরির মুখে, 'ওর কাছে একটা মেশিনগান আছে।'

'কী সব বলছিস! কোত্থেকে? কেন?'

'বলল, রসদগাড়ির কসাকরা নাকি এক কেঁড়ে টক দুধের বদলে দিয়েছিল। আমার কিন্তু মনে হয় বুড়ো শয়তান বাজে কথা বলছে! নির্ঘাত চুরি করেছে! গুবরে পোকা যাকে বলে – হাতের কাছে যা পাবে টেনে নিয়ে যাবে – তোলার সাধ্যি না থাক, ঠিক টেনে নিয়ে যাবে। আমায় কানে কানে বলে কি 'আমার কাছে একটা মেশিনগান আছে, মাড়াই-উঠোনে পুঁতে রেখে দিয়েছি। ওর যে স্প্রিংটা আছে তা দিয়ে বেশ পেঁচকাটা বড়শী হতে পারে। আমি অবিশ্যি জিনিসটা ছুঁই নি।' আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'ওটা দিয়ে তোমার কী দরকার?' তাইতে বললে, 'দামী স্প্রিংটা দেখে বড্ড লোভ হল, ভাবলাম হয়ত কোন একটা কাজে লেগে যাবে। জিনিসটা লোহার, বেশ দামী।...'

পেত্রো চটে গেল। ভাবল রান্নাঘরে গিয়ে এখুনি বাপকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করবে। কিন্তু গ্রিগোরি তাকে মানা করল।

'ছাড় দেখি! এগুলো সাফসুতর ক'রে জোড়া লাগাতে সাহায্য কর। জিজ্ঞেস ক'রে কীই বা জানতে পারবি?'

অনেকক্ষণ ধরে ফোঁস ফোঁস নিঃশ্বাস ফেলতে ফেলতে রাইফেলের নল পরিষ্কার করতে থাকে পেত্রো। তারপর ভেবেচিন্তে বলল, 'সত্যিই হয়ত কাজে লাগতেও পারে। থাক গে ওখানে পড়ে।'

সেইদিন ইভান তোমিলিন এলো আরেক গুজব নিয়ে – কাজান্‌স্কায়ায় নাকি গুলি চলছে। চুল্লীর ধারে বসে বসে সকলে তামাক খেল, গল্পগুজব করল। কথাবার্তা চলার সময় পেত্রো সারাক্ষণ গুম হয়ে কী যেন ভাবতে লাগল। বেশী ভাবনাচিন্তা করা অমনিতেই তার পক্ষে বড় কঠিন। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে উঠেছে। তোমিলিন চলে যাবার পর সে বলল, 'আমি এখুনি ফোমিনের সঙ্গে দেখা করতে বুবেজিনে যাচ্ছি। শুনেছি এখন সে পরিবারের লোকজনের সঙ্গে বাড়িতেই আছে। সেই নাকি জেলার বিপ্লবী কমিটি চালায়। লোকটা হোমরা-চোমরা গোছের কিছু না হলেও অন্তত একটা কিছু বটে। গিয়ে বলব কোন বিপদ আপদ হলে আমাদের হয়ে যেন বলে।'

জিনিসপত্রে বোঝাই স্লেজগাড়িটাতে ঘোড়া জুতল পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ। একটা নতুন লোমের কোট গায়ে জড়িয়ে দারিয়া অনেকক্ষণ ধরে ফিসফিস ক'রে কী যেন আলোচনা করল ইলিনিচনার সঙ্গে। দু'জনে একসঙ্গে ঢুকে গেল গোলাঘরে। সেখান থেকে বেরিয়ে এলো একটা পুঁটলি হাতে।

'এটা আবার কী?' বুড়ো জিজ্ঞেস করল।

পেত্রো চুপ করে রইল। কিন্তু ইলিনিচ্‌না চাপা গলায় হড়বড় ক'রে বলল, 'আমি খানিকটা মাখন জমিয়ে রেখেছিলাম, ভেবেছিলাম কখন নিজেদের দরকার হতে পারে। কিন্তু এখন আর মাখনের কথা ভাববার সময় নয়, তাই দারিয়াকে দিলাম – ফোমিনের বৌকে দেবার জন্যে নিয়ে যাক। ফোমিন হয়ত আমাদের পেত্রোকে সাহায্য করবে,' বলতে বলতে কেঁদে ফেলে ইলিনিচ্‌না। 'এত কাল ধরে পল্টনের চাকরী করল, জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সেবা করল, আর এখন কিনা অফিসার হয়েছে বলে এদের . . .'

'চোপ! গলা ফাটাবে না বলছি!' পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ চটে গিয়ে হাতের চাবুকটা বিচালির গাদায় ছুঁড়ে ফেলে দিল। পেত্রোর কাছে এগিয়ে এসে বলল, 'ওকে বলিস খানিকটা গম দেওয়া যাবে।'

'ও দিয়ে ওর ছাই কী হবে!' পেত্রো জ্বলে ওঠে। 'আনিকুশ্‌কার বাড়ি গিয়ে খানিকটা চোলাই মদ কিনে আনলে বরং কাজ করতেন, নয়ত শুধু গম গম করছেন!'

পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ কোটের তলায় ঢেকে এক বালতি পরিমাণ ঘড়ায় ক'রে চোলাই নিয়ে এলো, তারিফ করে বলল, 'খাসা ভোদ্‌কা! আহা, কী মাল! একেবারে জার নিকোলাইয়ের আমলের!'

'এর মধ্যেই সাঁটিয়েছ, বুড়ো ভাম।' ইলিনিচনা খাঁখিয়ে উঠল তার ওপর। কিন্তু বুড়ো যেন শুনতেই পেল না। ভরাপেট বেড়ালের মতো আরামে চোখ কোঁচকাল, মুখ দিয়ে অস্ফুট গরগর আওয়াজ বার করল। চোলাই মদের ছোঁয়ায় ঠোঁট জ্বালা করছিল। জামার আস্তিনে ঠোঁট মুছতে মুছতে খোঁড়া পায়েই জোয়ান ছোকরার মতো গটগটিয়ে সে ঘরে ঢুকে গেল।

পেত্রো গাড়ি ছেড়ে দিল। বাইরের লোকের মতোই ফটকটা বন্ধ করা নিয়ে তার কোন মাথাব্যথা দেখা গেল না।

এককালে যে ছিল ওর রেজিমেন্টের সঙ্গী সে আজ প্রবল ক্ষমতাসম্পন্ন লোক হয়েছে। তার জন্য ভেট নিয়ে চলেছে পেত্রো – চোলাই মদ ছাড়াও সেখানে আছে যুদ্ধের আগেকার আমলের এক টুকরো দামী বিলিতি গরম কাপড়, একজোড়া বুটজুতো আর পাউণ্ডটাক যুঁইফুলের গন্ধওয়ালা দামী চা। লিস্কি স্টেশন দখল করার সময়, যখন তাদের আটাশ নম্বর রেজিমেন্ট মালগাড়ির ওয়াগন আর স্টেশনের গুদামঘর ভেঙে অবাধ লুঠতরাজ করে তখন পেত্রোর ভাগে এগুলো জুটেছিল।

তখনই ট্রেনের ওয়াগন ভেঙে সে মেয়েদের এক পেটি অন্তর্বাস হাতিয়েছিল। বাপ যখন ফ্রন্টে ছেলেকে দেখতে গিয়েছিল সেই সময় সে তার হাত দিয়ে ওটা বাড়ি পাঠায়। নাতালিয়া আর দুনিয়াশকা ত অমন জিনিস জন্মেও চোখে দেখে নি। তাই দারিয়া যখন সেগুলো পরে তাদের চোখের সামনে জাঁক ক'রে ঘুরে বেড়াতে লাগল তখন তারা হিংসায় ফেটে পড়ল। মিহি বিলিতি কাপড়ের জমিন দুধের চেয়েও ধবধবে সাদা, প্রত্যেকটার ওপর রেশমী সুতোর ফোঁড় দিয়ে নক্শা আর নামের আদ্যক্ষর তোলা। পাজামার লেসগুলো দনের ফেনার চেয়েও যেন ফেনিল। স্বামী ফেরার পর প্রথম রাত্রে দারিয়া ওই পাজামা পরেই বিছানায় শুল।

পেত্রো বাতি নেভাবার আগে তাই দেখে অনুকম্পাভরে হেসে বলেছিল, 'ও ত বেটাছেলের পরার জিনিস – ওটাই পরছ?'

'তা হোক, পরে বেশ গরম পাওয়া যায়। আর দেখতেও দিব্যি সুন্দর লাগে,' দারিয়া আবেশভরা গলায় বলেছিল। 'তাছাড়া বুঝবই বা কী করে? – বেটাছেলেরই যদি হত তাহলে ত আরও লম্বা হত। আর লেস? . . . বেটাছেলেরা ও দিয়ে কী করবে বল?'

'বড় বড় ঘরের পুরুষমানুষেরা হয়ত পাজামায় লেস লাগায়। অবিশ্যি আমার তাতে কী? ইচ্ছে হয় পর গে,' গা চুলকোতে চুলকোতে ঘুম ঘুম স্বরে পেত্রো জবাব দেয়।

এই প্রশ্নটাতে তার বিশেষ কোন আগ্রহ দেখা গেল না। কিন্তু পরের রাতে

বৌয়ের পাশে শুতে গিয়ে সে ভয়ে ভয়ে সরে যায়, নিজের মনের অজ্ঞানতেই সম্ভ্রম আর অস্বস্তি নিয়ে আড়চোখে তাকাতে থাকে লেসটার দিকে। ওটা একটু ছুঁয়ে দেখতে পর্যন্ত তার ভয় হয়। মনে হয় দারিয়া কেমন যেন পর পর হয়ে গেছে। ওই অন্তর্বাস সে কিছুতেই মেনে নিতে পারল না। তিন দিনের দিন রাতে বোঝায় চটেমটে গিয়ে সে বেশ জোর গলায় দাবি করল, 'খুলে ফেলে দাও ছাই তোমার ওই পাতলুন! ও জিনিস মেয়েদের মানায় না, তাছাড়া মেয়েদের পরার জিনিসই নয় ওগুলো। ও পরে তোমাকে দেখলে মনে হয় যেন কোন বড় ঘরের বৌ শুয়ে আছে! একেবারে পর পর লাগে তোমাকে।'

পরদিন সকালে সে দারিয়ার চেয়ে আগে ঘুম থেকে উঠল। গলা খাঁকারি দিয়ে চোখমুখ কুঁচকে পাজামাটা নিজেই পরে দেখার চেষ্টা করল। অনেকক্ষণ ধরে সতর্ক হয়ে তাকিয়ে তাকিয়ে পাজামার ডুরি, লেস আর হাঁটুর নীচ থেকে ঘন লোমে ঢাকা নিজের উলঙ্গ পাদুটো দেখতে থাকে। তারপর ঘুরে দাঁড়াতে হঠাৎই আয়নায় নজর পড়ে যায় নিজের চেহারাটার দিকে। পেছনে অনেকখানি ভাঁজ পড়ে পাকিয়ে আছে পাজামাটা। দেখামাত্রই বিরক্তিভরে থুতু ফেলে গালাগাল করতে করতে ভালুকের মতো থপথপ করে ইয়া চওড়া পাজামাটার ভেতর থেকে সে হামা দিয়ে বেরিয়ে আসতে গেল। সঙ্গে সঙ্গে পায়ের বুড়ো আঙুল লেসের সঙ্গে আটকে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে তোরঙ্গের ওপর প্রায় পড়ে যাচ্ছিল। ভয়ঙ্কর ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে শেষকালে ডুরি ছিঁড়ে ফেলে নিজেকে ছাড়িয়ে আনল। দারিয়া ঘুম-ঘুম গলায় জিজ্ঞেস করল, 'কী হল গো তোমার?'

পেত্রো মনে মনে আহত হয়ে গুম মেরে থাকে। ফোঁস ফোঁস করে, ঘনঘন থুতু ফেলে। আর পাজামাটা - যেটা স্ত্রী না পুরুষ কার জন্য সেলাই করা হয়েছে কারও জানা নেই - সেই দিনই দীর্ঘশ্বাস ফেলতে ফেলতে দারিয়া ভাঁজ করে তোরঙ্গে তুলে রেখে দিল (সেখানে ওরকম আরও অনেক জিনিস ছিল যা কোন মেয়েমানুষ কোন কাজে লাগাতে পারে না)। জটিল এই জিনিসগুলো এই ভেবেই রেখে দেওয়া হয়েছে যে পরে কোন এক সময় কেটে কাঁচুলি বানানো যাবে। তবে সায়াগুলো দারিয়া ঠিক কাজে লাগিয়েছে। ওগুলো বড় বেশি খাটো ছিল। কিন্তু দারিয়া কম চালাক নয় - ওপরে এমন ভাবে একটা কাপড়ের পটি লাগায় যাতে নীচের সায়ার লেস ওপরের ঘাগরার নীচ থেকে আঙুল দুয়েক বেরিয়ে থাকে। এইভাবে দিব্যি সেজেগুজে ওলন্দাজ লেসের কিনারা দিয়ে মাটির মেঝে ঝেঁটিয়ে ঘুরে বেড়াত দারিয়া।

এখনও স্বামীর সঙ্গে অন্যের বাড়িতে বেড়াতে যাবার সময় সে সাজগোজ করেছে সকলের চোখে পড়ার মতো। জমকাল পাড় লাগানো পশুলোমের লম্বা

কোর্টটার তলা থেকে উঁকি দিচ্ছে নীচের সায়ার লেস। তাছাড়া ওপরে যে ঘাগরাটা পরেছে সেটাও আনকোরা নতুন, চমৎকার পশমী কাপড়ের। ঘুঁটে কুড়ুনী থেকে রাজরানী হয়েছে ফোমিনের বৌ - দেখুক সে, দারিয়া কোন হেলাফেলা কসাক-বৌ নয়। অফিসারের বৌ বলে কথা!

পেত্রো হাতের চাবুক দোলাল, ঠোঁট দিয়ে আওয়াজ করল। পেটমোটা মাদী ঘোড়াটার পিঠের মাঝখানটা নেমে গেছে, চামড়ার লোম উঠে গেছে। দনের ধারের পাকা রাস্তা ধরে মৃদু দুলকি চালে চলেছে। ওরা যখন ব্লবেজিনে এসে পৌঁছুল তখন দুপুরের খাওয়ার সময়। ফোমিন বাড়িতেই আছে দেখা গেল। পেত্রোকে বেশ খাতির করল, খাবার টেবিলের ধারে বসিয়ে দিল। ওর বাপ পেত্রোর ম্লেজ থেকে জমাট শিশিরে ঢাকা, খড়কুটোয় ছাওয়া ঘড়াখানা নিয়ে আসতে ওর লালচে গোঁফের ফাঁকে হাসি ফুটে উঠল।

'তুমি যে আজকাল ডুমুরের ফুল হয়ে উঠেছ হে! চোখেই দেখতে পাই নে,' বেশ মিষ্টি মোটা গলায় টেনে টেনে কথাগুলো বলল ফোমিন। নাকের দু'পাশে নীল চোখদুটোর মাঝখানে অনেকটা ব্যবধান। নারীসঙ্গলিপ্সু তেরছা নজরে দারিয়ার দিকে তাকাল, ভারিক্কি চালে গোঁফে তা দিল।

'নিজেই ত জানেন ইয়াকভ ইয়েফিমিচ। সৈন্যরা মার্চ ক'রে চলেছে, যা কঠিন দিনকাল পড়েছে! . . .'

'তা আর বলতে! ওগো, কিছু জারানো শসা, বাঁধাকপি আর আমাদের দনের লুকিয়ে রাখা মাছ নিয়ে এসো না!'

ঘিঞ্জি ঘরটা। গরমে ভীষণ তেতে উঠেছে। চুল্লীর ওপরে তক্তপোষ - সেখানে শুয়ে রয়েছে দুটো বাচ্চা। একটা ছেলে - বাপের মতো দেখতে, ওই রকমই নীল চোখ, দু চোখের মাঝখানে অনেকখানি ব্যবধান। অন্যটা মেয়ে। খানিকটা পান করার পর পেত্রো কাজের কথা পাড়ল।

'গাঁয়ে জোর গুজব চেকার* লোকজন এসেছে, তারা নাকি কসাকদের কাউকে ছেড়ে কথা কইছে না।'

'ভিওশেনস্কায়ায় পনেরো নম্বর ইনজেনস্কায়া ডিভিশনের একটা সামরিক আদালত বসেছে। তাতে কী হয়েছে? তোমার তাতে অত মাথাব্যথা কেন?'

'বলেন কী ইয়াকভ ইয়েফিমিচ! আপনি নিজেই ত জানেন লোকে আমায় অফিসার বলে জানে। আরে, আমি অফিসার - সে কেবল নামেই।'

* চেকা - সংক্ষেপে রুশীতে জরুরী কমিশন। প্রতিবিপ্লবী ও অন্তর্ঘাতী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য গঠিত সংস্থা। - অনুঃ

'তারপর, তাতে কী?'

ফোমিনের এখন মনে হতে লাগল পরিস্থিতির ওপর তার অসীম ক্ষমতা। নেশার ঘোরে নিজের সম্পর্কে তার ধারণা বেশ উঁচু হয়েছে, বড়াই করতে শুরু ক'রে দিয়েছে সে। গুরুগম্ভীর চালে বারবার গোঁফে হাত বুলাতে বুলাতে ভ্রূকুটি করে মাতব্বরের মতো তাকিয়ে দেখতে থাকে পেত্রোকে।

পেত্রো ওর দুর্বল জায়গাটা ধরতে পেরে সঙ্গে সঙ্গে অনাথ বেচারির মতো কাঁচুমাচু ভাব করল। বশংবদ ভাব দেখিয়ে তোয়াজের ভঙ্গিতে হাসল। কিন্তু একটু একটু করে কখন যেন সম্বোধনটা 'আপনি' থেকে 'তুমিতে' এনে ফেলল।

'তুমি আর আমি ত একই সঙ্গে পলটনের চাকরি করতাম। আমার সম্পর্কে খারাপ কিছু তুমি বলতে পারবে না। আমি কি কখনও কারও শত্রুতা করেছি? কথ্‌খনো নয়! ভগবানের দিব্যি, আমি সব সময় কসাকদের পক্ষে দাঁড়িয়েছি।'

'আমরা জানি। তুমি কোন সন্দেহ কোরো নি, পেত্রো পান্তেলেয়েভিচ। আমরা সব্বার হাড়হদ্দ জানি। তোমায় কেউ ছোঁবে না। তবে কেউ কেউ আছে যাদের গায়ে হাত পড়বেই। ঘাড় ধরে হিড়হিড় ক'রে টেনে বার করব। অনেক ব্যাটা কেউটের বাচ্চা এসে জুটেছে। ওরা পেছনে রয়ে গেছে – তবে মাথার দুষ্টবুদ্ধি ওদের এতটুকু যায় নি। অস্ত্রশস্ত্র লুকিয়ে রেখে দিচ্ছে। . . . তুমি তোমার নিজেরগুলো দিয়েছ ত, অ্যাঁ?'

ঢিমে তালে কথা বলতে বলতে ফোমিন হঠাৎ সুর পালটে এমন মারমুখী হয়ে উঠল যে মুহূর্তের জন্য পেত্রো ভেবাচেকা খেয়ে গেল, তার চোখেমুখে রক্তোচ্ছ্বাস খেলে গেল।

'তুমি তোমার অস্ত্র দিয়েছ? কী হল, চুপ ক'রে রইলে যে?' টেবিলের ওপর ঝুঁকে পড়ে ফোমিন তেরিয়া হয়ে জিজ্ঞেস করল।

'দিয়েছি, অবশ্যই দিয়েছি ইয়াকভ ইয়েফিমিচ। তুমি ভেবো না যে . . . আমি কিন্তু খোলা মনেই বলছি।'

'খোলা মনে? তোমাদের সব মালদের জানা আছে আমার। আমি নিজেও ত এখানকারই মানুষ।' নেশার ঘোরে সে চোখ টিপল। মুখের ভেতর থেকে বড় বড় কোদালে দাঁতগুলো বেরিয়ে পড়ল। পয়সাওয়ালা কসাকদের সঙ্গে এক হাতে হাত মেলাও, অন্য হাতে ছোরা ধরে রাখো, নইলে দেবে তোমার বুকে ছোরা বসিয়ে। . . . কুত্তার বাচ্চা সব! খোলা মন কারও নেই! কত লোকই দেখলাম এই জীবনে! সব ব্যাটা বেইমান! তবে তোমার ভয় নেই, তোমার গায়ে কেউ হাত দেবে না। কথার দাম লাখ টাকা!'

দারিয়া অল্পস্বল্প মাংসের জেলি মুখে তুলল, ভদ্রতার খাতিরে রুটি প্রায় খেলই না। গৃহকর্ত্রী তাকে অকুণ্ঠ আপ্যায়ন করল।

মনে মনে আশা নিয়ে বেশ খোশমেজাজে সন্ধ্যার মুখেই পেত্রো বাড়ির দিকে রওনা দিল।

* * *

পেত্রোকে রওনা করিয়ে দিয়ে পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ তার বেয়াই কোর্‌শুনভের সঙ্গে দেখা করতে গেল। শেষবার সে ওদের বাড়ি গিয়েছিল লাল ফৌজ আসার আগে আগে। মিত্‌কা তখন পালানোর আয়োজন করছে, লুকিনিচ্‌না পথের জন্য তাকে গোছগাছ করে দিচ্ছে। বাড়িতে হুলস্থুল কাণ্ড, বিশৃঙ্খলার একশেষ। পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ বুঝতে পারল এখানে সে বাড়তি লোক, তাই বাড়ি ফিরে এলো। কিন্তু এবারে ঠিক করল, গিয়ে জেনে আসবে সব ভালোয় ভালোয় চলছে কিনা। তাছাড়া যা দিনকাল পড়েছে একসঙ্গে তাই নিয়ে হা-হুতাশ ক'রে মনের বোঝা একটু হাল্‌কা করবে।

খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে গ্রামের আরেক প্রান্তে পৌঁছুতে বেশ সময় লেগে গেল। উঠোনে দেখা হয়ে গেল বুড়ো দাদু গ্রিশাকার সঙ্গে। ইদানীং বেশ কয়েকটা দাঁত খোওয়া যাওয়ায় দেখতে আরও বুড়ো হয়েছে। সেদিন রবিবার। বুড়ো সাঁঝের উপাসনায় যোগ দিতে গির্জায় যাচ্ছে। তাকে দেখে ভিরমি খাওয়ার মতো অবস্থা হল পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচের। বুড়োর গায়ের পশুলোমের ওভারকোটের বোতাম খোলা, তার তলা থেকে চোখে পড়ছে বুকের ওপর তুর্কী যুদ্ধের আমলে পাওয়া সমস্ত ক্রস আর পদক, সাবেকী আমলের উর্দীর খাড়া কলারের গায়ে উদ্ধতভাবে ঝলক দিচ্ছে লাল ডোরা। দু'পাশে লাল ডোরা দেওয়া সেকেলে ধরনের ঝুলে পড়া সালোয়ার নিখুঁতভাবে গোঁজা সাদা মোজার মধ্যে। মাথায় মোমের মতো রঙের বিশাল বিশাল কান পর্যন্ত নামানো একটা ফৌজী টুপি, টুপির মাথায় ফুল ক'রে বাঁধা ফিতে।

'এ কী ঠাকুরদা! তোমার মাথার ঠিক আছে? এই সময় কে ওসব ক্রস ঝুলিয়ে আর টুপিতে ফুল ক'রে বাঁধা ফিতে এঁটে বেড়ায়?'

বুড়ো হাতের চেটোটা কানের পাশে রেখে বলল, 'অ্যাঁ?'

'বলছি কি, টুপির ওপরকার ফিতে খোল! ক্রস-ট্রসগুলো সরিয়ে ফেল। এভাবে চলাফেরা করলে ধরে নিয়ে যাবে যে। সোভিয়েত সরকারের আমলে এসব চলবে না, আইনে নিষেধ আছে।'

'ওহে, আমি পরম ভক্তিশ্রদ্ধা নিয়ে আমাদের জারের সেবা করে এসেছি। এই সরকারের পেছনে ভগবান নেই। আমি একে সরকার বলে স্বীকার করি নে। আমি শপথ নিয়েছিলাম জার আলেক্সান্দরের কাছে, চাষাভুষোদের কাছে নয়, সাফ কথা বাপু!' গ্রিশাকা দাদু ফেকাসে ঠোঁট চুষল, সবজে রঙধরা গোঁফজোড়া মুছে হাতের ছড়িটা বাড়ির দিকে বাড়িয়ে ধরে বলল, 'তুমি মিরোনের কাছে এসেছ ত? বাড়িতেই আছে। মিত্কাকে আমরা বিদায় দিয়ে এলাম – ও পিছুহটাদের দলের সঙ্গে চলে গেছে। হে স্বর্গের দেবী, ওকে রক্ষা কোরো! . . . তোমার ছেলেরা বুঝি রয়েই গেল। অ্যাঁ? হুঁঃ, কী কসাকই সব হয়েছেন আজকাল! জারের কসাক ফৌজের আতামানের কাছে শপথ নিয়েছিল না! এখন ফৌজে দরকার পড়তে বৌয়ের আঁচল ধরা হয়ে পড়ে রইল। আমাদের নাতালিয়া-মা ভালো আছে ত?'

'ভালো আছে, ভালো আছে। . . . বাড়ি গিয়ে ক্রসগুলো কিন্তু খুলে ফেল দাদু! এখন আর ওগুলো পরার নিয়ম নেই। হা ভগবান, মাথাটা কি একেবারেই গেল নাকি গো?'

'যাও যাও আর দিক কোরো নি! আমায় শেখানোর বয়স তোমার হয় নি। যাও বলছি!'

পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচের দিকে সোজা ধেয়ে এলো বুড়ো গ্রিশাকা। ফলে তাকে পথ করে দিয়ে রাস্তা ছেড়ে বরফের মধ্যে সরে গেল পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ। হতাশভাবে মাথা নাড়াল পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখতে দেখতে।

মিরোন গ্রিগোরিয়েভিচ গত কয়েক দিনের মধ্যে যে রকম ভেঙে পড়েছে তা লক্ষ করার মতো। বেয়াইকে দেখে উঠে দাঁড়াল। বলল, 'আমাদের বুড়ো সেপাইকে দেখলে? কী শাস্তি! ভগবান ওকে তুলেও নিচ্ছেন না। যা যা ঝোলানোর আছে সব বুকে ঝুলিয়ে, ফিতের ফুল বাঁধা টুপিখানা মাথায় চড়িয়ে বেরিয়ে পড়ল। একবার চেষ্টা করেই দেখ না খোলার। একেবারে ছেলেমানুষ হয়ে গেছে, কিচ্ছু বুঝতে চায় না।'

'যাতে শান্তি পায় তাই করতে দাও। আর কদ্দিনই বা! . . . তা আমাদের ওরা সব কেমন আছে? শুনলাম পাষণ্ডগুলো নাকি গ্রিশার ওপর হামলা করেছিল?' থুতনিতে হাত ঠেকিয়ে ওদের দুজনের কাছে এসে বসে বিষণ্ণভাবে লুকিনিচনা বলল। 'আমাদের, বেয়াই, কী বিপদ! . . . চারটে ঘোড়া নিয়ে গেছে, রেখে গেছে শুধু মাদী ঘোড়াটা আর এক বছরের বাচ্চাটা। একেবারে সর্বস্বান্ত করে দিয়ে গেল আমাদের!'

মিরোন গ্রিগোরিয়েভিচ এমন ভাবে চোখ কোঁচকাল যেন কোথাও তাক

করছে। ভেতরে ভেতরে যে রাগ গুমরে উঠছিল এবারে স্বর পাল্টে তা বাইরে প্রকাশ করে ফেলল।

'আমাদের জীবনটা যে এভাবে বরবাদ হয়ে গেল তা কিসের জন্যে? কে এর কারণ? কে আবার? – এই শয়তান সরকার! সব দোষ তার, বেয়াই। আরে, সবাইকে সমান করা – এ কি একটা বুদ্ধির কাজ হল? তা বাপু তুমি আমায় মেরেই ফেল আর কেটেই ফেল আমি মানতে পারব না এ জিনিস! আমি সারা জীবন মাথার ঘাম পায়ে ফেলে কাজ করেছি, আর যারা কিনা গরিবী থেকে বেরিয়ে আসার জন্যে কুটোটি নাড়ল না তাদের সঙ্গে সমান হয়ে থাকতে হবে আমাকে? না না, বরং একটু সবুর করেই দেখা যাক! এই সরকার ভালো গেরস্থের শিরা কেটে ফেলছে। এই জন্যেই ত লোকে হাত গুটিয়ে বসে থাকে। উপার্জন করে কী হবে? কার জন্যে খাটতে যাব? আজ উপার্জন করব, কালই ওরা এসে সব কেড়ে নিয়ে যাবে।... আরও একটা কথা বেয়াই, এই সেদিন গ্রিবিন গাঁ থেকে আমার একই পল্টনের এক পুরনো বন্ধু এসেছিল, কথাবার্তা হল তার সঙ্গে।... ফ্রন্ট কোথায় জান? ফ্রন্ট হল গিয়ে দনেৎসের ধারে। কিন্তু সেখানে টিকে থাকতে পারবে কি? আমি সত্যি বলতে গেলে কি, যে-সমস্ত লোকের ওপর আশা ভরসা রাখা যায় তাদের সঙ্গে কথা বলে এটাই বোঝানোর চেষ্টা করছি আমাদের যে সব কস্যাক দনেৎসের ওপারে চলে গেছে তাদের সাহায্য করা উচিত।...'

'সাহায্য? কী ভাবে?' শঙ্কিত হয়ে কেন যেন গলার আওয়াজ নামিয়ে ফিসফিসিয়ে জিজ্ঞেস করল পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ।

'কী ভাবে? এই সরকারকে লাথি মেরে তাগিয়ে! হ্যাঁ, এমন লাথি মারতে হবে যাতে আবার যেন সেই তাম্বোভ প্রদেশে গিয়ে সেঁধোয়। সমান করতে হয় সেখানকার চাষাভুষোদের সঙ্গে গিয়ে করুক। আমি এই দুশমনগুলোকে খতম করার জন্যে নিজের শেষ সম্বল সুতোগাছাটা পর্যন্ত দিয়ে দেব। লোকজনকে জাগিয়ে তুলতে হবে বেয়াই, জাগিয়ে তুলতে হবে! এই ত সময়! পরে কিন্তু দেরি হয়ে যাবে।... আমার সেই পল্টনের সঙ্গীটি বলল, ওদের ওখানেও নাকি কস্যাকরা উত্তেজিত হয়ে আছে। শুধু যা করার তা একসঙ্গে করতে হবে!' তারপর তার কণ্ঠস্বর নেমে এলো। হাঁপাতে হাঁপাতে দ্রুত ফিসফিসিয়ে বলল, 'পল্টনের আসল ইউনিটগুলো চলে গেছে। এখানে তাদের কত জনই বা রয়ে গেছে? হাতে গোনা যায়! গাঁয়ে গাঁয়ে আছে কেবল সভাপতিরা।... ওদের মুণ্ডুগুলো নামিয়ে দেওয়া – একেবারেই মামুলী কাজ। আর ভিওশেন্স্কায়ায় যারা আছে? আমরা সকলে মিলে একজোট্টা হতে পারলে ওদের ছিঁড়ে কুটি কুটি ক'রে ফেলতে

কতক্ষণ? আমাদের লোকেরা সে সুযোগ নষ্ট করবে না। আমরা এক হব। যা বললাম, দেখে নিও বেয়াই!'

পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ উঠে দাঁড়াল। প্রত্যেকটা কথা ওজন করে উচ্চারণ করতে করতে সে ভয়ে-ভয়ে উপদেশ দিল, 'দেখো, একটু এদিক-ওদিক হয়ে গেলে কিন্তু বিপদ ডেকে আনবে! কসাকরা টলমল করছে ঠিকই, কিন্তু শেষ পর্যন্ত কোন পথে ছাই ওরা যাবে, কে বলতে পারে? আজকের দিনে এ ব্যাপারে যার তার সঙ্গে আলোচনা করা ঠিক নয়।... অল্পবয়সী ছেলেছোকরাদের ত বোঝাই ভার। ওরা যেন চোখ বুজে বসে আছে। কেউ পিছু হটল, কেউ বা থেকে গেল। কঠিন জীবন! জীবন ত নয়, যেন অন্ধকারের মধ্যে আছি।'

'কোন চিন্তা কোরো না বেয়াই!' অনুকম্পাভরে হেসে বলল মিরোন গ্রিগোরিয়েভিচ। 'আমি জানি কোথায় কী বলতে হয়। মানুষ হল ভেড়ার পালের মতো – পালের গোদাটা যেদিকে যাবে গোটা পালও যাবে সেই দিকে। তাই বলছিলাম কি, ওদের পথ দেখানো দরকার! এই দরকার সম্পর্কে লোকের চোখ খুলে দিতে হবে। মেঘ না হলে বজ্রবিদ্যুৎ কোত্থেকে হবে? আমি কসাকদের সরাসরি বলি বিদ্রোহ করতে হবে। শুনলাম ওরা নাকি সমস্ত কসাককে নিশ্চিহ্ন ক'রে দেবার হুকুম দিয়েছে। এটাকে কী বলবে, বল?'

মিরোন গ্রিগোরিয়েভিচের মুখের মেছেতার দাগ ভেদ করে রক্তোচ্ছ্বাস ফুটে ওঠে।

'শেষ পর্যন্ত কী হবে বল, প্রকোফিচ? লোকে বলাবলি করছে গুলি চালানো শুরু হয়ে গেছে।... এ কী জীবন, বল? দেখ, এই ক' বছরে সব কেমন ভেঙেচুরে তছনছ হয়ে গেল। কেরোসিন নেই, দেশলাইও নেই। শেষের দিকে যোখড ত স্রেফ মিঠাই বেচে গেল।... আর ফসল বোনা? গত বছরের তুলনায় কত জমিতে ফসল বোনা হচ্ছে? ঘোড়াগুলো নিয়ে গেল। আমারগুলো গেল, অন্যদেরও... কেড়ে নিতে ত সকলেই পারে। কিন্তু ওদের পালবে কে, বংশ বাড়াবে কী করে? আগে, আমি তখন নেহাৎই ছোকরা, আমাদের ছিয়াশিটা ঘোড়া ছিল। মনে আছে নিশ্চয় তোমার? দৌড়ের ঘোড়া আমাদের এমন ছিল যে ওস্তাদ কালমিক ঘোড়সওয়ারেরও নাগাল ধরে ফেলতে পারত। তখন আমাদের একটা বাদামী ঘোড়া ছিল, সেটা ছিল চাঁদকপালী। ওটায় চেপে ছুটলে ওর পায়ের নীচে খরগোসও থেঁতলা হয়ে যেত। পিঠে জিন চাপিয়ে ঘোড়া হাঁকিয়ে চলে গেলাম স্তেপের ভেতরে। তাড়া দিয়ে লম্বা লম্বা আগাছার ভেতর থেকে বার করে আনলাম একটা খরগোস। তারপর দুশ গজের মধ্যে হলেও কোন ছাড়াছাড়ি নেই – ঘোড়ার খুর দিয়ে ঠিক থেঁতলাব। আমার মনে হচ্ছে এই যেন সেদিনের কথা।' মিরোন গ্রিগোরিয়েভিচের মুখে একটা বিষণ্ণ হাসি ফুটে ওঠে। 'একবার

আমি ঘোড়ায় চড়ে হাওয়াকলের দিকে চলেছি, এমন সময় দেখি একটা খরগোস লাফাতে লাফাতে সোজা আমার দিকেই আসছে। ঘোড়াটা চালিয়ে দিলাম ওর দিকে - সঙ্গে সঙ্গে সে পাহাড়ের তলা দিয়ে একেবারে দনের ওপাড়! পিঠে পরবের সময় সেটা। দনের জমাট বুকের ওপর থেকে হাওয়ায় উড়িয়ে নিয়ে গেছে হালকা পেঁজা বরফ, জমাট শক্ত বরফে পিছলে হয়ে আছে দনের বুক। খরগোসটার পেছনে ধাওয়া করতে গিয়ে আমার ঘোড়া হড়কে গেল, দড়াম করে আছাড় খেয়ে মাথা ঠুকে শক্ত বরফের মধ্যে পড়ে গেল, আর উঠল না। ভয়ে আমার সর্বাঙ্গ ঠকঠক ক'রে কাঁপতে লাগল! ঘোড়ার পিঠ থেকে জিনটা খুলে নিয়ে তাড়াতাড়ি বাড়ি ছুটলাম। বাড়ি এসে বললাম, 'বাবা খরগোস তাড়া করতে গিয়ে আমার ঘোড়াটা মুখ থুবড়ে পড়ে মারা গেল!' 'তাড়া ক'রে ধরতে পেরেছিস?' আমি বললাম, 'না, বাবা।' 'যা হারামজাদা, শিগগির কালো ঘোড়াটার পিঠে জিন চাপিয়ে ছুটে ওটাকে ধরে আন!' ওঃ, কী সময়ই না ছিল। আমরা তখন থাকতাম সত্যিকার কসাকদের মতো, রাজাবাদশার চালে। ঘোড়া মারা গেল তাতে কোন দুঃখু নেই, কিন্তু খরগোসটাকে ধরা চাই। অথচ একটা ঘোড়ার দাম একশ আর একটা খরগোসের দাম কানাকড়িও নয়! . . . কিন্তু যাক গে, ওসব বলেই বা কী লাভ!'

* * *

বেয়াইয়ের কাছ থেকে পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ যখন বিদায় নিল তখন সে আরও বেশি বিভ্রান্ত। উদ্বেগে উৎকণ্ঠায় পুরোপুরি বিপর্যস্ত। এখন শত্রুভাবাপন্ন শক্তি তার জীবনের নিয়ন্তা হতে চলেছে। আগে যেখানে সে ভালোমতো তালিম-পাওয়া বাধা-টপকানো দৌড়ের ঘোড়ার মতো ঘর-গৃহস্থালির কাজ চালাত এবং জীবনযাত্রা করত, এখন সেখানে জীবন যেন একটা গলদঘর্ম পাগলা ঘোড়ার মতো তাকে ছুটিয়ে নিয়ে বেড়াতে লাগল। এখন আর সেই ঘোড়াকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা তার নেই। নিজের সমস্ত ইচ্ছাশক্তি বিসর্জন দিয়ে ঘোড়ার দুলন্ত পিঠের ওপর ঝাঁকুনি খাচ্ছে, যাতে পড়ে না যায় তার জন্য করুণ প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে।

ভবিষ্যতের ওপর একটা কুজ্ঝটিকা নেমে এসেছে। মিরোন গ্রিগোরিয়েভিচ যে আশেপাশের এলাকার মধ্যে সবচেয়ে ধনী গেরস্থ ছিল এটা কি অনেক কাল আগেকার কথা? তবে গত তিন বছরে তার ক্ষমতা ক্ষয়ে এসেছে। মুনিষরা সব কে কোথায় সরে পড়েছে। ফসল বোনা কমাতে কমতে নয় ভাগের এক ভাগে এসে দাঁড়িয়েছে। টাকার অবস্থা ত মাতালের মতো টলটলায়মান। দিনের পর দিন দাম পড়ে আসছে - আর তারই বিনিময়ে অথবা নেহাৎ টাকা পাওয়ার

প্রতিশ্রুতিতে বাড়ির উঠোন থেকে একের পর এক ষাঁড় আর ঘোড়াগুলো চলে যাচ্ছে। সব যেন একটা স্বপ্নের ঘোরের মধ্যে। দনের বুকের ওপরে ভেসে চলা কুয়াসার মতো যেন কেটে গেল। শুধু বাড়িটা, তার সুন্দর নকশা-কাটা ঝুল-বারান্দা আর খোদাই-কাজ-করা রঙচটা কার্নিশগুলো অতীত গৌরবের সাক্ষী হয়ে টিকে আছে। অসময়ে পাক ধরতে শুরু করে মিরোনের শিয়াল-লোমের মতো লালচে দাড়িতে। সেখান থেকে দুপাশের রগের চুলে ছড়িয়ে পড়ে প্রথম প্রথম ঝুরঝুরে মাটির বুকে শণের নুড়োর মতো সাদা চাপ বেঁধে থাকে, তারপর বাদামী রঙকে হারিয়ে দিয়ে পুরোপুরি ধুখু ধুখু সাদায় ছেয়ে যায়। শেষকালে একটা একটা করে সমস্ত চুল থেকে ভুরু পর্যন্ত আর কিছুই রেহাই পায় না। মিরোন গ্রিগোরিয়েভিচের নিজের মধ্যেও এই দুই শক্তির ভয়ঙ্কর সংঘাত চলে নিরন্তর। একেক সময় বিদ্রোহে টগবগ করে তার সেই বাদামী রঙের রক্ত, তাকে কাজে প্ররোচিত করে, তাকে ফসল বোনার, চালাঘর তোলার, যন্ত্রপাতি মেরামত করার, টাকা রোজগারের তাগিদ দেয়। কিন্তু বেশির ভাগ সময়ই হতাশ হয়ে সে ভাবে, 'কী হবে অত টাকা রোজগার করে? সবই ত যাবে!' – তখন সব কিছু ঢেকে যায় এক পরম ঔদাসীন্যের মৃত্যোপাণ্ডুর বিবর্ণতায়। ওর বিশ্রী কদাকার হাত আগের মতো আর হাতুড়ি বা করাত চেপে ধরে না। হাঁটুর ওপর অলসভাবে পড়ে থাকে, অল্পস্বল্প নড়াচড়া করতে থাকে কাজের ফলে বিকৃত আঙুলগুলো। অকালে বার্ধক্য নেমে এসেছে। জমির ওপরও আর তেমন টান নেই। বসন্তকালে জমির কাজে যায় – নেহাৎই যেন অভ্যাসের বশে। যেন কর্তব্যের খাতিরে চলেছে বৌয়ের কাছে, যার প্রতি তার কোন ভালোবাসা নেই। লাভে কোন আনন্দ পায় না, আবার ক্ষতি হলেও আগের মতো দুঃখ পায় না। ... লাল ফৌজের লোকেরা যখন ওর ঘোড়াগুলো নিয়ে গেল তখন ওর চেহারায় এতটুকু বিকার দেখা গেল না। অথচ দু'বছর আগে অতি তুচ্ছ একটা ব্যাপারে, বলদে খড়ের গাদা মাড়িয়েছিল বলে বিদেকাঠি দিয়ে বৌকে প্রায় মেরেই বসেছিল। পাড়াপড়শীরা ওর সম্পর্কে বলাবলি করত, 'কোর্শুনভটা দুহাতে লুটেছে। খেয়ে খেয়ে এখন আর পেটে জায়গা ধরছে না, উলটে বেরিয়ে আসছে।'

পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ খোঁড়াতে খোঁড়াতে বাড়ি ফিরে এসে বিছানায় শুয়ে পড়ল। তলপেটে একটা চিনচিনে ব্যথা টের পেল। গলার কাছটায় ঠেলে উঠছে কাঁটা বেঁধা বমি বমি ভাব। রাতের খাওয়ার পর বুড়িকে খানিকটা নুনে জাড়ানো তরমুজ দিতে বলল। একটা টুকরো খাওয়ার পর সর্বাঙ্গ কাঁপতে লাগল। কোন রকমে চুল্লীর কাছে গিয়ে পৌঁছুল। সকাল হতে না হতে টাইফাস জ্বরের তাড়সে অজ্ঞান হয়ে গড়িয়ে পড়ল। অস্তিত্বলোপের দশা উপস্থিত হল তার। জমাট রক্তের

চাপ বাঁধা ঠোঁট কেটে গেল, মুখ হলদে হয়ে গেল, চোখের সাদা অংশ বিবর্ণ হয়ে তার ওপর নীল পর্দা নেমে এলো। বুড়ি প্রোজ্‌দিখা রক্তমোক্ষণ করল, হাতের শিরা কেটে আলকাতরার মতো কালো দু' বাটি রক্ত বার করল। কিন্তু জ্ঞান ফিরল না। সারা মুখে একটা নীলচে ছাই রঙের আভা ছড়িয়ে পড়ল। নিঃশ্বাস নেবার জন্য আঁকুপাঁকু করতে থাকায় মুখের হাঁ-টা আরও বড় হয়ে কালো কালো দাঁতগুলো বেরিয়ে পড়ল।

কুড়ি

জানুয়ারীর শেষে জেলা বিপ্লবী কমিটির সভাপতির কাছ থেকে ডাক পেয়ে ভিওশেন্‌স্কায়ায় রওনা হল ইভান আলেক্সেইয়েভিচ কোত্‌লিয়ারভ। সেই দিনই সন্ধ্যায় তার গ্রামে ফিরে আসার কথা। মোখভদের খালি বাড়িতে প্রাক্তন গৃহকর্তার কাজের ঘরে জোড়া বিছানার সমান চওড়া লেখার টেবিলের ধারে মিশ্‌কা কশেভয় বসে ছিল তার অপেক্ষায়। ঘরে চেয়ার একখানাই। গুল্‌শানভ নামে মিলিশিয়ার* যে লোকটিকে ভিওশেন্‌স্কায়া থেকে পাঠানো হয়েছে সে তাই জানলার ধারিতে আধাশোয়া অবস্থায় বসে ছিল। লোকটা নীরবে ধূমপান করে যাচ্ছে, থেকে থেকে অনেকটা দূরে বেশ দক্ষতার সঙ্গে থুতু ছুঁড়ে ফেলছে। প্রত্যেক বারই ফায়ার-প্লেসের একেকটা নতুন টালির গায়ে এঁকে দিচ্ছে থুতুর চিহ্ন। জানলার বাইরে তারাভরা রাতের স্বচ্ছ রেখা। গ্রামের বুকের ওপর স্থির হয়ে আছে ঝুনু ঝুনু হিমেল নিস্তব্ধতা। স্তেপান আস্তাখভের বাড়িতে যে খানাতল্লাসী হয়েছিল তার এজাহারের পাতাগুলোতে সই করছিল মিশ্‌কা। মাঝে মাঝে জানলা দিয়ে তাকিয়ে দেখছে গুঁড়ো চিনির মতো জমাট শিশির-ছড়ানো ম্যাপল গাছের ডালগুলো।

কে যেন দেউড়ির ধাপ বেয়ে দরজার মুখে আসছে। পশমী বুটের মৃদু মচমচ আওয়াজ উঠছে।

'এসে গেছে।'

মিশ্‌কা উঠে দাঁড়ায়। কিন্তু দরদালানে অচেনা গলার খাঁকারি, পায়ের শব্দটাও অচেনা। ঘরে ঢুকল গ্রিগোরি মেলেখভ। গ্রেটকোটের গলা পর্যন্ত বোতাম আঁটা, হিমে গাঢ় লাল তার মুখটা। ভুরু আর গোঁফের ওপর গুঁড়ো বরফ জমে আছে।

---

* মিলিশিয়া – দেশের আইনশৃঙ্খলা সামাজিক ও ব্যক্তিগত অধিকার সম্পত্তি ইত্যাদি রক্ষার জন্য রাষ্ট্রীয় সংস্থা। অর্থাৎ অন্যান্য দেশে যাকে পুলিশ বলা হয়ে থাকে অনেকটা সেই ধরনের। ১৯১৭ সালের অক্টোবরে সোভিয়েত রাষ্ট্রে প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়। - অনুঃ

'আলো দেখে আমি ভাবলাম যাই একবার। সব ভালোত?'

'আরে আয়, আয়। কোন নালিশ আছে নাকি?'

'নাঃ, নালিশ করার মতো কিছু নেই। একটু গল্পগাছা করার জন্যে এলাম। আর হ্যাঁ, ভালো কথা, বলছিলাম কি, গাড়ি চালানোর কাজ আমাদের দিও না। আমাদের ঘোড়াগুলো খোঁড়া হয়ে পড়ে আছে।'

'কিন্তু বলদগুলো?' মিশ্‌কা সংযতভাবে আড়চোখে তাকায়।

'বলদ দিয়ে এখন গাড়ি টানা চলে? রাস্তাঘাট যা পেছল!'

বাইরে বরফ ঢাকা তক্তার গায়ে জুতোর খসখস শব্দ। কে যেন বড় বড় পা ফেলে দেউড়ির সিঁড়ি দিয়ে উঠে আসছে। হুড়মুড় করে ঘরের ভেতরে এসে ঢুকল ইভান আলেক্সেইয়েভিচ। গায়ে তার আস্ত্রাখান-আঙরাখা, মাথায় মেয়েদের ঘোমটার মতন করে জড়ানো ঢাকনা। এক ঝলক ঠাণ্ডা তাজা বাতাস, খড়কুটো আর পোড়া তামাকের গন্ধ তার গা থেকে ছড়িয়ে পড়ল।

'ওঃ, জমে গেছি, দারুণ জমে গেছি! . . . আরে, গ্রিগোরি যে! রাতদুপুরে ঘুর ঘুর করে বেড়াচ্ছ যে! . . . উঃ, এই পোশাকটা বোধহয় শয়তানেই বানিয়েছিল – হু হু ক'রে হাওয়া ঢুকছে চালুনির মতো!'

আঙরাখাটা গা থেকে খুলল, দেয়ালে ঝুলিয়ে রাখতে না রাখতেই কথা বলতে শুরু ক'রে দিল।

'হ্যাঁ, চেয়ারম্যানকে দেখলাম।' ইভান আলেক্সেইয়েভিচের চোখদুটো চকচক করে ওঠে। খুশিতে ডগমগ হয়ে টেবিলের দিকে এগিয়ে যায় সে। কথাগুলো বলার জন্য যেন তর সইছিল না। 'ওঁর অফিস ঘরে গিয়ে ঢুকলাম। আমার সঙ্গে হাতে হাত মেলালেন। বললেন: 'বসুন কমরেড!' উনি হলেন গিয়ে জেলা কমিটির চেয়ারম্যান! আরে, আগেকার আমলে কেমন ছিল? মেজর জেনারেল! তাঁর সামনে কী ভাবে দাঁড়াতে হত আমাদের? এই হল গিয়ে আমাদের সরকার, আমাদের নিজেদের সরকার! আমরা সবাই সমান!'

ওর খুশি খুশি সজীব মুখ, টেবিলের ধারে ছটফটানি আর উল্লাসভরা কথাগুলোর কোন অর্থ গ্রিগোরি বুঝতে পারল না।

সে জিজ্ঞেস করল, 'এত খুশি হওয়ায় কী হল ইভান আলেক্সেইয়েভিচ?'

'খুশি হব না?' ইভান আলেক্সেইয়েভিচের টোল-খাওয়া থুতনিটা কেঁপে ওঠে। আমায় একজন মানুষ বলে গণ্যি করলেন – এতে আমি খুশি হব না? আমার দিকে হাত বাড়িয়ে দিলেন, যেন আমি ওর সমান। আমায় বসতে দিলেন। . . .'

'আজকাল জেনারেলরাও ঘরে বোনা চট-কাপড়ের জামা গায়ে চলাফেরা করে।' গ্রিগোরি হাতের চেটোর ধার বুলিয়ে গোঁফ সোজা করল, চোখ কুঁচকাল।

'এক জনের কাঁধে আমি কপিং পেন্সিলে আঁকা কাঁধপটিও দেখেছি। সেও ঘুরে ঘুরে কসাকদের সঙ্গে হাতে হাত মেলাচ্ছিল।'

জেনারেলরা এসব করে ঠেকায় পড়ে, কিন্তু এরা করে নিজেদের স্বভাব থেকে। তফাত আছে না?'

'কোন তফাত নেই!' গ্রিগোরি মাথা নাড়ে।

'তার মানে তুমি বলতে চাও সরকার সেই একই আছে? তাহলে আমরা লড়াই করলাম কিসের জন্যে? এই যে তুমি–তুমি কিসের জন্যে লড়েছিলে? জেনারেলদের জন্যে? হুঁঃ, আবার বলছ কিনা 'একই'!'

'আমি লড়াই করেছি নিজের জন্যে, জেনারেলদের জন্যে নয়। সত্যি কথা বলতে গেলে কি, এরা বা ওরা কেউই আমার মনের মতো নয়।'

'তাহলে কারা, শুনি?'

'কেউই না।'

ওল্‌শানভ ঘরের এপাশ থেকে ওপাশে থুতু ফেলল, সহানুভূতির ভঙ্গিতে হেসে উঠল। বোঝা গেল ওরও কাউকে মনে ধরে নি।

'আগে তুই এরকম ভাবতিস বলে ত মনে হয় না!'

গ্রিগোরিকে খোঁচা দেওয়ার উদ্দেশ্যে মিশ্‌কা বলল। কিন্তু গ্রিগোরি মন্তব্যটা গায়ে মাথার কোন লক্ষণই দেখাল না।

'আমি তুমি, আমরা সকলেই এক কালে নানা রকম ভাবতাম। . . .'

ইভান আলেক্সেইয়েভিচের ইচ্ছে ছিল গ্রিগোরিকে বিদায় ক'রে দেওয়ার পর ওর যাওয়ার কথা এবং সভাপতির সঙ্গে আলাপের কথা মিশ্‌কাকে বিস্তারিত জানাবে। কিন্তু আলোচনাটা যে দিকে মোড় নিয়েছে তাতে সে বিব্রত বোধ করতে লাগল। সদরে গিয়ে যা যা দেখেছে, শুনেছে তারই সদ্য প্রভাবে মাথা ঘুরে যাওয়ায় ওদের তর্কে জড়িয়ে পড়ল।

'তুমি আবোল-তাবোল বলে আমাদের বুঝ দিতে এসো না, গ্রিগোরি! তুমি নিজে জান না কী তুমি চাও।'

'ঠিকই বলেছ, জানি না,' তৎক্ষণাৎ সায় দেয় গ্রিগোরি।

'এই সরকারের বিরুদ্ধে তোমার বলার কী আছে?'

'আচ্ছা, তুমিই বা তার হয়ে অত মদত দিচ্ছ কেন? কবে থেকে তুমি অত 'লাল' হলে বলতে পার?'

'ওর ভেতরে আমরা যাচ্ছি না। এখন যে রকম দেখছ তাই ধরে নিয়েই কথা বল। বুঝেছ? সরকার নিয়েও কোন কথা নয়, কারণ আমি এখানকার চেয়ারম্যান। তোমার সঙ্গে এই নিয়ে তর্ক করা আমার পক্ষে ঠিক হবে না।'

'তাহলে ছাড়ান দাও। তাছাড়া আমাকেও যেতে হয়। আসলে আমি এসেছিলাম গাড়ির ব্যাপারে কথা বলতে। তবে সরকার তোমার – যাই বল বাপু – রদ্দিমার্কা সরকার! অত কথায় কাজ কী? তুমি আমাকে একটা কথার সরাসরি জবাব দাও দেখি – তাহলেই চুকে যায়: কী দিচ্ছে এই সরকার আমাদের? – আমাদের কসাকদের?'

'কোন্ কসাকদের কথা তুমি বলছ? কসাকদের মধ্যেও ত অনেক ধরন আছে।'

'আমি বলছি সকলের কথা – যত রকম আছে।'

'মুক্তি . . . অধিকার . . . দাঁড়াও দাঁড়াও! . . . সবুর কর, তুমি কী যেন . . .'

'ওকথা ত ওরা সতেরো সালে বলত। এখন কিন্তু নতুন কিছু ভাবতে হবে!' গ্রিগোরি ওকে থামিয়ে দিয়ে বলল। 'জমি দিচ্ছে? স্বাধীনতা? আমাদের সবাইকে সমান করে দিচ্ছে? . . . জমি আমাদের আছে – এত আছে যে তাতেই চোখেমুখে অন্ধকার হওয়ার অবস্থা। স্বাধীনতা আমাদের যা আছে তার বেশিতে কাজ নেই – রাস্তায় রাস্তায় কাটাকাটি শুরু হয়ে যাবে। আতামান আমরা নিজেরা বেছে নিতাম, এখন ওপর থেকে বসিয়ে দিচ্ছে। যার হাতে হাত লাগাতে গিয়ে তোমার অত আনন্দ তাকে কারা সর্দার করেছে বলতে পার? এই সরকার কসাকদের মন্দ ছাড়া ভালো কিছু করছে না। চাষাভুষোদের সরকার। কসাকদের কোন দরকার নেই এতে। তবে জেনারেলদেরও তাই বলে দরকার নেই আমাদের। যেমন কমিউনিস্টরা তেমনি জেনারেলরা – আমাদের ঘাড়ের জোয়াল ছাড়া আর কিছু নয়।'

'বড়লোক কসাকদের না হয় দরকার নেই, কিন্তু অন্যদের? বুদ্ধির ঢেঁকি! বড়লোক বলতে ত গাঁয়ে আছে তিনজন, বাকিরা সব গরীব। আর মুনিষরা? – তাদের কোথায় ফেলবে? না, তোমার সঙ্গে আমরা একমত হতে পারছি নে! বড়লোক কসাকরা ভরপেট খাওয়ার পর তাদের মুখের গ্রাস থেকে খানিকটা দিক দেখি উপোসী গরীব দুঃখীকে! যদি না দেয় আমরা নিজেরাই ছিঁড়ে নেব ওদের মাংসসুদ্ধ! অনেক হয়েছে বড়লোকীপনা। জমি লুটে নিয়েছে ওরা . . .'

'লুটে নেয় নি, জিতে নিয়েছে! আমাদের বাপ-ঠাকুর্দারা রক্ত ঢেলেছে এই জমিতে। হয়ত তাইতেই এত ভালো ফসল এই কালোমাটির।'

'যা-ই হোক না কেন, যাদের জমির অভাব আছে তাদের সঙ্গে ভাগ করে নেওয়া দরকার। সমান যদি করতেই হয় ত সত্যিকারের সমান করতে হবে। আর তোমার কাজ হল ফাঁকা আওয়াজ করা। তুমি হলে বাড়ির ছাদের হাওয়া-মোরগের মতো – যেদিকে হাওয়া সেদিকে ঝোঁকো। তোমার মতো লোকেরাই রাজ্যের ভণ্ডুল পাকায়!'

'দাঁড়াও দেখি, গালাগালটা না করলেও চলত। আমি এসেছিলাম আমাদের

পুরানো বন্ধুত্বের খাতিরে দুটো কথা বলতে – আমার বুকের ভেতরে যা তোলপাড় করছিল তাই বলতে। তুমি বলছ সমান করার কথা। . . . এই দিয়েই ত বলশেভিকরা মুখ্যু মানুষগুলোকে ভুলিয়েছে। ভালো ভালো কথা ছড়িয়ে টোপে গাঁথা মাছের মতো টপাটপ তুলে ফেলছে! কিন্তু কোথায় গেল সেই সমান অধিকার? লাল ফৌজের কথাই ধর না কেন। গাঁয়ের ওপর দিয়ে গেল, দেখলাম ত! প্লেটুন-কম্যাণ্ডার চলেছে নরম চামড়ার হাইবুট পরে, আর 'রাম-শ্যাম-যদু-মধুদের' বেলায় পায়ে সেই ন্যাকড়ার পটি জড়ানো। দেখলাম কমিসার সর্বাঙ্গ চামড়ায় জড়িয়েছে – তার কোট-প্যান্ট সব চামড়ার। আর অন্যদের এক জোড়া জুতো বানাবার মতোও চামড়া জোটে নি। সবে এক বছর হল ওরা ক্ষমতায় এসেছে তাতেই এই অবস্থা। তারপর শেকড় গেড়ে বসলে কোথায় যাবে সমান অধিকার? . . . ফ্রন্টে ওরা বলেছিল, 'সবাই সমান হব। কম্যাণ্ডার আর সেপাই – সকলের মাইনে সমান হবে? . . .' না! ওসব নেহাৎই টোপ! বড়লোক যদি খারাপ হয় তাহলে ভুঁইফোড় হঠাৎ-বড়লোক তার একশ গুণ খারাপ! একজন অফিসার যত খারাপই হোক না কেন, কিন্তু একজন কসাক যখন অফিসার হয় তখন তোমার জীবন অতিষ্ঠ করে ছাড়বে। তার চেয়ে খারাপ আর হতেই পারে না! তার বিদ্যের দৌড় আর দশটা কসাকেরই মতো। ওদের মতো সে-ও শেখার মধ্যে শিখেছিল বলদের ল্যাজ মোচড়ানো – কিন্তু এখন সে হয়েছে একজন হোমরা-চোমরা মানুষ। ক্ষমতা হাতে পেয়ে তার মাথা ঘুরে গেছে, সে এখন নিজের ওই গদিটা বজায় রাখবার জন্যে পারলে অন্যের গায়ের ছাল-চামড়াও ছাড়িয়ে নেয়।'

'তুমি বিপ্লবের শত্রুদের মতো কথাবার্তা বলছ!' ইভান আলেক্সেইয়েভিচ নিরুত্তাপ কণ্ঠে বলল। কিন্তু গ্রিগোরির দিকে চোখ তুলে সে তাকাল না। 'তুমি আমাকে তোমার রাস্তায় ফেরাতে পারবে না, আমিও তোমাকে আমার পথে আনার জন্যে জোরাজুরি করছি না। অনেক কাল তোমাকে দেখি নি, তবে তোমার সামনাসামনিই বলছি বাপু, তুমি পাল্‌টে গেছ। তুমি সোভিয়েত সরকারের শত্রু!'

'এটা আশা করি নি তোমার কাছ থেকে। . . . তার মানে সরকার সম্পর্কে আমি যদি কিছু ভাবি তাহলে আমি হয়ে গেলাম বিপ্লবের শত্রু? একজন ক্যাডেট?'

ওল্‌শানভের কাছ থেকে তামাকের বটুয়াটা নিয়ে ইভান আলেক্সেইয়েভিচ এবারে আগের চেয়ে নরম হয়ে বলল, 'তোমায় আমি বোঝাই কী ক'রে বল ত? এসব জিনিস মানুষ নিজের মগজ দিয়ে বোঝে। মনপ্রাণ দিয়ে বুঝতে হয়। আমি নিজে মুখ্যুসুখ্যু মানুষ, লেখাপড়া তেমন জানি নে, তাই কথা দিয়ে বোঝানোর সাধ্যি আমার নেই। অনেক জিনিস আমায় নিজেকেও অন্ধকারে হাতড়ে খুঁজে বার করতে হয়। . . .'

'হয়েছে, আর নয়!' মিশ্‌কা চটে গিয়ে চেঁচিয়ে ওঠে।

সকলে একসঙ্গে বেরিয়ে পড়ে কার্যনির্বাহী কমিটির অফিস থেকে। গ্রিগোরি চুপচাপ। নীরবতাটা অসহ্য ঠেকছিল ইভান আলেক্সেইয়েভিচের কাছে। আরেক জনের মনের যে দোদুল্যমানতা, তার সপক্ষে সে কোন কৈফিয়ত খুঁজে পাচ্ছিল না, যেহেতু সে নিজে ওই অবস্থা ছাড়িয়ে অনেক দূরে চলে এসেছে, জীবনকে দেখছে অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে।

গ্রিগোরির কাছ থেকে বিদায় নেবার সময় সে বলল, 'তোমার ওসব ভাবনাচিন্তা বাইরে প্রকাশ না করলেই পার। নইলে, কথাটা কী জান, যদিও তুমি আমার চেনাজানা লোক আর তোমাদের পেত্রোর সঙ্গে আমার কুটুম্বিতা আছে, তবু তোমাকে টিট করার উপায় আমি ঠিক বার করতে পারব! কসাকদের মনের মধ্যে ধন্ধ লাগানোর চেষ্টা কোরো না, ওরা অমনিতেই টলমল করছে। আমাদের পথের কাঁটা হতে এসো না তুমি। তাহলে কিন্তু পিষে ফেলব বলে রাখছি! আচ্ছা, চলি!'

পথ চলতে চলতে গ্রিগোরি মনে মনে অনুভব করল সে যেন একটা সীমারেখা পেরিয়ে চলে গেছে। ফলে এত দিন পর্যন্ত যা তার অস্পষ্ট বলে মনে হয়েছে তা যেন হঠাৎই জলের মতো পরিষ্কার হয়ে গেল। বেশ কিছু দিন ধরে সে মনে যা ভেবে এসেছিল, তার মনের মধ্যে যা যা জমা হয়েছিল, বাইরে বের হওয়ার পথ খুঁজছিল, আসলে কিন্তু উত্তেজনার মুহূর্তে তা-ই সে প্রকাশ ক'রে ফেলেছে। যে দুই বিরুদ্ধ শক্তির সংঘাত বেধেছে তাদের দুটোকেই প্রত্যাখ্যান ক'রে সে যে দুয়ের মাঝখানে এসে দাঁড়িয়েছে এই ভেবে একটা অশান্ত বিরক্তির সৃষ্টি হল তার মনে।

মিশ্‌কা আর ইভান আলেক্সেইয়েভিচ একসঙ্গে চলল। ইভান আলেক্সেইয়েভিচ আবার বলতে শুরু করে জেলার সভাপতিমশাইয়ের সঙ্গে তার দেখা হওয়ার কাহিনী। কিন্তু এবারে বলার সময় দেখা গেল বর্ণনার ঘনঘটা আর তাৎপর্য যেন ফিকে হয়ে এসেছে। আগেকার সেই ভাবটুকু ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করল, কিন্তু পারল না। কী একটা যেন বাধা এসে দাঁড়িয়েছে সে পথে, তার বাঁচার আনন্দটুকু কেড়ে নিচ্ছে, তাকে ফুসফুস ভরে তাজা হিমেল বাতাস নিতে দিচ্ছে না। এই বাধার কারণ গ্রিগোরি আর তার সঙ্গে কথাবার্তা। একথা মনে হতে ঘৃণাভরে সে বলল, 'গ্রিগোরির মতো লোকগুলো লড়াইয়ের সময় পদে পদে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। আপদ যাকে বলে! ডাঙায় এসে ভিড়বে না, ডোবার ভেতরকার গোবরের মতো ভেসে থাকবে। আরেক বার আসুক — গলা ধাক্কা দিয়ে বার করে দেব! আর উত্তেজনা যদি ছড়াতে শুরু করে তাহলে ওকে কোথায় পাঠাতে হয় তাও আমাদের জানা আছে।... হ্যাঁ, তারপর মিশ্‌কা, তোমার খবর-টবর কী, বল।'

উত্তরে আপন মনে কী যেন ভাবতে ভাবতে মিশ্‌কা মুখ খারাপ ক'রে বসল।

একটা পাড়া ছেড়ে গেল তারা, এর পর মিশ্‌কা মুখ ফেরাল ইভান আলেক্সেইয়েভিচের দিকে। ওর টসটসে মেয়েলি ঠোঁটে ফুটে উঠল বিমূঢ় হাসি।

'ধুত্তোর, কী বিচ্ছিরি জিনিস এই রাজনীতি, আলেক্সেইয়েভিচ! যা খুশি তাই নিয়ে কথা বলতে পার, কোনটাতেই তোমার সম্পর্ক এতটা খারাপ ক'রে ফেলতে পারে না। এই গ্রিশ্‌কার সঙ্গে কথাবার্তা শুরু হল... আমরা যে পুরনো বন্ধু, একসঙ্গে ইস্কুলে পড়াশুনো করেছি মেয়েদের পেছন পেছন ঘুরেছি – ও আমার ভাইয়ের মতন... কিন্তু যখন আগড়ম-বাগড়ম কথা বলতে শুরু করল, তখন আমার মেজাজ ভীষণ খারাপ হয়ে গিয়েছিল। কলজেটা যেন ফেটে চুরমার হয়ে যেতে চায়। ভেতরে ভেতরে আমার সর্বাঙ্গ কাঁপছিল। মনে হচ্ছিল যেন আমার কাছ থেকে আমার সবচেয়ে আদরের কোন জিনিস কেড়ে নিতে চায়। আমার ওপর রাহাজানি করতে এসেছে! কথা বলতে বলতে ছুরি মেরে বসাটাও বিচিত্র নয়। এখানে, এই যুদ্ধে ভাই বন্ধু বলে কিছু নেই। একটা পথ বেছে নাও – তারপর সিধে চল!' বলতে বলতে অসহ্য দুঃখে বেদনায় কেঁপে ওঠে মিশ্‌কার গলা। 'আমার পেয়ারের কোন মেয়েকে ও হাত করে নেওয়াতেও ওর ওপর আমি কোনদিন এমন চটি নি, যেমন চটেছি আজ ওর এই কথাগুলোতে। ওঃ, কোথায় এসে দাঁড়িয়েছি আমরা!'

একুশ

বরফ পড়ছে। পড়তে না পড়তেই গলে যাচ্ছে। দুপুরবেলায় পাহাড়ী খাতগুলোর মধ্যে চাপা গুমগুম আওয়াজ করে বরফের ধস নামতে থাকে। দনের ওপারে বনভূমিতে মর্মরধ্বনি বাজে। ওক গাছের গুঁড়ি থেকে বরফ গলে খসে পড়েছে, কালো কালো দেখাচ্ছে গুঁড়িগুলো। ডালপালা থেকে ফোঁটা ফোঁটা জল ঝরে সোজা বরফ ভেদ করে চলে যায় ঝরাপাতার পচা আচ্ছাদনের তলায় আরাম ক'রে শুয়ে থাকা মাটির বুকে। এর মধ্যেই বাতাসে ছড়িয়ে পড়েছে বসন্তের বরফগলা জল আর উষ্ণতার মাদকতা। বাগবাগিচায় চেরীর সৌরভ। দনের বুকে জায়গায় জায়গায় বরফ গলে গর্ত বেরিয়ে এসেছে। তীরের কাছ থেকে বরফ সরে গেছে, কিনারার স্বচ্ছ সবুজ জল ভাসিয়ে দিচ্ছে বরফের মাঝখানের গর্তগুলোকে।

এক প্রস্ত গোলাবারুদ নিয়ে একসার সরবরাহগাড়ি চলেছে দনের দিকে। তাতারস্কিতে তাদের স্লেজ বদলের পালা। সঙ্গে যে সব লাল ফৌজী সেপাই

আছে তারা বেশ তুখোড় লোক বলেই মনে হয়। ওদের মধ্যে যে লোকটা ওপরওয়ালা সে ইভান আলেক্সেইয়েভিচের ওপর নজর রাখার জন্য রয়ে গেল। তাকে মুখের ওপর বলেই দিল, 'বরং তোমার সঙ্গেই এখানে একটু বসে থাকি। নইলে বলা যায় না, কোন ফাঁকে কেটে পড়তে পার!' বাকিদের সে পাঠিয়ে দিল স্লেজগাড়ি যোগাড় করে আনার জন্য। জোড়া ঘোড়ায় টানা সাতচল্লিশটা স্লেজগাড়ি দরকার।

মোখভের পুরনো কোচোয়ান ইয়েমেলিয়ান মেলেখভদের বাড়িতেও এসে হাজির হল।

'ঘোড়া জোতো গো, ককোভ্‌স্কায়াতে গোলাবারুদ নিয়ে যেতে হবে।'

পেত্রো অম্লান বদনে যৌত যৌত ক'রে বলল, 'আমাদের ঘোড়াগুলো খোঁড়া। আর ঘুড়ীটাকে গতকাল জখম লোকজনদের ভিওশেন্‌স্কায়ায় পাঠানোর কাজে লাগিয়েছিলাম।'

ইয়েমেলিয়ান কোন বাক্যব্যয় না ক'রে সোজা পা বাড়াল আস্তাবলের দিকে। পেত্রো মাথায় টুপি পরার অবকাশ পেল না। ওর পেছন পেছন ছুটতে ছুটতে চেঁচাতে লাগল।

'শুনছিস? দাঁড়া বলছি।... ওগুলোকে না নিলেই চলবে না নাকি?'

'ওসব ফালতু কথা ছাড় ত!' পেত্রোর দিকে কটমট ক'রে তাকিয়ে যোগ করে ইয়েমেলিয়ান, 'তোমাদের ঘোড়াগুলো কী ধরনের খোঁড়া তা আমার দেখতে বয়েই গেছে! ইচ্ছে না থাকলেও বদ মতলব ক'রে হাতুড়ি দিয়ে ওদের গাঁটিগুলো ভেঙে দিয়েছ এই ত? আমার চোখে ধুলো দেবে ভেবেছ! তুমি জীবনে যত ঘোড়ার নাদ দেখেছ আমি তার চাইতে বেশি ঘোড়া দেখেছি। জোতো বলছি! ঘোড়াই হোক আর বলদই হোক, তাতে কিছু আসে যায় না।'

গাড়ির সঙ্গে চলল গ্রিগোরি। রওনা হওয়ার আগে রান্নাঘরে ছুটে গিয়ে বাচ্চাদের চুমু খেল, তাড়াতাড়ি ক'রে বলল, 'তোমাদের জন্যে ভালো ভালো জিনিস আনব। তোমরা কিন্তু লক্ষ্মী হয়ে থেকো, মা'র কথা শুনো।' তারপর পেত্রোর দিকে ফিরে বলল, 'আমার জন্যে কোন চিন্তার কারণ নেই। আমি বেশি দূরে যাব না। বকোভ্‌স্কায়ার ওধারে যদি যেতে বলে তাহলে বলদগুলো ছেড়ে দিয়ে ফিরে আসব। তবে গাঁয়ে আমি ফিরে আসছি না। কিছুদিন সিন্‌গিনে পিসিমার কাছে থেকে যাব।... তুই কিন্তু পেত্রো, মাঝে মাঝে এসে দেখা ক'রে যাস।... এখানে থাকতে আমার কেমন যেন সুবিধার লাগছে না।' কাষ্ঠহাসি হাসল সে। 'আচ্ছা, সবাই ভালো থেকো। মন খারাপ কোরো না, নাতাল্যা।'

মোখভের দোকানটা এখন হয়েছে খাদ্যসামগ্রীর গুদাম। দোকানের সামনে

গোলাবাবুদের পেটিগুলো নতুন স্লেজগাড়িতে তোলা হল। গাড়ি ছেড়ে দিল।

মোটা বনাত কাপড়ের কোর্তায় মাথা জড়িয়ে আধাশোয়া অবস্থায় স্লেজের ভেতরে বসে বসে বলদগুলোর সমান তালে পা ফেলার সঙ্গে সঙ্গে দুলুনি খেতে খেতে গ্রিগোরি বারবার ভাবছিল সেই এক কথা: 'ওরা লড়াই করছে যাতে ওদের নিজেদের জীবন ভালো হয়, আমরা লড়েছি আমাদের ভালোর জন্যে। জীবনে একমাত্র সত্য বলে কোন সত্য নেই। দেখা যাচ্ছে যে যার ওপর জেতে তাকে গিলে খায়। . . . আমি যে সত্য খুঁজতে গিয়েছিলাম সেটা নেহাৎই বাজে। তার জন্যে মনে দুঃখ পেলাম, এপথে ওপথে ঘুরে বেড়ালাম। শুনেছি সেকালে তাতাররা নাকি দনের ওপর আঘাত হেনেছিল। এখন এসেছে রুশদেশ। না, তার সঙ্গে কোন আপস নয়। ওরা আমার পর, কোন কসাকের কাছেই আপন নয়। কসাকরা এখন তা বুঝতে পারছে। ওরা ফ্রন্ট ছেড়ে পালিয়েছে, এখন প্রত্যেকটি কসাকই ভাবছে আমার মতো – আঃ! কিন্তু দেরি হয়ে গেছে যে!'

রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে ওপরে লম্বা লম্বা আগাছার পাশে চোখের সামনে ভেসে ওঠে ঢেউ খেলানো টিলা আর খোঁচা খোঁচা ঘাসে ঢাকা গিরিপথ। আরও দূরে বরফঢাকা মাঠ স্লেজগাড়ির সমানে সমানে ঘুরে ঘুরে চলে গেছে দক্ষিণে। পথের এই ঘুরপাকের যেন আর শেষ নেই, সীমা নেই। একঘেয়েমিতে বিরক্তি ধরে যায়, ঢুলুনি আসে।

গ্রিগোরি অলসভাবে বলদগুলোর উদ্দেশ্যে হাঁকডাক করে চলে, ঝিমোয়, গোলাবাবুদের বাঁধা পেটিগুলোর পাশে নড়েচড়ে যুত করে বসার চেষ্টা করে। একটা সিগারেট শেষ ক'রে শুকনো তেপাতা ঘাস আর জুন মাসের উষ্ণ দিনের মিষ্টি গন্ধ ছড়ানো বিচালির মধ্যে মুখ গুঁজল, দেখতে দেখতে ঘুমিয়ে পড়ল। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে সে স্বপ্ন দেখল যেন লম্বা লম্বা ফসলের খেত সরসর করছে, তার মাঝখান দিয়ে সে হেঁটে চলেছে আক্সিনিয়ার সঙ্গে। আক্সিনিয়া সাবধানে কোলে নিয়ে চলেছে একটা বাচ্চা, সতর্ক দৃষ্টিতে আড়চোখে মিটমিট ক'রে তাকিয়ে দেখছে গ্রিগোরিকে। গ্রিগোরি শুনতে পাচ্ছে তার নিজের বুকের ধুকপুকানি, শুনতে পাচ্ছে গমের শীষের মর্মর সঙ্গীত, দেখতে পাচ্ছে খেতের আলের ওপরে ঘাসের অপূর্ব নক্সা আর দূর আকাশের মন-উদাস-করা গাঢ় নীলিমা। তার অন্তরে মুকুলিত হয়ে উঠল, তোলপাড় ক'রে উঠল ভালোবাসার আবেগ। আক্সিনিয়াকে সে ভালোবাসে, ভালোবাসে তার সেই আগেকার উজাড় ক'রে দেওয়া ভালোবাসা দিয়ে। সে তার সমস্ত দেহ দিয়ে, হৃদয়ের প্রতিটি স্পন্দন দিয়ে তা উপলব্ধি করে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এও বুঝতে পারে যে এটা সত্যি নয়, স্বপ্ন। ওর চোখের সামনে মুখব্যাদান করে আছে মৃত্যুর শূন্যতা। তবু এই স্বপ্নেই সে আনন্দ পায়,

তাকেই গ্রহণ করে বাস্তব জীবন বলে। আক্সিনিয়া সেই পাঁচ বছর আগে যেমন ছিল তেমনই আছে। কেবল এখন যেন তার মধ্যে একটা সংযম এসে বাসা বেঁধেছে, নিরুত্তাপ ভাবের ছোঁওয়া লেগেছে তার ওপর। গ্রিগোরি দেখতে পাচ্ছে ওর ঘাড়ের ওপর চূর্ণকুন্তল (বাতাসে লুটোপুটি খাচ্ছে), ওর মাথায় জড়ানো সাদা ওড়নার কিনারা . . . বাস্তবের চেয়েও স্পষ্ট, চোখ ধাঁধানো উজ্জ্বল। . . . হঠাৎ একটা ধাক্কায় ঘুম ভেঙে যায় গ্রিগোরির, বহু লোকের গলার আওয়াজে সে ফিরে আসে বাস্তব জগতে।

অসংখ্য গাড়ি ওদের সামনা সামনি আসতে আসতে পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছিল।

গ্রিগোরির আগে আগে যাচ্ছিল বদোভ্স্কোভ। সে-ই ভাঙা-ভাঙা গলায় চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কী নিয়ে যাচ্ছ হে গাড়িতে?'

স্লেজের তলার পাটা ক্যাঁচকোঁচ আওয়াজ তোলে, বলদের জোড়া খুর মচমচ শব্দে বরফ ভাঙে। ওদের দিককার গাড়িগুলো থেকে অনেকক্ষণ কেউ কোন কথা বলে না। শেষকালে ওদের একজন উত্তর দিল, 'মড়া নিয়ে যাচ্ছি। টাইফাস রোগের মড়া। . . .'

গ্রিগোরি মাথা তুলল। যে স্লেজগাড়িগুলো চলে গেল তার মধ্যে লম্বা হয়ে গাদা মেরে পড়ে আছে তেরপল দিয়ে সামান্য ঢাকা কতকগুলো লাশ, গায়ে ধূসর গ্রেটকোট। একটা গড়ানে জায়গা দিয়ে গড়গড়িয়ে যাচ্ছিল গ্রিগোরির স্লেজ। সেই সময় পাশ দিয়ে আরেকটা স্লেজগাড়ি যেতে যেতে সেখানকার তেরপলের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসা একখানা হাতের সঙ্গে তার স্লেজের গরাদের ধাক্কা লেগে গেল। একটা চাপা ঝনঝন ধাতব আওয়াজ উঠল। . . . গ্রিগোরি উদাসীনভাবে মুখ ফিরিয়ে নিল।

তেপাতা ঘাসের মনকাড়া মিষ্টি গন্ধে গ্রিগোরির ঘুম পাচ্ছিল। আবার মৃদুভাবে তার মুখ ফিরিয়ে দিল বিস্মৃতপ্রায় সেই অতীতের দিকে। আরও একবার শুকে বুক পেতে দাঁড়াতে হল কেটে-যাওয়া আবেগ-অনুভূতির ধারাল ফলার সামনে। বুক-ফাটা অথচ মধুর এক বেদনার অনুভূতি নিয়ে গ্রিগোরি আবার গা এলিয়ে দিল স্লেজের ওপর। তেপাতা ঘাসের হলুদ ডাঁটাগুলোর ছোঁয়া লাগে তার গালে। স্মৃতির স্পর্শে হৃৎপিণ্ড ক্ষতবিক্ষত হয়ে রক্ত ঝরতে থাকে, অসমান তালে ওঠাপড়া করে। অনেকক্ষণের মতো চোখের ঘুম টুটে যায়।

গ্রামের বিপ্লবী কমিটিতে আছে মিল-মজুর দাভিদ্‌কা, তিমফেই, মোখভের এককালের কোচোয়ান ইয়েমেলিয়ান আর মুখে বসন্তের দাগওয়ালা মুচি ফিল্‌কা - এই অল্প কয়েকজন লোকের একটা দল। এদের ওপরই ইভান আলেক্সেইয়েভিচকে নির্ভর করতে হয় তার রোজকার কাজে। প্রতি দিন সে বেশি করে অনুভব করছে তার আর গ্রামের সকলের মাঝখানে যেন একটা অদৃশ্য প্রাচীর গড়ে উঠেছে। কসাকরা সভায় আসা বন্ধ করে দিয়েছে। যদি আসেও তা শুধু দাভিদ্‌কা এবং অন্যরা চার-পাঁচবার গ্রামের বাড়ি বাড়ি গিয়ে খবর দিয়ে আসার পর। যারা আসে তারা মুখ বুজে থাকে, সবেতেই সায় দিয়ে যায়। যুবকদের সংখ্যা লক্ষ করার মতো – তারাই দলে ভারী। কিন্তু তাদের মধ্যেও দরদী দেখা যায় না। পাথরের মতো মুখ। আপন লোক বলে মনে হওয়ার কোন কারণ নেই। চোখে অবিশ্বাসের দৃষ্টি। তাদের ভ্রূকুটি ইভান আলেক্সেইয়েভিচের নজরে পড়েছে ময়দানে সভা চালাতে গিয়ে। সে দৃষ্টি দেখে তার বুকের রক্ত হিম হয়ে গেছে, চোখে ফুটে উঠেছে কাতরতা, কণ্ঠস্বর নিস্তেজ হয়ে পড়েছে, তাতে ফুটে উঠেছে বিশ্বাসের অভাব। মুখে বসন্তের দাগওয়ালা ফিল্‌কা ত একবার বেশ সঙ্গত কারণেই একটা মন্তব্য করে বসল।

'গাঁয়ে আমরা একঘরে হয়ে গেছি কমরেড কোতলিয়ারভ*! লোকে বেজায় খাপ্পা হয়ে আছে, শয়তানের মতো মেজাজ হয়ে আছে সবার। গতকাল জখম লাল ফৌজীদের ভিওশেনস্কায়াতে নিয়ে যাবার জন্যে স্লেজের খোঁজে গেলাম – একজনও যেতে রাজি নয়। একই চালার নীচে একঘরের মতো হয়ে থাকা এ একটা যাচ্ছেতাই ব্যাপার কিন্তু।'

'এদিকে মদ জোর চালিয়ে যাচ্ছে!' মুখের পাইপটা চুষতে চুষতে ইয়েমেলিয়ান যোগ করল। 'ঘরে ঘরে মদ চোলাই হচ্ছে।'

মিশ্‌কা কশেভয় ভুরু কোঁচকায়। নিজের মনের ভাব সে অন্যের কাছে গোপন করে রাখে। কিন্তু সেও শেষ পর্যন্ত আর চেপে থাকতে পারে না। সন্ধ্যাবেলা বাড়ি ফেরার পথে ইভান আলেক্সেইয়েভিচকে বলল, 'আমায় একটা রাইফেল দাও।'

'কী জন্যে?'

'তুমি যেন আর জান না! খালি হাতে ঘোরাফেরা করতে ভয় লাগে। তোমার কি চোখ নেই? আমার মনে হয় কাউকে কাউকে... গ্রিগোরি মেলেখভকে ধরে

---

* ইভান আলেক্সেইয়েভিচের পদবী। - অনুঃ

চালান করা দরকার আমাদের। বুড়ো বল্‌দিরেভ, মাত্‌ভেই কাশুলিন আর মিরোন কোর্‌শুনভকেও। হারামজাদারা কসাকদের কানে নানা মন্ত্রণা দিয়ে বেড়াচ্ছে। . . . দনেৎসের ওধার থেকে কখন ওদের দলের লোকজন আসবে সেই আশায় বসে আছে।'

ইভান আলেক্সেইয়েভিচ কাঁধ ঝাঁকায়, বিষণ্ণ মনে হতাশ ভঙ্গিতে হাত নাড়ে।

'ওঃ, সে ভাবে বাছতে শুরু করলে ত ঠগ বাছতে গাঁ উজাড় হয়ে যাবে। লোকের অবস্থা নড়বড়ে। . . . কারও কারও হয়ত আমাদের ওপর দরদও আছে, কিন্তু মিরোন কোর্‌শুনভের দিকে ফিরে ফিরে তাকায়। ওরা ভয় পায়, ভাবে মিত্‌কা দনেৎস থেকে ফিরে আসবে - তখন ওদের নাড়িভুঁড়ি ফাঁসিয়ে ছাড়বে।'

ঘটনা স্রোত মোড় নিল। পরদিন ভিওশেন্‌স্কায়া থেকে ঘোড়ায় চড়ে এক বার্তাবহ একটা নির্দেশ নিয়ে এলো – সবচেয়ে ধনী পরিবারগুলোর ওপর কর বসাতে হবে। গ্রামের ওপর মোট যে কর চাপল তার পরিমাণ হল চল্লিশ হাজার রুবল। কার ভাগে কত পড়বে তাও ঠিক ক'রে দেওয়া হল। এর পর এক দিন গেল। দুটো থলি বোঝাই হয়ে মোটে আঠারো হাজারের সামান্য ওপরে যোগাড় হল। ইভান আলেক্সেইয়েভিচ সদরে খবর পাঠাল। সেখান থেকে এলো তিনজন মিলিশিয়ার লোক আর তাদের সঙ্গে পাঠানো নির্দেশ। 'যাহারা কর প্রদান করে নাই তাহাদিগকে গ্রেপ্তারপূর্বক প্রহরাসহযোগে ভিওশেন্‌স্কায়ায় প্রেরণ করা হউক।' চারজন বুড়োকে সাময়িকভাবে ধরে পুরে রাখা হল মোখভের পাতাল কুঠুরিতে, যেটা এককালে ছিল শীতকালে আপেল রাখার ভাঁড়ার ঘর।

গ্রামের অবস্থা দেখে মনে হল যেন মৌচাকে ঢিল পড়েছে। টাকার দাম কমে গেলে কী হবে কোর্‌শুনভ তা-ই আঁকড়ে ধরে বসে থাকল, সরাসরি অস্বীকার করে বসল টাকা দিতে। কিন্তু তারও জীবনে সুখস্বাচ্ছন্দ্য ভোগের মাশুল দেওয়ার সময় ঘনিয়ে এলো। সদর থেকে এলো দু'জন লোক। একজন স্থানীয় তদন্তকারী, লোকটা ভিওশেন্‌স্কায়ার এক জোয়ানবয়সী কসাক, আগে কাজ করত আটাশ নম্বর রেজিমেন্টে। আরেকজনের গায়ে চামড়ার কোর্তা, তার ওপর ভেড়ার চামড়ার লম্বা কোট। বিপ্লবী সামরিক আদালতের পরওয়ানা দেখাল তারা। তারপর ইভান আলেক্সেইয়েভিচের সঙ্গে দরজা জানলা বন্ধ ক'রে অফিস ঘরে বসল সলাপরামর্শ করতে। তদন্তকারীর সঙ্গীটি প্রৌঢ়, মাথা তার চাঁছাছোলা কামানো। কাজের লোকের মতোই চটপট সে আলোচনায় নেমে পড়ল।

'সারা জেলা জুড়ে হাঙ্গামার লক্ষণ দেখা দিয়েছে। হোয়াইট গার্ডের যে-সমস্ত লোকজন ভেতরে রয়ে গিয়েছিল তারা মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে, মেহনতী কসাকদের মধ্যে ভণ্ডুল পাকানোর চেষ্টা করছে। যারা আমাদের সবচেয়ে বেশি শত্রু, তাদের না সরালে আর নয়। অফিসারি, পাদ্রি-পুরুত, আতামান, জারের

মিলিটারী পুলিশ, বড়লোক - যারা যারা আমাদের বিরুদ্ধে উঠেপড়ে লড়াইয়ে লেগেছিল তাদের সবাইয়ের নামের লিস্টি বানিয়ে ফেল। তদন্তকারীকে সাহায্য কর। ও নিজেও কাউকে কাউকে চেনে।'

মাথা-কামানো লোকটার মুখ মেয়েলি ধাঁচের। ইভান আলেক্সেইয়েভিচ তাকিয়ে দেখল তাকে। এক এক করে নাম বলতে গিয়ে যখন সে পেত্রো মেলেখভের নাম উল্লেখ করল তখন তদন্তকারী মাথা নেড়ে আপত্তি জানাল।

'ও আমাদের লোক। ফোমিন বলে দিয়েছে ওর গায়ে যেন হাত না দেওয়া হয়। বলশেভিকদের ওপর ওর দরদ আছে। আমি ওর সঙ্গে আটাশ নম্বরে কাজ করেছি।'

এক্সারসাইজ বুক থেকে ছেঁড়া পাতার ওপর কশেভয়ের হাতে লেখা তালিকাটা সম্পূর্ণ হওয়ার পর টেবিলে রাখা হল।

কয়েক ঘন্টা পরেই দেখা গেল মোখভের বাড়ির চওড়া উঠোনে মিলিশিয়ার সেপাইদের পাহারায় ওক কাঠের একটা গাদার ওপর বন্দী-কসাকরা বসে আছে। ওরা অপেক্ষা করছে ওদের বাড়ির লোকজন খাবার-দাবার আর সেই সঙ্গে টুকিটাকি দরকারী জিনিসপত্র নেওয়ার জন্য স্লেজগাড়ি আনবে বলে। মিরোন গ্রিগোরিয়েভিচ যেন যমের বাড়ি যাবার জন্য তৈরি হয়েছে। গায়ে আনকোরা নতুন জামাকাপড়, ভেড়ার চামড়ার খাটো ওভারকোট, পায়ে পেটেন্ট চামড়ার জুতো, পরিষ্কার সাদা মোজার মধ্যে প্যান্টের কিনারা গোঁজা। বসে আছে এক ধারে, বুড়ো বগাতিরিওভ আর মাতভেই কাশুলিনের পাশে। চালিয়াত আভ্‌দেইচ অস্থির হয়ে উঠোনে পায়চারী করছে। কখনও অকারণে কুয়োর ভেতরে উঁকি মারছে, কখনও বা মাটি থেকে কাঠের একটা ছিলকে তুলে নিয়ে আবার দাওয়া থেকে ফটকের দিকে ছুটছে, আপেলের মতো লাল টসটসে ঘামে ভেজা মুখটা বারবার আস্তিনে মুছছে।

বাকিরা সব বসে আছে চুপচাপ। মাথা নীচু করে হাতের লাঠি দিয়ে বরফের ওপর আঁকিবুকি কাটছে। তাদের বাড়ির মেয়েরা হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটে আসছে উঠোনে, পোঁটলাপুঁটলি আর থলে হাতে গুঁজে দিচ্ছে আর ফিসফিস করে কানে কানে কথা বলছে। লুকিনিচ্‌না চোখের জল ফেলতে ফেলতে তার স্বামীর ওভারকোটের বোতাম এঁটে দিচ্ছে, কলারের ওপর জড়িয়ে দিচ্ছে মেয়েদের সাদা শাল।

মিরোনের চোখের দৃষ্টি নিষ্প্রভ, যেন ছাইঢালা। সেই দিকে তাকিয়ে লুকিনিচ্‌না অনুনয় করে বলল, 'দুঃখু করো না গো! হয়ত সব ভালোয় ভালোয় মিটে যাবে। তুমি যে একেবারে ভেঙে পড়লে! হা ভগবান! ...' বলতে বলতে কান্নায় বিকৃত হয়ে লম্বাটে হতে শুরু করল তার মুখ। কিন্তু অনেক কষ্টে সামলে নিয়ে ঠোঁট চাপল সে। তারপর ফিসফিসিয়ে বলল, 'তোমায় দেখতে আসব। ... আগ্রিপিনাকে

সঙ্গে নিয়ে আসব। তুমি যে ওকে বড্ড ভালোবাস গো।'

ফটকের কাছ থেকে হাঁক দিয়ে উঠল মিলিশিয়ার সেপাই, 'স্লেজগাড়ি এসে গেছে! পোঁটলাপুঁটলি উঠিয়ে এবারে চল! মেয়েমানুষেরা সব একপাশে সরে দাঁড়াও। ন্যাকিকান্না অনেক হয়েছে - আর নয়!'

লুকিনিচ্না জীবনে এই প্রথম মিরোন গ্রিগোরিয়েভিচের বাদামী লোমে ভর্তি হাতে চুমু খেল, তারপর নিজেকে ছাড়িয়ে নিল।

বলদে টানা স্লেজগাড়িটা বারোয়ারিতলার ওপর দিয়ে ধীরে ধীরে গড়াতে গড়াতে দনের দিকে চলল।

বন্দী সাতজন আর মিলিশিয়ার সেপাই দু'জন গাড়ির পিছন পিছন চলল। আভ্দেইচ জুতোর ফিতে বাঁধার জন্য দাঁড়িয়ে পড়ল, পরে জোয়ান ছোকরার মতো ছুটল ওদের নাগাল ধরতে। মাত্ভেই কাশুলিন চলেছে ছেলের পাশে পাশে। মাইদান্নিকভ আর করলিওভ চলতে চলতে সিগারেট ধরাল। মিরোন গ্রিগোরিয়েভিচ স্লেজের ছইয়ের পেছন ধরে চলতে লাগল। সকলের পেছনে গম্ভীর ভারিক্কি চালে ভারী ভারী পা ফেলে চলেছে বুড়ো বগাতিরিওভ। মুখোমুখি হাওয়া এসে ওর বুড়ো কর্তার মতো সাদা দাড়ির ডগা ফুলিয়ে পেছনে উড়িয়ে দিচ্ছে, কাঁধের ওপর ফেলা উড়নীটা পতপত করে উড়ছে, যেন বিদায় জানাচ্ছে।

ফেব্রুয়ারীর সেই মেঘলা দিনেই ঘটে গেল এক অবিশ্বাস্য ঘটনা।

ইদানীং সদর থেকে কর্মচারীদের আনাগোনা গাঁয়ের লোকের গা-সওয়া হয়ে গেছে। তাই জোড়াঘোড়ার একটা স্লেজগাড়ি বারোয়ারিতলায় আসতে আর সেখানে কোচোয়ানের পাশে শীতে জড়সড় হয়ে একজন সওয়ারীকে বসে থাকতে দেখে কেউ কোন কৌতূহল দেখাল না। গাড়ি এসে থামল মোখভের বাড়ির সামনে। সওয়ারী গাড়ি থেকে নামল। দেখা গেল লোকটি প্রৌঢ়, চলনে ধীরস্থির। গায়ে ঘোড়সওয়ার-সৈন্যের লম্বা গ্রেটকোট। গ্রেটকোটের ফৌজী বেল্টটা ঠিকঠাক করে নিল সে। মাথার লাল চুড়োওয়ালা পশুলোমের কসাকটুপির কানঢাকা ওপরে তুলে দিল, মাউজার পিস্তলের কাঠের খাপটা চেপে ধরে আস্তে আস্তে দেউড়ির ধাপ বয়ে ওপরে উঠল।

বিপ্লবী কমিটির দপ্তরে ছিল ইভান আলেক্সেইয়েভিচ আর মিলিশিয়ার দুই সেপাই। টোকা না দিয়েই ভেতরে ঢুকে পড়ল লোকটা। চৌকাটে দাঁড়িয়ে সাদার ছোঁয়ালাগা খাটো দাড়ির গোছায় হাত বুলিয়ে সমান করে নিয়ে বেশ গম্ভীর গলায় বলল, 'চেয়ারম্যানকে চাই আমার।'

ইভান আলেক্সেইয়েভিচ চোখ গোল গোল করে পাখির মতো দৃষ্টিতে আগন্তুকের দিকে চেয়ে রইল, জায়গা ছেড়ে লাফিয়ে উঠতে গিয়েও উঠতে পারল

না। সে শুধু মাছের মতো হাঁ করল, আঙুল দিয়ে চেয়ারের নোংরা হাতল খামচে ধরল। তিনপাশ ঝোলানো লাল চুড়োওয়ালা বেয়াড়া কসাক-টুপির তলা থেকে তার দিকে চেয়ে আছে স্টকমান। বয়স অনেকখানি বেড়ে গেছে। চোখদুটো কুঁচকে আছে। ইভান আলেক্সেইয়েভিচের দিকে তাকালেও প্রথমে কিন্তু তাকে চিনতে পারল না। তারপর হঠাৎ একটু কেঁপে উঠে সরু হয়ে যায় চোখের ফাঁক, ঝলঝল করে ওঠে চোখদুটো, চোখের কোনা থেকে রগের দুপাশের সাদা চুলের দিকে রেখার মতো ছড়িয়ে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ভাঁজ। ইভান আলেক্সেইয়েভিচ উঠে দাঁড়ানোর অবকাশ পেল না। তার আগেই লম্বা লম্বা পা ফেলে এগিয়ে এসে তাকে আবেগে জড়িয়ে ধরল, ভিজে দাড়িতে ওর গাল চেপে ধরে চুমু খেয়ে বলল, 'আমি জানতাম! জানতাম যদি বেঁচে থাকে তাহলে তাতারস্কির চেয়ারম্যান হবে!'

'আরে, ওসিপ দাভিদভিচ, মারো ত আমাকে! মারো দেখি এক ধাক্কা এই হতভাগা শূয়োরের বাচ্চাটাকে! নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছি না যে!' ইভান আলেক্সেইয়েভিচ প্রায় কাঁদ-কাঁদ গলায় চেঁচিয়ে ওঠে।

চোখের জল তার রোদে পোড়া তামাটে পুরুষালি মুখের ওপর এমনই বেমানান লাগছিল যে মিলিশিয়ার সেপাইটি পর্যন্ত মুখ ঘুরিয়ে নিল।

'কিন্তু তোমায় বিশ্বাস করতেই হবে!' হাসতে হাসতে ইভান আলেক্সেইয়েভিচের হাতের মুঠো থেকে আস্তে করে নিজের হাত ছাড়িয়ে নিয়ে মোটা গলায় স্টকমান বলল। 'তোমার এখানে বসার মতো জায়গাও নেই নাকি?'

'বোসো, এই চেয়ার বোসো! কিন্তু কোত্থেকে এলে তুমি? বল!'

'আমি আর্মির রাজনৈতিক বিভাগের সঙ্গে আছি। দেখতে পাচ্ছি আমি যে সত্যি সত্যিই আমি এটা তুমি কিছুতেই বিশ্বাস করতে চাইছ না! কী আশ্চর্য লোক, অ্যাঁ!'

ইভান আলেক্সেইয়েভিচের হাঁটুতে চাপড় মেরে স্টকমান হাসতে হাসতে তাড়াতাড়ি বলতে শুরু করে তার কাহিনী।

'পুরো ব্যাপারটাই ভাই জলের মতো সোজা। আমায় ত ওরা এখান থেকে ধরে নিয়ে গিয়ে দোষী সাব্যস্ত করে দণ্ড দিল। আমি যখন নির্বাসনে তখন বিপ্লব এসে গেল। আরেকজন কমরেডের সঙ্গে মিলে লাল ফৌজের বাহিনী গড়ে তুললাম। দুতভ* আর কলচাকের সঙ্গে লড়াই করলাম। ওঃ, সেখানে বড় মজার

---

* আলেক্সান্দ্র ইলিচ দুতভ (১৮৭৯ - ১৯২১) - গৃহযুদ্ধের সময় প্রতিবিপ্লবের অন্যতম সংগঠক। ১৯১৭ সালে দক্ষিণ উরালের ওরেনবুর্গে সোভিয়েত-বিরোধী অভ্যুত্থানের নেতৃত্ব দেন। কলচাক অভ্যুত্থানের সময় (১৯১৮ - ১৯২০) ওরেনবুর্গ আর্মিবিভাগের কম্যাণ্ডার। পরবর্তীকালে চীনে পলায়ন করেন, সেখানে নিহত হন। – অনুঃ

দিন কেটেছে ভাই আমাদের! এখন আমরা ওদের উরালের ওপারে খেদিয়ে দিয়েছি - জান কি? শেষকালে এসেছি তোমাদের ফ্রন্টে। আট নম্বর আর্মির রাজনৈতিক বিভাগ আমাকে কাজ করবার জন্যে পাঠিয়েছে তোমাদের জেলায় - এক সময় আমি এখানে থাকতাম আর এখানকার হালচাল আমার জানা আছে বলে। আমি সঙ্গে সঙ্গে চলে এলাম/ভিওশেন্স্কায়ায়। বিপ্লবী কমিটির লোকজনের সঙ্গে কথাবার্তা বললাম, তারপর ঠিক করলাম প্রথমেই যাই একবার তাতারস্কিতে। ভাবলাম, অন্য কোথাও যাবার আগে ওখানে গিয়ে কিছুকাল কাটিয়ে সংগঠনের কাজে ওদের খানিকটা সাহায্য করব। দেখছ, পুরনো বন্ধুত্ব কি ভোলা যায়? যাক গে, সে কথায় পরে ফিরে আসছি। এখন তোমার সম্পর্কে, এখানকার পরিস্থিতি নিয়েই কথা হোক। তুমি আমাকে এখানকার লোকজনের কথা বল, এখানে কী ঘটছে বল। গ্রামে পার্টি-সেল্ আছে? কারা কারা আছে তোমার সঙ্গে? কে কে বেঁচে আছে?' তারপর মিলিশিয়ার সেপাই দুজনের দিকে ফিরে সে বলল, 'আচ্ছা, কমরেডরা, যদি কিছু মনে না করেন, আমাকে আর চেয়ারম্যানকে ঘণ্টাখানেকের মতো নিরিবিলিতে ছেড়ে দেবেন? ধুত্তোর! যে-ই গাঁয়ে ঢুকলাম, অমনি পুরনো দিনের গন্ধ নাকে এসে লাগল। . . . হ্যাঁ, সে এক সময় গেছে! তবে এখন একেবারে অন্য, আরেক সময়! . . . যাক, বলো, শুনি!'

ঘণ্টা তিনেক পরে মিশ্‌কা কশেভয় আর ইভান আলেক্সেইয়েভিচ স্টকমানকে নিয়ে চলল তার পুরনো ডেরায়, ট্যারা লুকেরিয়ার কাছে। রাস্তার বাদামী মাটির আস্তরণের ওপর দিয়ে পা ফেলে যেতে যেতে স্টকমানের গ্রেটকোটের হাতা ঘনঘন চেপে ধরে মিশ্‌কা - যেন ওর ভয় পাছে স্টকমান কখন ফুট করে চোখের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে যায়, কিংবা স্রেফ হাওয়ায় মিলিয়ে যায় অশরীরী ছায়ামূর্তির মতো।

লুকেরিয়া তার পুরনো ভাড়াটেকে বেশ ভালো করে বাঁধাকপির ঝোল খাওয়াল। এমন কি চায়ের সময় সিন্দুকের কোন এক গোপন জায়গা থেকে বহুকাল পড়ে থাকা সচ্ছিদ্র এক টুকরো মিছরিও বার করল।

চেরীপাতা সেদ্ধ করা চা পানের পর স্টকমান চুল্লীর ওপরকার তক্তপোষে শুয়ে পড়ল। সিগারেটের নলটা চিবুতে চিবুতে সে মিশ্‌কা আর ইভান আলে-ক্সেইয়েভিচের তালগোলপাকানো বিবরণ শুনতে থাকে, মাঝে মাঝে প্রশ্ন করে। সন্ধ্যার আগে আগে কোন এক সময় নিজের অজান্তেই ঘুমিয়ে পড়ল, সিগারেটটা মুখ থেকে খসে পড়ে নোংরা ফ্লানেল-শার্টটার ওপর। ইভান আলেক্সেইয়েভিচ এর পরেও আরও মিনিট দশেক বকবক্ করে গেল। খেয়াল হল তখনই যখন প্রশ্নের উত্তরে সে শুনতে পেল স্টকমানের নাক ডাকার শব্দ। পা টিপে টিপে

ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এলো। গলার ভেতর থেকে কাশি ঠেলে আসছিল। চাপতে গিয়ে মুখ লাল হয়ে গেল, চোখে প্রায় জল এসে গেল।

'এখন খানিকটা হালকা লাগছে ত?' দেউড়ির ধাপ দিয়ে নেমে আসতে না আসতে মিল্‌কা জিজ্ঞেস করল। তার নিঃশব্দ হাসি দেখে মনে হচ্ছিল কেউ যেন তাকে সুড়সুড়ি দিচ্ছে।

* * *

মিলিশিয়ার সেপাই ওল্‌শানভ বন্দীদের সঙ্গে ভিওশেন্‌স্কায়াতে যাবার পর সেই দিনই পথে একটা স্লেজগাড়ি ধরে মাঝরাতে গাঁয়ে ফিরে এলো। যে ছোট ঘরটায় ইভান আলেক্সেইয়েভিচ ঘুমোচ্ছিল, তার জানলায় অনেকক্ষণ ধাক্কাধাক্কি করে ঘুম ভাঙাল।

ঘুমে চোখমুখ ফুলে উঠেছে ইভান আলেক্সেইয়েভিচের। বেরিয়ে এসে জিজ্ঞেস করল, 'কী ব্যাপার? হঠাৎ এমন সময়? কোন জরুরী চিঠি আছে নাকি?'

ওল্‌শানভ হাতের চাবুকটা নাড়াচাড়া করতে করতে বলল, 'কসাকদের ত গুলি করে মেরে ফেলল।'

'কী সব আবোল-তাবোল বকছিস, হতভাগা!'

'আমরা ত ওদের নিয়ে এলাম - সঙ্গে সঙ্গে চালান হয়ে গেল জেরার জায়গায়। তারপর অন্ধকার হতে না হতেই ওদের নিয়ে গেল পাইন বনে।... আমার নিজের চোখে দেখা!...'

কোন রকমে পায়ে বুটজুতো গলাল ইভান আলেক্সেইয়েভিচ, চটপট জামাকাপড় পরে ছুটল স্টকমানের কাছে।

'আজ আমরা যাদের পাঠিয়েছিলাম ভিওশেন্‌স্কায়াতে তাদের গুলি করে মেরে ফেলেছে! আমি ভাবলাম ওদের জেলে পুরবে। কিন্তু এরকম যদি ব্যাপার চলতে থাকে... এমন হলে আমরা এখানে কিছুই করতে পারব না! লোকে আমাদের কাছ থেকে সরে দাঁড়াবে ওসিপ দাভিদভিচ!... এখানে কেমন যেন খটকা লাগছে। লোকগুলোকে মেরে ফেলার কোন্ দরকার ছিল? এখন কী হবে?'

ওর আশা ছিল যা ঘটেছে তা শুনে স্টকমানও ওরই মতো উত্তেজিত হয়ে উঠবে, ফলাফলের কথা চিন্তা করে শিউরে উঠবে। কিন্তু সে সব কিছুই না করে স্টকমান ধীরেসুস্থে গায়ে শার্ট গলাতে থাকে।

'অত চেঁচামেচি কোরো না বাপু। বাড়িউলির ঘুম ভেঙে যাবে,' শার্টের কলারের ভেতর থেকে মাথাটা বার করতে করতে সে বলল।

পোশাক পরে একটা সিগারেট ধরাল সে। ওই সাত'জন কসাককে গ্রেপ্তার করার কারণগুলো আরও একবার বলতে বলল। শেষকালে প্রায় নিরুত্তাপ গলায় কথা শুরু করল।

'একটা জিনিস তোমার বোঝা উচিত, বেশ ভালো করে বোঝা উচিত! ফ্রন্ট আমাদের এখান থেকে পঞ্চাশ ক্রোশ দূরে। কসাকদের বেশির ভাগই আমাদের বিরুদ্ধে। তার কারণ তোমাদের জোতদারদের, জোতদার-কসাক – তার মানে কসাক-মোড়ল এবং আরও সব হোমরা-চোমরা ওপরওয়ালাদের – দোর্দণ্ড প্রতাপ সাধারণ মেহনতী কসাকদের মধ্যে। কেন এই প্রতাপ? এটাও ত তোমার বোঝা উচিত ছিল। কসাকরা হল বিশেষ এক ধরনের সম্প্রদায়, সামরিক জাত। জারতন্ত্র ওদের মধ্যে বদ্ধমূল করে দিয়েছে কর্তাদের ওপর আর 'পিতৃতুল্য অফিসারদের' ওপর ওদের ভক্তি। ওই যে কসাক পল্টনের সেই গানে আছে না – তাই ত? 'অফিসার পিতৃতুল্য রাখি তার মান, দর্পভরে অস্ত্র হাতে হই আগুয়ান!' তাহলেই দেখতে পাচ্ছ! আর এই 'পিতৃতুল্য অফিসাররাই' মজুরদের ধর্মঘট ভাঙতে হুকুম দিত কসাকদের।... তিন'শ বছর ধরে কসাকদের বোকা বানিয়ে আসছে! তিন'শ বছর কি একটা কম সময় হল! খেয়াল রাখবে! অথচ রিয়াজান প্রদেশের জোতদারদের সঙ্গে এই ধর গে দনের জোতদার-কসাকদের যে তফাত সেটা মস্ত বড়! রিয়াজানের জোতদারের গায়ে হাত দিতে যাও – সে ফোঁস করে উঠবে সোভিয়েত সরকারের ওপর। কিন্তু তার কোন শক্তি নেই, বিপদ একমাত্র তখনই যদি সে পেছন থেকে তোমাকে ছুরি মারার সুযোগ পায়। কিন্তু দনের জোতদার? সে জোতদারের হাতে অস্ত্র আছে। বিষাক্ত কেউটে সাপের মতো বিপজ্জনক সে! তার শক্তি আছে। সে শুধু ফোঁস করেই ক্ষান্ত হবে না। তোমার কথা থেকে কোর্শুনভ আর অন্যদের সম্পর্কে এটাই জানতে পারলাম যে ওরা আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা গুজব ছড়িয়ে, আমাদের বদনাম রটিয়েই ক্ষান্ত হবে না – খোলাখুলি আমাদের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর চেষ্টা করবে। অবশ্যই করবে! রাইফেল হাতে তুলে নিয়ে আমাদের গুলি করে মারবে। তোমাকে মারবে! বাদবাকি কসাকদের – যাদের আমরা মধ্যবিত্ত কসাক বলি – তাদের ত বটেই, এমন কি যারা গরিব, তাদেরও দলে টানার চেষ্টা করবে। ওদের হাত দিয়ে আমাদের ঠ্যাঙানোর তাল করবে সে। তাহলে আর কেন? আমাদের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করতে গিয়ে হাতে নাতে ধরা পড়েছে? ব্যস – চুকে গেল! আর কোন কথা নয় – দেয়ালের দিকে মুখ ক'রে দাঁড়াও! এখানে 'লোকটা বড় ভালো ছিল' – এই-সেই বলে দরদ দেখিয়ে প্যানপ্যানানির কোন মানে হয় না।'

'কী যে বল। আমি ওদের মোটেই দরদ দেখাচ্ছি না!' ইভান আলেক্সেইয়েভিচ হাত নাড়ল। 'আমার ভয় বাকিরা আমাদের কাছ থেকে সরে না দাঁড়ায়।'

স্টকমান এতক্ষণ পর্যন্ত একটা আপাত শান্তভাব বজায় রেখে পাক-ধরা লোমে ঢাকা বুকে হাত বুলাচ্ছিল। ইভান আলেক্সেইয়েভিচের একথায় সে ফেটে পড়ল। তার ফৌজী শার্টের কলার জোর করে চেপে ধরে তাকে কাছে টেনে নিয়ে কাশির দমক চাপতে চাপতে ভাঙা গলায় সে গর্জন করে উঠল।

'সরে দাঁড়াবে না, যদি আমরা আমাদের শ্রেণীসত্য ওদের মধ্যে ঢুকিয়ে দিতে পারি! জোতদারদের পথ নয়, আমাদের পথই মেহনতী কসাকদের পথ! তুমি কী বলছ!... জোতদাররা যে ওদের মেহনতের ওপর – হ্যাঁ, ওদেরই মেহনতের ওপর বেঁচে আছে! দিব্যি ভুঁড়ি বাগাচ্ছে! ছ্যাঃ, তুমি যে একেবারে গেছ! কোথায় গেল তোমার সেই মনের জোর। পচন শুরু হয়ে গেছে দেখছি!... নাঃ, তোমাকে খাড়া ক'রে তোলার কাজে হাত লাগাতে হবে আমার! বুদ্ধিসুদ্ধি একেবারেই লোপ পেয়ে গেছে! মজুরের ঘরের ছেলে, কিন্তু প্যানপ্যানানি গাইছে দেখ একজন বুদ্ধিজীবীর মতো! বদ্দি সমাজতন্ত্রী বিপ্লবীর অবস্থা যে তোমার! দেখো, সামলে চলো ইভান!'

জামার কলারটা ছেড়ে দিয়ে মৃদু হেসে মাথা নাড়ে। একটা সিগারেট ধরিয়ে ধোঁয়া গিলে আগের চেয়েও নরম গলায় শেষ করে তার কথাগুলো।

'জেলার যে সব শত্রু বেশি সক্রিয়, তাদের যদি আমরা না ধরি, তাহলে তারা বিদ্রোহ করে বসবে। যদি সময়মতো এখনই ওদের আলাদা করে ফেলতে পারি, তাহলে বিদ্রোহের আশঙ্কা আর থাকবে না। এর জন্যে সব্বাইকে যে গুলি করে মারতে হবে এমন নয়। খতম করা দরকার শুধু পালের গোদাগুলোকে। বাদবাকিদের পাঠিয়ে দাও – আর কোথাও না পার, অন্তত রাশিয়ার অনেকখানি ভেতরে। তবে মোটের ওপর, শত্রুর সঙ্গে কোন খাতির নেই। 'হাতে দস্তানা পরে কোন বিপ্লব হয় না,' লেনিন বলেছেন। এক্ষেত্রে ওই লোকগুলোকে গুলি করে মারার কোন দরকার ছিল কি? আমার মনে হয় – ছিল। হয়ত সকলকে না মারলেও হত। তবে কোর্শুনভের কথা যদি বল – লোকটা ছিল শোধরানোর একেবারে বাইরে! এটা স্পষ্ট! আর মেলেখভ। সাময়িকভাবে হলেও সে কিন্তু আমাদের হাত থেকে ফসকে গেল। ওকেই আমাদের শায়েস্তা করা উচিত ছিল! বাকি সবাইকে একসঙ্গে করলে যা হয় ও কিন্তু তার চেয়েও মারাত্মক। এটা যেন খেয়াল থাকে। এক্সিকিউটিভ কমিটির অফিসে তোমার সঙ্গে যে কথাবার্তা ও শুরু করেছিল তা এমন একজন লোকের পক্ষেই করা সম্ভব যে আগামীকাল আমাদের শত্রু হয়ে দাঁড়াবে। মোট কথা এই নিয়ে হা-হুতাশ করার কিছু নেই।

ফ্রন্টে শ্রমিক শ্রেণীর সেরা সেরা সন্তানরা প্রাণ হারাচ্ছে। হাজারে হাজারে প্রাণ হারাচ্ছে! তাদের জন্যেই ত আমাদের দুঃখ। তা না হয়ে যারা তাদের খুন করছে, পিঠে ছুরি মারার সুযোগ খুঁজছে, সেই লোকগুলোর জন্যে কেন হতে যাবে? হয় ওরা আমাদের ওপরে যাবে, নয়ত আমরা ওদের ওপরে! এর মাঝামাঝি কোন পথ নেই। বুঝলে ত ভাই আলেক্সেইয়েভিচ!'

তেইশ

পেত্রো সবে গোরুবাছুরগুলোকে বিচালি দিয়ে ঘরে ফিরে হাতের দস্তানা থেকে খড়কুটো ঝাড়ছে, এমন সময় বাইরের বারান্দায় ঝনাৎ করে দরজার শেকলের আওয়াজ হল।

পুরু কালো শাল মুড়ি দিয়ে চৌকাট পেরিয়ে ভেতরে ঢুকল লুকিনিচ্না। রান্নাঘরের বেঞ্চের কাছে নাতালিয়াকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে কাউকে কোন সম্ভাষণ না জানিয়ে ছোট ছোট পা ফেলে দ্রুত এগিয়ে গেল তার দিকে। নাতালিয়ার সামনে বসে পড়ল হাঁটু গেড়ে।

'মা গো! মা! কী হল তোমার?' মায়ের সিঁটিয়ে পড়া ভারী দেহটা তোলার চেষ্টা করতে অস্বাভাবিক গলায় চেঁচিয়ে ওঠে নাতালিয়া।

জবাব না দিয়ে লুকিনিচ্না মাটির মেঝেতে মাথা ঠুকতে থাকে। চাপা আর্তনাদে মড়াকান্নার ভেঙে পড়ে তার কণ্ঠস্বর।

'ওগো ওঃ-ও-ও! তুমি আমাদের কার হাতে রেখে গেলে গো! আমাদের ছেড়ে কোথায় চলে গেলে গো! . . .

দুই মেয়েমানুষ একসঙ্গে এমন বিলাপ জুড়ে দিল, বাচ্চারাও দেখাদেখি এমন হাউমাউ কান্না শুরু ক'রে দিল যে পেত্রো চুল্লীর ওপরকার তাক থেকে তামাকের বটুয়াটা তুলে নিয়ে এক লাফে ঘর ছেড়ে ছুটে বেরিয়ে এলো বারান্দায়। সে সঙ্গে সঙ্গে আন্দাজ করে নিয়েছে কী ব্যাপার। দেউড়ির ধাপের ওপর একটু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তামাক টানল। বাড়ির ভেতরের কান্নাকাটি থেমে গেলে পেত্রো রান্নাঘরে এসে ঢোকে। তার শিরদাঁড়া বয়ে একটা অস্বস্তিকর ঠাণ্ডা কাঁপুনি নেমে যায়। চোখের জলে ভিজে জবজবে রুমালটা তখনও মুখে চেপে ধরে আছে লুকিনিচ্না, বিলাপ করছে।

'আমাদের মিরোন গ্রিগোরিয়েভিচকে গুলি করে মেরে ফেলেছে গো! . . . নেই আমাদের সেই আদরের ধন! . . . আমরা অনাথ হয়ে গেলাম! . . . এখন

হাতি গর্তে পড়ে গেলে যা হয় - ব্যাঙেও আমাদের লাথি মারবে।' বলতে বলতে আবার শুরু হয়ে যায় নেকড়ের গলায় আর্তনাদ : 'ওর চোখদুটো চিরদিনের জন্যে বন্ধ হয়ে গেছে! . . . আর কোন দিন এই পিথিবীর আলো দেখবে না! . . .'

নাতালিয়া মূর্ছা গিয়েছিল। দারিয়া জল খাইয়ে তার জ্ঞান ফেরাচ্ছিল। ইলিনিচ্‌না বুকের সামনের ঝোলানো কাপড়ের আঁচল দিয়ে শুকনো করে গাল মোছে। ভেতরের ঘরে পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ অসুস্থ হয়ে পড়ে আছে। সেখান থেকে কাশি আর বিকট আর্তনাদ ভেসে আসে।

'ভগবানের দোহাই, প্রভু খ্রীষ্টের দোহাই! যিনি আমাদের ছিষ্টি করেছেন তাঁর নাম ক'রে বলছি বাছা, একবার ছুটে যাও ভিওশেন্‌স্কায়ায়, ওকে নিয়ে এসো। হোক না মরা, তবু নিয়ে এসো!' পেত্রোর হাতদুটো চেপে ধরে লুকিনিচ্‌না, পাগলের মতো চেপে ধরে বুকের ওপর। 'ওকে নিয়ে এসো! . . . ওগো সগ্‌গের দেবী, দয়া কর! সৎকার না হয়ে, কবর না হয়ে ওকে ওখানে পচতে দিতে আমি পারি নে যে!'

'আরে, কর কী, কর কী মাউই মা!' পেত্রো যেন প্লেগের রুগীর ছোঁয়া বাঁচানোর জন্য ছিটকে সরে যায়। 'তাকে বার করার চিন্তা মনেও ঠাঁই দিও না! আমার কি প্রাণের মায়া নেই? তাছাড়া ওখানে কোথায়ই বা আমি তাকে খুঁজে পাব?'

'আমায় তুমি ফিরিয়ে দিও না বাবা! খ্রীষ্টের দোহাই! প্রভু খ্রীষ্টের দোহাই!'

পেত্রো গোঁফের ডগা চিবুল। শেষ অবধি যেতে রাজী হল। ঠিক করল ভিওশেন্‌স্কায়ার পরিচিত এক কসাকের বাড়ি যাবে, মিরোন গ্রিগোরিয়েভিচের লাশ উদ্ধারে তার সাহায্য নেবে। রাত্রে সে গাড়ি নিয়ে বাড়ি থেকে রওনা দিল। গাঁয়ের ঘরে ঘরে বাতি জ্বলছে। 'কসাকদের ওরা গুলি করে মেরে ফেলেছে!' – এই বার্তায় প্রতিটি বাড়ি মুখরিত হয়ে পড়েছে।

পরিচিত কসাকটি পেত্রোর বাবার এক সময়কার পল্টনের বন্ধু। নতুন গির্জার কাছে তার বাড়ির সামনে গাড়ি থামাল পেত্রো। তালই মশাইয়ের লাশ খুঁড়ে বার করার জন্য তার সাহায্য চাইল। লোকটা এক কথায় রাজী হয়ে গেল।

'চল। জানি জায়গাটা কোথায়। মাটির খুব বেশি তলায়ও নেই। তবে কথা হল কি জান, ওকে খুঁজে বার করাই যে মুশকিল! ও ত আর একা নেই ওখানে। ক্যাডেট শাসনের সময় যারা আমাদের লোকজনদের ধরে ধরে গর্দান নিয়েছিল গতকাল সেরকম বারোজন জল্লাদকে গুলি করে মারা হয়েছে। তবে হ্যাঁ, একটা শর্ত আছে – পরে কিন্তু এক পাঁইট চোলাই খাওয়াতে হবে আমাকে। কেমন?'

মাঝরাতে ঘুঁটে বওয়ার একটা খাটিয়া আর কোদাল নিয়ে ওরা বসতির ধার

ঘেঁসে কবরখানার ভেতর দিয়ে চলল পাইন বনের দিকে। পাইন বনের কাছেই দণ্ড দেওয়া হয়েছিল। ঝিরি ঝিরি বরফের দৌরাত্ম্য চলছে। জমাট শিশিরের ভারে নুইয়ে পড়া বেতগাছের পাতা পায়ের তলায় মচমচ করছে। পেত্রো কান পেতে প্রত্যেকটা আওয়াজ শোনে। এরকম একটা কাজে নামার জন্য মনে মনে নিজেকে, লুকিনিচ্‌নাকে, এমন কি পরলোকগত তালই মশাইকেও গালাগাল করতে থাকে। একটা উঁচু বালির ঢিবি পেরিয়ে কচি পাইন গাছের প্রথম যে সারিটা পড়ল তার সামনে এসে কসাক দাঁড়িয়ে পড়ল।

'এই এখেনেই, কাছাকাছি কোথাও হবে।'

আরও হাত পঞ্চাশেক এগিয়ে গেল ওরা। স্থানীয় একপাল কুকুর ওদের দেখে ঘেউ ঘেউ করে চেঁচাতে চেঁচাতে পালিয়ে গেল। পেত্রো হাতে ধরা খাটিয়াটা ফেলে দিয়ে ভাঙা ভাঙা গলায় ফিসফিস করে বলল, 'ফিরে যাওয়া যাক! চুলোয় যাক বুড়ো! কোথায় আছে কার বাপের সাধ্যি এর ভেতর থেকে খুঁজে বার করে! ওঃ, কেন যে আমি এর মধ্যে জড়িয়ে পড়লাম! কোন্ কুক্ষণে যে শয়তান আমার কানে মন্ত্রণা দিল!'

'আরে, অত ভয় পেলে চলবে কেন? চল চল!' লোকটা হেসে বলল।

শেষকালে ওরা জায়গাটায় এসে উপস্থিত হল। বেতগাছের একটা ঝাঁকড়া ঝোপের কাছে বরফ বেশ করে মাড়ানো, বালির সঙ্গে মিশে আছে। সেখান থেকে মানুষের পায়ের চিহ্ন আর কুকুরের চঞ্চল পায়ের ইতস্তত দাগ কিরণের মতো চারপাশে ছড়িয়ে পড়েছে। . . .

বাদামী রঙের দাড়ি দেখে মিরোন গ্রিগোরিয়েভিচকে পেত্রো সনাক্ত করতে পারল। কোমরের বাঁধন ধরে তালই মশাইয়ের দেহটা টেনে এনে খাটিয়ার ওপর ধপাস করে ফেলল সে। সঙ্গী কসাকটি খক খক করে কাশতে কাশতে গর্ত ভরাট করতে লাগল। পরে হাতল ধরে খাটিয়া তুলতে গিয়ে বিরক্ত হয়ে বিড়বিড় করে বলল, 'স্লেজগাড়িটা নিয়ে পাইন বনের কাছে এলেই ভালো হত দেখছি। আমরা ভারী বোকা! মন দুয়েক অন্তত ওজন হবে বুনো শুয়োরটার। তাছাড়া বরফের ওপর দিয়ে চলাও ত সহজ কথা নয়!'

মরা মানুষটার পায়ের কাজ শেষ হয়ে গেছে। পেত্রো ওর পাদুটো দু'পাশে সরিয়ে দিয়ে খাটিয়ার হাতল চেপে ধরল।

রাতভোর পেত্রো সেই কসাকের বাড়িতে বসে মদ খেয়ে কাটাল। মিরোন গ্রিগোরিয়েভিচের দেহটা কম্বল-জড়ানো অবস্থায় স্লেজগাড়িতে পড়ে রইল। পেত্রো মাতাল অবস্থায় ওই স্লেজগাড়ির সঙ্গেই ঘোড়াটাকে জুতে রেখে দিয়েছিল। গলার লাগাম সজোরে টেনে ধরে কান খাড়া করে ফোঁসফোঁস নিশ্বাস ছাড়তে ছাড়তে

সারারাত ঠায় দাঁড়িয়ে রইল ঘোড়াটা। মড়ার গন্ধ নাকে যেতে খড় আর ছুঁলোই না।

ভোরের আকাশ ধূসর হয়ে উঠতে না উঠতে পেত্রো গ্রামে ফিরে এলো। ঘাসজমির ওপর দিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে ঘোড়া হাঁকিয়ে সে এসেছে। রাস্তায় মিরোন গ্রিগোরিয়েভিচের মাথা স্লেজের পেছনের তক্তায় আছাড় খেয়ে খটখট আওয়াজ তুলছিল। পেত্রো বার দুয়েক গাড়ি থামিয়ে ঘাস-জমি থেকে তুলে তার মাথার তলায় ছোবড়ার মতো গোছা কয়েক ভিজে ঘাস গুঁজে দিয়েছিল। তালইকে সে সোজা বাড়িতে নিয়ে তুলল। মৃত গৃহকর্তাকে ফটক খুলে দিল তার আদরের মেয়ে আগ্রিপিনা। স্লেজের একপাশে বরফের স্তূপের ওপর আছড়ে পড়ল সে। একটা ময়দার বস্তার মতো করে লাশখানা ঘাড়ে নিয়ে পেত্রো চওড়া রান্নাঘরের ভেতরে এসে ঢুকল। আগে থাকতে টেবিলের ওপর মোটা সতরঞ্চি পেতে জায়গা করে রাখা হয়েছিল। তালই মশাইকে পেত্রো সাবধানে নামিয়ে রাখল সেখানে। কেঁদে কেঁদে চোখের জল শুকিয়ে গিয়েছে লুকিনিচ্‌নার, গলা বুজে গেছে। হামাগুড়ি দিয়ে আলুথালু চুলে এগিয়ে গেল স্বামীর পরিপাটী মোজা পরা পায়ের কাছে, যে মোজায় সে পাড়ি দিয়েছিল যমের বাড়ি।

'ওগো কত্তা, ভেবেছিলাম তুমি নিজের পায়ে হেঁটে বাড়ি ফিরবে, তা নয়, তোমাকে বয়ে আনতে হল কাঁধে করে,' ফোঁপাতে ফোঁপাতে ফিসফিস করে লুকিনিচ্‌না বলল। অদ্ভুত হাসির মতো শোনাল তার অস্ফুট কণ্ঠস্বর।

গ্রিশাকা দাদুকে পেত্রো ভেতরের ঘর থেকে হাত ধরে নিয়ে এলো। হাঁটতে গিয়ে বুড়োর সর্বাঙ্গ এমন ঠকঠক করে কাঁপতে লাগল যে মনে হচ্ছিল পায়ের তলার মেঝে বুঝি জলাজমির মতো ওঠা-নামা করছে। কিন্তু টেবিলের কাছে এসে সে বীরপুরুষের মতো টানটান হয়ে শিয়রে দাঁড়াল।

'আয় রে, মিরোন, বাছা আমার! এই ভাবেই তাহলে তোর সঙ্গে দেখা হল রে খোকা!...' ক্রুশ চিহ্ন আঁকল, তারপর বরফের মতো ঠাণ্ডা হলুদ কাদামাখা কপালে চুমু খেল। 'ওরে, আমার মিরোন রে, শিগ্‌গিরই আমিও...' বলতে বলতে একটা ফ্যাসফেঁসে আর্তনাদে পরিণত হল তার কণ্ঠস্বর। মুখ দিয়ে পাছে কোন কথা বেরিয়ে যায় যেন এই ভয়ে বুড়ো গ্রিশাকা এত চটপট মুখে হাত চাপা দিল যে তার মধ্যে কোন বার্ধক্যের লক্ষণ চোখে পড়ল না। টেবিলের গায়ে ঢলে পড়ল সে।

পেত্রোর কণ্ঠনালী ভেদ করে যেন জেগে উঠল একটা ভয়ঙ্কর খিচুনি। সে ধীরে ধীরে উঠোনে বেরিয়ে সদর দরজার পাশে বাঁধা ঘোড়াটার কাছে এগিয়ে গেল।

চব্বিশ

যে গভীর পাকদহ এতদিন থিতিয়ে ছিল সেখান থেকে উচ্ছ্বসিত হয়ে দনের জল অনেক দূর ছড়িয়ে পড়ে। স্রোত পাক খায়, আবর্ত তুলে চলে। দন গড়িয়ে গড়িয়ে চলেছে প্রশান্ত পরিমিত বানের উচ্ছ্বাস তুলে। দনের তলায় শক্ত বালিমাটির ওপর চরে বেড়ায় রোচমাছের ঝাঁক। রাত্রে জলোচ্ছ্বাসের জায়গায় খাবার খেতে আসে স্টার্লেট মাছেরা। রুই কাতলার দল সবুজ উপকূলভাগের পাঁকের আশ্রয়ে নড়েচড়ে বেড়ায়। মাঝারি ধরনের মাছগুলো চুনোপুঁটিদের তাড়া করে। শামুক ঝিনুকের খোলের মধ্যে ঘাঁটাঘাঁটি করছে বোয়াল মাছ, থেকে থেকে পাক খেয়ে সবুজ জলের কুণ্ডলী তুলছে, সোনালি রঙের চকচকে পাখনা নাড়িয়ে বিশাল চাঁদটার নীচে দেখা দিচ্ছে। পরক্ষণেই আবার শুঁড়ওয়ালা চওড়া কপাল দিয়ে শামুক ঝিনুকের ভাঙা খোলের স্তূপের মধ্যে ঘাই মারছে। ভোর হতেই দেখা যায় জলেডোবা কোন আধাপচা কাঠের গুঁড়ির আড়ালে নিশ্চল হয়ে ঝিমুচ্ছে।

কিন্তু যেখানে খাত সরু সেখানে বাধা পেয়ে দন কামড়ে ছিঁড়েখুঁড়ে গভীর রন্ধ্রপথ তৈরি ক'রে, চাপা গর্জন তুলে প্রবল বেগে তাড়িয়ে নিয়ে চলেছে সাদা ফেনায় ঢাকা ঢেউয়ের কেশর। খাঁজে খাঁজে উঠে যাওয়া ডাঙার শেষ প্রান্তের গহ্বরগুলোর মধ্যে জলের স্রোত ঘুরপাক খাচ্ছে। ঘূর্ণিস্রোত সেখানে কোন মন্ত্রবলে এত সুন্দর পাক খেয়ে চলেছে যে দেখে চোখ ফেরানো যায় না।

শান্ত স্বচ্ছন্দ দিনের বিস্তার থেকে জীবন গড়িয়ে পড়েছে একটা সঙ্কীর্ণ কোটরের মধ্যে। দনের উজানের এলাকা ফুঁসে উঠেছে। সংঘর্ষ বেধেছে দুই স্রোতের। কসাকরা আলাদা আলাদা হয়ে প্রবল ধারায় ছুটে চলেছে, ঘূর্ণিস্রোত সৃষ্টি হয়েছে। যাদের বয়স অল্প এবং যারা গরীব তারা তখনও সোভিয়েত সরকারের কাছ থেকে শান্তির প্রত্যাশায় আছে। কিন্তু বুড়োরা আক্রমণে নেমে পড়ল, খোলাখুলি বলে বেড়াতে লাগল যে লাল ফৌজের লোকেরা একটা একটা ক'রে কসাকদের সকলকে ধ্বংস করতে চায়।

মার্চের চার তারিখে ইভান আলেক্সেইয়েভিচ তাতারস্কিতে একটা গ্রাম-পঞ্চায়েত ডাকল। অস্বাভাবিক ভিড় হল। তার হয়ত একটা কারণও ছিল। সাধারণ সভায় স্টকমান বিপ্লবী কমিটির কাছে প্রস্তাব রেখেছিল যে-সব ব্যবসায়ী শ্বেতরক্ষীদের সঙ্গে পালিয়ে গেছে তাদের সম্পত্তি যেন দীনদরিদ্র কসাক গৃহস্থদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হয়। সভার আগে একজন জেলা-কর্মচারীর সঙ্গে প্রচণ্ড বাদবিতণ্ডা হয়ে গেল। লোকটা বাজেয়াপ্ত কাপড়চোপড় সংগ্রহ করার ভার নিয়ে এসেছিল ভিওশেনস্কায়া থেকে। স্টকমান তাকে বোঝাতে গেল যে বিপ্লবী কমিটি এই মুহূর্তে

কাপড়চোপড় দিতে পারছে না, কারণ গতকালই একগাড়ি আহত ও অসুস্থ লাল ফৌজীকে গোটা তিরিশেকের বেশি গরম জামাকাপড় দেওয়া হয়ে গেছে। ভিওশেন্স্কায়ার ছোকরা কর্মচারীটি গলা সপ্তমে চড়িয়ে চোটপাট করতে লাগল স্টকমানের ওপর।

'কার হুকুমে বাজেয়াপ্ত কাপড়চোপড় তুমি দিয়ে দিলে?'

'আমরা কারও কোন অনুমতি চাই নি।'

'তাহলে জনসাধারণের সম্পত্তি নিয়ে এভাবে ছিনিমিনি খেলার কী অধিকার ছিল তোমার?'

'তুমি অমন চেঁচিও না কমরেড, বোকার মতো আজেবাজে বোকো না। কেউ কোন কিছু নিয়ে ছিনিমিনি খেলে নি। লোমের কোটগুলো আমরা গাড়ির গাড়োয়ানদের হাতে দিয়েছি, দেওয়ার সময় তাদের কাছ থেকে এই খত লিখে নিয়েছি যে লাল ফৌজীদের পরের ঘাঁটিতে পৌঁছে দেবার পর জামাকাপড়গুলো আবার ফিরিয়ে আনবে। লাল ফৌজীরা আধা ন্যাংটো ছিল। ওদের গায়ে যে একমাত্র গরম বস্ত্র ছিল তাই সম্বল করে ওদের পাঠানোর অর্থ হত যমের দুয়োরে পাঠিয়ে দেওয়া। আমার না দিয়ে কী উপায় ছিল বল? তাছাড়া ওগুলো কারও কোন কাজেও লাগছিল না - খামোকা পড়ে পড়ে গুদোমে পচছিল।'

স্টকমান বিরক্তি চেপে রেখে কথা বলছিল। কথাবার্তা হয়ত শান্তিতেই চুকে যেত। কিন্তু ছোকরা গলায় কাঠিন্য এনে বেশ জোর দিয়ে বলল, 'তুমি কে হে? বিপ্লবী কমিটির চেয়ারম্যান? আমি তোমায় গ্রেপ্তার করছি! তোমার ডেপুটিকে কাজ বুঝিয়ে দাও! এক্ষুনি তোমাকে পাঠিয়ে দেব ভিওশেন্স্কায়ায়। হয়ত তুমি ইতিমধ্যেই অর্ধেক সম্পত্তি সরিয়ে ফেলেছ, আর আমি . . .'

'তুমি কি কমিউনিস্ট?' মড়ার মতো ফেকাসে হয়ে গিয়ে চোখ টেরিয়ে স্টকমান জিজ্ঞেস করল।

'সে তোমার দেখার কথা নয়। এই যে মিলিশিয়ার সেপাই! ওকে অ্যারেস্ট করে এক্ষুনি ভিওশেন্স্কায়ায় পাঠিয়ে দাও। জেলা-মিলিশিয়ার হাতে ওকে তুলে দিয়ে একটা রসিদ লিখিয়ে আনবে।'

স্টকমানের আপাদমস্তক ভালো ক'রে দেখে নিল ছোকরা।

'তোমার সঙ্গে আমার কথা হবে ওখানে। তোমায় আমি টের পাইয়ে ছাড়ব কত ধানে কত চাল! নিজের খেয়াল খুশিমতো কাজ করলেই হল!'

'কমরেড! এসব কী হচ্ছে? তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেল? তুমি কি জান . . .'

'কোন কথা নয়! চোপ!'

ইভান আলেক্সেইয়েভিচ এই তুমুল বাদবিতণ্ডার মধ্যে একটিও কথা বলার অবকাশ পায় নি। তার চোখে পড়ল স্টকমান একটা ধীর ভয়ঙ্কর ভঙ্গিতে দেয়ালে ঝোলানো মাউজার পিস্তলটার দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। ছোকরার চোখেমুখে আতঙ্কের চিহ্ন ছড়িয়ে পড়েছে। আশ্চর্যরকম ক্ষিপ্রগতিতে সে পিঠ দিয়ে দরজা খুলে ফেলেছে। দেউড়ির প্রতিটি ধাপে গুঁতো খেতে খেতে নীচে গিয়ে পড়ল, তারপর কোন রকমে স্লেজগাড়ির ভেতরে ধপ করে গিয়ে বসল। সম্ভবত পেছন থেকে কেউ তাড়া করতে পারে এই ভয়ে বারবার পিছন ফিরে তাকাতে তাকাতে অনেকক্ষণ ধরে, যতক্ষণ না বারোয়ারীতলা পেরিয়ে গেল, ততক্ষণ গাড়োয়ানের পিঠে খোঁচা মেরে চলল।

ভয়ঙ্কর অট্টহাসিতে বিপ্লবী কমিটির দপ্তরের জানলা কেঁপে উঠল। দাভিদ্‌কা ত অমনিতেই হাসে। এখন সে হাসতে হাসতে টেবিলের ওপর পড়ে গড়াগড়ি দিতে লাগল। কিন্তু এর পরেও স্নায়বিক উত্তেজনায় অনেকক্ষণ স্টকমানের মুখের পেশীতে খিঁচুনি ধরে রইল। তার চোখের পাতা কাঁপতে থাকে। চোখ টেরিয়ে রইল সে।

'কী বদমাশ! কী জঘন্য ইতর!' কাঁপা কাঁপা হাতে সিগারেট পাকাতে পাকাতে সে বলল।

সভায় সে গেল মিশ্‌কা কশেভয় আর ইভান আলেক্সেইয়েভিচের সঙ্গে। ময়দান লোকে লোকারণ্য। তা দেখে মন্দ একটা কিছুর আশঙ্কা ক'রে ইভান আলেক্সেইয়েভিচের বুকটা পর্যন্ত ধড়াস ক'রে উঠল। মনে মনে সে বলল: 'সারা গ্রাম ঝেঁটিয়ে এসেছে ময়দানে। অমনি অমনি জড় হয় নি। লক্ষণটা ভালো ঠেকছে না।' কিন্তু যখন সে মাথার টুপি খুলে জনতার বেষ্টনীর মাঝখানে গিয়ে ঢুকল তখন তার সমস্ত আশঙ্কা কেটে গেল। কসাকরা স্বেচ্ছায় সরে গিয়ে ওকে পথ ক'রে দেয়। সকলের চোখেমুখে সংযমের ভাব, কারও কারও চোখে আবার হাসিও ফুটে বেরোচ্ছে। স্টকমান চোখ বুলিয়ে নিল কসাকদের ওপর। তার ইচ্ছে পরিবেশটা হালকা করে দেওয়া, জনতাকে কথাবার্তার মধ্যে টেনে আনা। ইভান আলেক্সেইয়েভিচের দৃষ্টান্তে সেও চওড়া কান ঢাকা লাল চুড়োওয়ালা লোমের টুপিটা মাথা থেকে খুলল। তারপর গলা চড়িয়ে বলল, 'কসাক কমরেডরা! আজ দেড়মাস হয়ে গেল তোমাদের এখানে সোভিয়েত রাজ কায়েম হয়েছে। কিন্তু আমরা, বিপ্লবী কমিটির লোকেরা লক্ষ করেছি তোমাদের দিক থেকে আমাদের সম্পর্কে একটা অবিশ্বাস, এমন কি কেমন যেন একটা শত্রুতার ভাব এখন পর্যন্ত রয়ে গেছে। তোমরা কোন সভা-সমিতিতে আস না। নির্বিচারে গুলি করে মারার, তোমাদের ওপর সোভিয়েত সরকারের অত্যাচার-উৎপীড়নের নানা রকম গুজব, নানা আষাঢ়ে গল্প তোমরা ছড়াচ্ছ। যাকে বলে প্রাণ খুলে কথা বলা, ঘনিষ্ঠভাবে-

একে অন্যকে জানার চেষ্টা – আমার মনে হয় তার সময় এসেছে। তোমরা নিজেরাই নিজেদের বিপ্লবী কমিটি নির্বাচন করেছ। কোত্‌লিয়ারভ আর কশেভয় তোমাদেরই গ্রামের লোক। তাই তোমাদের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি হওয়ার কোন কারণ থাকতে পারে না। প্রথমেই আমি সিধে জানিয়ে দিতে চাই যে পাইকারী হারে কসাকদের গুলি করে মারার যে গুজব আমাদের শত্রুরা ছড়াচ্ছে তা কুৎসা রটনা ছাড়া আর কিছু নয়। যারা এই কুৎসা রটিয়ে বেড়াচ্ছে তাদের উদ্দেশ্য খুবই পরিষ্কার – সোভিয়েত সরকারের সঙ্গে কসাকদের ঝগড়া বাধিয়ে দেওয়া, তোমাদের আবার সাদাদের দিকে ঠেলে দেওয়া।'

'বলতে চাও গুলি করে মারার ঘটনা হয় নি? তাহলে সাতজন কসাক গেল কোথায় – কী করেছ তোমরা তাদের নিয়ে?' পেছনের সারিগুলো থেকে চিৎকার উঠল।

'বন্ধুগণ, গুলি করে মারা হয় নি একথা আমি বলব না। যারা সোভিয়েত সরকারের শত্রু তাদের আমরা গুলি করে মেরেছি। যারাই আমাদের ওপর জমিদার-জোতদারদের শাসন চাপিয়ে দেওয়ার মতলব করবে তাদের আমরা গুলি করে মারব। আমরা জারকে উৎখাত করেছি, জার্মানির সঙ্গে যুদ্ধ বন্ধ করেছি, জনসাধারণকে গোলামি থেকে মুক্তি দিয়েছি – সে কি এর জন্যে? জার্মানির সঙ্গে যুদ্ধে তোমাদের কী লাভটা হয়েছে? হাজার হাজার কসাক মারা গেছে, হাজার হাজার অনাথ হয়েছে, বিধবা হয়েছে, সর্বস্বান্ত হয়ে গেছে। . . .'

'ঠিক কথা!'

'এটা তুমি ঠিকই বলেছ!'

স্টকমান বলে চলল, 'আমরা চাই যুদ্ধ যাতে না হয়। আমরা জাতিতে জাতিতে ভাই-ভাই সম্পর্কের পক্ষে! কিন্তু জারের আমলে তোমাদের ব্যবহার করা হত জমিদার আর পুঁজিপতিদের জন্যে দেশ জয় করার কাজে, তাতে ওই জমিদার আর কলকারখানার মালিকরাই ধনী হত। এই ত কাছেই থাকত জমিদার লিস্তনিৎস্কি। তার ঠাকুর্দা আঠার শ বারো সালের যুদ্ধে যোগ দিয়ে কৃতিত্ব দেখানোয় পাঁচশ বিঘা জমি পেয়েছিল। কিন্তু তোমাদের ঠাকুর্দারা কী পেয়েছে? তারা জার্মানির মাটিতে শির কুরবানি দিয়েছে। তাদের রক্তে ভিজেছে সেখানকার মাটি!'

ময়দানে গুঞ্জন উঠল। কোলাহল থিতিয়ে আসতে থাকে। পরে হঠাৎ ফেটে পড়ে প্রচণ্ড গর্জনে।

'ঠিক কথা! ঠিক কথা!'

স্টকমান হাতের পশমী টুপিটা দিয়ে কেশবিরল কপালের ঘাম মুছে নিয়ে গলা ফুলিয়ে চেঁচিয়ে বলল, 'মজুর-কিসানের এই সরকারের বিরুদ্ধে যারা অস্ত্র হাতে তুলবে তাদের সকলকে আমরা উচ্ছেদ করব! তোমাদের গাঁয়ের যে

কসাকদের বিপ্লবী আদালতের রায়ে গুলি ক'রে মারা হয়েছে তারা ছিল আমাদের শত্রু। তোমাদের সকলেরই তা জানা আছে। কিন্তু তোমরা যারা মেহনতী মানুষ, যারা আমাদের দরদী, তাদের সঙ্গে আমরা চলব, চাষের মাঠে লাঙল জোতা বলদের মতো চলব কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে। আমরা একসঙ্গে জমি চষব নতুন জীবনের জন্যে। সে জমিতে মই দিয়ে যত সব পুরনো আগাছার মতো আমাদের শত্রুদের চাষের জমি থেকে উপড়ে ফেলে দেব। যাতে ওরা আর কখনও শেকড় ছড়াতে না পারে! যাতে নতুন জীবনের ফসলকে চেপে মেরে ফেলতে না পারে!'

চাপা কোলাহল আর লোকজনের চোখমুখে উৎসাহের ভাব দেখে স্টকমানের বুঝতে বাকি রইল না যে তার বক্তৃতা কসাকদের মন ছুঁতে পেরেছে। তার ভুল হয় নি। খোলাখুলি কথাবার্তা শুরু হয়ে গেল।

'ওসিপ দাভিদভিচ! আমরা তোমাকে ভালোমতো জানি। এককালে তুমি আমাদের এখানেই বাস করতে, বলা যেতে পারে তুমি আমাদের নিজের লোক। আমাদের ভয় না ক'রে ঠিক বুঝিয়ে বল দেখি তোমাদের এই যে সোভিয়েত সরকার, আমাদের কাছ থেকে কী চায় সে? আমরা অবিশ্যি তার পক্ষেই আছি, আমাদের ছেলেরা ফ্রন্ট ছেড়ে চলে এসেছে। কিন্তু আমরা মুখ্যুসুখ্যু মানুষ, সব জিনিস কিছুতেই ভালোমতো বুঝে উঠতে পারি না। . . .'

বুড়ো গ্রিয়াজ্নোভ অনেকক্ষণ ধরে যা বলল তার মাথামুণ্ডু ঠিক বোঝা গেল না। আসল কথায় সে কিছুতেই আসতে পারছিল না। ধূর্ত শেয়ালের চলার দাগের মতো কথার নানারকম প্যাঁচ মারতে থাকে। তার হয়ত ভয় হচ্ছিল পাছে বেফাঁস কিছু বলে ফেলে। হাতকাটা আলেক্সেই শামিলের আর সহ্য হল না।

'আমি কিছু বলতে পারি?'

'অবিশ্যি!' কথাবার্তার যে রকম মোড় নিয়েছে তাতে উত্তেজিত হয়ে ইভান আলেক্সেইয়েভিচ অনুমতি দেয়।

'কমরেড স্টকমান, তুমি আমায় আগে থাকতে বল, আমার যা প্রাণে চায় তাই বলতে পারি ত?'

'হ্যাঁ, বলতে পার।'

'আমাকে অ্যারেস্ট করবে না ত তোমরা?'

স্টকমান হেসে নীরবে হাত নাড়ল।

'তবে একটা কথা – রাগ করলে চলবে না। আমার যা সাধারণ জ্ঞানবুদ্ধি সেই মতো আমি যেমন পারি তেমনি বলব।'

পেছন থেকে আলেক্সেইয়ের লম্বা কোর্তার খালি হাতাটায় টান মেরে ভয়ে ভয়ে ফিসফিস করে বলল তার ভাই মার্তিন, 'ওরে হতভাগা, থাম! থাম বলছি,

নয়ত ওরা তোকে দেবে সোজা ঠুকে। তোর নাম ওদের খাতায় উঠে যাবে রে আলেক্সেই।'

কিন্তু আলেক্সেই ঝটকা মেরে সরে ময়দানের দিকে মুখ করে দাঁড়ায়। তার বিকৃত গালের পেশী কাঁপতে থাকে, চোখ পিটপিট করতে থাকে।

'কসাক ভদ্রমণ্ডলী! আমি বলব, আর তোমরা ভাই বিচার করবে আমি ঠিক বলছি না কোথাও গুলিয়ে ফেলছি।' বলতে বলতে মিলিটারী কায়দায় গোড়ালিতে খাড়া হয়ে বোঁ করে ঘুরে দাঁড়ায় স্টকম্যানের দিকে, ধূর্ত ভঙ্গিতে চোখ টেপে। 'আমি যা বুঝি তা হল এই যে সত্যি যদি বলতে হয়, তাহলে খোলাখুলি সত্যিই বলতে হয়। কোপ মারতে হলে সোজা ঘাড় থেকে বসিয়ে দেওয়াই ভালো! আমরা কসাকেরা সকলে কী ভাবি আর কেনই বা কমিউনিস্টদের ওপর আমাদের রাগ আমি এখুনি বলছি। এই যে কমরেড এই মাত্র তুমি বললে সাধারণ খেটে খাওয়া কসাকরা যারা তোমাদের শত্রু নয় তাদের বিরুদ্ধে নাকি তোমরা যাও না। তোমরা নাকি বড়লোকদের বিরুদ্ধে আর গরীবদের পক্ষে। বেশ, তাহলে আমায় বল দেখি, আমাদের গাঁয়ের ওই কসাকদের গুলি ক'রে মারাটা কি উচিত কাজ হয়েছে? কোর্‌শুনভের হয়ে আমি বলতে যাব না – সে মোড়লি করেছে, সারা জীবন অন্যের ঘাড়ে চড়ে বেরিয়েছে। কিন্তু চালিয়াত আভ্‌দেইচকে কোন্ অপরাধে? মাত্‌ভেই কাশুলিন? বগাতিরিওভ? মাইদান্নিকভ? করলিওভ? ওরা ত আমাদেরই মতো অজ্ঞ, সাধারণ লোকজন, কোন প্যাঁচঘোঁচ ওদের জানা ছিল না। ওদের বইপুথি হাতে ধরতে শেখানো হয় নি, শেখানো হয়েছিল লাঙল ধরতে। ওদের মধ্যে অনেকের আবার ভালোমতো অক্ষরজ্ঞানও ছিল না। 'অ'-য় 'অজগর'-এই তাদের বিদ্যে শেষ। এই লোকগুলো যদি মুখ ফসকে খারাপ কথা কিছু বলেও থাকে তাই বলে গুলি করে তাদের উড়িয়ে দিতে হবে?' আলেক্সেই দম নিয়ে এগিয়ে গেল। তার লম্বা কোর্তার খালি হাতাটা বুকের ওপর লটপট করতে থাকে, মুখটা একপাশে বেঁকে যায়। 'ওরা বোকার মতো আজেবাজে কথা বলে বেড়িয়েছে বলে তোমরা ওদের ধরে নিয়ে গেলে, প্রাণে মেরে শাস্তি দিলে, কিন্তু ব্যবসাদারদের গায়ে ত হাত দিচ্ছ না! ব্যবসাদারদের টাকা আছে, সেই টাকা দিয়ে ওরা তোমাদের কাছ থেকে ওদের জীবন কিনে নিয়েছে! কিন্তু আমাদের তা কিনে নেবার মতো কোন সম্বল নেই। আমরা সারা জীবন মাটি কুপিয়ে কাটাই, বড় বড় রুপেয়ার খেলের মধ্যে আমরা নেই। যাদের তোমরা গুলি ক'রে মেরেছ তারা নিজেদের প্রাণ বাঁচানোর জন্যে হয়ত বাড়ির উঠোন থেকে শেষ বলদটাকেও বার ক'রে দিত। কিন্তু কেউ ত ওদের কাছ থেকে খেসারত দাবি করে নি। ওদের ধরে নিয়ে খতম করে দেওয়া হল। ভিওশেন্‌স্কায়ায় কী ঘটছে

তা কি আর আমাদের কারও জানতে বাকি আছে? সেখানে ব্যবসাদার আর পুরুতরা বহাল তবিয়তে আছে - তাদের গায়ে আঁচড়টি পর্যন্ত পড়ে নি। আর কার্গিলস্কায়ায়? - সেখানেও বোধহয় তা-ই। চারপাশে যা ঘটছে তা আমাদের কানে আসে। সুনাম যেখানকার সেখানে পড়ে থাকে কিন্তু দুর্নাম বাতাসের আগে সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে।'

'ঠিক কথা!' একা গলার একটা চিৎকার শোনা যায় পেছন থেকে।

হট্টগোল বেড়ে ওঠে, তাতে আলেক্সেইয়ের কথা ডুবে যায়। কিন্তু যতক্ষণ না গোলমালটা থিতিয়ে যায় ততক্ষণ সে অপেক্ষা করল। তারপর স্টকমান যে হাত উঁচু ক'রে আছে সেই দিকে কোন গ্রাহ্য না ক'রে আবার চেঁচিয়ে বলতে শুরু করল, 'আমরা তাই বুঝতে পেরেছি সোভিয়েত সরকার ব্যাপারটা হয়ত ভালোই। কিন্তু যে সব কমিউনিস্ট গদিতে বসেছে তারা ছলে বলে কৌশলে আমাদের খতম করতে চায়! উনিশ শ পাঁচ সালের জন্যে আমাদের ওপর ওদের গায়ের জ্বালা - লাল ফৌজের সেপাইদের মুখে একথা আমরা শুনেছি। আমরা তাই নিজেদের মধ্যে বলাবলি করি - কমিউনিস্টরা আমাদের খতম করতে চায়, একেবারে মুছে ফেলতে চায়। তারা চায় দনে যেন কসাকের চিহ্ন মাত্র না থাকে। এই হল আমার কথা! আমি এখন মাতালের মতো ঘোরে আছি - আমার মনে মুখে এক। আর যে চমৎকার জীবন আমরা কাটাচ্ছি তার কথা ভেবে, তোমাদের ওপর, কমিউনিস্টদের ওপর আমাদের যে রাগ জমা হয়ে আছে তার জন্যে আমরা মাতাল হয়ে আছি - আমরা সবাই মাতাল হয়ে আছি।'

পশুলোমের কোট পরা লোকজনের কালো ভিড়ের মধ্যে ডুব দিল আলেক্সেই। ময়দানের ওপর অনেকক্ষণের জন্য নেমে এলো হতচকিত নিস্তব্ধতা। স্টকমান বলতে শুরু করল, কিন্তু পেছনের সারিগুলো থেকে হৈ-হট্টগোলে সে বাধা পেল।

'ঠিক বলেছে! কসাকদের ওপর অন্যায় করা হয়েছে! তোমরা শোনো, গাঁয়ের লোকে আজকাল কী গান বেঁধেছে। কথায় বলতে অনেকেই ঠিক ভরসা পায় না, তবে গানের ভেতর দিয়ে বলে ফেলে - গানের বিরুদ্ধে বিশেষ কিছু বলার নেই। এই যে কেমন গানটা বেঁধেছে:

কড়ায়েতে ভাজি মাছ, টগবগ ফোটে সামোভার,
ক্যাডেটরা এলে পরে দেব এজাহার।

'তার মানে এজাহার দেওয়ার মতো কিছু জমা আছে!'

কে একজন বেয়াড়া ধরনের হেসে উঠল। জনতার মধ্যে চাঞ্চল্য দেখা গেল। ফিসফিস আওয়াজ আর নানা রকমের কথাবার্তা শোনা গেল।

স্টকমান পশমের টুপিটা থেবড়ে মাথায় পরল। এক সময় কশেভয় যে লিস্টিটা লিখেছিল, পকেট থেকে সেটা বার করল। চিৎকার ক'রে বলল, 'না, মিথ্যে কথা! যারা বিপ্লবের পক্ষে তাদের রাগ করবার কোন কারণ নেই। তোমাদের গাঁয়ের ওই কসাকদের, সোভিয়েত সরকারের যারা দুশমন তাদের কেন গুলি করে মারা হল তাহলে বলি, শোনো!' তারপর বেশ পরিষ্কার গলায় জায়গায় জায়গায় থেমে থেমে সে পড়ে যেতে লাগল:

সোভিয়েত সরকারের যে-সকল শত্রু ধৃত হইয়া ১৫ নং ইন্‌জেন্‌স্কায়া ডিভিশনের বিপ্লবী আদালতের তদন্তকারী কমিশনে সোপর্দ হইল তাহাদের বিরুদ্ধে

অভিযোগপত্র

নং	পদবী ও নাম	গ্রেপ্তার হইবার কারণ	মন্তব্য
১	কোরশুনভ মিরোন গ্রিগোরিয়েভিচ	প্রাক্তন আতামান, অপরের শ্রম শোষণ করিয়া ধনী	
২	সিনিলিন ইভান আভ্‌দেই-য়েভিচ	সোভিয়েত সরকার উচ্ছে-দের জন্য প্রচার চালায়	
৩	কাশুলিন মাত্‌ভেই ইভান-ভিচ্	ঐ	
৪	মাইদান্নিকভ্ সেমিওন গাভ্রিলভিচ	অফিসারের কাঁধপটি আঁটিয়া রাস্তায় সরকার বিরোধী ধ্বনি তোলে	
৫	মেলেখভ পান্তেলেই প্রকো-ফিয়েভিচ	ফৌজী পরিষদের সদস্য	
৬	মেলেখভ গ্রিগোরি পান্তে-লেয়েভিচ	সাব-অল্টার্ণ, বিরোধী মনো-ভাবাপন্ন, বিপজ্জনক	
৭	কাশুলিন আন্দ্রেই মাত্‌ভেই-য়েভ্	পদ্‌তিওলকভের বিপ্লবী কসাক-বাহিনীর লোক-দিগকে গুলি করিয়া হত্যার কাজে লিপ্ত ছিল	
৮	বদোভ্‌স্কোভ ফেদোত নি-কিফরভ	ঐ	
৯	বগাতিরিওভ আর্খিপ মাত্‌-ভেইয়েভ	গির্জার রক্ষক, গির্জার বাড়িতে সরকার বিরোধী প্রচারে লিপ্ত হয়, জনসাধা-রণকে উসকানি দেয়, বিপ্লব-বিরোধী	
১০	করলিওভ জাখার লিওন্-তিয়েভ	অস্ত্র সমর্পণে অস্বীকার করে, নির্ভরযোগ্য নহে	

মেলেখভ পরিবারের দু'জন আর বগোতৃস্কোভের বিরুদ্ধে মন্তব্যের জায়গায় যা লেখা ছিল সেটা স্টকমান পড়ে শোনাল না। সেখানে ছিল এই রকম: 'সোভিয়েত সরকারের উল্লিখিত শত্রুদিগকে গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয় নাই, যেহেতু উহাদের দুইজনকে রসদগাড়ি যোগে বকোভ্স্কায়া স্টেশনে কার্তুজ সরবরাহের জন্য পাঠানো হইয়াছে। আর পান্তেলেই মেলেখভ টাইফাস জ্বরে শয্যাশায়ী। প্রথমোক্ত দুইজনকে ফিরিয়া আসামাত্রই গ্রেপ্তার করিয়া জেলা-সদরে চালান করিয়া দেওয়া হইবে। তৃতীয়জনের সুস্থ হইবার অপেক্ষামাত্র।'

কয়েক মুহূর্তের জন্য সভা নিস্তব্ধ। তারপর ফেটে পড়ল চিৎকার।

'মিথ্যে কথা!'

'বাজে কথা বোলো না! বলেছে ওরা সরকারের বিরুদ্ধে!'

'ওসব লোকের অমনই গতি হওয়া উচিত!'

'ওদের অত খাতির করার কী আছে?'

'গুচ্ছের মিছে কথা!'

স্টকমান আবার মুখ খুলল। মনে হল এবারে যেন লোকে মন দিয়ে ওর কথা শুনছে। এমন কি মাঝে মাঝে চিৎকার করে সায়ও দিচ্ছে। কিন্তু শেষে যখন শ্বেতরক্ষীদের সঙ্গে পালিয়ে যাওয়া লোকদের সম্পত্তি ভাগ-বাঁটোয়ারার প্রশ্ন তুলল তখন সকলে চুপ করে গেল।

'কী ব্যাপার? তোমরা সবাই বোবা হয়ে গেলে যে!' বিরক্ত হয়ে ইভান আলেক্সেইয়েভিচ জিজ্ঞেস করে।

লোকজন ছত্রভঙ্গ হয়ে সরে পড়তে লাগল। গাঁয়ের সবচেয়ে গরিব লোকদের একজন সিওম্‌কা – লোহার বলে লোকে তাকে ডাকে – একটু ইতস্তত করে সামনে এগিয়ে আসছিল। তারপর কী ভেবে মত পালটাল। হাতের দস্তানাটা নাড়িয়ে বলল, 'মালিকরা যখন ফিরে আসবে তখন আর দেখতে হবে না। . . .'

স্টকমান বোঝানোর চেষ্টা করল কেউ যেন চলে না যায়। এদিকে কশেভয়ের মুখ ছাইয়ের মতো ফেকাসে হয়ে গিয়েছিল। ইভান আলেক্সেইয়েভিচের কানে কানে সে বলল, 'আমি বলেছিলাম না নেবে না। এই সম্পত্তি ওদের না দিয়ে বরং এখুনি পুড়িয়ে ফেলা উচিত! . . .'

পঁচিশ

চিন্তিতভাবে হাতের চাবুকটা টপবুটের গায়ে চাপড়াতে চাপড়াতে মাথা নীচু করে কশেভয় ধীরে ধীরে মোখভের বাড়ির দেউড়ির ধাপ বয়ে উঠতে লাগল। সামনের দরজার কাছে গলি-বারান্দায় সরাসরি মেঝেতে গাদা মেরে পড়ে ছিল অনেকগুলো জিন। কিছুক্ষণ আগেই কেউ এসেছে বলে মনে হচ্ছে - একটা রেকাবে ঘোড়সওয়ারের বুটের সোলে চেপ্টে যাওয়া, ঘোড়ার নাদে হলুদ বরফের ডেলা এখনও সম্পূর্ণ গলে নি, নীচে চিকমিক করছে খানিকটা জমা জল। জলকাদায় নোংরা বারান্দার মেঝেতে পা ফেলার সময় এসবই কশেভয়ের নজরে পড়ল। নক্সা-কাটা নীল রেলিং, ভাঙা গরাদের হাঁ আর দেয়ালের কাছের বেগনী আভা-ছড়ানো জমাট শিশিরের ফুরফুরে স্তরের ওপর দিয়ে তার দৃষ্টি ঘুরে ঘুরে যেতে থাকে। জানলার ওপরও এক ঝলক দৃষ্টি পড়ল। শার্সিটা ভেতর থেকে ভাপে এমন ঘেমে উঠেছে যে সব ঘোলাটে দেখাচ্ছে। কিন্তু সে যা দেখছে তার কিছুই যেন চেতনায় ছাপ ফেলতে পারছে না। সবই অস্পষ্ট, স্বপ্নের মতো ভাসা ভাসা। গ্রিগোরি মেলেখভের প্রতি অনুকম্পা আর ঘৃণার মিশ্র অনুভূতিতে অস্থির হয়ে ওঠে মিশ্‌কার সরল হৃদয়।

বিপ্লবী কমিটির দপ্তরের সামনের বড় ঘরটা তামাক, ঘোড়ার সাজ আর গলা বরফের বিশ্রী গন্ধে ভারী হয়ে আছে। মোখভরা দনেৎসের ওপাড়ে পালিয়ে যাওয়ার পর ওদের ঝি-চাকরদের মধ্যে একজন চাকরানী বাড়িতে থেকে গিয়েছিল। টালি-বসানো বড় চুল্লীটা ধরাচ্ছে। পাশের ঘরে মিলিশিয়ার সেপাইরা জোরে জোরে হাসছে। 'কিসের মজা পেল কে জানে! আর সময় পেল না!...' বড় বড় পা ফেলে ওদের পাশ কাটিয়ে যেতে যেতে বিরক্ত হয়ে ভাবল কশেভয়, তারপর রেগেমেগে শেষ বারের মতো টপবুটের গায়ে চাবুক চাপড়ে দরজায় টোকা না দিয়েই কোনার ঘরটাতে ঢুকে পড়ল।

লেখার টেবিলের পাশে বসে আছে ইভান আলেক্সেইয়েভিচ। তার গায়ের তুলো দেওয়া গরম কোর্তাটার বোতাম খোলা। ভেড়ার লোমের কালো টুপিটা মাথার একপাশে কাত করে পরা। ঘর্মাক্ত মুখে ক্লান্তি আর দুশ্চিন্তার ছাপ। তার পাশে সেই একই ক্যাভালরির ওভারকোট গায়ে জানলার ধারিতে বসে আছে স্টকমান। কশেভয়কে দেখে মৃদু হেসে ইশারায় তার পাশে বসতে বলল।

'তারপর, কী খবর মিখাইল? বোসো।'

কশেভয় পা ছড়িয়ে বসল। স্টকমানের শান্ত সংযত গলায় ও যেন সংবিৎ ফিরে পেল।

'এক বিশ্বস্ত লোকের কাছ থেকে খবর পেয়েছি... গতকাল সন্ধ্যায় গ্রিগোরি মেলেখভ নাকি বাড়ি ফিরেছে। কিন্তু আমি ওদের কাছে যাই নি।'

'তোমার কী মনে হয় এ ব্যাপারে?'

স্টকমান সিগারেট পাকাতে পাকাতে মাঝে মাঝে আড়চোখে তাকাচ্ছিল ইভান আলেক্সেইয়েভিচের দিকে, অপেক্ষা করছিল সে কী বলে।

'কী বলতে চাও? তলকুঠুরিতে কয়েদ করে রেখে দিতে বল, নাকি আরও কিছু?' ঘন ঘন চোখ পিটপিট করতে করতে ইতস্তভাবে জিজ্ঞেস করে ইভান আলেক্সেইয়েভিচ।

'তুমি আমাদের বিপ্লবী কমিটির চেয়ারম্যান।... তুমিই ভালো বোঝ।'

স্টকমান মৃদু হেসে এড়ানোর ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকায়। এমন বিদ্রূপভরে সে হাসতে পারে যে তার জ্বালা চাবুকের ঘায়ের চেয়ে কম লাগে না। ইভান আলেক্সেইয়েভিচের চিবুক ঘেমে উঠল।

দাঁতে দাঁত চেপে তীক্ষ্ণ গলায় সে জবাব দিল, 'হ্যাঁ, আমি চেয়ারম্যান। আমি গ্রিশ্‌কা আর ওর ভাই, ওদের দু'জনকেই ধরে ভিওশেন্‌স্কায়ায় চালান ক'রে দিচ্ছি!'

'গ্রিগোরি মেলেখভের ভাইকে ধরার কোন অর্থ হবে বলে আমি মনে করি না। ওকে আড়াল দিয়ে রাখছে ফোমিন। তুমি ত জানোই ফোমিন ওর কত তারিফ করে।... কিন্তু গ্রিগোরিকে ধরতে হয় আজই, এই মুহূর্তে। কাল আমরা ওকে ভিওশেন্‌স্কায়ায় পাঠাব, তবে ওর সম্পর্কে কাগজপত্র আজই বিপ্লবী আদালতের চেয়ারম্যানের নামে একজন ঘোড়সওয়ার মিলিশিয়া-সেপাইকে দিয়ে পাঠানো চাই।'

'গ্রিগোরিকে সন্ধেবেলায় ধরলে হয় না? কী বলেন ওসিপ দাভিদভিচ?'

স্টকমান খক খক করে কাশতে থাকে। কাশির দমকটা কাটিয়ে উঠে দাড়ি মুছে জিজ্ঞেস করে, 'সন্ধেবেলায় কেন?'

'তাহলে কথাবার্তা কম হবে।...'

'ওসব... বুঝলে কিনা, ওসব হল বাজে ব্যাপার।'

'মিখাইল, দু'জন লোককে সঙ্গে নিয়ে এখুনি গিয়ে গ্রিশ্‌কাকে ধর। ওকে আলাদা জায়গায় কয়েদ করে রাখবে। বুঝেছ?'

কশেভয় জানলার ধারি ছেড়ে নেমে মিলিশিয়ার সেপাইদের কাছে চলে গেল। স্টকমান ছিন্নভিন্ন ছাইরঙা পশমী বুট হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে ঘরের ভেতরে পায়চারী করতে করতে টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে পড়ে জিজ্ঞেস করল, 'শেষ দফায় যোগাড় করা হাতিয়ারগুলো সব পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে ত?'

'না।'

'কেন?'

'গতকাল সময় হয়ে ওঠে নি।'

'কেন?'

'আজ পাঠাব।'

স্টকমান কপাল কোঁচকাল। কিন্তু পরক্ষণেই ভুরু সামান্য তুলে দ্রুত উচ্চারণে জিজ্ঞেস করল, 'মেলেখভরা ওদের অস্ত্র জমা দিয়েছে?'

ইভান আলেক্সেইয়েভিচ মনে করার চেষ্টা করল। চোখ কোঁচকাল। তারপর তার মুখে হাসি ফুটে উঠল।

'দিয়েছে ত ওরা যেমন জমা দেওয়ার ঠিক তেমনি – দুটো রাইফেল আর দুটো নাগান রিভলভার। কিন্তু তোমার কি মনে হয় ও-ই সব?'

'সব নয় বলছ?'

'হুঃ! অতই বোকা ঠাউরেছ!'

'আমারও তাই মনে হয়।' স্টকমান ঠোঁটে ঠোঁট চাপে। সূক্ষ্ম রেখার মতো হয়ে দাঁড়ায় তার ঠোঁটজোড়া। 'তোমার জায়গায় আমি হলে গ্রেপ্তারের পর তন্নতন্ন করে খানাতল্লাশি চালাতাম ওদের বাড়িতে। ভালো কথা, তুমি কিন্তু কম্যাণ্ডান্টকে বলে রেখো। ভাবনাচিন্তাগুলো তুমি ঠিকই কর বটে, কিন্তু এছাড়া কাজও যে করতে হয়।'

কশেভয় ফিরে এলো আধঘণ্টা পরে। বারান্দা দিয়ে দ্রুত দৌড়ুতে দৌড়ুতে এসে ক্ষিপ্ত হয়ে দড়াম করে দরজা খুলে চৌকাটে দাঁড়িয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে চিৎকার করে বলল, 'যোড়ার ডিম!'

'কী-ই-ই,' দ্রুত ওর দিকে এগিয়ে আসতে আসতে গোল গোল করে ভয়ঙ্কর চোখ পাকিয়ে স্টকমান জিজ্ঞেস করল। লম্বা গ্রেটকোটটা দু'পায়ের মাঝখানে লটপট করতে থাকে, তার কিনারা আছাড় খেতে থাকে পশমী জুতোর গায়ে।

স্টকমানের গলার স্বর শান্ত ছিল বলে হোক অথবা অন্য কোন কারণেই হোক, কশেভয় বেজায় খেপে গিয়ে গর্জন করে উঠল, 'তুমি অমন চোখ পাকিও না বলছি! . . .' বলেই সে একটা কাঁচা খিস্তি দিল। 'শুনলাম গ্রিশ্‌কা সিন্‌গিনে ওর পিসির বাড়ি চলে গেছে। আমি তার কী করব? তোমরা কোথায় ছিলে শুনি? ভেরেশ্তা ভাজছিলে নাকি? হুঃ। গেল ত গ্রিশ্‌কা ফসকে! আমার ওপর তর্জন গর্জন করে কোন কাজ হবে না! আমার কাজ গোবুবাছুরের কাজ – খাই দাই, নিজের খোঁড়লটির মধ্যে থাকি। কিন্তু তোমরা কী ভেবেছিলে?' স্টকমান সোজা তার দিকে এগিয়ে আসছিল। পায় পায় পিছিয়ে যেতে যেতে চুনীর টালি দেওয়া দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে হেসে ফেলল সে। 'আর

এগিয়ো না ওসিপ দাভিদভিচ! আর এগিয়ো না, ভগবানের দিব্যি, তাহলে কিন্তু মারব এক ঘা।'

স্টকমান ওর সামনে একটুক্ষণ দাঁড়াল, দাঁড়িয়ে আঙুল মটকাল। ঝকঝকে সাদা দাঁত বার করে মিশ্‌কাকে হাসতে দেখে, ওর দুচোখে হাসি আর অকুণ্ঠ বিশ্বাস ঝরে পড়তে দেখে দাঁতে দাঁত চেপে সে বলল, 'সিন্‌গিনের রাস্তা জানা আছে?'

'তা জানা আছে।'

'তাহলে ফিরে এলে যে বড়? আবার বলে বেড়াও কিনা জার্মানদের সঙ্গে লড়াই করেছিলে - তোমার মাথা আর মুণ্ডু।' ইচ্ছে করে অবজ্ঞার ভাব দেখিয়ে সে চোখ কোঁচকায়।

* * *

'ধোঁয়া ধোঁয়া নীলাভ কুয়াশার নীচে ঢাকা পড়ে আছে স্তেপের মাঠ। দনের পারের টিলার ওপাশ থেকে রক্তিম চাঁদ উঠছে। নিষ্প্রভ তার কিরণে আকাশের তারার অনুপ্রভ আলোর দীপ্তি ম্লান হয় না।

সিন্‌গিনের রাস্তা ধরে চলেছে ছয়জন ঘোড়সওয়ার। ঘোড়াগুলো চলছে দুলকি চালে। কশেভয়ের পাশে পাশে ড্রাগুন ঘোড়সওয়ারের জিনের ওপর ঝাঁকুনি খেতে খেতে চলেছে স্টকমান। তার বাহন দন জাতের উঁচু বাদামী রঙের ঘোড়াটা সর্বক্ষণ ছটফট করছে, কায়দা করে ঘাড় বাঁকিয়ে ঘোড়সওয়ারের হাঁটু কামড়ানোর চেষ্টা করছে। যেন কিছুই হয় নি এমন ভাব ক'রে স্টকমান কোন মজার ঘটনা বলে যাচ্ছে। মিশ্‌কা জিনের মাথার ওপর ঝুঁকে পড়ে বাচ্চা ছেলের মতো খিলখিল করে হাসছে। হাসতে হাসতে তার দম আটকে আসছে, হেঁচকি উঠছে। বারবার সে চেষ্টা করছে স্টকমানের মাথা-ঢাকার তলা দিয়ে তার কঠিন, সদাজাগ্রত চোখদুটি দেখার।

সিন্‌গিনে তন্নতন্ন করে খুঁজেও কোন ফল পাওয়া গেল না।

ছাব্বিশ

বকোভ্‌স্কায়া থেকে রসদগাড়ির সঙ্গে চের্‌নিশেভ্‌স্কায়ায় যেতে হল গ্রিগোরিকে। ফিরল সে দশ দিন বাদে। সে ফিরে আসার দু'দিন আগেই তার বাপ গ্রেপ্তার হল। পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ তখন সবে টাইফাস জ্বর থেকে সেরে উঠে হাঁটতে শুরু করেছে। রোগশয্যা ছেড়ে ওঠার পর তার চুল আরও সাদা হয়ে গেছে,

তাকে দেখতে হয়েছে ঘোড়ার কঙ্কালের মতো হাড্ডিসার। রুপোলি রঙের কোঁকড়া ভেড়ার লোমের মতো চুল উঠে পাতলা হয়ে গেছে – যেন পোকায় খেয়েছে। দাড়িতে জট পড়েছে, কিনারাগুলো সাদা ধবধব করছে।

মিলিশিয়ার সেপাই তাকে নিয়ে যাবার আগে গোছগাছের জন্য দশ মিনিট সময় দিয়েছিল। ভিওশেন্‌স্কায়ায় পাঠানোর আগে তাকে মোখভের বাড়ির পাতাল কুঠুরিতে কয়েদ করে রাখা হল। সুগন্ধী আপেলের তীব্র গন্ধে ভরপুর কুঠুরিতে সে ছাড়া আরও নয়'জন বুড়ো এবং একজন অবৈতনিক হাকিমও ছিল।

পেত্রো এই খবর গ্রিগোরিকে দিল – গ্রিগোরি স্লেজগাড়ি চালিয়ে বাড়ির ফটকের ভেতরে ঢুকতে না ঢুকতেই তাকে বুদ্ধি দিল। বলল, 'তুই ভাই এক্ষুনি গাড়ির মুখ ঘুরিয়ে নে। . . . তোর খোঁজখবর নিচ্ছিল ওরা, জানতে চাইছিল কবে বাড়ি ফিরবি। যা, ঘরে গিয়ে একটু গা-হাত-পা সেঁকে গরম করে নে, বাচ্চাদের একবার চোখের দেখা দেখে নে, তারপর চল্‌ আমি তোকে দিয়ে আসি রিব্‌নি গাঁয়ে। সেখানে গা ঢাকা দিয়ে সুযোগের অপেক্ষায় থাক। ওরা জিজ্ঞেস করলে বলব সিন্‌গিনে পিসির বাড়ি গেছে। ওরা আমাদের সাতজনকে ইতিমধ্যে গুলি করে মেরে ফেলেছে, শুনেছিস? ওঃ, বাবারও যেন সেই গতি না হয়! . . . আর তোর কথা না বলাই ভালো!'

গ্রিগোরি রান্নাঘরে আধঘণ্টাখানেক বসল, তারপর ঘোড়ায় জিন চাপিয়ে সে-রাতেই চলে গেল রিব্‌নিতে। সেখানে মেলেখভদের এক দূর সম্পর্কীয় আত্মীয় একজন অতিথিবৎসল কসাক গ্রিগোরিকে ঘুঁটের গাদার ভেতরে লুকিয়ে রেখে দিল। সেখানে ও দুটো দিন কাটাল। শুধু রাত হলে বেরিয়ে আসত নিজের খোঁড়ল থেকে।

সাতাশ

সিন্‌গিন থেকে ফেরার পরের দিন কমিউনিস্ট সেল্‌-এর মিটিং কবে হবে জানার জন্য ইয়েমেলিয়ানকে সঙ্গে নিয়ে মিশ্‌কা কশেভয় রওনা দিল ভিওশেন্‌স্কায়ায়। সে, ইভান আলেক্সেইয়েভিচ, ইয়েমেলিয়ান, দাভিদ্‌কা আর ফিল্‌কা ঠিক করেছে আনুষ্ঠানিক ভাবে পার্টিতে যোগ দেবে।

কসাকদের ফেরত দেওয়া অস্ত্রশস্ত্রের শেষ চালান, স্কুল বাড়ির উঠোনে পাওয়া একটা মেশিনগান আর জেলা বিপ্লবী কমিটির সভাপতির কাছে স্টকমানের লেখা একখানা চিঠি সঙ্গে নিয়ে চলেছে মিশ্‌কা। ভিওশেন্‌স্কায়াতে যাবার পথে কূলের জলামাঠের খরগোসগুলো গাড়ির আওয়াজে ভড়কে পালাতে লাগল। যুদ্ধের এই

কয়েক বছরের মধ্যে তাদের সংখ্যা এত বেড়ে গেছে, যাযাবরের মতো তারা এত বেশি সংখ্যা ইতস্তত ঘুরে বেড়াতে থাকে যে পদে পদে যেখানে সেখানে তাদের দেখা পাওয়া যায়। খরগোসের লেজ নলখাগড়ার মতো আকছার দৃশ্য। স্লেজগাড়ির ক্যাঁচকোঁচ আওয়াজে ভয় পেয়ে সাদা পেটওয়ালা ছাইরঙা একটা খরগোস এক লাফে বেরিয়ে আসে, কালো পাড় ঘেরা লেজটা ঝলকাতে ঝলকাতে পরিষ্কার বরফের গায়ে আঁক কাটতে কাটতে ছুটে পালাতে থাকে। ইয়েমেলিয়ান গাড়ি চালাতে চালাতে হাতের লাগাম ফেলে দিয়ে ভয়ঙ্কর চিৎকার করে ওঠে: 'মার্ মার্! দাও ওটাকে খতম করে!'

মিশ্‌কা লাফিয়ে ওঠে, এক হাঁটু তুলে তার ওপর বন্দুকখানা রেখে সেখান থেকে গড়ানে গোলাটাকে লক্ষ করে বন্দুকের ঘোড়া টিপে দেয়। কিন্তু হতাশ হয়ে দেখে বন্দুকের গুলিতে ওর চারধারে সাদা বরফের গুঁড়ো ছিটকে উঠেছে। অথচ ওই গোলাটা গতিবেগ বাড়িয়ে দিয়ে আগাছার মাথার বরফের আচ্ছাদন ঝরিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে জঙ্গলের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে অদৃশ্য হয়ে গেল।

বিপ্লবী কমিটির অফিসে প্রচণ্ড হৈ-হট্টগোল চলছে। কিছুই বোঝার উপায় নেই। লোকে কেমন যেন বিচলিত হয়ে ছুটোছুটি করছে। ঘোড়ায় চড়ে সংবাদবাহকরা আসছে যাচ্ছে, রাস্তায় লোকজন আশ্চর্যরকম কম। এই অস্থির ছুটোছুটির কারণ কী হতে পারে বুঝতে না পেরে মিশ্‌কা অবাক হয়ে গেল। কমিটির সহ-সভাপতি অন্যমনস্ক ভাবে স্টকমানের চিঠিটা পকেটে পুরল। কোন জবাব দেবার আছে কিনা এই প্রশ্নের উত্তরে সে বেজায় খাপ্পা হয়ে উঠল।

'ছাড় দেখি, চুলোয় যাও! তোমাদের নিয়ে মাথা ঘামানোর সময় নেই!'

চত্বরে গার্ড কোম্পানির লাল ফৌজীরা ইতস্তত ঘুরে বেড়াচ্ছে। একটা ফৌজী খানাগাড়ি ধোঁয়া তুলতে তুলতে চলে গেল। চত্বরের ওপর ছড়িয়ে পড়ল মাংস আর তেজপাতার গন্ধ।

কপেভয় বিপ্লবী আদালতের দপ্তরে ঢুকল তার চেনাজানা কারও সঙ্গে বসে একটু তামাক টানবে বলে।

'তোমাদের এখানে এত সব হৈ চৈ কিসের?' সে জিজ্ঞেস করল।

স্থানীয় একজন তদন্তকারী গ্রমোভ অনিচ্ছাসত্ত্বেও ওর কথার উত্তরে বলল, 'কাজান্‌স্কায়ায় কিছু একটা হাঙ্গামা বেধেছে। সাদারা ঢুকে পড়েছে, নাকি কসাকরা বিদ্রোহ করেছে – ওই গোছের কিছু। গুজব শোনা যাচ্ছে গতকাল নাকি ওখানে লড়াই চলেছে। টেলিফোনের লাইন কাটা।'

'খবরটা নেওয়ার জন্যে একজন কোন ঘোড়সওয়ারকে ওখানে পাঠালেই ত হত।'

'পাঠানো হয়েছে। ফিরে আসে নি। আজ ইয়েলান্স্কায়ায় একটা কোম্পানি গেল। সেখানেও কিসের যেন গোলমাল।'

জানলার ধারে বসে বসে ওরা সিগারেট টানতে থাকে। স্থানীয় ব্যবসায়ীর জমকাল বাড়িটা বিপ্লবী আদালতের দপ্তর হয়েছে। জানলার বাইরে ঝিরি ঝিরি বরফ পড়ছে।

পাইন বনের কাছাকাছি, বসতির ওপারে চেওর্নায়ার দিকের কোত্থেকে যেন ভেসে এলো গুলির চাপা আওয়াজ। মিশ্‌কার মুখ ফেকাশে হয়ে গেল, সিগারেটটা পড়ে গেল মুখ থেকে। যারা যারা ঘরে ছিল তারা সবাই ছুটে বেরিয়ে এলো উঠোনে। গুলির আওয়াজ এখন রীতিমতো জোরাল ও ভারী হয়ে উঠেছে। ছাড়া ছাড়া গুলির আওয়াজ বাড়তে বাড়তে ঝাঁকে ঝাঁকে সাঁই সাঁই করে গুলি এসে পড়তে লাগল, বিঁধতে লাগল চালাঘর আর ফটকের তক্তার গায়ে। উঠোনেই জখম হল একজন লাল ফৌজী। কাগজপত্র ডেলা পাকিয়ে পকেটে গুঁজতে গুঁজতে হন্তদন্ত হয়ে চাতালে ছুটে বেরিয়ে এলো গ্রমোভ। গার্ড কোম্পানীর অবশিষ্ট লোকদের বিপ্লবী কমিটির দপ্তরের সামনে সার বেঁধে দাঁড় করানো হয়েছে। ভেড়ার চামড়ার খাটো ওভার-কোট গায়ে কম্যাণ্ডার লাল ফৌজীদের সারির মাঝখানে মাকুর মতো এদিক-ওদিক ঘুরছে। সার বেঁধে কোম্পানীকে সে দুলকি চালে ছুটিয়ে নিয়ে চলল দনের ঢালের দিকে। ভয়ঙ্কর আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ল। চাতালের ওপর লোকজন ছুটোছুটি শুরু করে দিল। সওয়ারহীন জিন লাগানো একটা ঘোড়া মাথা উঁচিয়ে লাফাতে লাফাতে ছুটে চলে গেল।

হতচকিত কশেভয় নিজেই বুঝতে পারল না কখন সে ছুটে চাতালে চলে এসেছে। দেখল আস্ত্রাখান-আস্তরাখা পরা ফোমিন একটা কালো ঘূর্ণিঝড়ের মতো গির্জার পেছন থেকে ছিটকে বেরিয়ে এলো। ওর উঁচু ঘোড়ার লেজের সঙ্গে একটা মেশিনগান বাঁধা। চাকাগুলো ঘোরার অবকাশ পাচ্ছে না, মেশিনগানটা তাই কাত হয়ে হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে চলেছে আর ঘোড়ার ঊর্ধ্বশ্বাসে ছোটার ফলে এপাশে ওপাশে দুলছে। ফোমিন জিনের কাঠামোর সামনে ঝুঁকে বসে আছে। দেখতে দেখতে সে পাহাড়ের তলায় অদৃশ্য হয়ে গেল, পেছনে রেখে গেল গুঁড়ো বরফের রুপোলি ধোঁয়া-রেখা।

প্রথমেই মিশ্‌কার চিন্তা হল ঘোড়াগুলোর কাছে যাওয়া। সে নীচু হয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে চৌরাস্তার মোড় পার হয়ে গেল। দম নেওয়ার জন্য একবারও থামল না। যে বাড়িতে তারা উঠেছিল ছুটতে ছুটতে সে যখন সেখানে এসে পৌঁছুল তখন তার বুক ভীষণ ধড়ফড় করছে। ইয়েমেলিয়ান ঘোড়ার সাজ পরাতে শুরু করে দিয়েছে, কিন্তু ভয়ে দিশেহারা হয়ে চামড়ার ফিতের বাঁধন লাগাতে পারছে না।

'কী ব্যাপার মিখাইল? কী হয়েছে?' দাঁতে দাঁত ঠকঠক করতে করতে বিড়বিড় করে সে বলল। জোয়াল জুতল ত লাগাম হারিয়ে ফেলল। লাগাম যাও বা পেল, লাগাতে শুরু করল ত জোয়ালের চামড়ার গলাবন্ধের বাঁ দিকের ফাঁস খুলে গেছে।

যে বাড়িতে ওরা উঠেছিল তার আঙিনার মুখ স্তেপের মাঠের দিকে। মিশ্কা পাইন গাছগুলোর দিকে তাকাল, কিন্তু সেখান থেকে পদাতিক সৈন্যের কোন সারি দেখা গেল না। আক্রমণের জন্য ছড়িয়ে পড়ে কোন ঘোড়সওয়ার ফৌজও এগিয়ে আসছে না। কোথায় যেন গুলিগোলা চলছে। পথঘাট জনশূন্য। গোটা জায়গাটা কেমন যেন মামুলী ধরনের আর একঘেয়ে। আবার সেই সঙ্গে সাংঘাতিক কিছু একটা ঘটতে চলেছে – বিদ্রোহ মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে।

ইয়েমেলিয়ান যতক্ষণ ঘোড়া নিয়ে ব্যস্ত ততক্ষণ মিশ্কা মুহূর্তের জন্যও চোখ সরায় না স্তেপের দিক থেকে। ও দেখল রাস্তার ধারের ভজনালয়ের ওপাশ থেকে গত ডিসেম্বরে যেখানে রেডিও স্টেশন পুড়িয়ে ফেলা হয়েছিল সে জায়গার পাশ দিয়ে কালো ওভারকোট গায়ে একটা লোক ছুটে যাচ্ছে। লোকটা অনেকখানি নীচু হয়ে সামনে ঝুঁকে পড়ে বুকে হাত চেপে প্রাণপণে ছুটছে। ওভারকোট দেখে কশেভয় তাকে তদন্তকারী গ্রমোভ বলে চিনতে পারল। তাছাড়া এরই মধ্যে বেড়ার ওপাশ থেকে ঝলক মেরে বেরিয়ে আসতে দেখল এক ঘোড়সওয়ারের মূর্তি। তাকেও মিশ্কা চিনতে পারল। লোকটা ভিওশেন্স্কায়ার এক ছোকরা কসাক। নাম চের্নিচ্কিন। কট্টর প্রতিবিপ্লবী। চের্নিচ্কিনের শ' দুয়েক গজ আগে ছুটতে ছুটতে গ্রমোভ একবার, তারপর আবার আরও এক বার পিছন ফিরে তাকাল। ওই অবস্থায়ই সে পকেট থেকে রিভলভার বার করল। গুলির আওয়াজ হল একবার, আবার। গ্রমোভ একটা বালির টিলার মাথার ওপর ছুটে গিয়ে সেখান থেকে গুলি ছুঁড়ল। ছুটন্ত ঘোড়া থেকে লাফিয়ে নেমে পড়ল চের্নিচ্কিন, ঘোড়ার মুখের লাগাম ধরে রেখে ঘাড় থেকে রাইফেল নামিয়ে শুয়ে পড়ল বরফের ঢিবির আড়ালে। প্রথম গুলিটা লাগার পর গ্রমোভ কাত হয়ে চলতে চলতে বাঁ হাতে ঝোপের ডালপালা আঁকড়ে ধরল। টিলাটার ওপর একটা পাক খেয়ে সে বরফের মধ্যে মুখ গুঁজে পড়ে গেল। 'লোকটাকে মেরে ফেলল!' মিশ্কা মনে মনে বলল। আতঙ্কে হিম হয়ে গেল ওর শরীর। হাতের টিপের জন্য চের্নিচ্কিনের খুব নামডাক ছিল। জার্মান যুদ্ধ থেকে যে অস্ট্রীয় কারবাইনটা সে নিয়ে এসেছিল তা দিয়ে যে-কোন দূরত্ব থেকে যে-কোন লক্ষ্যবস্তু সে অব্যর্থভাবে ভেদ করতে পারত। স্লেজে উঠে ফটক পার হয়ে যেতে যেতে মিশ্কা দেখতে পেল টিলার ওপরে ছুটে গিয়ে চের্নিচ্কিন বরফের ওপর এলোমেলো

হয়ে পড়ে থাকা কালো ওভারকোটটার ওপর তলোয়ারের কোপ বসিয়ে দিল।

দনের ওপর দিয়ে বাজকি যাবার চেষ্টা করতে গেলে বিপদ ডেকে আনা হবে। দনের সাদা বিস্তারের ওপর ঘোড়া এবং সওয়ারী লক্ষ্য করে গুলি চালাবার চমৎকার সুযোগ দেওয়া হত।

ইতিমধ্যেই গার্ড কোম্পানীর দু'জন লাল ফৌজী গুলি খেয়ে পড়ে আছে সেখানে। এই কারণে ইয়েমেলিয়ান ঝিলের ওপর দিয়ে বনের দিকে গাড়ি ঘুরিয়ে দিল। ঝিলের জমাট বরফের ওপর আধাগলা বরফ আর জল দাঁড়িয়ে গেছে। ঘোড়ার খুরের চাপে গলগল করে জল আর ডেলা ডেলা বরফ ছিটকে পড়তে লাগল, স্লেজের পাটা এঁকে দিয়ে চলল গভীর হলরেখা। পাগলের মতো গাড়ি হাঁকিয়ে ওরা তাতারস্কির কাছে এলো। কিন্তু পারানির ঘাটের কাছে আসার পর ইয়েমেলিয়ান লাগাম কষে ধরল, বাতাসের ঝাপটায় লাল হয়ে ওঠা মুখটা কশেভয়ের দিকে ফিরাল।

'কী করা যায় ? ধর আমাদের এখানেও যদি এমন হুলস্থুল কাণ্ড ঘটে থাকে ?'

মিশ্‌কার চোখে ব্যাকুলতার ছায়া খেলে যায়। গাঁয়ের দিকে ভালো করে তাকিয়ে দেখে। দনের কিনারার রাস্তা ধরে দু'জন ঘোড়সওয়ার ছুটে আসছে। দুই মিলিশিয়া-সেপাই বলে মিশ্‌কার মনে হল।

'গাঁয়ের ভেতরেই চালিয়ে নিয়ে যাও। আর কোথাও যাবার জায়গা নেই আমাদের!' মন ঠিক করে সে বলল।

নিদারুণ অনিচ্ছাভরে ইয়েমেলিয়ান ঘোড়া হাঁকাল। দন পার হল। ঢাল বয়ে ওপরে উঠে গেল। এমন সময় দেখতে পেল ওপরের কিনারা থেকে তাদের দিকে ছুটে আসছে চালিয়াত আন্তদেইচের ছেলে আন্তিপ্ আর গাঁয়ের দু'জন বুড়ো।

'এই ত মিশ্‌কা!' আন্তিপের হাতে রাইফেল দেখতে পেয়ে ইয়েমেলিয়ান রাশ টেনে চট করে পেছনে ঘুরিয়ে দিল ঘোড়াগুলোকে।

'থাম বলছি!'

একটা গুলি ছুটল। ইয়েমেলিয়ান লাগামটা হাতে ধরেই পড়ে গেল। ঘোড়াগুলো ছুটতে ছুটতে বেড়ার গায়ে এসে ধাক্কা খেল। কশেভয় লাফিয়ে নেমে পড়ল গাড়ি থেকে। চামড়ার হাল্কা জুতো পায়ে হড়কাতে হড়কাতে তার দিকে ছুটে আসছে আন্তিপ। ছুটতে ছুটতে টাল সামলে সে থমকে দাঁড়াল, রাইফেলটা তুলে নিয়ে তাক করল। বেড়ার গায়ে পড়তে পড়তে মিশ্‌কা লক্ষ করল বুড়োদের একজনের হাতে বিদেকাঠি – সাদা সাদা দাঁতগুলো উঁচিয়ে আছে।

'মার্ ওটাকে!'

কাঁধে একটা প্রচণ্ড জ্বালা অনুভব করল কশেভয়, এতটুকু শব্দ না করে

দু'হাতে চোখ ঢেকে মাটিতে পড়ে গেল। লোকটা ওর ওপর ঝুঁকে পড়ে ভারী নিঃশ্বাস ফেলতে ফেলতে কাঁটা দিয়ে খোঁচাতে লাগল ওকে।

'উঠে দাঁড়া শুয়োরের বাচ্চা!'

এর পরে সবটা কশেতয়ের মনে পড়ে স্বপ্নের মতো। ফোঁপাতে ফোঁপাতে ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল আন্তিপ, খিমচে ধরল ওর বুক।

'আমার বাপকে যমের হাতে তুলে দিয়েছে। . . . তোমরা ওকে ছেড়ে দাও আমার হাতে। ওকে আমি দেখে নেব এবারে!'

লোকে তাকে টেনে তুলল। ভিড় জমে উঠল। ভিড়ের ভেতর থেকে কে যেন সদিবসা ভারী গলায় যুক্তি দিয়ে বলল, 'ছেলেটাকে ছেড়ে দাও। তোমরা কি খ্রীষ্টানের ছেলে না? ছেড়ে দে আন্তিপ। তোর বাপকে ত আর ফিরিয়ে আনতে পারবি নে। তাহলে একটা লোকের প্রাণ নেওয়া কেন? . . . সরে যাও, সরে যাও ভাইসব! ওই যে ওখানে গুদোমে চিনি ভাগাভাগি হচ্ছে। চলে যাও! . . .'

সন্ধ্যায় মিশ্‌কার যখন জ্ঞান ফিরে এলো তখনও সে ওই বেড়ার পাশেই পড়ে আছে। বিদের খোঁচায় পাঁজরার কাছটা ভীষণ চিড়বিড় করছে। কাঁটাগুলো তার ভেড়ার চামড়ার কোট আর ভেতরের তুলো দেওয়া জ্যাকেট ফুঁড়ে মাত্র খানিকটা মাংসে বিঁধেছে। কিন্তু জখমের জায়গাগুলো ব্যথা করছে। সেখানে চাপ চাপ রক্ত জমে উঠেছে। মিশ্‌কা পায়ে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াল, কান পেতে শোনার চেষ্টা করল। নির্ঘাত বিদ্রোহীদের টহলদাররা গাঁয়ে টহল দিচ্ছে। মাঝে মাঝে এক আধটা গুলির আওয়াজ। কুকুরের ঘেউ ঘেউ ডাক। দূর থেকে কথাবার্তার আওয়াজ কানে আসছে, সামনে এগিয়ে আসছে। গোবুবাছুর চলার রাস্তা ধরে দন বরাবর এগিয়ে চলল মিশ্‌কা। খাতের ওপর উঠে গেল, বরফের ভাঙা স্তরের ওপর দিয়ে হাতড়াতে হাতড়াতে বেড়া ধরে গুঁড়ি মেরে এগোতে লাগল। চলতে চলতে হাত ফসকে বার বার পড়ে যায়। কোথায় এসেছে সে চিনতে পারে না, আন্দাজে অন্ধের মতো চলতে হয়। ঠাণ্ডায় শরীর ঠকঠক করে কাঁপতে থাকে, হাত জমে যায়। ঠাণ্ডার তাড়নায়ই সামনে কার একটা বাড়ির ফটক পেয়ে তার মধ্যে ঢুকে পড়ল সে। ডাল দিয়ে আটকানো খিড়কির দরজা খুলে পেছনের উঠোনে এলো। বাঁ দিকে খড়ভুষি রাখার চালাঘর দেখতে পেল। তার ভেতরে ঢুকতে যাচ্ছিল ও, কিন্তু এমন সময় কার যেন পায়ের শব্দ আর কাশির আওয়াজ কানে এলো। বরফের ওপর পশমের জুতোর মচমচ আওয়াজ তুলে কে যেন চালাঘরে ঢুকল। 'একখুনি খতম করে দেবে!' ভাবনাটা এমনই নিস্পৃহ ধরনের হল যেন নিজের কথা নয়–অন্য কারও কথা ভাবছে কশেভয়। দরজার অন্ধকার হাঁ-টার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে লোকটা।

'কে ওখানে?'

গলাটা ক্ষীণ, মনে হল যেন ভয়-পাওয়া।

দেয়ালের পেছন দিকে পা বাড়ায় মিশ্‌কা।

'কে?' এবারে কণ্ঠস্বর আরও জোরাল, আরও উদ্বিগ্ন শোনাল।

স্তেপান আস্তাখভের গলা চিনতে পেরে চালাঘর থেকে বেরিয়ে এলো মিশ্‌কা।

'স্তেপান, আমি, কশেভয়। . . . ভগবানের দোহাই, বাঁচাও। কাউকে বোলো না কিন্তু, কেমন? বাঁচাও!'

'ও তুমি তাহলে।' টাইফাস জ্বর থেকে সবে উঠেছে স্তেপান, তাই ওর গলার আওয়াজটা দুর্বল শোনাচ্ছে। লম্বাটে শীর্ণ দেখাচ্ছে মুখটা। প্রশস্ত হাসি ছড়িয়ে পড়ল তার মুখে, তাতে দ্বিধার ভাব। 'ঠিক আছে, রাতটা কাটাতে পার, তবে দিনের বেলা অন্য কোথাও চলে যেতে হবে। কিন্তু এখানে এসে পড়লে কী ভাবে বল ত?'

মিশ্‌কা ওর কথার কোন জবাব না দিয়ে অন্ধকারের মধ্যে ওর হাতটা হাতড়ে ধরল। তারপর ভুষির একটা গাদার মধ্যে ঢুকে পড়ল।

পরের দিন রাতে একটু অন্ধকার হতে না হতে মিশ্‌কা মরিয়া হয়ে একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে বসল। নিজের বাড়িতে এসে পৌঁছুল, জানলায় টোকা মারল। বারান্দার দরজা খুলে দিল মা, কেঁদে ফেলল ওকে দেখে। দু'হাতে হাতড়ে হাতড়ে মিশ্‌কার গলা জড়িয়ে ধরল, ওর বুকের ওপর মাথা ঠুকতে লাগল।

'চলে যা! খ্রীষ্টের দোহাই, চলে যা মিশ্‌কা, লক্ষ্মীটি! আজ সকালেই কসাকরা এসেছিল। . . . গোটা বাড়ি তন্নতন্ন ক'রে তোকে খুঁজেছে। আভ্‌দেইচ চালিয়াতের ছেলে আন্তিপটা আমায় চাবুকের বাড়ি মেরে বলল, 'ছেলেকে লুকিয়ে রেখেছিস। ওকে যে তক্‌খুনি খতম করে দিই নি তার জন্যে আফশোস হচ্ছে!'

নিজেদের লোকজন সব কে কোথায় মিশ্‌কা ধারণায় আনতে পারল না। গ্রামে কী হচ্ছে তাও বুঝতে পারল না। মা'র মুখের দু'চার কথা থেকে শুধু এইটুকু জানতে পারল যে দনের পারের সবগুলো গাঁয়ে বিদ্রোহ দেখা দিয়েছে। স্টকমান, ইভান আলেক্সেইয়েভিচ, দাভিদ্‌কা আর মিলিশিয়া-সেপাইরা পালিয়েছে। ফিল্‌কা আর তিমফেই গতকালই বায়োয়ারিতলায় খুন হয়েছে।

'চলে যা! নয়ত তোকে ওরা এখানে খুঁজে পাবে . . .'

মা কাঁদছিল। তার গলার আওয়াজে বেদনা প্রকাশ পেলেও দৃঢ়তা ফুটে উঠছে। দীর্ঘকালের মধ্যে মিশ্‌কা এই প্রথম কেঁদে ফেলল, বাচ্চা ছেলের মতো মুখ দিয়ে গাঁজলার বুড়বুড়ি তুলে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদল। তারপর যে মাদী ঘোড়াটার পিঠে চেপে এক সময় ঘোড়া চরানোর কাজ করত তার মুখে লাগাম

কষিয়ে মাড়াই-উঠোনে বার করে আনল। পেছন পেছন এলো তার দুধের বাচ্চাটা আর মিশ্‌কার মা। মা মিশ্‌কাকে ঘোড়ার পিঠে তুলে দিয়ে ক্রুশচিহ্ন এঁকে আশীর্বাদ করল। ঘুড়ীটা অনিচ্ছা-সত্ত্বেও চলল, দুবার চিঁহিঁহিঁ করে ডাকল তার বাচ্চাটাকে। দুবারই ওই ডাক শুনে মিশ্‌কার বুকটা যেন ব্যথায় টনটন ক'রে ওঠে, একেবারে দমে যায়। নিরাপদে গ্রাম ছেড়ে বেরিয়ে এলো টিলার ওপরে, হেটম্যান-সড়ক ধরে দুলকি চালে এগিয়ে চলল পুবে, উস্ত্-মেদ্‌ভেদিৎসার দিকে। অন্ধকার বিবাগী রাতের স্নেহ-আলিঙ্গনে চারদিক ঢাকা পড়ে গেছে। ঘুড়ীটা দুধের বাচ্চাকে হারানোর ভয়ে ঘন ঘন ডাক ছাড়ছে। কশেভয় দাঁতে দাঁত চেপে ঘোড়ার মুখের সাজের খুঁট দিয়ে তার কানে বাড়ি মারে, মাঝে মাঝে থেমে কান পেতে শোনে সামনে কিংবা পেছনে ছুটন্ত ঘোড়ার খুরের আওয়াজ শোনা যাচ্ছে কিনা, ঘুড়ীটার ডাক কারও কানে গেল কিনা। কিন্তু চারদিকে মায়াময় নিথর নিস্তব্ধতা। কশেভয় শুধু শুনতে পেল থামার সুযোগ নিয়ে বাচ্চাটা পেছনের সরু সরু দুই পা বরফের মধ্যে ঠেকিয়ে তার মা'র কালো ওলানে মুখ দিয়ে চুকচুক ক'রে দুধ টানছে, টের পেল দুধের দাবিতে বাচ্চাটা ওলানে গুঁতো মারতে কেঁপে কেঁপে উঠছে ঘুড়ীটার পিঠ।

আঠাশ

শুকনো গোবর, পচা খড়কুটো আর বিচালির ভাপসা গন্ধে ভারী হয়ে আছে ঘুঁটে রাখার চালাঘর। নলখাগড়ার চাল ভেদ করে দিনের বেলায় ম্লান ধূসর আলো চুইয়ে পড়ে। ডালপালায় তৈরি দরজার ঝাঁকরির ভেতর দিয়ে কখন-সখন সূর্যের আলো উঁকি মারে। রাত্রে ঘুটঘুটে অন্ধকার। ইঁদুরের কিঁচকিঁচ ডাক। নিস্তব্ধতা। . . .

বাড়ির গিন্নি দিনে একবার করে সন্ধ্যাবেলায় গ্রিগোরির জন্য খাবার নিয়ে আসে। ঘুঁটের গাদার মধ্যে রাখা আছে জলের একটা কুঁজো। ব্যবস্থাটা হয়ত মন্দ ছিল না, কিন্তু এদিকে তামাকই তার শেষ হয়ে গেছে। প্রথম দিন ভীষণ কষ্টে কাটল গ্রিগোরির। কিন্তু শেষকালে কিছুতেই আর তামাক না টেনে থাকতে না পেরে সকালবেলায় মাটির মেঝেতে হামা দিয়ে মুঠোখানেক শুকনো ঘোড়ার নাদ যোগাড় করে হাতের তেলোয় ডলে কাগজে পাকিয়ে তা-ই টানল। সন্ধ্যাবেলায় বাড়ির কর্তা সুসমাচার থেকে ছেঁড়া দুটো ছাতাপড়া পাতা, এক বাক্স দেশলাই এবং শুকনো তেপাতা ঘাস আর বাড়ির ক্ষেতের কচি তামাকপাতার একমুঠো মিশেল তার বৌকে দিয়ে পাঠাল। গ্রিগোরি দারুণ খুশি হল, যতক্ষণ না গা

গুলিয়ে ওঠে ততক্ষণ প্রাণ ভরে টানল। পাখি যেমন ডানায় শরীর আড়াল দিয়ে ঘুমোয় তেমনি সেও গ্রেটকোটের কিনারায় মাথা জড়িয়ে এবড়োখেবড়ো ঘুঁটের গাদার ওপর শুয়ে এই প্রথম গভীর ঘুম দিল।

সকালবেলায় বাড়ির কর্তা চালাঘরে ছুটে এসে ওর ঘুম ভাঙাল। ভীষণ চিৎকার চেচাঁমেচি জুড়ে দিল।

'এখনও ঘুমোচ্ছ? আরে, ওঠো ওঠো! দনের বরফ ভাঙছে!' বলতে বলতে হাসি ছড়িয়ে পড়ল তার সারা মুখে।

গ্রিগোরি ঘুঁটের গাদার ওপর থেকে এক লাফে মাটিতে নেমে পড়ল। ওর পেছনে চাপা আওয়াজ তুলে হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ল আধমন খানেক ঘুঁটের পাঁজা।

'কী হয়েছে?'

'আমাদের এই পাশের ইয়েলান্স্কায়া আর ভিওশেন্স্কায়ার কসাকরা মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। ফোমিন আর ওদের গোটা সরকার ভিওশেন্স্কায়া থেকে পালিয়ে তোকিনে চলে গেছে। শোনা যাচ্ছে কাজান্স্কায়া, শুমিলিন্স্কায়া আর মিগুলিন্স্কায়ার কসাকরাও জেগে উঠেছে। বুঝতে পারছ, জল কোন্ দিকে গড়াচ্ছে?'

গ্রিগোরির কপাল আর ঘাড়ের শিরাগুলো ফুলে উঠল, সবুজ ঝিলিক খেলে গেল ওর চোখে। আনন্দ সে আর চেপে রাখতে পারল না। ওর গলার স্বর কেঁপে উঠল। গ্রেটকোটের ঘরার ফিতে লাগানোর জন্য এলোপাতারি চলতে লাগল হাতের কালো আঙুলগুলো।

'আর তোমাদের গাঁয়ে? কী খবর তোমাদের এখানকার?'

'এ পর্যন্ত কিছু শোনা যায় নি। চেয়ারম্যানের সঙ্গে দেখা হল – হাসছে। বলছে, 'আমার কাছে সব সমান – কোন্ ভগবানের পুজো করছি তা নিয়ে আমার মাথাব্যথা নেই। ভগবান থাকলেই হল।' আরে, বেরিয়ে এসো তোমার ওই খোঁড়ল ছেড়ে।'

ওরা বাড়ির দিকে চলল। গ্রিগোরি লম্বা লম্বা পা ফেলে চলল, তার পাশে পাশে বাড়ির কর্তা ছুটছে তড়বড় করে, সমানে বলে যাচ্ছে বৃত্তান্ত।

'ইয়েলান্স্কায়াতে প্রথমে মাথা তুলে দাঁড়ায় ক্রাস্নইয়ারস্কি গাঁয়ের কসাকরা। পরশুদিন ইয়েলান্স্কায়ার কুড়িজন কমু ক্রিভ্স্কোই আর প্লেশাকোভ্স্কিতে গিয়েছিল কয়েক জন কসাককে আরিস্ট করতে। এদিকে ক্রাস্নইয়ারস্কির কসাকরা সে কথা শুনে এক জোট হয়ে ঠিক করল: 'আর কতকাল আমরা এই হেনস্তা সহ্য করব? আমাদের বাপ-দাদাদের ধরে নিয়ে যাচ্ছে, শিগ্‌গিরই আমাদের গায়েও হাত পড়বে। ঘোড়াতে জিন চাপাও সব, চল, গিয়ে ছাড়িয়ে আনি যাদের ওরা ধরেছে।' জনা পনেরো লোক জড় হয়েছিল – ডাকাবুকো ছোকরা সব। ওদের দলের সর্দার এক জঙ্গী কসাক ছোকরা, নাম আত্লানভ। ওদের সম্বল বলতে দুখানা রাইফেল,

কারও সম্বল তলোয়ার, কারও বর্শা, আবার কারও বা শুধুই লাঠি। দন পার হয়ে তারা প্রেশাকোভ্স্কির দিকে ছুটল। কমুরা সেখানে মেলনিকভদের বাড়ির উঠোনে বিশ্রাম নিচ্ছে। ক্রাসইয়ারস্কির কসাকরাও ঘোড়সওয়ার ফৌজের আক্রমণের কায়দায় সার বেঁধে ঝাঁপিয়ে পড়ল সেখানে। কিন্তু বাড়ির ওই আঙিনা যে পাথরের দেয়ালে ঘেরা! তাই ঘা খেয়ে ওদের ফিরে আসতে হল। কমুদের হাতে ওদের একজন মারা গেল – তার আত্মার শান্তি হোক! ওরা পেছন থেকে গুলি ছুঁড়তে ঘোড়া থেকে ছিটকে বেড়ার গায়ে পড়ে ঝুলতে লাগল। প্রেশাকোভ্স্কির কসাকরা ওকে ধরাধরি করে জেলা-সদরের আস্তাবলে নিয়ে এলো।... কিন্তু বেচারির হাতের চাবুক হাতেই রয়ে গেল, অসাড় হয়ে গেল হাত।... ব্যস, শুরু হয়ে গেল! এই বার সোভিয়েত সরকারের আয়ু ফুরল। জাহান্নামে যাক!...'

সকালের খাবারের যেটুকু অবশিষ্ট ছিল গ্রিগোরি ঘরে এসে গোগ্রাসে তা খেয়ে ফেলল। তারপর বাড়ির কর্তার সঙ্গে রাস্তায় বেরোল। গলিতে গলিতে মোড়ে মোড়ে ছোট ছোট দল বেঁধে জটলা করছে কসাকরা – মনে হচ্ছে আজ যেন কোন ছুটির দিন। গ্রিগোরি আর তার সঙ্গী এই রকম একটা দলের কাছে এগিয়ে গেল। কসাকরা সম্ভাষণের উত্তরে টুপিতে হাত ঠেকিয়ে কুর্নিশ করল, সংযত হয়ে উত্তর দিল, কৌতূহলী ও সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগল গ্রিগোরির অপরিচিত মূর্তিটি।

'কসাক ভাইরা, এ আমাদেরই লোক। একে দেখে ঘাবড়ানোর কিছু নেই। তাতারস্কির মেলেখভদের নাম শুনেছ? এ হল পান্তেলেইয়ের ছেলে গ্রিগোরি। গুলির হাত থেকে বাঁচার জন্যে আমার কাছে লুকিয়ে ছিল,' গর্বের সঙ্গে বলল গৃহকর্তা।

সবে কথাবার্তা শুরু হয়েছে, রেশেতোভ্স্কি, দুব্রোভ্স্কি আর চেওর্নি কসাকরা ভিওশেনস্কায়া থেকে কী ভাবে ফোমিনকে হটাল একজন কসাক তা বলতে শুরু করেছে, এমন সময় রাস্তার শেষে টিলার গড়ানে সাদা টিপ্-কপালের গায়ে দেখা দিল দু'জন ঘোড়সওয়ার। ওরা রাস্তা ধরে ঘোড়া ছুটিয়ে আসতে আসতে কসাকদের প্রত্যেকটা জটলার কাছে থামছে, ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে হাত নেড়ে চিৎকার ক'রে কী যেন বলছে। গ্রিগোরি সাগ্রহে অপেক্ষা করতে লাগল কখন ওরা কাছে আসে।

'ওরা আমাদের লোক নয়, ব্রিবিনস্কির লোক ওরা নয়। কোত্থেকে যেন খবর নিয়ে এসেছে,' ঠাহর ক'রে দেখে কসাকটা বলল। ভিওশেনস্কায়া দখলের কাহিনীটা মাঝপথে থেমে গেল।

দুই ঘোড়সওয়ার পাশের গলি পেরিয়ে ওদের কাছে এগিয়ে এলো। আগে আগে যে লোকটি চলছিল সে একজন বুড়ো। গায়ের কোর্তাটার বুক খোলা, মাথায় টুপি নেই, মুখখানা ঘর্মাক্ত, লাল টকটক করছে, পাকা চুলের কোঁকড়া

গোছা ছড়িয়ে পড়েছে কপালের ওপর। চটপটে জোয়ান ছোকরার মতো ঘোড়ার রাশ টেনে ধরল সে, তারপর যতদূর সম্ভব পেছনে হেলে ডান হাতখানা সামনে বাড়িয়ে ধরল।

'তোমরা কসাক মদ্দারা মাগীদের মতো গলির মোড়ে মোড়ে দাঁড়িয়ে জটলা করছ কেন?' কম্বুকণ্ঠে সে চেঁচিয়ে বলল। ক্রুদ্ধ কান্নায় বুজে আসছিল তার গলা। উত্তেজনায় লাল হয়ে ওঠা গালের মাংসপেশী কাঁপতে লাগল।

যে ঘোড়ার ওপর সে চেপে বসে ছিল সেটা টলমল করছে। চার বছর বয়সের সুন্দর মাদী ঘোড়া, এখনও ভরা যৌবনে পড়ে নি। গায়ের রং বাদামী, নাকের ফুটোর কাছে সাদা রং, লেজটা শণের নুড়োর মতো, শুকনো ঠ্যাঙগুলো যেন ইস্পাতে ঢালাই করা। নাক দিয়ে ঘড়ঘড় আওয়াজ করতে করতে সে মুখের কড়িয়াল কামড়াল, বসার ভঙ্গি করল, সামনের দুই পা উঁচিয়ে লাফাল। সে এখন সুযোগ খুঁজছে আবার যাতে লাফিয়ে লাফিয়ে জোর কদমে আওয়াজ তুলে ছোটা যায়। সে চায় কানে বাতাসের ঝাপটা খেতে, কেশরের মধ্যে বাতাসের শিস উপলব্ধি করতে, আবার ধারাল খুরের গর্তের চাপে ছুঁচ ফোটানো বরফ ঢাকা মাটির চাপা আর্তনাদ শুনতে। ঘোড়াটার পাতলা চামড়ার তলায় তার প্রতিটি শিরা-উপশিরার খেলা আর নড়াচড়া লক্ষ করা যাচ্ছে। ঘাড়ের ওপর ডুমো ডুমো পেশীর তরঙ্গ খেলছে, স্বচ্ছ ধরনের গোলাপী আভার চোয়াল আর নাকের ওপরটা তিরতির করে কাঁপছে। চুনীরঙের স্ফীত চোখদুটো রক্তবর্ণের সাদা অংশ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে রাগে কটমট করে কটাক্ষে তাকাচ্ছে মালিকের দিকে।

'তোমরা প্রশান্ত দনের সন্তানরা দাঁড়িয়ে আছ কেন?' গ্রিগোরির ওপর থেকে দৃষ্টি সরিয়ে অন্যদের দিকে তাকাতে তাকাতে বুড়ো আরেক বার চেঁচিয়ে বলল। 'তোমাদের বাপ-ঠাকুর্দাদের ওরা গুলি করে মারছে, ধনসম্পত্তি কেড়ে নিচ্ছে, তোমাদের ধর্মবিশ্বাস নিয়ে হাসিঠাট্টা করছে ইহুদীর বাচ্চা কমিসারগুলো। তোমরা কিনা সূর্যমুখীর বীচি চিবুচ্ছ আর গুলতানি করে বেড়াচ্ছ? কবে তোমাদের গলায় ফাঁসদড়ি কষে আঁটবে তার অপেক্ষায় বসে আছ? আর কতদিন তোমরা মেয়েদের আঁচল ধরে থাকবে? সারা ইয়েলান্‌স্কায়া জেলার ছেলে বুড়ো সবাই জেগে উঠেছে। ভিওশেন্‌স্কায়ার লোকেরা লাল ফৌজীদের হটিয়ে দিয়েছে, আর তোমরা রিবিন্‌স্কির কসাকরা – তোমরা কী করছ? তোমাদের প্রাণ কি এখন এতই শস্তা হয়ে পড়েছে? তোমাদের শিরায় কসাক-রক্ত, নাকি চাষাভুষোদের ক্ভাস?* ওঠো সব! হাতিয়ার হাতে নাও! ক্রিভ্‌স্কোই গাঁ থেকে আমাদের পাঠানো হয়েছে অন্য

---

* রুটি থেকে তৈরী এক ধরনের পানীয়। – অনুঃ

সব গাঁয়ের লোককে জাগানোর জন্যে। আর সময় নষ্ট না করে চটপট ঘোড়ায় চেপে বসো কসাক ভাইরা!' তার উদ্‌ভ্রান্ত চোখজোড়া একজন পরিচিত মুখের ওপর পড়লে ভীষণ রাগে অপমানে সে চেঁচিয়ে উঠল, 'আর তুমি? তুমি এখানে দাঁড়িয়ে কেন সেমিওন খ্রিস্তফরোভিচ? লাল ফৌজের লোকেরা ফিলোনোভোতে তোমার ছেলেটাকে কেটে মেরে ফেলল, আর তুমি কিনা উনুনের ওমে গা বাঁচাচ্ছ!'

গ্রিগোরি আর শেষ কথাগুলো শোনার জন্য অপেক্ষা করল না। সঙ্গে সঙ্গে ছুটে গেল বাড়ির উঠোনে। খড়ভুষি রাখার চালাঘরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ছটফট করছিল ওর ঘোড়াটা–সেখান থেকে ঝটিতি বার করে আনল তাকে। ঘুঁটের গাদার ভেতর থেকে জিনটা বার করতে গিয়ে ওর হাতের নখ ছড়ে রক্ত বেরিয়ে এলো। জিন চাপিয়ে পাগলের মতো ঘোড়া ছুটিয়ে বেরিয়ে এলো ফটক দিয়ে।

বাড়ির কর্তা তখন ফটকের দিকে আসছিল। তাকে দেখতে পেয়ে গ্রিগোরি কোন রকমে চেঁচিয়ে বলার অবকাশ পেল, 'চললাম! ভগবান তোমার ভালো করুন!' ঘোড়ার ঘাড়ের ওপর হুমড়ি খেয়ে জিনের সামনের কাঠামোর ওপর পড়ে দু'পাশে সমানে চাবুক মারতে মারতে রাস্তায় বরফের ধুলোর ঘূর্ণিঝড় উড়িয়ে তাকে পুরোদমে ছুটিয়ে দিল। তার পেছন পেছন থিতিয়ে পড়ছে বরফের ধোঁয়ারেখা, রেকাবগুলো পা থেকে আলগা হয়ে ঝুলছে, ঠাণ্ডায় অসাড় পাদুটো ঘষা খাচ্ছে জিনের দু'পাশের ঝুলে। দুধারে রেকাবের নীচে মাটিতে খটাখট শব্দে দ্রুত আঁকা হয়ে যাচ্ছে ঘোড়ার খুরের দাগ। এমন একটা ভয়ঙ্কর, বিপুল আনন্দ এবং শক্তি ও সঙ্কল্পের এমন একটা জোয়ার ও অনুভব করে যে নিজের অজ্ঞাতসারেই গলা দিয়ে বেরিয়ে আসে ঘড়ঘড়ে চিৎকার। ওর ভেতরের অবরুদ্ধ প্রচ্ছন্ন উপলব্ধিগুলো অবারিত হয়ে পড়ে। এখন থেকে ওর নিজের পথও যেন জ্যোৎস্নাপ্লাবিত রাস্তার মতো পরিষ্কার হয়ে সামনে ফুটে ওঠে।

সেই ক্লান্তিকর দিনগুলোতে, যখন ও তাড়া খাওয়া জন্তুর মতো ঘুঁটের ঘরের মধ্যে লুকিয়ে ছিল, যখন বাইরের যে-কোন শব্দ বা গলার আওয়াজে জানোয়ারের মতো চমকে উঠত, তখনই ও সব কিছু যাচাই করেছে, সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সত্যসন্ধানের সেই ফেলে-আসা দিনগুলোর দ্বিধা সংশয় আর বেদনাদায়ক অন্তর্দ্বন্দ্বের দিনগুলোর যেন কোন অস্তিত্বই ছিল না।

মেঘের ছায়ার মতো কোথায় উবে গেছে সে সব। এখন সেই সত্যকে খুঁজতে যাওয়া ওর মনে হয় যেন অর্থহীন, অসার। কী দরকার ছিল ভাবার? কেন ওর মন বিরোধের সমাধানের খোঁজে, ফাঁদে পড়া নেকড়ের মতো পালানোর পথ খুঁজে খুঁজে অমন ছটফট করে মরল? জীবনটাকে তার মনে হয়েছিল হাস্যকর রকমের, বড় জ্ঞানবুদ্ধি সম্মত সহজসরল। এখন কিন্তু ওর মনে হচ্ছে জীবনে

এমন কোন পরম সত্য কোন কালে ছিল না যার পক্ষপুটে যে-কেউ নিরাপদ আশ্রয় নিতে পারে। অপরিসীম তিক্ততার সঙ্গে ও মনে মনে ভাবে: প্রত্যেকের কাছে তার নিজস্ব সত্য আছে, নিজস্ব পথরেখা আছে। মানুষ একটুকরো রুটি কিংবা একখণ্ড জমির অধিকার নিয়ে, বাঁচার অধিকারের জন্য চিরকাল লড়াই করেছে এবং যতক্ষণ মাথার ওপর সূর্য আছে, যতক্ষণ তার শিরায় শিরায় উষ্ণ রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে ততক্ষণ লড়াই করে যাবে। তাই যারা জীবন কেড়ে নিতে চায়, জীবনের অধিকার কেড়ে নিতে চায়, তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে। দেয়ালে মাথা খুঁড়লে চলবে না – লড়াই করতে হবে দৃঢ়সঙ্কল্প নিয়ে, সমস্ত দ্বিধাদ্বন্দ্ব জয় ক'রে। সংগ্রামের মধ্য দিয়েই ইস্পাত-কঠিন হয়ে উঠবে ঘৃণা, মনের জোর। মনের আবেগ-অনুভূতির রাশ টেনে রাখলে একেবারে চলবে না; তাকে ক্ষেপিয়ে তুলতে হবে, অবাধ মুক্তি দিতে হবে তার – তাহলেই হল।

রুশদেশের জমিহীন চাষীর পথ আর কারখানার লোকজনদের পথের সঙ্গে কসাকদের পথের বিরোধ দেখা দিয়েছে। মরণপণ লড়াই করতে হবে ওদের সঙ্গে। ওদের পায়ের তলা থেকে সরিয়ে নিতে হবে কসাকদের রক্তে ভেজা দনের সরেস মাটির ভিত। তাতারদের যেমন সীমান্তের ওপারে খেদিয়ে দেওয়া হয়েছিল ওদেরও খেদিয়ে দিতে হবে তেমনি ভাবে! মস্কোকে ঝাঁকানি দিতে হবে, তার ওপর চাপিয়ে দিতে হবে লজ্জাজনক শান্তি! রাস্তা তেমন সরু হলে পথ ছেড়ে দেবার জায়গা থাকে না – একজন আরেক জনকে ঠেলে ফেলে দেবেই। ওরা সেই চেষ্টা করেছে। দন ফৌজের মাটিতে লাল ফৌজীদের ছেড়ে দিয়ে সেই চেষ্টারই চূড়ান্ত কি করে নি? এখন আর কোন কথা নয় – তলোয়ার হাতে ধর!

যতক্ষণ ঘোড়া তাকে দনের সাদা কেশর ফুলানো আচ্ছাদনের ওপর দিয়ে বয়ে নিয়ে চলল, ততক্ষণ অন্ধ ঘৃণায় জ্বলেপুড়ে গ্রিগোরি মনে মনে এই সব কথা ভাবতে লাগল। মুহূর্তের জন্য তার মাথায় খেলে গেল একটা বিরুদ্ধ চিন্তা: 'এ লড়াই গরিব-বড়লোকের লড়াই, রুশদেশের সঙ্গে কসাকদের নয়। ... মিশকা কশেভয় আর কোত্লিয়ারভও ত কসাক, অথচ ওরা হাড়েমজ্জায় লাল।' কিন্তু তক্খুনি রাগে সেই চিন্তা ঝেড়ে ফেলে মন থেকে।

তাতারস্কি গ্রাম দেখা যাচ্ছে। সাবানের ফেনার মতো ঘাম জমে উঠেছে ঘোড়াটার গায়ে। গ্রিগোরি ঘোড়ার রাশ টেনে হালকা চালে ছেড়ে দিল তাকে। বাড়িতে ঢোকার মুখে আবার গতি বাড়িয়ে দিল, ঘোড়ার বুকের ধাক্কায় ফটকের পাল্লা খুলে উঠোনের মধ্যে ঢুকে পড়ল।

উনত্রিশ

ভোরের দিকে শ্রান্ত ক্লান্ত অবস্থায় কশেভয় ঘোড়া হাঁকিয়ে এসে ঢুকল উস্ত-খোপিওর্স্কায়া জেলার বলশয় গ্রামে। রেড আর্মির চার নম্বর ট্রান্স-আমুর রেজিমেন্টের একটা চৌকিতে ও বাধা পেল। লাল ফৌজের দু'জন সান্ত্রী ওকে সদর ঘাঁটিতে নিয়ে গেল। দপ্তরের কোন এক কর্মচারী সন্দেহবশত অনেকক্ষণ ধরে জেরা করল ওকে। 'তোমাদের বিপ্লবী কমিটির চেয়ারম্যান কে ছিল? শনাক্ত করার মতো কোন দলিল তোমার কাছে নেই কেন?' এই ধরনের নানা প্রশ্ন করে ওকে গুলিয়ে দেবার চেষ্টা করল। লোকটার বোকা-বোকা প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে মিশ্‌কার বিরক্তি ধরে গেল।

'আমার ওপর প্যাঁচ খেলানোর চেষ্টা কোরো না, কমরেড! কসাকরা আমাকে অবশ্য অন্যভাবে প্যাঁচে ফেলার চেষ্টা করেছিল – কিন্তু তাতে কোন লাভ হয় নি।'

জামাটা তুলে সে বিদের কাঁটা দিয়ে খোঁচানো পাঁজর আর তলপেট দেখাল। লোকটাকে দুটো কড়া কথা বলে ভড়কে দেওয়ার ইচ্ছে ছিল মিশ্‌কার, এমন সময় ঘরে ঢুকল স্টকমান।

'আরে, এ যে আমাদের উড়নচড়ে ছেলে! খুদে শয়তানটা!' মিশ্‌কার পিঠে হাত রেখে গম্ভীর গলায় সে বলে উঠল। 'আরে, একে অত জেরা করছ কেন কমরেড? এ যে আমাদেরই ছেলে! কী সব বোকামি শুরু করেছ বল ত? আমায় বা কোত্‌লিয়ারভকে ডেকে পাঠালেই ত ল্যাঠা চুকে যেত – অত সব প্রশ্নের কোন দরকার হত না। . . . চল, মিখাইল। কী করে প্রাণ বাঁচিয়ে এলে? কী করে তুমি প্রাণে বাঁচলে বল দেখি আমায়। আমরা ত জ্যান্তদের নামের লিস্টি থেকে তোমার নাম কেটেই দিয়েছিলাম। ভাবলাম বীরের মতো লড়াই করে মরেছে।'

মিশ্‌কার মনে পড়ল কেমন করে ও বন্দী হয়েছিল, মনে পড়ল ওর তখনকার অসহায় অবস্থা। রাইফেলটা স্লেজগাড়িতেই পড়ে ছিল। মনে পড়তেই বেদনায় রক্তোচ্ছ্বাস খেলে গেল ওর মুখে।

ত্রিশ

গ্রিগোরি যেদিন তাতারস্কি গ্রামে এসে পৌঁছুল তার আগেই সেখানে কসাকদের দুটো স্কোয়াড্রন তৈরি হয়ে গেছে। পঞ্চায়েতে ঠিক হয়েছে ষোল থেকে সত্তর বছর বয়স অবধি যাদের যাদের হাতিয়ার ধরার ক্ষমতা আছে তাদের সকলকেই

সমাবেশ করতে হবে। গতিক যে তেমন একটা সুবিধার নয় অনেকে তা বুঝতে পারছিল। উত্তরে তাদের শত্রু বলশেভিকদের দখলে ভরোনেজ প্রদেশ, তারপর খোপিওর জেলা – তাও লাল। দক্ষিণে আছে ফ্রন্ট – একটু মোড় নিলেই হিমানী-সম্প্রপাতের মতো চাপে চেপ্টে দিতে পারে বিদ্রোহীদের। বিশেষ করে যারা হুঁশিয়ার এই রকম কিছু কিছু কসাক অস্ত্র হাতে নিতে চাইছিল না। কিন্তু তাদের জোর করে নিতে বাধ্য করা হল। স্তেপান আস্তাখভ যুদ্ধে যেতে সরাসরি অস্বীকার করে বসল।

সকালে যখন গ্রিগোরি, খ্রিস্তোনিয়া আর আনিকুশ্কা স্তেপানের বাড়ি এলো তখন সে জানিয়ে দিল, 'আমি যাচ্ছি নে। আমার ঘোড়া নাও, আমায় নিয়ে যা খুশি তাই করতে পার, কিন্তু রাইফেল আমি হাতে নিচ্ছি নে!'

'যেতে চাও না মানে?' নাকের পাটা ফুলিয়ে গ্রিগোরি জিজ্ঞেস করল।

'অমনি চাই নে – ব্যস!'

'লাল ফৌজের লোকেরা এসে যদি গাঁ দখল করে তখন যাবে কোথায়? আমাদের সঙ্গে যাবে, নাকি এখানে থাকবে?'

স্তেপান তার স্থির জ্বলন্ত দৃষ্টি আস্তে আস্তে গ্রিগোরির ওপর থেকে সরিয়ে আক্সিনিয়ার ওপরে রাখল, একটু চুপ করে থেকে বলল, 'তখন দেখা যাবে।'

'তাই যদি হয় তাহলে বেরিয়ে এসো! খ্রিস্তান, ধর ওকে! আমরা তোমাকে এক্ষুনি দেয়ালের গায়ে দাঁড় করিয়ে গুলি করে মারব!' আক্সিনিয়া জড়সড় হয়ে চুল্লীর গা ঘেঁসে দাঁড়িয়ে ছিল। গ্রিগোরি চেষ্টা করে সেদিকে না তাকানোর। স্তেপানের ফৌজী শার্টের আস্তিন ধরে নিজের দিকে হেঁচকা টান মেরে বলল, 'চলে এসো, ওতে কোন লাভ হবে না!'

'বোকামি কোরো না গ্রিগোরি। . . . ছেড়ে দাও!' স্তেপান ফেকাসে হয়ে যায়, দুর্বলভাবে বাধা দিতে থাকে।

পেছন থেকে গোমড়ামুখে খ্রিস্তোনিয়া ওকে জড়িয়ে ধরেছিল। সে বিড়বিড় করে বলল, 'এই যদি তোমার সুর হয়, তাহলে আর কেন? – চলে এসো!'

'শোনো ভাইরা! . . .'

'আমরা তোমার ভাই নয়! চল বলছি!'

'ছেড়ে দাও, আমি স্কোয়াড্রনে নাম লেখাব। আমি টাইফাস জ্বর থেকে উঠেছি, এখনও দুর্বল।'

গ্রিগোরি বাঁকা হাসি হেসে স্তেপানের জামার আস্তিন ছেড়ে দিল।

'যাও, রাইফেল নাও। একথা অনেক আগে বললেই ত পারতে!'

গ্রেটকোটটা ভালো করে গায়ে জড়িয়ে নিয়ে কোন বিদায়-সম্ভাষণ না জানিয়ে

ও বেরিয়ে গেল। এত কাণ্ড ঘটে যাবার পরও খ্রিস্তোনিয়া কিন্তু নির্লজ্জের মতো স্তেপানের কাছ থেকে সিগারেট পাকানোর তামাক চেয়ে নিল। তারপর আরও অনেকক্ষণ বসে বসে এমনভাবে গল্পগুজব করতে লাগল যেন ওদের ভেতরে কোন ব্যাপারই ঘটে নি।

সন্ধ্যার দিকে ভিওশেন্স্কায়া থেকে দুই গাড়ি অস্ত্রশস্ত্র এলো। অস্ত্রশস্ত্র বলতে চুরাশিটা রাইফেল আর একশরও বেশি তলোয়ার। অনেকে তাদের লুকিয়ে-রাখা অস্ত্রশস্ত্র বার করল। গ্রামে জড় করা হল দুশ এগারো জন যোদ্ধা। দেড়শ জন ঘোড়সওয়ার, বাকি সব পায়দল 'দণ্ডবৎ' সৈন্য।

বিদ্রোহীদের কোন এক জোট বাঁধা সংগঠন তখন পর্যন্ত গড়ে ওঠে নি। গ্রামগুলো আপাতত আলাদা আলাদাভাবে কাজ করে যাচ্ছে। যে যার নিজের মতো ক'রে স্কোয়াড্রন তৈরি করছে, পদের বিচার না ক'রে কসাকদের মধ্যে যারা সবচেয়ে জঙ্গী পঞ্চায়েতে তাদের বেছে বেছে নিয়ে যোগ্যতা অনুযায়ী কম্যাণ্ডার ক'রে দিচ্ছে। কোন রকম আক্রমণাত্মক লড়াইয়ের উদ্যোগ না নিয়ে তারা কেবল আশেপাশের গ্রামগুলোর সঙ্গে যোগাযোগ রাখছে আর ঘোড়সওয়ার সন্ধানী দল দিয়ে এলাকার চার ধারের অবস্থা বাজিয়ে দেখছে।

গ্রিগোরির আসার আগেই এবারেও আঠারো সালের মতো তাতারস্কিতে ঘোড়সওয়ার স্কোয়াড্রনের কম্যাণ্ডার বেছে নেওয়া হয়েছিল পেত্রো মেলেখভকে। পদাতিক স্কোয়াড্রনের ভার নিয়েছিল লাতিশেভ। ইভান তোমিলিনের অধীনে গোলন্দাজরা চলে গেল বাজ্কিতে। সেখানে লাল ফৌজের ফেলে যাওয়া একখানা বিধ্বস্তপ্রায় কামান পড়ে ছিল। কামানটার নিশানার কল ছিল না, চাকা ভেঙে গিয়েছিল। গোলন্দাজরা সেটা মেরামত করতে লেগে গেল।

দুশ এগারোজন লোকের জন্য ভিওশেন্স্কায়া থেকে আনা এবং গ্রাম থেকে জড় করা একশ আটটা রাইফেল, একশ চল্লিশটা তলোয়ার আর চৌদ্দটা শিকারী বন্দুক বিলি করা হল। পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচকে বাকি বুড়োদের সঙ্গে মোখভের বাড়ির পাতাল কুঠুরি থেকে উদ্ধার করা হয়েছিল। লুকানো মেশিনগানটা সে মাটি খুঁড়ে বার করল। কিন্তু সেটার গুলির ফিতে খুঁজে পাওয়া গেল না, তাই স্কোয়াড্রনের কোন কাজে লাগল না।

পরের দিন সন্ধ্যার দিকে জানা গেল যে কার্গিনস্কায়া থেকে লিখাচিওভের পরিচালনায় লাল ফৌজের তিনশ সঙিনধারী একটা পিটুনী দল বিদ্রোহ দমন করতে এগিয়ে আসছে। তাদের সঙ্গে সাতটা কামান আর বারোটা মেশিনগান আছে। পেত্রো ঠিক করল তোকিন গ্রামের দিকে একটা জোরদার সন্ধানী দল পাঠাবে, সেই সঙ্গে ভিওশেন্স্কায়াতেও খবর পাঠাবে।

সন্ধানী দলটি গোধূলির আধা অন্ধকারের মধ্যে বেরিয়ে গেল। তাতার্স্কির বত্রিশজন লোককে নিয়ে চলল গ্রিগোরি মেলেখভ। গ্রাম থেকে তারা জোর কদমে ঘোড়া চালিয়ে প্রায় তোকিন পর্যন্ত এলো সমান গতিতে। আরও ক্রোশ খানেক বাকি থাকতে সদর রাস্তার ধারে অগভীর খানার কাছে আসার পর গ্রিগোরি তার কসাকদের ঘোড়া থেকে নামিয়ে ওই খানার মধ্যেই এখানে ওখানে ছড়িয়ে রাখল। ঘোড়া তদারককারীরা ঘোড়াগুলোকে একটা নাবাল জায়গায় নিয়ে গেল। সেখানে পুরু হয়ে বরফ জমে আছে। নামার সময় ঝুরঝুরে বরফের মধ্যে ঘোড়াগুলোর পেট পর্যন্ত ডুবে যায়। কার একটা তেজী ঘোড়া বসন্তের পূর্বাভাসে উত্তেজিত হয়ে চিঁহিঁহিঁ আওয়াজ করে চাট মারতে লাগল। সেটাকে বাগে আনার জন্য আরেকজন তদারককারীকে পাঠাতে হল।

আনিকুশ্কা, মার্তিন শামিল ও প্রোখর জিকভ - এই তিনজন কসাককে গ্রিগোরি গ্রামে পাঠাল। তারা ধীরগতিতে ঘোড়া চালিয়ে চলল। দূরে ঢালের নীচে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে চলে গেছে তোকিনের আঁকাবাঁকা, উপকূলসংলগ্ন জলপ্লাবিত বনভূমির প্রশস্ত নীল রেখা। রাত নেমে আসছে। স্তেপভূমির বুকে নীচু হয়ে নেমে এসেছে মেঘরাশি। কসাকরা চুপচাপ খানাটার ভেতরে বসে রইল। গ্রিগোরি দেখতে পেল তিনজন ঘোড়সওয়ারের কালো রেখামূর্তি পাহাড়ের নীচে নামছে, নামতে নামতে রাস্তার কালো রেখাটার সঙ্গে মিশে যাচ্ছে তাদের মূর্তি। এখন আর দেখা যাচ্ছে না ঘোড়াগুলোকে, দোলকের মতো দুলছে শুধু ঘোড়সওয়ারদের মাথাগুলো। দেখতে দেখতে তাও অদৃশ্য হয়ে গেল। এর মিনিট খানেক পরেই সেখান থেকে ভেসে এলো মেশিনগানের কান-ফাটানো কট্‌কট আওয়াজ। তারপর আর এক পর্দা উঁচুতে চড়া সুরে ফেটে পড়ল আরও একটা আওয়াজ - সম্ভবত হাত-মেশিনগানের। চাকতির গুলি উজাড় ক'রে দিয়ে স্তব্ধ হয়ে গেল সেটা। এবারে প্রথমটা একটু দম নিয়ে দ্রুতগতিতে শেষ করল আরও একটা গুলির ফিতে। আলো-আঁধার ভেদ করে খানাটার মাথার অনেকখানি ওপর দিয়ে কোথায় যেন ঝরঝর করে ঝরে পড়ল এক ঝাঁক গুলি। গুলির প্রাণবন্ত সূক্ষ্ম আওয়াজের মধ্যে যে প্রফুল্লতা ছিল তা উৎসাহ সঞ্চার করে। ঘোড়সওয়ার তিনজন ঊর্ধ্বশ্বাসে ঘোড়া ছুটিয়ে ফিরে আসে।

'পাহারাদারিদের একটা চৌকির মধ্যে পড়ে গিয়েছিলাম!' দূর থেকে চিৎকার করে প্রোখর জিকভ বলল। ঘোড়ার দৌড়ের প্রচণ্ড আওয়াজে চাপা পড়ে যায় তার কণ্ঠস্বর।

'ঘোড়ার তদারকে যারা আছ তারা সব তৈরি থাক!' গ্রিগোরি হুকুম দিল।

পরিখার সামনের বাঁধের মতো উঁচু হয়ে আছে খানার সামনেটা। গ্রিগোরি

খানার ভেতর থেকে লাফ দিয়ে উঠে পড়ল তার ওপরে। হিস্‌হিস্ শব্দে গুলি এসে ঝাঁকে ঝাঁকে গেঁথে যাচ্ছিল বরফের মধ্যে। সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে কসাক তিনজনকে এগিয়ে আসতে দেখে গ্রিগোরিও এগিয়ে যায় তাদের দিকে।

'কিছু দেখতে পেয়েছ কি তোমরা?'

'শুধু শুনতে পেয়েছি ওদের চলাফেরার আওয়াজ। ওদের গলা শুনে মনে হয় দলে ওরা অনেক আছে,' হাঁপাতে হাঁপাতে আনিকুশ্‌কা বলল।

ঘোড়ার পিঠ থেকে লাফিয়ে নেমে পড়ল সে। নামার সময় বুটের ডগা রেকাবে বেধে যেতে একটা পায়ে ন্যাংচাতে ন্যাংচাতে হাত দিয়ে অন্য পা'টা ছাড়াতে গিয়ে গালাগাল দিয়ে উঠল।

গ্রিগোরি যতক্ষণ ওদের সঙ্গে কথাবার্তা বলছিল সেই সময়ের মধ্যে আটজন কসাক খানার ভেতর থেকে নাবালে নেমে গিয়ে যে যার ঘোড়া বার করে পিঠে চড়ে বাড়ির দিকে রওনা দিল।

পলাতকদের দূরে মিলিয়ে যাওয়া ঘোড়ার খুরের আওয়াজ কান পেতে শুনতে শুনতে গ্রিগোরি মৃদুস্বরে বলল, 'কাল ওদের গুলি করে মারব।'

খানার মধ্যে বাকি যে কসাকরা রয়ে গিয়েছিল তারা আরও এক ঘণ্টা বসে রইল। সন্তর্পণে নিস্তব্ধতা রক্ষা করে কান পেতে থাকে সকলে। শেষকালে ওদের একজনের কানে আসে খুরের খটখট আওয়াজ।

'তোকিন থেকে আসছে।'

'তল্লাশী দল!'

'হতেই পারে না!'

ওরা ফিসফিস করে কথাবার্তা বলতে থাকে। মাথা বার ক'রে রাতের সূচীভেদ্য আবরণ ভেদ ক'রে কিছু নিরীক্ষণ করার বৃথা চেষ্টা করে। ফেদোত বদোভ্‌স্কোভের কুতকুতে কাল্‌মিক-চোখই প্রথম দেখতে পায়।

'আসছে,' রাইফেলটা কাঁধ থেকে নামাতে নামাতে জোর দিয়ে সে বলল।

রাইফেল সে বয়ে বেড়াত এক অদ্ভুত কায়দায়। বেল্টটা গলায় ঝুলানো ক্রসের সুতোর মতো ঝুলে থাকত, রাইফেলটা ওর বুকের ওপর একটু তেরছা হয়ে ঝুলত। সচরাচর রাইফেলের নল আর কুঁদোর ওপর হাতদুটো এমনভাবে রেখে হাঁটত বা ঘোড়ায় চড়ে চলত যে মনে হত যেন কোন মেয়েমানুষ কাঁধে বাঁক নিয়ে চলেছে।

জনা দশেক ঘোড়সওয়ার এলোমেলোভাবে রাস্তা ধরে চলেছে। দলের একটু আগে আগে সকলের চেয়ে আলাদা হয়ে দেখা যাচ্ছে গরম কাপড়চোপড়ে ঢাকা হোমরা-চোমরা গোছের একটা মূর্তি। বেঁড়ে লেজওয়ালা লম্বা আকৃতির ঘোড়াটা

দৃঢ় পায়ে দৃপ্ত ভঙ্গিতে চলেছে। নীচ থেকে ধূসর আকাশের পটে ঘোড়াগুলোর দেহরেখা, ঘোড়সওয়ারদের দেহের আকার গ্রিগোরি স্পষ্ট দেখতে পেল। এমন কি ওদের নায়কের চেপ্টা মাথাওয়ালা টুপিটাও ওর চোখে পড়ল। ঘোড়সওয়াররা খানার আর হাত পঞ্চাশেক দূরে। দূরত্বটা এতই সামান্য যে মনে হচ্ছিল কসাকদের ফোঁস ফোঁস নিঃশ্বাস আর হৃৎপিণ্ডের ঘন ঘন ধুকধুক আওয়াজ এই বুঝি ওদের কানে গেল।

গ্রিগোরি আগে থাকতেই ওর হুকুম ছাড়া গুলি ছুঁড়তে মানা ক'রে দিয়েছিল। ওত পেতে থাকা শিকারীর মতো ভেবেচিন্তে অপেক্ষা করতে লাগল উপযুক্ত মুহূর্তের। ইতিমধ্যেই মনে মনে সে একটা মতলব ঠিক করে নিয়েছে – ঘোড়সওয়ারদের উদ্দেশে হাঁক দেবে, তখন ওরা হকচকিয়ে যেতে যেই তালগোল পাকিয়ে একটা দঙ্গল বাঁধবে, অমনি গুলি ছুঁড়বে।

রাস্তার বরফ অল্প মচমচ আওয়াজ তুলল। ঘোড়ার খুরের তলায় জোনাকির মতো হলুদ ফুলকি ওঠে - সম্ভবত কোন খালি চকমকি পাথরের গায়ে পড়ে ঘোড়ার নাল পিছলে গেছে।

'কে যায়?'

গ্রিগোরি বিড়ালের মতো চটপট লাফিয়ে খানার ওপরে উঠেই সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। ওর পিছন পিছন চাপা সরসর আওয়াজ তুলে অন্য কসাকরাও এসে দাঁড়াল।

কিন্তু তারপর যা ঘটল গ্রিগোরি সেটা একেবারেই প্রত্যাশা করতে পারে নি।

'কাকে চাই?' ঘ্যাসঘ্যাসে গুরুগম্ভীর গলায় সামনের ঘোড়সওয়ারটি জিজ্ঞেস করল। ভয় বা বিস্ময়ের চিহ্নমাত্র ফুটে উঠল না তার গলায়। ঘোড়সওয়ার ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে দিল গ্রিগোরির দিকে।

জায়গা থেকে না নড়ে হাতটা অর্ধেক বাঁকা ক'রে অলক্ষিতে রিভলভার উঁচিয়ে ধরে তীক্ষ্ণ গলায় চেঁচিয়ে উঠল গ্রিগোরি, 'কে তুমি?'

সেই একই জলদগম্ভীর কণ্ঠস্বর ক্রুদ্ধ গর্জন ক'রে উঠল।

'এত গলাবাজি করার আস্পর্ধা কার? আমি পিটুনী ফৌজের কম্যাণ্ডার! আট নম্বর রেড আর্মির সদর ঘাঁটি বিদ্রোহ শায়েস্তা করার ভার দিয়েছে আমার ওপর! তোমাদের কম্যাণ্ডার কে? আমার কাছে এনে হাজির কর!'

'আমি কম্যাণ্ডার।'

'তুমি? ও . . .'

ঘোড়সওয়ারের শূন্যে তোলা হাতটার মধ্যে একটা কালো চকচকে জিনিস দেখতে পেল গ্রিগোরি। সেখান থেকে গুলি ছোটার আগেই সে ঝট করে মাটিতে

শুয়ে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে তার দলের লোকদের চেঁচিয়ে বলল, 'গুলি চালাও!'

লোকটার ব্রাউনিং-পিস্তল থেকে একটা চেপ্টা-মাথা বুলেট সাঁ করে উড়ে গেল গ্রিগোরির মাথার ওপর দিয়ে। এপাশ-ওপাশ দুপাশ থেকেই কান-ফাটানো শব্দে গুলি ছুটল। বদোভ্স্কোভ ছুটে গিয়ে দুঃসাহসী কম্যাণ্ডারটির ঘোড়ার মুখের লাগাম ধরে ঝুলে পড়ল। বদোভ্স্কোভের মাথার ওপর দিয়ে হাত বাড়িয়ে গ্রিগোরি তলোয়ারের ভোঁতা দিক দিয়ে লোকটার মাথার টুপিতে কোপ মারল। জিন থেকে গড়িয়ে পড়ল ভারী শরীরটা। দু' মিনিটের মধ্যে লড়াই খতম। লাল ফৌজীদের মধ্যে তিনজন ঘোড়া ছুটিয়ে পালিয়ে গেল, দু'জন মারা গেল, বাকিদের নিরস্ত্র করা হল।

কুবান-টুপি মাথায় কম্যাণ্ডারকে বন্দী করার পর তার ক্ষতবিক্ষত মুখের ভেতরে নাগান রিভলভারের নলটা পুরে গ্রিগোরি তাকে সংক্ষেপে জেরা করল।

'তোর নাম কী রে শালা?'

'লিখাচিওভ।'

'নয়জন পাহারাদার সঙ্গীকে নিয়ে বেরিয়েছিলি কিসের আশায়? ভেবেছিলি কসাকরা হাঁটু গেড়ে বসবে? ক্ষমা চাইবে?'

'আমাকে মেরে ফেল তোমরা!'

'সে সময় আমরা পাব 'খন,' গ্রিগোরি তাকে আশ্বস্ত করল। 'দলিলপত্র কোথায়?'

'থলেতে আছে। নে ব্যাটা ডাকাত! . . . হারামজাদা!'

গ্রিগোরি লোকটার গালিগালাজে কর্ণপাত না করে নিজেই তার দেহ তল্লাশী করল, তার খাটো ওভারকোটের পকেটের ভেতর থেকে আরও একটা ব্রাউনিং-পিস্তল বার করল, মাউজার রিভলভার আর ফৌজী ব্যাগটা খুলে নিল। পাশ পকেটে বিচিত্রবর্ণের পশুচর্মে মোড়া একটা ছোট্ট ব্যাগ পেল, তার মধ্যে কিছু কাগজ আর একটা সিগারেটকেস ছিল।

লিখাচিওভ সারাক্ষণ গালাগাল করে চলেছে, যন্ত্রণায় গোঙাচ্ছে। ওর ডান কাঁধ গুলি লেগে জখম হয়েছে। গ্রিগোরির তলোয়ারে মাথায়ও ভীষণ চোট লেগেছে। লোকটা লম্বা, মাথায় গ্রিগোরির চেয়েও উঁচু হবে। বেশ ভারী, সম্ভবত গায়ে জোরও আছে। রোদেপোড়া তামাটে মুখ, সদ্য দাড়ি কামানো, চওড়া বেঁটে কালো ভুরুজোড়া নাকের খাঁজের কাছে ধেবড়ে, জমকালোভাবে এসে মিশেছে। মুখের হাঁ-টা বিশাল, থুতনিটা চৌকো আকারের। লিখাচিওভের গায়ে ছিল কোমরে কুঁচি দেওয়া পশুলোমের খাটো ওভারকোট, মাথায় কালো পশুলোমের বেড় দেওয়া চামড়ার কুবান-টুপি। টুপিটা ধেবড়ে গেছে তলোয়ারের ঘায়ে। খাটো ওভারকোটের নীচে তার গায়ে সুন্দর মানানসই উঁচু কলারওয়ালা খাকী রঙের আঁটো ফৌজী

জামা। চুস্ত প্যাণ্টটার ওপরের অংশ অনেকখানি চওড়া। কিন্তু পাদুটো ছোট ছোট, সুন্দর গড়নের। বুটজোড়ায় বেশ বাবুয়ানির ভাব প্রকাশ পাচ্ছে। জুতোর ওপর থেকে পায়ের গুল্‌ফ পর্যন্ত পেটেণ্ট চামড়ার পটিতে জড়ানো।

'ওভারকোটটা খুলে ফেল্ল হে কমিসার!' গ্রিগোরি হুকুম দিল। 'চেহারাখানা ত বেশ তেল চকচকে। কসাকদের রুটি খেয়ে দিব্যি গায়-গতরে হয়েছ – ঠাণ্ডায় জমে যাবে বলে মনে হয় না!'

গলাসি আর কোমরবন্ধ দিয়ে বন্দীদের হাত বেঁধে ওদের নিজেদেরই ঘোড়ার পিঠে চাপিয়ে দেওয়া হল।

'আমার পেছন পেছন দুলকি চালে ঘোড়া ছেড়ে দাও!' লিখাচিওভের মাউজার রিভলভারটা নিজের বেল্‌টে ঠিক ক'রে আঁটতে আঁটতে গ্রিগোরি হুকুম দিল।

রাত্রিটা ওরা কাটাল বাজ্‌কিতে। চুল্লীর ধারে মেঝেতে বিছানো খড়ের ওপর দাঁতে দাঁত চেপে গোঙাতে গোঙাতে ছটফট করতে থাকে লিখাচিওভ। গ্রিগোরি ল্যাম্পের আলোয় তার কাঁধের জখম জায়গাটা ধুয়ে বেঁধে দিল। কিন্তু আর কোন জেরা তাকে করল না। লিখাচিওভের বিভিন্ন পরওয়ানা, ভিওশেনস্কায়ার প্রতি-বিপ্লবীদের নামে লিখাচিওভের কাছে পলাতক বিপ্লবী আদালতের দাখিল করা তালিকা, তার নোটবই, চিঠিপত্র, ম্যাপের ওপরের নানা চিহ্ন অনেকক্ষণ ধরে টেবিলের ধারে বসে বসে উলটে পালটে দেখতে লাগল। থেকে থেকে সে তাকাতে লাগল লিখাচিওভের দিকে, তলোয়ারে-তলোয়ারের ঠোকাঠুকির মতো দৃষ্টিবিনিময় হল তাদের দু'জনের মধ্যে। ওই ঘরের মধ্যে যে সব কসাক রাত কাটাচ্ছিল তারা সারা রাত এদিক-ওদিক ছুটোছুটি করে, মাঝে মাঝে ঘোড়াগুলোকে দেখার জন্য নয়ত তামাক খাওয়ার জন্য ঘর ছেড়ে বারান্দায় বেরিয়ে যায়, মেঝেতে শুয়ে শুয়ে গল্পগুজব করে।

ভোরের দিকে গ্রিগোরির ঝিমুনি এসে গিয়েছিল, কিন্তু শিগ্‌গিরই ওর ঘুম ভেঙে গেল। টেবিল ছেড়ে সে উঠল। মাথা ভার হয়ে আছে। লিখাচিওভ খড়ের গাদার ওপর বসে আছে, দাঁত দিয়ে ব্যাণ্ডেজের বাঁধন কেটে পাক খুলে ফেলার চেষ্টা করছে। আরক্ত চোখ মেলে কটমট করে সে তাকাল গ্রিগোরির দিকে। তীব্র ব্যথায়, মৃত্যু যন্ত্রণায় বেরিয়ে পড়েছে তার সাদা ঝকঝকে দাঁতগুলো, চোখে ফুটে উঠেছে মৃত্যুপথযাত্রীর এমন একটা আকুলতা যে গ্রিগোরির চোখের ঘুম সঙ্গে সঙ্গে টুটে গেল।

'কী হল তোমার?' গ্রিগোরি জিজ্ঞেস করল।

'তোমার কী দরকার তাতে? আমি মরতে চাই!' লিখাচিওভ গর্জে উঠল। মুখ ফেকাসে হয়ে গেল, মাথাটা ঢলে পড়ল খড়ের গাদার মধ্যে।

সারা রাত ধরে সে আধ বালতি জল খেয়েছে। সকাল পর্যন্ত একবারও চোখের পাতা বোজে নি।

সকালে গ্রিগোরি ওকে একটা মেশিনগানের গাড়ি করে ভিওশেন্‌স্কায়ায় পাঠিয়ে দিল। সঙ্গে পাঠাল একটা সংক্ষিপ্ত রিপোর্ট আর ওর কাছে পাওয়া সমস্ত দলিলপত্র।

একত্রিশ

দু'জন ঘোড়সওয়ার কসাকের পাহারায় মেশিনগানের গাড়িটা দ্রুতগতিতে গড়াতে গড়াতে এগিয়ে এলো ভিওশেন্‌স্কায়ার কার্যনির্বাহী পরিষদের লাল ইটের দালানটার সামনে। গাড়ির পেছনের আসনে লিখাচিওভ বসে ছিল আধাশোয়া অবস্থায়। কাঁধের রক্তমাখা ব্যাণ্ডেজটা হাতে চেপে ধরে উঠে দাঁড়াল। পাহারাদার কসাক দু'জন ঘোড়া থেকে নামল, ওকে নিয়ে গেল বাড়ির ভেতরে।

বিদ্রোহীদের জোটের সাময়িক সেনাপতি সুইয়ারভের ঘরে জনা পঞ্চাশেক কসাকের ঘন ভিড় জমেছে। লিখাচিওভ তার হাতখানা সামলাতে সামলাতে ভিড় ঠেলে সুইয়ারভের টেবিলের দিকে এগিয়ে গেল। ছোটখাটো মানুষটি, চেহারায় কোন বৈশিষ্ট্য নেই – অবশ্য একমাত্র তার হলুদ চোখের ওই সরু ফোকর আর অসাধারণ জ্বালাধরা চাউনি ছাড়া। লিখাচিওভের ওপর এক পলক দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে সে বলল, 'চাঁদকে ধরে এনেছ তাহলে? . . . তুমিই লিখাচিওভ?'

'হ্যাঁ। এই যে আমার দলিলপত্র।' লিখাচিওভ থলের ভেতরে বাঁধা ছোট ব্যাগটা টেবিলের ওপর ছুঁড়ে দিয়ে বেপরোয়া ও কঠিন দৃষ্টিতে তাকাল সুইয়ারভের দিকে। 'আমার দুঃখ এই যে আমি আমার দায়িত্ব পালন করতে পারলাম না – তোমাদের মতো বিষাক্ত সাপগুলোকে পিষে মারতে পারলাম না। তবে সোভিয়েত রাশিয়া উপযুক্ত ব্যবস্থা করবে তোমাদের। আমার অনুরোধ আমাকে গুলি করে মারা হোক!'

গুলিখাওয়া কাঁধটা সে নাড়াল। তার চওড়া ভুরুজোড়া নড়ে চড়ে উঠল।

'না, কমরেড লিখাচিওভ! আমরা নিজেরাই গুলি চালানোর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছি। আমাদের পথ তোমাদের পথের মতো নয়। আমরা মানুষকে গুলি করে মারি না। তোমাকে আমরা চিকিৎসা করে সারিয়ে তুলব। হয়ত এর পরেও তুমি আমাদের কোন কাজে আসবে,' মৃদুগলায় কথাগুলো বললেও ঝিলিক খেলে যায় সুইয়ারভের চোখে। 'বাড়তি যত লোকজন আছে সব এখান থেকে বেরিয়ে যাও দেখি। জলদি! চটপট!'

ঘরের ভেতরে রয়ে গেল শুধু রেশেতোভ্‌স্কায়া, চের্নোভ্‌স্কায়া, উশাকোভ্‌স্কায়া,

দুব্রোভস্কায়া ও ভিওশেনস্কায়ার স্কোয়াড্রন-কম্যাণ্ডাররা। তারা টেবিলের ধারে এসে বসল। কে একজন একটা টুল পায়ে ঠেলে দিল লিখাচিওভের দিকে। কিন্তু লিখাচিওভ বসল না। দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে ওদের মাথার ওপর দিয়ে জানলার বাইরে তাকিয়ে রইল।

স্কোয়াড্রন-কম্যাণ্ডারদের সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় করে সুইয়ারভ শুরু করল, 'আচ্ছা, এবারে বল ত লিখাচিওভ, তোমার দলের সৈন্যসংখ্যা কত?'

'বলব না।'

'বলবে না? দরকার নেই। তোমার ওই কাগজপত্র থেকে আমরা নিজেরাই বুঝে নেব 'খন। আর তা যদি না পারি ত তোমার সঙ্গী লাল ফৌজী গার্ডদের জেরা করব। তোমার কাছে আরও একটা অনুরোধ (শেষ কথাটার ওপর সুইয়ারভ বিশেষ জোর দিল): তোমার দলকে ভিওশেনস্কায়ায় আসার জন্য লিখে দাও। তোমাদের সঙ্গে আমাদের লড়াইয়ের কোন কারণ নেই। আমরা সোভিয়েত সরকারের বিরোধী নই, তবে কমু আর ইহুদী ব্যাটাদের বিরুদ্ধে। তোমার দলের লোকদের হাতিয়ার কেড়ে নিয়ে আমরা তাদের বাড়ি পাঠিয়ে দেব। তোমাকেও খালাস করে দেব। মোদ্দা কথা হল ওদের লিখে দাও যে আমরাও ওদের মতোই মেহনতী, আমাদের ভয় পাবার কিছু নই, আমরা সোভিয়েতের বিরোধী নই। . . .'

লিখাচিওভের মুখ থেকে এক দলা থুতু এসে পড়ল সুইয়ারভের সাদা ছোপ ধরা ছুঁচাল দাড়িটার ওপর। সুইয়ারভ আস্তিন দিয়ে দাড়ি মুছল, তার গাল লাল হয়ে উঠল। কম্যাণ্ডারদের মধ্যে কেউ কেউ মৃদু হাসল, কিন্তু সেনাপতির সম্মান রক্ষা করতে কেউ এগিয়ে এলো না।

'আমাদের অপমান করছ, কমরেড লিখাচিওভ!' এবারে স্পষ্ট ভণ্ডামি ফুটে উঠল সুইয়ারভের কথায়। 'আতামান আর অফিসাররা আমাদের অনেক হেনস্তা করেছে, আমাদের গায়ে থুতু দিয়েছে। আর তোমরা কমিউনিস্ট - তোমরাও থুতু ছিটোচ্ছ। অথচ তাও তোমরা বলে বেড়াচ্ছ তোমরা নাকি জনদরদী। . . . এই, কে আছ ওখানে? কমিসারকে নিয়ে যাও। কাল আমরা তোমাকে কাজানস্কায়ায় পাঠাব।'

'এখনও ভেবে দেখতে পার কিন্তু,' কম্যাণ্ডারদের মধ্যে একজন কঠিন গলায় বলল।

কাঁধের ওপর আলগা করে ফেলে রাখা উঁচু কলারওয়ালা ফৌজী জামাটা ঝাঁকুনি দিয়ে গুছিয়ে নিয়ে লিখাচিওভ এগিয়ে গেল দরজার কাছে। প্রহরীরা হাজির ছিল সেখানে।

ওকে ওরা গুলি করে মারল না। 'গুলি চালানো আর লুঠতরাজের' বিরুদ্ধেই যে বিদ্রোহীদের লড়াই! . . . পরের দিন ওকে হাঁটিয়ে নিয়ে যাওয়া হল কাজান্স্কায়া। ঘোড়সওয়ার পাহারাদারদের আগে আগে বরফের ওপর হাল্কা পা ফেলে হেঁটে চলেছে সে। চওড়া বেঁটে ভুরুজোড়া কুঁচকে আছে। কিন্তু বনের ভেতরে একটা বিবাক্ত সাদা বার্চ গাছের পাশ দিয়ে যেতে যেতে ওর মুখ হাসিতে উৎফুল্ল হয়ে উঠল। মুহূর্তের জন্য থমকে দাঁড়িয়ে ওপরের দিকে হাত বাড়াল, ভালো হাতখানা দিয়ে একটা ডাল ভেঙে নিল। ডালের গায়ে মার্চের মিষ্টি রসে ভরপুর হয়ে ফুটে আছে বাদামী রঙের টোপা টোপা কুঁড়ি। তার হাল্কা মৃদু সুবাস সূর্যের প্রতিটি আবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে প্রাণের পুনরুজ্জীবনের, বসন্তের নবোদ্গমের প্রতিশ্রুতি নিয়ে আসছে। লিখাচিওভ টোপা কুঁড়িগুলো ছিঁড়ে মুখে পুরে চিবুতে লাগল। ঝাপসা চোখে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগল হিমের কবল থেকে ছাড়া পেয়ে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে গাছপালা। ওর দাড়িগোঁফ কামানো মুখে, ঠোঁটের কিনারায় ফুটে উঠল মৃদু হাসি।

লিখাচিওভ যখন মারা গেল তখনও ওর ঠোঁটে লেগে রয়েছে কুঁড়ির কালো পাপড়িগুলো। ভিওশেনস্কায়া পৌঁছুতে আড়াই ক্রোশ খানেক বাকি থাকতে এক ভয়ঙ্কর জলার বালিয়াড়ির মধ্যে পাহারাদাররা নৃশংসভাবে ওকে খণ্ড খণ্ড করে কেটে ফেলল, জ্যান্ত থাকতেই খুবলে নিল ওর চোখ, হাত নাক কান কাটল। তলোয়ারের কোপ মেরে ঢেরা চিহ্ন এঁকে দিল মুখে। ওর প্যান্টের বোতাম খুলে সুন্দর বিশাল পুরুষালী দেহটাকে লাঞ্ছিত করল, কলুষিত করল। কাঠের গুঁড়ির মতো অসাড় রক্তাক্ত দেহের ওপর বীভৎস অত্যাচার চালানোর পর পাহারাদারদের একজন ওকে চিতপাত ক'রে ফেলে দিল। ওর বুকটা তখনও থেকে থেকে চমকে উঠছিল। বুকের ওপর দাঁড়িয়ে এক তেরছা কোপে মাথাটা ধড় থেকে আলাদা ক'রে ফেলল পাহারাদারটা।

বত্রিশ

দনের ওপার থেকে, উজানের এলাকা থেকে, সমস্ত প্রান্ত থেকে বন্যাস্রোতে বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ার খবর আসছে। এবারে আর দুটো জেলা মাত্র নয়। শুমিলিনস্কায়া, কাজান্স্কায়া, মিগুলিনস্কায়া, মেশকোভস্কায়া, ভিওশেনস্কায়া, ইয়েলান্স্কায়া আর উস্ত-খোপিওর্স্কায়া জেলাও বিদ্রোহ করেছে, তাড়াতাড়ি স্কোয়াড্রনও গড়ে ফেলেছে। কার্গিনস্কায়া, বকোভ্স্কায়া আর ক্রাসনকুত্স্কায়ার স্পষ্ট ঝোঁক দেখা যাচ্ছে

বিদ্রোহীদের দিকে। পাশের উস্ত্-মেদ্‌ভেদিৎস্কায়া আর খোপিওর জেলায়ও বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। বুকানোভ্‌স্কায়া, স্লাশ্চেভ্‌স্কায়া ও ফেদো-সেয়েভ্‌স্কায়ার বসতিগুলোতে ইতিমধ্যে উত্তেজনা শুরু হয়ে গেছে। ভিওশেন্‌স্কায়ার লাগোয়া আলেক্সেয়েভ্‌স্কায়া জেলার চারপাশের গ্রামগুলো চঞ্চল হয়ে উঠেছে। . . . জেলা-সদর বলে বিদ্রোহের কেন্দ্র হয়ে দাঁড়িয়েছে ভিওশেন্‌স্কায়া। দীর্ঘ বাদবিতণ্ডা তর্কবিতর্কের পর আগেকার সরকারী কাঠামো বজায় রাখাই ঠিক হল। কসাকদের মধ্যে যারা সবচেয়ে ভক্তিভাজন এবং বিশেষত যাদের বয়স একটু কম তাদের নির্বাচন করা হল জেলা কর্মপরিষদে। পরিষদের সভাপতি করে বসিয়ে দেওয়া হল গোলন্দাজ বিভাগের জনৈক কর্মচারী দানিলভকে। জেলায় জেলায় গ্রামে গ্রামে গড়ে উঠল সোভিয়েত। আশ্চর্যের কথা হল এই যে এক কালের গালিগালাজ অর্থে ব্যবহৃত 'কমরেড' সম্বোধনটা পর্যন্ত দৈনন্দিন কথাবার্তার মধ্যে চালু থেকে গেল। আমরা 'সোভিয়েত ক্ষমতার পক্ষে, কিন্তু কমিউন, গুলি করে লোকজন মারা আর লুঠতরাজের বিরুদ্ধে' – এই রকম গালভরা স্লোগানও ছাড়া হতে লাগল। এই কারণেই বিদ্রোহীদের ভেড়ার লোমের লম্বা টুপির ওপরে একটা সাদা ডোরা বা ফেটির বদলে দেখা দিল দুটো – লালের ওপর আড়াআড়ি সাদা।

সুইয়ারভের জায়গায় বিদ্রোহীদের যুক্ত বাহিনীর সেনাপতি হয়ে এলো আঠাশ বছর বয়সের এক জোয়ান কর্পেট পাভেল কুদিনভ। চারটে শ্রেণীর সবগুলো সেণ্ট জর্জ ক্রসের অধিকারী সে। বেশ বলিয়ে-কইয়ে, চালাক-চতুর, তবে একটু দুর্বলচরিত্রের লোক। এমন এক ডামাডোলের সময় বিদ্রোহীদের একটা জেলা শাসন করার উপযুক্ত সে আদৌ নয়। কিন্তু সরলতা ও শিষ্টাচারের জন্য কসাকদের টান ছিল তার ওপর। সবচেয়ে বড় কথা কুদিনভ নিজে জন্মসূত্রে কসাক। কসাক সমাজের অনেক গভীরে সে শেকড় চালাতে পারে এবং ভুইফোঁড়দের মধ্যে সচরাচর যা দেখতে পাওয়া যায় সে ধরনের আত্মম্ভরিতা বা অফিসারসুলভ ঔদ্ধত্য তার মধ্যে ছিল না। পোশাক পরিচ্ছদে সে সব সময় সাদাসিধে। মাথার চুল লম্বা, চারপাশে গোল করে ছাঁটা। একটু কুঁজো হয়ে হাঁটে, তাড়াতাড়ি কথা বলে। লম্বা নাক আর শীর্ণ মুখটা নেহাৎই চাষাভুষো ধরনের, সাদামাঠা – কোন লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য নেই চেহারার মধ্যে।

সদর দপ্তরের কর্তা বেছে নেওয়া হল সাব-অলটার্ণ ইলিয়া সাফোনভকে। তাকে বাছা হল একমাত্র এই কারণে যে ছোকরা একটু ভীতুগোছের হলেও বেশ শিক্ষিত, লেখার হাতটা ওর ভালো। নির্বাচনের সভায় ওর সম্পর্কে ঠিক এই রকমই বলা হয়েছিল, 'সাফোনভকে সদর অফিসে বসিয়ে দাও। লড়াইয়ের মাঠে ওকে দিয়ে কোন কাজ হবে না। বরং ক্ষতিই হবে। কসাকদের রক্ষা ত করতেই

পারবে না, নিজেও মরবে। বেদেকে দিয়ে কি আর পুরুতের কাজ হয়? ওকে দিয়েও তেমনি যোদ্ধার কাজ হবে না।'

বেঁটেখাটো গোলগাল ধাঁচের সাফোনভ এই মন্তব্য শুনে বেশ উৎফুল্ল হয়ে সাদাটে হলদে গোঁফের ফাঁকে হাসল। মহা উৎসাহে দপ্তরে কাজ করতে রাজি হয়ে গেল।

কিন্তু স্কোয়াড্রনগুলো স্বাধীনভাবে যা ঠিক করে ফেলেছে তার আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দেওয়া ছাড়া কুদিনভ ও সাফোনভের আর কিছু করার রইল না। নেতা হিশেবে ওদের হাত পা বাঁধা। তাছাড়া এরকম একটা বিরাট শক্তি পরিচালনা করার এবং ঘটনার এমন প্রবল গতির সঙ্গে তাল রেখে চলার সাধ্যও ওদের ছিল না।

উস্ত্-খোপিওরস্কায়া ও ইয়েলান্স্কায়া জেলার এবং ভিওশেন্স্কায়ার কিছু অংশের বলশেভিকদের দলে জুটিয়ে চার নম্বর ট্রান্স-আমুর ঘোড়সওয়ার রেজিমেন্ট লড়াই করতে করতে বেশ কিছু গ্রামের ভেতর দিয়ে এগোতে লাগল। ইয়েলান্স্কায়ার সীমান্ত পেরিয়ে স্তেপের মাঠের ভেতর দিয়ে দন বরাবর চলল পশ্চিম মুখে।

মার্চ মাসের পাঁচ তারিখে একজন কসাক এক বার্তা নিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে এলো তাতারস্কি গ্রামে। ইয়েলান্স্কায়ার লোকদের জরুরী সাহায্য চাই। প্রায় কোন রকম বাধা না দিয়ে তাদের পিছু হটতে হচ্ছে – রাইফেল বা গোলাবারুদ কিছুই নেই। ওদের তুচ্ছ গুলিগোলার উত্তরে ট্রান্স-আমুর রেজিমেন্ট অজস্র ধারায় মেশিনগানের গুলি বর্ষণ করেছে ওদের ওপর, দুটো ব্যাটারির গোলায় ছেয়ে দিয়েছে ওদের। এই পরিস্থিতিতে সদর দপ্তর থেকে নির্দেশের অপেক্ষায় বসে থাকার উপায় নেই। পেত্রো মেলেখভ তাই তার দুই স্কোয়াড্রন নিয়ে মোকাবিলায় নামার সিদ্ধান্ত নিল।

আশেপাশের গ্রামগুলোর আরও চারটে স্কোয়াড্রনেরও ভার সে নিল। সকালের দিকে কসাকদের নিয়ে এলো একটা টিলার ওপর। প্রথমে, সচরাচর যেমন হয়, দুই দলের টহলদারদের মধ্যে সংঘর্ষ বাধল। তার একটু পরে লড়াই শুরু হয়ে গেল।

তাতারস্কি গ্রাম থেকে আড়াই ক্রোশ খানেক দূরে লাল দরীর কাছে যে-জায়গাটায় গ্রিগোরি আর তার বৌ এক সময় জমি চাষ করত, যেখানে প্রথমবার নাতালিয়ার কাছে গ্রিগোরি স্বীকার করেছিল যে তাকে ও ভালোবাসে না, সেখানে সেই ঝাপসা শীতের দিনে গভীর খানাগুলোর কাছে ঘোড়সওয়ার স্কোয়াড্রনের সৈন্যেরা বরফের মধ্যে ঘোড়া থেকে নেমে পড়ল। তারা সার বেঁধে ছড়িয়ে পড়ল, ঘোড়ার তদারককারীরা তাদের ঘোড়াগুলোকে সরিয়ে নিরাপদ জায়গায় লুকিয়ে রেখে দিল। নীচে পাহাড়ের ঢেউ খেলানো প্রশস্ত গহ্বরটার ভেতর থেকে তিন সার বেঁধে চলেছে লাল ফৌজের সেপাইরা। গভীর উপত্যকাভূমির শুভ্র বিস্তার লোকজনের

কালো কালো বিন্দুতে ছেয়ে গেছে। স্লেজগাড়িগুলো এগিয়ে আসছে সারিগুলোর দিকে, ঘোড়সওয়ারেরা এদিক ওদিক ছুটোছুটি করছে। শত্রুরা এখন ক্রোশখানেক দূরে আছে। কসাকরা ধীরেসুস্থে লড়াইয়ের জন্য তৈরি হতে লাগল।

পেত্রোর দানাপানি খাওয়া ঘোড়াটার গা থেকে অল্প অল্প ভাপ উঠছে। ইয়েলান্স্কায়ার স্কোয়াড্রনগুলো চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে পজিশন নেওয়ার পর ঘোড়ায় চেপে পেত্রো এগিয়ে গেল গ্রিগোরির কাছে। ওকে বেশ খুশি খুশি আর সতেজ দেখাচ্ছিল।

'ভাইসব, বুলেট বাঁচিয়ে গুলি ছুঁড়বে! হুকুম না দেওয়া পর্যন্ত গুলি ছুঁড়বে না। . . . গ্রিগোরি, তোর আধ স্কোয়াড্রনের সেপাইদের দুশগজ মতন বাঁয়ে সরিয়ে নিয়ে যা। একটু তাড়াতাড়ি কর! ঘোড়া দেখাশোনার কাজ যারা করছে তারা যেন এক জায়গায় জটলা না পাকায়।' শেষবারের মতো আরও কয়েকটা নির্দেশ দিয়ে দূরবীনটা বার করল সে। 'দেখেশুনে মনে হচ্ছে যেন মাতৃভেই-টিলার ওপর তোপের সারি বসাচ্ছে?'

'আমি অনেকক্ষণ আগে লক্ষ করেছি। খালি চোখেই দেখা যায়।'

গ্রিগোরি ওর হাত থেকে দূরবীন নিয়ে চোখে দিয়ে দেখে। টিলার মাথায় যেখানে বাতাস বইছে, তার পেছনটা ছেয়ে গেছে কালো কালো স্লেজগাড়িতে। লোকজনের ছোট ছোট মূর্তি ঘুরে ফিরে বেড়াচ্ছে।

তাতারস্কির পদাতিক ফৌজ – ঘোড়সওয়ার বাহিনীর লোকেরা ঠাট্টা করে যার নাম দিয়েছে 'দগুবৎ'* – জটলা না পাকানোর কড়া হুকুম থাকা সত্ত্বেও দল বেঁধে দাঁড়িয়ে নিজেদের মধ্যে কার্তুজ ভাগাভাগি করছে, তামাক টানছে, হাসিঠাট্টা করছে। আর সব বেঁটে বেঁটে কসাকদের মধ্যে খ্রিস্তোনিয়ার লোমের টুপিটা উঁচুতে দুলছে (ঘোড়া খোয়া যাবার পর সে এখন পদাতিকদের দলে এসে পড়েছে), পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচের তিন পাশ ঝোলানো লাল গরম টুপিটাও দেখা যাচ্ছে। পদাতিকদের মধ্যে বেশির ভাগই বুড়ো, নয়ত একেবারে ছেলেছোকরা। ডান দিকে ঝরে পড়া সূর্যমুখী ফুলের একটা ঘন জঙ্গল, কাটা হয় নি। তার আধক্রোশটাক দূরে ইয়েলান্স্কায়ার লোকেরা আছে। তাদের চারটে স্কোয়াড্রনে ছয়শ জন লোক, কিন্তু প্রায় দুশ জনই আছে ঘোড়া দেখার কাজে। পুরো ফৌজের তিন ভাগের এক ভাগ লোক খানার একপাশের গড়ানে খাঁজের মধ্যে ঘোড়া নিয়ে গা ঢাকা দিয়ে আছে।

পদাতিকদের সারি থেকে কে একজন চেঁচিয়ে বলল, 'পেত্রো পান্তেলেইয়েভিচ। দেখো, লড়াইয়ের সময় আমাদের, পায়দল সেপাইদের ছেড়ে পালিও না।'

---

* ১০৩ পৃষ্ঠায় টীকা দ্রষ্টব্য।

'নিশ্চিন্ত থাকতে পার! আমরা তোমাদের ছেড়ে যাব না,' পেত্রো হেসে বলল। লাল ফৌজের লোকেরা ধীরে ধীরে টিলার দিকে এগিয়ে আসছে দেখে সে অস্থির হয়ে হাতের চাবুকটা নাড়াচাড়া করতে লাগল।

'এদিকে এসো ত দাদা,' সারি থেকে এক পাশে সরে আসতে আসতে গ্রিগোরি বলল।

পেত্রো ঘোড়া হাঁকিয়ে কাছে এলো। গ্রিগোরি অসন্তোষ গোপন না রেখে ভুরু কুঁচকে বলল, 'পজিশনটা আমার মনে ধরছে না। এই খানাগুলো ছাড়িয়ে যাওয়া দরকার। ওরা আমাদের পাশ ঘুরে আসতে পারে – তাহলেই আমরা বিপদে পড়ে যাব। কী বল?'

'কী যে বলিস!' পেত্রো বিরক্ত হয়ে ওকে উড়িয়ে দিয়ে বলল। 'পাশ ঘুরে কী ভাবে আসতে পারে! একটা গোটা স্কোয়াড্রন আমি হাতে রেখেছি। তাছাড়া অবস্থা যদি খারাপ হয় ত ওই খানাখন্দগুলোই কাজে লাগবে। ওগুলো কোন বাধা নয়।'

'দেখো কিন্তু!' গ্রিগোরি ওকে সাবধান ক'রে দিয়ে আরও একবার দ্রুত চোখ বুলিয়ে নিল জায়গাটার ওপর।

নিজের সারির কাছে এসে সে তার দলের কসাকদের ওপর ভালো ক'রে চোখ বুলিয়ে নিল। অনেকেরই হাতে আর কোন হাতমোজা বা দস্তানা নেই। উত্তেজনায় হাত গরম হওয়ায় খুলে ফেলেছে। কেউ কেউ উসখুস করছে – এই তলোয়ার ঠিক করছে ত এই কোমরের বেল্ট কষে বাঁধছে।

বরফের মধ্যে পা ছুঁড়ে পেত্রোকে সারিগুলোর কাছে এগিয়ে আসছে দেখে বিদ্রূপের ভঙ্গিতে মাথাটা সেই দিকে সামান্য হেলিয়ে মৃদু হেসে ফেদোত বদোভ্স্কোভ মন্তব্য করল, 'আমাদের কম্যাণ্ডার সাহেব ঘোড়া থেকে নামলেন।'

এক-হাতকাটা অলিওশ্‌কা শামিলের হাতিয়ার বলতে একমাত্র তলোয়ার সম্বল। হি-হি করে হাসতে হাসতে সে বলল, 'এই যে জেনারেল প্লাতভ*, দন-কসাকদের এক পাত্তর করে ভোদ্‌কা দেবার হুকুম হোক না বাওয়া!'

'চোপরাও মদখোর, মাতাল। লাল ফৌজের লোকেরা তোর আরেকটা হাত কেটে ফেলবে, তখন কী দিয়ে মদের পাত্তর মুখে তুলে ধরবি? গামলা থেকে উবু হয়ে খেতে হবে যে!'

'হয়েছে, হয়েছে।'

'মদ খেতে পারলেও হত। কীই বা এমন ক্ষতি হত?' দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল

---

* ৫৬ পৃষ্ঠায় টীকা দ্রষ্টব্য।

স্তেপান আস্তাখভ। এমন কি তলোয়ারের হাতল থেকে হাতখানা উঠিয়ে নিয়ে লালচে বাদামী গোঁফ চুমরাল।

সারির মধ্যে কথাবার্তাগুলো মোটেই সময়ের উপযোগী ছিল না, মাত্ভেই-টিলার ওপাশ থেকে প্রচণ্ড গুম গুম শব্দে কামানের আওয়াজ ফেটে পড়ামাত্র বন্ধ হয়ে গেল।

পুরো ওজনদার গম্ভীর আওয়াজটা তোপের মুখ থেকে ডেলা পাকিয়ে বেরিয়ে অনেকক্ষণ ধরে সাদা ধোঁয়ার হালকা ফেনার মতো স্তেপের বুকের ওপর গলে গলে ছড়িয়ে যেতে যেতে পরিষ্কার ও ছোট্ট তীক্ষ্ণ বিস্ফোরণের ফাটা ফাটা শব্দে ঝরে পড়ল। গোলাটা লক্ষ্যে পৌঁছুল না, কসাকদের সারি থেকে সিকি ক্রোশ খানেক আগেই ফেটে পড়ল। পেঁজা তুলোর মতো সাদা বরফের ঝিলিকের মধ্যে কালো ধোঁয়ার কুণ্ডলী ধীরে ধীরে চষা জমির মাথার ওপর উঠে ভেঙে পড়ল, ছড়িয়ে পড়ল লম্বা আগাছাগুলোর গা ছুঁয়ে। সঙ্গে সঙ্গে লাল ফৌজীদের মেশিনগানগুলো কাজ শুরু করে দিল। রাতের চৌকিদারের হাতুড়ি ঠোকার ঠকঠক আওয়াজের মতো বেজে চলল মেশিনগানের গুলির হুর্‌রা। কসাকরা বরফের মধ্যে, আগাছার ঝোপের আড়ালে আর ফুল-ঝরা সূর্যমুখীর খোঁচা খোঁচা ডাঁটাগুলোর ভেতরে শুয়ে পড়ল।

'ধোঁয়াটা বেশ কালো! মনে হয় যেন জার্মান গোলার!' গ্রিগোরির দিকে ফিরে তাকিয়ে চেঁচিয়ে বলল প্রোখর জিকভ।

পাশের ইয়েলান্‌স্কায়া স্কোয়াড্রনে একটা হুলস্থুল উঠল। হাওয়ায় ভেসে এলো চিৎকার।

'মিত্রোফান ভাই মারা গেল গো!'

গোলাগুলি অগ্রাহ্য করে বুবেজিনের লাল দাড়িওয়ালা কসাক স্কোয়াড্রন-কম্যাণ্ডার ইভানভ ছুটতে ছুটতে এসে উপস্থিত হল পেত্রোর কাছে। মাথার লম্বা পশমী টুপির নীচে হাত চালিয়ে কপালের ঘাম মুছে হাঁপাতে হাঁপাতে সে বলল, 'ওঃ, কী বরফ, কী বরফ! এত পাঁকাল যে পা টেনে তোলে সাধ্যি কার।

'তুমি এখানে এলে কী বলে?' পেত্রো ভুরু নাচিয়ে খেঁকিয়ে উঠল।

'আমার মাথায় একটা বুদ্ধি এসেছে কমরেড মেলেখভ! একটা স্কোয়াড্রনকে নীচে দনের দিকে পাঠিয়ে দাও। সারি থেকে বার করে পাঠিয়ে দাও। নেমে নীচের পথ ধরে ছুটতে ছুটতে ওরা গাঁয়ে চলে যাক, তারপর পেছন দিক থেকে হানা দিক লাল ফৌজের ওপর। লাল ফৌজীরা নির্ঘাত ওদের রসদের গাড়িগুলো বিনা পাহারায় ফেলে এসেছে - তাছাড়া পাহারা যদি থাকেও সে আর এমন একটা কী হতে পারে? ওদের মধ্যে একটা দারুণ ভয়ও ছড়িয়ে পড়বে এতে।'

'বুদ্ধিটা' পেত্রোর পছন্দ হল। ও নিজের আধা স্কোয়াড্রন সৈন্যকে গুলি

ছোঁড়ার হুকুম দিল। পদাতিকদের কম্যাণ্ডার লাতিশেভ সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল সারিতে। হাত নেড়ে তাকে নির্দেশ দিয়ে পেত্রো এগিয়ে গেল গ্রিগোরির দিকে। ব্যাপারটা ওকে বুঝিয়ে দিয়ে সংক্ষেপে হুকুম দিল, 'তোর আধা স্কোয়াড্রন নিয়ে চলে যা। ওদের লেজে মারা দিবি!'

গ্রিগোরি ওর কসাকদের বার করে আনল। নাবালে গিয়ে সকলকে ঘোড়ায় চড়িয়ে দ্রুত দুলকি চালে ছুটল গ্রামের দিকে।

এদিকে কসাকরা দুবার ওদের কার্তুজের খোপ খালি করে গুলি চালিয়ে চুপ মেরে গেল। লাল ফৌজীদের সারিটা মাটিতে শুয়ে পড়ে আড়াল নিল। খাবি খেয়ে দমকে দমকে এসে পড়তে থাকে মেশিনগানের গুলি। উন্মত্ত বেগে একটা গুলি আচমকা মার্তিন শামিলের সাদা পাওয়ালা ঘোড়াটার গায়ে এসে লাগল। যে লোকটা ঘোড়া ধরে রেখেছিল তার হাত থেকে সেটা ছিটকে বেরিয়ে পাগলের মতো বুবেজিন কসাকদের সারির ভেতর দিয়ে ছুটতে লাগল, টিলা বয়ে তরতর করে নামতে লাগল লাল ফৌজের দিকে। মেশিনগানের এক ঝাঁক গুলি এসে লাগতে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে ছুটতেই অনেকখানি উঁচুতে পাছা তুলে বরফের মধ্যে মুখ গুঁজে পড়ে গেল।

'মেশিনগানারদের দিকে তাক করে গুলি ছোঁড়!' সারির লোকজনের মধ্যে চালান হয়ে গেল পেত্রোর হুকুম।

ওর হুকুম মানা হল। ওদের মধ্যে যাদের হাতের টিপ ভালো কেবল তারাই গুলি চালাল। তাতে শত্রুপক্ষের কিছু ক্ষতিও হল। ক্রিভ্স্কোইয়ের উজান এলাকার এক গ্রামের চোখে না পড়ার মতো সাদাসিধে ছোটখাটো চেহারার এক কসাক একের পর এক তিনজন মেশিনগানারকে গুলিতে ঘায়েল করল। ওদের ম্যাক্সিমগানখানা চুপ মেরে গেল, তার জলাধারের জল টগবগ করে ফুটতে লাগল। কিন্তু নতুন দল এসে মেশিনগানের ভার নিল। আবার গর্জন করে উঠল মেশিনগান, বর্ষণ ক'রে চলল মৃত্যুবীজ। গুলির ঝাঁক ঘন ঘন চলতে লাগল। দেখতে দেখতে কসাকরা হতাশ হয়ে পড়ল, আরও বেশি করে ঢুকে যেতে লাগল বরফের ভেতরে। আনিকুশ্‌কা বরফ খুঁড়তে খুঁড়তে মাটিতে গিয়ে ঠেকেছে, তবে ঠাট্টাতামাসার মেজাজ ওর এখনও যায় নি। ওর বুলেট ফুরিয়ে গেছে (ওর মরচে ধরা সবুজ ক্লিপে সাকুল্যে পাঁচটা ছিল)। এখন ও মাঝে মাঝে বরফের ভেতর থেকে মাথা বার ক'রে শিস দিচ্ছে। মেঠো ইঁদুর ভয় পেয়ে গেলে যেমন শিস দেয় আওয়াজটা কতকটা সেরকম।

'আই ব্বাপ!' বোকার মতো ফ্যালফ্যাল করে সারির ওপর চোখ বুলোতে বুলোতে মেঠো ইঁদুরের গলায় কিচকিচ করে চেঁচিয়ে ওঠে আনিকুশ্‌কা।

ডান দিকে ছিল স্তেপান আস্তাখভ। ওর এই কাণ্ড দেখে হাসতে হাসতে তার চোখে জল বেরিয়ে পড়ার উপক্রম। কিন্তু বাঁ পাশ থেকে রেগে গালিগালাজ দিতে থাকে চালিয়াতনন্দন আন্তিপ।

'রাখ্ দেখি শালা! তামাসার আর সময় পেলি না!'

'আই ব্বাপ!' কৃত্রিম ভয়ে চোখ বড় বড় করে তার দিকে ফিরে তাকিয়ে আনিকুশ্‌কা আবার বলে।

লাল ফৌজীদের ব্যাটারীতে সম্ভবত গোলাবারুদের টান পড়েছে। তিরিশ রাউণ্ড মতন গোলা ছোঁড়ার পর কামানগুলো থেমে গেল। পেত্রো অধীরভাবে ঘাড় ফিরিয়ে টিলার চূড়োটার দিকে তাকাতে থাকে। দু'জন বার্তাবহ দিয়ে গাঁয়ে সে হুকুম পাঠিয়ে দিল সেখানকার সমস্ত প্রাপ্তবয়স্ক লোক যেন বিদেকাঠি, লাঠিসোঁটা, কাস্তে যে যা পারে হাতে নিয়ে টিলার ওপরে বেরিয়ে আসে। ওর ইচ্ছে ছিল এইভাবে লাল ফৌজীদের ভয় পাইয়ে দেবে আর নিজের ফৌজকে তিনটি সারিতে ছড়িয়ে দেবে।

দেখতে দেখতে চূড়োর ধারে লোকজন ঘন ভিড় করে এসে দাঁড়াল, ঢাল বয়ে নামতে লাগল তারা।

'ওরে দ্যাখ, দ্যাখ, কালো কালো দাঁড়কাকের মতো ছড়িয়ে পড়ছে!'

'গাঁ সুদ্ধ সবাই ঝেঁটিয়ে এসেছে।'

'আরে, মেয়েমানুষদেরও দেখা যাচ্ছে যেন!'

কসাকরা নিজেদের মধ্যে চেঁচিয়ে কথাগুলো বলে হাসাহাসি করতে লাগল। গুলিবর্ষণ একেবারে বন্ধ হয়ে গেল। লাল ফৌজীদের দিক থেকে মাত্র দুটো মেশিনগান কাজ করতে থাকে, কদাচিৎ গর্জন তোলে দু'একটা গুলির ছররা।

'আহা, ওদের কামানগুলো ঠাণ্ডা মেরে গেছে! মাগীদের ওই ফৌজের মাঝখানে যদি একটা গোলা ছুঁড়ত, তাহলে একটা দেখার মতো কাণ্ড হত বটে! ঘাগরা ভিজিয়ে চোঁচা দৌড় দিত বাড়ির দিকে!' উল্লসিত হয়ে হাতকাটা আলেক্সেই বলে ওঠে। শুনে মনে হল লাল ফৌজীরা যে মেয়েদের ওপর একটাও গোলা ছুঁড়ল না তাতে যেন সত্যি সত্যিই ওর আফশোস হচ্ছে।

লোকজনের ভিড়টা একটা সমান রেখায় এসে টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে পড়তে থাকে। দেখতে দেখতে দুটো চওড়া সারি হয়ে ছড়িয়ে পড়ে। থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে।

পেত্রো ওদের কসাকদের সারির কাছে পর্যন্ত আসতে দিল না। কিন্তু ওদের এই আবির্ভাবই লাল ফৌজীদের ওপর যা কাজ করল তা দেখার মতো। তারা পিছু হটতে হটতে গভীর নাবালের একেবারে তলায় নেমে যেতে থাকে।

স্কোয়াড্রন-কম্যাণ্ডারদের সঙ্গে পরামর্শ করার পর পেত্রো ইয়েলান্স্কায়ার লোকজনদের দুটো স্কোয়াড্রন সরিয়ে ফৌজের ডান পাশটা খালি করে দিল। ওদের সে ঘোড়ায় চড়ে সার বেঁধে উত্তরে দনের দিকে গিয়ে গ্রিগোরির সঙ্গে আক্রমণে যোগ দেবার হুকুম দিল। স্কোয়াড্রনগুলো লাল ফৌজের একেবারে চোখের সামনেই লাল দরীর ওপারে তৈরি হয়ে ছুটে চলল নীচে, দনের দিকে।

পিছু-হটতে-থাকা লাল ফৌজীদের সারিগুলোর ওপর নতুন করে গুলিবর্ষণ শুরু হয়ে গেল।

ইতিমধ্যে ছেলেবুড়ো আর মেয়েদের নিয়ে তৈরি 'মজুত' সেপাইদলের ভেতর থেকে বেশ কয়েকজন বেপরোয়া মেয়েমানুষ আর এক পাল ছেলে বেরিয়ে ফৌজের সারির মধ্যে ঢুকে পড়েছে। ওদের মধ্যে পেত্রোর বৌ দারিয়াকেও দেখা গেল।

'ওগো, আমায় একবার গুলি ছুঁড়তে দাও ওই লালগুলোর ওপর! আমি রাইফেল চালাতে জানি।'

যা কথা সেই কাজ! পেত্রোর কার্বাইনটা নিয়ে সে হাঁটু গেড়ে বসল, পুরুষমানুষের মতো বেশ আস্থাভরে বুকের চূড়ায়, সঙ্কীর্ণ কাঁধের গায়ে কুঁদোটা ঠেকিয়ে দুবার গুলি ছুঁড়ল।

কিন্তু 'মজুত' সেপাইরা শীতে জড়সড় হয়ে পড়েছে। মাটিতে পা ঠুকে, লাফালাফি করে শরীর গরম রাখার চেষ্টা করছে, নাক ঝাড়ছে। ওদের দুটো সারিই দুলছে – যেন হাওয়া লেগেছে। মেয়েদের গাল আর ঠোঁট নীল হয়ে গেছে, তাদের ঘাগরার চওড়া ঘেরের তলা দিয়ে হিম ঢুকে দৌরাত্ম্য শুরু করে দিয়েছে। থুড়থুড়ে বুড়োরা ত একেবারে জমেই যাচ্ছিল। গ্রিশাকা দাদু সমেত তাদের অনেককে হাতে ধরে ধরে গ্রাম থেকে খাড়া পাহাড়ের ওপরে নিয়ে আসতে হয়েছিল। কিন্তু এখানে টিলার মাথায় প্রাণজুড়ানো স্নিগ্ধ হাওয়ায়, দূরের গুলিগোলার আওয়াজে আর ঠাণ্ডায় বুড়োরা চাঙ্গা হয়ে উঠল। আগেকার দিনের বড় বড় যুদ্ধ আর লড়াই নিয়ে, এখনকার এই যে ভয়াবহ যুদ্ধ, যাতে ভাই ভাইয়ের বিরুদ্ধে, বাপ ছেলের বিরুদ্ধে লড়ছে তাই নিয়ে ওদের মধ্যে যে কথাবার্তা চলল তার যেন আর শেষ নেই। এদিকে কামান দাগা হচ্ছে এত দূর থেকে যে খালি চোখে তা দেখাই যায় না।

তেত্রিশ

গ্রিগোরি তার আধা স্কোয়াড্রন সৈন্য নিয়ে ট্রান্স-আমুর লাল ফৌজীদের রসদগাড়ির প্রথম লাইনটাকে নাস্তানাবুদ করে ছাড়ল। আটজন লাল ফৌজী কচুকাটা হয়ে গেল। গোলা বারুদ বোঝাই চারটি স্লেজগাড়ি আর দুটো সওয়ারী ঘোড়া দখলে এলো। গ্রিগোরির দল অল্পের ওপর দিয়ে রেহাই পেল। ওদের একটা ঘোড়া মারা গেছে আর একজন কসাকের গায়ে সামান্য একটু আঁচড় লেগেছে।

কিন্তু গ্রিগোরি যখন দখল-করা স্লেজগাড়িগুলো নিয়ে দনের ধার দিয়ে চলেছে, কেউ তাদের পিছু নিচ্ছে না দেখে সাফল্যের আনন্দে বিভোর হয়ে আছে, তখন টিলার লড়াই শেষ হতে চলেছে। লড়াই শুরু হওয়ার আগে থাকতেই ট্রান্স-আমুর রেজিমেন্টের একটা স্কোয়াড্রন দূর থেকে চক্রব্যূহ আকারে সাড়ে তিন ক্রোশ রাস্তা ঘুরে আসছিল কসাকদের ঘিরে ফেলার উদ্দেশ্যে। এখন তারা টিলার পেছন থেকে চক্কর দিয়ে এসে আচমকা ঝাঁপিয়ে পড়ল ঘোড়ার তদারককারীদের ওপর। সব তালগোল পাকিয়ে গেল। কসাকরা ঘোড়া নিয়ে লাল দরীর পায়ের কাছ থেকে তাড়াতাড়ি ওপরে উঠে গেল। অতিকষ্টে কোন কোন ঘোড়সওয়ারকে ঘোড়া ফিরিয়ে দিতে পারল। কিন্তু বাকিদের মাথার ওপরে ততক্ষণে ঝলক মারছে ট্রান্স-আমুর ঘোড়সওয়ার সৈন্যদের তলোয়ারের ফলা। বহু নিরস্ত্র ঘোড়া-তদারককারী দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে যে যেদিকে পারল ঘোড়া ছুটিয়ে পালাল। এদিকে পদাতিক সৈন্যরাও পাছে নিজেদের লোকের গায়ে লাগে এই ভয়ে গুলি চালাতে না পেরে বস্তা থেকে ঢালা মটরদানার মতো হুড়হুড় করে খানার ভেতরে ঢুকে পড়ল। সেখান থেকে ওধারে উঠে এলোমেলো ভাবে পালাতে লাগল। ঘোড়সওয়ার সৈন্যদের মধ্যে যারা তাদের ঘোড়াগুলোকে ধরতে পেরেছিল (সংখ্যায় তারাই বেশি) তারা 'কার ঘোড়া কত ভালো' পাল্লা দিয়ে যে যত জোরে পারে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল গ্রামের দিকে।

চেঁচামেচি শুনে প্রথমেই মাথা ঘুরিয়ে পেত্রো যখন দেখতে পেল ঘোড়সও-য়ার-সৈন্যের স্রোত ঘোড়া-তদারককারীদের দিকে বিপুল বেগে ধেয়ে আসছে তখন সে হুকুম দিল, 'ঘোড়ায় চাপো! ঘোড়সওয়াররা, ঘোড়ায় চাপো! লাতিশেভ! খানার ভেতর দিয়ে চালিয়ে নিয়ে যাও!'

কিন্তু নিজের ঘোড়ার কাছে ছুটে যাবার অবকাশ সে পেল না। ওর ঘোড়া রাখার ভার ছিল আন্দ্রিউশ্কা বেস্‌খ্লেব্‌নভ নামে এক অল্পবয়সী ছোকরার ওপর। ছোকরা টগবগিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে পেত্রোর দিকে আসছিল। তার সঙ্গে সঙ্গে ডান পাশে ছুটছিল দুটো ঘোড়া – একটা পেত্রোর, আরেকটা বদোভ্‌স্কোভের। কিন্তু

আরেক পাশ থেকে ধেয়ে এলো এক লাল ফৌজী ঘোড়সওয়ার। গায়ে হলুদ রঙের ভেড়ার চামড়ার কোট, বুক খোলা। 'আহা, কী আমার লড়িয়ে! . . .' চিৎকার করে এই কথাগুলো বলে লোকটা চলতে চলতে আন্দ্রিউশ্‌কার কাঁধে তলোয়ারের এক কোপ বসিয়ে দিল।

আন্দ্রিউশ্‌কার ভাগ্য ভালো যে পিঠে ঝুলছিল ওর রাইফেলটা। তাই সাদা গরম মাফলার জড়ানো গর্দানটা কাটা যাওয়ার বদলে তলোয়ারটা পিছনে রাইফেলের নলে ঠেকে কড়কড় আওয়াজ তুলল। লাল ফৌজীর হাত ফসকে গিয়ে ছেঁড়া ধনুকের মতো টঙ্কার দিয়ে শূন্যে উঠে গেল। আন্দ্রিউশ্‌কার ঘোড়াটা চট করে এক পাশে সরে গিয়ে ছুট মারল। পেত্রো আর বদোভ্‌স্কোভের ঘোড়াদুটোও তার পিছন পিছন ছুটতে শুরু করল।

পেত্রো হায় হায় করে উঠল। মুহূর্তের জন্য থমকে দাঁড়াল, ফেকাসে হয়ে গেল তার মুখ। সঙ্গে সঙ্গে ঘাম জমে উঠল সারা মুখে। পিছন ফিরে তাকাতে দেখতে পেল জনা দশেক কসাক তার দিকে ছুটে আসছে।

'আমরা মারা গেলাম!' বদোভ্‌স্কোভ চেঁচিয়ে উঠল। আতঙ্কে বিকৃত হয়ে উঠেছে ওর মুখ।

'কসাকরা, সবাই খানাটার ভেতরে ঢুকে পড়! নেমে পড় ভাইসব, খানাটার ভেতরে!'

পেত্রো নিজেকে সামলে নিল। নিজেই প্রথম ছুটে গেল খানার দিকে, দেড়শ হাত খাড়া ঢাল বয়ে নীচে গড়িয়ে পড়ল। ওর গায়ের খাটো ওভারকোটটা কোথাও একটা কিছুর সঙ্গে বেধে গিয়ে বুক পকেট থেকে কিনারার সেলাই পর্যন্ত ফেঁসে গেল। তলায় আসার সঙ্গে সঙ্গে পেত্রো লাফিয়ে উঠে কুকুরের মতো একসঙ্গে সমস্ত শরীরটা ঝাঁকিয়ে গা ঝাড়া দিল। ওপর থেকে ভয়ঙ্কর ডিগবাজী খেয়ে শূন্যে ঘুরপাক খেতে খেতে হুড়মুড় করে এসে পড়ল অন্য কসাকরা।

মিনিট খানেকের মধ্যে এগারোজন এসে পড়ল। পেত্রোকে নিয়ে বারো জন। মাথার ওপরে তখনও গুলির আওয়াজ হচ্ছে, চিৎকার চেঁচামেচি আর ঘোড়ার খুরের আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। এদিকে খানার তলায় যে কসাকরা এসে পড়েছে তারা বোকার মতো টুপি থেকে বরফ আর বালি ঝাড়ছে। কেউ কেউ ছড়ে যাওয়া জায়গাগুলো ঘসছে। মার্তিন শামিল রাইফেলের ছিটকিনি টেনে ধরে নলের ভেতরকার বরফ পরিষ্কার করতে লাগল। একটা বাচ্চা ছেলে, গ্রামের পরলোকগত মোড়লের ছেলে মানিৎস্কোভ একেবারে কান্না জুড়ে দিল। চোখের জলধারায় আঁকিবুকি কাটা তার গালদুটো থরথর করে কাঁপতে লাগল ভীষণ আতঙ্কে।

'কী করব আমরা? পেত্রো, আমাদের বুদ্ধি বাতলে দাও! এ যে শিয়রে

শমন! . . . কোথায় যাব আমরা? ওঃ, নির্ঘাত মেরে ফেলবে আমাদের!'

ফেদোতের দাঁতে দাঁত লেগে যায়। স্রোতের জমাট ধারা ধরে সে দলের দিকে ছুট দিল। আর সবাইও ভেড়ার পালের মতো ওর পিছু পিছু পা বাড়াল।

পেত্রো অনেক কষ্টে ওদের থামাল। 'থাম! ভেবে দেখতে হবে। . . . অমন ছুটো না! ওরা গুলি করবে!'

সবাইকে ও খানার একপাশে জলস্রোতে ক্ষয়ে যাওয়া লাল এঁটেল মাটির একটা খাঁজের ভেতরে নিয়ে আসে, নিজের পরিকল্পনা ওদের বলে। তোতলাতে থাকে, তবু বাইরে শান্তভাব বজায় রাখার চেষ্টা করে।

'নীচের দিকে যাওয়া চলবে না। . . . ওরা অনেক দূর পর্যন্ত আমাদের লোকদের ধাওয়া করে নিয়ে যাবে। . . . এখানেই থাকা সবচেয়ে ভালো। আলাদা আলাদা হয়ে এ খাঁজে ও খাঁজে গা ঢাকা দিয়ে থাকতে হবে। তিনজন ও দিকে চলে যাও। . . . পালটা গুলি ছোঁড়া যাবে! . . . ওরা ঘিরে ফেললেও এখানে আমরা সামলাতে পারব।'

'ওগো গেলুম গো! বাবা রে! মা রে! তোমরা আমায় ছেড়ে দাও এখান থেকে! আমি চাই নে! আমি মরতে চাই নে!' মানিৎস্কোভ ছোঁড়াটা অমনিতেই আগে থাকতে কাঁদছিল, এবারে সে হঠাৎ হাউমাউ করে কেঁদে উঠল।

ফেদোতের কুতকুতে কালমিক চোখজোড়া জ্বলে উঠল। হঠাৎ সে জোরে এক ঘুষি বসিয়ে দিল ছেলেটার মুখের ওপর।

মানিৎস্কোভের নাক দিয়ে গলগল করে রক্ত ঝরতে লাগল। পিছু হঠতে গিয়ে ওর পিঠের ধাক্কা খেয়ে খাদের গায়ের কিছু শুকনো এঁটেল মাটি ঝুরঝুর করে পড়ে গেল। কোন রকমে পায়ে খাড়া রইল। তবে বিলাপ থেমে গেল।

'পালটা গুলি আমরা কী ভাবে ছুঁড়ব?' পেত্রোর হাত চেপে ধরে শামিল জিজ্ঞেস করল। 'কত গুলি আমাদের আছে বল ত? গুলি নেই!'

'একটা হাতবোমা যদি ছুঁড়ে মারে তাহলে আর দেখতে হবে না!'

'কিন্তু আর কীই বা করার আছে?' হঠাৎ নীল হয়ে গেল পেত্রো। ওর গোঁফের নীচে ঠোঁটের ওপর জমে উঠল ফেনা। 'শুয়ে পড়! . . . এখানে কম্যাণ্ডার কে? - আমি না আর কেউ? খুন করে ফেলব!'

বলতে বলতে সে সত্যি সত্যিই কসাকদের মাথার ওপর রিভলভার নাচাতে থাকে।

ওর চাপা গলায় হিসহিস আওয়াজে ওরা যেন প্রাণ ফিরে পেল। বদোভ্স্কোভ, শামিল এবং আরও দুজন কসাক খানার ওপারে ছুটে চলে গিয়ে খাঁজের মধ্যে শুয়ে পড়ল। বাদবাকিরা পেত্রোর সঙ্গে থেকে গেল।

বসন্তকালে গণ্ডশিলা ওলটপালট করে পাহাড়ী জলের গৈরিক ঢল নামে।

যেখান যেখান দিয়ে জলের ধারা ছোটে সেখানে সেখানে ক্ষয়ে গিয়ে বড় বড় গর্ত জেগে ওঠে, চাপড়া চাপড়া লাল মাটি খসে পড়ে, খাতের দেয়ালের গা কেটে গভীর গর্ত আর নালী হয়ে যায়। এই রকম সব গর্ত আর নালীর ভেতরে বসে রইল কসাকরা।

পেত্রোর পাশে রাইফেল বাগিয়ে ধরে কুঁজো হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল চালিয়াতনন্দন আন্তিপ। বিড়বিড় করে প্রলাপ বকে চলেছে।

'স্তেপান আস্তাখভ ওর ঘোড়ার লেজ পাকড়ে ধরেছিল ... ঠিক সটকান দিল ঘোড়ায় চেপে, কিন্তু আমি পারলাম না। ... এদিকে পায়দল সেপাইরাও আমাদের ছেড়ে চলে গেল। ... দাদা গো, আমরা গেলাম গো! কারও সাধ্যি নেই আমাদের বাঁচায়!'

মাথার ওপরে লোকজন দৌড়ানোর মচমচ আওয়াজ শোনা যায়। খানিকটা বরফ আর এঁটেল মাটি ঝুরঝুর করে পড়ল খানার ভেতরে।

'ওই ওরা!' আন্তিপের আস্তিনে টান দিয়ে বিড়বিড় করে পেত্রো বলল। কিন্তু আন্তিপ তেরিয়া হয়ে ঝটকা মেরে হাত ছাড়িয়ে নিল, ট্রিগারে আঙুল চেপে তাকাল ওপরের দিকে।

ওপর থেকে খাদের ফোকরের কাছে কেউ এলো না।

ওখান থেকে ভেসে আসছে লোকজনের গলার আওয়াজ। কে একজন ঘোড়ার উদ্দেশে হাঁকডাক করছে।

'ওরা নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করছে,' মনে মনে একথা ভাবতেই পেত্রোর শরীরের প্রতিটি রোমকূপ খুলে যেন আবার গলগল করে ঘাম বেরিয়ে আসতে থাকে, ওর পিঠ, বুকের খাঁজ আর মুখ বেয়ে দরদর করে গড়িয়ে পড়ে।

'এই, কে আছ? বেরিয়ে এসো! আমরা তোমাদের অমনিতেই খতম করব!' ওপর থেকে চিৎকার ওঠে।

বরফ আরও ঘন হয়ে সাদা দুধের ধারায় খানার ভেতরে ঝরে পড়তে থাকে। মনে হল কে যেন কিনারার কাছাকাছি এসে দাঁড়াল।

আরেক জনের গলার আওয়াজ শোনা গেল এবারে। স্থির নিশ্চিন্ত ভাব এর গলায়।

'এইখানে ওরা লাফিয়ে পড়েছে। এই যে পায়ের দাগ। আমি নিজের চোখে দেখেছি যে!'

'পেত্রো মেলেখভ, বেরিয়ে এসো!'

মুহূর্তের জন্য একটা অন্ধ আনন্দের উচ্ছ্বাসে ভেসে যায় পেত্রো। মনে মনে ভাবে, 'লালদের মধ্যে কে আমাকে চেনে? তার মানে আমাদের লোক! ওদের

হটিয়ে দিয়েছে!' কিন্তু পর মুহূর্তে ওই একই গলার যে কথাগুলো কানে এলো তাতে কেঁপে উঠল ওর সর্বাঙ্গ।

'আমি মিখাইল কশেভয় বলছি। ভালোয় ভালোয় ধরা দাও বলছি। অমনিতেই পালানোর কোন রাস্তা নেই তোমাদের।'

পেত্রো ভিজে কপালের ঘাম মুছল। হাতের তেলোয় রয়ে গেল রক্তমাখা গোলাপী ঘামের লম্বা লম্বা দাগ।

প্রায় আচ্ছন্নতার কাছাকাছি কেমন যেন একটা অদ্ভুত উদাসীনতার উপলব্ধি ওর ওপর এসে ভর করে।

উত্তরে বদোভ্স্কোভের গলার চিৎকারটাও ওর কানে ভীষণ বেয়াড়া ঠেকল।

'যদি কথা দাও যে আমাদের ছেড়ে দেবে তাহলে বেরিয়ে আসব। নইলে গুলি ছুঁড়ব। এবারে পথ বেছে নাও!'

'ছেড়ে দেব,' একটু চুপ থাকার পর ওপর থেকে জবাব এলো।

পেত্রো অনেক চেষ্টায় ভূতে পাওয়া আচ্ছন্ন ভাবটা ঝেড়ে ফেলে। 'ছেড়ে দেব' কথাটার মধ্যে সে যেন একটা প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপের আভাস পায়।

'পিছু হট!' ও চাপা গলায় চেঁচিয়ে ওঠে। কিন্তু কেউ কান দিল না ওর কথায়।

সকলেই ততক্ষণে খাঁজের গা ধরে ধরে ওপরে উঠতে শুরু করেছে। কেবল আন্তিপ লুকিয়ে রইল খাতের নালীর ভেতরে।

পেত্রো বেরিয়ে এলো সবার শেষে। নারীগর্ভের শিশুর মতো প্রাণের প্রবল স্পন্দন উঠছিল ওর বুকের ভেতরে। নিজের অস্তিত্ব রক্ষার সহজাত প্রবৃত্তিবশে সে আগে থাকতেই বুদ্ধি করে রাইফেলের খোপ থেকে গুলি ফেলে দিয়ে খাড়া গা বেয়ে উঠতে থাকে। চোখে অন্ধকার দেখছিল। হৃৎপিণ্ডটা যেন সমস্ত বুক জুড়ে বসেছে। ছোটবেলায় গভীর ঘুমের মধ্যে যেমন হত তেমনি ভারী ভারী লাগছে, দম আটকে আসছে। আঁটো ফৌজী শার্টের বোতাম আর নীচের নোংরা জামার কলারটা সে ছিঁড়ে ফেলে দিল। দরদর ধারে ঘাম ঝরে ওর চোখ বন্ধ হয়ে আসতে থাকে, খাতের গায়ের খাঁজে হাত পিছলে যেতে থাকে। ঘড়ঘড় আওয়াজ তুলে হাঁপাতে হাঁপাতে সে খানার পাশে লোকজনের পায়ে মাড়ানো জায়গাটার ওপর উঠে এলো। রাইফেলটা পায়ের কাছে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে মাথার ওপর হাত তুলল। ওর আগে যে সমস্ত কসাক উঠে এসেছিল তারা সকলে ঘেঁসাঘেঁসি করে দঙ্গল বেঁধে দাঁড়িয়ে ছিল। ট্রান্স-আমুর রেজিমেন্টের ঘোড়সওয়ার আর পদাতিক সৈন্যদের ভিড়ের ভেতর থেকে পা ফেলে ওর দিকে এগিয়ে এলো মিশ্‌কা কশেভয়। ঘোড়সওয়ার লাল ফৌজীরাও এগিয়ে আসতে থাকে।

মিশ্‌কা সোজা পেত্রোর কাছে এসে মাটি থেকে চোখ না তুলে আস্তে আস্তে

জিজ্ঞেস করল, 'লড়াইয়ের সাধ মিটেছে ত?' উত্তরের জন্য এক মুহূর্ত অপেক্ষা করে সেই আগের মতো পেত্রোর পায়ের দিকে তাকিয়েই আবার জিজ্ঞেস করল, 'তুমি ওদের কম্যাণ্ডার ছিলে, তাই ত?'

পেত্রোর ঠোঁট কেঁপে ওঠে। নিদারুণ ক্লান্তির ভঙ্গিতে অনেক কষ্টে ভিজে কপালে হাত ঠেকায়। মিশ্‌কার চোখের দীঘল কোঁকড়ানো পালকগুলো তিরতির করে কাঁপতে থাকে, জ্বরঠুঁটো পরা ওপরের ফুলো ঠোঁটটা কুঁচকে ওঠে। সর্বাঙ্গ এমন করে কাঁপতে থাকে যে মনে হল সে বুঝি আর সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারবে না – এক্ষনই পড়ে যাবে। কিন্তু পরক্ষণেই ঝট করে পেত্রোর দিকে চোখ তুলে সোজা ওর চোখের তারার দিকে চেয়ে একটা অদ্ভুত অপরিচিত দৃষ্টি দিয়ে ওকে বিঁধল, বিড়বিড় করে তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'জামাকাপড় খুলে ফেল!'

পেত্রো চটপট ভেড়ার চামড়ার খাটো কোর্তাটা গা থেকে খুলে ফেলল, সন্তর্পণে ভাঁজ করে বরফের ওপর রাখল। মাথার লম্বা পশমী টুপি, কোমরের বেল্ট, গায়ের খাকী জামা খুলল, কোর্তাটার একটা কিনারে বসে পড়ে পায়ের জুতো টেনে খুলতে লাগল। প্রতি মুহূর্তে মুখ উত্তরোত্তর বেশি করে ফেকাসে হয়ে যেতে থাকে।

ইভান আলেক্সেইয়েভিচ ঘোড়া থেকে নেমে এক পাশ থেকে এগিয়ে আসে। পেত্রোর দিকে তাকিয়ে দাঁতে দাঁত ঘসে – ওর ভয় হয় পাছে চোখ ফেটে জল আসে।

'ভেতরের জামাকাপড় আর খুলতে হবে না,' ফিসফিস করে মিশ্‌কা বলল। তারপর শিউরে উঠে হঠাৎ তীক্ষ্ণ চিৎকার করে বলল, 'এই, চটপট কর!'

পেত্রো ব্যস্তসমস্ত হয়ে পড়ে। পা থেকে সবে পশমের মোজা খুলেছিল, সেগুলো হাতের মধ্যে দলা পাকাল, জুতোর ভেতরে গুঁজে রাখল, সোজা হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে কোর্তার খুঁট ছেড়ে খালি পা বাড়িয়ে দিল বরফের ওপর। সাদা বরফের গায়ে ওর পাদুটো দেখাচ্ছে হলুদ গেরুয়া রঙের।

'ভাই রে!' ইভান আলেক্সেইয়েভিচকে ও ডাকল। ঠোঁট প্রায় নড়েই না। ইভান আলেক্সেইয়েভিচ কোন সাড়া না দিয়ে চুপচাপ দেখে যেতে লাগল পেত্রোর খালি পায়ের তলায় বরফ গলে যাচ্ছে। 'ভাই ইভান, তুমি আমার বাচ্চার ধর্মবাপ হয়েছিলে। . . . ভাই, আমাকে তোমরা গুলি করে মেরো না!' পেত্রো মিনতি করল। মিশ্‌কা ইতিমধ্যে নাগান রিভলভারের নল ওর বুকের কাছে তুলে ধরেছে দেখে ওর চোখদুটো এমন বড় বড় হয়ে উঠল যে মনে হল যেন চোখ ধাঁধানো একটা কিছু দেখার জন্য তৈরি হচ্ছে। লোকে লাফ দেওয়ার আগে যেমন করে সেই ভাবে মাথাটা দুই কাঁধের মাঝখানে গুঁজল।

গুলির আওয়াজটা ওর কানে গেল না। যেন সজোরে একটা ধাক্কা খেল, সোজা পড়ে গেল চিৎপাত হয়ে।

ওর মনে হল যেন কশেভয়ের বাড়ানো হাতখানা খপ্ করে ওর হৃৎপিণ্ডটা চেপে ধরে এক নিমেষে সেখান থেকে নিঙড়ে রক্ত বার করে ফেলল। জীবনের শেষ প্রয়াস প্রয়োগ করে অতি কষ্টে পেত্রো নীচের জামার কলারের পাশটা টেনে খুলে ফেলল, বুকের বাঁ পাশের বোঁটার নীচে গুলির গর্ত-টা বেরিয়ে পড়ল। সেখান থেকে প্রথম বার রক্ত ধীরে ধীরে বেরোতে লাগল, তারপর মুখ খোলা পেয়ে সোঁ করে আওয়াজ তুলে কালো আলকাতরার ধারায় ফিনকি দিয়ে ছিটকে উঠল।

চৌত্রিশ

লাল নদীর কাছে যে তল্লাশী দল পাঠানো হয়েছিল ভোররাত্রের দিকে তারা এই খবর নিয়ে ফিরে এলো যে ইয়েলান্স্কায়ার সীমান্ত পর্যন্ত লাল ফৌজীদের কোন পাত্তা পাওয়া যায় নি। তবে ওখানে ওই খানারই মাথার ওপরে পেত্রো মেলেখভ এবং আরও দশজন কসাকের দেহ টুকরো টুকরো হয়ে পড়ে আছে।

লাশগুলো আনার জন্য স্লেজের বন্দোবস্ত করল গ্রিগোরি। তারপর মরা পেত্রোর জন্য বাড়ির মেয়েমানুষদের বিলাপে, বিশেষত দারিয়ার বিকটগলার কান্নাকাটিতে অতিষ্ঠ হয়ে বাকি রাতটা কাটাতে চলে গেল খ্রিস্তোনিয়ার বাড়িতে। ভোরের আলো ফোটা অবধি খ্রিস্তোনিয়ার কুঁড়েঘরে উনুনের ধারে বসে রইল। ঘন ঘন সিগারেট টানতে থাকে আর নিজের ভাবনার সঙ্গে, পেত্রোর শোকের সঙ্গে একান্তে মোকাবিলা করার ভয়েই যেন তাড়াতাড়ি আবার হাত বাড়ায় তামাকের বটুয়ার দিকে। আবার একটা সিগারেট পাকিয়ে ধরায়, বুক ভরে ঝাঁঝালো ধোঁয়া টানতে টানতে ঘুমে ঢুলতে থাকা খ্রিস্তোনিয়ার সঙ্গে অপ্রাসঙ্গিক নানা কথা বলে চলে।

দিনের আলো দেখা দিল। খুব সকালেই বরফ গলতে শুরু করেছে। দশটা নাগাদ ঘোড়ার নাদ ছড়ানো রাস্তার এখানে ওখানে জল জমে গেল। বাড়িঘরের ছাদ থেকে টপটপ করে জল পড়তে থাকে। বসন্তের দিনের মতো কোথায় যেন জোরগলায় মোরগ ডাকছে। একটা মুরগী গুমোট গরমকালের দুপুরবেলার মতো একা কক্ কক্ করে ডেকে চলেছে।

বাড়িঘরের উঠোনের যে ধারে রোদ পড়েছে, সেখানে বলদগুলো বেড়ার গায়ে গা ঘসছে। বসন্তকালে ওদের ধূসর-বাদামী রঙের পিঠ থেকে লোম ঝরে পড়ছে, বাতাসে উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে। গলা বরফের তাজা সোঁদা গন্ধ চারদিকে

ছড়িয়ে পড়েছে। খ্রিস্তোনিয়ার বাড়ির ফটকের কাছে একটা আপেল গাছের ন্যাড়া ডালে বসে একটা ছোট্ট টম্‌টিট পাখি দোল খেতে খেতে কিচিরমিচির করছে, তার হলদে পেটটা দেখা যাচ্ছে।

গ্রিগোরি ফটকের কাছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে থাকে কখন টিলা থেকে স্লেজগাড়ি আসতে দেখা যায়। নিজের অজ্ঞাতেই সে পাখিটার কিচিরমিচির তার ছেলেবেলার পরিচিত ভাষায় রূপান্তর করে যাচ্ছিল: 'লাঙল চালাও, লাঙল চালাও!' - এই বরফ-গলা দিনটাতে মনের আনন্দে গেয়ে চলেছে পাখিটা। কিন্তু গ্রিগোরি জানে হিম পড়লেই ওর গলার আওয়াজ পালটে যাবে। তখন ওর পরামর্শটা পাল্‌টে যায়, শুনে মনে হয় যেন তড়বড় করে বলছে: 'জুতো আঁটো পায়ে, জুতো আঁটো পায়ে!'

গ্রিগোরি রাস্তা থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে ছোট্ট পাখিটার দোল খাওয়া দেখতে থাকে। 'লাঙল চালাও, লাঙল চালাও!' এই কিচিরমিচির শুনতে শুনতে অনিচ্ছাসত্ত্বেও গ্রিগোরির মনে পড়ে গেল ছেলেবেলায় ও আর পেত্রো টার্কি পাখি চরাতে নিয়ে যেত স্তেপের মাঠে। পেত্রোর মাথার চুলগুলো ছিল পাটের মতো সাদা, বড়ি-বসানো ছোট্ট নাকটা থেকে সব সময় ছাল উঠত। টার্কি পাখিগুলোর বকবকানি সে চমৎকার নকল করতে পারত, মজা করে নিজস্ব ছেলেমানুষি ভাষায় তাদের বুলির রূপ দিত। কোন বাচ্চা টার্কি মনে দুঃখ পেলে যেমন চিঁচিঁ আওয়াজ করে তাও সে সুন্দর নকল করে দেখাতে পারত। সরু গলায় সে বলত: 'সবার পায়ে জুতো, আমার পায়ে নেই! সবার পায়ে জুতো, আমার পায়ে নেই!' পরক্ষণেই খুদে খুদে চোখদুটো পাকিয়ে দুহাতের কনুই বেঁকিয়ে বুড়ো টার্কির মতো এক পাশে কাত হয়ে ঘুরতে ঘুরতে বিড়বিড় ক'রে বলত: 'গর্! গর্! গর্! ওরে, লোচ্চা ছোঁড়া, বাজারে কিনব জুতো।' এই শুনে গ্রিগোরি খুশি হয়ে হাসত, টার্কি পাখিদের ভাষায় আরও কথা বলার জন্য ধরত পেত্রোকে। টার্কিদের ছানাপোনাগুলো ঘাসের ভেতরে টিন বা এক টুকরো কাপড়ের মতো কোন অজানা জিনিস দেখতে পেলে কেমন অস্থির হয়ে বিড়বিড় করতে থাকে তা দেখানোর জন্য সাধাসাধি করত পেত্রোকে। . . .

রাস্তার শেষ মাথায় সারির প্রথম স্লেজগাড়িটা দেখা দিল। পাশে পাশে হেঁটে আসছে একজন কসাক। প্রথমটার পরে বেরিয়ে এলো দ্বিতীয়টা, তারপর তৃতীয়টা। গ্রিগোরি চোখের জল মুছল, অনাহূত স্মৃতিচারণের ফলে মুখে যে ক্ষীণ হাসিটুকু ফুটে উঠেছিল তা মুছে ফেলে হন্‌হন করে এগিয়ে চলল ওদের নিজেদের বাড়ির ফটকের দিকে। শোকে পাগলের মতো হয়ে গেছে ওর মা। তাই গ্রিগোরি ভেবেছিল প্রথম ভয়াবহ মুহূর্তটায় মাকে সামলে রাখবে, পেত্রোর লাশ যে

স্লেজগাড়িতে আছে তার কাছে ঘেঁসতে দেবে না। সামনে স্লেজগাড়ির পাশে পাশে লম্বা লম্বা পা ফেলে যে আসছিল সে হল আলেক্সেই শামিল। মাথায় তার টুপি নেই। ঠুঁটো বাঁ হাত দিয়ে বুকের ওপর চেপে ধরে আছে লম্বা পশমী টুপিটা। ডান হাতে ধরে রেখেছে স্লেজের ঘোড়ার মুখে বাঁধা ঘোড়ার চুলের লাগামখানা। গ্রিগোরির চোখের দৃষ্টি আলেক্সেইয়ের মুখের ওপর থেকে তৎক্ষণাৎ গিয়ে পড়ল স্লেজের ওপরে। তাকিয়ে দেখল বিছানো খড়ের ওপর চিত হয়ে পড়ে আছে মার্তিন শামিল। ওর বুকে আর পেটের ওপর লেপ্‌টে থাকা আঁটসাঁট সবুজ ফৌজী শার্টে, মুখে চাপচাপ রক্ত জমে আছে। পরের গাড়িটাতে মানিৎস্কোভ্। কুপিয়ে কাটা মুখখানা খড়ের গাদার মধ্যে গোঁজা, মাথাটা দুই কাঁধের মাঝখানে জড়সড় হয়ে আছে, পেছন দিক থেকে খুলির খানিকটা তলোয়ারের নিখুঁত কোপে পরিষ্কার উড়ে গেছে। খুলির আলগা হাড়ের চারপাশে বরফের কাঠির মতো ঝুলছে কালো চুলের ঝালর। তৃতীয় গাড়িটার দিকে তাকাল গ্রিগোরি। মৃতদেহটা কার চিনতে পারল না। কিন্তু একটা হাত ওর নজর এড়াল না – সাদা মোমের মতো আঙুলগুলো, তামাকের হলুদ ছোপ ধরা। হাতখানা গাড়ি থেকে ঝুলছে, মরার আগে ক্রুশচিহ্ন আঁকার জন্য সেই যে বুড়ো আঙুল আর অন্যদুটো আঙুল একসঙ্গে জড় করা হয়েছিল সেই ভঙ্গিতেই আঙুলগুলো গলা-বরফের ওপর দিয়ে দাগ কেটে চলেছে। মৃতদেহের পরনে বুট আর গ্রেটকোট। এমন কি টুপিটাও পড়ে আছে বুকের ওপর। চতুর্থ গাড়িটার ঘোড়ার মুখের লাগাম ধরল গ্রিগোরি, দুলকি চালে ঘোড়া হাঁটিয়ে টেনে নিয়ে এলো বাড়ির আঙিনার ভেতরে। পাড়াপড়শী ছেলেপুলে আর মেয়েরা ছুটে এলো পেছন পেছন। বিরাট ভিড় জমে গেল সদর দরজার কাছে।

'এই যে আমাদের বড় আদরের পেত্রো পান্তেলেইয়েভিচ! পৃথিবী ছেড়ে চলে গেল,' কে একজন মৃদুস্বরে বলল।

মাথার টুপি খুলে ফটক দিয়ে ঢুকল স্তেপান আস্তাখভ। গ্রিশাকা দাদু এবং আরও তিনজন বুড়ো যেন কোত্থেকে এসে হাজির হয়েছে। গ্রিগোরি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে চারদিকে তাকাল।

'এসো ওকে ধরাধরি করে ঘরের ভেতরে নিয়ে যাই। . . .' স্লেজের গাড়োয়ান পেত্রোর পাদুটো ধরার উপক্রম করছিল। এমন সময় ইলিনিচ্‌নাকে ধাপ বয়ে নেমে আসতে দেখে জনতা নীরবে সসম্ভ্রমে সরে দাঁড়িয়ে তাকে পথ করে দিল।

স্লেজের দিকে তাকাল সে। মড়ার মতো ফ্যাকাসে রঙ লাগল তার কপালে, ছড়িয়ে পড়ল দুই গালে, নাকে, দেখতে দেখতে নেমে এলো থুতনি অবধি। পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ নিজেও কাঁপছিল, কিন্তু সেই অবস্থাতেই হাতের কনুই চেপে ধরে রাখল তাকে। প্রথম ডুকরে কেঁদে উঠল দুনিয়াশ্‌কা। ওর গলার

আওয়াজে সাড়া দিয়ে গ্রামের দশদিক থেকে বিলাপ ওঠে। দারিয়ার চোখমুখ ফুলে গেছে, ঘরের দরজা পেছনে দড়াম করে ঠেলে দিয়ে আলুথালু বেশে ঘর ছেড়ে ছুটে দাওয়ায় নেমে এসে সে আছড়ে পড়ল স্লেজের ওপর।

'ওগো, আমার প্রাণ! আমার আদরের ধন গো! ওঠো! ওগো, উঠে দাঁড়াও!'

গ্রিগোরি চোখে অন্ধকার দেখল।

কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে বিকট চিৎকার করে সে বলল, 'সরে যাও বলছি! সরে যাও এখান থেকে!' নিজের শক্তির পরিমাণ বুঝতে না পেরে দারিয়ার বুকে এক ধাক্কা দিয়ে তাকে ঠেলে সরিয়ে দিল।

দারিয়া সেই ধাক্কা খেয়ে বরফের স্তূপের ওপর পড়ে গেল। গ্রিগোরি তাড়াতাড়ি পেত্রোর বগলের নীচে হাত দিয়ে তাকে তুলে ধরল, গাড়োয়ান ধরল তার খালি দুই পায়ের গুলফ। কিন্তু দারিয়া হামাগুড়ি দিয়ে দেউড়ির সিঁড়ি অবধি এলো ওদের পিছন পিছন, স্বামীর কনকনে ঠাণ্ডা শক্ত হাতদুখানা ধরে চুমু খেতে লাগল। গ্রিগোরি তাকে পা দিয়ে ঠেলে সরিয়ে দিল। ওর মনে হচ্ছিল আর এক মুহূর্তের মধ্যেই বুঝি ও বেসামাল হয়ে পড়বে। দুনিয়াশ্‌কা জোর করে দারিয়ার হাতদুটো ছাড়িয়ে নিয়ে তার শোকে দিগ্বিদিকজ্ঞানশূন্য মাথাটা চেপে ধরল নিজের বুকে।

* * *

রান্নাঘরে ভয়াবহ জমাট নিস্তব্ধতা। পেত্রোর দেহ মেঝেতে পড়ে আছে। তাকে অদ্ভুত ছোটো দেখাচ্ছে, যেন একেবারে চুপসে গেছে। নাকটা সরু হয়ে জেগে আছে, গমরঙা গোঁফজোড়া কালচে হয়ে উঠেছে, গোটা মুখটা ভীষণভাবে লম্বাটে হয়ে গেছে, আগের চেয়ে সুন্দর দেখাচ্ছে। সালোয়ারের তলার আঁটুনির ভেতর থেকে বেরিয়ে আছে খালি লোমশ পাদুটো। ধীরে ধীরে ওর দেহের বরফ গলছে, নীচে আস্তে আস্তে জমছে গোলাপী আভার বরফ-গলা জল। রাতের বরফে জমে থাকা দেহটা যত গলতে থাকে ততই উগ্র হয়ে ওঠে নোন্‌তা রক্ত আর মড়ার ঝাঁঝাল গা গোলানো গন্ধ।

পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ চালাঘরের ছাঁচতলায় রেঁদা দিয়ে ঘসে ঘসে কফিনের জন্য তক্তা বানাচ্ছে। ভেতরের ঘরে দারিয়ার তখনও জ্ঞান ফিরে আসে নি। মেয়েরা তাকে ঘিরে ব্যস্ত। সেখান থেকে মাঝে মাঝে ভেসে আসে কারও একটা পাগল-পাগল তীক্ষ্ণ ফোঁপানি। তারপরই জলধারার মতো কলকল করে ওঠে ভাসিলিসার গলার আওয়াজ। সম্পর্কে সে মেলেখভদের বাড়ির বেয়ান। এসেছে ওদের শোকের ভাগ নিতে। গ্রিগোরি ভাইয়ের মুখোমুখি একটা বেঞ্চে বসে

সিগারেট পাকাচ্ছে। তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে পেত্রোর মুখ। মুখের চারপাশটা হলুদ হয়ে এসেছে, হাতের গোল গোল নখগুলোতে নীলচে রঙ ধরেছে। ইতিমধ্যে অপরিচয়ের একটা বিরাট হিমশীতল প্রাচীর ভাইয়ের সঙ্গে ওর ব্যবধান রচনা করে দিয়েছে। পেত্রো এখন আর ওর নিজের কেউ নয় – এখন সে ক্ষণিকের অতিথি, তার বিদায় আসন্ন হয়ে উঠেছে। সে এখন মাটির মেঝেতে গাল ঠেকিয়ে নির্বিকারভাবে শুয়ে শুয়ে যেন কিসের প্রতীক্ষা করছে। তার গমরঙা গোঁফের ফাঁকে জমাট বেঁধে আছে একটা রহস্যময় সান্ত্বনার স্মিত হাসি। কাল তার বৌ আর মা তাকে শেষ যাত্রার জন্য তৈরি করে দেবে।

সন্ধ্যা থেকেই মা ওর জন্য তিন কড়া জল গরম করেছে। বৌ ভেতরে পরার পরিষ্কার জামাকাপড়, সবচেয়ে ভালো সালোয়ার আর উর্দি তৈরি করে রেখেছে। গ্রিগোরি – ওর রক্ত সম্পর্কের ভাই, আপন ভাই আর ওর বাবা স্নান করাবে ওর দেহটাকে, যে দেহ এখন আর ওর নিজের নয়। তাই নিজের নগ্নতার জন্য তার কোন লজ্জাও নেই। ওরা ওকে উৎসবের দিনের সেরা পোশাকে সাজিয়ে টেবিলের ওপর রাখবে। তারপর আসবে দারিয়া। ওই যে প্রশস্ত হিমশীতল হাতদুটো সে দিনও ওকে জড়িয়ে ধরেছিল তার ফাঁকে গুঁজে দেবে সেই মোমবাতিটা – ওদের বিয়ের অনুষ্ঠানে গির্জার বেদি প্রদক্ষিণ করার সময় যার আলোয় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল ওদের দুজনেরই মুখ। আর কি – কসাক পেত্রো মেলেখভ বিদায় নিয়ে সেই জায়গায় যাবার জন্য প্রস্তুত যেখান থেকে কেউ আর কোন দিন ক্ষণিকের জন্যও আপন গৃহে ফিরে আসে না।

'এখানে মায়ের চোখের সামনে না মরে তুমি যদি প্রাশিয়ায় বা আর কোথাও মারা যেতে তাহলে বরং ভালো হত!' গ্রিগোরি মনে মনে ভাইকে তিরস্কার করল। দেহটার দিকে চোখ পড়তেই হঠাৎ ওর মুখ ফেকাসে হয়ে গেল : পেত্রোর গাল বয়ে ঝোলা গোঁফের দিকে গড়িয়ে পড়ছে এক ফোঁটা চোখের জল। গ্রিগোরি আঁতকে লাফিয়ে উঠল, কিন্তু ভালো মতো নজর দিয়ে দেখার পর স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল। ওটা মড়া মানুষের চোখের জল নয় – পেত্রোর সামনের চুলের গোছা থেকে এক ফোঁটা জল গলে কপালের ওপর পড়ে ধীরে ধীরে গড়িয়ে পড়েছে গাল বয়ে।

পঁয়ত্রিশ

দনের উজান এলাকার যুক্ত বিদ্রোহী বাহিনীর অধিনায়কের হুকুমে ভিওশেনস্কায়া রেজিমেন্টের কম্যাণ্ডার নিযুক্ত হল গ্রিগোরি মেলেখভ। কার্গিনস্কায়ার বিরুদ্ধে দশ স্কোয়াড্রনের কসাক নিয়ে এগিয়ে গেল সে। সামরিক কর্তৃপক্ষের তার ওপর নির্দেশই ছিল যেন তেন প্রকারেণ লিখাচিওভের সৈন্যদলকে গুঁড়িয়ে দিতে হবে, প্রদেশের সীমানার বাইরে তাদের ঠেলে সরিয়ে দিয়ে কার্গিনস্কায়া ও বকোভ্স্কায়া জেলার এবং চির্ নদীর ধারের সমস্ত গ্রামকে জাগিয়ে তুলতে হবে।

সাতই মার্চ গ্রিগোরি কসাকদের নিয়ে চলল। টিলার ওপরে বরফ গলে কালো কালো মাটি জেগে আছে। সেখানে আসার পর বড় রাস্তার এক পাশে সরে এসে জিনের ওপর ঝুঁকে বসে সজোরে লাগাম ধরে টেনে উত্তেজিত ঘোড়াটাকে থামাল সে। তার দশটা স্কোয়াড্রনের সবগুলোকে পাশ দিয়ে ছেড়ে দিল। সারি বেঁধে কুচকাওয়াজ ক'রে একে একে চলেছে দন পারের বাজ্কি, বেলোগোর্কা, ওল্শান্স্কি, মের্কুলভ, গ্রম্কোভ্স্কি, সেমিওনভ্স্কি, রিবিনস্কি, ভোদিয়ানস্কি, লেবিয়াজি আর ইয়েরিক গ্রামের স্কোয়াড্রনগুলো।

গ্রিগোরি দস্তানা বুলাল কালো গোঁফের ওপর, বাজপাখির মতো তীক্ষ্ণ নাকটা নাড়াল, ভ্রূধনুর তলা থেকে থমথমে চোখের কঠিন তীব্র চাউনি হেনে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগল প্রতিটি স্কোয়াড্রনের যাওয়া। কাদাছেটা নোংরা পায়ে অসংখ্য ঘোড়া গেরি রঙের দলদলে বরফ দলে চলেছে। পরিচিত কসাকরা পাশ দিয়ে যেতে যেতে গ্রিগোরির দিকে তাকিয়ে হাসছে। তাদের লম্বা পশমী টুপির মাথার ওপর তামাকের ধোঁয়া থরে থরে উঠে ভেঙে পড়ছে। ঘোড়াগুলোর গা থেকে ভাপ বেরোচ্ছে।

শেষ স্কোয়াড্রনটার সঙ্গে গ্রিগোরি যোগ দিল। ক্রোশখানেক চলার পর একটা টহলদার দলের সঙ্গে ওদের দেখা হয়ে গেল। টহলদার দলের নেতা হয়ে যে সার্জেন্টটি চলছিল সে ঘোড়া ছুটিয়ে গ্রিগোরির কাছে এলো।

'চুকারিনের পথ ধরে পিছু হটছে লাল ফৌজীরা!'

লিখাচিওভের দল লড়াইয়ের মধ্যে গেল না। কিন্তু গ্রিগোরি তার তিনটে স্কোয়াড্রনকে ওদের পাশ কাটিয়ে এগিয়ে দিল এবং বাকিদের নিয়ে ওদের ওপর এমন চাপ দিল যে চুকারিনে তারা যখন এসে পৌঁছুল ততক্ষণে লাল ফৌজীরা রসদের গাড়ি আর গোলাবারুদের পেটি ফেলে পালাতে শুরু করেছে। চুকারিন থেকে বেরোবার রাস্তার মুখে একটা পোড়ো গির্জার কাছে লিখাচিওভের গোলন্দাজ দল একটা ছোট নদীখাতের মধ্যে আটকে গিয়েছিল। তোপের গাড়িচালকরা

গাড়িতে লাগানো চামড়ার ফিতের বাঁধন কেটে ফেলে তীরের কাছের জলে ডোবা বনভূমির ভেতর দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে পালাল কার্গিনস্কায়ার দিকে।

চুকারিন থেকে কার্গিনস্কায়া পর্যন্ত পাঁচ ক্রোশ পথ কোন বাধা না পেয়ে এগিয়ে গেল কসাকরা। আরও খানিকটা ডান দিকে, ইয়াসেনোভ্কা ছাড়ানোর পর শত্রুপক্ষের একটা টহলদার দল ভিওশেনস্কায়ার সন্ধানী দলের ওপর গুলি ছুঁড়ল। কিন্তু ব্যাপার ওখানেই শেষ হয়ে গেল। শিগগিরই কসাকরা নিজেদের মধ্যে হাসাহাসি করে বলতে শুরু করল: 'নোভোচেরকাস্স্ক পর্যন্ত সারাটা পথ এই ভাবেই চলবে!'

তোপগুলো দখলে আসতে গ্রিগোরির খুশি আর ধরে না। 'যাবার আগে কুলুপগুলো পর্যন্ত ভেঙে রেখে যেতে পারে নি,' অবজ্ঞাভরে সে মনে মনে ভাবল। বলদ লাগিয়ে তোলা হল আটকে যাওয়া কামানগুলো। স্কোয়াড্রেনগুলোর ভেতর থেকে সেই মুহূর্তে গোলন্দাজ দলে কাজ করার লোকজন যোগাড় হয়ে গেল। দুলো ঘোড়ার বাঁধন লাগিয়ে কামান টেনে নিয়ে যাওয়া হতে লাগল - ছয় জোড়া করে ঘোড়া টেনে নিয়ে চলল একেকটা কামান। গোলন্দাজ দলকে আড়াল দেওয়ার জন্য আধা স্কোয়াড্রন সেপাইয়ের একটা দল সঙ্গে দেওয়া হল।

গোধূলিবেলায় হানা দিয়ে তারা কার্গিনস্কায়া দখল করল। লিখাচিওভের ফৌজী দলের একটা অংশ ওদের হাতে বন্দী হল। তাদের শেষ সম্বল তিনটি কামান আর নয়টি মেশিনগানও ওদের দখলে এলো। বাদবাকি লাল ফৌজীরা এবং কার্গিনস্কায়ার বিপ্লবী কমিটিও ইতিমধ্যে ফাঁক পেয়ে এগ্রাম ওগ্রামের ভেতর দিয়ে বকোভ্স্কায়া জেলার দিকে পালিয়েছে।

সারা রাত ধরে বৃষ্টি চলেছে। সকালের দিকে চওড়া খাত আর গিরিপথগুলো জলে থৈ থৈ হয়ে উঠল। রাস্তাঘাট চলাচলের অযোগ্য হয়ে দাঁড়াল। একেকটা ছোটখাটো খাত যেন একেকটা ফাঁদ। প্রচুর জলে ভিজে বরফগুলো নরম হয়ে মাটিতে ধসে যাচ্ছে। ঘোড়াগুলো চলতে চলতে আটকে যায়, লোকে হয়রান হয়ে মাটিতে পড়ে যায়।

পিছু-হটা শত্রুদের ধাওয়া করার জন্য বাজ্কির কর্ণেট খার্লাম্পি ইয়ের্মাকভকে নেতা ক'রে গ্রিগোরি যে দুটো স্কোয়াড্রন পাঠিয়েছিল তারা আশেপাশের লাতিশেভ্স্কি ও ভিস্লোগুজোভস্কি গ্রাম থেকে জনা তিরিশেক পিছিয়ে পড়া লাল ফৌজীকে ধরে ফেলল। সকালে তাদের নিয়ে আসা হল কার্গিনস্কায়ায়।

গ্রিগোরি উঠেছে কার্গিন নামে স্থানীয় এক বড়লোকের প্রকাণ্ড বাড়িতে। বন্দীদের তাড়িয়ে নিয়ে আসা হল তার কাছে, বাড়ির আঙিনায়। ইয়ের্মাকভ গ্রিগোরির কাছে এসে সম্ভাষণ জানাল।

'সাতাশজন লাল ফৌজীকে ধরেছি। তোমার আর্দালি ঘোড়া নিয়ে তৈরি। এক্খুনি বেরোবে কি?'

গ্রিগোরি গ্রেটকোটের বেল্ট বাঁধল। লম্বা পশমী টুপির নীচে তার মাথার চুলে জট পাকিয়ে গিয়েছিল। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চিরুণী দিয়ে সে মাথা আঁচড়াল। একমাত্র এসব কাজ শেষ হওয়ার পরই ফিরে তাকাল ইয়ের্মাকভের দিকে।

'চল। এখন এগিয়ে যেতে হবে। বারোয়ারিতলায় মিটিং করব, সেখান থেকে সঙ্গে সঙ্গে মার্চ করে বেরিয়ে যাওয়া।'

'ভারী দরকার পড়েছে মিটিং-এর!' ইয়ের্মাকভ না বোঝার ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকিয়ে মৃদু হাসল। 'মিটিং-এর তোয়াক্কা না করে অমনিতেই সবাই ঘোড়ায় চেপে তৈরি হয়ে আছে। আরে, আরে দেখ! যারা এদিকে আসছে তারা কিন্তু ভিওশেন্স্কি রেজিমেন্টের নয়!'

গ্রিগোরি জানলা দিয়ে তাকিয়ে দেখল। পাশাপাশি চারজন করে সুন্দর সারি বেঁধে কতকগুলো স্কোয়াড্রন চলেছে রাস্তা দিয়ে। কসাকদের দেখে মনে হচ্ছে বাছাই করা লোকজন! তাদের ঘোড়াগুলো যেন কুচকাওয়াজের মাঠে নামালেই হল!

'কোথা থেকে? কোন্ চুলো থেকে এলো?' খুশিতে ডগমগ হয়ে ছুটতে ছুটতে তলোয়ারের বাঁধন আঁটিতে আঁটিতে বিড়বিড় করে বলল গ্রিগোরি।

ফটকের কাছে ইয়ের্মাকভ ওকে এসে ধরল।

সামনের স্কোয়াড্রনের কম্যাণ্ডার ততক্ষনে গেটের কাছে চলে এসেছে। সসম্ভ্রমে হাতটা মাথার টুপির কিনারায় ঠেকাল সে, কিন্তু গ্রিগোরির দিকে হাত বাড়িয়ে দিতে তখনও ইতস্তত করছে।

'আপনিই কি কমরেড মেলেখভ?'

'হ্যাঁ। আপনারা কোত্থেকে?'

'আপনার ইউনিটে আমাদের নিয়ে নিন। আমরা আপনাদের সঙ্গে যোগ দিতে চাই। গত রাতে আমাদের স্কোয়াড্রন তৈরি হয়েছে। আমাদেরটা লিখভিদস্ত গ্রাম থেকে, অন্য দুটো স্কোয়াড্রন গ্রাচোভ, আর্খিপভ্কা আর ভাসিলেভ্কা থেকে।'

'আপনার লোকদের বারোয়ারিতলায় নিয়ে যান। ওখানে এখুনি মিটিং হবে।'

প্রোখর জিকভকে গ্রিগোরি তার আর্দালি করেছিল। সে গ্রিগোরির ঘোড়া এনে দিল, এমন কি রেকাবও ধরল। ইয়ের্মাকভ বেশ কায়দা ক'রে, এমন কি জিনের কাঠামো বা ঘোড়ার কেশর পর্যন্ত প্রায় না ছুঁয়ে চটপট ইস্পাত-কঠিন লিকলিকে দেহটাকে জিনের ওপর ছুঁড়ে দিল। জিনের ওপরে বসে গ্রেটকোটের পেছনের কাটা ফাঁকটা অভ্যাসবশে ঠিক করে নিতে নিতে ঘোড়া চালিয়ে গ্রিগোরির কাছে এসে জিজ্ঞেস করল, 'বন্দীদের নিয়ে কী করা যায়?'

গ্রিগোরি ওর গ্রেটকোটের বোতাম চেপে ধরে জিন থেকে অনেকটা ঝুঁকে পড়ল ওর দিকে। গ্রিগোরির চোখে ফুটে উঠল লালচে বাদামী আগুনের ফুলকি, কিন্তু গোঁফের ফাঁকে ঠোঁটের কোনায় হিংস্রধরনের হলেও একটা হাসির রেখা দেখা গেল।

'ভিওশেন্‌স্কায়াতে তাড়িয়ে নিয়ে যেতে বল। কী বললাম বুঝতে পেরেছ? তবে মনে রাখবে, ওই টিলাটা ছাড়িয়ে যেন ওদের আর না যেতে হয়!' জেলার বসতির মাথায় যেখানে বালির টিলাটা উঠে গেছে হাতের চাবুকটা নাড়িয়ে সেই দিকে দেখিয়ে দিল। তারপর ঘোড়া ছেড়ে দিল।

'পেত্রোর জন্যে এই প্রথম দফার শোধ ওদের ওপর,' দুলকি চালে ঘোড়া ছেড়ে দিয়ে সে মনে মনে ভাবল। প্রত্যক্ষ কোন কারণ না থাকা সত্ত্বেও ঘোড়াটার পাছায় এত জোরে চাবুক হাঁকড়াল যে সেখানে সাদা ডোরা হয়ে চামড়া ফুলে উঠল।

ছত্রিশ

কার্গিন্‌স্কায়া ছেড়ে গ্রিগোরি যখন বকোভ্‌স্কায়ার দিকে ফৌজ চালিয়ে নিয়ে যায় সেই সময়ের মধ্যে তাদের হাতে এসে গেছে সাড়ে তিন হাজার তলোয়ার। সদর দপ্তরের কর্তৃপক্ষ আর প্রাদেশিক কর্মপরিষদ বার্তাবহদের দিয়ে হুকুম আর নির্দেশ পাঠাতে থাকে তার পেছন পেছন। সদর দপ্তরের একজন সদস্য বেশ জমকাল ভাষায় গ্রিগোরিকে একটা ব্যক্তিগত পত্র লিখে অনুরোধ জানায়:

'পরম শ্রদ্ধাস্পদেষু কমরেড গ্রিগোরি পান্তেলেইয়েভিচ,

এইরূপ কুটিল জনরব আমাদের কর্ণগোচর হইতেছে যে তুমি নাকি বন্দী লাল ফৌজীগণের উপর নৃশংস উৎপীড়ন করিতেছ। শুনা যাইতেছে বকোভস্কায়ার উপকণ্ঠে খার্লাম্পি ইয়ের্মাকভ যে ত্রিশজন লাল ফৌজীকে বন্দী করিয়াছিল তাহারা নাকি তোমার হুকুমে বিনাশপ্রাপ্ত হইয়াছে - টুকরা টুকরা করিয়া তাহাদের কাটিয়া ফেলা হইয়াছে। জনরব এই যে উল্লিখিত বন্দীদিগের মধ্যে একজন কমিসার ছিল, তাহার সাহায্য উহাদের শক্তির উপর আলোকপাতের উপায় হিসাবে অত্যন্ত মূল্যবান হইতে পারিত। অতএব প্রিয় কমরেড, বন্দীদিগকে ধরিয়া না রাখিবার যে হুকুম তুমি দিয়াছ তাহা বাতিল করো। এইরূপ আদেশ আমাদের পক্ষে অত্যন্ত

ক্ষতিকর। কসাকগণ নাকি এই রূপ নিষ্ঠুরতার ফলে গুঞ্জন তুলিতেছে। তাহারা এই আশঙ্কা করিতেছে যে লাল ফৌজও তাহাদের বন্দীদের কাটিতে থাকিবে, আমাদের গ্রামগুলি ধ্বংস করিবে। উহাদের সেনাপতিমণ্ডলীকেও জীবন্ত পাঠাইয়া দাও। ভিওশেন্স্কায়া অথবা কাজান্স্কায়ায় আমরা নিঃশব্দে তাহাদের নিকাশ করিতে থাকিব। কিন্তু তুমি তোমার বাহিনী লইয়া আগাইয়া চলিয়াছ পুশকিনের ঐতিহাসিক উপন্যাসের তারাস বুল্‌বার* মতন, আগুন আর তলোয়ারে সব কিছু ধ্বংস করিয়া কসাকদের চঞ্চল করিয়া তুলিতেছ। দয়া করিয়া তুমি শান্ত হও, বন্দীদিগকে হত্যা না করিয়া আমাদের নিকট পাঠাইয়া দাও। যাহা বলিলাম তাহাতে আমাদের শক্তি অটুট থাকিবে। তোমার শারীরিক কুশল চাই। আন্তরিক শ্রদ্ধা জানাই। তোমার সাফল্য কামনা করি।'

চিঠিটা গ্রিগোরি শেষ পর্যন্ত না পড়েই কুটি কুটি করে ছিঁড়ে ঘোড়ার পায়ের তলায় ছুঁড়ে ফেলে দিল।

এদিকে কুদিনভ ওকে যে হুকুম দিয়েছিল, 'অবিলম্বে দক্ষিণে ক্রুতেনকি - আস্তাখভো – গ্রেকোভো অংশে আক্রমণের শক্তি বৃদ্ধি কর। সেনাপতিমণ্ডলীর মতে ক্যাডেটদের ফ্রন্টের সহিত যুক্ত হওয়া একান্ত আবশ্যক। অন্যথায় পরিবেষ্টিত ও ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবার সম্ভাবনা,' তার উত্তরে ঘোড়ার পিঠ থেকে না নেমেই গ্রিগোরি লিখল, 'বকোভ্স্কায়ার উপর আক্রমণ চালাইতেছি, পলায়নরত শত্রুদের পশ্চাৎ অনুসরণ করিতেছি। ক্রুতেনকির দিকে যাইব না। তোমার হুকুম মূর্খামি বলিয়া মনে করি। আস্তাখভোতে কাহার উপর আক্রমণ চালাইতে যাইব? সেইখানে হাওয়া আর ইউক্রেনীয় ঝোঁটিনরা ছাড়া আর কেহ নাই।'

এইখানেই বিদ্রোহী বাহিনীর কেন্দ্রের সঙ্গে তার আনুষ্ঠানিক পত্রবিনিময়ের ইতি। স্কোয়াড্রনগুলো দুটো রেজিমেন্টে ভাগ হয়ে বকোভ্স্কায়ার সীমান্তবর্তী কন্‌কোভো গ্রামের দিকে এগোতে লাগল। এর পর আরও তিন দিন লড়াইয়ের ময়দানে গ্রিগোরি সৌভাগ্যের মুখ দেখল। লড়াই ক'রে বকোভ্স্কায়া দখলে আনার পর গ্রিগোরি নিজের ঝুঁকিতে ক্রাস্নকুত্স্কায়ার দিকে এগিয়ে গেল। একটা ছোট ফৌজীদল রাস্তায় বাধা দিয়েছিল, সেটাকে গুঁড়িয়ে দেওয়া হল। কিন্তু যাদের বন্দী

---

* পত্রলেখকের অজ্ঞতার নিদর্শন। তারাস বুল্‌বা নিকোলাই গোগলের লেখা ওই নামের উপন্যাসের প্রধান চরিত্র, কসাক-বীর। – অনুঃ

করা হয়েছিল তাদের আর মারবার হুকুম দিল না – পাঠিয়ে দিল ফ্রন্টলাইনের পেছনে।

মার্চের নয় তারিখের মধ্যেই সে তার রেজিমেন্টগুলোকে চিস্তিয়াকোভ্‌কা বসতির কাছে এনে ফেলল। ইতিমধ্যে লাল ফৌজের হাইকম্যাণ্ড পেছন দিক থেকে বিপদের আশঙ্কা করে কয়েকটা রেজিমেণ্ট আর ব্যাটারী পাঠিয়ে দিল বিদ্রোহীদের দমন করার জন্য। লাল বাহিনীর রেজিমেন্টগুলো চিস্তিয়াকোভ্‌কার উপকণ্ঠে এগিয়ে আসতে গ্রিগোরির রেজিমেন্টের সঙ্গে তাদের সংঘর্ষ বেধে গেল। ঘণ্টা তিনেক ধরে যুদ্ধ চলার পর ঘেরাও হয়ে যাবার ভয়ে গ্রিগোরি তার ইউনিটগুলোকে সরিয়ে নিয়ে গেল ক্রাস্নকুত্‌স্কায়ার দিকে। কিন্তু দশই মার্চের সকালের যুদ্ধে খোপিওরের লাল কসাকরা জোর তুলোধুনো করে দিল ভিওশেন্‌স্কায়ার কসাকদের। দন-কসাকদের দুই পক্ষের মধ্যে তুমুল আক্রমণ প্রতি-আক্রমণ চলল। তলোয়ার নিয়ে সরাসরি যে ধরনের কাটাকাটি চলতে পারে তার চূড়ান্ত হল। লড়াইয়ে এক গালে তলোয়ারের কোপ খেয়ে ঘোড়া খুইয়ে গ্রিগোরি রেজিমেন্ট গুটিয়ে পিছু হটতে হটতে বকোভ্‌স্কায়ায় চলে গেল।

সেই দিন সন্ধ্যায় শত্রুপক্ষের খবর বার করার জন্য একজন বন্দীকে সে জেরা করল। তবে সামনে যে লোকটা এসে দাঁড়াল সে খোপিওরের তেপিকিন্‌স্কায়া জেলার কসাক। যুবক তাকে বলা যায় না। ভুরু আর চুল পাটরঙের, বুকটা সরু, গ্রেটকোটের ফ্ল্যাপে ঝুলছে ছিন্নভিন্ন লাল ফিতের গোছা। প্রশ্নের উত্তরগুলো সে বেশ আগ্রহভরেই দিচ্ছিল। কিন্তু হাসছিল কষ্ট করে, কেমন যেন বাঁকা ধরনের।

'কোন্ কোন্ রেজিমেণ্ট গতকালের লড়াইতে ছিল?'

'আমাদের তিন নম্বর কসাক রেজিমেণ্ট – স্তেপান রাজিন রেজিমেন্ট; আমাদের খোপিওরের প্রায় সমস্ত কসাক ওতে আছে। পাঁচ নম্বর ট্রান্স-আমুর, বারো নম্বর ঘোড়সওয়ার আর ছয় নম্বর মৎসেন্‌স্কি রেজিমেন্ট।'

'সবার ওপরে কম্যাণ্ডে কে ছিল? শুনছি নাকি কিক্‌ভিদ্‌জে?'*

'না, পুরো দলটাকে চালান কমরেড দোম্‌নিচ।'

'গোলাবারুদ তোমাদের অনেক?'

'ব্বাপ্‌স রে, সে আর বলতে!'

'কামান?'

'আটটা ত হবেই।'

'কোথা থেকে এসেছে রেজিমেণ্ট?'

---

* ভাসিলি ইসিদোরভিচ কিক্‌ভিদ্‌জে (১৮৯৪ – ১৯১৯) – বিপ্লবী, কমিউনিস্ট, ১৯৬৮ – ১৯২০ সালের গৃহযুদ্ধের বীর, ডিভিশন-কম্যাণ্ডার। ১৯১৯ সালের ১১ ফেব্রুয়ারী যুদ্ধে নিহত হন। – অনুঃ

'কামেনস্কায়া এলাকার গ্রামগুলো থেকে।'

'কোথায় পাঠানো হচ্ছে তোমাদের বলা হয়েছিল কি?'

কসাকটি আমতা আমতা করতে লাগল, তবে শেষ পর্যন্ত উত্তর দিল। খোপিওরের কসাকদের মানসিকতা জানার ইচ্ছে হল গ্রিগোরির।

'কসাকরা নিজেদের মধ্যে কী বলাবলি করছিল?'

'বলছিল, যাবার তেমন ইচ্ছে নেই। . . .'

'ওরা জানে কিসের বিরুদ্ধে আমাদের বিদ্রোহ?'

'তা জানবে কী করে?'

'তাহলে যেতে অমন গাঁইগুঁই করছিল কেন?'

'তোমরাও ত কসাক! যুদ্ধ ক'রে ক'রে আমরা হেদিয়ে গেলাম। এখন লালদের সঙ্গে চলতে চলতে আমরা কোথায় এসে দাঁড়িয়েছি তা ত দেখতেই পাচ্ছি।'

'আমাদের দলে কাজ করবে?'

কসাক সরু কাঁধদুটো ঝাঁকাল।

'সে তোমাদের যা মর্জি! তবে আমার তেমন ইচ্ছে নেই। . . .'

'আচ্ছা, যাও। তোমার বৌয়ের কাছে ছেড়ে দিচ্ছি তোমাকে। . . . বৌয়ের জন্যে মন খুব খারাপ লাগছে, তাই না?'

গ্রিগোরি চোখ কুঁচকে লোকটার যাওয়ার পথের দিকে তাকাল। তারপর প্রোখরকে ডাকল। অনেকক্ষণ ধরে চুপচাপ সিগারেট টানল। জানলার দিকে এগিয়ে গেল। প্রোখরের দিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে শান্তকণ্ঠে হুকুম দিল, 'আমাদের লোকদের বল ওই যে লোকটাকে এইমাত্র জেরা করলাম তাকে যেন চুপচাপ বাগানে নিয়ে যায়। লাল কসাকদের আমি বন্দী করে রাখি না!' গ্রিগোরি তার জুতোর ক্ষয়ে যাওয়া গোড়ালিতে ভর দিয়ে চট করে ঘুরে দাঁড়াল। 'কী বললাম! এক্ষুনি!'

প্রোখর চলে গেল। গ্রিগোরি মিনিটখানেক দাঁড়িয়ে থেকে জানলার ধারের জিরেনিয়ামের নরম ডাল ভাঙতে লাগল। তারপর হনহন করে দেউড়িতে বেরিয়ে এলো। গোলাবাড়ির দেয়ালের ধারে যেখানে রোদ পড়েছে প্রোখর সেখানে অন্য কসাকদের সঙ্গে বসে বসে নীচু গলায় কথা বলছিল।

'কয়েদীকে ছেড়ে দাও তোমরা। ওর নামে ছাড়পত্র লিখে দিতে বল,' কসাকদের দিকে মুখ তুলে না তাকিয়ে কথাগুলো বলে ঘরে ফিরে গেল গ্রিগোরি। সেখানে পুরনো আয়নাটার সামনে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে ভেবাচেকা খেয়ে দুহাত ছড়াল।

কেন যে সে বেরিয়ে গিয়ে বন্দীকে ছেড়ে দেওয়ার হুকুম দিল, ওর নিজের কাছেই দুর্বোধ্য রয়ে যায়। মনে মনে বিদ্রূপের হাসি হেসে যখন ও বলেছিল,

'তোমার বৌয়ের কাছে ছেড়ে দিচ্ছি তোমাকে। যাও।...' তখন ত বেশ একটা হিংস্র উল্লাস, তৃপ্তি লাভের মতো কিছু একটা ভেতরে ভেতরে অনুভব করেছিল— নিজে জানত যে এই মুহূর্তে প্রোখরকে ডেকে খোপিওরের লোকটাকে বাগানে নিয়ে গিয়ে খতম করে দিতে বলবে।

করুণার এই উপলব্ধিতে নিজের ওপর ওর একটু রাগই হয়। যে উপলব্ধি ওর চেতনাকে আচ্ছন্ন করেছে, একজন শত্রুকে ছেড়ে দিতে প্ররোচিত করছে তাকে অকারণ করুণা ছাড়া আর কীই বা বলা যেতে পারে? সেই সঙ্গে একটা স্নিগ্ধ আনন্দে ভরে উঠল ওর মনটা।... এমন কী করে হল? ও নিজেই কোন ব্যাখ্যা খুঁজে পেল না। ব্যাপারটা আরও অদ্ভুত এই কারণে যে গতকালই নিজে ও কসাকদের বলেছিল, 'চাষাগুলো আমাদের দুশমন, কিন্তু যে কসাক লালদের সঙ্গে হাত মেলায় সে দুটো দুশমনের সমান। অমন কসাকদের বলতে হয় গোয়েন্দার চর, ওদের বিচারের জন্যে বেশি সময় নষ্ট করার কোন মানে হয় না— চটপট যমের দোর দেখিয়ে দাও।'

গ্রিগোরি ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এলো। একটা অমীমাংসিত বিরোধ ওর মনের ভেতরে জ্বালা ধরিয়ে দিল। ওর নিজের কাজের ধারা যে ঠিক নয় এই রকম একটা বোধ ওর মনে জেগে উঠল। চির-রেজিমেন্টের কম্যাণ্ডার আর দুজন স্কোয়াড্রন-কম্যাণ্ডার গ্রিগোরির কাছে এসেছিল রিপোর্ট করতে। রেজিমেন্ট-কম্যাণ্ডারটি আতামান রক্ষিবাহিনীর একজন লম্বা কসাক। তার চেহারাটা এমনই বৈশিষ্ট্যহীন যে অতি সহজে স্মৃতি থেকে মুছে যায়।

'আরও কিছু নতুন সৈন্য পাওয়ায় আমাদের দল ভারী হয়েছে,' রেজিমেন্ট-কম্যাণ্ডার হাসিমুখে জানাল। নাপোলভো, ইয়াবলনেভায়া নদী এলাকা আর গুসিন্কা থেকে তিন হাজার ঘোড়সওয়ার, দুই স্কোয়াড্রন পায়দল সেপাইও পাওয়া গেছে। ওদের নিয়ে এখন কী করতে বল?'

লিখাচিওভের কাছ থেকে হাতানো মাউজার পিস্তল আর জমকাল ফৌজী ব্যাগটা ঝুলিয়ে গ্রিগোরি উঠোনে বেরিয়ে এলো। রোদের বেশ তাত আছে। আকাশ গ্রীষ্মদিনের মতো অনেক উঁচু, হালকা নীলে ছাওয়া। গ্রীষ্মকালের মতোই দখিন পানে ভেসে চলেছে পেঁজা তুলোর মতো সাদা সাদা মেঘ। গ্রিগোরি পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করার উদ্দেশ্যে সমস্ত কম্যাণ্ডারকে পাশের একটা গলিতে জড় করল। সবসুদ্ধ প্রায় তিরিশজন লোক। একটা ধসে পড়া বেড়ার ওপরে তারা বসেছে। সকলের হাতে হাতে ঘুরছে কার একটা তামাকের বটুয়া।

'কী ধরনের পরিকল্পনা হবে আমাদের? এই যে রেজিমেন্টগুলো চির্স্তিয়াকোভ্কা থেকে আমাদের ঠেলে সরিয়ে দিল, ওদের কী ভাবে টিট করা যায়? আমরা

এখন কোন্ রাস্তা ধরব?' এই সব প্রশ্ন ওঠানোর সঙ্গে সঙ্গে কুদিনভের হুকুমের সারমর্মও উল্লেখ করল গ্রিগোরি।

একটু নীরবতার পর একজন স্কোয়াড্রন-কম্যাণ্ডার জিজ্ঞেস করল, 'আমাদের বিরুদ্ধে ওরা কতজন আছে? বন্দীর কাছ থেকে জানা গেল কিছু?'

গ্রিগোরি ওদের বিরুদ্ধে কত রেজিমেন্ট আছে এক এক করে তার সংখ্যা হিসাব করল। শত্রুপক্ষের সঙ্গীন আর তলোয়ারের সংখ্যা কত হতে পারে চটপট তারও একটা মোটামুটি হিসাব দিল। কসাকরা চুপ করে রইল। সামরিক পরিষদ না ভেবেচিন্তে বোকার মতো প্রশ্ন করার জায়গা নয়। গ্রাচোভ-স্কোয়াড্রনের কম্যাণ্ডার সেই কথাই বলল।

'একটু সবুর কর মেলেখভ! একটু ভাবতে দাও। এ ত আর তোমার তলোয়ারের কোপ মারা নয়। এতটুকু ভুলচুক হলে চলবে না।'

সে-ই প্রথমে কথা বলল।

গ্রিগোরি মন দিয়ে প্রত্যেকের কথা শুনল। বেশির ভাগই মোটামুটি এই মত প্রকাশ করল যে সাফল্য যদি আসেও তবু বেশিদূর এগিয়ে যাওয়া ঠিক হবে না। আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধ চালানোই সমীচীন হবে। তবে চির্-এর একজন লোক বিদ্রোহী বাহিনীর অধিনায়কের হুকুম জোর সমর্থন করল।

'এখানে পড়ে থাকার কোন মানে হয় না আমাদের। মেলেখভ আমাদের নিয়ে যাক দনেৎসের দিকে। তোমাদের কি বুদ্ধিসুদ্ধি লোপ পেল নাকি? আমরা গোনাগুনতি, পেছনে দাঁড়িয়ে আছে গোটা রাশিয়া। সে চাপের মুখে আমরা খাড়া থাকব কী করে? আমাদের চিপ্‌টে মেরে ফেলবে – আর দেখতে হবে না! বেড় ভেঙে বেরোতে হবে! আমাদের হাতে গোলাবারুদ কম ঠিকই – কিন্তু সে আমরা পেয়ে যাব! হামলা চালাতে হবে! মন ঠিক কর!'

'কিন্তু আমাদের পরিবারের লোকজনের কী হবে? মেয়েমানুষ, বুড়ো আর ছেলেপুলেদের কী হবে?'

'ওরা পেছনেই থেকে যাক!'

'আহা, মাথায় কী বুদ্ধি তোমার! ঘাড়ে মাথাটাই আছে কিন্তু ভেতরে কোন সারপদার্থ নেই!'

এতক্ষণ পর্যন্ত বেড়ার কিনারায় বসে বসে কম্যাণ্ডাররা আসন্ন বসন্তকালের চাষবাস নিয়ে নিজেদের মধ্যে কানাকানি করছিল, ব্যূহ ভেঙে দন ফৌজের দিকে এগিয়ে যেতে গেলে ঘর গেরস্থালির কী হবে এই নিয়ে তাদের ভয় ছিল। কিন্তু এবারে চির্-এর লোকটার বক্তৃতার পর সকলে একসঙ্গে গলা ফাটিয়ে চেঁচিয়ে উঠল। দেখতে দেখতে প্রচণ্ড হৈ হট্টগোলে সভার অবস্থা হয়ে দাঁড়াল গ্রাম-পঞ্চায়েতের

মতো। সকলের ওপর গলা চড়াল নাপোলভোর একজন বয়োবৃদ্ধ কসাক।

'আমরা আমাদের ঘরবাড়ির চৌহদ্দি ছেড়ে যাব না। আমি প্রথম আমার স্কোয়াড্রনকে গাঁয়ে ফিরিয়ে নিয়ে যাব। যদি লড়তে হয় ত নিজেদের ভিটেবাড়ির কাছে পিঠেই লড়ব, অন্যদের জীবন বাঁচানোর জন্যে লড়তে যাব না।'

'তুমি যে আমার গলা টিপে ধরতে চাও দেখছি! আমি বিচারবিবেচনা করে দেখার চেষ্টা করছি, আর তুমি কিনা গলাবাজি করছ!'

'অত বলাবলির আবার কী আছে!'

'কুদিনভ নিজে দনেৎসে যাক!'

যতক্ষণ সবাই শান্ত হয়ে না আসে গ্রিগোরি ততক্ষণ সবুর করে থাকে। তারপর, সমস্ত তর্কবিতর্কের অবসান ঘটিয়ে পাল্লায় নিজের চূড়ান্ত মতটা চাপায়।

'আমাদের ফ্রন্ট এখানেই থাকবে! ক্রাসনকুত্স্কায়ার কসাকরা যদি আমাদের সঙ্গে থাকে তাহলে ওদের জেলাও রক্ষা করব আমরা! আমাদের যাবার আর জায়গা নেই। সভা এখানেই শেষ হল। যে যার স্কোয়াড্রনে চলে যাও। এক্ষুনি আমাদের পজিশন নিতে হবে।'

আধঘণ্টা পরে ঘোড়সওয়ারদের দলগুলো যখন ঘন সার বেঁধে অন্তহীন স্রোতে রাস্তা দিয়ে চলতে লাগল তখন একটা গর্বভরা তীব্র আনন্দে ফুলে উঠল গ্রিগোরির বুক। এর আগে আর কখনও এত বিপুলসংখ্যক মানুষের নেতৃত্ব সে দেয় নি। কিন্তু এই আত্মতৃপ্ত আনন্দের পাশাপাশি একটা গভীর উদ্বেগ, একটা কটু তিক্ততা মাথা চাড়া দিয়ে উঠল ওর মনের মধ্যে: যেমন ভাবে চালানো দরকার তেমন ভাবে সে কি ওদের চালাতে পারবে? হাজার হাজার কসাককে চালানোর মতো দক্ষতা কি ওর আছে? একটা স্কোয়াড্রন নয়, গোটা একটা ডিভিশনের ভার ওর ওপর। একজন অর্ধশিক্ষিত কসাক হয়ে ওর পক্ষে কি হাজার হাজার লোকের জীবনের ভার নেওয়া, তাদের প্রতি পবিত্র দায়িত্ব পালন করা সম্ভব হবে? 'আর সবচেয়ে বড় কথা – কাদের বিরুদ্ধে চালাচ্ছি? সাধারণ মানুষের বিরুদ্ধে।. . . তাহলে কার পথ ঠিক?'

গ্রিগোরি দাঁতে দাঁত চেপে দেখতে থাকে ঘন সার বেঁধে স্কোয়াড্রনগুলো একে একে ওর পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছে। ততক্ষণে ওর ক্ষমতার নেশার ঘোর কেটে গেছে, চোখে আর নেই সেই দীপ্তি। এখন থাকার মধ্যে আছে উদ্বেগ আর তিক্ততা। তার অসহ্য ভারে কাঁধদুটো ব্যথায় টনটন করে ওঠে, বেঁকে যায়।

সাঁইত্রিশ

বসন্তে খুলে যায় নদ-নদীর ধমনীগুলো। দিনগুলো হয়ে ওঠে আরও টইটম্বুর। সবুজ পাহাড়ী স্রোতের ঢল হয়ে ওঠে আরও ধ্বনিমুখর। সূর্য এখন বেশ চোখে পড়ার মতো লালচে হয়ে উঠেছে। তার ওপর আগে যে সামান্য হলুদের আভা ছিল সেটা উঠে গেছে। সূর্যের কিরণের সরু রোঁখাগুলো আরও আঁশ আঁশ হয়ে উঠছে, এখন রীতিমতো গায়ে বিঁধছে। বেলা দুপুরে উলঙ্গ চষা ক্ষেতগুলো থেকে ভাপ উঠছে। অসহ্য চোখ ধাঁধানো আলো দিচ্ছে আঁশের মতো চকচকে সচ্ছিদ্র তুষার। একটা তাজা সোঁদা গন্ধে বাতাস ছেয়ে গেছে, ঘন গন্ধবিধুর হয়ে উঠেছে।

রোদে তেতে উঠেছে কসাকদের পিঠ। জিনের গদিগুলো গরমে বেশ আরামের লাগছে। বাতাসের ভিজে ঠোঁটের ছোঁয়ায় আর্দ্র হয়ে উঠছে কসাকদের রোদেজলে পোড় খাওয়া গালগুলো। বরফঢাকা পাহাড়ের গা থেকে একেক দমক ঠাণ্ডা হাওয়াও নিয়ে আসছে। তবে শীতকে ছাপিয়ে উঠছে গরম। বসন্তের মাদকতায় মেতে উঠেছে ঘোড়াগুলো। ওদের গা থেকে আলগা লোম ঝরে পড়ছে। ঘোড়ার ঘামের গন্ধ আরও ঝাঁঝাল হয়ে নাকে এসে বিঁধছে।

কসাকরা ইতিমধ্যেই ঘোড়াগুলোর নুড়োর মতো লেজ বেঁধে দিয়েছে। ঘোড়সওয়ারদের পিঠের ওপর লটরপটর ঝুলছে উটের লোমের ঘোমটা-টুপি – ওগুলোর এখন আর কোন দরকার নেই। তাদের মাথার লম্বা পশমী টুপির তলায় কপাল ঘামছে, পশুলোমের খাটো ওভারকোট আর লম্বা ঝুলের গরম কসাক-কোর্তার তলায় গরম লাগছে।

বরফ গলে পরিষ্কার হয়ে গেছে একটা সদর রাস্তা। তারই ওপর দিয়ে গ্রিগোরি নিয়ে চলল রেজিমেণ্টটাকে। দূরে ক্রুশচিহ্নের আকারে দেখা যাচ্ছে হাওয়াকলের পাল। তার ওপাশে লাল বাহিনীর স্কোয়াড্রনগুলো আক্রমণের জন্য ছড়িয়ে পড়ে পাশ ফিরছে। সভিরিদোভো গ্রামের কাছাকাছি লড়াই শুরু হয়ে গেছে।

তফাতে থেকে সৈন্যপরিচালনার যে বিদ্যা এখানে দরকার তা এখনও গ্রিগোরির জানা নেই। সে নিজেই ভিওশেনস্কায়ার স্কোয়াড্রনগুলো নিয়ে লড়াইয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে, তাদের দিয়ে সবচেয়ে বিপজ্জনক ফাঁকফোকরগুলো বন্ধ করতে থাকে। সাধারণ কোন নিয়ন্ত্রণ ছাড়াই যুদ্ধ চলতে থাকে। প্রতিটি রেজিমেণ্ট আগে থাকতে ঠিক করা সমস্ত পরিকল্পনা জলাঞ্জলি দিয়ে পরিস্থিতি যেমন দাঁড়ায় সেই বুঝে লড়াই ক'রে যায়।

ফ্রণ্ট বলতে আর কিছু থাকে না। এর ফলে ব্যাপক আকারে যুদ্ধের কূটকৌশল দেখানোর সুযোগ মেলে।

গ্রিগোরির বাহিনীতে যার প্রাধান্য – ঘোড়সওয়ার-সৈন্যের প্রাচুর্য – একটা বড় রকমের সুবিধা হয়ে দেখা দিল। এর সুযোগ নিয়ে গ্রিগোরি ঠিক করল যুদ্ধ চালাবে 'কসাক' কায়দায় – পাশ দিয়ে শত্রুপক্ষকে ঘিরে ধরে পেছনে গিয়ে উঠবে, তাদের রসদের গাড়িগুলো নষ্ট করবে। রাতদুপুরে হামলা চালিয়ে লালদের ব্যতিব্যস্ত করে তুলবে, তাদের মনোবল ভেঙে দেবে।

কিন্তু সভিরিদোভোর উপকণ্ঠে আসার পর সে অন্য কৌশল ধরবে ঠিক করল। দ্রুত দুলকি চালে ঘোড়া চালিয়ে স্কোয়াড্রনগুলোকে পজিশনে এনে রাখল। একটাকে গ্রামে রেখে দিল। সৈন্যদের ঘোড়া থেকে নেমে উপকূলের কাছে জলে ডোবা বনভূমিতে ওত পেতে থাকার হুকুম দিল। আগে থাকতে ঘোড়ার তদারককারিদের দিয়ে ঘোড়াগুলোকে অনেকখানি ভেতরে বাড়িঘরের উঠোনে পাঠিয়ে দিল। বাকি দুটোকে নিয়ে সে হাওয়াকলের সিকি ক্রোশখানেক এধারে টিলার ওপর উঠে গিয়ে একটু একটু করে লড়াইয়ের মহড়া নিতে লাগল।

তার বিরুদ্ধে দুই স্কোয়াড্রনেরও বেশি রেড ক্যাভাল্‌রি। ওরা খোপিওরের কসাক নয়। দূরবীন দিয়ে গ্রিগোরি দেখতে পেল বেঁটেখাটো ভরাট গড়নের ঘোড়াগুলো। দনের ঘোড়া ওগুলো নয়। ওদের লেজ ছোট ক'রে ছাঁটা – কসাকরা কখনও অমনভাবে লেজ ছেঁটে ঘোড়ার শ্রী নষ্ট করে না। দেখেশুনে মনে হচ্ছে হয় তেরো নম্বর ক্যাভাল্‌রি, নয়ত সদ্য এসে লড়াইয়ে সামিল হয়েছে কতকগুলো ইউনিট।

গিগ্রোরি টিলা থেকে দূরবীন দিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জায়গাটা দেখে। জিনের ওপর বসলে পৃথিবীটাকে সব সময় ওর বেশ খোলামেলা মনে হয়, আর বুটজুতোর ডগা যখন রেকাবের ভেতরে গলায় তখন আত্মবিশ্বাসও বেড়ে যায়।

সে দেখতে পেল চির্ নদীর ওপারে ওর সাড়ে তিন হাজার কসাকের ধূসর বাদামী রঙের দীর্ঘ সারিটা টিলা ধরে এগিয়ে চলেছে। ধীরে ধীরে এঁকে বেঁকে ওপরে উঠতে উঠতে সারিটা চলে যাচ্ছে উত্তরে ইয়েলান্‌স্কায়া আর উস্ত্-খোপিওরের বসতিগুলোর সীমান্তে। উস্ত্-মেদ্‌ভেদিৎসা থেকে শত্রুপক্ষের যে দল এগিয়ে আসছে তাদের মোকাবিলা করবে, ইয়েলানস্কায়ায় যে কসাকরা যুদ্ধ করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে তাদের সাহায্য করবে।

আক্রমণের জন্য তৈরি হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে লালদের বাহিনী। তাদের আর গ্রিগোরির মাঝখানে দূরত্ব এখন সিকি ক্রোশ। গ্রিগোরি পুরনো পন্থায় তাড়াতাড়ি তার স্কোয়াড্রনগুলোকে ছড়িয়ে দিল আক্রমণের জন্য। কসাকদের সকলের কাছে বর্শা ছিল না। কিন্তু যাদের যাদের, ছিল তারা অন্যদের চেয়ে বিশ পা মতো এগিয়ে সামনের সারিতে দাঁড়াল। গ্রিগোরি ঘোড়া ছুটিয়ে ওদের সকলের সামনে

এগিয়ে এলো, খাপ থেকে তলোয়ার খুলে রেকাবে ভর দিয়ে অর্ধেক ঘুরে দাঁড়াল।

'হাল্কা চালে সামনে এগিয়ে যাও!'

এগোনোর এক মিনিটের মধ্যে বরফে ঢাকা মেঠো ইঁদুরের গর্তের মধ্যে পা ঢুকে যেতে হোঁচট খেল গ্রিগোরির ঘোড়াটা। গ্রিগোরি টাল সামলে জিনের ওপর সোজা হয়ে বসল, রাগে পাণ্ডুর হয়ে তলোয়ারের চেপ্টা দিক দিয়ে জোরে ঘা বসিয়ে দিল ঘোড়ার গায়ে। ঘোড়াটা ভালো জাতের, তেজী, যুদ্ধের ঘোড়া। ভিওশেনস্কায়ার একজন কসাকের কাছ থেকে নিয়েছিল গ্রিগোরি, কিন্তু মনে মনে খুব একটা বিশ্বাস করত না ওটাকে। ও জানে দুদিনের মধ্যে ঘোড়াটা যে ওর বশে আসবে তা সম্ভব নয়। তাছাড়া ও নিজেও তার স্বভাবচরিত্র বুঝে উঠতে পারে নি। হাজার হোক অন্যের ঘোড়া। গ্রিগোরির তাই ভয় ছিল লাগামে সামান্য টান পড়ামাত্র ওকে বুঝতে পারবে না ঘোড়াটা, যেমন বুঝতে পারত ওর নিজের ঘোড়াটা যেটা চিস্তিয়াকোভ্‌কার কাছে মারা গিয়েছিল। তলোয়ারের বাড়ি খেয়ে ঘোড়া খেপে উঠল, লাগামের টান গ্রাহ্য না ক'রে চার পা তুলে ছুটতে শুরু করল। গ্রিগোরির বুকের রক্ত হিম হয়ে গেল, এমন কি খানিকটা যেন কিংকর্তব্যবিমূঢ়ও হয়ে পড়ল সে। 'এটা আমাকে ডোবাবে দেখছি!' মাথার মধ্যে চকিতে কাঁটার মতো এসে বিঁধল চিন্তাটা। কিন্তু ঘোড়া যত সমান তালে লম্বা লম্বা পা ফেলে টগবগিয়ে এগিয়ে যেতে থাকে এবং যত বেশি করে গ্রিগোরির হাতের অলক্ষ্যপ্রায় ইঙ্গিত মেনে নিয়ে তার নিয়ন্ত্রণে চলে ততই গ্রিগোরি ঠাণ্ডা হয়ে আসে, ওর আত্মবিশ্বাস ফিরে আসতে থাকে। সামনে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বিপুল বন্যাস্রোতের মতো দুলতে দুলতে এগিয়ে আসছে শত্রুসৈন্যদল। মুহূর্তের জন্য সেখান থেকে চোখ সরিয়ে নিয়ে গ্রিগোরি চোখ বুলাল ঘোড়ার ঘাড়ের ওপর। বাদামী রঙের কানদুটো ভয়ঙ্কর ক্রোধে উত্তেজনায় লেপ্‌টে আছে মাথার সঙ্গে, হাড়িকাঠে মাথা দেওয়ার ভঙ্গিতে সামনে বাড়ানো গলাটা তালে তালে কাঁপছে। গ্রিগোরি জিনের গদিতে সোজা হয়ে বসে ব্যগ্রভাবে বুক ভরে বাতাস নিল, রেকাবের অনেকখানি ভেতরে বুট গলিয়ে দিয়ে পিছন ফিরে তাকাল। এর আগেও কতবার সে দেখেছে তার পেছনে ঘোড়সওয়ার আর ঘোড়ার গর্জনশীল প্রবল বন্যাস্রোত! প্রত্যেক বারই, বন্য, জৈবিক উত্তেজনার এক আসন্ন, কেমন যেন এক দুর্বোধ্য অনুভূতিতে ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে উঠেছে তার বুক। যে মুহূর্তে সে ঘোড়া ছেড়ে দেয় তখন থেকে শুরু ক'রে শত্রুর মুখোমুখি এসে পৌঁছুনোর সময়টুকুর মধ্যে কোন এক লহমায় যেন অজ্ঞাতসারেই মনের ভেতরে পরিবর্তন ঘটে যায়। বুদ্ধিবিবেচনা, স্থৈর্য, বিচক্ষণতা - সেই ভয়ঙ্কর মুহূর্তটিতে সব গ্রিগোরির হাতের বাইরে চলে যায়। তখন তার ইচ্ছাশক্তিকে দাপটের সঙ্গে পুরোপুরি চালায়

একমাত্র পাশব প্রবৃত্তি। আক্রমণের এই মুহূর্তটিতে বাইরে থেকে গ্রিগোরিকে দেখলে যে-কেউ মনে করতে পারে বুঝি ধীরস্থির সুস্থ বুদ্ধি তার গতিবিধি পরিচালনা করছে। এমনই আত্মবিশ্বাসী, সুনিশ্চিত আর হিসাবী মনে হত তার বাইরের আচরণ।

দুই পক্ষের মধ্যে দূরত্ব যতদূর সম্ভব দ্রুত গতিতে কমে আসছে। ঘোড়সওয়ার আর ঘোড়াগুলোর মূর্তি ক্রমেই বড় হয়ে দেখা যাচ্ছে। দুই দলের ঘোড়সওয়ার বাহিনীর বিপুল স্রোতের মাঝখানে গ্রামের গোচর-মাঠের লম্বা আগাছা আর বরফঢাকা যে ছোট ফালিটা ছিল ঘোড়ার খুরের দাবড়ানিতে তা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে। গ্রিগোরি লক্ষ করল একজন ঘোড়সওয়ার তার স্কোয়াড্রন নিয়ে প্রায় তিনটে ঘোড়ার সমান আগ বাড়িয়ে টগবগিয়ে ছুটে আসছে। তার কালচে বাদামী রঙের প্রকাণ্ড ঘোড়াটা নেকড়ের মতো ছোট ছোট পা ফেলে লাফাতে লাফাতে ছুটছে। ঘোড়সওয়ার অফিসারী কায়দায় তলোয়ার শূন্যে ঘোরাচ্ছে। রুপোর খাপটা দুলে দুলে রেকাবে ঘা খাচ্ছে, সূর্যের আলোয় আগুনের মতো ঝলকে উঠছে। মুহূর্তের মধ্যে গ্রিগোরি চিনে ফেলল ঘোড়সওয়ারকে। লোকটা কার্গিন্স্কায়ার একজন কমিউনিস্ট পিওতর সেমিগ্লাজভ, সেখানকার কসাক সমাজের বাইরের লোক। সতেরো সালে জার্মান যুদ্ধ থেকে সে-ই প্রথম ফিরে আসে। তখন সে চব্বিশ বছরের ছোকরা। সেই সময় পায়ের গোড়ালি থেকে হাঁটু পর্যন্ত যে ধরনের পটি সে জড়িয়ে পরত তেমনটি এর আগে কেউ কখনও চোখে দেখে নি। ফেরার সময় সে সঙ্গে নিয়ে আসে বলশেভিক মতাদর্শ আর ফ্রন্টের জীবনযাত্রা থেকে পাওয়া প্রবল জেদ। বলশেভিকই রয়ে গেল শেষ পর্যন্ত। লাল ফৌজে কাজ করল, বিদ্রোহের আগে পল্টন থেকে ফিরে এলো নিজের জেলায় সোভিয়েত শাসন কায়েম করবে বলে। এই সেমিগ্লাজভই এখন বেশ আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে ঘোড়া চালিয়ে ধেয়ে আসছে গ্রিগোরির দিকে। তলোয়ার ঘোরাচ্ছে ছবির মতো সুন্দর ভঙ্গিতে, যদিও খানাতল্লাসীর সময় বাজেয়াপ্ত করা এই অফিসারী তলোয়ারটা কুচকাওয়াজের মাঠ ছাড়া আর কোথাও কাজে লাগার মতো নয়।

গ্রিগোরি শক্ত ক'রে দাঁতে দাঁত চেপে দাঁতের পাটি বার ক'রে ঘোড়ার লাগাম সামান্য উঁচিয়ে ধরে। ঘোড়াটাও একান্ত বাধ্যের মতো গতিবেগ বাড়িয়ে দেয়।

গ্রিগোরির একান্তই নিজস্ব একটা কৌশল ছিল যা আক্রমণের সময় সে প্রায়ই কাজে লাগাত। যখন সহজজ্ঞানে বা চোখের দৃষ্টিতে সে বুঝতে পারত যে প্রতিপক্ষ প্রবল শক্তিমান অথবা যখন কাউকে নির্ঘাত মেরে ফেলা এবং যা থাকে কপালে বলে এক কোপে মেরে ফেলা ঠিক করত তখন এর আশ্রয় নিত। ছোটবেলায় গ্রিগোরি ছিল ন্যাটা। চামচ পর্যন্ত বাঁ হাতে ধরত, ক্রুশ-প্রণাম করত –

তাও বাঁ হাতে। ওর এই অভ্যাস ছাড়ানোর জন্য পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ ওকে কম মারধর করে নি। এমন কি ওর সমবয়সী সঙ্গীসাথীরা ওকে 'ন্যাটা গ্রিশ্‌কা' বলে ডাকত। বাচ্চা গ্রিশ্‌কার ওপর মারধর আর গালাগালির একটা ফল হয়েছিল মানতেই হবে। ওর বয়স যখন দশ বছর তখন 'ন্যাটা' নামের সঙ্গে সঙ্গে ওর ডান হাতের বদলে বাঁ হাত ব্যবহার করার অভ্যাসটাও চলে গেল। কিন্তু এই এখনও ডান হাতে সে যা যা করতে পারে তার সবই সমান নিপুণভাবে বাঁ হাতেও করতে পারে। এমন কি ওর বাঁ হাতের জোর বরং একটু বেশিই। আক্রমণের সময় গ্রিগোরি বরাবর এই প্রাধান্য খাটাত, তাতে আনিবার্যভাবে সফলও হত। আর দশজন সচরাচর যেমন করে সেই ভাবে সেও ডান হাতে কোপ মারবে বলে ঘোড়ার মুখ বাঁ দিকে ঘুরিয়ে ওর নির্দিষ্ট প্রতিপক্ষের সামনে এসে পড়ত। গ্রিগোরির সঙ্গে যার সঙ্ঘর্ষ বাধত সেই লোকটাও তা-ই করত। শেষকালে যখন দুজনের মাঝখানে প্রায় গজ কুড়িকের তফাত এবং প্রতিপক্ষ একপাশে খানিকটা ঝুঁকে পড়ে তলোয়ার উঁচিয়েছে, ঠিক সেই মুহূর্তে গ্রিগোরি বোঁ করে বেশ হাল্‌কা ভঙ্গিতে ঘোড়াটা ডান দিকে ঘুরিয়ে নেয়, ওর তলোয়ারও সঙ্গে সঙ্গে চলে যায় বাঁ হাতে। হতচকিত প্রতিপক্ষ তখন তার অবস্থান বদল করার চেষ্টা করে। ঘোড়ার মাথার ওপর দিয়ে হাত বাড়িয়ে ডান পাশ থেকে বাঁয়ে কোপ মারা তার পক্ষে অসুবিধাজনক। সে আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলে, মৃত্যুর নিঃশ্বাস অনুভব করে মুখের ওপর। গ্রিগোরি তখন প্রাণপণ শক্তিতে বাঁ হাতে টেনে মোক্ষম কোপ মারে।

গ্রিগোরিকে সেই যে ঝুঁটিওয়ালা উরিউপিন 'বাক্‌লানভ' কোপ শিখিয়ে দিয়েছিল তারপর থেকে অনেক জল গড়িয়ে গেছে। দুটো যুদ্ধের মধ্য দিয়ে গ্রিগোরি হাত পাকিয়েছে। তলোয়ার চালানোর কৌশল আর লাঙল ঠেলা এক কথা নয়। কোপ মারা বিদ্যার অনেক কিছু এখন ওর আয়ত্তে।

অল্প সময়ের মধ্যে চোখের পলক পড়তে না পড়তে যাতে স্বচ্ছন্দে তলোয়ার হাত বদল করা যায় সেই জন্য কখনও সে হাতের কবজি তলোয়ারের হাতলের ফিতের ভেতরে গলাত না। ও জানত যে প্রচণ্ড ঘা মারতে গিয়ে তলোয়ার যদি ঠিকমতো কোনাচে হয়ে না পড়ে তা হলে হাত থেকে ফসকে যেতে পারে, এমন কি হাতের কবজিও মচকে যেতে পারে। আরও একটা যে কায়দা সে জানত এবং যা খুব কম লোকেরই আয়ত্তে ছিল তা হল আচমকা বাড়ি মেরে শত্রুর হাত থেকে অস্ত্র খসিয়ে ফেলা এবং মৃদু খোঁচা মেরে তার হাত অবশ ক'রে দেওয়া। ঠাণ্ডা ইস্পাতের অস্ত্র দিয়ে মানুষের প্রাণনাশের অনেক কায়দাই গ্রিগোরির জানা ছিল।

দুর্ধর্ষ হাতের কোপে তেরছা হয়ে ছেঁটে বেরিয়ে যায় বেতের ডগা। একটুও কাঁপে না, মূলে এতটুকু নাড়া খায় না। যে ডাঁটা থেকে কসাকের তলোয়ারের ঘায়ে আলাদা হয়েছে তার পাশেই ছুঁচাল ডগাটা টুপ করে বালুতে গেঁথে যায়। কাল্‌মিক ধাঁচের চেহারা, সুপুরুষ সেমিগ্লাজভও তেমনি ভাবে পেছনের দুপায়ে খাড়া হয়ে ওঠা ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে গেল। কোনাকুনি কাটা বুকটা দুহাতে চেপে ধরে নিঃশব্দে গড়িয়ে পড়ল জিন থেকে। মৃত্যুর হিমস্পর্শে ছেয়ে গেল তার সর্বাঙ্গ।

গ্রিগোরিও তৎক্ষণাৎ জিনের ওপর সোজা হয়ে রেকাবে পা দিয়ে সামান্য উঠে দাঁড়াল। আরেকটি লোক ঘোড়াকে কোনমতে বাগে রাখতে না পেরে অন্ধের মতো ধেয়ে আসছে ওর দিকে। ঘোড়াটার মুখ দিয়ে ফেনা উঠছে। মাথা ঊর্ধ্বমুখী হয়ে থাকায় তার আড়ালে ঘোড়সওয়ারকে তখনও দেখা যাচ্ছিল না। কিন্তু তলোয়ারের বাঁকা ফলা আর তার কালো ধারগুলো গ্রিগোরি দেখতে পাচ্ছিল। প্রাণপণ শক্তিতে লাগাম টেনে ধরে গ্রিগোরি। আঘাতটা সামলে নিয়ে পাল্টা আঘাত হানে – ডান হাতে ঘোড়ার রাশ গুটিয়ে নিয়ে ঝুঁকে পড়া পরিষ্কার কামানো লাল ঘাড়টার ওপর বসিয়ে দেয়। এক কোপ।

কসাকদের এলোমেলো একাকার ভিড়ের ভেতর থেকে সে-ই প্রথম ঘোড়া ছুটিয়ে বেরিয়ে এলো। চোখের সামনে গিজগিজ করছে ঘোড়সওয়ারদের দঙ্গল। স্নায়বিক উত্তেজনায় হাতের তালু চুলকোচ্ছে। তলোয়ার খাপে পুরল, মাউজার পিস্তলখানা বার করে হাতে তুলে নিয়ে পুরোদমে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল পেছনে, গ্রামের দিকে। কসাকরাও ছুটল ওর পেছন পেছন। ওদের স্কোয়াড্রনগুলো এলোমেলো ছড়িয়ে পড়েছে। এখানে ওখানে চোখে পড়ে ভেড়ার লোমের টুপি আর সাদা ফিতে জড়ানো চওড়া কান-ঢাকা টুপিগুলো ঘোড়ার ঘাড়ের সঙ্গে লেপ্‌টে আছে। গ্রিগোরির পাশে পাশে ঘোড়া ছুটিয়ে চলেছে ওর জানাশোনা এক সার্জেন্ট। মাথায় তার তিনপাশ ঝোলানো গরম শেয়ালের চামড়ার টুপি, গায়ে খাকি রঙের পশুলোমের খাটো ওভারকোট। লোকটার কান আর গাল একেবারে থুতনি অবধি কেটে গেছে। বুকটা দেখলে মনে হয় তার ওপর যেন এক ঝুড়ি চেরীফল থেঁতলান হয়েছে। দাঁতের পাটি বেরিয়ে আছে, রক্তে মাখামাখি।

লাল ফৌজের লোকেরা বেসামাল হয়ে পড়েছিল। তাদেরও অর্ধেকই পালিয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু এবারে তারা ঘোড়ার মুখ ফিরিয়ে নিল। কসাকদের পিছু হটতে দেখে উত্তেজিত হয়ে ওদের পিছু ধাওয়া করল। পিছিয়ে-পড়া একজন কসাক যেন দমকা হাওয়ায় ঘোড়া থেকে ছিটকে পড়ে গেল, ঘোড়ার খুরের নীচে থেঁতলে বরফের ভেতরে ঢুকে গেল। সামনেই গ্রাম, বাগানের কালো কালো ঝোপঝাড়,

টিলার গায়ের ভজনালয় আর চওড়া রাস্তা চোখে পড়ছে। আর প্রায় দু'শ গজের মধ্যে উপকূলের বনভূমির সেই বেড়াটা, যেখানে ওত পেতে ছিল ওদের স্কোয়াড্রনটা। ঘোড়াগুলোর পিঠ রক্তে আর ঘামের ফেনায় জবজব করছে। গ্রিগোরি সবেগে ছুটতে ছুটতে ক্ষিপ্ত হয়ে মাউজার পিস্তলের ঘোড়া টিপে চলছিল। শেষকালে গুলি আটকে যেতে অস্ত্র আর কাজ করছে না দেখে খাপের মধ্যে সেটা পুরে হুঙ্কার দিয়ে উঠল, 'দু'দলে ভাগ হয়ে যাও!'

শৈলশিরার মুখে বাধা পাওয়া নদীর স্রোতের মতো কসাক স্কোয়াড্রনগুলোর ভরাট ধারাটা স্বচ্ছন্দ গতিতে দুটো ভাগে ভাগ হয়ে গেল। লাল ফৌজের বন্যাস্রোতের সামনে আর কোন আড়াল রইল না। বেড়ার আড়ালে কসাকদের যে স্কোয়াড্রনটা ওত পেতে ছিল সেখান থেকে তাদের ওপর এক ঝাঁক গুলি ছুটল। আরেক ঝাঁক, তারপর আরও এক ঝাঁক। . . . একটা চিৎকার! লাল ফৌজীদের একজনকে পিঠে নিয়ে একটা ঘোড়া ডিগবাজী খেল। আরেকটা হাঁটু মুড়ে মুখ থুবড়ে পড়ল, কান পর্যন্ত বরফে গুঁজে গেল। আরও তিন-চারজন লাল ফৌজী গুলি খেয়ে জিন থেকে ছিটকে পড়ল। বাদবাকিরা একসঙ্গে দঙ্গল বেঁধে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে ছুটতে ঘোড়ার মুখ ফেরাতে গেল। কিন্তু তার আগেই কসাকরা রাইফেলের গুলি তাদের ওপর উজাড় করে দিয়ে চুপ করে গেছে। 'স্কো-য়া-ড্রন!' বলে গ্রিগোরি গলা ফাটিয়ে চেঁচিয়ে উঠল। ওর মুখের কথা পড়তে না পড়তে হাজার হাজার ঘোড়ার খুর বরফ ছিটিয়ে বোঁ করে পাক খেয়ে ঘুরে দাঁড়াল, তাড়া করে নিয়ে চলল লাল ফৌজীদের। কিন্তু পিছু নিল ওরা অনিচ্ছার সঙ্গে। ঘোড়াগুলো হয়রান হয়ে পড়েছে। তাই আধ ক্রোশ খানেক যাবার পর ফিরে আসতে হল। মরা লাল ফৌজীদের গায়ের জামাকাপড় খুলে নিল ওরা, মরা ঘোড়াগুলোর জিন খুলে নিল। তিনজন আহত সৈন্যকে খতম করে দিল হাত-কাটা আলিওশ্‌কা শামিল। বেড়ার দিকে মুখ করে দাঁড় করিয়ে সে একে একে কাটল ওদের। এর পর ওই কাটা লাল ফৌজীদের চারধারে বেশ খানিকক্ষণ ভিড় করে দাঁড়িয়ে রইল কসাকরা, সিগারেট টানতে টানতে লাশগুলো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল। তিনজনেরই শরীরে এক রকম চিহ্ন - ধড়টা কণ্ঠা থেকে কোমর অবধি তেরছাভাবে চেরা। 'তিনটে থেকে ছয়টা বানিয়েছি,' গালের মাংসপেশী খিঁচিয়ে, চোখ টিপে বড়াই করে বলল আলিওশ্‌কা।

অন্য কসাকরা তোষামোদ ক'রে ওকে তামাক দিয়ে আপ্যায়ন করে, শ্রদ্ধার ভাব এতটুকু গোপন করে না। বনো লাউ কুমড়োর মতো আলিওশ্‌কার হাতের ছোট অথচ শাঁসাল মুঠি আর লম্বা কসাক-কোর্তার ভেতর দিয়ে ফুটে বেরোন কপাটের মতো বিশাল ও স্ফীত বুকটার দিকে চেয়ে থাকে।

ঘামে ভেজা ঘোড়াগুলো বেড়ার ধারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁপছিল। গ্রেটকোটে তাদের গা ঢেকে দেওয়া হয়েছে। কসাকরা জিনের কষি টেনে বাঁধতে থাকে। গলির ভেতরে একটা কুয়োর ধারে জলের জন্য সকলে সারি বেঁধে দাঁড়িয়েছে। অনেকে তাদের ঘোড়ার মুখের লাগাম ধরে টেনে আনছে। ঘোড়াগুলো ক্লান্ত, পা টেনে টেনে চলছে।

প্রোখর এবং আরও পাঁচজন কসাককে নিয়ে গ্রিগোরি আগে আগে বেরিয়ে গেল। ওর চোখের বাঁধন যেন খসে গেছে। আক্রমণের আগে যে সূর্যকে সে জগতে আলো দিতে দেখেছিল, আবার দেখতে পেল সেই সূর্যকে। আবার দেখতে পেল খড়ের গাদার কাছে বরফ গলতে, শুনতে পেল গাঁয়ের চারধারে বসন্তের আনন্দে চড়ুই পাখিদের কিচিরমিচির, অনুভব করল দ্বারপ্রান্তে বসন্তের জাগরণে তার সুমধুর মৃদু ঘ্রাণ। জীবন এবারে ওর কাছে ম্রিয়মাণ হয়ে ফিরে আসে নি। কিছুক্ষণ আগে যে রক্তপাত ঘটে গেল তার ফলে বুড়োটে হয়েও ফিরে আসে নি, বরং যেন আরও লোভনীয় হয়ে উঠেছে তার কুণ্ঠিত ও ছলনাময় আনন্দে। বরফ গলতে গলতে মাটি কালো হয়ে আসছে। কালো মাটির বুকে বরফের যেটুকু চিহ্ন অবশিষ্ট থাকে তা কেবলই বড় বেশি উজ্জ্বল ও সাদা বলে দৃষ্টিবিভ্রম হয়।

আটত্রিশ

বন্যার জলের মতো উত্তাল হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে বিদ্রোহ। দন উপকূলের সমস্ত জেলা আর দনের ওপারে দেড়শ ক্রোশ জায়গা জুড়ে স্তেপভূমি ডুবে গেল সে বন্যায়। পঁচিশ হাজার কসাক ঘোড়ায় চড়ে বসেছে। দনের উজান প্রদেশের গ্রামগুলো থেকে এসে জড় হয়েছে দশ হাজার পদাতিক সৈন্য।

যুদ্ধ এমন এক আকার ধারণ করল যা ইতিপূর্বে দেখা যায় নি। দনেৎসের কাছে পিঠে কোন এক জায়গায় দন ফৌজ ফ্রন্ট দখল করে রেখে নোভোচের্কাস্ককে আড়াল দিচ্ছে, চূড়ান্ত লড়াইয়ের জন্য তৈরি হচ্ছে। এদিকে ওদের সঙ্গে যে আট নম্বর আর নয় নম্বর লাল ফৌজের সংঘর্ষ বেধেছে তাদের পেছন দিকে পাকিয়ে উঠছে একটা বিদ্রোহ। অমনিতেই দন অধিকার করা দুঃসাধ্য কাজ। এর ফলে তা অশেষ জটিল হয়ে পড়েছে।

এপ্রিল মাসে সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের বিপ্লবী সামরিক পরিষদের সামনে শ্বেতরক্ষীদের ফ্রন্টের সঙ্গে বিদ্রোহীদের মিলিত হওয়ার আশঙ্কা রীতিমতো স্পষ্ট হয়ে উঠল। পেছন দিক থেকে রেড আর্মির ফ্রন্টের একটা অংশে ভাঙন ধরানোর

এবং দন ফৌজের সঙ্গে বিদ্রোহীদের মিলতে পারার আগেই যে-কোন উপায়ে স্থোক বিদ্রোহ দমন করা দরকার হয়ে পড়ল। সবচেয়ে ভালো ভালো বাহিনীগুলোকে এই কাজে পাঠানো হতে লাগল। বাল্‌টিক আর কৃষ্ণসাগর নৌবহরের নাবিকদল, সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য রেজিমেণ্ট, সাঁজোয়া ট্রেনের সৈন্যদল আর অতি দুর্ধর্ষ ক্যাভালরি ইউনিটগুলো অভিযাত্রিদলের সঙ্গে এসে যোগ দিল। ফ্রণ্ট থেকে জঙ্গী বগুচার ডিভিশনের পাঁচটি রেজিমেণ্ট পুরোপুরি তুলে আনা হল। সবসুদ্ধ আট হাজার বেওনেট, কয়েকটা ব্যাটারী এবং পঞ্চাশটা মেশিনগান ছিল তাদের কাছে। ইতিমধ্যে এপ্রিল মাসেই রিয়াজান ও তাম্বোভের মিলিটারী স্কুলের শিক্ষার্থীরা বিদ্রোহী ফ্রণ্টের কাজান সেক্টরে বীরবিক্রমে লড়াই করে চলছিল। কিছুকাল পরে সারা রাশিয়া কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটিভুক্ত স্কুলের একটি ইউনিট এসে তাদের সঙ্গে যোগ দিল। শুমিলিন্‌স্কায়ার কাছে বিদ্রোহীদের সঙ্গে লাতভিয়ার লাল রাইফেল সৈন্যদলের লড়াই চলছিল।

অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদের অভাবে কসাকদের নাভিশ্বাস উঠছিল। গোড়ায় যথেষ্ট পরিমাণে রাইফেল ছিল না, গুলি ফুরিয়ে আসছিল। সে সব পেতে গেলে রক্ত খরচ করতে হয়, আক্রমণ বা নৈশ হামলা চালিয়ে ছিনিয়ে আনতে হয়। এই উপায়ে পাওয়াও যেতে লাগল। এপ্রিল মাসেই যথেষ্ট সংখ্যায় রাইফেল, ছয়টা ব্যাটারী আর শ' দেড়েক মেশিনগান তাদের হাতে এসে গিয়েছিল।

বিদ্রোহের শুরুতে ভিওশেন্‌স্কায়ার অস্ত্রাগারে পঞ্চাশ লক্ষ ফাঁকা কার্তুজের কিছু পেটি পড়ে ছিল। বিদ্রোহীদের জেলা পরিষদ সেরা সেরা কামার, মিস্ত্রী আর অস্ত্র-কারিগর যোগাড় করল। ভিওশেন্‌স্কায়ায় বুলেট ঢালাই করার একটা কারখানা গড়ে উঠল। কিন্তু সীসে ছিল না, এমন কিছু ছিল না যা দিয়ে বুলেট ঢালাই করা যায়। তখন জেলা পরিষদের ডাকে গ্রামে গ্রামে সীসে আর তামা যোগাড় করা চলতে লাগল। স্টীমমিলের যেখানে যত সীসে আর তামা-কাঁসার অংশ ছিল সব খসিয়ে নেওয়া হল। ঘোড়সওয়ার বার্তাবহদের দিয়ে গ্রামে গ্রামে সংক্ষেপে আবেদন পাঠানো হল:

> 'তোমাদের স্বামী, পুত্র, ভাইদের হাতে এমন কিছু নেই যা দিয়ে গুলি চালানো যায়। হতভাগা দুশমনদের কাছ থেকে তারা যা কেড়ে নিতে পারে একমাত্র তা-ই তাদের গুলি করার অস্ত্র। বুলেট ঢালাই করার উপযুক্ত যা যা তোমাদের গেরস্থালিতে আছে সব দিয়ে দাও। ঝাড়াই কল থেকে সীসের চালুনিগুলো খুলে দাও।'

এক সপ্তাহের মধ্যে সারা জেলার কোন ঝাড়াই কলে একটিও চালুনি অবশিষ্ট রইল না।

'তোমাদের স্বামী, পুত্র, ভাইদের হাতে এমন কিছু নেই যা দিয়ে গুলি চালানো যায়. . .' মেয়েরা সঙ্গে সঙ্গে রাজ্যের যত কাজের অকাজের জিনিসপত্র নিয়ে এলো গ্রাম পরিষদের দপ্তরে। যে সমস্ত গ্রামে লড়াই চলছে সেখানে ছেলেপুলের দল দেয়ালে বেঁধা ছররা খুঁটে বার করতে লাগল, গোলার ভাঙা টুকরোর সন্ধানে মাটি খোঁড়াখুঁড়ি করতে লাগল। কিন্তু এ ব্যাপারেও ওদের মধ্যে পুরোপুরি একতার অভাব। গরিব ঘরের কোন কোন বৌ-ঝি সংসারের শেষ সম্বল টুকিটাকি বাসন হাতছাড়া করতে রাজি নয়। তাদের গ্রেপ্তার করে 'লালদের দরদী' বলে জেলা-সদরে চালান করে দেওয়া হল। সেমিওন লোহার তার ইউনিট থেকে ছুটি নিয়ে বাড়িতে এসেছিল, সেই সময় সে শুধু একবার মুখ ফসকে অসাবধানে বলে ফেলেছিল: 'ঝাড়াই কল লাটে উঠিয়ে দিতে বড়লোকদের আর কী! ওদের কাছে লালরা ত নিজেদের লাটে ওঠার চেয়েও ভয়ের!' – অমনি তাতারস্কির অবস্থাসম্পন্ন বুড়ো কসাকরা মিলে তাকে মারধর ক'রে রক্ত বার ক'রে দিল।

সমস্ত মজুত সীসে ভিওশেনস্কায়ার কারখানায় গালিয়ে ফেলা হল। কিন্তু ঢালাই বুলেটগুলোর ওপর নিকেলের প্রলেপ না থাকায় সেগুলোও গলে যেতে লাগল। . . . গুলি ছোঁড়ার সময় নিজেদের হাতে গড়া এই বুলেট সীসের গলা পিণ্ড হয়ে বিকট আর্তনাদ আর চড়চড় আওয়াজ তুলে রাইফেলের নল থেকে ছিটকে বের হয়। কিন্তু তার দৌড় পাঁচ-ছয়শ' হাতের বেশি নয়। তবে এই ধরনের বুলেটের জখম হত মারাত্মক। লাল ফৌজীরা রহস্যটা জানার পর অনেক সময় ঘোড়া চালিয়ে তাদের টহলদার দল নিয়ে কসাকদের কাছাকাছি এগিয়ে এসে চেঁচাত, 'বুলেটের বদলে পোকামাকড় ছুঁড়ছ! . . . ভালো চাও ত ধরা দাও! অমনিতেই তোমাদের সবাইকে খতম করব আমরা!'

পঁয়ত্রিশ হাজার বিদ্রোহীকে পাঁচটি ডিভিশনে এবং বিশেষ ব্রিগেড নাম দিয়ে ষষ্ঠ আরেকটি বিভাগে ভাগ করা হয়েছে। ইয়েগরভের পরিচালনায় তিন নম্বর ডিভিশন মেশকোভস্কায়া - সেত্রাকভ - ভেজে অংশে লড়াই করে চলেছে। কাজান্-স্কায়া - দনেৎস্কোয়ে - শুমিলিনস্কায়া অংশ দখল করে আছে চার নম্বর ডিভিশন। এর পরিচালনায় আছে কন্দ্রাত্ মেদ্‌ভেদেভ নামে এক কর্নেট। ভীষণ থমথমে চেহারা লোকটার। তলোয়ার চালাতে ওস্তাদ, ডাকসাইটে লড়ুয়ে। পাঁচ নম্বর ডিভিশন স্লাশ্চোভস্কায়া - বুকানোভস্কায়া ফ্রন্টে লড়াই করছে, নেতৃত্ব দিচ্ছে উশাকোভ। ইয়েলানস্কায়ার গ্রাম, উস্ত-খোপিওর আর গর্বাতোভের লাইনে সার্জেন্ট-মেজর মের্কুলভ তার দু নম্বর ডিভিশন নিয়ে লড়ছে। সেখানেই আবার আছে

ছয় নম্বর বিশেষ ব্রিগেডটা। বেশ আঁটসাঁট বাঁধা এই ব্রিগেড, বিশেষ কোন ক্ষয়ক্ষতি এর হয় নি। অধিনায়ক মাস্লায়েভ্স্কির কসাক বগাতিরিওভ পদমর্যাদায় জুনিয়র কর্ণেট। লোকটা বিচক্ষণ, হুঁশিয়ার। কখনও কোন ঝুঁকির মধ্যে যায় না, অযথা লোকবল ক্ষয় করে না। চির নদীর বরাবর গ্রিগোরি মেলেখভ তার এক নম্বর ডিভিশন ছড়িয়ে রেখেছে। ওর অংশটা পড়েছে সামনের দিকে। মূল ফ্রন্ট থেকে ছাড়িয়ে আনা লাল ফৌজীদের ইউনিটগুলোর ধাক্কা দক্ষিণ দিক থেকে তার ওপর এসে পড়ছে। কিন্তু সে শত্রুপক্ষের চাপ ত ফিরিয়ে দিলই, এমন কি যে দু নম্বর ডিভিশনের ওপর ভরসা একটু কম, নিজের পদাতিক আর ঘোড়সওয়ার স্কোয়াড্রন দিয়ে তাকেও সাহায্য করল।

বিদ্রোহ খোপিওর আর উস্ত্-মেদ্‌ভেদিৎস্কায়া জেলা পর্যন্ত গড়াতে পারে নি। ওখানেও উত্তেজনা ধূমায়িত হয়ে উঠেছিল। কসাকদের তাতিয়ে তোলার জন্য ওখান থেকেও বুজুলুক আর খোপিওরের উজানী এলাকায় সৈন্য পাঠানোর আবেদন জানিয়ে বার্তাবহ দূত এসেছিল। কিন্তু খোপিওরের কসাকদের একটা বড় অংশ সোভিয়েত সরকারের সমর্থক, তাই অস্ত্র তারা হাতে নেবে না – একথা জানা থাকায় বিদ্রোহীদের নেতৃমণ্ডলী দনের উজানী প্রদেশের সীমানার বাইরে যাবার ভরসা পেল না। বার্তাবহ দূতেরাও সাফল্যের কোন প্রতিশ্রুতি দিতে পারল না। বরং তারা সরাসরি স্বীকারই করল যে লাল ফৌজীদের ওপর অসন্তোষ আছে এমন কসাকের সংখ্যা গ্রামগুলোতে খুব একটা বেশি নেই। তাছাড়া খোপিওর জেলার নির্জন আনাচে-কোনাচে যে-সমস্ত অফিসার রয়ে গেছে তারা সবাই লুকিয়ে আছে, বিদ্রোহীদের সমর্থনে যথেষ্ট পরিমাণ শক্তি সমাবেশ ঘটানো তাদের পক্ষে সম্ভব নয়, যেহেতু ফ্রন্টলাইনের সৈন্যরা হয় বাড়ি ফিরে গেছে, নয়ত লালদের সঙ্গে আছে। আর বুড়োদের গোবুবাছুরের মতো খেদিয়ে খোঁয়াড়ে পুরেছে – তাদের সেই শক্তি নেই, আগেকার সেই প্রভাব-প্রতিপত্তিও নেই।

দক্ষিণে ইউক্রেনীয়দের জনবসতিগুলোতে লাল ফৌজ যুবকদের জমায়েত করছে। জঙ্গী বগুচার ডিভিশনের রেজিমেন্টগুলোর সঙ্গে ভিড়ে তারা মহা উৎসাহে বিদ্রোহীদের সঙ্গে লড়ছে। বিদ্রোহ তাই দনের উজানী এলাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে রইল। বিদ্রোহীদের নেতৃমণ্ডলী থেকে শুরু ক'রে সকলের কাছেই আস্তে আস্তে এটা বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগল যে নিজেদের ভিটেমাটি এভাবে আর বেশি দিন রক্ষা করতে পারা যাবে না – আজ হোক কাল হোক রেড আর্মি দনেৎস থেকে মোড় নিয়ে এই দিকে ফিরবে, তখন ওদের পিষে মারবে।

আঠারোই মার্চ গ্রিগোরি মেলেখভকে কুদিনভ ভিওশেন্‌স্কায়ায় ডেকে পাঠালো বৈঠকের জন্য। ডিভিশন পরিচালনার ভার সহকারী রিয়াব্‌চিকভের হাতে দিয়ে

গ্রিগোরি খুব ভোরে আর্দালিকে সঙ্গে নিয়ে সদরের দিকে রওনা দিল।

সদর দপ্তরে যখন সে এসে পৌঁছুল ঠিক সেই মুহূর্তে সাফোনভের সাক্ষাতে আলেক্সেয়েভ্স্কায়া জেলার এক বার্তাবহ দূতের সঙ্গে কথা বলছিল কুদিনভ। কোলকুঁজো হয়ে লেখার টেবিলের ধারে বসে কুদিনভ তামাটে রঙের শুঁটকো আঙুল দিয়ে তার ককেশীয় বেল্টের ডগাটা মোচড়াচ্ছিল। রাতের পর রাত জাগার ফলে চোখদুটো ফোলা ফোলা, পিচুটি জড়ানো। চোখ না তুলেই সে সামনে বসে থাকা লোকটাকে প্রশ্ন করে যাচ্ছিল।

'তোমরা নিজেরা তাহলে কী? তোমরা কী ভাবছ, শুনি?'

'আমরা . . . আমরা অবশ্যই। কিন্তু আমাদের একার ঠিক সাধ্যে নয়। . . . অন্যেরা কে কী করতে পারে কে জানে বাপু! তাছাড়া চারপাশের লোকজন কেমন জান ত? ভয়ে জড়সড়! ওদের ইচ্ছে আছে খুবই, আবার ভয়ও আছে।' . . .

'ইচ্ছে আছে খুবই!' 'আবার ভয়ও আছে।' ক্ষিপ্ত হয়ে চিৎকার ক'রে ওঠে কুদিনভ। তার মুখ ফেকাসে হয়ে গেছে। চেয়ারে এমন ভাবে ছটফটিয়ে উঠল যেন কেউ জ্বলন্ত কয়লা ঢেলে দিয়েছে ওর বসার জায়গায়। 'তোমরা সব কুমারী মেয়ের মতো - পেটে খিদে মুখে লাজ - কী, না মা বারণ করে দিয়েছে। যাও, তোমার আলেক্সেয়েভ্স্কায়ায় ফিরে যাও, মাতব্বর বুড়োদের গিয়ে বলো যতক্ষণ তোমরা নিজেরা শুরু না করছ ততক্ষণ একটা প্লেটুন পর্যন্ত আমরা পাঠাব না তোমাদের গাঁয়ে। তাতে লালগুলো তোমাদের সবাইকে এক এক করে ফাঁসিতে লটকায় ত লটকাক গে!'

কসাক তার লাল টকটকে ভারী হাতখানা তুলে কষ্টেসৃষ্টে চকচকে শেয়ালের লোমের গোল টুপিখানা মাথার পেছনে সরাল। খাতের ওপর বসন্তের বরফগলা বেনোজলের ধারার মতো তার কপালের ভাঁজ বয়ে গলগল করে ঘাম ঝরে পড়তে লাগল, চোখের সাদাটে রঙের ছোট ছোট পালক ঘন ঘন পিটপিট করতে লাগল, দুচোখে হাসি ফুটিয়ে কাঁচুমাচু হয়ে তাকাল।

'অবিশ্যিই, কোন্ শালার সাধ্যি আমাদের ওখানে যাবার জন্যে তোমাদের ওপর জোর খাটায়! তবে, কথাটা আসলে হচ্ছিল উদ্যোগ নিয়ে। উদ্যোগটাই সবচেয়ে বড় কথা কিনা। . . .'

গ্রিগোরি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মনোযোগ দিয়ে ওদের কথাবার্তা শুনছিল। এমন সময় ভেড়ার চামড়ার খাটো ওভারকোট পরা কালো গোঁফওয়ালা মাঝারি গড়নের একটা লোক দরজায় টোকা না দিয়েই গলি-ব্যারান্দা থেকে ঘরের ভেতরে এসে ঢুকতে সে এক পাশে সরে দাঁড়িয়ে পথ করে দিল। মাথা ঝুঁকিয়ে কুদিনভকে সম্ভাষণ জানিয়ে লোকটা হাতের সাদা তেলোয় গাল ঠেকিয়ে টেবিলের ধারে

বসল। গ্রিগোরি স্টাফ অফিসারদের সকলেরই মুখ চিনত। কিন্তু এ লোকটিকে এই প্রথম দেখল, তাই ভালো ক'রে তাকিয়ে দেখল। পাতলা গড়নের মুখ, রঙটা তামাটে, তবে ঝড়ঝাপ্টা খাওয়া নয়, রোদে পোড়া নয়। সাদা ধবধবে নরম হাতদুটো। মার্জিত ব্যবহার। স্পষ্টই বোঝা যায় স্থানীয় লোক নয়।

চোখের ইশারায় আগন্তুককে দেখিয়ে গ্রিগোরির উদ্দেশে কুদিনভ বলল, 'আলাপ করিয়ে দিই, মেলেখভ। ইনি হলেন কমরেড গেওর্গিদ্জে। ইনি' . . . বেলটের রূপোর বকলশটা নাড়াচাড়া করতে করতে আমতা-আমতা করতে লাগল, তারপর চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে আলেক্সেয়েভস্কায়া জেলার দূতের দিকে ফিরে বলল, 'আচ্ছা ভাই, এবারে যেতে পার। আমাদের হাতে এখন অনেক কাজ। বাড়ি গিয়ে আমার কথাগুলো ঠিক জায়গায় পৌঁছে দিও।'

কসাক চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। মাঝে মাঝে কালো আঁশে ভরা আগুনের মতো গনগনে লালচে বাদামী রঙের শেয়াল-লোমের টুপিটা প্রায় ছাদের গায়ে ঠেকে গেল। কসাকের চওড়া কাঁধদুটো সঙ্গে সঙ্গে আলো আড়াল ক'রে দিতে ঘরটা ছোট আর ঠেসাঠেসি মনে হতে থাকে।

হাতের তালুতে ককেশীয় লোকটির করমর্দনের অপ্রীতিকর ছোঁওয়া তখনও উপলব্ধি করছিল গ্রিগোরি। জিজ্ঞেস করল, 'সাহায্য চাইতে এসেছিলে বুঝি?'

'হ্যাঁ, যা বলেছ। সাহায্য চাইতে। তার ফল কী হল দেখলে ত। . . .' কসাক উৎফুল্ল হয়ে গ্রিগোরির দিকে ফিরে তাকায়, দুচোখে ওর সমর্থন খুঁজতে থাকে। শেয়ালের লোমের টুপিটার সঙ্গে মানানসই রঙের লাল মুখে এমন একটা বিভ্রান্ত ভাব, মুখ বয়ে এত প্রচুর ঘাম ঝরছে যে তার দাড়ি আর কটা রঙের ঝোলা গোঁফজোড়াও যেন ছোট ছোট দানায় ছেয়ে গেছে।

'সোভিয়েত শাসন বুঝি তোমাদেরও মনে ধরল না?' কুদিনভ হাবভাবে অধৈর্য প্রকাশ করলেও গ্রিগোরি যেন তা লক্ষই করে নি এমন ভান করে চালিয়ে যায়।

'জিনিসটা তেমন একটা খারাপ বলে বোধ হচ্ছে না ভাই,' বিবেচকের ভঙ্গিতে গম্ভীর গলায় রায় দিল কসাক। 'তবে কিনা আমাদের ভয়, পাছে আরও খারাপ না হয়ে যায়।'

'গুলি করে লোকজন মারা হয়েছে তোমাদের ওখানে?'

'না, ভগবানের কৃপায় হয় নি! অমন ঘটনা শোনা যায় নি। তবে হ্যাঁ, বলতে গেলে কি, ঘোড়া নিয়েছে, ফসলও কিছু কিছু নিয়েছে। যে সব লোক বিরুদ্ধে কথা বলেছে তাদেরও অবিশ্যি আরিস্ট করেছে। এক কথায়, আমরা ভয়ে জড়সড় হয়ে আছি।'

'ভিওশেনস্কায়ার লোকেরা যদি তোমাদের কাছে আসত, তাহলে তোমরা কি বিদ্রোহে যোগ দিতে? সবাই যোগ দিত?'

সূর্যের আলোয় সোনালি রঙ ধরেছিল কসাকের খুদে চোখদুটোতে। সেয়ানার মতো চোখ কুচকে গ্রিগোরির দৃষ্টির সামনে থেকে সরিয়ে নিল সে। সেই মুহূর্তে গভীর চিন্তায় কপাল কুঁচকে ভাঁজ ফুটে উঠতে তার টানে শেয়ালের চামড়ার টুপিটা সুড়ুৎ করে নীচে নেমে এল্যো।

'সবার হয়ে আমি বলব কী করে? . . . যে সব কসাকের ঘর গেরস্থালির মায়া আছে তারা নিশ্চয়ই শামিল হত।'

'আর গরিবরা? যাদের ঘর গেরস্থালির কোন মায়া নেই, তারা?'

গ্রিগোরি এতক্ষণ পর্যন্ত বৃথাই লোকটার চোখের দৃষ্টি ধরার চেষ্টা করছিল। এবারে দেখতে পেল সরাসরি দৃষ্টি – তাতে ফুটে উঠেছে ছেলেমানুষী বিস্ময়।

'হুঁঃ! . . . ওই কুঁড়ের বাদশাগুলো? ওরা যাবে কোন্ দুঃখে? এই সরকার থাকলে ওদেরই ত পোয়া বারো।'

'তাহলে হতভাগা গোমুখ্যু এখানে এসেছ কী করতে?' এবারে আর বিরক্তি লুকিয়ে রাখার চেষ্টা না ক'রে গর্জে ওঠে কুদিনভ। যে চেয়ারে সে বসে ছিল সেটা কাতর আর্তনাদ ক'রে ওঠে। 'আমাদের তাহলে কী বোঝাতে এসেছ তুমি, অ্যাঁ? নাকি তোমাদের গাঁয়ে সব্বাই বড়লোক? গাঁয়ে যদি দুতিন ঘরের বেশি আর কেউ মাথা না তোলে তবে কী ধরনের বিদ্রোহ হবে সেটা? বেরিয়ে যাও এখান থেকে। ভাগো বলছি! ক্ষ্যাপা মোরগ এখনও তোমাদের পাছায় ঠোকরায় নি। যখন ঠোকরাবে তখন আমাদের ভরসা ছাড়াই লড়াই শুরু করবে! শালা শুয়োরের বাচ্চা! তোমাদের অভ্যেস হয়ে গেছে অন্যেরা পিঠ দিয়ে হাওয়া আড়াল ক'রে দাঁড়াবে আর তোমরা দিব্যি জমিজমা চাষ করবে! তোমরা জান শুধু নিজেদের আরামটুকু। . . . যাও, যাও! তোমার দিকে তাকাতেও ঘেন্না করে, শয়তান কোথাকার!'

গ্রিগোরি ভুরু কোঁচকাল, মুখ ঘুরিয়ে নিল। কুদিনভের সারা মুখে লাল লাল ছোপ ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠতে থাকে। গেওর্গিদ্জে গোঁফে মোচড় দেয়। তার ধনুকের মতো ভীষণ বাঁকা চাঁছাছোলা ধরনের নাকের পাটা কাঁপতে থাকে।

'তা-ই যদি হয় তাহলে মাফ চাইছি। তবে কিনা হুজুরের অত চোটপাট না করলেও চলত। ভয় না দেখালেও চলত। এ হল আপসে মিলেমিশে কাজ। আমাদের বুড়ো মাতব্বরদের আর্জি তোমাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছি। তোমাদের জবাবটাও জানিয়ে দেব ওদের। চোটপাট করার কোন কারণ ছিল না! আর কত দিন সনাতন খ্রীষ্টানদের ওপর এমন চোটপাট চলবে শুনি? সাদার দল চোটপাট

করেছে, লালেরা চোটপাট করেছে, এখন তুমিও চোখ রাঙাচ্ছ। সব্বাই যার যার ক্ষ্যামতা দেখাতে চায়। তাছাড়া আবার তোমার বুকে বসে তোমারই দাড়ি ওপড়াতে যায়। এঃ, চাষবাস করে জীবন কাটানো কী কষ্টেরই না হয়েছে আজকাল! বুঝি ঘেয়ো কুকুরেই গা চেটে দিল!'

ক্ষিপ্ত হয়ে টুপিটা ফের ঠেসে মাথায় বসিয়ে কসাক একটা বিশাল, চাঙড়ের মতো ঘর ছেড়ে গলি-বারান্দায় এসে ছিটকে পড়ল। আস্তে করে পেছনে দরজাটা ভেজিয়ে দিল। তবে গলি-বারান্দায় এসেই ওর রাগ চড়ে বসল – বাইরের দরজাটা এত জোরে বন্ধ করল যে এর পর মিনিট পাঁচেক ধরে মেঝেতে আর জানলার গোবরাটে ঝুরঝুর করে দালানের আস্তর খসে পড়তে লাগল।

বেল্টটা নিয়ে খেলা করতে করতে প্রতি মুহূর্তে যেন আরও বেশি করে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠে কুদিনভ শেষকালে হেসে বলল:

'হুঃ, লোকজনও হয়েছে আজকাল। সতেরো সালের বসন্তকালের কথা – জেলা সদরে যাচ্ছি। চাষবাস চলছে, ইস্টারের কাছাকাছি সময়। চাষ করছে আমাদের স্বাধীন কসাকরা। এই স্বাধীনতা পেয়ে ওদের মাথা একেবারে ঘুরে গেছে – যত রাস্তাঘাট আছে সবেতে লাঙল চালাচ্ছে – যেন জমিতে কুলোচ্ছে না! তোকিন গ্রাম পেরোনোর পর ওই রকম একজন হাল-চাষীকে ডাকলাম। আমার গাড়ির কাছে এলো। আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'এই ব্যাটা, রাস্তায় লাঙল দিয়েছিস কেন র‍্যা?' ছোকরা ঘাবড়ে গিয়ে বলল, 'আর অমন কাজ করব না। আপনার পায়ে পড়ি। অপরাধ মাপ করে দিন। বলেন ত এখুনি সমান করে দিচ্ছি।' এই কায়দায় আরও দুতিনজনকে ভয় দেখালাম। গ্রাচোভ পেরিয়ে যাবার পর দেখি আবার রাস্তায় লাঙল দিয়ে রেখেছে। এক ব্যাটা লাঙল নিয়ে ওখানে ঘুরছেও। আমি চেঁচিয়ে ডাকলাম, 'এই, এদিকে আয় ত!' এলো সে। আমি ধমক দিয়ে বললাম, 'কার হুকুমে তুই রাস্তায় লাঙল দিয়ে রেখেছিস শুনি?' বেশ ডাকাবুকো গোছের চেহারা লোকটার, খুব হাল্কা রঙের চোখ। আমার দিকে একবার তাকাল, তারপর একটি কথাও না বলে উলটো দিকে ঘুরে হেলেদুলে চলল বলদগুলোর কাছে। জোয়াল থেকে লোহার হুড়কোটা খসিয়ে নিয়ে আবার সেই রকম দুলকি চালে আমার কাছে এগিয়ে এলো। ঘোড়ার গাড়ির চাকার পাশের ঢাকনাটা চেপে ধরে পা-দানিতে উঠে পড়ল। 'তুমি কে হে? আর কতকাল আমাদের রক্ত শুষবে তোমরা? তুমি কি চাও চটপট তোমার মাথার খুলিটা ফাটিয়ে দিই?' এই বলে লোহার হুড়কোটা তুলে ধরল সে। আমি তাকে বললাম, 'আরে না, না, ইভান, আমি শুধু ঠাট্টা করছিলাম!' সে বলল, 'তোমার অভদ্রতার জন্যে মেরে তোমার

বদন বিগড়ে দেব, আমি এখন আর ইভান নই, আমি এখন ইভান ওসিপভিচ*।'
বিশ্বাস কর আর না কর, অনেক কষ্টে তার হাত থেকে নিস্তার পেলাম। এই লোকটাও ওই একই রকম। ফোঁস ফোঁস নিঃশ্বাস ফেলল, মাথা নোয়াল, কিন্তু শেষকালে স্বভাব ঠিক বেরিয়ে পড়ল। লোকের অহঙ্কার মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে।'

অহঙ্কার নয়, ইতরামি। ইতরামি জেগে উঠেছে ওদের ভেতরে, মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। ইতরামিই আজকাল আইন হয়ে দাঁড়িয়েছে,' কর্কশীয় লেফটেনান্ট-কর্নেলটি বলল। প্রতিবাদের অপেক্ষা না করেই বিষয়টার ওপর ছেদ টেনে দিল। 'আমাদের আলোচনা-সভাটা তাহলে শুরু হোক এখন। আমি কিন্তু আজই রেজিমেন্টে ফিরে যেতে চাই।'

কুদিনভ দেয়ালে ঘা মেরে এপাশ থেকে স্যাফোনভকে চেঁচিয়ে ডাকল। তারপর গ্রিগোরির দিকে ফিরে বলল, 'তুমি আমাদের সঙ্গে থাক। মিলেমিশে সলাপরামর্শ করা যাবে। জান ত, কথায় বলে, 'একটা মাথায় বুদ্ধি খোলে, দুটোয় আরও খারাপ খোলে'?** আমাদের ভাগ্যি ভালো বলতে হবে, কমরেড গেওর্গিদ্জেকে কোন কারণে ভিওশেন্‌স্কায়া থেকে যেতে হয়েছে। এখন উনি আমাদের সাহায্য করছেন। উনি একজন লেফ্‌টেনান্ট-কর্ণেল, জেনারেল স্টাফ একাডেমী শেষ করেছেন।'

'আপনি কী ভাবে ভিওশেন্‌স্কায়াতে রয়ে গেলেন?' গ্রিগোরি সতর্ক হয়ে জিজ্ঞেস করল। কেন যেন ভেতরে ভেতরে ওর সর্বাঙ্গ সিরসির করে উঠল।

'টাইফাস জ্বরে শয্যাশায়ী হয়ে পড়েছিলাম। উত্তরের ফ্রন্ট থেকে যখন পিছু হটা শুরু হল তখন আমায় ওরা দুদারেভ্‌স্কি গ্রামে রেখে যায়।'

'কোন্ ইউনিটে ছিলেন?'

'আমি? না, লড়াইয়ের সারিতে আমি ছিলাম না। আমি বিশেষ গ্রুপের স্টাফের সঙ্গে ছিলাম।'

'কোন্ গ্রুপ? জেনারেল সিত্‌নিকভের?'

'না।...'

গ্রিগোরি আরও কিছু জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিল, লেফ্‌টেনান্ট-কর্ণেল গেওর্গিদজের মুখে কেমন একটা তীক্ষ্ণ ভাব ফুটে উঠেছে দেখে আর জিজ্ঞেসবাদ না করাই সমীচীন বোধ করল। তাই কথার মাঝখানেই থেমে গেল।

শিগগিরই ঘরে ঢুকল সদর দপ্তরের প্রধান সাফোনভ, চার নম্বর ডিভিশনের

---

* অর্থাৎ পুরো নাম এবং পিতৃনাম ধরে সম্মান দেখিয়ে তার সঙ্গে কথা বলতে হবে। – অনুঃ

** আসলে রুশ প্রবচনটা হল: 'একটা মাথায় বুদ্ধি খোলে, দুটোয় আরও ভালো খোলে'। – অনুঃ

কম্যাণ্ডার কন্দ্রাত মেদ্‌ভেদেভ আর ছয় নম্বর স্বতন্ত্র ব্রিগেডের কম্যাণ্ডার জুনিয়র কর্ণেট বগাতিরিওভ। বগাতিরিওভের মুখ লাল টকটকে, সাদা ঝকঝকে দাঁতের পাটি। আলোচনা শুরু হয়ে গেল। সমবেত কম্যাণ্ডারদের কুদিনভ সংক্ষেপে ফ্রন্টের পরিস্থিতি সম্পর্কে খবর দিল। এর পর প্রথমেই কথা বলতে উঠল লেফ্‌টেনান্ট-কর্ণেল। ধীরে ধীরে টেবিলের ওপর বড় স্কেলের একটা ম্যাপ বিছিয়ে রাখল সে। বেশ গুছিয়ে আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে কথা বলতে শুরু করল। সামান্য ককেশীয় টান আছে তার কথায়।

'সবচেয়ে আগে, আমার মনে হয়, মেলেখভের ডিভিশন আর জুনিয়ার কর্ণেট বগাতিরিওভের বিশেষ ডিভিশন যে অংশটা দখল করে আছে, তিন নম্বর আর চার নম্বর ডিভিশনের কিছু কিছু রিজার্ভ ইউনিটকে সেখানে পাঠানো একান্তই দরকার। আমাদের কাছে গোপনসূত্রে পাওয়া যে খবর আছে এবং বন্দীদের জেরা ক'রে আমরা যা জানতে পেরেছি তাতে এটা বেশ পরিষ্কার হয়ে উঠছে যে লাল ফৌজের হাইকম্যাণ্ড এই কামেন্‌কা – কার্গিন্‌স্কায়া – বকোভ্‌স্কায়া অংশেই আমাদের ওপর জোর আঘাত হানার জন্যে তৈরি হচ্ছে। দলছুট লোকজন আর বন্দীদের জেরা করে আমরা স্পষ্ট জানতে পেরেছি যে ওব্‌লিভি আর মরোজোভ্‌স্কায়া থেকে নয় নম্বর লাল ফৌজের সদর দপ্তর বারো নম্বর ডিভিশনের দুটো ঘোড়সওয়ার রেজিমেন্ট, পাঁচটা প্রতিরোধদল, সেই সঙ্গে তিনটে ব্যাটারী আর মেশিনগান প্লেটুন পাঠাচ্ছে। মোটামুটি হিশেব করলে, আরও সাড়ে পাঁচ হাজার সৈন্যে ওদের দল ভারী হচ্ছে। এই ভাবে, সংখ্যার দিক থেকে ওদের জোর নিঃসন্দেহে বেশি হবে - অস্ত্রশস্ত্রের ব্যাপারে ওদের প্রাধান্যের কথা না হয় ছেড়েই দেওয়া গেল।'

ক্রুশাকারে ছেদ করা জানলার ফ্রেম ভেদ ক'রে দক্ষিণ দিক থেকে ঘরের ভেতরে উঁকি মারছে সূর্যমুখী ফুলের মতো হলুদ রোদের আলো। কড়িকাঠের নীচে নিশ্চল হয়ে ঝুলছে তামাকের ধোঁয়ার নীল কুণ্ডলী। ভিজে স্যাঁতসেঁতে বুটজুতোর চিমসে গন্ধের সঙ্গে বাড়ির তৈরি তামাকের কটু গন্ধ মিশে যাচ্ছে। কড়িকাঠের নীচে কোথায় যেন একটা মাছি তামাকের ধোঁয়ার বিষে পাগল পাগল হয়ে ভনভন করছে। পর পর দুরাত গ্রিগোরির ঘুম হয় নি। তন্দ্রাভরা চোখে সে জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকাল। চোখের পাতা সীসের মতো ভারী। ঘরের ভেতরটা বড় বেশি তাতানো। সেই তাপে সর্বাঙ্গ ঘুমে জড়িয়ে আসতে চায়। একটা মাতাল-করা ক্লান্তিতে তার চেতনা ও ইচ্ছাশক্তি আচ্ছন্ন হয়ে আসছে। জানলার বাইরে বসন্তের দমকা হাওয়া মাটি ছুঁয়ে দাপাদাপি করে বেড়াচ্ছে। যাজকি টিলার ওপর শেষ তুষারের গোলাপী রেশ জ্বলজ্বল করছে। দনের ওপারে পপ্‌লার

গাছগুলোর মাথা হাওয়ায় এমন দুলছে যে সেদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে গ্রিগোরির মনে হচ্ছিল যেন ওদের একটানা গম্ভীর গর্জন কানে আসছে।

কিন্তু লেফ্‌টেনান্ট-কর্ণেলের সুস্পষ্ট ও জোর গলার আওয়াজ গ্রিগোরির মনোযোগ টেনে রাখল। জোর করেই গ্রিগোরি কান পেতে শোনে তার অজান্তেই কখন যেন ঘুম ঘুম ঘোরটা কেটে যায়।

'. . .এক নম্বর ডিভিশনের ফ্রন্টে শত্রুর ঢিলে দেওয়া এবং মিগুলিন্‌স্কায়া-মেশ্‌কোভ্‌স্কায়া লাইনে তার হামলা শুরু করার প্রাণপণ চেষ্টা দেখে আমাদের হুঁশিয়ার হয়ে পড়তে হয়। আমার বিশ্বাস . . .' 'কমরেড' কথাটা বলতে গিয়ে লেফ্‌টেনান্ট-কর্ণেল বিষম খেয়ে গলায় খাঁকারি দিল, শেষকালে মেয়েলী ধরনের সাদা স্বচ্ছপ্রায় হাতখানা ক্রুদ্ধ ভঙ্গিতে তুলে গলা চড়িয়ে বলল, 'আমার বিশ্বাস, স্যাফোনভের কাছ থেকে সমর্থন পেয়ে কুদিনভ লালদের এই কূটকৌশলকে ওদের আসল চাল বলে ধরে নিয়ে ভয়ানক ভুল করছেন, মেলেখভের দখল করা অংশটাকে দুর্বল করে ফেলছেন। মাফ করবেন ভদ্রমহোদয়রা! প্রতিপক্ষ যখন তার কিছু শক্তিকে মুলতুবি রাখছে তখন বুঝতে হবে হঠাৎ আক্রমণ চালাবে - এ যে রণনীতির অ-আ ক-খ। . . .'

'কিন্তু মজুত রেজিমেন্টের কোন দরকার নেই মেলেখভের,' কথার মাঝখানে বাধা দিয়ে বলল কুদিনভ।

'ঠিক তার উলটো! ওরা ব্যূহ ভেঙে বেরোলে যাতে আমরা পথ আটকাতে পারি তার জন্যে তিন নম্বর ডিভিশনের কিছু মজুত ফৌজ আমাদের হাতের কাছে রাখতেই হবে।'

'মনে হচ্ছে আমি আমার মজুত ফৌজ দেব কি দেব না সে সম্বন্ধে আমাকে জিজ্ঞেস করার কোন ইচ্ছে কুদিনভের নেই,' বলতে বলতে গ্রিগোরি রাগে ফেটে পড়ল। 'আমি কিন্তু দিচ্ছি না। একটা স্কোয়াড্রনও দিচ্ছি না!'

'এটা কিন্তু ভাই বড় বেশি . . .' হলদে ছোপ ধরা গোঁফে হাত বুলিয়ে হাসতে হাসতে টেনে টেনে বলল সাফোনভ।

'ওসব 'ভাই-টাই' বলে কোন কাজ হবে না! দেব না - সাফ কথা!'

'অপারেশনের দিক থেকে চিন্তা করতে গেলে . . .'

'অপারেশনের কথা আমায় বোঝাতে এসো না। আমার অংশ আর আমার লোকজনের জন্যে আমিই দায়ী।'

আচমকা যে তর্ক উঠেছিল তার ওপর ছেদ টানল লেফ্‌টেনান্ট-কর্ণেল গোগুর্দিজে। হাতের লাল পেন্সিলটা দিয়ে বিন্দুরেখা এঁকে সবচেয়ে বিপজ্জনক অংশটা চিহ্নিত করল। সবগুলো মাথা যখন ঘেঁসাঘেঁসি হয়ে একসঙ্গে ম্যাপের

ওপর ঝুঁকে পড়ল তখন ওদের সকলের কাছেই এটা বেশ পরিষ্কার হয়ে গেল যে লাল ফৌজের সেনাপতিমণ্ডলী যে-আক্রমণের জন্য তৈরি হচ্ছে তা সত্যি সত্যিই একমাত্র সম্ভব দক্ষিণের অংশে, যেহেতু জায়গাটা দনেৎসের বেশ কাছাকাছি এবং যোগাযোগের দিক থেকেও সবচেয়ে সুবিধাজনক।

এক ঘণ্টার মধ্যে বৈঠক শেষ হয়ে গেল। হাঁড়িমুখ, চেহারায় ও চালচলনে নেকড়ের মতো বুনো আর কুনো কদ্রাত্ মেদ্‌ভেদেভ লোকটার পেটে বিদ্যা বলতে প্রায় বিশেষ কিছু নেই। বৈঠকের সময় সারাক্ষণ সে চুপ করে ছিল। শেষকালে ওই রকমই ভ্রূকুটি করে সকলের মুখের ওপর চোখ বুলাতে বুলাতে বলল, 'মেলেখভকে যা মদত দেবার তা ত আমরা দেবই। বাড়তি লোক আছে আমাদের। কিন্তু শালার একটা চিন্তাই কিছুতে সোয়াস্তি দিচ্ছে না! ওরা যদি একসঙ্গে সব দিক থেকে আমাদের ওপর চাপ দিতে থাকে তখন কী হবে? – তখন আমরা কোথায় যাব? ওরা আমাদের ঠেলে একটা জায়গায় গাদা করে ফেলবে, তখন আমাদের অবস্থা হবে বসন্তের বেনোজলে দ্বীপে কোণঠাসা সাপের মতো।'

'সাপেরা সাঁতার কাটতে পারে, কিন্তু আমাদের সাঁতরে যাবারও কোন জায়গা পাওয়া যাবে না!' বগাতিরিওভ টিপ্পনী কাটল।

'সে কথা আমরা ভেবে দেখেছি,' চিন্তিতভাবে কুদিনভ বলল। 'যদি সে রকম হয়, অবস্থা যদি কঠিনই হয়, তাহলে অস্ত্রশস্ত্র যারা বইতে পারে না তাদের সকলকে ছেড়ে, পরিবার পরিজন ফেলে লড়াই করতে করতে দনেৎসের দিকে পথ করে এগোতে হবে। শক্তি আমাদের কম নয় – তিরিশ হাজার লোক আছি আমরা!'

'কিন্তু ক্যাডেটরা আমাদের নেবে কি? দনের উজান এলাকার কসাকদের ওপর ওদের যা রাগ!'

'হুঃ, গাছে কাঁটাল, গোঁফে তেল! . . . এ নিয়ে এখন থেকে জল্পনাকল্পনার কোন মানে হয় না!' গ্রিগোরি টুপিটা পরে ঘর ছেড়ে গলি-বারান্দায় বেরিয়ে এলো। দরজার ফাঁক দিয়ে শুনতে পেল ম্যাপটা গোটানোর খসখস শব্দ আর গেওর্গিদ্‌জের উত্তর, 'দন আর রাশিয়ার কাছে ভিওশেনস্কায়ার কসাকরা – শুধু তারাই বা কেন – সাধারণভাবে বিদ্রোহীরা সকলে তাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবে যদি তারা এই রকম মরদের মতো বলশেভিকদের সঙ্গে লড়াই চালিয়ে যেতে পারে। . . .'

'মুখে এই কথা বলছে বটে, কিন্তু মনে মনে হাসছে হারামজাদাটা!' লোকটার কথা বলার ভঙ্গি মন দিয়ে শুনতে শুনতে গ্রিগোরি ভাবল। ভিওশেনস্কায়ায় আচমকা আবির্ভূত এই অফিসারটির সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎকারের সময় যেমন হয়েছিল, এখনও তেমনি ভেতরে ভেতরে কেমন যেন একটা উদ্বেগ আর অহেতুক রাগ অনুভব করল গ্রিগোরি।

দপ্তরের গেটের কাছে কুদিনভ এসে ধরল ওকে। কিছুক্ষণ দুজনে নীরবে চলতে থাকে। গোরু-ঘোড়ার নাদ ছড়ানো বারোয়ারিতলায় এখানে ওখানে জল জমে আছে, সরসর শব্দে হাওয়া সেগুলোর ওপর ছোট ছোট ঢেউ খেলিয়ে যাচ্ছে। সন্ধ্যা হয়ে আসছে। গ্রীষ্মকালের মেঘের মতো গোল গোল ভারী সাদা মেঘ রাজহাঁসের মতো ধীর মন্থর গতিতে দক্ষিণ থেকে ভেসে আসছে। বরফ-গলা ভিজে মাটির সোঁদা গন্ধ, সঞ্জীবনী শক্তি আর সৌরভে ভরপুর। বেড়ার কাছে জমি বেরিয়ে পড়ে সবুজ ঘাস দেখা যাচ্ছে। এবারে সত্যি সত্যিই বাতাসে দনের ওপার থেকে ভেসে আসছে পপ্‌লার গাছগুলোর উত্তেজিত মর্মরধ্বনি।

'শিগ্‌গিরই দনের বুকে বরফ ভাঙতে শুরু করবে,' গলা খাঁকারি দিয়ে কুদিনভ বলল।

'হ্যাঁ।'

'ধুত্তোর ছাই! . . . মরার আগে একটু তামাকও টানতে পারব না। এক খুরি ঘরে-তৈরি তামাক – তার দাম এখন চল্লিশ 'কেরেনস্কি' রুবল।'

'আচ্ছা, আমাকে একটা কথা বল ত,' হাঁটতে হাঁটতে ঘুরে দাঁড়িয়ে দুম ক'রে প্রশ্ন করল গ্রিগোরি, 'ওই যে ককেশীয় অফিসারটা, তোমার ওখানে ও কী করে?'

'গেওর্গিদ্‌জের কথা বলছ? অপারেশন বিভাগের কর্তা। মাথা আছে খুব শয়তানটার। ওই ত সব পরিকল্পনা তৈরি করে। লড়াইয়ের কলাকৌশলে ও আমাদের সবাইকে ছাড়িয়ে যায়।'

'ও কি সব সময়ই ভিওশেনস্কায়াতে থাকে?'

'ন্‌-না। . . . ওকে আমরা চের্নোভের রেজিমেন্টে রসদ সরবরাহ দলের ভার দিয়ে পাঠিয়েছি।'

'তাহলে কী ঘটছে না ঘটছে তার ওপর ও নজর রাখে কী করে?'

'আসলে ব্যাপারটা হল কি, ও প্রায়ই আমাদের কাছে আসে। প্রায় রোজই আসে।'

'তোমরা ওকে ভিওশেনস্কায়াতে রাখ না কেন?' ব্যাপারটা তলিয়ে বোঝার চেষ্টায় গ্রিগোরি প্রশ্ন করে।

কুদিনভ মুখে হাত চাপা দিয়ে বার কয়েক খুক খুক করে কাশল। তারপর অনিচ্ছা সত্ত্বেও জবাব দিল।

'কসাকদের সামনে সেটা অসোয়াস্তির। জানোই ত ওরা কী চিজ। 'অফিসারগুলো আবার চেপে বসেছে, নিজেদের মতামত চাপিয়ে দিচ্ছে আমাদের ওপর। আবার সেই ওদের খপ্পরে . . .' এমনি ধরনের নানা কথা উঠবে।'

'ওর মতো লোক আমাদের ফৌজে আরও আছে নাকি?'

'কাজানস্কায়াতে দুজন না তিনজন আছে। . . . ওই নিয়ে মনমেজাজ খারাপ

করার বিশেষ কারণ নেই, গ্রিশা। আমি জানি তুমি কী বোঝাতে চাইছ। ক্যাডেটদের কাছে যাওয়া ছাড়া আমাদের কোন উপায় নেই, ভাই। তাই না? নাকি তুমি ভাবছ দশখানা জেলা নিয়ে নিজেদের প্রজাতন্ত্র গড়বে? ওতে কোন লাভ নেই।... আমরা একসঙ্গে মিলব, মাথা হেঁট ক'রে ক্রাস্‌নোভের কাছে গিয়ে দোষ স্বীকার করে বলব, 'দোহাই আপনার পেত্রো মিকলাইচ, আমাদের ওপর অমন নিষ্ঠুর হবেন না। ফ্রন্ট ছেড়ে পালিয়ে গিয়ে আমরা একটু ভুল করে ফেলেছি।...''

'ভুল করে ফেলেছি?' ঘুরিয়ে প্রশ্ন করল গ্রিগোরি।

'তা নয় ত কী?' এক জায়গায় সামান্য জল জমে থাকতে দেখে সাবধানে ঘুরে যেতে যেতে সত্যি সত্যিই অবাক হয়ে উত্তরে কুদিনভ বলল।

গ্রিগোরির মুখ কালো হয়ে গেল। জোর করে মুখে হাসি টেনে বলল, 'আমার কিন্তু ধারণা ... আমার মনে হয় যখন আমরা বিদ্রোহ শুরু করেছি, তখনই ভুল করেছি।... খোপিওরের লোকটা কী বলে গেল শুনলে?'

কুদিনভ চুপ করে রইল। আড়চোখে অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে গ্রিগোরিকে লক্ষ করতে লাগল।

চৌরাস্তার মোড়ে এসে দুজনে দুদিকে চলে গেল। কুদিনভ স্কুল বাড়ির পাশ দিয়ে পা বাড়াল তার আস্তানার দিকে। গ্রিগোরি সদর দপ্তরে ফিরে এসে আর্দালিকে ইশারায় ডেকে ঘোড়া আনতে বলল। গ্রিগোরি যখন জিনে উঠে বসেছে তখনও ধীরে ধীরে ঘোড়ার মুখের বল্‌গা গুটিয়ে নিতে নিতে, রাইফেল-ঝোলানোর পেটির নীচের কাঁধপটিটা সমান করতে করতে ভেবে দেখার চেষ্টা করে সদর দপ্তরে লেফ্‌টেনান্ট-কর্ণেলটিকে দেখে ওর মনে যে বিদ্বেষ আর অবিশ্বাসের একটা দুর্বোধ্য উপলব্ধি জেগে উঠেছিল তার আসল কারণটা কী হতে পারে। তারপর হঠাৎ একটা কথা মনে হতেই আতঙ্কে শিউরে উঠল সে। 'আচ্ছা, এমনও ত হতে পারে যে ক্যাডেটরা ইচ্ছে করে এই তুখড় অফিসারগুলোকে আমাদের এখানে রেখে গেছে, যাতে লালদের পেছন দিকে আমাদের বিদ্রোহ তাতিয়ে তোলা যায় আর নিজেদের পাণ্ডিত্য ফলিয়ে ওরা ওদের ইচ্ছেমতো চালাতে পারে আমাদের?' সঙ্গে সঙ্গে তার চেতনাও সাগ্রহে এই চিন্তার আজ্ঞানুবর্তী হয়ে হিংস্র উল্লাসে নানা রকম যুক্তিতর্ক ও অনুমান যুগিয়ে দিল। 'কোন্ ইউনিটের তা বলল না।... আমতা আমতা করল।... বলল স্টাফ অফিসার, কিন্তু স্টাফের কোন সদর দপ্তর ত আশেপাশে কোথাও নেই।... কোন্ মতলবে এসেছে এই অজ পাড়াগাঁ দুদারেভ্‌স্কিতে? উঁহু, অত সোজা নয়! আমরা বেশ গোলমাল পাকিয়ে বসে আছি।' যত চিন্তা করতে থাকে ততই প্রকট হয়ে পড়ে বাস্তব অবস্থা। মন

বিষাদে ভরে ওঠে। তিত বিরক্ত হয়ে ভাবতে থাকে, 'লেখাপড়া জানা লোকগুলো আমাদের মাথা গুলিয়ে দিল। . . . ভদ্দরলোকেরা সব এসেছেন। আমাদের জীবনটাকে পায়ে দড়ি দিয়ে বাঁধা ঘোড়ার মতো করে ধরে বেঁধে রেখে দিয়েছে, আমাদের হাত দিয়ে নিজেদের কাজ হাসিল করছে। সামান্য ব্যাপারেও কাউকে বিশ্বাস করা ভার। . . .'

দনের ওপারে গিয়েই জোর কদমে ছুটিয়ে দিল ঘোড়া। পেছন পেছন জিনের ক্যাঁচকোঁচ আওয়াজ তুলতে তুলতে আসছে তার আর্দালি। ওল্‌শান্‌স্কি গ্রামের এক নিপুণ যোদ্ধা, দুর্ধর্ষ কসাক সে। গ্রিগোরি এমন সব লোকজনদের বেছে বেছে নিত যারা ওর পেছন পেছন জলে হোক আগুনে হোক কোথাও ঝাঁপিয়ে পড়তে ভয় পাবে না। জার্মান যুদ্ধে পোড় খাওয়া এধরনের লোকেরা থাকত ওর চারপাশে। লোকটা এক কালে তল্লাশী দলে স্কাউট ছিল। সারাটা রাস্তা সে চুপচাপ রইল। ঘোড়া কদমচালে ছুটিয়ে বাতাসের মধ্যেও সূর্যমুখী ফুলের ঝাঁঝাল ছাইয়ের প্রলেপ দেওয়া জ্বালানির পাত হাতের মুঠোয় পুড়ে তাতে চকমকি ঠুকে কৌশলে তামাকের জন্য আগুন ধরাল। তোকিন গ্রামের দিকে নামার সময় গ্রিগোরিকে সে পরামর্শ দিল, 'যদি কোন তাড়া না থাকে তাহলে বলি কি, এখানেই আজ রাতটা কাটানো যাক। ঘোড়াদুটো একেবারে হয়রান হয়ে গেছে, ওদের খানিকটা বিশ্রাম হবে।'

রাত ওরা কাটাল চুকারিনে। দু কামরার এক জরাজীর্ণ কুটির, কামরাদুটোর মাঝখানে একটা বারান্দা। কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়ার পর এই কুঁড়েঘরেই বাড়ির আরাম আর উষ্ণতা উপভোগ করা গেল। মাটির মেঝেতে বাছুর আর ছাগলের পেচ্ছাপের নোনতা গন্ধ। উনুনে বাঁধাকপির পাতার ওপর সেঁকা রুটির মিষ্টি গন্ধ - যেন সামান্য পুড়ে গেছে। গৃহকর্ত্রী এক কসাক বুড়ি। তার তিন ছেলে আর বুড়ো গেছে বিদ্রোহে যোগ দিতে। অনিচ্ছার সঙ্গে বুড়ির প্রশ্নের জবাব দিতে থাকে গ্রিগোরি। গলার আওয়াজটা তার মোটা। বয়সের বিচারে সে যে সবার ওপরে কথায় কথায় অভিভাবকের ভঙ্গিতে তা জানিয়ে দেয়। গ্রিগোরি মুখ খোলার আগেই অভব্যের মতো জানিয়ে দিল, 'তুমি হয়ত হোঁদা কসাকগুলোর পাণ্ডা, একজন কমাণ্ডের। তাই বলে আমার ওপর তোমার কোন জোর খাটিবে না। আমি একজন বুড়ি, তুমি আমার ছেলের বয়সী। একটু ভালোমানষী দেখিয়ে না হয় দুটো কথা বললেই আমার সঙ্গে। তা নয় ত বসে বসে খালি হাই তুলছ - মেয়েমানুষের সঙ্গে কথা বলতে মান যায় বুঝি? কিন্তু ভক্তি করতেই হবে! এই যে তোমাদের লড়াই - চুলোয় যাক এই লড়াই। - আমার তিন তিনটে ছেলেকে পাঠিয়েছি, তাছাড়া বুড়োটাকেও পাঠিয়েছি। কী পোড়া কপাল নিয়েই

যে এসেছি। তুমি ওদের ওপরওয়ালা হতে পার, কিন্তু আমি আমার ওই ছেলেদের জন্ম দিয়েছি, বুকের দুধ দিয়ে, খাইয়ে পরিয়ে ওদের মানুষ করেছি। আঁচলে বেঁধে, কোলে পিঠে নিয়ে তরমুজের ক্ষেতে, আনাজের ক্ষেতে হাড়ভাঙা খাটুনি খেটেছি। কত কষ্টই না করেছি! অমন নাক সিঁটকিও না বাপু। নিজেকে অমন কেউকেটা মনে কোরো নি। আচ্ছা, আমায় একটু খোলসা করে বল দেখি— শিগ্‌গিরই কি শান্তি হবে?'

'হবে।... শিগ্‌গিরই হবে। তুমি বরং ঘুমোও দেখি বুড়ি মা!'

'বলছ, শিগ্‌গিরই! কিন্তু কত শিগ্‌গির? তুমি আমায় ঘুমোতে পাঠানোর কে? এই বাড়ির মালিক আমি, তুমি নও। আমার এখন ছাগল-ভেড়ার ছানাগুলোর জন্যে উঠোনে বেরুতে হবে। রাত্তিরে উঠোন থেকে ওদের তুলে আনি। এখনও বড্ড ছোট ওরা। বলি ইস্টার পরবের আগে আগে শান্তি হবে ত?'

'লালগুলোকে খেদাব, তাহলেই শান্তি হবে।'

বুড়ির হাতের কবজি ফোলা ফোলা। খাটা-খাটুনিতে আর বাতে বেঁকে গেছে হাতের আঙুলগুলো। তেকোনা হয়ে উঠে থাকা শুকনো হাড্ডিসার হাঁটুর ওপর হাতদুটো ধপ করে ফেলল সে। গাছের ছালের মতো বাদামী, শুকনো ঠোঁট তিক্তভাবে চুষে বলল, 'একটা কথা বল দেখি আমায়, ওদের সঙ্গে লাগতে যাবার কী ছাই দরকার পড়েছিল তোমাদের? ওদের সঙ্গে লড়াই করছ কেন তোমরা?... লোকজন একেবারে ক্ষ্যাপা কুকুরের মতো হয়ে উঠেছে দেখছি।... তোমরা হতভাগারা মহা আনন্দে বন্দুক চালাচ্ছ, ঘোড়ার পিঠে রাজপুত্তুরটি সেজে ঘুরে বেড়াচ্ছ, কিন্তু মায়েদের অবস্থাটা কী? মরছে ত তাদেরই ছেলেপুলেরা। ঠিক কিনা বল? কোথাকার কোন্ মাথা থেকে যে বেরিয়েছে এই যুদ্ধ!...'

বুড়ির কথাবার্তায় আর মেজাজ ঠিক রাখতে না পেরে গ্রিগোরির আর্দালি রেগে-আগুন হয়ে ভাঙা ভাঙা হেঁড়ে গলায় বলে ওঠে, 'আমরা তাহলে কী? আমরা কি মায়ের পেটের ছেলে নই? নাকি কুত্তীর বাচ্চা আমরা? আমাদের মেরে সাফ করে দিচ্ছে, আর তুমি বলছ কিনা রাজপুত্তুরটি সেজে ঘোড়ায় চড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি! তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে যেন যারা মারা যাচ্ছে তাদের চেয়ে মায়ের কষ্ট বেশি! ভগবানের পুজোর কোষাটি হয়ে ত বহু বছর বেঁচে চুল পাকিয়ে ফেললে বুড়ি, কিন্তু এ তোমার কোন্ দেশী কথা! দশ আর সুমুদ্দুর তোলপাড় ক'রে বুকনি ছুটিয়ে চলেছ ত চলেইছ, কাউকে ঘুমুতে দিচ্ছ না।...'

'ঘুমোনোর সময় পাবি রে ছেকরা— প্রাণ ভরে ঘুমোনোর সময় পাবি। তুই আবার নাক গলাতে এলি কেন? এতক্ষণ ত দিব্যি মুখ বুজে ছিলি ঢ্যামনা—

হঠাৎ কেন এত গরম হয়ে উঠলি। ইস্! রাগে যে একেবারে গলাটাই ভেঙে গেল দেখছি।'

'এ বুড়ি আমাদের ঘুমুতে দেবে না গ্রিগোরি পান্তেলেইয়েভিচ!' হতাশ হয়ে ককিয়ে ওঠে আর্দালি। তারপর সিগারেট ধরাতে গিয়ে চকমকি এত জোরে ঠোকে যে সেখান থেকে একগাদা ফুলকি ঝরঝর ক'রে ঝরে পড়ে।

চকমকির আগুনে ধোঁয়া তুলে দুর্গন্ধপূর্ণ জ্বালানিটা ধিকিধিকি জ্বলতে থাকে। সেই ফাঁকে আর্দালি শেষবারের মতো ঝাল ঝাড়ে বাচাল বুড়ির ওপর।

'জুতোর কালির মতো তুমি অখেদা, বিটকেলে মেয়েমানুষ! তোমার বুড়ো লড়াইয়ে মরতে পারলে নির্ঘাত খুশিমনেই মারা যাবে। মনে মনে বলবে: 'ভগবানের মহিমে, বুড়িটার হাত থেকে বাঁচলুম। পিথিবীটা ওর কাছে হাঁসের পালকের মতো নরম হোক!''

'তোর জিভ খসে পড়ুক, হতভাগা শয়তানের হাঁড়ি!'

'ঘুমোতে যাও দিদিমা, খ্রীষ্টের দোহাই। তিন রাত্তির আমাদের ঘুম হয় নি। ঘুমোতে যাও! অমন জিনিসের জন্যে ভগবানের প্রসাদের কোন তোয়াক্কা না করেও লোকে প্রাণ দিতে পারে।'

গ্রিগোরি জোর করে ওদের ঝগড়া মিটিয়ে দেয়। ঘুমিয়ে পড়তে পড়তে গায়ে ঢাকা ভেড়ার চামড়ার লম্বা কোটের টোকোগন্ধভরা উষ্ণ আমেজে খুশিতে ভরে ওঠে ওর মন। তন্দ্রার ফাঁকে কানে এসে বাজে দরজার আছড়ানি। এক ঝলক কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়া ওর পা জড়িয়ে ধরে। তারপর একটা ভেড়ার বাচ্চা বিকট শব্দে ওর কানের কাছে ব্যা-ব্যা করে ডেকে উঠল। মেঝের ওপর কতকগুলো ছাগলছানার ছোট ছোট খুরের খটখট আওয়াজ শোনা গেল। ভেড়ার ধারোষ্ণ দুধ, খড় আর হিমের স্নিগ্ধ তাজা গন্ধে, গোয়ালঘরের গন্ধে ভরপুর হয়ে উঠল ঘরটা।

মাঝরাতে ওর চোখের ঘুম টুটে গেল। অনেকক্ষণ ধরে চোখ খুলে শুয়ে থাকে গ্রিগোরি। উনুনের মাটির নীচের গর্তে উপলমণি বর্ণের সাদা ছাইয়ের তলায় ধিকি ধিকি জ্বলছে নিভন্ত কয়লা। উনুনের ঝাঁপটার কাছে, সবচেয়ে গরম জায়গাটার ধারে একসঙ্গে গাদাগাদি করে শুয়ে আছে ভেড়ার বাচ্চাগুলো। মাঝরাতের মিষ্টি স্তব্ধতার মধ্যে শোনা যাচ্ছে ঘুমচোখে দাঁতে দাঁত ঘসছে, থেকে থেকে হাঁচছে, আওয়াজ ক'রে নাক ঝাড়ছে। জানলার বাইরে অনেক অনেক দূরে পূর্ণিমার চাঁদ দেখা যাচ্ছে। মাটির মেঝের ওপর হলদে জ্যোৎস্নার চারকোণা আলো পড়েছে, তার মাঝখানে একটা ছোট কালো ছটফটে ছাগলছানা তিড়িংবিড়িং লাফাচ্ছে। চাঁদের আলোয় মুক্তোর মতো ধুলোর কণা তেরছা হয়ে ঝরে পড়ছে। ঘরের ভেতরে একটা হলুদ নীল আলো—প্রায় দিনের আলোর মতো ঝলমল করছে।

ঘর গরম করার উনুনের গায়ে লাগানো আরশির টুকরোটা চকচক করছে। কেবল সামনের কোনাটায় বিগ্রহের চারপাশের রুপোলি কাঠামোটা অস্পষ্ট কালচে আভা দিচ্ছে। ... আবার গ্রিগোরি ভাবতে থাকে ভিওশেন্‌স্কায়ার সেই আলোচনা-সভার কথা, খোপিওরের সেই বার্তাবহটির কথা। আবার মনে পড়ে গেল সেই লেফ্‌টেনাণ্ট-কর্ণেলকে, লোকটার মার্জিত চেহারা আর কথাবার্তার ধরন, যা ওর কাছে একেবারেই দূরের। সঙ্গে সঙ্গে একটা অস্বস্তিকর, অসহ্য উপলব্ধিতে মন ভার হয়ে যায়। ছাগলছানাটা ইতিমধ্যে গ্রিগোরির পেটের ওপর চাপা দেওয়া লোমের কোটের ওপর চড়ে বসেছে। বোকা বোকা চোখ মেলে অনেকক্ষণ তাকিয়ে দেখল, কানদুটো নাড়াল, একটু সাহস পেয়ে বার দুয়েক লাফাল। তারপর হঠাৎ কোঁকড়ান লোমে ভর্তি পাদুটো ফাঁক করল। ঝিরঝির করে একটা সরু ধারা ভেড়ার চামড়ার কোটটার গা বয়ে গড়িয়ে পড়ল গ্রিগোরির পাশে শোয়া আর্দালির ছড়ানো হাতের তেলোয়। আর্দালি গোঁ গোঁ ডাক ছেড়ে জেগে উঠল, হাতটা প্যাণ্টের গায়ে মুছে বিরক্ত হয়ে মাথা নাড়ল।

'দিল ব্যাটা ভিজিয়ে। ... দুস্‌!' এই বলে পরম উল্লাসে ছাগলছানাটার মাথায় এক চাপড় মারল।

ছাগলছানাটা কান ফাটানো ম্যা-ম্যা চিৎকার করে চামড়ার কোট থেকে লাফিয়ে নেমে পড়ল, তারপর কাছে এসে ছোট্ট খসখসে উষ্ণ জিভ দিয়ে অনেকক্ষণ ধরে গ্রিগোরির হাত চাটতে লাগল।

উনচল্লিশ

তাতারস্কি থেকে পালিয়ে আসার পর স্টকমান, কশেভয়, ইভান আলেক্সেইয়েভিচ আর মিলিশিয়ার চাকুরে আরও কয়েকজন কসাক চার নম্বর ট্রান্স-আমুর রেজিমেণ্টে যোগ দিয়েছিল। আঠারো সালের শুরুতে জার্মান ফ্রণ্ট থেকে মার্চ করে ফিরে আসার সময় এই রেজিমেণ্টটা পুরোপুরি রেড আর্মির একটা দলের সঙ্গে মিলে যায়। গৃহযুদ্ধের নানা ফ্রণ্টে দেড় বছর ধরে লড়াই করার পরও ওদের বাহিনীর মূল লোকবল অটুট ছিল। ট্রান্স-আমুরের লোকেরা ভালোই সজ্জিত ছিল। ওদের ঘোড়াগুলো ভালো দানাপানি পাওয়া, ভালো তালিম পাওয়া। লড়াই করার ক্ষমতা, দৃঢ় মনোবল আর ঘোড়সওয়ার সৈন্যদের তাক লাগানো তালিম এই রেজিমেণ্টের বৈশিষ্ট্য ছিল।

শুরুতে বিদ্রোহীরা যখন উস্ত্‌-মেদ্‌ভেদিৎস্কায়ার দিকে ব্যূহ ভেঙে বের হওয়ার চেষ্টা করছিল তখন ট্রান্স-আমুর বাহিনী এক নম্বর মস্কো পদাতিক রেজিমেণ্টের

সহায়তায় প্রায় একাই সেই চাপ আটকেছে। পরে সামরিক সাহায্য এলে দল ভারী হল। তখন রেজিমেন্ট ছড়িয়ে ছিটিয়ে না থেকে ক্রিভায়া নদী বরাবর উস্ত্-খোপিওর অংশ চূড়ান্তভাবে দখল করল।

মার্চের শেষে বিদ্রোহীরা লালদের ইউনিটগুলোকে ইয়েলান্স্কায়া জেলার বসতি থেকে হটিয়ে দিয়ে উস্ত্-খোপিওরস্কায়া এলাকার কিছু গ্রাম দখল করে ফেলল। তখন দুই পক্ষের মধ্যে খানিকটা ভারসাম্য ফিরে আসার ফলে প্রায় দুমাস ফ্রন্ট নিশ্চল হয়ে রইল। পশ্চিম দিক থেকে উস্ত্-খোপিওরস্কায়াকে আড়াল দিয়ে তোপশ্রেণীর সাহায্যে পুষ্ট হয়ে মস্কো রেজিমেন্টের একটা ব্যাটেলিয়ন দনের অনেকটা ওপরে ক্রুতোভ্স্কি গ্রাম দখল করে রেখেছিল। ক্রুতোভ্স্কি থেকে দক্ষিণে দন তীরের শৈলশাখার উঁচুনীচু খাঁজগুলোতে লাল ফৌজের গোলন্দাজ বাহিনী একটা মাড়াইয়ের মাঠে কৌশলে গা ঢাকা দিয়ে আছে। ডান তীরের টিলাগুলোতে একে একে বিদ্রোহীদের যে সব দল এসে জুটেছিল রোজ সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত তাদের ওপর গোলা ছুঁড়ে গোলন্দাজ বাহিনী মস্কো রেজিমেন্টের পদাতিক সারিকে আড়াল দেয়। তারপর কামানের মুখ ফিরিয়ে দনের অপর তীরে ইয়েলান্স্কায়া গ্রামের ওপর গোলা ছুঁড়তে থাকে। বিস্ফোরক গোলাগুলো ঘনবসতিপূর্ণ এলাকার বাড়িঘরের ওপর দিয়ে কখনও নীচু হয়ে কখনও বা উঁচু হয়ে ঝলক দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে ছড়িয়ে পড়তে থাকে ছোট ছোট মেঘখণ্ডের আকারে। মর্টার বোমা কখনও গ্রামের ভেতরে এসে পড়ে। তখন অলিগলির ভেতর দিয়ে ভীষণ আতঙ্কে বেড়া ভেঙে দিগ্‌বিদিকজ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটতে থাকে গোরুর পাল, ঘাড় নীচু করে আশ্রয়ের জন্য ছুটোছুটি করে লোকজন। কখনও বা হাওয়াকলের কাছে সনাতনপন্থীদের কবরখানার পেছনে জনশূন্য বালির টিলার ওপর ফেটে পড়ে বরফ-জমাট মাটির গেরুয়া রঙের ঢেলা ছিটিয়ে।

পনেরোই মার্চ চেবোতারিওভ গ্রাম থেকে স্টকমান, মিশকা কশেভয় আর ইভান আলেক্সেইয়েভিচ যাত্রা করল উস্ত্-খোপিওর্স্কায়ার দিকে। ওরা শুনতে পেয়েছিল বিদ্রোহীদের জেলাগুলো থেকে পালিয়ে যাওয়া সোভিয়েত কর্মী আর কমিউনিস্টদের নিয়ে সেখানে একটা স্বেচ্ছাসেবী সেনাদল গড়া হচ্ছে। যে লোকটা ওদের স্লেজগাড়ি চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল সে ছিল সনাতনপন্থী সমাজের একজন কসাক। লোকটার মুখ এমনই ছেলেমানুষী ধরনের গোলাপী আর নির্মল যে তাকে দেখে স্টকমানের ঠোঁটের কোনায় পর্যন্ত অকারণ হাসি ফুটে উঠল। বয়স তার কম হলে কী হবে, মুখে গজগজ করছে সোনালি রঙের কোঁকড়া চাপদাড়ি। দাড়ির ফাঁকে তরমুজের গোলাপী ফালির মতো উঁকি মারছে তাজা টুকটুকে ঠোঁটের চারধার। চোখের কাছে ফুরফুরে সোনালি চুলদাড়ির গোছা। ফুরফুরে নরম দাড়ির

জন্যই হোক বা গোলাপী আভার রক্তোচ্ছ্বাসের দরুনই হোক, চোখদুটো তার যেন বড় বেশি স্বচ্ছ নীল দেখাচ্ছিল।

মিশ্‌কা সারাটা রাস্তা নিজের মনে গুনগুন করে গান ভাঁজতে থাকে। ইভান আলেক্সেইয়েভিচ রাইফেলটা হাঁটুর ওপর রেখে ভুরু কুঁচকে জড়সড় হয়ে গাড়ির পেছনের আসনে বসে আছে। স্টকমান তুচ্ছ প্রসঙ্গ তুলে চালকের সঙ্গে আলাপ জুড়ে দেয়। 'শরীরের জন্যে তোমায় বোধহয় ভুগতে হয় না, তাই না কমরেড?' সে জিজ্ঞেস করল।

লোকটার যৌবন আর শক্তি যেন উপচে পড়ছে। ভেড়ার চামড়ার কোর্তাখানার বুক খুলে দিয়ে প্রসন্ন হাসি হাসল সে।

'হ্যাঁ, ভগবানের অপার মাহিমা বলতে হবে। তাছাড়া স্বাস্থ্য খারাপ হবেই বা কেন? আমরা সাতজন্মে কেউ কখনও বিড়ি-সিগারেট খাই নি, ভোদ্‌কা যাও খাই তা খাঁটি, ছোটবেলা থেকে গমের আটার রুটি খাই। অসুখবিসুখ কোথা থেকেই বা হবে?'

'আচ্ছা, পল্টনে ছিলে কখনও?'

'অল্প কিছু দিন। ক্যাডেটরা ধরেছিল।'

'ওদের সঙ্গে দনেৎসের ওপারে চলে গেলেই পারতে?'

'কী উদ্ভুট্টি কথা তোমার কমরেড!' ঘোড়ার চুলে বোনা লাগাম ছেড়ে দেয় লোকটা। হাতের দস্তানা খুলে মুখটা মোছে। তারপর চোখ কুঁচকে আহতস্বরে বলে, 'আমি সেথায় মরতে যাব কেন? নতুন তামাসা দেখতে? ক্যাডেটরা আমায় জোর করে না খাটালে ওদের হয়েই বা আমি খাটতাম নাকি? তোমাদের সরকার ন্যায়পথেই আছে, তবে তোমরা একটু ভুল করেছ। . . .'

'কী ভুল?'

স্টকমান সিগারেট পাকিয়ে ধরায়। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে থাকে জবাবের জন্য।

'ওই বিষ আবার জ্বালাচ্ছ কেন বল ত?' মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে কসাক বলে। 'একবার তাকিয়ে দেখ চারদিকে কেমন খাঁটি বসন্তের বাস, আর তুমি কিনা দুর্গন্ধি ধোঁয়া দিয়ে বুকের ভেতরটা ঝাঁঝরা ক'রে ফেলছ। . . . ওর ওপরে কোন ভক্তি নেই আমার! হ্যাঁ, ভুল কী করেছে তা-ই বলি। কসাকদের তোমরা কোণঠাসা করে রেখেছ, খুবই বোকামির কাজ হয়েছে এইটা। তা নইলে তোমাদের সরকার ঠিকই টিকে থাকত। তোমাদের মধ্যে মুখ্যু লোকজন অনেক আছে। তাইতেই ত বিদ্রোহ হল।'

'কোন্‌টা বোকামির কাজ হয়েছে? মানে, তুমি বলতে চাও আমরা বোকামি করেছি? তাই ত? কী ধরনের?'

'সে তুমি নিজেই জান। ... লোকজন গুলি করে মারতে লাগলে। আজ একজনকে, কাল দেখা গেল আরেক জনকে। ... আবার কার পালা আসবে তার জন্যে অপেক্ষা করে থাকা কার সাধ, শুনি? আরে, একটা ষাঁড়কে যখন জবাই করতে নিয়ে যাওয়া হয় তখন সেও ত মাথা নাড়ে। যেমন এই বুকালোভ্স্কায়া জেলার কথাই ধর না কেন। ... ওই যে দেখা যাচ্ছে, দেখতে পাচ্ছ ওদের গির্জেটা? যেদিকে আমার চাবুকটা দিয়ে দেখাচ্ছি চেয়ে দেখ, দেখতে পাচ্ছ? ... তা লোকে বলে ওদের ওখানে এক কমিসার আস্তানা গেড়েছে তার দলবল নিয়ে। মাল্কিন তার নাম। লোকজনের সঙ্গে কি সে ভালো ব্যবহার করছে বলে তোমার ধারণা? তাহলে বলি, শোনো। সবগুলো গাঁ থেকে বুড়োদের ধরে ধরে জড়ো করে, জঙ্গলের শুকনো ডালপালার ভেতর দিয়ে তাদের হাঁটিয়ে নিয়ে যায়, সেখানে এক এক করে তাদের জান খতম করে। তার আগে গায়ের জামাকাপড় খুলে ওদের ন্যাংটো করে ফেলে। আত্মীয়স্বজনকে পর্যন্ত কবর দেবার জন্যে ধারে কাছে ঘেঁসতে দেয় না। ওদের অপরাধ? অপরাধ এই যে, কোন এক সময় ওদের অবৈতনিক হাকিম করা হয়েছিল। কেমন হাকিম শুনবে? একজন কষ্কিয়ে কুঁতিয়ে নামটা দস্তখত করতে পারে, আরেকজন হয় আঙুলে কালি মাখিয়ে টিপসই মারে নয়ত ঢ্যারা সই দেয়। ওসব হাকিম ত একেবারেই লোক-দেখানো হাকিম। একমাত্র যোগ্যতা হল লম্বা দাড়ি। তাছাড়া বুড়ো, পাতলুনের ঝাঁপ আটকাতেও ভুলে যায়। ওদের কাছ থেকে কী আশা করতে পার? একেবারে বাচ্চা ছেলের মতো। ওই যে মাল্কিনের কথা বললাম, অন্য লোকের প্রাণ নিয়ে খবরদারি করছে, যেন সাক্ষাৎ ভগবান এসেছেন। এই সময় এক দিন পল্টন ময়দান দিয়ে যাচ্ছে এক বুড়ো – লিনিওক ডাক নাম। ঘোড়ার মুখের সাজটা সঙ্গে নিয়ে চলেছে মাড়াই উঠোনে ঘুড়ীটাকে ধরে আনবে বলে। কিছু ছেলেছোকরা ঠাট্টা করে ওকে বলল, 'এই যে, মাল্কিন তোমায় ডাকছে।' লিনিওক ত ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে ক্রুশ-প্রণাম সারল – অবিশ্যি মেলেচ্ছদের ধরনে। ওখানে আবার সবাই নতুন ধর্মবিশ্বাসের লোক কিনা। পল্টনের ময়দানে থাকতেই মাথার টুপি খুলে ফেলল। বাড়ির মধ্যে যখন ঢুকল তখন ভয়ে আধমরা। বলল, 'আমায় ডেকেছেন?' হাসতে হাসতে মাল্কিনের পেটে খিল ধরে যায়, হাতে পাঁজর চেপে ধরে। বলল, 'আচ্ছা, নটেশাক বলে যখন পরিচয় দিলেই তখন টুক করে টুকরিতে এসে পড় ত বাপধন! কেউ তোমায় ডাকে নি। তবে সাধ করে যখন এসেছ তখন ব্যবস্থা করতেই হয়। এই যে কমরেডরা কে আছ, ওকে নিয়ে যাও। তিন নম্বর দলে ভিড়িয়ে দাও ওকে।' ব্যস, আর কোন কথা নেই, স্বাভাবিকভাবেই ওকে ধরে হাঁটিয়ে নিয়ে যাওয়া হল শুকনো ডালপালার জঙ্গলে। এদিকে ওর

বুড়ি ওর পথ চেয়ে বসে থাকে। বুড়োর আর ফেরার নাম নেই। বুড়ো দাদু গেল ত গেলই। সে ততক্ষণে ঘোড়ার মুখের সাজসুদ্ধ সগ্গে চলে গেছে। আরেক বুড়ো, মিত্রোফান তার নাম, আন্দ্রেইয়ানভস্কি গাঁয়ের লোক। এই মাল্‌কিনই নিজে একদিন রাস্তায় তাকে দেখতে পেয়ে কাছে ডাকল। 'কোথা থেকে আসা হচ্ছে? কী নাম?' হি-হি করে হাসতে হাসতে বলে, 'ইস্, দেখ দিকি, দাড়িটা রেখেছে যেন শ্যালের ন্যাজ! দাড়ি-টাড়ি নিয়ে যে তোকে হুবহু সন্ত নিকোলাইয়ের মতো দেখাচ্ছে রে। দাঁড়া ব্যাটা, চর্বিওয়ালা শুয়োর। তোকে দিয়ে আমরা সাবান বানাব! নিয়ে যাও ত হে ওকে তিন নম্বর দলে!' সেই বুড়ো দাদুর দোষের মধ্যে দোষ হল দাড়িটা তার সত্যি সত্যি শণের ঝাঁটার মতো ছিল। গুলি করে মারল স্রেফ এই কারণে যে দাড়ি রেখেছিল, আর কুক্ষণে পড়ে গিয়েছিল মাল্‌কিনের চোখে। এটা কি, লোকজনকে হেনস্থা করা নয়?'

লোকটার গল্প শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মিশ্‌কার গান থেমে গিয়েছিল। শেষকালে সে চটে গিয়ে বলল, 'তুমি দেখছি মিথ্যেও গুছিয়ে বলতে পার না খুড়ো!'

'আরও ভালো যদি কিছু থাকে তাহলে বল। এটাকে মিথ্যে বলার আগে যাচাই করে দেখতে হয়, তারপর বোলো।'

'তুমি কি এটা ঠিক জান?'

'লোকে বলাবলি করছিল।'

'লোকে! লোকে ত বলে মুরগীর নাকি দুধ দোয়ানো যায়। কিন্তু মুরগীর ত কোন চুঁচিই নেই। গুচ্ছের মিছে কথা শুনে এসে এখন মাগীদের মতো জিভ নাড়া হচ্ছে!'

'বুড়োরা ত নিরীহ লোক ছিল। . . .'

'আহা, কী আমার নিরীহ লোক ছিল রে!' তেলেবেগুনে জ্বলে উঠে ভেঙচি কেটে বলে মিশ্‌কা। 'তোমার ও নিরীহ বুড়োরাই উস্‌কানি দিয়েছিল বলে আমার মনে হয়। হয়ত ওই হাকিমরা ওদের উঠোনে মেশিনগান পুঁতে রেখে দিয়েছিল। আর তুমি বলছ কিনা দাড়ির জন্যে আর তামাসা করে ওদের গুলি করে মারা হয়েছে? তোমায় তাহলে দাড়ির জন্যে গুলি করে মারল না কেন? তোমার ত বাপ্‌ বুড়ো রামছাগলের মতো ইয়া লম্বা দাড়ি!'

'আমি যে দরে কিনি সেই দরেই বেচি। কে জানে ছাই, হয়ত লোকে বাজে কথাই বলছে। হয়ত তার পেছনে সরকারের বিরুদ্ধে কোন মতলব ছিল। . . .' অপ্রতিভ হয়ে বিড়বিড় করে বলে সনাতনপন্থী লোকটা।

গাড়োয়ানের আসন থেকে লাফ দিয়ে নেমে রাস্তার গলা বরফের ভেতর দিয়ে প্যাচপ্যাচ শব্দ করে অনেকক্ষণ ধরে হেঁটে চলল সে। দলদলে ভিজে

নীলচে বরফ পায়ের তলায় পড়তে পা হড়কে যেতে থাকে। স্তেপভূমির মাথার ওপর সূর্য স্নিগ্ধ কিরণ দিচ্ছে। হালকা নীল আকাশের বিশাল আলিঙ্গনে বাঁধা পড়েছে দূরে চতুর্দিকে দৃশ্যমান পাহাড়ের টিবি আর গিরিপথ। ঝিরিঝিরি বাতাসের হালকা ছোঁয়ায় আসন্ন মধু ঋতুর সুরভিত শ্বাস পাওয়া যাচ্ছে। পুবে, দন তীরের আঁকাবাঁকা সাদা পাহাড়ের ওপাশে বেগনী রঙ ধরা কুয়াশা ঠেলে উঠেছে উস্ত্-মেদ্‌ভেদিৎস্কায়ার উদ্‌গত পাহাড়চূড়া। সেখানে পেঁজা তুলোর মতো সাদা সাদা মেঘখণ্ড ধরণীর মাথার ওপর বিশাল এক ফুলে-ওঠা চাঁদোয়ার আকারে দূর দিগন্তরেখার সঙ্গে এসে মিশেছে।

গাড়ির চালক ফের লাফিয়ে স্লেজে উঠে বসল। স্টকমানের দিকে ফিরে সে আবার যখন কথা বলতে শুরু করল তখন তার মুখেচোখে আগের সেই কমনীয় ভাব আর নেই।

'আমার ঠাকুর্দা এখনও বেঁচে আছেন, এখন তাঁর বয়স একশ আট বছর। তা উনি আমায় বলেছিলেন – ওঁকে আবার বলেছিলেন ওঁর ঠাকুর্দা – ওঁর, মানে আমার ঠাকুর্দার ঠাকুর্দার মনে পড়ে সেদিনের কথা যখন জার পিওতর তাঁর একজন দূতকে পাঠিয়েছিলেন আমাদের উজানী দনের এলাকায়। হা ভগবান, কিছুতেই মনে আসছে না – দীর্ঘবাহু* না বীরবাহু ওই গোছের কোন নাম হবে। সেই প্রিন্স সৈন্যসামন্ত নিয়ে এলেন ভরোনেজ থেকে। কসাকরা পাদ্রী নিকনের** বস্তাপচা ধর্মের কথা মেনে চলতে আর জারের কথায় উঠতে বসতে চায় নি বলে তাদের বসতিগুলো ছারখার করে দিল। কসাকদের ধরে ধরে নাক কেটে দিল, কাউকে কাউকে ফাঁসিতে লটকে দিল, ভেলায় করে ভাসিয়ে দিল দনের বুকে।'

'এসব কথা বলার অর্থ কী!' সতর্ক হয়ে কড়া গলায় মিশ্‌কা জিজ্ঞেস করল।

'অর্থ এই যে, উনি দীর্ঘবাহু হন আর যিনিই হন, জার কিন্তু তাঁকে অমন অধিকার দেন নি। বুকানোভ্‌স্কায়ার ওই কমিসারটি যা কারবার করল তা অনেকটা সেরকমই দাঁড়ায়। বুকানোভ্‌স্কায়ার ময়দানে পঞ্চায়েতের জমায়েতে সবার সম্মুখে গলা ফাটিয়ে বলল, 'শালা শুয়োরের বাচ্চারা, তোদের কসাকগিরি আমি ঘুচিয়ে

---

* ইনি ঐতিহাসিক ব্যক্তি দোল্‌গরুকভ (ভাষান্তরে অর্থ দাঁড়ায় 'দীর্ঘবাহু') ইয়াকভ ফিওদরভিচ (১৬৩৯ - ১৭২০)। সামন্তরাজ। জার প্রথম পিওতরের আস্থাভাজন ব্যক্তি, পরামর্শদাতা। - অনুঃ

** নিকন (১৬০৫ - ১৬৮১) - ১৬৫২ সালে রুশ গির্জার প্যাট্রিয়ার্ক। তিনি যে গির্জার সংস্কার প্রবর্তন করেন, তার ফলে খ্রীষ্টীয় সমাজে ভাঙন ধরে। যারা এই সংস্কারের বিরোধিতা করে তারা পরবর্তীকালে 'সনাতনপন্থী' নামে পরিচিত। জার নিকন-প্রবর্তিত সংস্কারের পক্ষে থাকায় সনাতনপন্থীদের উপর নির্যাতন চলে। - অনুঃ

দেব। এমন অবস্থা করে ছাড়ব যে বাপের জন্মে ভুলবি না!' বলি সোভিয়েত সরকার কি তাকে এই অধিকার দিয়েছে! কথাটা ত সেখানেই। সবাইকে এক ছাঁটে ছাঁটতে হবে অমন পরওয়ানা নিশ্চয়ই ওর হাতে নেই। কসাকরাও সবাই এক রকম নয়।...'

স্টকমানের চোয়ালের হাড়ের ওপর চামড়া কুঁচকে উঠল।

'তোমার কথা আমি শুনলাম, এবারে আমি যা বলি শোন।'

'হ্যাঁ, হতে পারে আমি না বুঝেশুনে বেফাঁস কিছু বলে ফেলেছি। তাহলে আমাকে ক্ষমাঘেন্না করে দিও তোমরা।...'

'সবুর কর, সবুর কর। আমি যা বলি শোন। কোন এক কমিসারের কথা তুমি যা বললে তা কিন্তু বাস্তবিকই সত্যি বলে মনে হচ্ছে না। সে যাই হোক, আমি খোঁজ নিয়ে দেখব। যদি সত্যি হয়, যদি সে কসাকদের ওপর অত্যাচার করে থাকে, গোঁয়ার্তুমি করে থাকে, তাহলে আমরা তাকে ছেড়ে দেব না।'

'হুঃ, সন্দেহ আছে!'

'সন্দেহের কোন কারণ নেই। যা বলছি ঠিকই বলছি! তোমাদের গ্রামের ওপর দিয়ে যখন ফ্রন্টলাইন যায় তখন একজন লাল ফৌজী কোন কসাক স্ত্রীলোকের জিনিস লুট করেছিল বলে তারই ইউনিটের লাল ফৌজীরা কি তাকে গুলি করে মারে নি? তোমাদের গ্রামেই আমি শুনেছি এ খবর।'

'তা বটে, তা বটে! পের্ফিলিয়েভ্‌নার সিন্দুক ভেঙেছিল লোকটা। এটা অবিশ্যি ঘটেছিল। ঠিক কথা। মানতেই হবে... কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল। বলেছ ঠিকই – মাড়াই উঠোনের পেছনে গুলি করে মারা হয়েছিল। এর পর কোথায় লোকটার কবর হবে তাই নিয়ে আমাদের মধ্যে অনেকক্ষণ তর্কাতর্কি হয়। একদল বলল গোরস্থানে হোক, আরেকদল বেঁকে বসল – বলল, না, তাতে ও জায়গা অপবিত্র হয়ে যাবে। শেষকালে হতভাগাকে ওখানে ওই মাড়াই উঠোনের কাছেই গর্ত খুঁড়ে কবর দেওয়া হল।'

'ঘটেছিল ত অমন ব্যাপার?' স্টকমান চটপট সিগারেট পাকাতে থাকে।

'হ্যাঁ হ্যাঁ, তা ঘটেছিল। অস্বীকার করছি না,' সোৎসাহে সায় দিল কসাক।

'তাহলে কী করে ভাবতে পারলে কমিসারের অপরাধের প্রমাণ পাওয়া গেলে তাকে শাস্তি দেওয়া হবে না?'

'ওগো ভালোমানুষ কমরেড! ওর হয়ত ওপরওয়ালা বলতে কাউকে পাওয়া যাবে না। যে লোকটার কথা বললে সে ছিল এক সামান্য সেপাই। কিন্তু এ যে কমিসার।...'

'কমিসার বলেই ত ওর বিচার হবে আরও কড়া! বুঝলে? সোভিয়েত

সরকার শুধু দুশমনদেরই শায়েস্তা করে। আর সোভিয়েত সরকারের যে-সমস্ত প্রতিনিধি খেটে-খাওয়া মানুষের ওপর অন্যায় অত্যাচার করে তাদের আমরা নির্মম শাস্তি দিই।'

মার্চ মাসের দুপুরের নিঝুম স্তেপপ্রান্তর। মাঝে মাঝে শুধু রাস্তায় স্লেজের তলার পাটা ঘসটে চলার সরসরানি আর বরফ-গলা কাদার মধ্যে ঘোড়ার খুরের প্যাচপ্যাচ আওয়াজে তার ব্যাঘাত ঘটছে, কামানের গর্জনে খানখান হয়ে ভেঙে পড়ছে নিস্তব্ধতা। প্রথম গোলাবর্ষণের পর সমান বিরতিতে পর পর আরও তিনবার গোলা পড়ল। কুতোভ্স্কি গ্রামের ব্যাটারী নতুন করে বাঁ তীরে গোলা ছুড়তে শুরু করে দিয়েছে।

স্লেজের ওপর কথাবার্তা বন্ধ হয়ে গেল। আসন্ন বসন্ত স্তেপপ্রান্তরের যে পাণ্ডুর মায়ার ওপর ক্লান্তিভরা তন্দ্রার ঘোর সঞ্চার করে দিয়েছিল কামানের প্রচণ্ড গমক বাইরে থেকে ঢুকে পড়ে তাতে রসভঙ্গ ঘটাল। ঘোড়া যে ঘোড়া তারাও শরীর টানটান করে ব্যস্তসমস্ত হয়ে কান নাড়াতে নাড়াতে হালকাভাবে শূন্যে পা তুলে জোর কদমে চলতে থাকে।

হেটম্যান-সড়কে গিয়ে উঠল তারা। স্লেজের ওপরে বসে ওরা চোখের সামনে দেখতে পেল দনের ওপারে গলন্ত বরফের ফাঁকে ফাঁকে জেগে ওঠা হলুদ বেলেমাটির ছোপধরা চকরাবকরা জমির বিপুল বিস্তার। মাঝে মাঝে ভূর্জ আর বেতসকুঞ্জের নীলচে-সবুজ দ্বীপ আর অন্তরীপরেখা।

উস্ত্-খোপিওর্স্কায়ায় এসে বিপ্লবী কমিটির দালানের কাছে চালক স্লেজগাড়ি থামাল। পরের দালানেই মস্কো রেজিমেন্টের সদর ঘাঁটি।

স্টকমান পকেট হাতড়ে তামাকের বটুয়ার ভেতর থেকে চল্লিশ রুবলের একটা কেরেনস্কি-নোট বার করে কসাকটিকে দিতে গেল। হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল তার মুখ, ভিজে গোঁফের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে পড়ল হলদেটে দাঁতের পাটি। অপ্রস্তুত হয়ে আমতা আমতা করতে লাগল সে, 'কী যে বলেন কমরেড! রক্ষে করুন! টাকা নেওয়ার মতো এমন কিছু কাজ করি নি।'

'নাও, নাও, তোমার ঘোড়ার মেহনতের দাম। আর সরকারের ব্যাপারে তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পার। মনে রাখবে, আমরা লড়াই করছি চাষী মজুরদের সরকারের জন্যে। বিদ্রোহে তোমাদের উস্কানি দিয়েছে আমাদের শত্রুরা – জোতদার, আতামান মোড়ল আর পল্টনের অফিসাররা। ওরাই বিদ্রোহের মূল কারণ। যারা বিপ্লবকে সাহায্য করছে, যারা আমাদেরই দরদী খেটে-খাওয়া কসাক, আমাদের মধ্যে কেউ যদি সেরকম কারও ওপর অন্যায় অত্যাচার করে থাকে, তাহলে সেই অপরাধীকে শায়েস্তা করার ব্যবস্থা করা যাবে।'

'জানো ত কমরেড, কথায় বলে, ভগবান অনেক উঁচুতে, আর জারও অনেক দূরে। . . . তোমাদের জারও তেমনি অনেক দূরে। . . . বলবানের সঙ্গে লড়তে যেয়ো না, বড়লোকের বিরুদ্ধেও মামলা করতে যেয়ো না। তোমরা বলবান বটে, আবার বড়লোকও বটে।' তারপর চতুর ভঙ্গিতে দাঁত বার করে বলল, 'ইস, দ্যাখ দিকি, চল্লিশটা রুবল ঝট করে ফেলে দিলে! ভাড়াবাবদ পাঁচটা রুবলই যথেষ্ট হত। যাক, খ্রীষ্ট তোমার সহায় হোন!'

'তোমার কথার জন্যে এটা তোমাকে বাড়তি দেওয়া হল,' গাড়ি থেকে লাফিয়ে মাটিতে নেমে সালোয়ার টেনে ঠিক করতে করতে হেসে বলল কশেভয়। 'আর তোমার চমৎকার দাড়িটার জন্যে। ওহে, বুদ্ধির ঢেঁকি, তে-আঁটিয়া মাথা, স্লেজে চড়িয়ে কাকে নিয়ে এসেছ জান? লাল ফৌজের জেনারেলকে।'

'যাঃ!'

'তা 'যাঃ' বল আর তা-ই বল। তোমাদের আর জানতে বাকি নেই! . . . যদি কম দেওয়া হল অমনি সর্বত্র ঢোল পিটিয়ে বেড়াবে: 'কমরেডদের গাড়িতে চড়িয়ে নিয়ে এলাম, দিল মাত্তর পাঁচটা রুবল!' এমনি হ্যান-ত্যান কত গালাগালই না দেবে! সারা বচ্ছরটাই ভেতরে ভেতরে রাগ পুষে রাখবে। আবার অনেক দিলেও জ্বলেপুড়ে মরবে। বলে বেড়াবে, 'বাব্বা, কী বড়লোক! চল্লিশটা রুবল ঝড়াক্ করে ফেলে দিল। টাকাকড়ির লেখাজোখা নেই ওর। . . .' আমি হলে একটা পয়সাও ঠেকাতাম না তোমাকে। তাতে রাগ করতে হয় কর গে – আমার বয়েই গেল। অমনিতেই তোমাদের মন বোঝা ভার। . . . আচ্ছা, চলা যাক। চলি গো দেড়েল!'

মিশ্‌কার গরম গরম কথায় গোমড়ামুখো ইভান আলেক্সেইয়েভিচ পর্যন্ত শেষকালে হেসে ফেলল।

সদর দপ্তরের উঠোন থেকে একটা ছোটখাটো লোমশ ঘোড়া ছুটিয়ে বেরিয়ে এলো লাল ফৌজের সন্ধানী দলের এক ঘোড়সওয়ার।

ঘোড়ার মুখের খাটো বল্‌গা টেনে ঘোড়াটাকে ঘুরিয়ে নিতে নিতে সে চেঁচিয়ে উঠল, 'কোথা থেকে এলো স্লেজগাড়িটা?'

'তোমার তাতে কী?' স্টকম্যান জিজ্ঞেস করল।

'ক্রুতোভ্‌স্কিতে গোলাবারুদ পাঠাতে হবে। চল!'

'না কমরেড, এই গাড়িটাকে আমাদের ছেড়ে দিতে হবে।'

'তোমরা কে বট?'

অল্পবয়সী সুন্দর চেহারার ছোকরা লাল ফৌজীটি ঘোড়া চালিয়ে সোজা এগিয়ে এলো তাদের দিকে।

'আমরা ট্রান্স-আমুর রেজিমেন্টের। গাড়িটা আটকিও না।'

'ও।. . . বেশ, যেতে পারে ও। চলে যাও হে বুড়ো।'

চল্লিশ

খোঁজখবর নিয়ে জানা গেল উস্ত্-খোপিওরস্কায়াতে কোন স্বেচ্ছাসেবী সেনাদল গড়া হচ্ছে না। একটা গড়ে তোলা হয়েছিল বটে, কিন্তু সে উস্ত্-খোপিওরস্কায়ায় না, বুকানোভ্স্কায়ায়। তার সংগঠক ছিল নয় নম্বর রেড আর্মির সদর দপ্তর থেকে খোপিওরের ভাটির জেল্যাগুলোতে যাকে পাঠানো হয়েছিল সেই একই কমিসার - কমিসার মাল্‌কিন, যার কথা রক্ষণশীল ধর্মসম্প্রদায়ের কসাকটি রাস্তায় ওদের বলেছিল। ইয়েলানস্কায়া, বুকানোভ্স্কায়া, স্লাশ্চেভ্স্কায়া আর কুমিল্‌জেন্স্কায়ার কমিউনিস্টরা ও সোভিয়েত কর্মীরা আর লাল ফৌজীরা মিলে দুশ সঙ্গীন আর সেই সঙ্গে ঘোড়সওয়ার সন্ধানী দলের ডজন কয়েক তলোয়ার নিয়ে রীতিমতো একটা জবরদস্ত গোছের লড়িয়ে দল গড়ে তুলেছে। স্বেচ্ছাসেবী দলটা সাময়িকভাবে বুকানোভ্স্কায়াতে আস্তানা নিয়েছিল। ইয়েলান্‌কা আর জিমোভ্‌নায়া নদীর উজানের দিক থেকে বিদ্রোহীরা এগিয়ে আসার চেষ্টা করতে থাকায় মস্কো রেজিমেন্টের একটা কোম্পানির সঙ্গে মিলে দলটা তাদের ঠেকাচ্ছিল।

সদর দপ্তরের প্রধান নিয়মিত পর্যায়ের এক প্রাক্তন অফিসার। গোমড়ামুখো, চোখেমুখে ধকলের চিহ্ন। মস্কোর মিখেল্‌সন কারখানার এক মজুর ওখানে রাজনৈতিক কমিসার। ওদের দুজনের সঙ্গে কথাবার্তা বলার পর স্টকমান ঠিক করল উস্ত্-খোপিওরস্কায়াতেই থেকে যাবে, রেজিমেন্টের দুই নম্বর ব্যাটেলিয়নের সঙ্গে যোগ দেবে। পাকানো তারের কুণ্ডলী, টেলিফোনের তারের কাটিম এবং যুদ্ধের আরও সাজসরঞ্জামে বোঝাই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ছোট্ট ঘরটার ভেতরে বসে অনেকক্ষণ ধরে স্টকমানের কথা হল রাজনৈতিক কমিসারের সঙ্গে।

কমিসারের মুখটা হলদে। বেঁটেখাটো চেহারা। অ্যাপেণ্ডিসাইটিসের শূলব্যথায় ভুগছে। ধীরেসুস্থে সে বলল, 'বুঝলে কিনা কমরেড, এখানে অবস্থাটা জটিল। আমার দলের বেশির ভাগই মস্কো আর রিয়াজানের লোক। নিজ্‌নি নোভ্‌গোরদেরও কিছু আছে। বেশ শক্ত সমর্থ মানুষ সব, বেশির ভাগ মজুর। কিন্তু একটা স্কোয়াড্রন ছিল আমাদের এখানে - চৌদ্দ নম্বর ডিভিশন থেকে - কোন কাজের নয়। ওদের উস্ত্-খোপিওরস্কায়াতে ফেরত পাঠিয়ে দিতে হল।. . . তুমি এখানে থেকে যাও। কাজ অনেক। স্থানীয় লোকজনের আমাদের বোঝাতে হবে। কসাকরা যে কী জাতের মানুষ সে ত তুমি জানই।. . . এখানে কান সজাগ রাখা দরকার।'

কমিসারের পিঠ-চাপড়ানি সুরের কথাবার্তায় হেসে তার বেদনাকাতর চোখের হলদে রঙধরা সাদা অংশের দিকে তাকিয়ে স্টকমান বলল, 'এসবই আমি বুঝি, তোমার চেয়ে খারাপ বুঝি না আচ্ছা, তুমি আমায় বল দেখি বুকানোভ্স্কায়ার কমিসারটি কেমন লোক?'

কমিসার বুরুশের মতো ছাঁটা, পাক-ধরা গোঁফে হাত বুলাল, নীলচে স্বচ্ছ ধরনের চোখের পাতা মাঝে মাঝে তুলে নিস্তেজভাবে উত্তর দিল।

'এক সময় সে ওখানে বড় বেশি বাড়াবাড়ি করে ফেলেছিল। ছোকরা লোক ভালোই, তবে রাজনৈতিক অবস্থাটা বিশেষ বোঝে না। অবিশ্যি বনের গাছপালা কাটলে কাঠের ছিলকে না ছিটকে যাবে কোথায়? . . . এখন সে জেলাগুলোর পুরুষদের সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে রাশিয়ার একেবারে ভেতরে। সৈন্যদের থাকা খাওয়ার ভার যার ওপর আছে তার কাছে যাও – রেশনের জন্যে তোমার নাম লিখে নেবে,' তুলোর আস্তর দেওয়া তেলচিটে প্যান্টটা হাতের তেলো দিয়ে পেটের কাছে চেপে ধরে যন্ত্রণায় মুখ বিকৃত করে কমিসার বলল।

পর দিন ভোরবেলা দু নম্বর ব্যাটেলিয়ন বিপদসঙ্কেত পেল। 'হাতিয়ার ধরার' হুকুম পেয়ে সকলে ছুটে বাইরে এলো। নাম ডাকা হল। এক ঘণ্টার মধ্যে ব্যাটেলিয়ন অভিযানের জন্য সার বেঁধে ক্রুতোভ্স্কি গ্রামের দিকে চলল।

দলের চারজনের একটা সারিতে পাশাপাশি পা ফেলে স্টকমান, কশেভয় আর ইভান আলেক্সেইয়েভিচও চলতে থাকে।

ক্রুতোভ্স্কি থেকে দনের দিকে ঘোড়সওয়ার সেপাইদের একটা সন্ধানী দল পাঠানো হল। ওদের পেছন পেছন দন পার হল সৈন্যদের সারিটা। রাস্তায় ভিজে গলা বরফ, জায়গায় জায়গায় ছোট ছোট জলা দাঁড়িয়ে গেছে। ঘোড়ার বাদামী রঙের নাদ গলে তার সঙ্গে মিশে গেছে। দনের বুকের জমাট বরফে ম্লান নীলচে বুদ্বুদ দেখা যাচ্ছে। তীরের গা বরাবর বরফ-গলা ছোট জায়গায় বেড়া ফেলে তার ওপর দিয়ে পার হল। ইয়েলান্স্কি গ্রামের ওপাশে পপ্‌লার গাছের বনভূমি দেখা যাচ্ছে। পেছনকার পাহাড় থেকে কামানগুলো সেই দিকে ঝাঁকে ঝাঁকে গোলা ছুঁড়ছে। ব্যাটেলিয়নকে কসাকদের ছেড়ে যাওয়া ইয়েলান্স্কি গ্রাম পেরিয়ে ইয়েলান্স্কায়া জেলা-সদরের দিকে এগোতে হবে। এক নম্বর ব্যাটেলিয়নের যে কোম্পানিটা বুকানোভ্স্কায়া থেকে এগোচ্ছে তার সঙ্গে যোগ দিয়ে আন্তোনভ গ্রাম দখল করতে হবে। নির্দেশ অনুযায়ী ব্যাটেলিয়নের কম্যাণ্ডারকে বেজ্‌বরদোভ গ্রামের দিকে নিয়ে যেতে হবে তার ইউনিট। ঘোড়সওয়ার সৈন্যদের সন্ধানী দলটা শিগ্‌গিরই খবর নিয়ে এলো যে বেজ্‌বরদোভের দিকে শত্রুপক্ষের কোন বাহিনী দেখা যায় নি। তবে গ্রামের দেড় ক্রোশ মতন ডাইনে ঘন ঘন রাইফেলের গুলিবিনিময় চলছে।

লাল ফৌজীদের সারির মাথার অনেকখানি ওপরে কড়কড় শব্দে গোলা ছুটে গেল। খানিকটা দূরে মাটি কাঁপিয়ে বোমা ফেটে পড়ল। পেছনে নদের বুকে সশব্দে চিড় ধরে বরফ ভেঙে গেল। ইভান আলেক্সেইয়েভিচ পিছন ফিরে তাকাল।

'জল বাড়ছে বলে মনে হচ্ছে।'

'এ সময় নদ পেরোতে যাওয়া বোকামির কাজ। যে-কোন মুহূর্তে বরফ ভাঙতে পারে,' মিশ্‌কা রাগে গজগজ করতে করতে বলল। পদাতিকদের মতো সমান তালে পা ফেলা কিছুতেই সে রপ্ত করতে পারছিল না।

স্টকমান তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে সামনে এগিয়ে চলা সৈন্যদের পিঠ, কষে আঁটা বেল্ট। তালে তালে দুলছে জলীয় বাষ্পে ভিজে ধোঁয়াটে নীল সঙিন বসানো রাইফেলের নলগুলো। পেছন ফিরে তাকাতে দেখতে পেল লাল ফৌজীদের গম্ভীর নিস্পৃহ মুখ - কত বিভিন্ন ধরনের, অথচ কি অশেষ মিল তাদের মধ্যে। পঞ্চমুখী লাল তারা আঁটা ধূসর টুপি। পুরনো হয়ে হলদে রঙ ধরেছে ধূসর গ্রেটকোটগুলোর। একটু নতুনগুলো খসখসে, হাল্‌কা ধূসর রঙের। সব দুলছে চলার ছন্দে। কানে আসছে অসংখ্য লোকের ভারী পা ফেলে মার্চ করার প্যাচ প্যাচ শব্দ, চাপা গলার কথাবার্তা, নানা স্বরের কাশি, মিলিটারীর টিনের বাসনে ঠোকাঠুকির ঠনঠন আওয়াজ। ভিজে বুটজুতো, কড়া তামাক আর চামড়ার বেল্টের ঝাঁঝাল গন্ধ। চোখদুটো আধবোজা ক'রে সঙ্গে সঙ্গে সচেতনভাবে ঠিক ঠিক পা ফেলে চলে স্টকমান। ভেতরে ভেতরে এই লোকগুলোর প্রতি প্রবল উষ্ণতার একটা আবেগ অনুভব করে। এই গতকালও যারা ছিল তার অচেনা, যারা ছিল দূরের লোক তাদের কথা ভেবে মনে মনে বলে, 'বেশ, তা না হয় হল, কিন্তু ঠিক এই মুহূর্তে কেন এমন দরদ আর মায়া হচ্ছে ওদের জন্যে? কিসের যোগ ওদের সঙ্গে আমার? বেশ, হলই না হয় আমাদের চিন্তাভাবনার মিল। . . . না, এখানে সম্ভবত শুধু চিন্তাভাবনার মিল নয়, কাজেরও মিল বটে। আরও কী? হয়ত বা বিপদ আর মরণও এত কাছাকাছি বলে! হ্যাঁ, কেমন যেন বিশেষ আপন জন। . . .' চোখেমুখে ফুটে ওঠে একটা বিদ্রূপের হাসি। 'তাহলে কি আমি বুড়ো হয়ে যাচ্ছি?' সামনে দিয়ে এগিয়ে চলেছে এক লাল ফৌজীর শক্তিশালী বিশাল গড়ানে পিঠটা। অপত্যস্নেহসুলভ অনুভূতিতে তৃপ্তিভরে স্টকমান তাকিয়ে থাকে সেই দিকে। কলার আর টুপির মাঝখানে ছেলেমানুষী মসৃণ ঘাড়ের পরিষ্কার লাল অংশ দেখা যাচ্ছে। তারপর সে চোখ ঘুরিয়ে নেয় পাশের লোকটার দিকে। দাড়ি গোঁফ কামানো রোদেপোড়া তামাটে মুখ, গালে গাঢ় লাল রক্তোচ্ছ্বাস, পাতলা চাপা ধরনের পুরুষালি মুখের গড়ন। লোকটা ঢ্যাঙা বটে, তবে দেহের গড়ন

ভালো - পায়রার মতো। হাঁটার সময় খালি হাতখানা কদাচিৎ দোলাচ্ছে। বারবার কেমন যেন ব্যথায় ভুরু কোঁচকাচ্ছে, চোখের কোনায় মাকড়সার জালের মতো বার্ধক্যের বলিরেখা। তার সঙ্গে আলাপ জুড়ে দেয় স্টকমান।

'পল্টনে কি অনেক কাল হল, কমরেড?'

লোকটার হালকা বাদামী চোখের শীতল অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি একটু তেরছাভাবে স্টকমানের ওপর এসে পড়ে।

'আঠারো সাল থেকে,' দাঁতে দাঁত চেপে সে বলল।

তার সংক্ষিপ্ত উত্তরে স্টকমান এতটুকু দমল না।

'নিবাস কোথায়?'

'দেশের লোক খুঁজছ বুঝি দাঠাকুর?'

'দেশের লোক পেলে খুশি হতাম অবিশ্যিই।'

'আমার বাড়ি মস্কো।'

'মজুর?'

'হুঁ।'

স্টকমান এক ঝলক চোখ বুলায় লোকটার হাতের ওপর। লোহা নিয়ে যে কাজ করে সে চিহ্ন এখনও তার হাত থেকে মুছে যায় নি।

'লোহার কারিগর বুঝি?'

আবার তার বাদামী রঙের চোখের দৃষ্টি স্টকম্যানের মুখ আর সামান্য পাকধরা দাড়ির ওপর এসে পড়ল।

'হ্যাঁ, টার্নার। তুমিও তাই নাকি?' বলতে বলতে তার বাদামী রঙের কঠিন চোখের কোনা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

'আমি কলের মিস্ত্রীর কাজ করতাম। . . . তা কমরেড, সব সময় অমন চোখমুখ কুঁচকে আছ কেন বল ত?'

'জুতোর ঘসা লাগছে, কুঁচকে ছোট হয়ে গেছে। রাত্তিরে আগুয়ান ঘাটিতে পাহারায় ছিলাম, তাইতে পা ভিজে যায়।'

'ভয় করে না?' রহস্যের হাসি ফুটে ওঠে স্টকমানের মুখে।

'কিসের আবার ভয়?'

'বাঃ, এই যে লড়াই করতে যাচ্ছি আমরা . . .'

'আমি কমিউনিস্ট।'

'কমিউনিস্ট ত কী? কমিউনিস্টরা কি মরার ভয় করে না? তারাও ত মানুষ - তাই নয় কি?' ওদের কথার মাঝখানে মিশ্‌কা বলে ওঠে।

লোকটা কায়দা করে রাইফেলটা ঝাঁকি দিয়ে ওপরে তুলল, মিশ্‌কার দিকে

না তাকিয়েই একটু ভেবে উত্তর দিল, 'তুমি ভাই এ ব্যাপারে এখনও বেশ কাঁচা আছ। ভয় করা উচিত নয় আমার। নিজেই নিজেকে হুকুম দিয়েছি – বুঝলে? তুমি নিজে যদি পরিষ্কার না হও তবে বাপু আমার মনের চিন্তাভাবনা ঘাঁটিতে এসো না। আমি কিসের জন্যে এবং কার সঙ্গে লড়াই করছি জানি। জানি যে জয় আমাদের হবেই। এটাই বড় কথা। বাকি সব ফালতু।' তারপর বোধহয় কী একটা কথা মনে পড়ে যেতে মুচকি হেসে পাশ থেকে স্টকম্যানের দিকে তাকিয়ে বলতে শুরু করল: 'গত বছর আমি ইউক্রেনে ক্রাসাভ্ৎসেভের দলে ছিলাম। লড়াই চলছিল তখন। সব সময় আমরা কোণঠাসা হয়ে পড়ছিলাম। খালি ক্ষয়ক্ষতি হচ্ছে আমাদের। যারা জখম হয়েছে তাদেরও পেছনে ফেলে চলে যেতে হচ্ছিল। শেষ কালে জ্মেরিন্‌কার কাছাকাছি একটা জায়গায় আমরা ঘেরাও হয়ে পড়লাম। রাতের বেলায় সাদাদের লাইন পেরিয়ে পেছনে চলে গিয়ে একটা ছোট নদীর ওপরকার পুল উড়িয়ে দিতে হবে যাতে ওদের সাঁজোয়া গাড়ি আর না আসতে পারে। তাহলে রেললাইনের ওপর দিয়ে আমরা পথ কেটে বেরোতে পারি। কে যাবে ডাকা হল। কিন্তু কেউ আর এগিয়ে আসে না। আমাদের ভেতরে যারা কমিউনিস্ট ছিল – সংখ্যায় অবিশ্যি কমই – তারা বলল, 'এসো দান ফেলে দেখা যাক – যার নামে উঠবে সে যাবে।' আমি খানিক চিন্তা করে নিজেই এগিয়ে গেলাম। ডিনামাইটের স্টিক, ফিউজ আর দেশলাই নিলাম। বন্ধুবান্ধবদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। অন্ধকার রাত, তার ওপর আবার কুয়াশা। শ' দুয়েক পা চলার পর আমি গুঁড়ি মেরে চলতে লাগলাম। না-কাটা রাইয়ের ক্ষেতের ভেতর দিয়ে, তারপর খানার ভেতর দিয়ে ওই ভাবে এগোতে লাগলাম। খানা থেকে যখন হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে আসছি এমন সময়, আমার মনে আছে, আমার নাকের ঠিক তলা দিয়ে কী একটা পাখি যেন ফড়ফড় করে উড়ে গেল। হ্যাঁ . . . তা ওদের সান্ত্রীদের ঘাঁটি ছেড়ে আরও কুড়ি গজ মতন এগিয়ে ত পুলটার কাছাকাছি এলাম। মেশিনগান-পোস্ট পাহারা দিচ্ছে জায়গাটা। ঘণ্টা দুয়েক ঘাপটি মেরে পড়ে রইলাম মোক্ষম মুহূর্তটার জন্যে। সেই মুহূর্তটা যখন এলো তখন আমি স্টিকগুলো পাতলাম, আমার কোটের কিনারায় আড়াল দিয়ে দেশলাই জ্বালাতে গেলাম। কিন্তু দেশলাই ভিজে গেছে, জ্বলে না। আমি পেট ঘসটে ঘসটে হামা দিয়ে চলছিলাম কিনা – শিশিরে ভিজে জবজবে – চিপলে জল বেরোয় এমন অবস্থা। দেশলাইয়ের কাঠিগুলোও গেছে ভিজে। হ্যাঁ, তখন আমার ভীষণ ভয় হল। একটু বাদেই ভোর হয়ে যাবে। এদিকে আমার হাত কাঁপছে, চোখের ওপর দরদর করে ঘাম এসে ঝরছে। ভাবলাম, 'সব গেল! পুলটা যদি এখন কোন মতে উড়িয়ে দিতে না পারি তাহলে গুলি ক'রে আত্মহত্যা করতে হবে!'

চেষ্টা করতে করতে শেষকালে ত কোনমতে জ্বালালাম – জ্বালিয়েই চটপট সরে পড়লাম। পেছনে যখন দেখতে পেলাম দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে আমি ততক্ষণে রেলের বাঁধের ওপাশে শুয়ে পড়েছি। ওদের ওখানে হুলস্থূল পড়ে গেছে। সামাল সামাল রব পড়ে গেছে। দুটো মেশিনগান গর্জন শুরু করে দিয়েছে। অনেকগুলো ঘোড়সওয়ার আমার পাশ দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে চলে গেল। কিন্তু রাতের অন্ধকারে কে আর আমায় খুঁজে বার করে? বাঁধের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসেই ঢুকে পড়লাম ফসলক্ষেতের মধ্যে। একমাত্র তখনই, বুঝলে কিনা, আমার হাতে-পায়ে খিল ধরে গেল – আর চলতে পারি না। ব্যস! শুয়ে পড়লাম। ওখানে যাবার সময় দিব্যি বুক ফুলিয়ে গিয়েছিলাম, কিন্তু ফিরতে গিয়ে কিনা এই অবস্থা!... তারপর বুঝলে কিনা, বমি শুরু হল, সব নিংড়ে বেরিয়ে গেল। বুঝতে পারছি ভেতরে আর কিছু নেই, তবু সমানে গা গোলাচ্ছে। হুম!... শেষ অবধি অবিশ্যি পৌঁছুলাম নিজেদের লোকজনের কাছে।' বলতে বলতে সে সজীব হয়ে ওঠে। তার বাদামী রঙের চোখদুটো উত্তেজনায় জ্বলজ্বল ক'রে ওঠে, একটা অদ্ভুত উষ্ণতার আমেজে বড় সুন্দর দেখায়। 'পরদিন সকালে, লড়াইয়ের পর বন্ধুদের বললাম দেশলাই নিয়ে আমার নাকাল হওয়ার কথা। এক বন্ধু তখন আমায় বলল, 'আচ্ছা সের্গেই, তোর লাইটারটা কি তুই হারিয়ে ফেলেছিলি?' আমি সঙ্গে সঙ্গে আমার বুক পকেটে হাত ঠেকালাম – দেখি সেখানেই আছে। বার ক'রে জ্বালালাম – তক্ষুনি জ্বলে উঠল।'

দূরের পপ্‌লার বনের দ্বীপ থেকে হাওয়ার তাড়া খেয়ে মাথার অনেক ওপর দিয়ে সাঁ সাঁ উড়ে চলে গেল দুটো কাক। হাওয়া ওদের দমকে দমকে ছুড়ে ফেলে দিচ্ছিল। সারিটা থেকে ওরা তখন দুশ গজ খানেক দূরে, এমন সময় এক ঘণ্টার বিরতির পর ক্রুতোভ্স্কি পাহাড়ে ফের কামান গর্জে উঠল। প্রথম ছোঁড়া গোলাটা যত এগিয়ে আসে ততই বাড়তে থাকে তার ভীষণ কড়কড় আওয়াজ। শেষকালে তার গর্জন যখন চরম মাত্রায় পৌঁছুল বলে মনে হল, তখন দেখা গেল কাকদুটোর মধ্যে যেটা একটু বেশি ওপরে উড়ছিল সেটা হঠাৎ ঘূর্ণি হাওয়ার মুখে খড়কুটোর মতো ভয়ঙ্কর পাক খেয়ে তেরছাভাবে ডানা ছড়িয়ে দিয়ে তখনও নিজেকে সামলানোর চেষ্টায় কুণ্ডলী পাকিয়ে উড়তে উড়তে একটা বিশাল পোড়া কালো পাতার মতো পড়তে শুরু করেছে।

'মরতে ওড়ার সাধ হয়েছিল!' স্টকম্যানের পেছন পেছন যে লাল ফৌজীটা পা ফেলে আসছিল পুলকিত হয়ে সে বলে ওঠে। 'কী পাকটাই খাওয়াল, অ্যাঁ!'

একটা উঁচু কালচে বাদামী ঘুড়ীর পিঠে চেপে চারদিকে গলা বরফ ছিটোতে ছিটোতে সারির মাথা থেকে ছুটে বেরিয়ে এলো কোম্পানি-কম্যাণ্ডার।

'লাইন ধরে চল।'

ইভান আলেক্সেইয়েভিচ চুপচাপ লম্বা লম্বা পা ফেলে চলছিল। মেশিনগান নিয়ে তিনটে স্লেজগাড়ি টগবগিয়ে ওর পাশ দিয়ে চলে গেল গায়ে খানিকটা গলা বরফ ছিটিয়ে। স্লেজগাড়িগুলো গড়গড়িয়ে চলার সময় একটা থেকে একজন মেশিনগানার গড়িয়ে পড়ে গেল। তাই দেখে লাল ফৌজীদের মধ্যে তুমুল হাসির হররা উঠল। তোপের গাড়ির চালক গালাগাল করতে করতে সজোরে রাশ টেনে ধরে গাড়ির মুখ ঘোরাতে মেশিনগানার চলন্ত গাড়ির ওপর লাফিয়ে ওঠার পর ওদের সেই হাসি থামল।

একচল্লিশ

কার্গিনস্কায়া জেলা বিদ্রোহীদের এক নম্বর ডিভিশনের সুরক্ষা ঘাঁটি হয়ে দাঁড়িয়েছে। কার্গিনস্কায়ায় পজিশন নিয়ে থাকা যে সামরিক কৌশল খাটানোর দিক থেকে খুবই সুবিধাজনক এটা পুরোপুরি বুঝতে পেরেছিল গ্রিগোরি মেলেখভ। তাই স্থির করেছে কোনমতেই এ ঘাঁটি ছাড়া চলবে না। চির-নদীর বাঁ পার বরাবর যে পাহাড় চলে গেছে মাথার দিক থেকে আশেপাশের এলাকার ওপর তার প্রাধান্য থাকায় ব্যূহ রক্ষা করার চমৎকার সুযোগ ছিল কসাকদের। নীচে, চির্-এর অন্য পারে কার্গিনস্কায়া, তার পরেই দক্ষিণে বহু ক্রোশ জুড়ে মৃদু ঢেউ খেলানো স্তেপপ্রান্তর, কোথাও কোথাও আড়াআড়ি তার বুক চিরে চলে গেছে ছোট বড় নালা খাত। পাহাড়ের ওপরে গ্রিগোরি নিজে তিনটি কামানের ব্যাটারী বসানোর উপযুক্ত জায়গা বেছে নিল। অদূরে এলাকাটার মাথার ওপর আধিপত্য বিস্তার করছে একটা ঢিবি। ওক গাছের বন আর উচুনীচু ভাঁজে ঢাকা সেই জায়গাটা নজর রাখার খুব ভালো ঘাঁটি হতে পারে।

কার্গিনস্কায়ার আশেপাশে রোজ লড়াই চলছে। লাল ফৌজ হামলা চালায় সচরাচর দুদিক থেকে – দক্ষিণের স্তেপভূমি ধরে, ইউক্রেনীয় বসতি আস্তাখভো থেকে আর পুবে বকোভস্কায়া জেলা থেকে চির্-এর উজান ধরে ঘন বসতিপূর্ণ গ্রামাঞ্চলের ভেতর দিয়ে। কসাকরা কার্গিনস্কায়ার দুশ গজ ছাড়িয়ে পজিশন নিয়ে পড়ে থাকে, মাঝে মধ্যে দু-একটা গুলি ছোঁড়ে। লাল ফৌজের প্রচণ্ড গুলিগোলার মুখে প্রায় সব সময় জেলা-সদরের দিকে তারা সরে যেতে বাধ্য হয়। সেখান থেকে সোঁতার খাড়া ধার আর সঙ্কীর্ণ খানা ধরে – পাহাড়ের ওপরে। এর চেয়ে বেশি দূরে তাদের ঠেলে দেওয়ার মতো যথেষ্ট শক্তি লাল ফৌজের ছিল না। জেলা-সদরে ঢোকার মুখে পদাতিক সৈন্যরা দোমনা হয়ে একই জায়গায় দাঁড়িয়ে

দাঁড়িয়ে উসখুস করছে। যে পরিমাণ ঘোড়সওয়ার সৈন্য থাকলে ঘুরে এসে পাশ থেকে আক্রমণ চালিয়ে কসাকদের আরও দূরে ঠেলে দেওয়া যেত এবং শত্রুপক্ষের মনোযোগ অন্য দিকে সরিয়ে দিয়ে নিজেদের পদাতিক দলকে সক্রিয় ক'রে তোলা যেত তার অভাবে ওদের মারমুখী অপারেশনের ভীষণ ক্ষতি হতে লাগল। এদিকে পদাতিকদের নিয়ে এ ধরনের সামরিক কৌশল খাটানো সম্ভব নয়। তাদের চলার বেগ কম। দ্রুত সামরিক চালে তারা অক্ষম। কসাকদের বেশির ভাগ সৈন্যই ছিল ঘোড়সওয়ার, মার্চ ক'রে চলার সময় যে-কোন মুহূর্তে পদাতিকদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে মূল উদ্দেশ্য থেকে তাদের সরিয়ে দিতে পারে।

বিদ্রোহীদের আরও একটা সুবিধা এই যে এলাকা সম্পর্কে তাদের জ্ঞান চমৎকার। তাই গিরিখাত ধরে গোপনে ঘোড়সওয়ার-স্কোয়াড্রন ছেড়ে শত্রুপক্ষের ওপর আঘাত হানার একটা সুযোগও তারা হাতছাড়া করত না। লাল ফৌজকে তারা ক্রমাগত তটস্থ করে রেখেছিল, তার অগ্রগতির পথ বন্ধ করে দিয়েছিল।

ইতিমধ্যে লাল ফৌজকে বিধ্বস্ত করার একটা পরিকল্পনা গ্রিগোরির মনে দানা বাঁধল। পিছু হটে যাবার ছল ক'রে ধোঁকা দিয়ে কার্গিনস্কায়ায় এনে ফেলবে শত্রুকে, তারপর পুব ও পশ্চিমের গিরিখাত দিয়ে রিয়াবচিকভের ঘোড়সওয়ার-রেজিমেন্ট ঘুরিয়ে ওদের পাশে এনে ঘিরে ফেলে চূড়ান্ত আঘাত হানবে। সমস্ত খুঁটিনাটি বিচার ক'রে তৈরি হল পরিকল্পনা। সন্ধ্যাবেলায় এক বৈঠকে আলাদা আলাদা ইউনিটের কম্যাণ্ডাররা সকলে নিখুঁত নির্দেশ ও আদেশ পেল। গ্রিগোরির হিসাবে, ডোরের দিকে গা ঢাকা দেওয়া বেশি সুবিধাজনক বলে পাশ দিয়ে সৈন্য ঘোরানো তখনই শুরু করা সমীচীন হবে। সব একেবারে খুঁটির চালের মতো সোজা। সম্ভাব্য যত রকমের দুর্ঘটনা এবং আকস্মিক যা কিছু পরিকল্পনা বানচাল ক'রে দিতে পারে সেগুলো খুঁটিয়ে যাচাই ক'রে, মনে মনে ভেবেচিন্তে দেখার পর গ্রিগোরি দু গেলাস ঘরে চোলাই মদ খেল। তারপর জামাকাপড় না খুলেই বিছানায় গড়িয়ে পড়ল। গ্রেটকোটের ভিজে কিনারা দিয়ে মাথা ঢেকে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে মড়ার মতো ঘুমিয়ে রইল সে।

পরের দিন ভোর প্রায় চারটের সময় লাল ফৌজের দল কার্গিনস্কায়া দখল করে ফেলল। কসাকদের পদাতিক বাহিনীর একটা অংশ ওদের চোখে ধুলো দেবার জন্য জেলা-সদরের ভেতর দিয়ে পাহাড়ের দিকে ছুটতে লাগল। দুটো মেশিনগানের গাড়ি কার্গিনস্কায়ায় ঢোকার মুখে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। দুর্ধর্ষগতিতে ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে তাদের ওপর মেশিনগানের গুলি চালিয়ে দিল। রাস্তাঘাটের ওপর দিয়ে ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ল লাল ফৌজের পদাতিকরা।

গ্রিগোরি ছিল টিলার পেছনে, ব্যাটারীর কাছাকাছি। সে দেখতে পেল লাল

ফৌজের পদাতিকরা কার্গিনস্কায়া দখল করছে, চির্‌-এর কাছে এসে জড় হচ্ছে। ঠিক করা হয়েছিল যে পাহাড়ের নীচে বাগিচাগুলোর মধ্যে যে দুই স্কোয়াড্রন কসাক ওত পেতে ছিল, প্রথম তোপ দাগার পরই তারা আক্রমণে নেমে পড়বে, আর সেই ফাঁকে পাশ থেকে আসা রেজিমেন্টটা ঘেরাও শুরু করে দেবে। ক্রিমভ টিলার ওপর দিয়ে কার্গিনস্কায়ার দিকে মেশিনগানের একটা গাড়ি দ্রুত গড়গড়িয়ে যাচ্ছিল। ব্যাটারী-কম্যাণ্ডার সরাসরি তার ওপর আঘাত করতে যাবে, এমন সময় নজরদার এসে খবর দিল যে সওয়া ক্রোশমতন দূরে ভাটির লাতিশেভস্কি গ্রামে পুলের ওপর তোপ দেখা গেছে - লাল ফৌজীরা একই সঙ্গে বকোভ্‌স্কায়া থেকেও আক্রমণ চালাচ্ছে। 'মর্টার চালাও ওদের ওপর,' চোখ থেকে ফিল্‌ড গ্লাস না সরিয়েই গ্রিগোরি পরামর্শ দিল।

ব্যাটারীর কম্যাণ্ডারের দায়িত্ব পালন করছিল একজন সার্জেন্ট-মেজর। তার সঙ্গে সংক্ষিপ্ত কয়েকটা বাক্যবিনিময়ের পর কামানের নিশানাদার নিশানা ঠিক করল। গোলন্দাজরা তৈরি হয়ে নিল। লেজ দিয়ে মাটি চষে ভারী গমগম আওয়াজ তুলে কামান গর্জে উঠল। কসাকরা স্থির করল ওটা সাড়ে চার ইঞ্চি ব্যাসের মর্টার-কামান হবে। প্রথম গোলাটাই পুলের কিনারায় এসে পড়ল। লালদের গোলন্দাজ বাহিনীর দ্বিতীয় কামানটা ঠিক সেই মুহূর্তে পুলের ওপর উঠছিল। গোলা লেগে কামানের গাড়িতে জোতা ঘোড়াগুলোর বাঁধন উড়ে বেরিয়ে গেল। পরে জানা গিয়েছিল ছয়টার মধ্যে মাত্র একটা বেঁচে যায়। তাও আবার তার পিঠে যে চালকটি সওয়ার হয়ে বসে ছিল, গোলার টুকরোয় তার মাথা পরিষ্কার কাটা পড়ে। গ্রিগোরি দেখতে পেল কামানটার সামনে ভারী গুড়ুম করে আওয়াজ তুলে হলুদ-ধূসর ধোঁয়ার একটা কুণ্ডলী গলগলিয়ে উঠল। ধোঁয়ার মধ্যে ঘোড়াগুলো পেছনের দুপায়ে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে কাটা গাছের মতো ধপাধপ পড়তে লাগল। লোকজন পড়তে পড়তে ছুটে পালাচ্ছে। একজন লাল ফৌজী ঘোড়সওয়ার হাতবোমা পড়ার মুহূর্তে কামানের গাড়ির সম্মুখভাগের কাছাকাছি ছিল। পুলের রেলিং নিয়ে ঘোড়াসমেত সে পড়ল বরফের ওপর।

গোলন্দাজরা এতটা সাফল্য আশা করতে পারে নি। মিনিট খানেকের জন্য টিলার নীচে কামানের আশেপাশে সব নিশ্চুপ। শুধু কিছু দূরে যে নজরদারটা ছিল সে লাফ দিয়ে হাঁটু গেড়ে মাটিতে বসে হাত নাড়তে নাড়তে চিৎকার করে কী যেন বলতে লাগল।

ঠিক সেই মুহূর্তে নীচে চেরি বাগান আর উপকূলসংলগ্ন ঘন ঝোপঝাড়ের ভেতর থেকে নানা কণ্ঠের একটা বেসুরো উল্লাসধ্বনি আর রাইফেলের গুলি ছোঁড়ার কটকট আওয়াজ ভেসে এলো। সাবধানতার কথা ভুলে গিয়ে গ্রিগোরি

টিবির ওপর ছুটে গেল। রাস্তা দিয়ে তখন ছুটে পালাচ্ছে লাল ফৌজীরা। নানা কণ্ঠের এলোমেলো কোলাহল, হুকুম দেওয়ার কর্কশ চিৎকার আর দমকে দমকে গুলির আওয়াজ শোনা যাচ্ছে ওখান থেকে। মেশিনগানের একটা গাড়ি টিলার ওপর ছুটে উঠতে গিয়ে কবরখানার কাছাকাছি এসে আচমকা মুখ ঘুরিয়ে নিল। যে-সমস্ত লাল ফৌজী পালাচ্ছিল এবং ছুটতে ছুটতে মাঝে মাঝে নীচু হয়ে আড়াল নিচ্ছিল তাদের মাথার ওপর দিয়ে মেশিনগানের গুলি ছুঁড়তে লাগল। ওদের গুলির লক্ষ্য সেই কসাক ঘোড়সওয়াররা যারা বাগিচার ভেতর থেকে বাইরে ছড়িয়ে পড়ে ওদের পিছু ধাওয়া করেছিল।

দিগন্তে কসাক ঘোড়সওয়ারদের বন্যাস্রোত খুঁজে বার করার বৃথাই চেষ্টা করল গ্রিগোরি। রিয়াবচিকভের অধীনে যে ঘোড়সওয়ার দলটা পাশ কাটিয়ে এগিয়ে চলে গেছে তার তখনও কোন দেখা নেই। লাল ফৌজীদের মধ্যে যারা বাঁ পাশের ব্যূহে ছিল তারা ততক্ষণে পাশের আর্খিপভ্স্কি গ্রামের কার্গিন্স্কায়ার সংযোগরক্ষাকারী জাবুরুন্নি খাতের ওপরকার পুলের দিকে ছুটে আসছে। এদিকে যারা ডান পাশে ছিল তারা তখনও জেলা-সদর বরাবর ছুটছে আর যে-সমস্ত কসাক চির্-এর সবচেয়ে কাছের দুটো রাস্তা দখল ক'রে রেখেছে তাদের গুলিতে ধপাধপ পড়ছে।

অবশেষে টিলার ওপাশ থেকে রিয়াবচিকভের এক নম্বর স্কোয়াড্রনকে আসতে দেখা গেল। তার পেছন পেছন দু নম্বর, তারপর তিন নম্বর, চার নম্বর। . . . আক্রমণের জন্য তৈরি হয়ে ছড়িয়ে পড়ল স্কোয়াড্রনগুলো। লাল ফৌজীরা ভিড় করে পাহাড়ের ঢাল বয়ে ক্লিমভ্কার দিকে পালাতে যেতে থাকলে তাদের রাস্তা কেটে দেওয়ার মতলবে হঠাৎ বাঁ দিকে মোড় নিল। গ্রিগোরি দস্তানা খুলে হাতের মধ্যে দলা পাকাতে পাকাতে উত্তেজিত হয়ে যুদ্ধের গতিবিধি লক্ষ করে যাচ্ছিল। ফিল্ড গ্লাস ফেলে দিয়ে এবার সে খালি চোখেই দেখতে পেল আক্রমণকারী কসাকদের স্রোতটা প্রবল বেগে ক্লিমভ্কার রাস্তার দিকে এগিয়ে আসছে। লাল ফৌজীরা অপ্রস্তুত হয়ে উলটো দিকে মুখ ঘুরিয়ে একজন একজন করে এবং দলে দলে ভাগ হয়ে আর্খিপভ্স্কি গ্রামের দিকে ছুটছে। সেখানে চির্ নদীর উজানে কসাক পদাতিকদলের প্রচণ্ড তাড়া খেয়ে আর তাদের গুলিগোলার মুখে পড়ে আবার রাস্তার দিকেই ফিরে আসতে বাধ্য হচ্ছে। লাল ফৌজীদের অতি নগণ্য একটা অংশ ব্যূহ ভেদ করে পালাতে সফল হল।

টিলার ওপরে নিস্তব্ধতার মধ্যে ভয়ঙ্কর কাটাকাটি শুরু হয়ে গেল। রিয়াবচিকভের স্কোয়াড্রনগুলো কার্গিন্স্কায়ার দিকে মুখ ঘোরাল। হাওয়ার মুখে খড়কুটোর মতো পিছু তাড়া করে নিয়ে চলল লাল ফৌজীদের। জাবুরুন্নি খাদের ওপরকার পুলটার

কাছে লাল ফৌজের তিরিশজন সৈন্য দলছাড়া হয়ে পড়ল। বাঁচার আর কোন উপায় নেই দেখে তারা রুখে দাঁড়িয়ে গুলি ছুঁড়তে লাগল। ওদের কাছে একটা ভারী মেশিনগান আর বেশ কিছু গুলির ফিতের মজুত ছিল। বাগিচাগুলোর ভেতর থেকে বিদ্রোহীদের পদাতিক সৈন্যরা বেরিয়ে আসতে না আসতেই মেশিনগান ঝড়ের বেগে কাজ শুরু করে দিল। কসাকরা শুয়ে পড়ল, বাড়ির উঠোনের পাথরের পাঁচিল আর চালাঘরের আড়াল দিয়ে গুড়ি মেরে এগোতে লাগল। টিলা থেকে গ্রিগোরি দেখতে পেল ওর দলের কসাকরা কার্গিনস্কায়ার ওপর দিয়ে তাদের নিজেদের মেশিনগান টানতে টানতে দ্রুত ছুটে আসছে। আর্খিপভ্‌কার উপকণ্ঠে একটা বাড়ির উঠোনের কাছে এসে তারা ইতস্তত করতে লাগল। তারপর দৌড়ে ভেতরে ঢুকে গেল। শিগ্‌গিরই সেই বাড়ির গোলাঘরের ছাদ থেকে শুরু হয়ে গেল মেশিনগানের ক্ষিপ্র আক্রমণ। দূরবীন দিয়ে নিরীক্ষণ করার পর মেশিনগানারদেরও দেখতে পেল গ্রিগোরি। একজন সালোয়ার পরা, সাদা মোজার ভেতরে পা গোঁজা। লোকটা তার দুই ঠ্যাং পেছনে ছড়িয়ে মেশিনগানের ঢালের আড়ালে মাথা নীচু করে উপুড় হয়ে শুয়ে আছে ছাদের ওপরে। আরেকজন কাঁধে মেশিনগানের ফিতে জড়িয়ে মই বয়ে ওপরে উঠছে। গোলন্দাজেরা তাদের পদাতিকদের সাহায্য করবে বলে ঠিক করেছে। লাল ফৌজের দলটা প্রতিরোধ করার জন্য যেখানে এসে জমায়েত হয়েছে এক ঝাঁক বিস্ফোরক গোলায় সেই জায়গাটা ছেয়ে গেল। শেষ গোলাটা অনেকটা তফাতে গিয়ে ফেটে পড়ল।

পনেরো মিনিট পরে পুলের কাছের লাল ফৌজের মেশিনগান হঠাৎ চুপ মেরে গেল। পরমুহূর্তেই অল্পক্ষণের জন্য একটা উল্লাসধ্বনি উঠল। উইলো গাছের ন্যাড়া গুঁড়িগুলোর ফাঁক দিয়ে কসাক ঘোড়সওয়ারদের মূর্তিগুলো এক ঝলক দেখা দিল।

সব শেষ।

* * *

গ্রিগোরির হুকুমে কার্গিনস্কায়া আর আর্খিপভ্‌কার বাসিন্দারা তলোয়ারের কোপে কাটা এক শ সাতচল্লিশ জন লাল ফৌজীদের সকলকে আঁকশি আর লগি দিয়ে টেনে এনে ঝাবুরন্নি খাদের পাশে একটা অগভীর গর্তের মধ্যে ফেলে, অল্প করে মাটি চাপা দিল। বিয়াবচিকভ ঘোড়াসমেত ছয়টা দুচাকাওয়ালা গোলাবারুদের গাড়ি আর ব্রিচ-লক ছাড়া মেশিনগান সুদ্ধ একটা গাড়ি দখল করেছে। ক্রিমভ্‌কাতে সামরিক সরঞ্জাম সমেত বেয়াল্লিশটা গাড়ি তার হাতে আসে। কসাকদের চারজন লোক মারা গেছে, জখম হয়েছে পনেরো জন।

লড়াইয়ের পর এক সপ্তাহ ধরে কার্গিনস্কায়ার অবস্থা শান্ত। শত্রুপক্ষ বিদ্রোহীদের দুই নম্বর ডিভিশনের বিরুদ্ধে তার ফৌজ লাগিয়েছে। দেখতে দেখতে তাদের কোণঠাসাও করে দিয়েছে। মিগুলিনস্কায়া জেলার বেশ কতকগুলো গ্রাম – আলেক্সেয়েভস্কি আর চের্নেৎস্কায়া বসতি দখল করার পর চির্-এর উজানের গ্রামের দিকে এগিয়ে এসেছে।

সেখান থেকে রোজ ভোরের আলোর সঙ্গে সঙ্গে শোনা যায় কামানের গর্জন। কিন্তু লড়াইয়ের গতিবিধির খবর অনেক দেরিতে দেরিতে আসতে থাকে। ফলে দুই নম্বর ডিভিশনের ফ্রন্টে পরিস্থিতি যে কী তা স্পষ্ট বোঝার উপায় নেই।

এই কয় দিন অশুভ চিন্তাভাবনা থেকে মুক্তি লাভের জন্য, নিজের চেতনার কণ্ঠরোধের চেষ্টায়, চারধারের সমস্ত ঘটনা এবং তার মধ্যে নিজের অগ্রগণ্য ভূমিকার কথা ভুলে থাকার জন্য গ্রিগোরি মদ খেতে শুরু করেছে। গমের প্রচুর মজুত থাকা সত্ত্বেও আটার দারুণ অভাবে পড়েছে বিদ্রোহীরা। আটাকলগুলো সেনাবাহিনীর চাহিদা মিটিয়ে উঠতে পারছিল না। তাই অনেক সময়ই সেদ্ধ গম খেতে হচ্ছিল কসাকদের। কিন্তু তাই বলে ঘরে চোলাই মদের কোন অভাব ছিল না। চোলাই মদের বন্যাস্রোত বয়ে চলছিল। দনের ওপারে দুদারেভ্স্কি-কসাকদের একটা স্কোয়াড্রন মদে চুর হয়ে ঘোড়ায় চেপে হামলা চালাতে গিয়েছিল। সোজা ঘোড়া ছুটিয়ে মেশিনগানের মুখে পড়ে তাদের অর্ধেকই সাফ হয়ে গেল। মাতাল অবস্থায় পজিশন নিতে যাওয়া আকছার ঘটনা হয়ে দাঁড়াল। গ্রিগোরিকে চোলাই মদ যোগাতে পারলে কসাকরা ধন্য হয়ে যায়। এই যোগানের ব্যাপারে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দেয় প্রোখর জিকভ। কার্গিনস্কায়ার লড়াইয়ের পর গ্রিগোরির অনুরোধে সে বিরাট বিরাট তিন কলসী চোলাই মদ এনে দিয়েছিল, বেশ কিছু গাইয়েকেও এনে জড় করেছিল। গ্রিগোরি তখন বাস্তব জগৎ আর চিন্তাভাবনা থেকে ছাড়া পাওয়ার আনন্দে, মুক্তির আনন্দে রাতভোর কসাকদের সঙ্গে মদ টেনে চলছে। সকালে খোয়ারি ভাঙে, তারপর আরও কয়েক পাত্র চড়ায়। সন্ধ্যা হতে না হতেই আবার ডাক পড়ে গাইয়েদের। নানা কণ্ঠের হাসি-তামাসা, লোকজনের হৈ-হুল্লোড়, নাচগান – এসবই হল সত্যিকারের আনন্দের একটা মোহ সৃষ্টি করার এবং সুস্থ ও ভয়ঙ্কর বাস্তব ঘটনাকে চাপা দেওয়ার চেষ্টামাত্র।

এর পর মদের ঝোঁকটা চট করে অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেল। সকালে টেবিলের ধারে বসতে না বসতেই ভোদ্‌কা গলায় ঢালার একটা অদম্য ইচ্ছে গ্রিগোরিকে পেয়ে বসত। প্রচুর পান করত সে, কিন্তু মাত্রা ছাড়িয়ে যেত না। পায়ে ঠিক

খাড়া হয়ে থাকত। এমন কি সকালের দিকেও যখন সকলে বমি-টমি করার পর টেবিলের ধারে বা মেঝেতে গ্রেটকোট বা ঘোড়া ঢাকার চাদর মুড়ি দিয়ে ঘুমোচ্ছে, তখনও ওকে বেশ প্রকৃতিস্থ দেখাত। শুধু মুখটা বড্ড বেশি ফেকাসে হয়ে যেত, চোখ আরও বেশি কঠোর হয়ে উঠত, মাথার ঝুঁটির কোঁকড়ান গোছা কপালের ওপর ঝুলে পড়ত। দুহাতে ঘন ঘন মাথা টিপে ধরত সে।

চারদিন একটানা মদ্যপান আর হৈহল্লা চালানোর পর ওর মুখে অসুস্থ ফোলা ফোলা ভাব বড় প্রকট হয়ে উঠল। ঘাড় কুঁজো হয়ে গেল। চোখের কোলে ভাঁজ আর কালি পড়ল, চাউনিতে প্রায়ই ফুটে উঠতে লাগল একটা অর্থহীন নির্বোধ কাঠিন্য।

পাঁচ দিনের দিন প্রোখর জিকভ বেশ আশ্বাসের হাসি হেসে প্রস্তাব দিল, 'লিখভিদভে আমার জানাশোনা এক মেয়েমানুষ আছে, চলো তার কাছে। কী বল? অমন সুযোগটা হাতছাড়া কোরো না কিন্তু গ্রিগোরি পান্তেলেয়েভিচ। খাসা মেয়েমানুষ – মিষ্টি যেন তরমুজ! আমি অবিশ্যি নিজে চেখে দেখি নি, তবে জানি। তবে হারামজাদী পোষ মানতে চায় না! বুনো স্বভাবের। যা চাও সঙ্গে সঙ্গে তা পাবে না ও ধরনের মেয়ের কাছে। গায়ে হাত অবধি বুলোতে দেয় না। কিন্তু চোলাই যা বানায় না – তার কোন জবাব নেই! চির্‌-এর সারা তল্লাটে সেরা চোলাই মদ ওর। ওর স্বামী পিছু-হটা দলের সঙ্গে দনেৎসের ওপারে চলে গেছে,' অনেকটা যেন কথায় কথায় এই বলে সে শেষ করল।

লিখভিদভে তারা গেল সেই দিন সন্ধ্যাবেলা। গ্রিগোরির সঙ্গে ছিল রিয়াব্‌চিকভ, খার্লাম্পি ইয়েৰ্মাকভ, হাত-কাটা আলিওশ্‌কা শামিল আর চার নম্বর ডিভিশনের কম্যাণ্ডার কন্দ্রাত মেদ্‌ভেদেভ, যে তার নিজের সেক্টর থেকে এখানে এসে জুটেছিল। প্রোখর জিকভ চলেছে সবার আগে আগে। গ্রামের ভেতরে এসে কদমচালে ঘোড়া চালিয়ে সে একটা গলির ভেতরে মোড় নিল, মাড়াই উঠোনের দিককার একটা ছোট ফটক খুলল। গ্রিগোরি ওর পেছন পেছন ঘোড়া চালিয়ে দিল। ফটকের কাছে গলা বরফের একটা স্তূপ পড়ে ছিল, লাফ দিয়ে সেটা ডিঙোতে গিয়ে গ্রিগোরির ঘোড়াটার সামনের দুই পা বরফের মধ্যে ডুবে গেল। শেষকালে নাক দিয়ে ঘড়ঘড় আওয়াজ করে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে ফটক আর বেড়ার মাথা সমান উঁচু বরফের স্তূপটা পার হল। রিয়াব্‌চিকভ ঘোড়া থেকে নেমে মুখের সাজ ধরে ঘোড়াটাকে টানতে টানতে নিয়ে চলল। খড় আর বিচালির গাদার পাশ দিয়ে গ্রিগোরি আর প্রোখর ঘোড়ায় চড়ে মিনিট পাঁচেক চলল, তারপর চলল একটা ন্যাড়া চেরী বাগানের ভেতর দিয়ে। কাচের মতো ঝনঝন আওয়াজ তুলছে বাগানের শুকনো ডালপালা। গাঢ় নীল রঙে ঢালা আকাশ।

আকাশের বুকে তেরছা হয়ে ঝুলছে সোনার পেয়ালার মতো প্রতিপদের চাঁদ। তারাগুলো মিটমিট করছে। একটা জাদুমাখা নিস্তব্ধতা জাল বুনে চলছে। দূরাগত কুকুরের ডাক আর ঘোড়ার খুরের মচমচ আওয়াজ সেই নিস্তব্ধতাকে ভঙ্গ না ক'রে কেবল তাকে গভীরই ক'রে তুলছে। ঘন চেরী বাগান আর বড় বড় ডালপালা ছড়ানো আপেল গাছের ফাঁক দিয়ে জ্বলজ্বল করছে একটা হলুদ আলোর বিন্দু। তারা ঢাকা আকাশের পটে স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠল নলখাগড়ায় ছাওয়া একটা প্রকাণ্ড কসাক-কুটিরের ছায়ালেখ। গ্রোখর জিনের ওপর থেকেই ঝুঁকে পড়ে বিগলিত ভঙ্গিতে ক্যাঁচক্যাঁচ শব্দে একটা ফটকের পাল্লা খুলল। দেউড়ির কাছে জমা জলে বরফের সর পড়েছে, তার ওপর চাঁদের ছায়া পড়ে কাঁপছে। গ্রিগোরির ঘোড়াটা খুর দিয়ে বরফের সরের কিনারা ভেঙে সঙ্গে সঙ্গে একটা লম্বা নিঃশ্বাস ফেলে দাঁড়িয়ে পড়ল। গ্রিগোরি লাফিয়ে নামল ঘোড়ার পিঠ থেকে, রাশ জড়িয়ে রেলিঙে বেঁধে অন্ধকার বারান্দার ভেতরে ঢুকল। অন্য কসাকরাও ঘোড়া থেকে নামল। রিয়াবচিকভের সঙ্গে গ্রিগোরির পিছন পিছন অস্ফুটস্বরে গান গেয়ে, কলরব করতে করতে তারা ঢুকল।

হাতের আন্দাজে দরজার কড়াটা খুঁজে বার করে গ্রিগোরি দরজা খুলে একটা বড়সড় রান্নাঘরে এসে পড়ল। জোয়ান বয়সী বেঁটেখাটো এক কসাক স্ত্রীলোক চুল্লীর দিকে পিঠ করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মোজা বুনছিল। গড়নটা বেশ ভালো, তিতিরপাখির মতো। মুখখানা রোদে পোড়া তামাটে, ভুরুদুটো কালো, সুন্দর ছাঁদের। চুল্লীর ওপরে তক্তপোষে পড়ে পড়ে ঘুমোচ্ছিল বছর নয়েকের একটা বাচ্চা মেয়ে। মাথার চুল পাট রঙের, দুটো হাত ছড়ানো।

গ্রিগোরি ওপরের জামা-কাপড় না খুলেই টেবিলের ধারে গিয়ে বসল।

'ভোদ্‌কা আছে?'

'তার আগে কি নমস্কার জানানোর কোন দরকার নেই?' গ্রিগোরির দিকে না তাকিয়ে আগের মতোই চটপট বোনার কাঁটা চালাতে চালাতে গৃহকর্ত্রী জিজ্ঞেস করল।

'তাই যদি চাও তাহলে নমস্কার। ভোদ্‌কা আছে?'

বাইরের বারান্দায় বহু কণ্ঠের অস্পষ্ট কথাবার্তা আর পায়ের আওয়াজ মন দিয়ে শুনতে শুনতে চোখের পাতা তুলে খয়েরি রঙের চোখ মেলে সে তাকায় গ্রিগোরির দিকে। মুখ টিপে হাসে।

'ভোদ্‌কা ত আছে। কিন্তু তোমরা কি অনেক নিশাচর এসেছ এখানে রাত কাটানোর জন্যে?'

'অনেক। গোটা ডিভিশন।...'

রিয়াব্‌চিকভ চৌকাট থেকেই নাচের ভঙ্গিতে ডিঙ মেরে বসে তলোয়ারটা মেঝেতে হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে বুটের পায়ায় ভেড়ার লোমের টুপি চাপড়াতে চাপড়াতে ঘরে এসে ঢুকল। দরজায় ভিড় করে ঢুকল অন্য কসাকরা। কে একজন আবার কাঠের হাতা চমৎকার ঠুকে একটা উগ্র নাচের তাল বাজাল।

খাটের ওপর স্তূপাকার হয়ে পড়ল গ্রেটকোটগুলো। অস্ত্রশস্ত্র সব গাদা করে রাখা হল বেঞ্চের ওপর। প্রোখর ব্যস্তসমস্ত হয়ে বাড়ির কর্ত্রীকে টেবিল সাজাতে সাহায্য করল। হাত-কাটা আলিওশ্‌কা শামিল চাট হিশেবে নুনে জারানো বাঁধাকপি আনতে মাটির নীচের ভাঁড়ার ঘরে ঢুকেছিল। নামতে গিয়ে সিঁড়ি দিয়ে আছাড় খেয়ে পড়ে গেল। তার লম্বা কসাক-কোর্তার কোঁচড়ে ভাঙা সরার খোলামকুচি আর একগাদা ভিজে বাঁধাকপি জড়িয়ে নিয়ে শেষকালে বেরিয়ে এলো ওখান থেকে।

মাঝরাতের মধ্যেই দু কলসী চোলাই মদ সাবাড় হয়ে গেল, বাঁধাকপিও কাবার হল সেদার। তখন তারা ঠিক করল একটা ভেড়া জবাই করবে। প্রোখর অন্ধকারে খোয়াড় হাতড়ে একটা জুতসই গোছের ভেড়া ধরল। খার্লাম্পি ইয়ের্মাকভ – তলোয়ার চালানোয় সেও কারও চেয়ে কম যায় না – তলোয়ারের এক কোপে সেটার মাথা কেটে ফেলল সঙ্গে সঙ্গে চালাঘরের নীচে ছালচামড়া ছাড়িয়ে ফেলা হল। গৃহকর্ত্রী উনুন ধরিয়ে বিরাট লোহার কড়াইয়ে ভেড়ার মাংস চাপাল।

আবার কাঠের হাতায় ঠকাঠক নাচের তাল বেজে উঠল। রিয়াব্‌চিকভ পা ছুঁড়ে ছুঁড়ে ঘুরে ঘুরে নাচতে থাকে, বুটের পায়ায় ভয়ঙ্কর চাপড় মারতে মারতে চড়া অথচ বেশ মিষ্টি সপ্তমের সুরে গান ধরে:

নাচ কুঁদ মদ খাও আবার কী চাই!
আঙিনায় গোবুভেড়া খেদানোর নাই।...

'চালাও ফুর্তি!' ইয়ের্মাকভ গর্জন করে উঠল, বারবার তলোয়ার দিয়ে জানলার চৌকাটের জোরটা পরখ করার চেষ্টা করছিল সে।

ইয়ের্মাকভকে ওর অসাধারণ সাহস আর কসাকসুলভ বেপরোয়াভাবের জন্য গ্রিগোরি পছন্দ করত। ওকে শান্ত করার জন্য গ্রিগোরি টেবিলের ওপর তামার মগটা ঠোকে।

'বোকামি কোরো না বলছি খার্লাম্পি!'

ইয়ের্মাকভ বাধ্য ছেলের মতো তলোয়ারটা খাপে পোরে, ঢকঢক করে এক গেলাস চোলাই মদ খেয়ে ফেলে।

গ্রিগোরির পাশে এসে বসে আলিওশ্‌কা শামিল বলল, 'আহা, এমন হুল্লোড়বাজী

করতে পারলে কেউ মরণকেও ডরায় না, গ্রিগোরি পান্তেলেয়েভিচ। তোমায় নিয়ে আমরা গর্ব করতে পারি! দুনিয়ায় একমাত্র তোমার পেছনেই আমরা আছি! এসো, আরও একটা করে একসঙ্গে খাওয়া যাক, কেমন? কই হে প্রোখর, নিয়ে এসো।'

ছাড়া ঘোড়াগুলো পিঠে জিন লাগানো অবস্থায়ই খড়ের গাদার কাছে দাঁড়িয়ে রইল। পালা ক'রে একজন ক'রে উঠে বাইরে গিয়ে তাদের দেখে আসছিল।

একমাত্র ভোর হওয়ার মুখেই গ্রিগোরি টের পেল যে সে মাতাল হয়ে গেছে। সে যেন দূর থেকে শুনতে পাচ্ছিল অন্যদের কথাবার্তা। লাল টকটকে হয়ে উঠেছে চোখের সাদা অংশটা। অতি কষ্টে রক্তচক্ষু ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে অনেক চেষ্টায় সজাগ রাখে চেতনা।

'সোনার কাঁধপটিওয়ালারা আবার আমাদের ওপর মাতব্বরি ফলাচ্ছে! সমস্ত ক্ষমতা ওরা নিজের হাতে নিয়ে নিয়েছে!' গ্রিগোরিকে জড়িয়ে ধরে গর্জে ওঠে ইয়ের্মাকভ।

'কিসের কাঁধপটি?' ইয়ের্মাকভের হাত সরিয়ে দিতে দিতে গ্রিগোরি জিজ্ঞেস করে।

'ভিওশেনস্কায়াতে। কী আশ্চর্য! তুমি জানো না নাকি? ককেশাসের এক প্রিন্স বসে আছে না! সোনার কাঁধপটিওয়ালা ... একজন কর্ণেল! ওটাকে কেটে কুচি কুচি করব! মেলেখভ! আমার প্রাণ তোমার পায়ে সঁপে দেবো, আমাদের ছেড়ে যেয়ো না! কসাকরা চঞ্চল হয়ে পড়েছে। ভিওশেনস্কায়া নিয়ে চল আমাদের – সব মেরে ধরে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে ফেলব! ওই কর্ণেল, কুদিনভটাকে – সবাইকে মারব! অনেক সয়েছি আমরা ওদের অত্যাচার! এসো, একই সঙ্গে লাল ফৌজ আর ক্যাডেট – দুটোর সঙ্গেই লড়া যাক! এটাই আমি চাই!'

'কর্ণেলটাকে আমরা মারব। বেটা কোন মতলবে রয়ে গেছে ... খার্লাম্পি! এসো, সোভিয়েত সরকারের কাছে গিয়ে আমরা পায়ে ধরে বলি, অপরাধ হয়ে গেছে ...' বলতে বলতে মুহূর্তের জন্য গ্রিগোরির সংবিৎ ফিরে এলো। বাঁকা হাসি হেসে সে যোগ করল, 'আমি তামাসা করছিলাম খার্লাম্পি – মদ খাও!'

মেদভেদেভ কড়া গলায় বলল, 'কেন তামাসা করছ মেলেখভ? ওসব তামাসা ছাড়। ব্যাপার বড় গুরুতর। আমরা এই সরকারকে ঝেড়ে ফেলে দিতে চাই। সবগুলোকে খেদাব – তোমাকে বসাব। কসাকদের সঙ্গে আমি কথা বলে দেখেছি – ওরা রাজী। কুদিনভ আর তার সাঙ্গপাঙ্গদের কাছে গিয়ে সোজা বলব, 'ভালোয় ভালোয় কেটে পড়। তোমাদের দিয়ে আমাদের কাজ নেই।' যদি যায় ত ভালোই। আর যদি না যায় তাহলে ভিওশেনস্কায়ায় একটা রেজিমেন্ট পাঠিয়ে দেব আমরা – ওদের বাপের নাম ভুলিয়ে ছাড়ব।'

'ওসব কথা আর নয়!' গ্রিগোরি খাপ্পা হয়ে এক ধমক লাগায়।

মেদ্‌ভেদেভ কাঁধ ঝাঁকিয়ে টেবিল ছেড়ে সরে গেল। আর মদ ছুঁল না। এদিকে এক কোনায় বেঞ্চের ওপর আলুথালু মাথা ঝুঁকিয়ে বসে নোংরা মেঝের ওপর হাত দিয়ে আঁক কাটতে কাটতে রিয়াব্‌চিকভ বিলাপের সুরে গেয়ে চলে:

আহা আমার নাগর, আহা,
বেচারা তুই, মাথাটা তোর হেলা।
একটু হেলা, লক্ষ্মী আমার, ওরে . . .
উঁহু, ডাইনে একটুখানি হেলো।
ডাইনে, পরে একটুখানি বাঁয়ে,
আমার বুকে, দুধের মতো সাদা বুকের পরে।

ওর মিষ্টি মেয়েলি গলার সপ্তমের করুণ সুরের সঙ্গে চাপামতন মোটা গলার সুর মিলিয়ে আলিওশ্‌কা শামিল ধরে:

তোর বুকেতে গুঁজে আমি মাথা,
গভীর দুখে নিশ্বাস ফেলি ঘন . . .
গভীর দুখে নিশ্বাস ফেলি ঘন,
শেষবারেতে একটি কথাই বলি:
'সে প্রেম আমার সঙ্গে আজি নাই
দোহাই, ওরে, বিদেয় হয়ে চুলোয় নে গে ঠাঁই!'

জানলার বাইরে যখন ভোরের লাল-বেগনী আভা দেখা দিতে শুরু করেছে তখন গ্রিগোরিকে গৃহকর্ত্রী ধরে ধরে শোবার ঘরে নিয়ে চলল।

ইয়েমাকভ এক মগ চোলাই মদ নিয়ে ওদের পেছন পেছন আসছিল। গ্রিগোরিকে অনেক কষ্টে এক হাতে ধরে রেখে সামলাতে সামলাতে আরেক হাতে ইয়েমাকভকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে সে বলল, 'অনেক মদ খাইয়েছ ওকে। আর নয়! এবারে ছেড়ে দাও। শয়তানের ঝাড় সব!'

টলতে টলতে ইয়েমাকভ চোখ টিপে বলল, 'বিছানায় ভোরের ফুর্তি লোটার মতলব বুঝি, অ্যাঁ?' ওর হাতের মগ থেকে খানিকটা মদ চলকে পড়ল।

'হ্যাঁ, ঘুমোতে হবে।'

'এখুনি কিন্তু ওর সঙ্গে শুতে যেয়ো না, কোন মজা পাবে না। . . .'

'তোমার অত মাথা ঘামাতে হবে না! তুমি আমার শ্বশুর ঠাকুর নও!'

'বরং হাতাটা নিয়ে যাও!' খিক খিক করে মাতালের হাসি হেসে গড়িয়ে পড়তে পড়তে ইয়েমাকভ বলল।

'বেহায়া শয়তান কোথাকার! মদ গিলে মাথাটা একেবারেই গেছে দেখছি।'

গ্রিগোরিকে সে ঘরের ভেতরে ঠেলে ঢুকিয়ে দিল। ওকে বিছানায় শুইয়ে দিল। আধা অন্ধকারের মধ্যে বিতৃষ্ণা আর করুণার দৃষ্টিতে গ্রিগোরির মড়ার মতো, ফেকাসে মুখ নিরীক্ষণ করে দেখল। গ্রিগোরির চোখের পলক পড়ছে না, শূন্য দৃষ্টি।

'কিছু ফলসেদ্ধ খাবে?'

'নিয়ে এসো।'

এক গেলাস ঠাণ্ডা চেরীফলসেদ্ধ নিয়ে এসে সে বিছানায় বসে। গ্রিগোরি যতক্ষণ না ঘুমিয়ে পড়ে ততক্ষণ ওর মাথার জটপাকানো চুলে আঙুল বুলিয়ে দেয়, বিলি কেটে দেয়। নিজের বিছানা সে পাতল চুল্লির ওপরকার তক্তপোষে মেয়ের পাশে। কিন্তু শামিলের জ্বালায় ঘুমোতে পারল না। কনুইয়ে মাথা রেখে শামিল ভড়কে যাওয়া ঘোড়ার মতো ঘড়ঘড় করে নাক ডাকাচ্ছে। তারপর হঠাৎ একসময় যেন ধাক্কা খেয়ে জেগে ওঠে ধড়মড় করে, ভাঙা গলায় গেয়ে ওঠে:

লড়াই থেকে ফিরছি ঘরে!
কাঁধপটি সব বুকের পরে,
ক্রসগুলো সব কাঁধের পরে।...

মাথাটা হাতের ওপর এলিয়ে দেয়। কয়েক মিনিট পরে চোখ বড় বড় ক'রে বন্য দৃষ্টিতে চারপাশে তাকায়, ফের শুরু করে:

লড়াই থেকে ফিরছি ঘরে!...

বেয়াল্লিশ

পরদিন সকালে ঘুম ভাঙতে গ্রিগোরির মনে পড়ে গেল ইয়েৰ্মাকভ আর মেদ্‌ভেদেভের সঙ্গে ওর কথাবার্তা। রাতেও মদ খেয়ে সে অতটা বেহুঁশ হয় নি। তাই একটু চেষ্টা করতেই সরকার বদল করা নিয়ে যা যা কথা হয়েছিল সব ওর মনে পড়ল। ও বেশ বুঝতে পারল লিখভিদভের এই পানোৎসবের আয়োজন একটা বিশেষ উদ্দেশ্যে করা হয়েছিল – অভ্যুত্থানের সঙ্গে গ্রিগোরিকে জড়ানো ওদের মতলব। কসাকদের মধ্যে বামপন্থার দিকে যাদের ঝোঁক তারা গোপনে গোপনে স্বপ্ন দেখত দন প্রদেশ থেকে সম্পূর্ণ আলাদা হয়ে সোভিয়েত সরকারের মতো নিজেদের একটা সরকার গড়ে তুলবে – তবে কমিউনিস্টদের

ছাড়া। কুদিনভের বিরুদ্ধে তারা ষড়যন্ত্রের জাল বুনছিল। দনেৎসের দিকে গিয়ে দন আর্মির সঙ্গে মেলাই যে তার উদ্দেশ্য একথা কুদিনভ স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছিল। বিদ্রোহীদের নিজেদের শিবিরে দলাদলি থাকলে তার ফল যে কী মারাত্মক হতে পারে সেটা না বুঝেই গ্রিগোরিকে ওরা দলে টানার চেষ্টা করছিল। লাল ফৌজের ফ্রন্ট দনেৎসের কাছে টাল খেয়ে গেলেও এই অবস্থায় যে-কোন মুহূর্তে অনায়াসে সমস্ত রকম 'অভ্যন্তরীণ কোন্দল' ওদের উড়িয়ে দিতে পারে। 'ছেলেখেলা হচ্ছে,' মনে মনে কথাগুলো বলতে বলতে আলগোছে লাফিয়ে বিছানা থেকে নামল গ্রিগোরি। জামাকাপড় পরার পর ইয়ের্মাকভ আর মেদ্‌ভেদেভকে ঘুম থেকে ডেকে তুলল। ভেতরের ঘরে ওদের ডেকে এনে ঘরের দরজা ভালো করে বন্ধ করল।

'এবারে তোমাদের যা বলি শোনো ভাই। গতকাল যা যা কথাবার্তা হয়েছে সব মাথা থেকে ঝেড়ে ফেল। কোন কথা নয়, নইলে তোমাদের খারাপ হয়ে যাবে বলছি! কে হুকুম দিচ্ছে সেটা কথা নয়। কুদিনভ কোন ব্যাপার নয়। আসল কথাটা এই যে আমরা ঘেরাও হয়ে পড়েছি, আমাদের অবস্থা পাতে জড়ানো পিপের মতো। আজ হোক কাল হোক ওই বেড় আমাদের পিষে মারবে। রেজিমেন্ট ভিওশেনস্কায়ায় পাঠাতে হবে না, পাঠাতে হবে মিগুলিনস্কায়া আর ক্রাসনকুত্‌স্কায়াতে,' মেদ্‌ভেদেভের গম্ভীর, নিরাবেগ মুখের ওপর থেকে দৃষ্টি না সরিয়ে অর্থব্যঞ্জকভাবে জোর দিয়ে গ্রিগোরি বলল। 'তাই বলি কি কমরাড, গোলমাল পাকিয়ে কোন লাভ নেই! তোমরা নিজেদের মাথা খাটাও। তাহলেই বুঝতে পারবে – আমরা যদি কম্যাণ্ডারদের হুকুম তুচ্ছতাচ্ছিল্য করতে শুরু করি আর সৈন্যদের মধ্যে বিদ্রোহের নানা রকম উস্কানি দিতে থাকি, তাহলে আমাদের আর দেখতে হবে না। হয় সাদাদের সঙ্গে নয়ত লালদের সঙ্গে আমাদের যোগ দিতে হবে। মাঝামাঝি কোন রাস্তা নেই – আমাদের পিষে মেরে ফেলবে।'

'কথাবার্তা বাইরে যেন চাওড় না হয়,' মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে ইয়ের্মাকভ অনুনয় করে বলল।

'আমাদের মাঝখানেই থাকবে, তবে একটি শর্তে – কসাকদের ভেতরে জল ঘোলা করা তোমাদের বন্ধ করতে হবে। কুদিনভ আর তার সাঙ্গপাঙ্গদের কথা বলছ? পুরোপুরি ক্ষমতা ওদের নেই – আমার যেমন ক্ষমতা তেমনি করে আমার নিজের ডিভিশন চালাই। ওদের অবস্থা করুণ, কোন সন্দেহ নেই। ওরা ফের ক্যাডেটদের সঙ্গে আমাদের ভিড়িয়ে দেবার চেষ্টা করছে – সুযোগ পেলেই দেবে। কিন্তু কোথায় আমরা যাব কাল? আমাদের সামনে কোন রাস্তাই যে খোলা নেই দেখছি। আমাদের ওরা খোঁড়া ক'রে রেখেছে।'

'সে কথা সত্যি,' অনিচ্ছাসত্ত্বেও মেনে নিতে হয় মেদ্‌ভেদেভকে। এতক্ষণ

কথাবার্তার মধ্যে এই প্রথম ভালুকের মতো ক্রোধে ভরা কুতকুতে চোখদুটো তুলে তাকায় গ্রিগোরির দিকে।

এর পর কার্গিন্‌স্কায়ার আশেপাশের গ্রামগুলোয় পর পর আরও দুদিন মদ খেয়ে মাতলামির বন্যায় গা ভাসিয়ে কাটিয়ে দিল গ্রিগোরি। ওর ঘোড়ার জিনের তলার কাপড়টা পর্যন্ত মদের গন্ধে ভরে উঠেছিল। মেয়েমানুষেরা আর যে সব ছুকরি তাদের কুমারীত্বের ফুল খুইয়েছিল তারা সকলে এখন গ্রিগোরির ক্ষণিক প্রণয়ের ভাগ নিয়ে ওর হাত পার হল। কিন্তু রোজ সকালে শেষতম আনন্দের কামোচ্ছ্বাস পরিতৃপ্ত হওয়ার পর গ্রিগোরি যেন অন্য কারও বিচার করতে বসেছে এই ভাবে ঠাণ্ডা মাথায় নিস্পৃহচিত্তে চিন্তা করে: 'জীবনটা ত বেশ কাটালাম, এর মধ্যে যা যা ভোগ করার সবই ভোগ করা হল। অনেক মেয়েমানুষ আর ডবকা মেয়েদের সঙ্গে প্রেমলীলা করেছি। ভালো ভালো ঘোড়ায় চড়ে . . . আহা! . . . স্তেপের মাঠ চষে বেড়িয়েছি। বাপ হওয়ার আনন্দ পেয়েছি, মানুষ খুন করেছি, নিজে মরণের মুখোমুখি হয়েছি, দুচোখ ভরে নীল আকাশ দেখেছি। জীবন আর নতুন কী আমাকে দেখাবে? নতুন আর কিছু নেই! ইচ্ছে করলে এখন মরা যেতে পারে। তেমন সাংঘাতিক কিছু নয়। তাই লড়াইও এখন খেলতে পারি বড়লোকের মতো, কোন ঝুঁকি না নিয়ে। হারলেও বিশেষ লোকসান নেই!'

একটা নীল রোদ-ঝলমলে দিনের মতো ছেলেবেলার ছাড়া ছাড়া স্মৃতি মনের আকাশে ভেসে চলেছে। ইঁটপাথরের পাঁজার মধ্যে ময়নার বাসা, তপ্ত ধুলোমাটির ভেতরে বাচ্চা গ্রিশার – ওর নিজের খালি পা, জমাট বাঁধা ধ্যানগম্ভীর দন, জলের বুকে শ্যামল বনরেখার প্রতিফলন, বন্ধুদের ছেলেমানুষী কচি মুখগুলো, ওর মা – অল্পবয়সী, সুন্দর দেহের বাঁধুনি। . . . গ্রিগোরি হাতের তালু দিয়ে চোখ বন্ধ করে। ওর মনের চোখের সামনে দিয়ে একের পর এক চলে যেতে থাকে কত পরিচিত মুখ, কত ঘটনা – অনেক সময় নেহাৎই তুচ্ছ অথচ কেন যেন স্মৃতিতে গাঁথা হয়ে থাকে। হারানো লোকজনের ভুলে যাওয়া নানা কণ্ঠস্বর, কথাবার্তার টুকরো, বহু মুখের হাসি বেজে চলে স্মৃতির বুকে। স্মৃতির কিরণে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে অনেক কালের ভুলে যাওয়া, কোন এক সময়ে দেখা এক প্রাকৃতিক দৃশ্য। হঠাৎ চোখ-ধাঁধান-আলোয় গ্রিগোরির সামনে জেগে ওঠে স্তেপের বিশাল বিস্তার, গরমকালে চলাচলের সড়ক, গোরুর গাড়ি। সামনে গাড়োয়ানের আসনে বসে আছে ওর বাবা। বলদ, চষাখেত, মাঠে কাটা সোনালি ফসলের নাড়া। পথের ওপর ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসে আছে একপাল কালো কালো দাঁড়কাক। . . . চিন্তাজালের মধ্যে জড়িয়ে পড়ে ছটফট করতে থাকে গ্রিগোরি। অতীত নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে, যে জীবন আর ফিরে আসবে না তারই মাঝখানে যেন হোঁচট খেয়ে

পড়ল আক্সিনিয়ার সামনে। 'আমার ভালোবাসার ধন, তোমায় আমি কখনও ভুলব না!' মনে মনে ভাবে আর পাশের ঘুমন্ত মেয়েমানুষটার কাছ থেকে নাক সিঁটকে সরে আসে। দীর্ঘশ্বাস ফেলে, অধীর হয়ে অপেক্ষা করে কখন ভোর হবে। তপ্ত কাঞ্চনবর্ণের সূর্য সবে পুব-আকাশে সোনালি-লালের আল্পনা আঁকতে শুরু করেছে, অমনি গ্রিগোরি লাফিয়ে উঠে হাতমুখ ধুয়ে তড়বড়িয়ে ঘোড়ার কাছে চলে যায়।

তেতাল্লিশ

স্তেপের মাঠের সর্বগ্রাসী দাবানলের মতো দাউ দাউ করে ছড়িয়ে পড়েছে বিদ্রোহের আগুন। অবাধ্য জেলাগুলোর চারধারে ছোট হয়ে আসছে ফ্রন্টের ইস্পাত-বেষ্টনী। লোকজনের মুখের ওপর লোহার ছাঁকা দিয়ে আঁকা নিয়তির কঠিন দণ্ড। কসাকরা যেন জীবন নিয়ে পাশা খেলছে, অনেকেই উলটো দানে হারছে। ছেলেছোকরারা চুটিয়ে প্রেম করছে। যারা একটু বয়সে বড় তারা চোলাই মদ টেনে গড়াগড়ি যাচ্ছে, টাকাপয়সা আর বুলেট বাজি রেখে (এখানে বলে রাখা ভালো বুলেটের কদর ছিল যে-কোন দামী জিনিসের চেয়েও বেশি) তাস খেলছে। ছুটি নিয়ে বাড়ি ফিরছে, যাতে অন্তত এক মিনিটের জন্যও বিরক্তিকর রাইফেলটা দেয়ালে হেলান দিয়ে রেখে কুড়ুল কিংবা দা হাতে নিতে পারে, প্রাণ ভরে বিশ্রাম নিতে পারে, মিষ্টি গন্ধে ভরপুর বেতের বেড়া বুনতে কিংবা বসন্তকালে মাঠের কাজের জন্য মই বা গোরুর গাড়ি মেরামত করতে পারে। অনেকে শান্তিময় জীবনের খানিকটা স্বাদ পাওয়ার পর তাদের ইউনিটে ফেরে মাতাল হয়ে। তারপর প্রকৃতিস্থ হয়ে তাদের 'শস্তার জীবনটার' ওপর বিরক্তিবশত পায়ে হেঁটে সোজা হামলা চালায় শত্রুপক্ষের মেশিনগানের মুখোমুখি। আর ঘোড়ার পিঠে থাকলে ঘোড়ার অস্তিত্ব পর্যন্ত ভুলে গিয়ে প্রচণ্ড আক্রোশে উন্মত্ত বেগে নৈশ হামলায় ঝাঁপিয়ে পড়ে, বন্দীদের ধরে আদিম বর্বরদের মতো নির্মম লাঞ্ছনা করে তাদের, বুলেটের মায়া ক'রে তলোয়ারের কোপে খতম করে।

এদিকে বসন্ত সে বছর তার অপূর্ব রূপরস নিয়ে দেখা দিয়েছিল। কাচের মতো স্বচ্ছ নির্মল এপ্রিলের দিনগুলো। নীলিমার প্রবাহ ঢালা দুর্গম আকাশে তূর্যধ্বনি তুলে বলাকা আর বুনো হাঁসের ঝাঁক একের পর এক উড়ে যায়, মেঘের রাশিকে পেছনে ফেলে ভেসে যায় উত্তরের দিকে। পুকুরের ধারে খাবারের সন্ধানে বসেছে রাজহাঁসের দল, স্তেপের হাল্কা সবুজ গালিচার ওপর ছড়ানো মুক্তোর মতো ঝলমল করছে। পাখিদের কলকাকলি আর অবিরাম চিৎকারে মুখরিত হয়ে

উঠেছে দনের পারের জলামাঠ। জলে ডোবা ঘাসজমির বুকে, যেখানে যেখানে মাটি আর ঘাসের চাপড়া জেগে আছে সেখানে হাঁসের দল উত্তরে চলে যাবার জন্য তৈরি হয়ে নিজেদের মধ্যে ডাকাডাকি করছে, বেতের ঝোপের ভেতরে কামোন্মাদনায় বিভোর মদ্দা হাঁসগুলো অবিরাম শিহরণ ধ্বনি তুলছে। উইলো গাছে সবুজ ঝুমকো ঝুলছে। পপ্‌লারের কুঁড়ি দেখা দিয়েছে – চটচটে, গন্ধে ম ম করছে। অবর্ণনীয় সৌন্দর্যে ভরপুর স্তেপের মাঠ – সামান্য সবুজের আভা ধরেছে, বরফগলা কালোমাটি আর চিরনূতন কচি ঘাসের পুরনো গন্ধে ভরে উঠেছে।

বিদ্রোহীদের এই লড়াইয়ের মধ্যে একটা ভালো এই যে প্রত্যেকটি সেপাই নিজের গাঁয়ের কাছাকাছি আছে। চৌকি আর গোপন ঘাঁটির পাহারাদারের কাজ করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়লে বা ঘোড়ায় চড়ে টিলা আর গিরিপথে টহল দিতে দিতে হয়রান হয়ে গেলে কসাক তার স্কোয়াড্রন-কম্যাণ্ডারের অনুমতি নিয়ে বাড়ি যায়, পল্টনের ঘোড়ায় করে নিজের জায়গায় থুত্থুড়ে বুড়ো ঠাকুর্দা বা নাবালক ছেলেকে পাঠিয়ে দেয়। অবিরাম আসা যাওয়া সত্ত্বেও স্কোয়াড্রনগুলোতে সৈন্যসংখ্যা সব সময়ই পুরো থাকত। ওদের মধ্যে কেউ কেউ আবার আরেকটা ফন্দি বার করেছিল। সূর্য ডোবার সঙ্গে সঙ্গে স্কোয়াড্রনের আস্তানা ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে, জোর কদমে ঘোড়া ছুটিয়ে দশ-পনেরো ক্রোশ পথ পাড়ি দেয়, রাতের আঁধার নামতে না নামতেই বাড়ি পৌঁছে যায়। বৌ কিংবা প্রণয়িনীর সঙ্গে রাতটা কাটিয়ে দিয়ে দ্বিতীয় প্রহরের মোরগ ডাকার পর ঘোড়ার পিঠে জিন চাপায়, আকাশের বুকে শুকতারা মিলিয়ে যাবার আগেই ফের স্কোয়াড্রনে চলে আসে।

বাড়ির কাছাকাছি লড়তে হচ্ছে বলে বহু আমুদে কসাকের আনন্দ আর ধরে না। ঘন ঘন বৌদের দেখা পাওয়ায় এখন তারা ঠাট্টা করে বলছে, 'না, মরার কোন মানে হয় না!'

ওপরওয়ালাদের বেশ ভয় বসন্তের ক্ষেতের কাজ শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কসাকরা পল্টন থেকে ফেরার না হতে থাকে। কুদিনভ বিশেষ করে প্রতিটি ইউনিট ঘুরে ঘুরে দেখে যায়, নিজের অনভ্যস্ত দৃঢ়তার সঙ্গে জানায়: 'আমাদের ক্ষেত খালি পড়ে থাকে সেও ভালো, আমরা জমিতে বীজ ছড়াব না সেও ভালো, কিন্তু কোন ইউনিট থেকে কোন কসাককে ছাড়ার অনুমতি আমি দেব না! যারা বিনা অনুমতিতে নিজেদের খেয়ালখুশিমতো পল্টন ছেড়ে যাচ্ছে তাদের কেটে ফেলা হবে, গুলি করে মারা হবে!'

চুয়াল্লিশ

আরও একটা যুদ্ধে, ক্লিমভ্‌কার কাছে একটা লড়াইয়ে যোগ দিতে হয়েছিল গ্রিগোরিকে। এক দিন দুপুরের দিকে গ্রামের শেষ প্রান্তের বাড়িগুলোর আশেপাশে দুপক্ষের গুলিবিনিময় শুরু হয়ে গেল। কিছুক্ষণ পরে লাল ফৌজের সারিগুলো এগিয়ে এলো ক্লিমভ্‌কার দিকে। বাঁ দিক থেকে সমান তালে এগিয়ে আসতে থাকে কালো জাহাজী কোর্তা-পরা নাবিকের দল – বাল্‌টিক নৌবহরের কোন এক জাহাজের নাবিক তারা। দুর্ধর্ষ আক্রমণ চালিয়ে তারা কার্গিন্‌স্কায়া বিদ্রোহী রেজিমেন্টের দুটো স্কোয়াড্রনকে গ্রাম থেকে ঠেলে বার করে দিল, গিরিখাত ধরে হটিয়ে দিল ভাসিলেভ্‌স্কির দিকে।

গ্রিগোরি একটা নীচু টিলা থেকে যুদ্ধের গতিবিধি লক্ষ করছিল। গোলাবারুদ ভর্তি একটা দুচাকাওয়ালা গাড়ির কাছে গ্রিগোরির ঘোড়া নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল প্রোখর জিকভ। পাল্লা যখন লাল ফৌজের ইউনিটগুলোর দিকে ঝুঁকতে শুরু করেছে, এমন সময় গ্রিগোরি হাতের দস্তানা নেড়ে প্রোখরকে ইঙ্গিত করল। প্রোখর ঘোড়া আনতে চলন্ত ঘোড়ার পিঠেই সে লাফিয়ে উঠে পড়ল, দ্রুত দুলকি চালে গিরিপথ দিয়ে নেমে চলে গেল গুসিন্‌কার দিকে। ও জানত, সেখানে উপকূলের কাছাকাছি জলাভূমিতে দুই নম্বর রেজিমেন্টের একটা ঘোড়সওয়ার-স্কোয়াড্রন লুকানো আছে। বাগ-বাগিচা আর বেড়ার মাঝখান দিয়ে পথ করে স্কোয়াড্রনের আস্তানার দিকে রওনা দিল সে। কসাকরা ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে আয়েস করছে। ওদের ঘোড়াগুলো খোঁটার সঙ্গে বাঁধা। দূর থেকে তা দেখতে পেয়ে গ্রিগোরি তলোয়ার উঁচিয়ে ধরে চিৎকার ক'রে বলল, 'ঘোড়ায় চাপ!'

দুশ জন ঘোড়সওয়ার মুহূর্তের মধ্যে যার যার ঘোড়া নিয়ে তৈরি হয়ে গেল। স্কোয়াড্রন-কম্যাণ্ডার ঘোড়া ছুটিয়ে গ্রিগোরির কাছে এগিয়ে এলো।

'হামলা চালাব?'

'অনেক আগেই শুরু করা উচিত ছিল! অমন হাঁ করে থাকলে চলে!' গ্রিগোরির চোখদুটো ধ্বক্ ধ্বক্ করে ওঠে।

রাশ টেনে ঘোড়া থামিয়ে পিঠ থেকে নেমে পড়ে গ্রিগোরি। এমনই কপাল যে ঠিক এই সময় জিনের কষি টেনে বাঁধতে গিয়ে দেরি হয়ে গেল। ঘর্মাক্ত-কলেবর উত্তেজিত ঘোড়াটা ভেতর থেকে ঘড়ঘড় আওয়াজ বার বরে পেট ফুলিয়ে ছটফট করতে থাকে, রাগে দাঁত কড়মড় করতে করতে পাশ থেকে গ্রিগোরিকে ধাক্কা মেরে ফেলে দেওয়ার চেষ্টা করে। তাইতে কষি বাঁধা দায় হয়ে দাঁড়াল। শেষকালে জিন ভালোমতো বাঁধা হলে গ্রিগোরি রেকাবে পা গলায়। এদিকে গোলাগুলির

আওয়াজ ক্রমেই বাড়তে থাকায় স্কোয়াড্রন-কম্যাণ্ডার হতবুদ্ধি হয়ে সে দিকে কান পেতে ছিল। তার দিকে না তাকিয়েই গ্রিগোরি বলে উঠল, 'স্কোয়াড্রন চালিয়ে নিয়ে যাব আমি। ট্রুপের সার বেঁধে কদমচালে ঘোড়া ছুটিয়ে গাঁয়ের শেষ সীমানা অবধি এগিয়ে চল।'

গ্রামের বাইরে আসার পর গ্রিগোরি আক্রমণের জন্য তৈরি হয়ে তার স্কোয়াড্রনকে ছড়িয়ে দিল। খাপ থেকে তলোয়ার সহজে বার করা যাচ্ছে কিনা পরখ করে দেখল। তারপর স্কোয়াড্রন থেকে পঞ্চাশ পা মতো সামনে এগিয়ে গিয়ে গতিবেগ বাড়িয়ে ছুটে চলল ক্লিমভ্‌কার দিকে। দক্ষিণে ক্লিমভ্‌কার দিকে যে টিলাটা নেমে গেছে তার মাথার ওপর আসার পর মুহূর্তের জন্য রাশ টেনে সে ঘোড়া থামাল। চারদিক ভালো করে দেখে নিল। ঘোড়সওয়ার আর পদাতিক লাল ফৌজীরা গ্রামের ওপর দিয়ে ছুটছে, পিছু হটছে তারা। ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটছে রসদ ইউনিটের দুচাকার গাড়ি আর অন্যান্য গাড়িগুলো। গ্রিগোরি স্কোয়াড্রনের দিকে অর্ধেক ঘাড় ফেরাল।

'তলোয়ার বার কর! ঝাঁপিয়ে পড়! ভাইসব, আমার পেছন পেছন চলে এসো!' হাল্‌কাভাবে তলোয়ার উঁচিয়ে ধরে প্রথম সে চিৎকার করে উঠল, 'রে-রে-রে-রে!' সঙ্গে সঙ্গে সর্বাঙ্গে একটা ঠাণ্ডা স্রোত আর পরিচিত হাল্‌কা ভাব টের পেল, টগবগিয়ে সামনে ছুটিয়ে দিল ঘোড়া। ওর বাঁ হাতের আঙুলে জড়িয়ে ধরা টানটান রাশ থরথর করে কাঁপছে। মাথার ওপরে উঁচিয়ে ধরা তলোয়ারের ফলা মুখোমুখি হাওয়ার স্রোত কেটে সাঁই সাঁই আওয়াজ তুলছে।

বসন্তের হাওয়ায় একটা প্রকাণ্ড সাদা মেঘ কুণ্ডলী পাকিয়ে উঠে মুহূর্তের জন্য সূর্যকে ঢেকে দিল। একটা ধূসর ছায়া গ্রিগোরিকে ছাড়িয়ে যেন ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ল টিলার গা বয়ে। সামনে এগিয়ে আসতে থাকে ক্লিমভ্‌কার বাড়িঘর। গ্রিগোরি সেখান থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিয়ে তাকাল ধূসর ছায়াটার দিকে। গৈরিক মাটি এখনও শুকোয় নি। তার বুকের ওপর দিয়ে গড়িয়ে চলেছে ছায়াটা। সামনের দিকে ছুটতে ছুটতে কোথায় যেন উধাও হয়ে গেল খুশিভরা ঝলমলে হলদে আলোর টুকরোটা। হঠাৎ কেন যেন মাটির ওপর দিয়ে ছুটন্ত সেই আলোর টুকরোটার নাগাল ধরার একটা দুর্বোধ্য অবচেতন ইচ্ছা ওকে পেয়ে বসে। গ্রিগোরি তার ঘোড়া দাবড়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটিয়ে দেয়। ছুটতে ছুটতে এগিয়ে আসতে থাকে আলো-ছায়ার মাঝখানের সেই চঞ্চল সীমারেখার দিকে। কয়েক মুহূর্ত বেপরোয়া ছোটার পরই ঘোড়ার আগ বাড়ানো মাথাটা উজ্জ্বল আলোর কিরণে ছেয়ে গেল, মাথার লালচে বাদামী লোমে হঠাৎ দপ করে জ্বলে উঠল কড়কড়ে উজ্জ্বল আলো। যে-মুহূর্তে গ্রিগোরি মেঘের ছায়ার অলক্ষিত কিনারাটা পার হয়েছে অমনি

পাশের একটা গলির ভেতর থেকে ফেটে পড়ল প্রচণ্ড গুলির আওয়াজ। বাতাসে সে আওয়াজ দ্রুত খই হয়ে ফুটে, উত্তরোত্তর আরও জোরাল হয়ে এগিয়ে আসতে থাকে। অলক্ষিতপ্রায় আরও একটা মুহূর্ত – গ্রিগোরি তার ঘোড়ার খুরের খটখট আওয়াজ, বুলেটের শিস আর কানের পাশে বাতাসের হুহু গর্জনের ভেতরে পেছনকার ছুটন্ত স্কোয়াড্রনের ঘোড়া দাপানোর শব্দ আর শুনতে পায় না। বসন্তের বরফগলা জলে ভেজা অনাবাদী জমি কাঁপিয়ে ভারী দুপদাপ আওয়াজ তুলে টগবগিয়ে চলে দলে দলে ঘোড়া। আড়ালে চলে যায় সে আওয়াজ – দূরে সরে যেতে যেতে নীরব হয়ে যায়। ঠিক সেই মুহূর্তে অগ্নিকুণ্ডে শুকনো ডালপালা পড়ার মতো পটপট শব্দে সামনাসামনি ঝলকে উঠল গুলির আগুন। শিস দিয়ে ছুটল এক ঝাঁক গুলি। হতভম্ব, ভীতচকিত গ্রিগোরি চারদিকে তাকাল। দিশেহারা হয়ে প্রচণ্ড ক্রোধে বিকৃত হয়ে ওঠে ওর মুখ। স্কোয়াড্রনটা ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে গ্রিগোরিকে ফেলেই পিছনে ছুটে পালাতে থাকে। খানিকটা দূরে স্কোয়াড্রন-কম্যাণ্ডার ঘোড়ার পিঠে ছটফট করছে, বেয়াড়া ভঙ্গিতে তলোয়ার ঘোরাচ্ছে আর ভাঙা কর্কশ গলায় চিৎকার করে কাঁদছে। শুধু দুজন কসাক ঘোড়া ছুটিয়ে গ্রিগোরির কাছে এগিয়ে আসছে। প্রোখর জিকভ রাশ টেনে ঘোড়াটাকে ঘুরিয়ে নিয়ে ছুটে আসছে কম্যাণ্ডারের কাছে। বাদবাকিরা সবাই তাদের তলোয়ার খাপে পুরে চাবুক হাঁকাতে হাঁকাতে ছত্রভঙ্গ হয়ে পেছনে ছুটছে।

নিমেষের জন্য গ্রিগোরি ঘোড়ার গতিবেগ কমিয়ে দেয়। পেছনে কী ঘটল, কোন লোকক্ষয় না হওয়া সত্ত্বেও স্কোয়াড্রন কেন হঠাৎ পালিয়ে যেতে শুরু করল তা বুঝতে চেষ্টা করে। ওই অতটুকু সময়ের মধ্যেই ওর চেতনা ওকে বলে দিল মুখ ঘুরিয়ে পালালে চলবে না – সামনে এগিয়ে যেতে হবে! দেখতে পেল সামনে প্রায় দুশ গজ দূরে গলির ভেতরে একটা বেড়ার আড়ালে জনা সাতেক লাল ফৌজী একটা মেশিনগানের গাড়ির কাছে ব্যস্ত হয়ে ছুটোছুটি করছে। মেশিনগানের নল আর গাড়ির মুখ ঘুরিয়ে আক্রমণকারী কসাকদের ওপর তাক করার চেষ্টা করছিল ওরা। কিন্তু সরু গলিটার মধ্যে বোধহয় খুব একটা সুবিধা করতে পারছিল না। মেশিনগানটার কোন সাড়াশব্দ নেই। রাইফেলের গুলির আওয়াজও ক্রমেই কমে আসছে। তপ্ত বুলেটের শিস আর তেমন জ্বালা ধরিয়ে দিচ্ছে না গ্রিগোরির কানের কাছে। উপকূলের কাছের জলাভূমি আর গলির মাঝখানে এক সময় যে বেড়াটা ছিল সেটা এখন কাত হয়ে পড়ে আছে। গ্রিগোরি ওটা ডিঙিয়ে গলির ভেতরে ঢুকবে বলে ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে নিল। বেড়া থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিতে মুহূর্তের মধ্যে স্পষ্ট যেন দূরবীনের মধ্য দিয়ে দেখতে পেল নাবিকেরা খুব কাছে চলে এসেছে। ওদের কাদামাখা কালো জাহাজী কোট্গুলো সামনে দেখা যাচ্ছে,

শক্ত ক'রে মাথায় সাঁটা কানাত-ছাড়া জাহাজী টুপির দরুন অদ্ভুত গোল গোল দেখাচ্ছে ওদের মুখগুলো। ওরা তাড়াতাড়ি মেশিনগানের গাড়ির ঘোড়াটার সাজ খোলার চেষ্টা করছে। দুজনে রাশ কাটছে, একজন দুই কাঁধের মাঝখানে মাথা গুঁজে মেশিনগানটা নিয়ে টানাটানি করছে, বাকিরা দাঁড়িয়ে অথবা হাঁটু গেড়ে বসে গ্রিগোরিকে লক্ষ্য ক'রে রাইফেলের গুলি ছুঁড়ছে। ওদের ওপর দিয়ে ঘোড়া চালিয়ে দিতে দিতে গ্রিগোরি দেখতে পেল ওদের হাত দ্রুত রাইফেলের ছিটকিনি হাতড়াচ্ছে, শুনতে পেল সরাসরি নিশানা করা গুলির কর্কশ আওয়াজ। গুলি এত ঘন ঘন চলছে, রাইফেলের কুঁদোগুলো এত তাড়াতাড়ি শূন্যে উঠে পরক্ষণেই কাঁধের কাছে এসে লাগছে যে গ্রিগোরি ঘেমে নেয়ে উঠলেও এই দৃঢ়বিশ্বাসে উৎফুল্ল হয়ে ওঠে যে ওরা ওকে জখম করতে পারবে না।

গ্রিগোরির ঘোড়ার খুরের নীচে বেড়াটা মড়মড় করে ওঠে, তারপর পেছনে পড়ে থাকে। সামনে যে জাহাজীটাকে দেখতে পেল চোখ কুঁচকে তার ওপর লক্ষ্য স্থির করে গ্রিগোরি তলোয়ার ওঁচাল। আরও একবার বিজলি চমকের মতো আতঙ্কের শিহরণ খেলে গেল ওর সর্বাঙ্গে। 'সরাসরি নিশানা করে গুলি চালাবে। . . . ঘোড়া সামনের দু পা শূন্যে তুলে পেছনে ঝুঁকবে। . . . ওরা আমায় মেরে ফেল-বে! . . .' ইতিমধ্যে ওকে সরাসরি নিশানা ক'রে দুটো গুলি ছুটে আসে। দূর থেকে যেন কানে আসে একটা চিৎকার: 'ওকে জ্যান্ত ধরব আমরা!' সামনে ভুষো লেপা-পোঁছা একটা পুরুষালী মুখ। দাঁত খিঁচিয়ে আছে। জাহাজী টুপির ফিতে ফড়ফড় করে উড়ছে, টুপির গায়ে রঙচটা ম্যাটমেটে সোনালি অক্ষরে লেখা জাহা-জের নাম। . . . রেকাবে জোরে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল গ্রিগোরি, তারপর সপাটে একটা কোপ। টের পায় নাবিকের নরম দেহের মধ্যে চড়চড় শব্দে সহজে বসে যাচ্ছে তলোয়ারটা। মোটা ঘাড়ওয়ালা ভারী চেহারার আরেকজন ততক্ষণে গ্রিগোরির বাঁ কাঁধের নরম মাংসপেশীর ভেতরে গুলি চালিয়ে দিয়েছে। কিন্তু পরক্ষণেই প্রোখরের তলোয়ারের ঘায়ে মাথাটা দু ফাঁক হয়ে যেতে সে পড়ে গেল। কাছে খুট করে রাইফেলের ছিটকিনির আওয়াজ হতে গ্রিগোরি ফিরে তাকাল। মেশিনগানের গাড়ির আড়াল থেকে সোজা ওর দিকে চেয়ে আছে রাইফেলের নলের কালো চোখ। এত জোরে সে বাঁ দিকে কাত হয়ে পড়ল যে বসার জিনটা সরে গেল। ঘোড়াটা ক্ষিপ্ত হয়ে ঘড়ঘড় আওয়াজ তুলে টাল খেল। মাথার ওপর দিয়ে গুলি চলে গেল। মৃত্যুবাণ এড়াল গ্রিগোরি। যে মুহূর্তে ওর ঘোড়াটা লাফিয়ে মেশিনগানের গাড়ির জোয়াল-ডাণ্ডাটা ডিঙোল অমনি যে-লোকটা আগে ওকে গুলি করেছিল তাকে কতল ক'রে দিল গ্রিগোরি। দ্বিতীয়বার ব্রিচে গুলি ভরার পর্যন্ত অবকাশ পেল না লোকটা।

অবিশ্বাস্য রকমের অল্প সময়ের মধ্যে (পরে গ্রিগোরির মনে সুদীর্ঘকালের জন্য তা গাঁথা হয়ে থাকে) সে চারজন জাহাজীকে তলোয়ারের ঘায়ে খতম করল। তারপর প্রোখর জিকভের চেঁচামেচিতে কান না দিয়ে আরেকজন জাহাজীকে গলির মোড়ের দিকে পালাতে দেখে তার পিছু ধাওয়া করতে গেল। কিন্তু তার আগেই স্কোয়াড্রন-কম্যাণ্ডার সময় মতন ঘোড়া ছুটিয়ে সামনে এসে গ্রিগোরির ঘোড়ার মুখের বাঁধন চেপে ধরল।

'কোথায় যাচ্ছ? মারা যাবে যে! . . . ওখানে চালাঘরের পেছনে ওদের আরও একটা মেশিনগান আছে!'

আরও দুজন কসাক আর প্রোখর ঘোড়া থেকে নেমে দৌড়ে এলো গ্রিগোরির কাছে। জোর ক'রে ওকে টেনে নামাল ঘোড়া থেকে। গ্রিগোরি ওদের হাতের মুঠোর মধ্যে ছটফট করতে করতে চিৎকার চেঁচামেচি জুড়ে দেয়।

'ছেড়ে দে আমায়, শয়তানের ঝাড় সব! . . . শালা জাহাজীর বাচ্চাগুলোকে সাবাড় করব! . . . সবগুলোকে! কেটে সাফ করব ওদের সবগুলোকে! . . .'

'গ্রিগোরি পান্তেলেয়েভিচ! কমরেড মেলেখভ! আরে, মাথা ঠাণ্ডা করুন!' প্রোখর ওকে অনুনয় করে বলতে থাকে।

'ছেড়ে দাও ভাইসব!' এবারে গ্রিগোরির কণ্ঠস্বর অন্যরকম – বেশ ক্ষীণ হয়ে এসেছে।

ওরা ওকে ছেড়ে দিল। স্কোয়াড্রন-কম্যাণ্ডার ফিসফিস করে প্রোখরকে বলল, 'ওকে ঘোড়ায় বসিয়ে গুসিন্‌কাতে নিয়ে যাও। দেখে মনে হচ্ছে অসুস্থ হয়ে পড়েছে।'

নিজেই ঘোড়ার দিকে পা বাড়াতে গেল, স্কোয়াড্রনকে ঘোড়ার পিঠে উঠে বসার হুকুম দিল।

কিন্তু গ্রিগোরি মাথার লম্বা পশমী টুপিটা খুলে বরফের ওপর ছুঁড়ে দেয়, কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে টলতে থাকে। তারপর হঠাৎ দাঁত কড়মড় করতে করতে ভয়ানক গোঙাতে থাকে, মুখ বিকৃত করে গায়ের গ্রেটকোটের বাঁধনগুলো টেনে ছিঁড়তে শুরু করে। স্কোয়াড্রন-কম্যাণ্ডার ওর দিকে এগোতে না এগোতে গ্রিগোরি বুক খোলা অবস্থায় হুমড়ি খেয়ে পড়ে যায় বরফের ওপর। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে। কান্নার দমকে দমকে ওর শরীর কাঁপে। বেড়ার নীচে জমে থাকা বরফে মুখ ঘষে কুকুরের মতো। তারপর মনের এক ভয়ঙ্কর স্বচ্ছতার মুহূর্তে সে উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করে। কিন্তু না পেরে চোখের জলে ভেজা, বেদনায় বিকৃত মুখখানা ওর চারধারে ভিড়-করে-দাঁড়ানো কসাকদের দিকে ফিরিয়ে ভাঙা ভাঙা বিকট গলায় চিৎকার করে ওঠে, 'এ আমি কাকে খুন করলাম!' জীবনে এই প্রথম অপ্রকৃতিস্থের মতো অসহ্য ছটফট করতে থাকে, চেঁচায় আর মুখ থেকে

গাঁজলা বার করে ছিটিয়ে বলে চলে, 'ভাইসব, আমার আর কোন ক্ষমা নেই! আমায় মেরে ফেল, ভগবানের দোহাই! . . . মেরে ফেল না কেন ছাই! . . . আমি মরতে চাই! . . . পাঠিয়ে দাও আমায় যমের মুখে! . . .'

স্কোয়াড্রন-কম্যাণ্ডার ছুটে এলো গ্রিগোরির কাছে। সে আর একজন ট্রুপ-অফিসার ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তলোয়ারের বেল্‌ট আর ফৌজী থলেটা টেনে খুলে নিল, ওর মুখ চাপা দিল, দুটো পা চেপে ধরল। কিন্তু তারপরও অনেকক্ষণ ধরে ওদের তলায় পড়ে সে ধনুকের মতো পিঠ বাঁকিয়ে ছটফট করতে লাগল। পা সোজা ক'রে পাগলের মতো দাপাদাপি ক'রে দানাদানা বরফ ছিটিয়ে গোঙাতে গোঙাতে মাথা খুঁড়ে চলল ঘোড়ার খুরে মথিত সরেস চকচকে কালো মাটির বুকে, যে মাটিতে ও জন্মেছে, যেখানে প্রচুর দুঃখ আর ছোটখাটো আনন্দে ভরা জীবনের কাছ থেকে ওর নিজের সমস্ত পাওনা পূর্ণমাত্রায় গ্রহণ করে ও বেঁচে থেকেছে।

মাটিতে গজায় শুধু ঘাস, নিরাসক্তভাবে রোদ বৃষ্টি মাথা পেতে নিয়ে মাটির সঞ্জীবনী সুধায় পুষ্টি লাভ করে, ঝড়ের সর্বনাশা নিঃশ্বাসের কাছে বিনয়ে মাথা নোয়ায়। তারপর বাতাসে তার বীজ ছড়িয়ে দিয়ে ঝরাপাতার মর্মরধ্বনিতে শরতের সূর্যের প্রাণঘাতী কিরণকে স্বাগত জানিয়ে ওই একই রকম নিরাসক্তভাবে মৃত্যুকে বরণ করে।

পঁয়তাল্লিশ

পর দিন ডিভিশন পরিচালনার ভার ওরই রেজিমেণ্টের একজন কম্যাণ্ডারের হাতে তুলে দিয়ে প্রোখর জিকভকে সঙ্গে করে ভিওশেন্‌স্কায়ায় রওনা দিল গ্রিগোরি।

কার্গিনস্কায়া ছাড়িয়ে গভীর পাহাড়ী গহ্বরে রগোজিনস্কি ঝিল। বিরাট এক ঝাঁক বুনো হাঁস বিশ্রাম করতে এসে ঝিলের বুকে সাঁতার কাটছে। সেদিকে চাবুক উঁচিয়ে প্রোখর হেসে বলল, 'একটা বুনো হাঁস মারতে পারলে কিন্তু দিব্যি হত গ্রিগোরি পান্তেলেয়েভিচ। চমৎকার ঘরে চোলাই মদ চালানো যেত ওটার সঙ্গে!'

'চলো একটু কাছে এগিয়ে যাওয়া যাক। আমি রাইফেল চালিয়ে দেখি। এককালে মন্দ গুলি ছুঁড়তাম না।'

ওরা খাতের ভেতরে নেমে পড়ে। টিলার একটা খাঁজের আড়ালে ঘোড়াগুলোকে নিয়ে দাঁড়ায় প্রোখর। গ্রিগোরি গ্রেটকোট খোলে। রাইফেলটা সেফটি ক্যাচে রেখে গত বছরের ধূসর আগাছার নাড়ায় ছাওয়া অগভীর খাত ধরে গুঁড়ি মেরে নীচে নামতে থাকে। মাথা প্রায় না উঠিয়ে অনেকক্ষণ ধরে এমনভাবে হামা দিয়ে

চলতে থাকে যেন শত্রুপক্ষের আগুয়ান ঘাঁটির গোপন পাহারার সন্ধানে চলেছে। জার্মান ফ্রণ্টে ঠিক এই ভাবেই স্তখোদ নদীর কাছে জার্মান সান্ত্রীটাকে ধরেছিল সে। মাটির সবজে-বাদামী রঙের সঙ্গে মিশে গেছে ওর গায়ের রঙজ্বলা খাকি ফৌজী শার্টটা। খাতের আড়াল থাকায় জলের ধারে বসন্তের বেনোজলে ভেসে আসা খড়কুটোর বাদামী ঢিবির ওপর এক পায়ে খাড়া পাহারাদার হাঁসটার তীক্ষ্ণ নজর এড়িয়ে গেল গ্রিগোরি। গুড়ি মেরে কাছাকাছি পাল্লার মধ্যে আসার পর মাথা সামান্য উঁচু করল। পাহারাদার হাঁসটা পাথরের মতো ধূসর রঙের সর্পিল মাথাটা ঘুরিয়ে উদ্বেগভরে চারদিকে তাকাল। ওর পেছনে জলের ওপর একটা ধূসর-কালো চাদরের মতো ছড়িয়ে বসে আছে রাজহাঁসের দল, তাদের মাঝে মাঝে বুনো হাঁস আর মাছরাঙা পাখি। ঝিল থেকে শান্ত প্যাঁক প্যাঁক, গাঁক গাঁক ডাক আর পুকুরের জল ছিটানোর ছপছপ আওয়াজ ভেসে আসছে। 'স্থির লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়লেই চলবে,' এই ভেবে গ্রিগোরি দুরুদুরু বুকে রাইফেলের কুঁদো কাঁধে ঠেকিয়ে মাছি দিয়ে পাহারাদার হাঁসটাকে তাক করল।

গুলি ছোড়ার পর গ্রিগোরি সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে উঠল। হাঁসের ঝাঁকের ডানা ঝটপটানি আর প্যাঁক প্যাঁক ডাকে কান ঝালাপালা হওয়ার উপক্রম। যে হাঁসটাকে লক্ষ্য করে গ্রিগোরি গুলি ছুঁড়েছিল সেটা ব্যস্তসমস্ত হয়ে অনেক উঁচুতে উঠে যেতে থাকে, অন্যগুলো ঘন দঙ্গল বেঁধে ঘুরতে থাকে ঝিলের মাথার ওপর। গ্রিগোরি ক্ষুব্ধ হয়ে সরাসরি উড়ন্ত হাঁসের ঝাঁকের ওপর আরও দুবার গুলি চালাল, ভালো করে নজর দিয়ে দেখল একটাও পড়ে কিনা। তারপর ফিরে চলল প্রোখরের কাছে।

প্রোখর তার ঘোড়ার জিনের ওপর লাফিয়ে উঠে সোজা দাঁড়িয়ে পড়েছে, সুদূর নীলিমার বুকে যেখানে হাঁসের ঝাঁক পালিয়ে যাচ্ছে চাবুক তুলে সেই দিকে দেখিয়ে চিৎকার করে বলল, 'দ্যাখ, দ্যাখ!'

গ্রিগোরি ফিরে তাকায়, সঙ্গে সঙ্গে আনন্দে, শিকারীর উত্তেজনায় শিহরিত হয়ে ওঠে। রাজহাঁসগুলো আকাশে ইতিমধ্যে সার বেঁধে উড়ছিল। তারই মাঝখান থেকে একটা আলাদা হয়ে সাঁ সাঁ করে নীচে নামছে, ধীরে ধীরে থেকে থেকে ডানা ঝাপটাচ্ছে। ডিঙ মেরে উঁচু হয়ে দাঁড়িয়ে হাত দিয়ে চোখের সামনের আলো আড়াল ক'রে গ্রিগোরি সে দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল। ঝাঁকের মধ্যে উত্তেজনার সাড়া পড়ে গেছে। রাজহাঁসটা ঝাঁকের এক পাশ দিয়ে উড়তে উড়তে ধীরে ধীরে নীচে নামছে, উড়তে তার কষ্ট হচ্ছে। এই অবস্থায় হঠাৎ এক সময় অনেকখানি উঁচু থেকে পাথরের মতো সাঁ সাঁ করে নীচে নেমে আসতে থাকে। শুধু তার ডানার সাদা রঙের তলাটা সূর্যের আলোয় ঝকমকিয়ে চোখ ধাঁধিয়ে দেয়।

'জিনে বসে পড়!'

প্রোখর একগাল হেসে ঘোড়া ছুটিয়ে এসে গ্রিগোরির হাতে ওর ঘোড়ার রাশটা ছুঁড়ে দিল। ওরা দুজনে ঘোড়ার গতিবেগ বাড়িয়ে গিয়ে উঠল টিলার ওপর। তারপর কদমচালে শ দেড়েক পা এগিয়ে গেল।

'ওই যে!'

হাঁসটা গলা লম্বা করে ডানা ছড়িয়ে দিয়ে পড়ে আছে। দেখে মনে হয় যেন শেষ বারের মতো এই নির্দয় ধরণীকে আলিঙ্গন করছে। গ্রিগোরি ঘোড়া থেকে না নেমেই ঝুঁকে পড়ে শিকার উঠিয়ে নিল।

'গুলিটা লাগল কোথায়?' প্রোখর কৌতূহল প্রকাশ করে।

দেখা গেল বুলেট পাখির ঠোঁটের নীচের অংশ এফোঁড়-ওফোঁড় হয়ে চলে গেছে। চোখের কাছের একটা হাড় বেরিয়ে পড়েছে। সে যখন উড়ছিল তখনই মৃত্যু এসে তাকে ভর করে, সাজানো তিন কোনা ঝাঁক থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে মাটিতে ছুঁড়ে ফেলে দেয়।

প্রোখর হাঁসটাকে জিনের সঙ্গে বাঁধল। ওরা দুজনে রওনা দিল।

ঘোড়াগুলো বাজকিতে রেখে একটা বড় নৌকোয় চেপে ওরা দন পার হল।

ভিওশেনস্কায়াতে গ্রিগোরি তার জানাশোনা এক বুড়োর বাড়িতে গিয়ে উঠল। তক্ষুনি হাঁসটাকে ভাজা করার হুকুম দিল। সদর দপ্তরের কর্তাদের কাছে রিপোর্ট দিতে যাবার কোন গরজ না দেখিয়ে প্রোখরকে চোলাই মদ আনতে পাঠাল। সন্ধ্যা পর্যন্ত ওরা মদ টানল। কথা প্রসঙ্গে বাড়ির কর্তা বেশ খানিকটা নালিশ শুনিয়ে দিল গ্রিগোরিকে।

'আজকাল বড় কর্তারা আমাদের ভিওশেনস্কায়ায় বড় বেশি দাপট চালিয়ে যাচ্ছে, গ্রিগোরি পান্তেলেয়েভিচ।'

'কোন্ বড় কর্তারা?'

'ওই যারা ভুঁইফোঁড়। . . . কুদিনভ আর অন্য সব।'

'কেন? কী করছে তারা?'

'স্থানীয় লোকদের মধ্যে যারা কসাক নয় তাদের শুষছে। যারা লালদের সঙ্গে চলে গেছে তাদের বাড়ি থেকে মেয়েমানুষ, বাচ্চা মেয়ে, বুড়ো যাকে পাচ্ছে তাকে ধরপাকড় ক'রে জেলে পুরছে। আমার বেয়ানকে তার ছেলের জন্য ধরেছে। এর কোন মানে হয়! এই ধর না কেন তুমিই, ক্যাডেটদের সঙ্গে দনেৎসের ওপারে চলে গেলে – এদিকে লালেরা এসে তোমার বাপ পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচকে ধরে হাজতে ঠেলে দিল – সেটা কি খুব ভালো কাজ হবে, তুমিই বল?'

'অবশ্যই না।'

'অথচ এখানকার সরকার তা-ই করছে – জেলে পুরছে। লাল ফৌজ যখন আমাদের এখান দিয়ে গিয়েছিল তখন কারও ওপর কোন খারাপ ব্যবহার করে নি। কিন্তু এরা সব যেন পাগলা কুকুর, ক্ষেপে উঠেছে, ওদের সামলায় সাধ্যি কার!'

গ্রিগোরি উঠে দাঁড়াল। খাটের মাথার ওপর ওর গ্রেটকোটটা ঝুলছিল, সেটার দিকে হাত বাড়াতে গিয়ে একটু টাল খেল। সামান্য মাতাল হয়েছে মাত্র।

'প্রোখর! আমার তলোয়ার! পিস্তল!'

'আপনি কোথায় চললেন গ্রিগোরি পান্তেলেয়েভিচ?'

'সে তোমায় দেখতে হবে না! যা বলছি দাও, শুনছ?'

তলোয়ার আর মাউজার-পিস্তল ঝোলাল গ্রিগোরি। গ্রেটকোটের বাঁধন আর বেল্ট আঁটল। তারপর সে সরাসরি বারোয়ারিতলার ওপর দিয়ে রওনা দিল জেলখানার দিকে। ফটকের কাছে পল্টনের বাইরের একটা সান্ত্রী পাহারা দিচ্ছিল। পথ আগলে গ্রিগোরিকে আটকাতে গেল।

'পাস আছে?'

'ছাড়! সরে দাঁড়াও বলছি!'

'পাস ছাড়া কাউকে ঢুকতে দিতে পারব না। হুকুম নেই।'

গ্রিগোরি খাপ থেকে তলোয়ারটা অর্ধেক বার করতে না করতেই সান্ত্রী সুট্ করে দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকে গেল। গ্রিগোরিও তলোয়ারের হাতলে হাত রেখেই তার পেছন পেছন ঢুকল গলি-বারান্দায়।

'জেলখানার বড় কর্তাকে এখানে ডেকে পাঠাও!' গর্জন করে উঠল সে।

ওর মুখটা সাদা হয়ে গেছে। ধনুকের মতো বাঁকা নাকটা ঝুলে গিয়ে চেহারা হিংস্র হয়ে উঠেছে, একটা ভুরু তেরছা হয়ে ওপরে উঠে গেছে।

খোঁড়ামতন এক কসাক ছোকরা ছুটে এলো। ওয়ার্ডারের কাজের দায়িত্ব সে-ই পালন করেছিল। অফিসঘর থেকে উঁকি মারল একটা বাচ্চা ছেলে। ওখানকার মুহুরী। শিগগিরই জেলের বড় কর্তারও উদয় হল। ঘুম জড়ানো চোখ, রাগে থমথম করছে মুখ।

'পাস ছাড়া . . . জান এর জন্যে কী হতে পারে?' হুঙ্কার দিয়ে উঠল সে। কিন্তু গ্রিগোরিকে চিনতে পেরে, ওর মুখটা ভালো করে দেখার পর থতমত খেয়ে বলল, 'আ-আ-আপনি, হুজুর . . . কমরেড মেলেখভ? কী হয়েছে?'

'হাজত ঘরের চাবি চাই!'

'হাজত ঘরের?'

'সে কথা কি একশবার বলতে হবে? কী হল? চাবি দে বলছি, কুত্তার বাচ্চা!'

বলতে বলতে গ্রিগোরি লোকটার দিকে এগিয়ে যায়। লোকটা পিছু হটে।

সঙ্গে সঙ্গে বেশ জোর দিয়েই বলে, 'কোন চাবি দেব না। আপনার কোন অধিকার নেই!'

'কী-ই। অধিকার দেখাতে এসেছ আমাকে।'

গ্রিগোরি দাঁত কড়মড় করে তলোয়ার টেনে বার করল। হাতের তলোয়ারটা গলি-বারান্দার নীচু ছাদের নীচে সাঁই করে আওয়াজ তুলে একটা ঝকঝকে চাকার মতো ঘুরে এলো। মুহুরী আর ওয়ার্ডাররা ভড়কে যাওয়া চড়ুইয়ের মতো এদিক-ওদিক পালিয়ে গেল। বড় কর্তা গুটিসুটি মেরে দেয়াল ঘেঁসে দাঁড়িয়ে পড়ল। চুনকাম করা দেয়ালের চেয়েও সাদা হয়ে গেছে তার মুখ। দাঁতে দাঁত চেপে সে বলল, 'হাঙ্গামা বাধাচ্ছেন! এই যে চাবি।... আমি কিন্তু নালিশ করব।'

'হাঙ্গামা করবই ত, হাঙ্গামা কাকে বলে তোমাকে দেখিয়ে দেব! তোমরা সব লড়াইয়ের এলাকার পেছনে থেকে থেকে উচ্ছন্নে গেছ!... মেয়েমানুষ আর বুড়োদের ধরে ধরে জেলে পুরে খুব তেজ দেখানো হচ্ছে!... তোমাদের সবগুলোকে আজ ঝেড়ে কাপড় পরাব! যা শালা, লড়াইয়ে চলে যা, নইলে এক্ষুনি কেটে ফেলব!'

গ্রিগোরি ঝপাং করে তলোয়ার খাপে পুরে ফেলল। ভীতসন্ত্রস্ত বড় কর্তার ঘাড়ে একটা রদ্দা মারল। কিল চড় আর হাঁটুর গুঁতো দিয়ে বাইরের দরজার দিকে ঠেলতে ঠেলতে গর্জন করতে লাগল, 'ফ্রন্টে চলে যা।... চলে যা!... চলে যা বলছি এখুনি!... তোদের মতো যত সব... তোরা হলি গিয়ে লড়াইয়ের এলাকার পেছনে নোংরা উকুনের ঝাড়!...'

লোকটাকে ঠেলে বার করে দেওয়ার পর জেলখানার ভেতরের আঙিনায় একটা গোলমালের আওয়াজ শুনে সেদিকে ছুটে গেল গ্রিগোরি। রান্নাঘরের দরজার মুখে দাঁড়িয়ে আছে তিনজন ওয়ার্ডার। একজন একটা মরচে-ধরা জাপানী রাইফেলের ছিটকিনি ধরে টানাটানি করছে, খুব উত্তেজিত হয়ে হড়বড় করে চেঁচাচ্ছে, 'জেলখানার ওপর হামলা! ঠেকাতেই হবে!... আমাদের পুরনো আইনে কী বলে?'

গ্রিগোরি মাউজার-পিস্তল টেনে বার করতে তিনজন ওয়ার্ডারই পড়িমরি করে ধাপ বেয়ে একছুটে গিয়ে ঢুকল রান্নাঘরের ভেতরে।

জেলের ভিড়ঠাসা কামরাগুলোর দরজা হাট খুলে দিয়ে চাবির গোছা নাচাতে নাচাতে গ্রিগোরি হেঁকে বলে, 'বেরিয়ে এসো।... বাড়ির রাস্তা ধর!'

সবসুদ্ধ প্রায় শ'খানেক কয়েদী। সবাইকে ছেড়ে দিল ও। যারা বেরুতে ভয় পাচ্ছিল তাদের জোর করে ঠেলে রাস্তায় বার ক'রে দিয়ে খালি কয়েদঘরের কুলুপ এঁটে দিল।

জেলখানায় ঢোকার মুখে লোকের ভিড় জমতে লাগল। বন্দীরা ছাড়া পেয়ে দলে দলে চত্বরে ঢুকে চারপাশে তাকাতে তাকাতে ঘাড় গুঁজে বাড়ির পথ ধরল।

সদর দপ্তর থেকে গার্ড প্লেটুনের কসাকরা পাশে ঝুলানো তলোয়ার হাত দিয়ে ঠেকিয়ে জেলখানার দিকে দৌড়ে এলো। স্বয়ং কুদিনভ ওদের সঙ্গে সঙ্গে ছুটল হোঁচট খেতে খেতে।

খালি জেলখানা থেকে সবার শেষে বেরিয়ে এলো গ্রিগোরি। কৌতূহলে অধীর হয়ে মেয়েরা নিজেদের মধ্যে গুজগুজ ফুসফুস করছে দেখে ভিড় ঠেলে আসতে আসতে গ্রিগোরি তাদের লক্ষ করে কষে মুখ খিস্তি করল। তারপর ঘাড় গুঁজে ধীরে ধীরে এগিয়ে গেল কুদিনভের দিকে। গার্ড প্লেটুনের যে কসাকরা ছুটে আসছিল তারা ওকে চিনতে পেরে নমস্কার জানাল। গ্রিগোরি তাদের দিকে ফিরে চেঁচিয়ে বলল, 'ওহে ঘোড়ার দল, তোমরা নিজেদের কোয়ার্টারে ফিরে যাও! তোমরা অমন দৌড়ুচ্ছ কেন? কোন মাদী ঘোড়া দেখে ক্ষেপে গেলে নাকি? জলদি, কুইক মার্চ!'

'আমরা ভেবেছিলাম জেলখানায় বুঝি বিদ্রোহ হয়েছে, কমরেড মেলেখভ!'

'মুহুরী ছুটতে ছুটতে এসে বলল, 'কে একটা কেলেমতন লোক হামলা করেছে, তালা ভাঙছে!''

'ওসব মিছে ভয় দেখানো!'

কসাকরা হাসাহাসি করল, নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলতে বলতে ফিরে গেল। টুপির ভেতর থেকে বেরিয়ে আসা লম্বা চুল হাত দিয়ে ঠিক করতে করতে কুদিনভ তড়বড় করে এগিয়ে এলো গ্রিগোরির কাছে।

'এই যে মেলেখভ, ব্যাপার কী?'

'আরে, কুদিনভ যে! তোমাদের জেলখানা ভেঙে দিয়েছি।'

'কী কারণে? এসব কী হচ্ছে?'

'সবাইকে ছেড়ে দিলাম – ব্যস্। . . . কী হল, অমন ড্যাব ড্যাব ক'রে তাকিয়ে রইলে কেন? যারা কসাক নয় তাদের বাড়ির মেয়েলোকদের আর বুড়োদেরই বা তোমরা জেলে পুরছ কী বলে? এটাকে তুমি কী বলবে? ভালো হবে না বলছি, কুদিনভ!'

'নিজের খেয়ালখুশি মতো কাজ চালাচ্ছ। এত বড় সাহস তোমার! এটা স্রেফ উচ্ছৃংখলতা!'

'আমি নিজের খেয়ালখুশি চালিয়ে কবরে ঠেলব তোমাকে! আমি এই এখুনি কার্গিন্স্কায়া থেকে আমার রেজিমেন্ট ডেকে পাঠাব, তখন বুঝবে ঠেলাটা!'

গ্রিগোরি হঠাৎ কুদিনভের কোমরের কাঁচা চামড়ার ককেশীয় বেল্টটা চেপে ধরল। ওকে ধরে এদিক-ওদিক ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে চাপা রাগে ফিসফিস করে বলতে থাকে, 'যদি চাও ত এক্ষুনি ফ্রন্ট খুলে দিই! বল ত তোমার দেহ থেকে

এই মুহূর্তে প্রাণপাখি খাঁচাছাড়া ক'রে দিতে পারি। বুঝেছ?' গ্রিগোরি দাঁতে দাঁত ঘসে। কুদিনভকে নিঃশব্দে হাসতে দেখে ছেড়ে দিয়ে বলল, 'অমন দাঁত কেলাচ্ছ কেন?'

কুদিনভ ওর হাত থেকে ছাড়া পেয়ে বেল্টটা ঠিকঠাক করে নিয়ে গ্রিগোরির কনুই চেপে ধরল।

'চল, আমার ঘরে চল, অত চটছ কেন, বল ত? তোমার নিজের চেহারাটা কেমন হয়েছে একবার যদি দেখতে. . . ঠিক শয়তানের মতো। . . . তোমার অভাব আমরা বড় বেশি বোধ করছি ভাই এখানে। আর জেলখানার কথা যদি বল সে ত সামান্য ব্যাপার। ছেড়ে দিয়েছ, তাতে আর কী এমন ক্ষতি হয়েছে? . . . আমি আমাদের লোকজনকে বলে দেব, বাস্তবিকই অতটা বাড়াবাড়ি যেন না করে। কসাক সমাজের বাইরের যে সব মেয়েদের স্বামীরা লাল ফৌজের সঙ্গে চলে গেছে তাদের সবাইকে নিয়ে অমন টানা হেঁচড়া করাটা ঠিক হচ্ছে না। . . . কিন্তু তাই বলে আমাদের প্রতিপত্তিকে এভাবে খাটো করছ কেন? ওঃ গ্রিগোরি, তুমি একটা আচ্ছা ক্ষ্যাপা লোক ত! আরে, এসে বললেই ত পারতে: 'জেলে কয়েদীর বড় ভিড় হয়েছে, হ্যানো ত্যানো। . . . জেল খালি করা দরকার। তাই অমুক অমুক লোকদের ছেড়ে দাও। . . .' ব্যস, ঝামেলা চুকে গেল! . . . আমরা লিস্টি দেখে যাচাই করে কাউকে কাউকে ছাড়তাম। তা নয় তুমি পাইকারি হারে সবাইকে ছেড়ে দিলে! ভালো বলতে হবে যে আসল আসামীগুলোকে আমরা আলাদা জায়গায় রেখেছি। কিন্তু তুমি যদি তাদেরও ছেড়ে দিতে? তোমার মাথা গরম!' গ্রিগোরির কাঁধে চাপড় মেরে হাসতে হাসতে বলল কুদিনভ। 'কিন্তু এই সময় কেউ যদি তোমার পথের কাঁটা হয়ে দাঁড়ায় তাহলে ত দেখছি তাকে খুনই করে বসবে। তাতে বলা যায় না, কসাকদের মধ্যে বিদ্রোহও দেখা দিতে পারে। . . .'

গ্রিগোরি ঝটকা মেরে কুদিনভের হাত থেকে নিজের হাত ছাড়িয়ে নিল। সদর দপ্তরের দালানের কাছে এসে থামল।

'তোমরা সব আমাদের পিঠের আড়ালে থেকে বড় বীরপুরুষ হয়ে উঠেছ! লোকজন ধরে ধরে জেলখানা বোঝাই করে ফেলেছ। . . . লড়াইয়ের ময়দানে গিয়ে নিজের ক্ষমতাটা দেখাতে তবে বুঝতাম!'

'আমার সময় সে ক্ষমতা আমি তোমার চেয়ে খারাপ দেখাই নি গ্রিশা। তাই বা বলি কেন, এখুনি তুমি এসে আমার জায়গাটা নাও, আমি তোমার ডিভিশনের ভার নিচ্ছি। . . .'

'না, ধন্যবাদ!'

'সেই কথাই বল!'

'আচ্ছা, এখন আর আমাদের দুজনের মধ্যে বেশিক্ষণ কথাবার্তা বলার মতো

কিছু নেই। আমি এখন বাড়ি যাচ্ছি, হপ্তাখানেক বিশ্রাম নেব। ভালো বোধ হচ্ছে না। . . . তাছাড়া কাঁধেও একটু জখম হয়েছি।'

'ভালো বোধ হচ্ছে না কেন?'

'মন খারাপ বলে,' বাঁকা হেসে গ্রিগোরি বলল। 'বড় ব্যাকুল হয়ে আছে মনটা।'

'না না, ঠাট্টা নয়, কী হয়েছে বল দেখি? আমাদের এখানে একজন ডাক্তার আছে - লোকটা প্রফেসরও হতে পারে। বন্দী। আমাদের সেপাইরা শুমিলিন্‌স্কায়ার কাছে ওকে ধরে। জাহাজীদের সঙ্গে যাচ্ছিল। বেশ ভারিক্কি চেহারা, চোখে কালো চশমা। বলি না, তোমাকে একটু দেখুক?'

'চুলোয় যাক তোমার ডাক্তার!'

'তাহলে আর কি, যাও, বিশ্রাম কর গে। ডিভিশনের ভার কাকে দিলে?'

'রিয়াব্‌চিকভকে।'

'আরে, সবুর কর, অত তাড়া কিসের? ওখানকার খবর-টবর বল। শুনলাম জোর তলোয়ার চালিয়েছ? গতকাল রাত্রে কে যেন আমায় জানাল, ক্লিমভ্‌কার কাছে নাকি তুমি অনেকগুলো জাহাজীকে কেটে সাফ করেছ? সত্যি নাকি?'

'চলি তাহলে!'

গ্রিগোরি এগিয়ে চলল। কিন্তু কয়েক পা যাবার পর অর্ধেক ঘুরে দাঁড়িয়ে কুদিনভকে ডেকে বলল, 'এই, শুনে রাখ! ফের যদি আমার কানে আসে যে তোমরা আবার লোকজন ধরে ধরে জেলে পুরতে শুরু করেছ . . .'

'আরে না, না! ও নিয়ে তুমি কোনও চিন্তা কোরো না। বিশ্রাম কর গে!'

সূর্যের পিছু পিছু দিন গড়িয়ে চলেছে পশ্চিম মুখে। দন থেকে, জলপ্লাবিত উপকূল থেকে ভেসে আসছে ঠাণ্ডা হাওয়া। গ্রিগোরির মাথার ওপর দিয়ে শিস দিয়ে উড়ে গেল এক ঝাঁক বেলে হাঁস। সে আঙিনায় ঢুকছে এমন সময় ওপরে, দনের ভাটি বয়ে কাজান্‌স্কায়ার কাছাকাছি কোন বসতি থেকে গুরুগুরু শব্দে ভেসে এলো কামানের আওয়াজ।

প্রোখর তাড়াতাড়ি ঘোড়ার পিঠে জিন চাপাল। মুখের লাগাম ধরে ঘোড়াগুলোকে টেনে আনতে আনতে জিজ্ঞেস করল, 'আমরা বাড়ি যাচ্ছি ত? তাতার্‌স্কি যাচ্ছি ত?'

গ্রিগোরি কোন কথা না বলে লাগাম তুলে নিল, নিঃশব্দে মাথা নাড়ল।

ছেচল্লিশ

কসাকরা কেউ না থাকায় তাতারস্কি ফাঁকা আর একঘেয়ে লাগে। তাতারস্কির লোকদের নিয়ে তৈরি একটা পদাতিক-স্কোয়াড্রন সাময়িক ভাবে পাঁচ নম্বর ডিভিশনের একটা রেজিমেন্টের সঙ্গে জুড়ে দনের ওপাড়ে বাঁ তীরে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে।

এক সময় বালাশোভো আর পভোরিনো থেকে অতিরিক্ত সৈন্যসমাবেশের সাহায্যে দল ভারী হতে থাকায় লাল ফৌজের ইউনিটগুলো উত্তর-পূব দিক থেকে প্রবল আক্রমণ চালিয়ে ইয়েলানস্কায়া জেলার বেশ কিছু গ্রাম দখল ক'রে জেলা-সদরের ঠিক সীমানায় এসে উপস্থিত হয়। সেখানে, ইয়েলানস্কায়ায় ঢোকার মুখে যে ভয়ঙ্কর লড়াই বাধে তাতে বিদ্রোহীদের জয় হয়। বিদ্রোহীদের জয়লাভের কারণ এই যে ইয়েলানস্কায়া আর বুকানোভস্কায়া রেজিমেন্ট যখন মস্কোর লাল ফৌজ রেজিমেন্ট আর দুটো রেড ক্যাভালরি রেজিমেন্টের চাপে পড়ে পিছু হটছে সেই সময় তাদের সাহায্যের জন্য শক্তিশালী সেনাবল পাঠানো হয়েছিল। এক নম্বর ডিভিশনের চার নম্বর বিদ্রোহী রেজিমেন্ট (তার মধ্যে তাতারস্কির লোকদেরও একটা স্কোয়াড্রন ছিল), তিনটে কামানের একটা গোলন্দাজ দল আর দুটো রিজার্ভ ঘোড়সওয়ার রেজিমেন্ট ভিওশেনস্কায়া থেকে দনের বাঁ তীর ধরে ইয়েলানস্কায়ার দিকে এগিয়ে আসে। উপরন্তু দনের ওপর দিয়ে ইয়েলানস্কায়া জেলা-সদর থেকে এক অথবা দেড় ক্রোশ দূরে প্রোশাকোভ ও মাত্ভেইয়েভ্স্কি গ্রামের দিকে দক্ষিণ উপকূল ধরে যথেষ্ট পরিমাণে অতিরিক্ত সৈন্যসমাবেশ ঘটানো হয়। ক্রিভস্কোই টিলার ওপর একটা আর্টিলারী ট্রুপ বসানো হয়। কামানের নিশানাদারের মধ্যে একজন ছিল ক্রিভস্কোই গ্রামের এক কসাক। অব্যর্থ লক্ষ্যের জন্য তার খুব নামডাক ছিল। প্রথম গোলার আঘাতেই সে লাল ফৌজের একটা মেশিনগানের আস্তানা ভেঙে দেয়। বেতের ঝোপের ভেতরে লাল ফৌজের একটা সারি ওত পেতে ছিল। পরের মুহূর্তে কয়েক দফা বিস্ফোরক গোলা সেখানে এসে পড়লে তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে পজিশন ছেড়ে পালাতে বাধ্য হল। যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটল বিদ্রোহীদের অনুকূলে। লাল ফৌজের পিছু-হটা ইউনিটগুলোর ওপর জোর আক্রমণ চালিয়ে বিদ্রোহীরা তাদের ঠেলে দিল ছোট্ট নদী ইয়েলানকার ওপারে। এগারোটা ঘোড়সওয়ার-স্কোয়াড্রন লেলিয়ে দিল তাদের পেছনে। দেখতে দেখতে টিলার ওপরে, জাতলোভ্স্কি গ্রামের কাছাকাছি একটা জায়গায় তারা ওদের নাগাল ধরে ফেলল, লাল ফৌজের পুরো একটা স্কোয়াড্রন কেটে সাফ করে দিল।

এর পর থেকেই তাতারস্কির 'দণ্ডবৎ সেপাই' নামে যাদের পরিচয় সেই

পদাতিকরা দনের বাঁ তীরে বালিয়াড়ির ভেতরে ঘুরে ঘুরে মরছে। স্কোয়াড্রন ছেড়ে বলতে গেলে কোন কসাকই ছুটিতে বাড়ি ফিরতে পারে না। একমাত্র একবার ঈস্টার পরবের সময় যেন নিজেদের মধ্যে যুক্তি করে একসঙ্গে প্রায় অর্ধেক স্কোয়াড্রন গ্রামে এসে হাজির হল। কসাকরা একটা দিন বাড়িতে কাটাল, সংযমব্রত ভেঙে খাওয়া দাওয়া করল। তারপর ভেতরের জামাকাপড় বদলে চর্বি, খাস্তা রুটি এবং আরও সব খাবার দাবার সঙ্গে নিয়ে ওরা ভিড় ক'রে দন পার হল একদল তীর্থযাত্রীর মতো। অবশ্য লাঠির বদলে ওদের হাতে রাইফেল। সকলে রওনা দিল ইয়েলান্‌স্কায়ার দিকে। দনের পারের পাহাড়ের মাথায় দাঁড়িয়ে মা বোন বৌরা ওদের চলে যাওয়া দেখল। মেয়েরা হাউ হাউ ক'রে কাঁদল, মাথার ওড়না আর শালের খুঁট দিয়ে চোখের জল মুছল, ঘাগরার তলার শেমিজ বার করে তার খুঁট দিয়ে নাক ঝাড়ল। এদিকে দনের ওপাড়ে, উপকূলের বন্যাপ্লাবিত বন ছাড়িয়ে বালিয়াড়ির ওপর দিয়ে হেঁটে চলেছে খ্রিস্তোনিয়া, আনিকুশ্‌কা, পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ, স্তেপান আস্তাখভ এবং আর সব কসাক। রাইফেলের সঙিনের ফলায় ঝুলছে খাবার দাবার ভর্তি মোটা কাপড়ের থলে, বাতাসে ভেসে আসছে সর্পগন্ধা পাতার ঝিমধরা গন্ধের মতো স্তেপভূমির করুণ রাখালিয়া গানের কলি, কসাকদের নিজেদের মধ্যে অস্পষ্ট নিস্তেজ কথাবার্তা। . . . ওরা চলেছে মনমরা হয়ে। তবে ওদের পেট ভরা, জামাকাপড় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। পরবের আগে ওদের মা-বৌরা জল গরম করে তাই দিয়ে ওদের গায়ের পুরু ময়লার স্তর ধুয়ে পরিষ্কার করেছিল, চিরুণী দিয়ে আঁচড়ে আঁচড়ে পল্টনের রক্তচোষা উকুনের ঝাড় সাফ করেছিল। কী অপরাধ ওরা করেছে যে বাড়িতে বাস করতে পারবে না, একটু আয়েস করতে পারবে না ? কিন্তু না, তা হবার নয় - ওদের যেতে হবে সাক্ষাৎ মৃত্যুর মুখে। . . . সেখানেই চলছে ওরা মার্চ করে। অল্পবয়সী ষোল-সতেরো বছর বয়সের ছেলেছোকরাও আছে ওদের মধ্যে। সবে ওদের ভর্তি করা হয়েছে বিদ্রোহী ফৌজে। বুটজুতো আর মোটা চামড়ার চপ্পল খুলে গরম বালির ওপর লম্বা লম্বা পা ফেলে চলেছে। ওরা বলতে পারে না, জানে না ওদের মনে কেন এত ফুর্তি, কেন এত খুশি ঝরে পড়ছে ওদের কথাবার্তার মধ্যে। গানও ওরা ধরেছে ওদের ভাঙা ভাঙা কচি গলায়। ওদের কাছে যুদ্ধ একটা নতুন জিনিস, যেন ছেলেখেলা। প্রথম কয়েক দিন ওরা পরিখা-আড়াল-করা কাঁচা মাটির ঢিবির ওপাশ থেকে মাথা তুলে বুলেটের শিসও শোনে। লড়াইয়ে পোড় খাওয়া কসাকরা উপেক্ষা ক'রে ওদের বলে থাকে 'কচি নলখাগড়া'। তারা ওদের হাতে ধরে শিখিয়ে দেয় কী ভাবে পরিখা খুঁড়তে হয়, গুলি ছুঁড়তে হয়, মিলিটারীর সরঞ্জাম কাঁধে নিয়ে মার্চ করতে হয়, কী ভাবে ভালো দেখে আড়াল বেছে নিতে হয়। এমন কি

আগুনের ওপর চুল মেলে ধোঁয়া দিয়ে উকুন মারায় কায়দা আর বুটের ভেতরে পা যাতে হয়রান না হয়ে পড়ে, 'খেলানো যেতে পারে' সেই ভাবে পায়ে ন্যাকড়া জড়ানোর কৌশলও শিখিয়ে দেয়। অনেক কিছুই শেখানোর থাকে এই অবোধ ছেলেছোকরাগুলোকে। এই 'কচি নলখাগড়া' ততক্ষণই পাখির মতো চোখ বড় বড় করে অবাক হয়ে তার চারপাশের যুদ্ধের জগৎটাকে দেখে, ততক্ষণই জ্বলন্ত কৌতূহল নিয়ে মাথা তুলে পরিখার ভেতর থেকে বাইরে উঁকি মেরে 'লালদের' দেখার চেষ্টা করে যতক্ষণ না লাল ফৌজের গুলি গায়ে এসে বেঁধে। সে গুলিতে যদি কপালে মরণ লেখা থাকে, তাহলে ষোলবছরের সেই 'সেপাই' চিৎপাত হয়ে পড়ে যাবে। ওর সংক্ষিপ্ত ষোলটা বছর আর কোনমতেই ওকে দেওয়া যাবে না। ছেলেমানুষী পুরুষ্টু হাতদুটো ছড়িয়ে একটা ধেড়ে খোকার মতো ও পড়ে থাকবে। কানদুটো খাড়া হয়ে থাকবে, তার সরু কচি গলার ওপর যে কণ্ঠমণিটা সবে দেখা দিচ্ছিল সেটা জেগে থাকবে। ওকে বয়ে নিয়ে যাওয়া হবে ওর দেশের গাঁয়ে। যেখানে ওর পূর্বপুরুষদের দেহ মাটির সঙ্গে মিশে গেছে সে মাটিতে ওরও কবর হবে। ওর মা ওকে দেখে শোকে দুঃখে কপাল চাপড়াবে, মুঠো করে মাথার পাকা চুলের গোছা ছিঁড়তে ছিঁড়তে অনেকক্ষণ ধরে মরা ছেলের জন্য গলা ছেড়ে কাঁদবে। তারপর যখন ওকে কবর দেওয়া হয়ে যাবে, কবরের ওপরকার মাটি শুকিয়ে যাবে, মায়ের মনের শোক তখনও জেগে থাকবে, চিরকালের জন্য থেকে যাবে। বয়সের ভারে ঝুঁকে পড়ে বুড়ি মা গির্জায় যাবে, তার বড় আদরের ধন 'হারানো' খোকাকে স্মরণ করবে।

কিন্তু কখনও কখনও বুলেটের ছোঁ আদরের খোকার কাছে মরণ-কামড় হয়ে দেখা দেয় না – একমাত্র তখনই ওর পক্ষে বোঝা সম্ভব হয় যুদ্ধ কী নির্মম, কী মারাত্মক। পাতলা কালো গোঁফের রেখার নীচে ওর ঠোঁট কেঁপে ওঠে, বেঁকে যায়। 'সেপাই' তখন খরগোসের মতো চিঁচিঁ আওয়াজ ছাড়বে, ছেলেমানুষী গলায় কেঁদে উঠবে, 'মা, মাগো!' ওর চোখ দিয়ে গড়িয়ে পড়বে ফোঁটা ফোঁটা চোখের জল। ঘোড়ায় টানা অ্যাম্বুলেন্স গাড়ি পথঘাটহীন এবড়োখেবড়ো খানাখন্দের ওপর দিয়ে ঝাঁকুনি দিতে দিতে ওকে বয়ে নিয়ে চলবে, ওর জখমটাকে খুঁচিয়ে তুলবে। ওদের স্কোয়াড্রনের কোন এক ঝানু কম্পাউণ্ডার বুলেট অথবা গোলার টুকরোর আঘাতে জখমের জায়গাটা ধুয়ে দিতে দিতে হাসিমুখে ছেলে ভুলানোর মতো সান্ত্বনা দিয়ে বলবে: 'বালাই আমার, ষাট! ব্যথা হতে যায় অন্য কারও হোক গে। আমার সোনার কেন হতে যাবে!' কিন্তু 'সেপাই' আমাদের কাঁদতে থাকবে, বাড়ি যাবার বায়না ধরবে, মাকে ডাকবে। তবে জখম সেরে গেলে যখন আবার তার স্কোয়াড্রনে গিয়ে পড়বে তখনই লড়াইয়ের হাড়হদ্দ বুঝতে শিখবে। আরও

সপ্তাহ দুয়েক সৈন্যদের সারিতে থাকার পর লড়াই আর ছোটখাট সংঘর্ষ হলেই ওর হৃদয় বলে আর কিছু থাকবে না। তারপর এও দেখা যাবে সে হয়ত একজন বন্দী লাল ফৌজীর সামনে দাঁড়িয়ে আছে, একটা পা পেছনে রেখে কোন এক নৃশংস সার্জেন্ট-মেজরের নকল করে এক পাশে থুতু ফেলে দাঁতের ফাঁক দিয়ে চিবিয়ে চিবিয়ে ভারী গোছের ভাঙা ভাঙা গলায় বলে চলছে, 'কী রে ব্যাটা চাষী হারামজাদা, ধরা পড়লি তাহলে? হুঁ হুঁ! জমি পাবার সাধ হয়েছিল? সমান সমান হওয়ার ইচ্ছে? তুই নির্ঘাত কমু, তাই না? কবুল কর শালা।' তারপর নিজের বাহাদুরি আর 'কসাক প্রতাপ' জাহির করার জন্য রাইফেল তুলে নিয়ে গুলি করে মারবে সেই লোকটাকে যে দনের মাটিতে বেঁচে ছিল, সোভিয়েত শাসনক্ষমতা আর কমিউনিজমের জন্য এবং পৃথিবীতে যাতে আর কখনও যুদ্ধ না হয় তার জন্য লড়াই করে প্রাণ দিতে এসেছিল।

তারপর মস্কো অথবা ভিয়াত্কা প্রদেশের কোথাও বিপুল সোভিয়েত রাশিয়ার কোন এক নির্জন পল্লীতে লাল ফৌজের সেই সেপাইয়ের মা হয়ত খবর পাবে তার ছেলে 'জমিদার আর পুঁজিপতিদের জোয়াল থেকে মেহনতী মানুষদের মুক্ত করতে গিয়ে প্রতিবিপ্লবীদের সঙ্গে লড়াইয়ে প্রাণ হারিয়েছে। . . .' খবর পেয়ে সে বিলাপ করবে, কাঁদবে। . . . শোকের আগুনে ধিকি ধিকি জ্বলবে মায়ের বুক। জলে ভেসে যাবে তার নিষ্প্রভ চোখ। প্রতিদিন, অহরহ, জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত স্মরণ করবে তার গর্ভের সন্তানকে, রক্তপাত আর গর্ভযন্ত্রণার মধ্যে যার জন্ম দিয়েছিল সে, যে আজ শত্রুর হাতে প্রাণ দিল অজানা দনভূমির কোন এক জায়গায়।

তাতারস্কি গ্রামের পদাতিক বাহিনীর ফ্রন্ট থেকে ফেরার হওয়া আধা-স্কোয়াড্রন সৈন্য ফিরে চলেছে লড়াইয়ের ময়দানে। চলেছে তারা জলের ধারের বালিয়াড়ি ডিঙিয়ে, উজ্জ্বল লাল রঙের উইলো ঝোপের ভেতর দিয়ে। অল্পবয়সীরা চলেছে খোশমেজাজে, নিশ্চিন্তমনে। বুড়োরা - যাদের ঠাট্টা করে 'হাইদামাক'* বলা হয় - চলেছে দীর্ঘশ্বাস ফেলতে ফেলতে, গোপনে চোখের জল চেপে রেখে। এখন জমি চাষ করার সময়, জমিতে মই দেওয়া আর বীজ বোনার সময়। মাটি ওদের ডাকছে, দিন রাত অবিরাম ওরা শুনছে ডাক। অথচ এখন ওদের লড়াই হবে, জোর করে চাপিয়ে দেওয়া কর্মহীনতা, ভয়, অভাব আর একঘেয়েমির মধ্যে মরতে হবে অচেনা অজানা গ্রামে গিয়ে। এরই জন্য দাড়িওয়ালাদের চোখ ফেটে জল আসছে। ঠিক এই ভেবেই ওরা আজ বিষণ্ণ। প্রত্যেকেরই মনে পড়ে যায়

---

* ১৪৬ পৃষ্ঠায় টীকা দ্রষ্টব্য।

তার ছেড়ে আসা ঘর গেরস্থালি, গোবুবাছুর আর চাষবাসের সরঞ্জাম। সব কিছুতেই দরকার পুরুষমানুষের হাতের ছোঁওয়া। সবই এখন ভেসে যাচ্ছে বাড়ির কর্তার নজরের অভাবে। আর মেয়েমানুষদের কাছ থেকে কতটুকুই বা আশা করা যেতে পারে? মাটি শুকিয়ে যাবে, বীজ বোনার কাজ পেরে উঠবে না ওরা, পরের বছর অজন্মা হবে। সাধে কি আর বলে 'চাষ-আবাদে পুরুষ বুড়ো জোয়ান মেয়ের চাইতে দড়!'

বুড়োরা নীরবে হেঁটে চলেছে বালির ওপর দিয়ে। শুধু অল্পবয়সীদের মধ্যে কে একজন একটা খরগোস মারতে গিয়ে গুলি ছুড়ল। তখন ওরা চঞ্চল হয়ে উঠল। মিছিমিছি একটা বুলেট নষ্ট করার জন্য (বিদ্রোহী বাহিনীর ওপরওয়ালাদের নির্দেশে কড়া নিষেধ ছিল এ ব্যাপারে) বুড়োরা অপরাধীকে শাস্তি দেবার সিদ্ধান্ত নিল। ওদের যত রাগ গিয়ে পড়ল ছোকরার ওপর। বেত মারা হবে বলে ঠিক হল।

'চল্লিশটা ঘা লাগাও!' পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ প্রস্তাব দিল।

'বড্ড বেশি হয়ে যাচ্ছে!'

'তাহলে ও আর জায়গায় পৌঁছুতে পারবে না!'

'ষোল!' খ্রিস্তোনিয়া গাঁক গাঁক করে বলল।

ষোলতেই রফা হল। জোড় সংখ্যা হল। অপরাধীকে বালির ওপর শুইয়ে পাতলুন টেনে নামাল ওরা। খ্রিস্তোনিয়া গানের সুর ভাঁজতে ভাঁজতে কলম কাটার ছুরি দিয়ে হলদে নরম রোঁয়ায় ঢাকা ডাল কাটল। আনিকুশ্‌কা বেতের বাড়ি কষাল। বাকিরা কাছাকাছি বসে তামাক টানতে লাগল। পরে ফের পথ চলতে লাগল। সবার শেষে পায়ে পায়ে চলেছে শাস্তি-পাওয়া ছেলেটা। চলতে চলতে চোখের জল মোছে আর পাতলুনটা শক্ত করে ওপরে টেনে তোলে।

বালি পার হয়ে ঝুরঝুরে কালো মাটির জমিতে পা ফেলতেই ওদের কথাবার্তা নির্বিরোধী মোড় নিল।

'আহা এই ত মাটি! – কী চমৎকার মাটি! গেরস্থের অপেক্ষায় আছে। কিন্তু গেরস্থের আর সময় কোথায়! শয়তানের পাল্লায় পড়ে সে বেচারি পাহাড় আর টিলার ওপর ঘুরে মরছে, লড়াই করছে,' শরৎকালে চষা ক্ষেতের শুকনো চড়চড়ে মাটি দেখিয়ে বুড়োদের একজন দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল।

পাশ দিয়ে যেতে যেতে ওরা প্রত্যেকেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে, চষা জমির ওপর ঝুঁকে পড়ে। বসন্তের রোদের গন্ধমাখা শুকনো মাটির এক্কেকটা ডেলা হাতে তুলে নিয়ে দুহাতের মুঠোয় ডলে, দীর্ঘশ্বাস চেপে থাকে।

'মাটি তৈরি হয়ে আছে!'

'মই দেওয়ার এই ত সময়!'

'আর তিন দিন পার হলেই বীজ বোনা যাবে না।'

'আমাদের এই দিকটাতে বসন্ত যেন একটু আগে এলো।'

'আগে আর কোথায় এলো! ওই চেয়ে দেখ না, দন-পাড়ের খাতের মাথায় এখনও বরফ পড়ে আছে।'

তারপর দুপুরবেলায় খাবারের জন্য বিরতি। পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ বেত খাওয়া ছেলেটাকে ননীতোলা 'নষ্ট দুধ' দিয়ে আপ্যায়ন করল। রাইফেলের নলের সঙ্গে বাঁধা থলেতে ওটা নিয়ে এসেছিল সে। সারা রাস্তা পুঁটলি থেকে জল চুইয়ে চুইয়ে পড়ছিল। তাই দেখে আনিকুশ্কা হাসতে হাসতে ওকে বলেছিল, 'তুমি যে ষাঁড়ের মতন পেছন পেছন ভিজে দাগ রেখে যাচ্ছ – ওই ধরেই ত যে কেউ তোমার খোঁজ পেতে পারে, প্রকোফিচ।'

ছেলেটাকে আপ্যায়ন করতে করতে গুরুগম্ভীর ভঙ্গিতে পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ বলে, 'বুড়োদের ওপর রাগ করতে নেই বোকা ছেলে! বেত না হয় মেরেইছে, তাতে ক্ষতিটা কী হয়েছে বল ত! মারধর খাওয়া একজন হল গিয়ে দুজন মারধর-না-খাওয়ার সমান।'

'তোমাকে যদি ওরা অমন চাবকাত পান্তেলেই দাদু তাহলে অন্য সুরে কথা বলতে!'

'আমার ওপর দিয়ে আরও অনেক খারাপ জিনিস গেছে, হে ছোকরা।'

'আরও খারাপ!'

'হ্যাঁ, আরও খারাপ। এটা ত ঠিক যে আগেকার দিনে ধোলাইয়ের ধরনটাই ছিল অন্যরকম।'

'ধোলাই দিত বুঝি?'

'অবশ্যই দিত। আমার যখন ছোকরা বয়স তখন বাপ আমাকে জোয়ালের ডাণ্ডা দিয়ে পিঠে মেরেছিল – তাও সামলে উঠেছি।'

'জোয়ালের ডাণ্ডা দিয়ে!'

'বললাম যে জোয়ালের ডাণ্ডা – তাহলে আর বলছি কী? ওরে হাঁদা, দুধটা খেয়ে নে! অমন হাঁ করে চেয়ে রইলি কেন? দ্যাখ কাণ্ড, চামচটার হাতা নেই দেখছি! ভেঙে ফেলেছিস বুঝি? নাঃ, একেবারেই অকম্মার ধাড়ি! এবারে মারটা দেখছি তোকে কমই দেওয়া হয়েছে, শুয়োরের বাচ্চা!'

দুপুরের খাওয়া দাওয়ার পর ওরা বসন্তের মাতাল করা হালকা মদির বাতাসে একটু ঘুমিয়ে নেবে বলে ঠিক করল। রোদের দিকে পিঠ করে শুয়ে পড়ল, একটু আধটু নাকও ডাকল। তারপর উঠে আবার সেই স্তেপের গেরুয়া মাটির ওপর দিয়ে, রাস্তাঘাট ছেড়ে, গত বছরের শস্যের নাড়ার ওপর দিয়ে সোজা পথ

ধরল। ওরা চলেছে। ওদের কারও গায়ে ফ্রক কোট, কারও গায়ে গ্রেটকোট, মোটা বনাত কাপড়ের কোর্তা, কারও বা পশুলোমের খাটো ওভারকোট। কেউ পরেছে বুটজুতো, কেউ বা চপ্পল, সালোয়ারের পায়ের দিক সাদা মোজার ভেতরে গোঁজা, কারও বা পায়ে কোন জুতোর বালাই নেই। সঙিনের গায়ে দুলছে খাবারের থলে।

ফেরারীদের পলটনে ফেরার পথের দৃশ্যের মধ্যে জঙ্গী ভাবের এত অভাব ছিল যে চাতক পাখিগুলো পর্যন্ত আকাশের সুনীল বন্যায় সুরের তরঙ্গ তুলে উড়তে উড়তে নীচে ওদের চলার পথের পাশে ঘাসের ওপর এসে বসে।

• • •

গ্রিগোরি মেলেখভ গ্রামে কসাকদের কারও দেখা পেল না। ছেলে মিশাত্‌কা ইতিমধ্যে বেশ বড় হয়ে উঠেছে। সকালে গ্রিগোরি ওকে ঘোড়ার পিঠে বসিয়ে দিয়ে দনের ধারে ঘোড়াটাকে নিয়ে জল খাইয়ে আনতে বলল। নিজে সে নাতালিয়াকে সঙ্গে নিয়ে বুড়ো গ্রিশাকা আর শাশুড়ীকে দেখতে গেল।

জামাইকে দেখে লুকিনিচ্‌না কেঁদে ফেলল।

'ওরে গ্রিশা, বাছা আমার! আমাদের মিরোন গ্রিগোরিয়েভিচ চলে যেতে আমরা যে একেবারে পথে বসলাম। শান্তি হোক ওর আত্মার! . . . আমাদের ক্ষেতখামারির কাজ এখন কে করবে বল? গোলাভরা বীজ, কিন্তু বীজ বোনার কেউ নেই। দুঃখের কথা কী বলব, বাছা আমার! আমরা অনাথ হয়ে গেলাম। কেউ চায় না আমাদের, কেউ চেনে না। সবার কাছে আমরা বাড়তি বোঝা! . . . একবার তাকিয়ে দ্যাখ বাছা, খামারের কী দুর্দশা হয়েছে আমাদের! . . . কে আর এসব মেরামত করতে এগিয়ে আসবে, বল্‌! . . .'

বাস্তবিকই খামারটা দ্যাখ-দ্যাখ ক'রে নষ্ট হয়ে যেতে বসেছে। বলদগুলো চারধারের বেড়া ভেঙে আঙিনায় উলটে ফেলে দিয়েছে। লাঙলের ফলা কোথাও কোথাও উলটে পড়ে আছে। একটা চালাঘরের মাটির দেয়াল বসন্তের বন্যার জলে গলে ধসে পড়েছে। মাড়াই উঠোনের বেড়া ভেঙে ছত্রাকার হয়ে পড়ে আছে। আঙিনায় ঝাঁট পড়ে নি। চালাঘরের নীচে পড়ে আছে একটা মরচে-ধরা ফসলকাটার যন্ত্র। সেখানেই গড়াগড়ি যাচ্ছে একটা ভাঙা ঘাস-কাটা কল। . . . সর্বত্র অবহেলা আর ধ্বংসের চিত্র।

'বাড়ির কর্তা নেই বলে কত তাড়াতাড়ি সব যেতে বসেছে,' কোর্‌শুনভদের খামারবাড়ির উঠোনের চারপাশ ঘুরতে ঘুরতে ঔদাস্যভরে গ্রিগোরি মনে মনে ভাবল।

এর পর ফিরে এসে ঘরে ঢুকতে দেখে নাতালিয়া তার মাকে ফিসফিস ক'রে কী যেন বলছে। কিন্তু গ্রিগোরিকে দেখেই চুপ ক'রে গিয়ে খোসামুদে হাসি হাসল।

'ওগো মা এই মাত্র বলছিল... তুমি ত বলে জমিতে কাজ করতে যাচ্ছ।... না হয় ওদেরও কয়েক বিঘে জমিতে বীজ ছড়ালে?'

'কিন্তু তোমাদের জমিতে বীজ বোনার কী দরকার, মা?' গ্রিগোরি জিজ্ঞেস করল। তোমরা বীজের জন্যে যে গম রেখেছ তাতেই ত গোলা ঠাসা।'

লুকিনিচ্না একথা শুনেই কপাল চাপড়াল।

'হা পোড়া কপাল আমার! জমিটার তাহলে কী দশা হবে গ্রিশা? আমার স্বামী বেঁচে থাকতেই গত শরৎকালে যে শ'খানেক বিঘে জমি লাঙল দিয়ে রেখেছিল।'

'তাতে কী হয়েছে? জমির আর কী হবে? পড়ে থাকলে ত আর নষ্ট হবে না। এ বছরটা যদি বেঁচে থাকি ত ফসল বুনব।'

'কিন্তু সে কী করে হয়? জমি খালি পড়ে থাকবে বলছ?'

গ্রিগোরি নিবৃত্ত করার চেষ্টা করল শাশুড়ীকে।

'লড়াইয়ের সীমানাটা এখান থেকে দূরে সরে যাক না কেন – তখন বোনা যাবে।'

কিন্তু লুকিনিচ্না গোঁ ধরে থাকে। এমন কি গ্রিগোরির ওপর একটু যেন রেগেও গেল। ঠোঁটদুটো তিরতির ক'রে কাঁপছিল। এখন যেন অভিমানে ফুলে উঠল।

'তা বাপু, তোমার যদি অবসর না থাকে... হয়ত বা আমাদের বেগার দেবার তেমন ইচ্ছেও নেই তোমার...'

'বেশ, বেশ, ঠিক আছে। কাল নিজেদেরটা বুনতে যাচ্ছি, তখন তোমাদেরও পনেরো-ষোল বিঘা বুনে দেব না হয়। ওতেই তোমাদের যথেষ্ট হয়ে যাবে।... গ্রিশাকা দাদু বেঁচে আছে ত?'

'বেঁচে থাক বাবা। অন্নদাতা আমার, বেঁচে থাক!' খুশিতে চোখমুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে লুকিনিচ্নার। 'আজই বলে দেব আগ্রিপিনাকে বীজগুলো তোর কাছে দিয়ে আসতে।... বুড়ো কর্তার কথা বলছিস? ভগবান ত এখনও ওকে কাছে টেনে নিলেন না। বেঁচে আছে। তবে মাথাটা একটু যেন কেমন কেমন হতে শুরু করেছে। সারা দিন রাত শুধু ঘরে বসে বসে শাস্তর পড়ে। মাঝে মাঝে খালি কথা বলে। কিন্তু তার মাথামুণ্ডু কিছু বোঝার উপায় নেই। কথা বলে গির্জের ভাষায়। একটু যা না, গিয়ে দেখে আয়। ভেতরের ছোট ঘরে আছে।'

নাতালিয়ার নিটোল গাল বয়ে এক ফোঁটা চোখের জল গড়িয়ে পড়ে।

চোখের জলের ফাঁকে হাসতে হাসতে নাতালিয়া বলল, 'এইমাত্র ওর কাছে গিয়েছিলাম। আমায় দেখে বলল, 'ওরে ফাঁকিবাজ মেয়ে! একবার দেখতেও আসিস নে? শিগ্‌গিরই আমি মারা যাব রে! ঈশ্বরের চরণে ঠাঁই নেবার সময়

তোর জন্যে, ছোট্ট নাতনীটার জন্যে প্রার্থনা করব। কবরের মাটিতে ঠাঁই নিতে চাই রে, নাতালিয়া সোনা আমার! . . . মাটি আমায় ডাকছে। এখন যাবার সময় হল!''

গ্রিগোরি ভেতরের ঘরে ঢুকল। ধূপধুনো আর ছাতা-পড়া পচা-পচা গন্ধ, অপরিচ্ছন্ন বুড়ো মানুষের গন্ধ – ধক্ করে গ্রিগোরির নাকে এসে লাগল। গ্রিশাকা দাদুর গায়ে সেই পুরনো ছাইরঙা মিলিটারী উর্দি, কলারে লাল ডোরা। তক্তপোষে বসে আছে। পরনের চওড়া সালোয়ারটা নিখুঁত তালি দেওয়া, পশমের মোজাও রিফু করা। বুড়ো দাদুর দেখাশোনার ভার এখন পড়েছে আগ্রিপিনার হাতে। সে এখন বড় হয়ে উঠেছে। বিয়ের আগে নাতালিয়া যতখানি মন দিয়ে আর দরদ ঢেলে বুড়োর দেখাশোনা করত এই নাতনীটিও ততটাই করে।

বুড়োর কোলে একখানা বাইবেল। সবুজ ছাতলা ধরা তামার ফ্রেমে বাঁধানো চশমার ফাঁক দিয়ে সে গ্রিগোরির দিকে তাকাল, ঝকঝকে সাদা দাঁত বার করে হাসল।

'সেপাই নাকি? আস্ত আছিস এখনও? ভগবান তাহলে বুলেট থেকে রক্ষে করেছেন তোকে? জয় হোক তার। বোস!'

'তোমার শরীর কেমন আছে দাদু?'

'অ্যাঁ?'

'বলি শরীর কেমন আছে?'

'অবাক করলি রে ছোকরা, অবাক করলি তুই! আমার এই বয়সে আর শরীর ভালো হওয়ার কী আছে? প্রায় একশ হতে চলল। হ্যাঁ, একশ বছর। . . . কোথা দিয়ে যে কেটে গেল টেরই পেলাম না। মনে হয় এই ত সেদিন আমার মাথায় সুন্দর এক রাশ কাঁচা চুল ছিল, কাঁচা বয়স ছিল আমার, ভালো স্বাস্থ্য ছিল। আর আজ যেন ঘুম ভেঙে উঠে দেখি একেবারে থুত্থুড়ে। . . . গরম কালের আকাশে বিজলী চমকের মতো জীবনটা পলকে চলে গেল। এই আছে, এই নেই। . . . গায়ের মাংস ঝুলে পড়েছে। কফিনখানা কত বছর হল গোলাঘরে খাড়া করা আছে। কিন্তু দেখেশুনে মনে হচ্ছে ঈশ্বর যেন আমায় ভুলেই গেছেন। পাপী আমি মাঝে মাঝে প্রার্থনা ক'রে বলি: 'হে প্রভু, একবার তোমার করুণাময় দৃষ্টি ফেরাও তোমার দাসানুদাস গ্রিশাকার দিকে! আমি যেমন পৃথিবীর বোঝা, তেমনি পৃথিবীও আমার বোঝা। . . .''

'আরও অনেক দিন বাঁচবে বুড়ো দাদু। তোমার মুখ ভর্তি দাঁত গজগজ করছে।'

'অ্যাঁ?'

'দাঁত এখনও অনেক আছে!'

'দাঁতের কথা বলছিস? হুঃ, বোকা আর কাকে বলে!' চটে ওঠে গ্রিশাকা দাদু। 'প্রাণ যখন দেহের খাঁচা ছেড়ে বেরোনোর পথ খোঁজে তখন কি আর দাঁত

দিয়ে আটকে রাখা যায়? . . . তুই কি এখন লড়াই করে যাচ্ছিস, আহাম্মকটা?'

'হ্যাঁ, এখনও লড়াই করে যাচ্ছি।'

'আমাদের মিত্কা ছোঁড়াও পিছুহটাদের দলের সঙ্গে চলে গেল। গোলমালে পড়বে – ঠিক দেখে নিও – এমন গোলমালে পড়বে যে কেঁদে কূল পাবে না।'

'বেশ, বেশ।'

'সেই কথাই ত বলছি। কিসের জন্য লড়ছিস বল ত? নিজেদেরই জানা নেই। সবই ভগবানের লীলা, তাঁরই ইচ্ছেয় সব হচ্ছে। আমাদের মিরোনের যে মরণ হল – কেন হল? হল এই জন্যেই যে ভগবানের ইচ্ছের বিরুদ্ধে গিয়েছিল, সরকারের বিরুদ্ধে লোকজনকে উস্কানি দিয়েছিল। আর যে-কোন সরকারের ক্ষমতাই বল তা ভগবানের কাছ থেকে পাওয়া। সে সরকার যদি খ্রীষ্টের বিরুদ্ধেও হয় তাহলেও ওই ভগবানেরই দেওয়া। আমি তখনই ওকে বলেছিলাম: 'কসাকদের তুই বিদ্রোহী করে তুলিস নে মিরোন, সরকারের বিরুদ্ধে ওস্কানি দিস নে ওদের, পাপের দিকে ঠেলে দিস নে!' কিন্তু ও আমায় বললে, 'না বাবা, আর সইতে পারা যায় না! আমাদের মাথা তুলতে হবে। এই সরকারকে ধ্বংস করতেই হবে, নইলে আমাদের পথে বসিয়ে ছাড়বে। আমরা মানুষ ছিলাম, এ সরকার থাকলে আমরা উচ্ছন্নে যাব।' সহ্য হল না ওর। যুদ্ধের তরবারি যে তোলে তরবারিতেই তার মৃত্যু। কথাটা সত্যি। আচ্ছা, গ্রিশা, শুনছি তুই নাকি জেনারেলের পদে উঠেছিস, ডিভিশনের কর্তা হয়েছিস। সত্যি নাকি!'

'হ্যাঁ।'

'ডিভিশনের কর্তা?'

'হ্যাঁ। তা বৈ কি।'

'তাহলে তোর কাঁধের তকমা-টকমাগুলো কোথায়?'

'আমরা ওসব উঠিয়ে দিয়েছি।'

'ছ্যাঃ। গোল্লায় গেছে দেখি সব! 'উঠিয়ে দিয়েছি।' তাহলে তুই আর জেনারেল কিসের? দেখলেও দুঃখু হয়! হ্যাঁ, জেনারেল ছিল বটে আগেকার দিনে! তাদের দিকে তাকিয়ে সুখ ছিল! পুরুষ্টু চেহারা, নাদা পেট, গুরুগম্ভীর দেখতে! আর তুই এখন . . . ওয়াক থুঃ! – তার বেশি আর কী বলব! তোর গায়ের ওভারকোটটা নোংরা, তোর কাঁধে কোন তকমা ঝুলছে না, বুকে সাদা ডুরি নেই। তোদের থাকার মধ্যে আছে উকুন, থিকথিক করছে উকুন।'

গ্রিগোরি হো হো করে হেসে ওঠে। কিন্তু বুড়ো গ্রিশাকা উত্তেজিত হয়ে বলে চলে, 'অমন হাসিস নে হতভাগা! মানুষকে যমের দুয়োরে ঠেলে দিচ্ছিস, সরকারের বিরুদ্ধে খেপিয়ে তুলেছিস। মহা পাপ করছিস, আবার কিনা দাঁত বার

করছিস! অ্যাঁ? . . . সে কথাই ত বলছি। যাই বলিস না কেন, তোদের শেষ করবে, সেই সঙ্গে আমাদেরও। ঈশ্বর নিজেই তাঁর পথ দেখাবেন তোদের। আমাদের এই ডামাডোলের সময়ের কথাই কি বাইবেলে বলা হয় নি? তাহলে শোন্, এখনই তোকে পড়ে শোনাই মহাপুরুষ ইয়েরেমিয়ার দিব্যবাণী। . . .'

হলদে আঙুল দিয়ে বাইবেলের হলদে পাতাগুলো ওল্টাল বুড়ো। আলাদা আলাদা প্রতিটি শব্দাংশ ধীরে ধীরে উচ্চারণ ক'রে পড়তে শুরু করল:

' 'জাতিসকলের সমক্ষে ঘোষণা কর, শুনাইয়া প্রচার কর দিব্যচিহ্ন। কীর্তি খ্যাপন কর, গোপন করিও না, কহ: ব্যাবিলন-ভূমি অবরুদ্ধ, বেল্-দেব লাঞ্ছিত, মেরোদাখ পরাভূত, উহার মূর্তি লাঞ্ছিত। ইহাদিগের ভাবমূর্তি বিধ্বস্ত। যেই হেতু উত্তরের দেশ হইতে এমন এক জাতির আগমন ঘটিতেছে, যাহার দ্বারা উক্ত ভূমি উৎসন্নে যাইবে। মনুষ্য, অপরঞ্চ পশুসকল কেহই জীবিত থাকিবে না – তথা হইতে বিদায় লইবে। . . .' মাথায় ঢুকল তোর গ্রিশা? ওরা আসছে উত্তর দিক থেকে, তোমাদের ব্যাবিলনীদের ধরে ঘাড় মটকাবে। এর পরে আরও কী বলছে শোন্: 'উক্ত দিনগুলিতে, উক্ত সময়ে, প্রভু কহিলেন, ইস্রায়েলের সন্তানগণ আসিবে, তাহারা এবং জুডার সন্তানবর্গ একযোগে চলিতে চলিতে ক্রন্দন করিতে থাকিবে। তাহারা তাহাদিগের প্রভু ঈশ্বরের সন্ধানে গমন করিবে। আমার প্রজাবৃন্দ যূথভ্রষ্ট মেষের ন্যায়। তাহাদিগের মেষপালকগণ তাহাদিগকে পথভ্রষ্ট করিয়াছে, পথভ্রষ্ট করিয়া পর্বতে বিতাড়ন করিয়া লইয়া গিয়াছে: তাহারা পর্বত হইতে টিলায় ঘুরিয়া মরিতেছে।' '

শাস্ত্রের সেকেলে ভাষণ খুব একটা ভালো বুঝতে পারছিল না গ্রিগোরি। তাই সে জিজ্ঞেস করল, 'কী বলতে চাও? এসবের অর্থ কী?'

'ওরে হারামজাদা, অর্থ হল যে তোরা যারা এই এত গণ্ডগোল পাকাচ্ছিস তাদের ঘুরে মরতে হবে পাহাড়ে-পর্বতে। তাছাড়া তোরা কসাকদের রাখালও নোস, তোরা নিজেরাই বোকা ভেড়ারও অধম। কী করছিস তা-ই বুঝতে পারছিস না। . . . আরও শোন্: 'উহারা উহাদিগের আশ্রয় বিস্মৃত হইয়াছে, তাই যাহারা উহাদিগকে পাইল তাহাদিগের খাদ্যে পরিণত হইল।' একেবারে অক্ষরে অক্ষরে! এখন উকুনগুলো খাচ্ছে না তোদের?'

'উকুনের হাত থেকে রেহাই নেই,' গ্রিগোরিকে স্বীকার করতে হয়।

'তাহলেই দ্যাখ অক্ষরে অক্ষরে মিলে যাচ্ছে। এর পর: 'উহাদিগের শত্রুরা কহিল: ইহাদিগের ক্ষমা নাই, যেহেতু প্রভুর বিরুদ্ধে পাপকর্মে প্রবৃত্ত হইয়াছে। . . . ব্যাবিলনের মধ্যস্থল হইতে সরিয়া যাও, চালডীয়দিগের দেশ পরিত্যাগ কর। মেষপালের সম্মুখে পুরুষ-মেষের ন্যায় হও। কারণ, দেখিও, আমি অধনিশার ভূমি

হইতে বৃহৎ জাতিসকলের সমাবেশ ঘটাইব ব্যাবিলনের বিরুদ্ধে। তাহারা সমবেত হইয়া অস্ত্রধারণ করিবে। তথা হইতেই উহা অবরুদ্ধ হইবে, যেহেতু উহারা কুশলী পুরুষের ন্যায় শক্তিশালী তীর নিক্ষেপ করিবে – কোন লক্ষ্যই ব্যর্থ হইবে না। আর চালডীয় ভূমি লুণ্ঠিত হইবে, লুণ্ঠনকারীরা প্রত্যেকে পরিতৃপ্ত হইবে। ইহাই প্রভুর বিধান, যেহেতু আমার উত্তরাধিকার বিনাশপূর্বক তোমরাও একদা আনন্দ করিয়াছিলে, গৌরব বোধ করিয়াছিলে।''

গ্রিগোরি বাধা দিয়ে বলল:

'দাদু, তুমি যদি একটু সহজ ভাষায় ব্যাখ্যা করে বলতে। . . . নইলে ঠিক ঠিক বুঝতে পারছি না।'

কিন্তু বুড়ো ঠোঁট চিবুতে চিবুতে উদাস দৃষ্টিতে ওর দিকে একবার তাকাল, তারপর বলল, 'এই এখুনি শেষ হল বলে, শোন্: 'যেহেতু তোমরা গোবৎসের ন্যায় তৃণের উপর ছুটিয়া বেড়াইতেছ এবং বলদের ন্যায় চাঁট মারিবার অভ্যাস আয়ত্ত করিয়াছ। তোমাদিগের জননী সাতিশয় ধিকৃত হইবেক, তোমাদিগকে জন্ম দিবার হেতু লজ্জায় পড়িবে। জাতিসমূহের পশ্চাতের দেশ জনশূন্য, দুর্গম ও ঊষর ভূমিতে পরিণত হইবে। প্রভুর ক্রোধের ফলে উহাতে কদাপি জানপ্রাণীর কোন চিহ্ন থাকিবে না, উহা সম্পূর্ণ পরিত্যক্ত হইবে। যাহারা ব্যাবিলনের পার্শ্ব দিয়া যাইবে তাহারাই বিস্মিত হইবে এবং তাহার শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া পরিতাপ করিবে।''

'কিন্তু এর অর্থ কী?' গ্রিগোরি আবার জিজ্ঞেস করল। সে একটু বিরক্তই হতে শুরু করেছে।

গ্রিশাকা দাদু কোন উত্তর না দিয়ে বাইবেল বন্ধ করে রেখে তক্তপোষের ওপর শুয়ে পড়ল।

ভেতর ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে আসতে গ্রিগোরি মনে মনে ভাবল, 'লোকের স্বভাবই এই। জোয়ান বয়সে জোর ফুর্তি লোটে, ভোদকা গেলে, আরও নানা পাপ কাজ করে। তারপর জোয়ান বয়সে যে যত বদ ছিল বুড়ো বয়সে সে তত বেশি করে ভগবানের আড়ালে নিজের গা বাঁচানোর চেষ্টা করে। এই গ্রিশাকা বুড়োর কথাই ধরা যাক না কেন। নেকড়ের মতো দাঁতের পাটি। শোনা যায় জোয়ান বয়সে যখন পল্টন ছেড়ে বাড়ি এলো তখন নাকি গাঁয়ের যত মেয়েমানুষ – যাদের পাখা গজিয়েছে, যারা গড়ানে – সবাই ওর জন্যে কেঁদে আকুল। সকলেই ছিল ওর। অথচ এখন দেখ। . . . আমাকে যদি বুড়ো বয়স অবধি বেঁচে থাকতেও হয় আমি কখনও এই হাবিজাবি জিনিস পড়তে যাব না! বাইবেলে আমার রুচি নেই।'

শ্বশুরবাড়ি থেকে ফিরে আসার সময় ভাবতে থাকে বুড়োর মুখের কথা আর

বাইবেলের রহস্যময় দুর্বোধ্য বাণীগুলো। নাতালিয়াও চলতে থাকে নীরবে। এবারে গ্রিগোরি বাড়ি ফিরে আসার পর নাতালিয়া অস্বাভাবিক কঠিন মনোভাবের পরিচয় দিয়েছে তার স্বামী সম্পর্কে। দেখেশুনে মনে হচ্ছে কার্গিনস্কায়া জেলার গ্রামে গ্রামে মেয়েমানুষদের সঙ্গে গ্রিগোরির ফুর্তি আর ফষ্টিনষ্টি করে বেড়ানোর খবর ওর কানেও গিয়েছিল। যেদিন ও বাড়ি ফেরে সে রাতে নাতালিয়া ওকে ভেতরের বড় ঘরে খাটে বিছানা করে দিয়ে নিজে পশুলোমের কোটে গা মুড়ি দিয়ে শুয়েছিল তোরঙ্গের ওপর। কিন্তু তিরস্কার করে একটা কথাও বলে নি, একটা কথাও জিজ্ঞেস করে নি। সে রাতে গ্রিগোরিও চুপ করে রইল। ভাবল ওদের দুজনের সম্পর্ক এমন অস্বাভাবিক রকম উদাসীন কেন হয়ে গেল সে প্রশ্ন আপাতত জিজ্ঞেস না করাই ভালো। . . .

নির্জন রাস্তা ধরে চুপচাপ হেঁটে চলেছে ওরা। এখন যেন আগের চেয়েও বেশি পর পর একে অন্যের কাছে। দক্ষিণ দিক থেকে একটা উষ্ণ আরামদায়ক হাওয়া আসছে। পশ্চিমের আকাশে জমেছে বসন্তকালের ঘন সাদা মেঘের রাশি। তাদের চিনির মতো সাদা-নীলচে চুড়াগুলো কুণ্ডলী পাকিয়ে পাকিয়ে নিজেদের দেহরেখা বদল করছে, দন পাড়ের সবুজ রঙ ধরা পাহাড়ের কিনারার ওপর দিয়ে উড়তে উড়তে চড়াও হয়ে বসছে। প্রথম বজ্রের ক্ষীণ গর্জন শোনা যায়। গাছের ফুটন্ত কুঁড়ির সঞ্জীবনী সৌরভে আর বরফ গলার পর জেগে ওঠা কালো মাটির সোঁদা গন্ধে ভরপুর হয়ে উঠেছে সারা গ্রাম। দনের নীল বানের জলে সাদা কেশর দুলিয়ে ঢেউ ছুটছে। বাতাস নীচু হয়ে বইছে, বয়ে নিয়ে আসছে প্রাণ-জুড়ানো আর্দ্রতা, পচা ঘাসপাতা আর ভিজে কাঠের ঝাঁঝাল গন্ধ। টিলার ঢাল বরাবর একটা কালো মখমলের তালির মতো শরৎকালের চাষের জন্য চষা এক ফালি লম্বা জমি পড়ে আছে। ধোঁয়া ধোঁয়া বাষ্প উঠছে তার বুক থেকে। দন পাড়ের পাহাড়ের মাথার ওপর কাঁপা কাঁপা কুয়াশার ধারা দেখা দেয়; ভেসে বেড়ায়। রাস্তার ঠিক মাথার ওপরে একটা চাতক পাখি মাতাল হয়ে সুরের বন্যা ঢেলে চলেছে, মেঠো ইঁদুরগুলো দৌড়ে রাস্তা পার হতে হতে মৃদু শিস দিচ্ছে। বিপুল উর্বরাশক্তি ও প্রাণশক্তির প্রাচুর্যে ভরপুর এই সমস্ত কিছুর ওপর, এই জগতের ওপরে – অনেক উঁচুতে পৃথিবীর মাথা ছাড়িয়ে আকাশে কিরণ দিচ্ছে মহিমাদীপ্ত, উত্তুঙ্গ সূর্য।

গ্রামের মাঝখানে নালার ওপরে একটা সাঁকো। বসন্তের বানের জল তখনও পাহাড় বয়ে সেই নালার ভেতর দিয়ে ছেলেমানুষের মতো খুশিতে কলবলিয়ে ছুটে চলেছে। সাঁকোর কাছে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল নাতালিয়া। চটির ফিতে বাঁধার

ছলে, কিন্তু আসলে গ্রিগোরির কাছ থেকে মুখ লুকানোর জন্য নীচু হয়ে সে জিজ্ঞেস করল, 'চুপ করে আছ যে?'

'কী নিয়ে তোমার সঙ্গে কথা বলব বল?'

'কিছু অন্তত আছে।... কার্গিন্‌স্কায়ার আশেপাশে কেমন মাতলামি করে ঘুরে বেড়িয়েছ, বেবুশ্যে মাগীদের সঙ্গে কী করলে... সে সব গল্প করলেও ত পারতে।...'

'আচ্ছা, তুমি তাহলে জান?...' গ্রিগোরি বটুয়া বার ক'রে সিগারেট পাকাতে শুরু করে। ঘরে তৈরি তামাকের সঙ্গে মেশানো তেপাতা ঘাসের মিষ্টি সৌরভে চারদিক ভরে ওঠে। সিগারেটে একটা টান দিয়ে গ্রিগোরি আবার জিজ্ঞেস করল, 'তাহলে জান দেখছি। কার কাছ থেকে?'

'জানি বলেই ত বলেছি! গাঁয়ের সকলাই জানে, তাই বলার লোকেরও অভাব নেই।'

'জানই যদি তাহলে আর কী বলব?'

গ্রিগোরি বড় বড় পা ফেলে চলতে থাকে। বসন্তের স্বচ্ছ নীরবতার মধ্যে সাঁকোর কাঠের তক্তার ওপর ওর বিরল পা ফেলার শব্দ, সেই সঙ্গে ওর পেছন ধরার জন্য নাতালিয়ার আরও তাড়াতাড়ি পা চালানোর খটখট আওয়াজ প্রতিধ্বনি তোলে। নাতালিয়ার চোখ দিয়ে ঘন ঘন প্রবল জলের ধারা বয়ে চলেছে। সাঁকো পার হওয়ার পর চোখের জল মুছতে মুছতে কিছুক্ষণ সে নীরবে হেঁটে চলে। তারপর ঢোক গিলে কান্না চেপে, ধরা গলায় সে জিজ্ঞেস করল, 'তাহলে তুমি তোমার সেই পুরনো ব্যাপার শুরু করেছ?'

'ওসব ছাড় নাতালিয়া।'

'লোভী কুকুর কোথাকার! খালি ছোঁক ছোঁক করে বেড়ান! আমায় অমন যন্ত্রণা দিচ্ছ কেন বল ত?'

'লোকের গালগল্পে একটু কম কান দিও।'

'বাঃ, তুমি নিজেই যে স্বীকার করলে!'

'আমার মনে হয় আসল ঘটনা যা তার চেয়ে অনেক বেশি বানিয়ে বলেছে তোমাকে। হ্যাঁ, তোমার কাছে একটু দোষী, তা স্বীকার করছি। কিন্তু এ হল জীবন, দোষ করাই তার ধর্ম নাতাশা!... সারাক্ষণ প্রাণ হাতের মুঠোয় নিয়ে বেড়াতে হচ্ছে, তা এক আধবার না হয় লাঙলের দাগ ছেড়ে বাইরেই বেরিয়ে পড়েছিলাম।...'

'ছেলেপিলেরা তোমার কত বড় হয়েছে সে খেয়াল আছে? তুমি কি লাজলজ্জার মাথা খেয়েছ? ওদের দিকে মুখ তুলে তুমি তাকাবে কেমন করে?'

'হুঁঃ! লাজলজ্জা।' ঝকঝকে দাঁত বার করে গ্রিগোরি হাসল। হাসতে হাসতে

বলল, 'ওকথা ভাবাই আমি ছেড়ে দিয়েছি – ভুলে গেছি। কিসের লাজলজ্জা, যখন গোটা জীবনটাই নড়বড়ে হয়ে গেছে! . . . মানুষ খুন করে বেড়াচ্ছি। . . . জানি না কিসের জন্যে এই এত তালগোল পাকানো। . . . কিন্তু কী ভাবেই বা তোমায় বোঝাব? তুমি বুঝবে না! তোমার ভেতরে এখন জ্বলছে শুধু মেয়েমানুষের প্রতিহিংসা। কিন্তু কিসে যে আমার বুকের ভেতরটা কুরে কুরে খাচ্ছে, আমার বুকের রক্ত শুষে খাচ্ছে সে তুমি কখনও বুঝতে পারবে না। আমি এখন ভোদকা খেতেও শুরু করেছি। একবার ত অজ্ঞানই হয়ে গিয়েছিলাম। . . . কিছুক্ষণ আমার হৃৎপিণ্ড একেবারে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, সর্বাঙ্গ ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছিল। . . .' গ্রিগোরির মুখ কালো হয়ে যায়, অনেক কষ্টে নিংড়ে নিংড়ে কথা বার করে: 'বড় কষ্ট হয় আমার। তাই ত খুঁজে বেড়াই কিসে ভুলে থাকা যায় – মেয়েমানুষেই হোক আর ভোদকায়াই হোক। . . . না, না, সবুর কর! আমায় বলতে দাও। আমার বুকের এই যে এই জায়গাটা শুষে নিচ্ছে, কিসে যেন শুষে নিচ্ছে, নিংড়ে সব বার করে নিচ্ছে। . . . আমাদের জীবনটা ভুল পথে চলছে। সে ব্যাপারে হয়ত দোষ আমারই। . . . এখন লালদের সঙ্গে মিটমাট করে ক্যাডেটদের আক্রমণ করা উচিত। কিন্তু কেমন করে? কে আমাদের যোগাযোগ করিয়ে দেবে সোভিয়েত সরকারের সঙ্গে? আমাদের দুপক্ষেরই যে দুর্গতি হয়েছে তার হিশেবনিকেশ কী ভাবে হবে? কসাকদের অর্ধেকই দনেৎসের ওপারে। বাকি যারা এখানে রয়ে গেছে তারা তিতবিরক্ত হয়ে উঠেছে, পারলে পায়ের তলার মাটিই কামড়ে ক্ষতবিক্ষত ক'রে ফেলে। . . . সব আমার মাথার ভেতরে তালগোল পাকিয়ে তুলছে। এই যে তোমার দাদু, বাইবেল পড়ে শোনাচ্ছিল, বলছিল আমরা ঠিক কাজ করছি না, আমাদের বিদ্রোহ করা উচিত হয় নি। তোমার বাপকেও দুষছিল। . . .'

'দাদুর কথা বলছ? ওর বুদ্ধিসুদ্ধি লোপ পেয়েছে। এবারে তোমার পালা।'

'হ্যাঁ, ওই ত তোমার বিচারবুদ্ধির বহর। এর ওপরে যাবার ক্ষমতা নেই তোমার। . . .'

'দেখ, তুমি আমায় উলটো পালটা কথা বলে বোকা বানানোর চেষ্টা কোরো না! অনেক লোচ্চামি করেছ, অনেক অন্যায় করেছ, এখন সব দোষ চাপাচ্ছ লড়াইয়ের ঘাড়ে। তোমরা সবাই সমান। তোমার জন্যে কি কম দুঃখু সইতে হয়েছে আমাকে? হায়, তখনই আমার মরণ হল না কেন। . . .'

'তোমার সঙ্গে কথা বলার আর কিছু নেই আমার। তোমার যদি অতই দুঃখু উথলে উঠতে থাকে, তাহলে ডাক ছেড়ে কাঁদ। চোখের জলে মেয়েদের শোক সব সময় নরম হয়ে যায়। কিন্তু আমি তোমায় এখন সান্ত্বনা দিতে পারব না। আমি মানুষের রক্তে এমন মাখামাখি হয়ে আছি যে কারও জন্যে এতটুকু দয়ামায়া

আমার প্রাণে নেই। নিজের ছেলেপুলের জন্যেও বলতে গেলে নেই, আমার নিজের কথা ত ছেড়েই দিলাম। লড়াই আমার বুকের ভেতর থেকে সব ছেঁচে বার করে নিয়েছে। আমি নিজেই নিজেকে দেখে আঁতকে উঠি। . . . একবার তাকিয়ে দেখো আমার বুকের ভেতরটা - শুকনো কুয়োর মতো কালো অন্ধকার। . . .'

ওরা প্রায় বাড়ি পৌঁছে গেছে, এমন সময় একটা ধূসর মেঘখণ্ড ধেয়ে আসতে তা থেকে তেরছা হয়ে বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টি শুরু হল। রাস্তার ওপরে রোদের গন্ধমাখা হাল্কা ধুলো থিতিয়ে গেল। ছাদের ওপর চড়বড় করে পড়তে লাগল বৃষ্টির ফোঁটা। বাতাসে তাজা গন্ধ আর ঠাণ্ডার মৃদু শিহরণ। নাতালিয়া অঝোরে কাঁদছিল। গ্রিগোরি তার গ্রেটকোটের বোতাম খুলে একটা প্রান্ত দিয়ে নাতালিয়াকে ঢাকল, জড়িয়ে ধরল ওকে। এই ভাবে বসন্তের প্রবল বর্ষণধারার মধ্যে একই গ্রেটকোটের তলায় ঘনিষ্ঠ হয়ে পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে ওরা উঠোনে ঢুকল।

সন্ধ্যাবেলায় গ্রিগোরি লাঙলটা উঠোনে ঠিক করে রাখল, বীজ বোনার যন্ত্রের হাতাটা ঠিক আছে কিনা দেখে রাখল। সেমিওন লোহারের পনেরো বছরের ছেলে তার বাপের কাছ থেকে পৈতৃক বৃত্তিটা শিখেছিল। বিদ্রোহের পর থেকে সে-ই এখন গ্রামের একমাত্র কামার। অনেক চেষ্টা-চরিত্র করে সে মেলেখভদের পুরনো লাঙলে ফলা জুড়ল। বসন্তকালের খেতের কাজের জন্য সব তৈরি। বলদগুলোর জন্য পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ যথেষ্ট পরিমাণ ঘাস বিচালি রেখে দিয়েছিল। তাই শীতকালটা বেশ ভালোভাবে খেয়ে দেয়ে গায়ে গতরে হয়ে উঠেছে ওরা।

সকালে গ্রিগোরি স্তেপের মাঠে যাবার জন্য তৈরি হল। চাষীর মাঠের খাবার যাতে ভোরবেলায় তৈরি থাকে তার জন্য ইলিনিচনা আর দুনিয়াশ্‌কা রাত থাকতে থাকতে উনুন ধরিয়ে রাখে। গ্রিগোরি ঠিক করেছিল দিন পাঁচেক কাজ করবে, নিজেদের আর শাশুড়ীর জমিতে বীজ বুনবে, তরমুজের জন্য আর সূর্যমুখীর তেলবীজের জন্য পনেরো-ষোল বিঘা জমিতে লাঙল দেবে। তারপর স্কোয়াড্রন থেকে বাপকে ডেকে পাঠাবে, বাকি বোনার কাজটুকু তাকে দিয়েই শেষ করাবে।

বাড়ির মাথার নল থেকে পাকিয়ে পাকিয়ে উঠছে বেগনী আভার ধোঁয়ার রেখা। দুনিয়াশ্‌কা উঠোনময় ছুটোছুটি করে জ্বালানির কাঠকুটো জড় করছে। বিয়ে না হলেও পাকা গিন্নিবান্নির মতো চেহারা হয়ে উঠেছে দুনিয়াশ্‌কার। ওর ভরন্ত চেহারা আর সুডৌল বুকের দিকে তাকাতে তাকাতে ক্ষুব্ধ হয়ে বিষণ্ণ মনে গ্রিগোরি ভাবে: 'ইস্ কী বড় হয়ে উঠেছে মেয়েটা! কোথা থেকে যে সময় চলে যায়! - ছুটন্ত ঘোড়ার মতো। এই ত সেদিনও দুনিয়াশ্‌কাটা শিকনি ঝরানো খুকী ছিল। যখন ছুটোছুটি ক'রে বেড়াত তখন পিঠের ওপর ইঁদুরের লেজের মতো ছোট ছোট বেণীদুটো দুলত, আর আজ দেখ - চাই কি এখনই বিয়ে দেওয়া যেতে

পারে। আর আমি! আমার চুলে পাক ধরেছে, সব আস্তে আস্তে দূরে সরে যাচ্ছে আমার কাছ থেকে।... গ্রিশাকা দাদু ঠিকই বলেছিল: 'গরমকালের আকাশে বিজলীচমকের মতো জীবনটা পলকে চলে গেল।' অমনিতেই মানুষের আয়ু আর কতটুকু! অথচ সেখান থেকেও সময় ছেঁটে ফেলতে হচ্ছে।... ওঃ, চুলোয় যাক এসব তামাসা... আর সহ্য হয় না! মেরেই যদি ফেলে ত যত তাড়াতাড়ি হয় ততই ভালো।'

দারিয়া এগিয়ে এলো ওর কাছে। পেত্রো মারা যাবার পর আশ্চর্য রকমের তাড়াতাড়ি সে শোক সামলে উঠেছে। প্রথম প্রথম মনমরা হয়ে থাকত, শোকে ফেকাসে হয়ে গিয়েছিল। এমন কি একটু যেন বুড়িয়েও গিয়েছিল। কিন্তু যেই বসন্তের পবন বইতে শুরু করল, সূর্যের তাপ একটু বাড়ল, অমনি গলা বরফের সঙ্গে সঙ্গে দারিয়ার মনের বিষাদও মিলিয়ে গেল। ওর লম্বাটে মুখে হালকা রক্তিম আভা ফুটে উঠতে শুরু করল, ওর যে চোখ নিষ্প্রভ হয়ে আসছিল তাতে ঝিলিক খেলতে লাগল, হাঁটাচলায় দেখা দিল আগের সেই স্বচ্ছন্দ হিল্লোল।... ওর পুরনো অভ্যাসও ফিরে এলো। আবার সূক্ষ্ম ভ্রূধনুতে কালো রঙ চড়ল, চর্বিজাতীয় প্রসাধনে চকচক করতে লাগল গাল। আবার ফিরে এলো ওর ঠাট্টা তামাসা করার সাধ, ইতর কথাবার্তা বলে নাতালিয়াকে ফাঁপরে ফেলার ঝোঁক। ঘন ঘন ওর ঠোঁটের ফাঁকে দেখা যেতে লাগল কিসের যেন এক প্রতীক্ষার দুর্জ্ঞেয় হাসি। জীবনধর্মের প্রতিষ্ঠা হল, তারই জয় হল।

গ্রিগোরির কাছে সে এগিয়ে এলো, হাসিমুখে দাঁড়াল। ওর সুন্দর মুখ থেকে শশার রস মেশানো প্রসাধনের মাতাল-করা গন্ধ আসছে।

'তোমার কোন কাজে হাত লাগাব নাকি গ্রিশা?'

'কোন দরকার নেই।'

'আহা, গ্রিগোরি পান্তেলেয়েভিচ! আমি একজন বিধবা মানুষ, আমার ওপর আপনি অত কড়া ব্যবহার করেন কেন বলুন ত? হাসেন না, এমন কি ঘাড়টা ঘুরিয়ে একবার দেখেনও না।'

'যাও দেখি, অমন দাঁত বার না করে রান্নাবান্না কর গে!'

'আহা, আমার ভারি বয়ে গেছে!'

'নাতালিয়ার সঙ্গে একটু হাত লাগালেও ত পারিতে। ওই দেখ, মিশাত্কাটা কাদার মধ্যে ছুটোছুটি করে কেমন নোংরা ভূত হয়ে গেছে।'

'ওইটেই বাকি আছে! তোমরা ওদের পয়দা করবে আর আমি তোমাদের জন্যে ধোয়াপাকলা করে মরব? ওটি হবার নয়! তোমার নাতালিয়া খরগোসের মতো বিয়োতে ওস্তাদ। ও আরও গোটা দশেক বিয়োবে। ওদের সকলকে যদি

চাস করাতে হয়, তাহলে ত আমার হাতের আর কিছু থাকবে না।'

'হয়েছে, আর নয়। যাও দেখি!'

'গ্রিগোরি পান্তেলেয়েভিচ, আপনি এখন গাঁয়ের ভেতরে একমাত্র পুরুষমানুষ। আমাকে তাড়াবেন না, অন্তত একটু দূরে থেকে আপনার কালো কুচকুচে চমৎকার গোঁফটা দেখতে দিন।'

ঘামে ভেজা কপালের ওপর থেকে চুলের গোছা সরিয়ে দিয়ে গ্রিগোরি হাসতে লাগল।

'ধন্যি বটে তুমি! দাদা তোমাকে নিয়ে ঘর করত কী করে? ... তুমি যে দেখছি কাউকে ছাড়ার পাত্রী নও।'

'ঘাবড়াবার কিছু নেই!' উদ্ধত ভঙ্গিতে জবাব দেয় দারিয়া। আধবোজা চোখে চটুল দৃষ্টিতে তাকায় গ্রিগোরির দিকে। তারপর বেশ যেন ভয় পেয়ে গেছে এই রকম ভাব করে তাকায় বাড়ির দিকে। 'ওঃ, আমার মনে হল যেন নাতালিয়াকে বেরিয়ে আসতে দেখলাম। ... কী সাংঘাতিক যে হিংসে ওর! অমন দেখা যায় না বাপু। সে দিন আমরা যখন দুপুরের খাবার খাচ্ছিলাম আমি একবার তোমার দিকে তাকিয়েছি কি অমনি ওর মুখের চেহারাই পাল্‌টে গেল। কাল গাঁয়ের জোয়ান মেয়েরা কিন্তু আমায় বলেছে: 'এসব আবার কী নিয়ম? গাঁয়ে পুরুষমানুষ বলতে কেউ নেই, তোমাদের গ্রিশ্‌কা ছুটিতে বাড়ি এলো, এদিকে বৌয়ের কাছছাড়া হয় না! আমরা তাহলে বাঁচি কী করে? ওর সর্বাঙ্গ যদি জখমও হয়ে থাকে, জখমের পর যদি ওর আগের অর্ধেকটাও থাকে, তাই নিয়েই আমরা খুশি থাকব। ওকে বলে দিও রাতবিরেতে গাঁয়ে যেন ঘুরে না বেড়ায়। নয়ত আমরা ওকে পাকড়াও করব, তখন মজা টের পাবে।' আমি ওদের বললাম, 'না গো মেয়েরা, গ্রিশা আমাদের অন্য গাঁয়ে গিয়েই যা ঢলাঢলি করে বেড়ায়। কিন্তু বাড়ি যখন ফেরে তখন নাতালিয়ার আঁচল ছেড়ে এতটুকু নড়ে না। ও আমাদের এই কিছুকাল হল সাধুপুরুষ হয়েছে গো। ...'

'হারামজাদী আর কাকে বলে!' গ্রিগোরি তেমন কোন রাগ না দেখিয়ে হাসতে হাসতে বলে। 'তোমার জিভ ত জিভ নয় – যেন খ্যাংড়া!'

'কী আর করা যাবে – আমি যা আছি তাই। কিন্তু তোমার ওই পরমা সুন্দরী সতীসাধ্বী আদরের বৌটি বুঝি গতকাল খুব একচোট নিয়েছে তোমার ওপর? খুব হয়েছে! থাক কুত্তার মতো পা-চাটা হয়ে, নিয়ম ভাঙার সাহস আর হবে না!'

'এদ্দুর ব্যাপার! ... গেলে এখান থেকে! অন্যের ব্যাপারে নাক গলাতে এসো না বলে দিচ্ছি।'

'নাক আমি গলাচ্ছি নে। আমি শুধু একথাই বলতে চাইছিলাম যে তোমার

নাতালিয়াটা একটা হাঁদা। স্বামী ঘরে এলো এই সময় কিনা এত ডফ! কিসের এত দেমাক! দাম ত ওর এক কানাকড়ি! তেজ দেখিয়ে কিনা শুয়ে রইল তোরঙ্গের ওপর! . . . আমি এখন অমন সুযোগ পেলে কোন পুরুষকে হাতছাড়া করতাম না বাপু! পড়ুক না একবার আমার কাছে। . . .তোমার মতো বীরপুরুষকেও আমি ঘোল খাইয়ে ছেড়ে দিতাম!'

দারিয়া দাঁতে দাঁত ঘসল, খিলখিল করে হাসতে হাসতে চলে গেল বাড়ির দিকে। সোনার দুলের ঝিলিক তুলে পিছন ফিরে তাকাতে লাগল। দেখল গ্রিগোরি বেকুব বনে গিয়ে হাসছে।

'তুই মরে বেঁচে গেছিস রে ভাই!' হঠাৎ খুশি হয়ে উঠে গ্রিগোরি মনে মনে বলল। 'দারিয়াটা মানুষ নয়, সাক্ষাৎ ডাইনী। আজ হোক কাল হোক একদিন ওর হাতে তোর মরণ হতই!'

সাতচল্লিশ

বাশ্কমুত্কিন গ্রামের শেষ বাতি কটাও নিভে গেল। হালকা হিমে খোঁদলের জমা জলের বুকে পাতলা বরফের সর পড়েছে। গ্রাম ছাড়িয়ে, গোরুচরানোর মাঠ ছাড়িয়ে, গত বছরে ঘাসকাটা জমির নাড়ার মধ্যে কোথায় যেন এক ঝাঁক সারস দেরিতে বাসাবদল করতে যাবার পথে রাতের আস্তানা নিতে নেমেছে। ঈশান কোণ থেকে মৃদুমন্দ বায়ুপ্রবাহে গ্রামের দিকে ভেসে আসছে তাদের ক্লান্ত ক্ষীণ কলকণ্ঠ। এপ্রিল নিশীথের নিথর নিস্তব্ধতার ওপর হালকা রেশ ফেলে তাকে আরও গভীর করে তুলছে। বাগানে ঘন হয়ে ছায়া পড়েছে। কোথায় যেন হাম্বারবে ডেকে উঠল একটা গাভী। তারপর সব চুপচাপ। আধঘণ্টা মতন সময়ের জন্য নেমে এলো একটা থমথমে নীরবতা – শুধু রাতের বেলাতেও উড়ে যেতে যেতে কাদাখোঁচাদের করুণ ডাক আর অসংখ্য হাঁসের ডানা ঝাপটানির সাঁই সাঁই আওয়াজ কদাচিৎ ভঙ্গ করছে সেই নীরবতা। হাঁসের ঝাঁকগুলো ব্যস্তসমস্ত হয়ে উড়ে চলেছে বন্যাপ্লাবিত দন তীরের তৃণভূমির অনন্ত বিস্তারের দিকে। . . . কিছুক্ষণ পরে গ্রামের প্রান্তের একটা গলিতে একদল মানুষের কণ্ঠস্বর শোনা যায়। অন্ধকারের মধ্যে জ্বলজ্বল করে ওঠে সিগারেটের আগুন। ঘোড়ার নাক ঝাড়া, ঘোড়ার খুরে জমাট কাদা ভাঙার মচমচ আওয়াজ কানে আসে। ছয় নম্বর বিশেষ ব্রিগেডের দুটি বিদ্রোহী কসাক-স্কোয়াড্রন যে-গ্রামে আস্তানা নিয়েছিল একদল টহলদার ঘোড়সওয়ার সেখানে ফিরে এসেছে। কসাকরা শেষের বাড়ির উঠোনে

এসে উঠেছে। নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলতে বলতে তারা উঠোনের মাঝখানে ফেলে রাখা কতকগুলো স্লেজগাড়িতে ঘোড়ার রাশ বাঁধল, ঘোড়াগুলোকে ঘাসবিচালি খেতে দিল। কে একজন ভাঙা ভাঙা হেঁড়ে গলায় নাচের গান ধরল। কথাগুলোর উচ্চারণ স্পষ্ট, কিন্তু মন্থর, ক্লান্তি জড়ানো।

চলতে গিয়ে সেদিন পথে,
ছুঁড়ির সাথে দেখা হতে,
আগের প্রেমের কথা তুলে
করতে গেলাম ঠাট্টা ভুলে।

আরেকটি সপ্তমের সুর মহা উৎসাহে গলা মিলিয়ে গমগমে খাদের গলা ছাড়িয়ে পাখির মতো উর্ধ্বে উঠে গেল, আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে শুরু করল:

ছুঁড়ি আমার মস্করায়
গালে চটাস চড় কষায়।
আমার কসাক-মেজাজ এতে
বেজায় রকম উঠল তেতে।

আরও কয়েকটা খাদের স্বর ওদের সঙ্গে যোগ দিল। গানের লয় দ্রুত ও সজীব হয়ে উঠতে থাকে। সপ্তমের সুরের সঙ্গতকারীটি এবারে বেশ উঁচু চাঁছা গলায় প্রবল উৎসাহে ফুর্তিতে ফেটে পড়ে:

ডান হাতটা গুটিয়ে শেষে
দিলাম ছুঁড়ির কানটা ঘেঁসে।
ঘুসির চোটে বেটির যা হাল!
দেখতে হল সিঁদুরে লাল।
দেখতে হল সিঁদুরে লাল,
চোখের জলে ভাসিয়ে বলে:
'কিসের আমার বন্ধু হলে?
সখী তোমার সাতটি নারী,
অষ্টমেতে ভজলে রাঁড়ি,
ঘরের বধূ হল নবম,
দশম হলেম আমি অধম।...'

হাওয়া-কলের ওধারে সাস্ত্রীদের ঘাঁটিতে যে-কসাকরা ছিল চাষের খালি মাঠে সারসের ডাক, কসাকদের গান, নিশ্ছিদ্র রাতের অন্ধকারে বুনো হাঁসের ডানার শিস – সবই তাদের কানে গেল। হিমে জমা ঠাণ্ডা মাটিতে রাত্রে পড়ে থাকতে ওদের বিরক্তি লাগছিল। সিগারেট টানা চলবে না, কথা বলা নিষেধ, হাঁটাহাঁটি ক'রে অথবা ঘুষোঘুষি লড়ে যে শরীর গরম করবে তারও উপায় নেই। গত মরশুমে কাটা সূর্যমুখী ক্ষেতের নাড়ার মধ্যে শুয়ে থাক, হাঁ-করা অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে থাক, মাটিতে কান পেতে শোন। এদিকে দশ পা দূরে কিছুই নজরে পড়ে না। এপ্রিলের রাত মর্মরধ্বনিতে এত মুখর, অন্ধকারের ভেতর থেকে এত বেশি সন্দেহজনক আওয়াজ কানে আসে যে সেগুলোর যে-কোনটা বিপদসূচক বলে মনে হতে পারে; মনে হতে পারে ওই বুঝি লাল ফৌজের কোন সন্ধানী সেপাই গুড়ি মেরে এগিয়ে আসছে। দূর থেকে যেন ভেসে আসছে ঝোপঝাড় ভাঙার মটমট আওয়াজ আর কারও চাপা ফোঁস ফোঁস নিঃশ্বাস। অনেকক্ষণ ধরে অন্ধকারের দিকে চেয়ে থাকার ফলে ভিপ্রিয়াজ্‌কিন নামে এক ছোকরা কসাকের চোখে জল এসে গিয়েছিল। হাতের দাস্তানা দিয়ে সে চোখের জল মুছল, কনুই দিয়ে পাশের লোকটাকে ঠেলল। লোকটা চামড়ার ফৌজী থলেটা মাথার তলায় দিয়ে কুণ্ডলী পাকিয়ে ঘুমুচ্ছিল। জাপানী কার্তুজ-বেল্টটা ওর পাঁজরে ফুটছিল। কিন্তু একটু যে আয়েস করে পাশ ফিরে শোবে তাতেও ওর আলস্য। গ্রেটকোটের কিনারা ভালো ক'রে ঢেকেঢুকে মুড়ি দিয়ে শুয়েছে, নাড়াচাড়া দিয়ে ভেতরে রাতের কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়া ঢোকানোর ইচ্ছে ওর নেই। ঝোপঝাড়ের খসখসানি আর ফোঁস ফোঁস নিঃশ্বাস ফেলার আওয়াজটা আরও বাড়তে থাকে। হঠাৎ ভিপ্রিয়াজ্‌কিন শুনতে পেল ঠিক ওর পাশে। কনুইয়ে ভর দিয়ে মাথা উঁচু করে ঘাসপাতার জটাজালের ফাঁক দিয়ে দেখার চেষ্টা করল। অনেক কষ্টে ঠাহর করতে পারল একটা বড়সড় শজারুর আকৃতি। শজারুটা শুয়োরের মুখের আকারের ছোট্ট মুখখানা মাটিতে নামিয়ে ফোঁস ফোঁস করতে করতে ইঁদুরের খোঁজে তড়বড়িয়ে চলেছে। শুকনো সূর্যমুখী ফুলের ডাঁটাগুলো তার পিঠের কাঁটার সঙ্গে লেগে লেগে মটমট শব্দে ভাঙছে। হঠাৎ শজারুটা ওর কয়েক পা দূরেই যেন শত্রুর উপস্থিতি টের পায়, মাথা তুলে দেখতে পায় একটা লোক খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে তাকে দেখছে। ছোকরা সঙ্গে সঙ্গে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে ফিসফিসিয়ে বলে, 'ধুত্তোর! কী ভয়ই পাইয়ে দিয়েছিল রে বাবা।'

শজারুটাও চটপট মাথা লুকিয়ে ফেলে, পাগুলো গুটিয়ে নেয়। মুহূর্তের মধ্যে কাঁটায় ছাওয়া গোলার মতো হয়ে পড়ে থাকে। তারপর আস্তে আস্তে শরীর সিধে করে ঠাণ্ডা মাটিতে পা রেখে একটা ছাইরঙা পিছলে ডেলার মতো গড়াতে

থাকে। সূর্যমুখীর ডাঁটিগুলোর মধ্যে গুঁতো খেতে খেতে এগিয়ে চলে। পচা লতার শুকনো পাতা গুঁড়িয়ে ওর গায়ে লেগে থাকে। আবার নেমে আসে নিস্তব্ধতা। আবার সেই রূপকথার গল্পের মতো নিশুতি রাত।

গ্রামে দ্বিতীয়বার মোরগ ডেকে উঠল। আকাশ পরিষ্কার হয়ে এসেছে। ছাড়া ছাড়া মেঘের সারির ফাঁকে সন্ধ্যাতারা দেখা দিল। তারপর একটা দমকা হাওয়া উঠে মেঘগুলোকে তাড়িয়ে দিল। এবারে আকাশ তার অসংখ্য সোনালি চোখ মেলে তাকাল পৃথিবীর দিকে।

ঠিক সেই সময় ভিপ্রিয়াজ্‌কিন সামনে ঘোড়ার খুরের স্পষ্ট আওয়াজ, ডালপালা ভাঙার মটমট শব্দ আর লোহার টুংটাং শুনতে পেল। কিছুক্ষণ বাদে জিনের ক্যাঁচকোঁচ আওয়াজও কানে আসে। এবারে অন্য কস্যাকরাও শুনতে পায়। রাইফেলের ঘোড়ায় আঙুল ঠেকে সকলের।

'তৈয়ার হও!' ফিসফিস করে বলে সেক্‌শন-কম্যাণ্ডার।

তারাভরা আকাশের পটে খোদাই করা রেখার মতো জেগে ওঠে একজন ঘোড়সওয়ারের মূর্তি। কে একজন কদমচালে গ্রামের দিকে চলেছে।

'থাম! . . কে যায়? . . পাস আছে?'

কস্যাকরা লাফিয়ে ওঠে। গুলি ছোঁড়ার জন্য তৈরি তারা। ঘোড়সওয়ার থমকে দাঁড়িয়ে দুহাত মাথার ওপর তোলে।

'গুলি কোরো না, কমরেড!'

'পাস কোথায়?'

'কমরেড! . .'

'কোথায় পাস? ট্রুপ . . .'

'সবুর! আমি একা। . . . ধরা দিচ্ছি!'

'দাঁড়াও ভাইসব! গুলি কোরো না! জ্যান্ত ধরব!'

সেক্‌শন-কম্যাণ্ডার ঘোড়সওয়ারের দিকে ছুটে এলো। ভিপ্রিয়াজ্‌কিন ঘোড়াটার মুখের লাগাম ধরল। ঘোড়সওয়ার জিনের ওপর দিয়ে পা ঘুরিয়ে নিয়ে এসে মাটিতে নামল।

'কে তুমি? লালদের লোক? হ্যাঁ রে ভাই, তাই! টুপিতে তারা দেখতে পাচ্ছ না? হুঁ হুঁ, ধরা পড়েছ তাহলে, অ্যাঁ?'

ঘোড়সওয়ার পায়ের আড় ভাঙল। তারপর বেশ শান্তস্বরেই বলল, 'তোমাদের ওপরওয়ালার কাছে নিয়ে চল আমাকে। তাকে খুব দরকারি কিছু খবর দেওয়ার আছে আমার। আমি সের্দোবস্ক রেজিমেন্টের কম্যাণ্ডার, আলোচনা চালাতে এসেছি এখানে।'

'ক-ম্যা-ণ্ডার ? . . ভাইসব, খতম কর শালা শুয়োরের বাচ্চাটাকে। দে দেখি লুকা, আমি এক্ষুনি এটাকে . . .'

'কমরেড! খতম করতে চাও ত যে-কোন সময়ে করতে পার তোমরা। কিন্তু তার আগে আমি যে জন্যে এসেছি তোমাদের ওপরওয়ালাকে তা জানানোর সুযোগ দাও আমায়। আবার বলছি, ব্যাপারটা ভীষণ জরুরী। যদি তোমাদের ভয় থাকে যে আমি পালিয়ে যাবার চেষ্টা করতে পারি, তাহলে বেশ ত, আমার হাতিয়ার না হয় নিয়ে নাও। . . .'

লাল ফৌজের কম্যাণ্ডার এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে তলোয়ারের বেল্ট খুলতে শুরু করে।

'খুলে ফেল, খুলে ফেল!' কসাকদের মধ্যে একজন ওকে তাড়া দেয়।

নাগান রিভলভার আর তলোয়ার খোলা হয়ে গেলে সেগুলো সেক্‌শন-কম্যাণ্ডারের হাতে চলে গেল।

লাল ফৌজের কম্যাণ্ডারের ঘোড়ায় উঠে বসতে বসতে সে হুকুম দেয়, 'তল্লাসী ক'রে দেখ।'

তল্লাসী হয়ে যাবার পর সেক্‌শন-কম্যাণ্ডার আর ভিপ্রিয়াজ্‌কিন বন্দীকে ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে চলল গ্রামে। লোকটা হেঁটে চলেছে, ওর পাশাপাশি পাহারাদার ভিপ্রিয়াজ্‌কিন, অষ্ট্রিয়ান কার্বাইনটা সে তৈরিই রেখেছে হাতে। ওদের পেছন পেছন ঘোড়ায় চেপে চলেছে সেক্‌শন-কম্যাণ্ডার। বেশ সন্তুষ্ট দেখাচ্ছে তাকে।

মিনিট দশেক চুপচাপ চলল ওরা তিনজনে। প্রহারাধীন লোকটা মাঝে মাঝে সিগারেট ধরানোর জন্য থামছিল। হাওয়ায় দেশলাইয়ের আগুন নিভে যাচ্ছিল বলে গ্রেটাকোটের কিনারা দিয়ে আড়াল দিচ্ছিল। ভালো সিগারেটের গন্ধ পেয়ে ভিপ্রিয়াজ্‌কিন শেষ পর্যন্ত লোভ সামলাতে পারল না।

'আমায় দাও দেখি একটা,' সে চেয়ে বসল।

'অবশ্যই!'

সিগারেটে ঠাসা চামড়ার সিগারেট-কেসটা হাতে নিয়ে সেখান থেকে একটা সিগারেট বার করল। কেসটা চালান করে দিল নিজের পকেটে। বন্দী কোন প্রতিবাদ করল না। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে যখন ওরা গ্রামের ভেতরে ঢুকল তখন জিজ্ঞেস করল, 'কোথায় নিয়ে চলেছ আমাকে?'

'গেলেই জানতে পারবে।'

'সে ত বুঝলাম, কিন্তু তবু।'

'স্কোয়াড্রন-কম্যাণ্ডারের কাছে।'

'আমাকে তোমরা ব্রিগেড-কম্যাণ্ডার বগাতিরিওভের কাছে নিয়ে চল।'

'ও নামে কেউ নেই এখানে।'

'নেই কী রকম? আমি জানি কাল তার দপ্তরের লোকজন নিয়ে বাখ্‌মুত্‌কিনে এসে পৌঁছেছে, এখন এখানেই আছে।'

'আমাদের জানা নেই সে খবর।'

'অনেক হয়েছে কমরেড! আমি জানি, অথচ তোমাদের জানা নেই। . . . এটা কোন সামরিক গোপন খবর নয় – বিশেষ করে যখন তোমাদের শত্রুরাও সে খবর রাখে।'

'চল চল!'

'আমি ত চলছিই। তবে বগাতিরিওভের সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দেওয়া চাই আমার।'

'চোপ রও! পল্টনের আইনে তোমার সঙ্গে কথা বলার হুকুম নেই আমার!'

'কিন্তু সিগারেট-কেসটা নেওয়া – তার হুকুম আছে বুঝি পল্টনের আইনে?'

'থাক আর না-ই থাক! এগিয়ে চল। মুখ সামলে, নইলে এখুনি এক খোঁচায় গায়ের কোট এফোঁড়-ওফোঁড় করে ফাঁসিয়ে দেব। আহা, বাবুর গোঁসা হয়েছে!'

স্কোয়াড্রন-কম্যাণ্ডারকে জোর করে ঘুম থেকে ডেকে তোলা হল। দু হাতের মুঠোর পিঠ দিয়ে অনেকক্ষণ ধরে সে চোখ কচলাল, হাই তুলল, ভুরু কোঁচকাল। সেক্‌শন-কম্যাণ্ডার আনন্দে ডগমগ হয়ে কী যে বলছে তা বুঝতেই তার বেশ খানিকটা সময় লেগে গেল।

'কে বললে লোকটা? সের্দোব্‌স্ক রেজিমেন্টের কম্যাণ্ডার? বাজে কথা বলছ না ত? কাগজ পত্তর কী আছে দেখাও।'

কয়েক মিনিট বাদে লাল ফৌজের কম্যাণ্ডারকে সে নিয়ে চলল ব্রিগেড-কম্যাণ্ডার বগাতিরিওভের ডেরায়। সের্দোব্‌স্ক রেজিমেন্টের কম্যাণ্ডার ধরা পড়েছে এবং তাকে নিয়ে আসা হয়েছে এই সংবাদ কানে যেতে না যেতে বগাতিরিওভ উদ্‌ভ্রান্তের মতো শয্যা ছেড়ে লাফিয়ে উঠল। তাড়াতাড়ি পাতলুনের বোতাম আঁটল, পুরুষ্টু কাঁধের ওপর চটপট পাতলুন টানার বাঁধুনি গলাল, তেলের বাতিটা জ্বালাল। লাল ফৌজের কম্যাণ্ডার দরজার সামনে অ্যাটেনশন হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। বগাতিরিওভ তাকে জিজ্ঞেস করল:

'আপনিই সের্দোব্‌স্ক রেজিমেন্টের কম্যাণ্ডার?'

'হ্যাঁ, আমার নাম ভরনোভ্‌স্কি।'

'বসুন।'

'ধন্যবাদ।'

'কী ভাবে আপনাকে . . . মানে কোন্‌ পরিস্থিতিতে আপনি ধরা পড়লেন?'

'আমি নিজে ইচ্ছে করে আপনার কাছে এসেছি। আমি আপনার সঙ্গে আড়ালে কথা বলতে চাই। অন্য সকলকে বাইরে যেতে বলুন।'

উপস্থিত লোক বলতে ছিল লাল ফৌজের কম্যাণ্ডারের সঙ্গে আগত স্কোয়াড্রন-কম্যাণ্ডার আর বাড়িওয়ালা – রক্ষণশীল ধর্মসম্প্রদায়ের এক লাল দাড়িওয়ালা লোক – হাঁ করে দাঁড়িয়ে ছিল দরজার কাছে। বগাতিরিওভ হাত নেড়ে ইঙ্গিত করতে ওরা দুজনেই বেরিয়ে গেল। বগাতিরিওভ টেবিলের ধারে বসল। ওর গায়ে শুধু গেঞ্জি, সেটা নোংরা। বসে বসে মাথায় হাত বুলোতে লাগল। মাথাটা ন্যাড়া, তরমুজের মতো গোল আর গাঢ় রঙের। বেদম ঘুমিয়ে মুখ ফুলে গেছে, গালে লম্বা লম্বা লাল ভাঁজ পড়েছে। মুখে ফুটে উঠেছে চাপা কৌতূহল।

ভরনোভ্স্কি মাঝারি শক্তসমর্থ গড়নের লোক। গায়ে চমৎকার মানানসই ওভারকোট, কাঁধ থেকে কোমর পর্যন্ত অফিসারের বেল্ট টানটান করে আঁটা। সোজা কাঁধজোড়া সমান ক'রে সে নড়ে চড়ে বসে। নিখুঁত ছাঁটা তার কালো গোঁফের ফাঁকে হাসির ঝলক খেলে যায়।

'আশা করি আমি একজন অফিসারের সঙ্গে কথা বলছি? আজ্ঞা হয় ত আমি আমার নিজের সম্বন্ধে সংক্ষেপে দুটো কথা বলে নিই, তারপর বলব কী উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছি আপনার কাছে। ... জন্মসূত্রে আমি একজন বনেদী ঘরের লোক। জারের সেনাবাহিনীতে আমি জুনিয়র ক্যাপ্টেন ছিলাম। জার্মানির সঙ্গে যুদ্ধের সময় একশ সতেরো নম্বর ল্যুবোমির রাইফেল রেজিমেন্টে কাজ করেছি। উনিশ শ আঠারো সালে সোভিয়েত সরকারের হুকুমনামা বলে একজন নিয়মিত পর্যায়ের অফিসার করে পলটনে আমাকে ঢোকানো হয়। বর্তমানে, আপনার অবিদিত নেই, আমি রেড আর্মির সের্দোবস্ক রেজিমেন্টের পরিচালনা করছি। রেড আর্মিতে কাজ করতে করতে আমি বহু দিন হল আপনাদের দিকে... যারা বলশেভিকদের বিরুদ্ধে লড়াই করছে তাদের দিকে চলে আসার সুযোগ খুঁজছিলাম।'

'বড় বেশিদিন ধরে আপনি সুযোগ খুঁজছিলেন দেখছি ক্যাপ্টেন। ...'

'তা বলতে পারেন। কিন্তু আমার ইচ্ছে ছিল রাশিয়ার কাছে আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করা। তাই শুধু নিজে একা চলে আসা নয় – সেটা আমি অনেক আগেই করতে পারতাম – আমি চেয়েছিলাম সঙ্গে করে নিয়ে আসব আমার পুরো লাল ফৌজ ইউনিটটাকে, এমন সমস্ত লোকজনকে যাদের ওপর অবশ্যই বেশ আশা ভরসা রাখা যায়, যাদের সঙ্গে কমিউনিস্টরা বেইমানী করেছে এই ভ্রাতৃঘাতী যুদ্ধের মধ্যে টেনে এনে।'

বড় কাছাকাছি ঘেঁসা ধূসর দুই চোখ প্রাক্তন জুনিয়র ক্যাপ্টেনের। বগাতিরিওভের দিকে তাকাতে তার হাসিতে অবিশ্বাসের ভাব লক্ষ ক'রে লজ্জায় রাঙা হয়ে ওঠে

সে। তড়বড় করে বলে ওঠে, 'আমার ওপর, আমার কথায় ওপর বেশ কিছু পরিমাণে অবিশ্বাস হওয়াটাই আপনার স্বাভাবিক, মিস্টার বগাতিরিওভ। . . . আপনার জায়গায় আমি হলে আমারও সম্ভবত এই একই উপলব্ধি হত। আপনার অনুমতি হলে আমি তথ্য দিয়ে প্রমাণ করতে পারি . . . অকাট্য প্রমাণ দিতে পারি আমার কথায়।'

গ্রেটকোটের কিনারা উলটে ধরে খাকী প্যান্টের পকেট থেকে সে একটা কলম-কাটা-ছুরি বার করল। এমন ঝুঁকে পড়ল যে টান লেগে কাঁধের বেল্টগুলো পটপট করে উঠল। খুব যত্ন করে গ্রেটকোটের কিনারার মজবুত সেলাই খুলতে লাগল। মিনিট খানেক পরে সেলাই খুলে বার করে আনল হলদে রঙ ধরা কতকগুলো কাগজ আর একটা ছোট্ট ফোটোগ্রাফ।

বগাতিরিওভ বেশ মন দিয়ে দলিলপত্রগুলো পড়ে দেখল। একটার মধ্যে এই ভাবে সুপারিশ করা ছিল: 'ইহার বাহক ১১৭ নম্বর ল্যুবোমির রাইফেল রেজিমেণ্টের লেফ্‌টেনাণ্ট ভরনোভ্‌স্কি আরোগ্যলাভের পর পক্ষকালীন ছুটিতে স্মলেন্‌স্ক প্রদেশে স্বীয় বাসস্থানে যাত্রা করিতেছেন।' সুপারিশ পত্রটিতে চৌদ্দ নম্বর সাইবেরিয়া রাইফেল ডিভিশনের আট নম্বর ফিল্ড হাসপাতালের বড় ডাক্তারের সই আর সীলমোহর ছিল। ভরনোভ্‌স্কির নামে লেখা অন্যান্য দলিল থেকে নিঃসন্দেহে এটাই প্রমাণিত হয় যে ভরনোভ্‌স্কি সত্যি সত্যি একজন অফিসার। ফোটোগ্রাফটা থেকে বগাতিরিওভের দিকে তাকিয়ে রইল তরুণ সেকেণ্ড লেফ্‌টেনাণ্ট ভরনোভ্‌স্কির খুশিভরা চোখজোড়া – পাশাপাশি ঘেঁসে বসা। উঁচু কলারওয়ালা খাকী রঙের পরিপাটি ফৌজী শার্টের ওপর ঝকঝক করছে অফিসারের সেণ্ট জর্জ ক্রস। শুচিশুভ্র ঝকঝাকে কাঁধপটি সেকেণ্ড লেফ্‌টেনাণ্টের তামাটে গাল আর কালো গোঁফের রেখাকে আরও স্পষ্ট করে তুলেছে।

'আচ্ছা, এবারে বলুন,' বগাতিরিওভ বলল।

'আমি আপনাকে জানাতে এসেছি যে আমি এবং আমার সহকারী, এককালের লেফ্‌টেনান্ট – ভোল্‌কভ তার নাম – আমরা দুজনে মিলে লাল ফৌজীদের মধ্যে প্রচার চালিয়ে তাদের হাত করে ফেলেছি। পুরো সের্দোব্‌স্ক রেজিমেণ্ট – বলাই বাহুল্য, কমিউনিস্টরা ছাড়া – যে-কোন মুহূর্তে আপনাদের পক্ষে চলে আসার জন্যে তৈরি। লাল ফৌজীরা প্রায় সকলেই সারাতভ আর সামারা প্রদেশের চাষী। বলশেভিকদের সঙ্গে লড়াইয়ে নামতে তারা রাজি। এখুনি রেজিমেণ্টের আত্মসমর্পণের শর্তাদি নিয়ে আপনার সঙ্গে আমাদের একটা সমঝোতায় আসা একান্ত দরকার। রেজিমেণ্ট এখন আছে উস্ত্‌-খোপিওরস্কায়ায়। বারো শ রাইফেলধারী। আটত্রিশ জনের একটা কমিউনিস্ট সেল আর সেই সঙ্গে স্থানীয় কমিউনিস্টদের নিয়ে

ত্রিশজন লোকের একটা প্লেটুনও ওর মধ্যে আছে। আমাদের সঙ্গে যে ব্যাটারী যুক্ত আছে সেটাকে আমরা দখল করব। তবে গোলন্দাজগুলোকে সম্ভবত খতম করতে হবে, কেননা তাদের বেশির ভাগই কমিউনিস্ট। এখন যে খাদ্য দখল চলছে তার ফলে আমার চাষী-সেপাইদের বাপদের জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে, তাইতে আমার ফৌজে অসন্তোষ দানা বাঁধছে। এই অবস্থার সুযোগ নিয়ে আমরা ওদের কসাকদের পক্ষে... মানে আপনাদের দিকে টেনে আনতে পেরেছি। আমার সৈন্যদের ভয় রেজিমেন্ট ধরা দিতে গেলে ওদের ওপর হয়ত অত্যাচার হবে।... ঠিক এই প্রশ্নে – এটা অবশ্যই খুঁটিনাটি ব্যাপার, কিন্তু তবু... আপনার সঙ্গে আমার একটা সমঝোতায় আসা দরকার।'

'কী ধরনের অত্যাচার হতে পারে?'

'এই ধরুন খুন বা লুটতরাজ...'

'না, না, সেটা আমরা হতে দেব না।'

'আরও একটা কথা: সৈন্যদের দাবি হল সের্দোবৃস্ক রেজিমেন্টকে ভাঙা চলবে না। পুরোপুরি রাখতে হবে তাকে যাতে তারা একটা স্বাধীন স্বতন্ত্র সামরিক ইউনিট হিশেবে আপনাদের পাশাপাশি থেকে বলশেভিকদের সঙ্গে লড়াই করতে পারে।'

'এটা বলার মতো ক্ষমতা আমার...'

'জানি, জানি! আপনি আপনার ওপরওয়ালার সঙ্গে যোগাযোগ করে এই বিষয়ে আমাদের জানাবেন।'

'হ্যাঁ, ভিওশেন্স্কায়ার সদর দপ্তরে জানাতে হবে আমাকে।'

'মাফ করবেন, আমার সময় বড় কম। আমার ফিরতে যদি ঘন্টাখানেক বেশি দেরি হয়ে যায়, তাহলে আমার অনুপস্থিতি রেজিমেন্টের কমিসারের নজরে পড়বে। আমার মনে হয় আত্মসমর্পণের শর্ত সম্পর্কে আমরা একটা বোঝাপড়ায় আসতে পারব। আপনার হাইকম্যাণ্ডের সিদ্ধান্ত আমায় যত তাড়াতাড়ি পারেন জানানোর চেষ্টা করবেন। রেজিমেন্টটা দনেৎসের দিকে সরিয়ে দেওয়া হতে পারে, কিংবা দল ভারী করার জন্যে নতুন সেনাবল, তার সঙ্গে যোগ করা হতে পারে, সেক্ষেত্রে...'

'বুঝেছি। আমি এখনই একজন ঘোড়সওয়ারকে দিয়ে খবর পাঠাচ্ছি ভিওশেন্-স্কায়ায়।'

'আরও একটা কথা: আপনার লোকদের বলে দিন আমার অস্ত্রশস্ত্র ফেরত দিতে। আমায় নিরস্ত্র করেই ক্ষান্ত হয় নি...' ভরনোভৃস্কি তার স্বচ্ছন্দ কথাবার্তার মাঝখানে থেমে গেল, সামান্য অপ্রতিভ হয়ে হেসে বলল, 'আমার... আমার সিগারেট-কেসটাও নিয়ে নিয়েছে। সে অবশ্য সামান্য ব্যাপার, কিন্তু পারিবারিক

সম্পত্তি হিশেবে আমার কাছে ওটার আলাদা দাম আছে। . . .'

'আপনাকে ওটা ফেরত দেওয়া হবে। ভিওশেন্‌স্কায়া থেকে উত্তর পাবার পর আপনাকে জানাব কী করে?'

'আপনাদের এখানে, বাখ্‌মুতকিনে দুদিন পরে উস্ত্‌-খোপিওরস্কায়া থেকে একজন স্ত্রীলোক আসবে। সঙ্কেত . . . সঙ্কেত হবে, এই ধরুন 'একতা'। তাকে আপনি জানিয়ে দেবেন। বলাই বাহুল্য — মুখে। . . .'

* * *

আধঘণ্টা পরে মাক্সায়েভ্‌ স্কোয়াড্রনের একজন দ্রুত ঘোড়া ছুটিয়ে চলল ভিওশেন্‌স্কায়ার দিকে।

পরের দিন কুদিনভের নিজস্ব আর্দালি এসে পৌঁছুল বাখ্‌মুত্‌কিনে। লোকটা ব্রিগেড-কম্যাণ্ডারের আস্তানা খুঁজে বার করল, ঘোড়াটাকে বাঁধবারও তর সইল না তার। সটান ঘরে ঢুকে গ্রিগোরি বগাতিরিওভের হাতে একটা প্যাকেট ধরিয়ে দিল। প্যাকেটটার ওপরে লেখা ছিল: 'জরুরী এবং একান্তই গোপনীয়'। বগাতিরিওভ ভীষণ ব্যস্তসমস্ত হয়ে গালার মোহর ভেঙে ভেতরের চিঠিখানা বার করল। দনের উজান এলাকার জেলা-পরিষদের ছাপমারা কাগজের ওপর স্বয়ং কুদিনভের গোটা গোটা হস্তাক্ষরে লেখা:

> তোমার কুশল কামনা করি, বগাতিরিওভ। খবরটা খুবই আনন্দের। সের্দোব্‌স্কের লোকজনের সহিত আলোচনা চালাইবার এবং যে-কোন মূল্যে তাহাদিগকে আত্মসমর্পণে আগ্রহী করিয়া তুলিবার পূর্ণ ক্ষমতা আমি তোমাকে প্রদান করিতেছি। আমার প্রস্তাব এই যে উহাদের অনুরোধ মানিয়া লওয়া হউক এবং উহাদিগকে কথা দেওয়া হউক যে রেজিমেন্টটিকে আমরা অটুট অবস্থায় গ্রহণ করিব — এমন কি উহাদিগকে নিরস্ত্রও করিব না। তবে একমাত্র শর্ত হইবে রেজিমেন্টের কমিসার ও কমিউনিস্টদের, প্রধানত আমাদের ভিওশেন্‌স্কায়া, ইয়েলান্‌স্কায়া ও উস্ত্‌-খোপিওর্‌স্কায়ার কমিউনিস্টদের ধরিয়া আমাদের হাতে তুলিয়া দেওয়া। কামান, রসদসরবরাহ গাড়ি এবং সাজসরঞ্জাম যেন অবশ্যই দখল করা হয়। এই কাজ সর্বতোপ্রকারে দ্রুত সম্পন্ন করিতে হইবে। যে-স্থানে রেজিমেন্টের আগমন ঘটিবে সেখানে অধিক পরিমাণে স্বীয় শক্তির

সমাবেশ ঘটাইয়া ধীরে ধীরে উহাকে ঘিরিয়া ফেলিবে এবং সঙ্গে সঙ্গে অস্ত্রও কাড়িয়া লইবে। যদি কোন গণ্ডগোল পাকাইবার চেষ্টা করে তাহা হইলে একে একে উহাদের সবগুলিকে খতম করিয়া দিবে। সাবধানে, তবে দৃঢ়সঙ্কল্প লইয়া কাজে নামিবে। অস্ত্র কাড়িয়া লইবামাত্র পালসমেত সমগ্র রেজিমেন্টকে ভিওশেন্স্কায়ায় পাঠাইয়া দিবে। ডান পার ধরিয়া উহাদিগকে তাড়াইয়া লইয়া আসিবে। তাহা অনেকটা সুবিধাজনক, কারণ ঐ পথে ফ্রন্ট অনেকটা দূরে। উপরন্তু সামনে খোলা স্তেপভূমি – হুঁশ ফিরিয়া আসিবার পর যদি পালাইবার মতলবও করে ত সক্ষম হইবে না। দনের উপরকার তীরভূমি ধরিয়া গ্রামগঞ্জের ভিতর দিয়া উহাদিগকে লইয়া যাও। নজর রাখিবার জন্য দুইটি ঘোড়সওয়ার স্কোয়াড্রন সঙ্গে দিবে। ভিওশেন্-স্কায়াতে আসিবার পর আমরা উহাদের দুইজন তিনজন করিয়া একেক স্কোয়াড্রনে ভাগ করিয়া দিব, দেখিব কীভাবে উহারা নিজেদের লোকজনের বিরুদ্ধে লড়াই করে। ইহার পর আমাদের মাথা ঘামাইবার কোন কারণ নাই। আমরা যদি দনেৎসের অপর পাড়ে নিজেদের লোকদের সহিত মিলিত হইতে পারি তখন তাহারা উহাদিগকে বিচার করিতে হয় করুক, যাহা খুশি করুক। প্রত্যেকটিতে যদি ধরিয়া ধরিয়া ফাঁসিতে লটকায় তাহাতেও আমার কোন আপত্তি থাকিবে না। কোন দুঃখ হইবে না আমার। তোমার সাফল্যে আনন্দ প্রকাশ করিতেছি। প্রত্যহ দূত মারফত সংবাদ পাঠাইবে।

কুদিনভ.

'পুনশ্চ' বলে এর পর লেখা হয়েছে:

সের্দোবস্ক রেজিমেন্ট যদি স্থানীয় কমিউনিস্টদের আমাদের হাতে তুলিয়া দেয় তাহা হইলে উহাদিগকেও গ্রামগঞ্জের ভিতর দিয়া কড়া পাহারায় ভিওশেন্স্কায়ায় খেদাইয়া লইয়া আসিবে। তবে রেজিমেন্টকে আগে ছাড়িবে। প্রহরী হিসাবে সর্বাপেক্ষা নির্ভরযোগ্য কসাকগণকে (একটু ভয়ঙ্কর প্রকৃতির এবং বৃদ্ধ ধরনের হওয়া চাই) বাছিয়া লইবে। তাহারা উহাদিগকে খেদাইয়া লইয়া যাইবে এবং আগেই গ্রামগুলিতে সংবাদ ছড়াইয়া দিবে। উহাদের জন্য আমাদের হাত

নোংরা করিবার কোন প্রয়োজন নাই। যদি বুদ্ধিবিবেচনা করিয়া নিপুণভাবে বিষয়টি সংগঠন করা যায় তাহা হইলে গ্রামের মেয়েমা-নুষরাই বল্লমের খোঁচা দিয়ে উহাদিগকে মারিবে। আশা করি বুঝিতে পারিয়াছ। এই নীতি আমাদের পক্ষে অনেক সুবিধাজনক। আমরা যদি গুলি করিয়া উহাদিগকে মারি তাহা হইলে লালদের কানে এই খবর পৌঁছিবে যে বন্দীদের গুলি করিয়া মারা হইতেছে। কিন্তু যেই উপায়ের কথা বলিলাম তাহা অনেক সহজ। জনতাকে উহাদের উপর লেলাইয়া দাও, শিকলি-খোলা হিংস্র কুকুরের মতো জনতার ক্রোধ জাগাইয়া দাও উহাদের বিরুদ্ধে। জনতার হাতে বিচার - আর কী চাই? তোমার কোন দায়দায়িত্ব নাই, জবাবদিহি করিবার নাই।

আটচল্লিশ

বারোই এপ্রিল ইয়েলান্‌স্কায়া জেলা-সদরের আস্তোনভ গ্রামের কাছে বিদ্রোহীদের সঙ্গে লড়াইয়ে দারুণভাবে পর্যুদস্ত হয়ে গেল এক নম্বর মস্কো রেজিমেন্ট।

জায়গাটা সম্পর্কে কোন সঠিক ধারণা না রেখেই লাল ফৌজীদের সারিগুলো লড়াই করতে করতে গ্রামের ভেতরে ঢুকে পড়েছিল। কসাকদের ছাড়াছাড়া খামার বাড়িগুলো শক্ত দো-আঁশ জমির ছোট ছোট টুকরোর ওপর দ্বীপের মতো জেগে আছে। কিন্তু শুকনো ডালপালা বিছানো রাস্তাঘাট আর অলিগলিগুলো গেছে দুর্লঙ্ঘ্য পাঁকাল জলা জমির ওপর দিয়ে। গ্রামটা একটা নীচু পাঁকাল জায়গায় আল্‌ডারের ঘন জঙ্গলের মধ্যে ডুবে আছে। তার ধার ঘেঁসে বয়ে চলেছে ইয়েলান্‌কা নদী। নদীর জল কম, কিন্তু তলায় পুরু পলি আর কাদামাটি।

এক নম্বর মস্কো রেজিমেন্টের রাইফেলধারীরা সার বেঁধে গ্রামের ভেতর দিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করল। কিন্তু প্রথম কয়েকটা বাড়িঘর পেরিয়ে অ্যাল্‌ডার ঝোপের মধ্যে গিয়ে পড়ামাত্রই দেখা গেল ওই ভাবে অ্যাল্‌ডার ঝোপ পার হওয়া সম্ভব নয়। কোম্পানি-কম্যাণ্ডারদের একজন সবে একটা পাঁকে-ভরা ডোবার ভেতর থেকে কোন রকমে তার ঘোড়াটাকে টেনে তুলেছিল। কিন্তু তার যুক্তিতে কর্ণপাত না ক'রে দু নম্বর ব্যাটেলিয়নের কম্যাণ্ডার একজন গোঁয়ার গোবিন্দগোছের লাতভীয় হুকুম দিয়ে বসল: 'আগে বাড়!' বলে নিজেই প্রথম সাহস ক'রে সদলবলে কাঁচা জমির ওপর দিয়ে ঘোড়া চালিয়ে দিল। লাল ফৌজীরা একটু ইতস্তত করার পর মেশিনগান হাতে তুলে নিয়ে তার পিছন পিছন চলল। একশ পা খানেক এগোনোর

পর তাদের হাঁটু পর্যন্ত পাঁকে ডুবে গেল। আর ঠিক তখনই 'আমাদের পাশ ঘুরে আসছে!' 'ওহে কসাকরা!' 'আমাদের ঘেরাও করে ফেলল যে!' - এই রকম সব হৈ-হট্টগোল ডান দিকের রক্ষাব্যূহ থেকে ছড়িয়ে পড়ল ওদের সারিতে।

বিদ্রোহীদের দুটো স্কোয়াড্রন বাস্তবিকই ব্যাটেলিয়নের পাশ ঘুরে এসে পেছন থেকে ঘা মারল।

অ্যাল্‌ডার ঝোপের লড়াইয়ে এক নম্বর ও দু নম্বর ব্যাটেলিয়ন তাদের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ খুইয়ে রণে ভঙ্গ দিল।

এই লড়াইয়ে বিদ্রোহীদের ঘরে তৈরি বুলেট লেগে পা জখম হল ইভান আলেক্সেইয়েভিচের। মিশ্‌কা কশেভয় ওকে পাঁজাকোলা ক'রে বার ক'রে আনল। লাল ফৌজীদের গোলাবারুদের একটা গাড়ি জাঙ্গালের ওপর দিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে যাচ্ছে দেখে তলোয়ারের খোঁচার ভয় দেখিয়ে গাড়োয়ানকে সে বাধ্য করল আহত ইভান আলেক্সেইয়েভিচকে তুলে নিতে।

রেজিমেন্টটাকে তছনছ করে দিয়ে তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হল ইয়েলান্‌স্কি গ্রাম অবধি। দনের বাঁ তীর ধরে লাল ফৌজের যে-সমস্ত ইউনিট এগোচ্ছিল এই পরাজয়ের ফলে তাদের সকলেরই অগ্রগতি মারাত্মকভাবে ব্যাহত হল। মাল্‌কিন বুকানোভ্‌স্কায়া ছেড়ে আরও ছয়-সাত ক্রোশ উত্তরে স্লাশ্চেভ্‌স্কায়া জেলা-সদরে সরে যেতে বাধ্য হল। এর পর সংখ্যায় মাল্‌কিনের স্বেচ্ছাসেনাবাহিনীর চেয়ে বহুগুণ বেশি ও শক্তিশালী বিদ্রোহীদের বাহিনী মরিয়া হয়ে আক্রমণের মাত্রা বাড়িয়ে তুললে তারা কোণঠাসা হয়ে পড়ল। বরফ ভাঙার আগের দিন খোপিওর নদী পার হতে গিয়ে তাদের বেশ কিছু ঘোড়া ডুবে গেল। ওরা সরে গেল কুমিল্‌জেনস্কায়ার দিকে।

এক নম্বর মস্কো রেজিমেন্ট উস্ত্‌-খোপিওরের মুখে বরফ ভাঙতে থাকার ফলে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল। তাই দন পার হয়ে ডান তীরে উঠে নতুন ফৌজের আশায় উস্ত্‌-খোপিওরস্কায়া জেলা-সদরে এসে থামল। শিগ্‌গিরই সের্দোব্‌স্ক রেজিমেন্ট এসে পৌঁছুল সেখানে। এক নম্বর মস্কো রেজিমেন্টের সৈন্যদের সঙ্গে এই রেজিমেন্টের সৈন্যদের বিরাট তফাত ছিল। মস্কো রেজিমেন্টের মূল জঙ্গী অংশটা গড়ে উঠেছিল মস্কো, তুলা আর নিজ্‌নি নোভ্‌গোরদের মজুরদের নিয়ে। তারা মরদের মতো একরোখা লড়াই করত, একেক সময় বিদ্রোহীদের সঙ্গে হাতাহাতি লড়াইতেও নামত। ফলে হতাহত মিলে প্রত্যেক দিন অনেক লোক খোয়া যেত তাদের। একমাত্র আস্তোনভে ফাঁদে পড়ে সাময়িকভাবে রেজিমেন্টটা অচল হয়ে পড়েছিল। ওরা পিছু হটেছিল। তা সত্ত্বেও একটাও রসদের গাড়ি, একটাও গোলাবারুদের পেটি শত্রুদের জন্য রেখে যায় নি। কিন্তু সের্দোব্‌স্ক রেজিমেন্টের

কোম্পানি ইয়াপদ্দিন্স্কি গ্রামের কাছে প্রথম লড়াইয়েই বিদ্রোহীদের ঘোড়সওয়ার বাহিনীর আক্রমণের সামনে তিষ্ঠোতে পারল না। কসাকরা আক্রমণের জন্য তৈরি হয়ে ছড়িয়ে পড়ছে দেখে তারা পরিখা ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল। কমিউনিস্ট মেশিনগানাররা যদি মেশিনগানের মুহুর্মুহু গুলি ছুড়ে সেই আক্রমণ না ঠেকাত, তাহলে তারা নির্ঘাত ঝাড়েবংশে কেটে সাফ হয়ে যেত।

সের্দোবৃস্ক রেজিমেন্টটা তাড়াহুড়ো করে সের্দোবৃস্ক শহরে গড়ে তোলা হয়েছিল। সেখানকার লাল ফৌজী বলতে সবই সারাতভের চাষী, বয়সও তাদের বেশ হয়ে গেছে – স্পষ্টতই তাদের যা মনোভাব তাকে লড়াইয়ের উদ্দীপনা জাগিয়ে তোলার অনুকূল বলা চলে না। কোম্পানির অধিকাংশই নিরক্ষর, গ্রামের সচ্ছল জোতদার পরিবার থেকে এসেছে। রেজিমেন্টের নেতৃমণ্ডলীর অর্ধেক তৈরি হয়েছে প্রাক্তন অফিসারদের নিয়ে। কমিসারটি মেরুদণ্ডহীন দুর্বলচিত্তের লোক। লাল ফৌজীদের মধ্যে তার কোন প্রতিপত্তি ছিল না। এদিকে বিশ্বাসঘাতকরা – রেজিমেন্টের কম্যাণ্ডার, সদর দপ্তরের প্রধান এবং দুজন কোম্পানি কম্যাণ্ডার মিলে রেজিমেন্টকে শত্রুর হাতে তুলে দেওয়ার মতলব ক'রে কমিউনিস্ট গ্রুপের চোখের সামনেই লাল ফৌজের সাধারণ সৈন্যদের মনোবল ভাঙার দুষ্কর্ম চালিয়ে যাচ্ছিল। রেজিমেন্টের ভেতরে প্রতিবিপ্লবী মনোভাবাপন্ন জোতদার শ্রেণীর যে-সমস্ত লোকজন ঢুকে পড়েছিল তাদের মাধ্যমে ওরা কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে কৌশলে প্রচার চালিয়ে যাচ্ছিল, বিদ্রোহ দমনের সংগ্রামে সাফল্য সম্পর্কে সন্দেহের বীজ ছড়াচ্ছিল, ভেতরে ভেতরে রেজিমেন্ট শত্রুর হাতে তুলে দেওয়ার জন্য তৈরি হচ্ছিল। কমিউনিস্ট গ্রুপ এসব দেখেও দেখছিল না।

সের্দোবৃস্ক রেজিমেন্টের তিনজন লোকের সঙ্গে একই বাড়িতে আস্তানা নিয়েছিল স্টকমান। উদ্বিগ্ন হয়ে সে লাল ফৌজীদের হালচাল ভালো ক'রে লক্ষ করতে লাগল। শেষ পর্যন্ত একদিন সের্দোবৃস্ক রেজিমেন্টের ওই লোকদের সঙ্গে খুব একচোট কথা কাটাকাটি হয়ে যাবার পর রেজিমেন্টের মাথার ওপর যে ভয়ঙ্কর বিপদের খাঁড়া ঝুলছে এ ব্যাপারে তার আর কোন সন্দেহ রইল না।

এপ্রিলের সাতাশ তারিখের ঘটনা। সন্ধ্যা হয় হয়। এমন সময় সের্দোবৃস্কের দু নম্বর কোম্পানির দুজন সেপাই ঘরে এসে ঢুকল। একজনের নাম গোবিগাসভ। ঘরে স্টকমান ছাড়াও খাটে শুয়ে ছিল ইভান আলেক্সেইয়েভিচ। লোকটা ভেতরে ঢুকে কোন রকম সম্ভাষণ না জানিয়ে একটা বিশ্রী দেঁতো হাসি হেসে ওদের দুজনের দিকে তাকিয়ে বলল, 'লড়াইয়ের সাধ মিটে গেছে! দেশে আমাদের যারা আপনজন আছে তাদের কাছ থেকে ফসল লুটে নিচ্ছে, এদিকে এখানে আমরা লড়াই করে মরছি – জানি না কিসের জন্যে। . . .

'কিসের জন্যে লড়াই করছ তা জান না?' স্টকমান তীক্ষ্ণ সুরে জিজ্ঞেস করল।

'না, জানি না। কসাকরা আমাদের মতোই চাষবাস করে। কিসের বিরুদ্ধে ওদের বিদ্রোহ আমরা জানি। ভালো করেই জানি!'

স্টকমান সাধারণত ঠাণ্ডা-মাথার লোক। কিন্তু একথায় সে তেলেবেগুনে জ্বলে ওঠে।

'শালা শুয়োরের বাচ্চা, কাদের ভাষায় কথা বলছ তুমি জান? এ ত সাদা দুশমনদের মতো কথাবার্তা!'

'ওসব শুয়োরের বাচ্চা-টাচ্চা বলে গাল দিও না বলে দিচ্ছি। নইলে কিন্তু তোমার ওই গোঁফের ওপর ঝেড়ে দেব একখানা! . . . শুনছ ভাই, শুনছ তোমরা? আহা কোথাকার আমার গুরুঠাকুর এলেন রে!'

দ্বিতীয়জন একটু খাটোগোছের, ময়দার বস্তার মতো বেশ ভরাট, ছোঁচা গড়নের। ওদের মাঝখানে সে টিপ্পনী কেটে বলল, 'আস্তে, অমন গলা চড়িও না দেড়েল। তোমার মতো লোক আমাদের ঢের দেখা আছে। তুমি ভাব কী, কমিউনিস্ট বলে কি আমাদের গলার নলী টিপে ধরবে? সাবধান বলছি, নইলে আমরাই তোমায় ঝেড়ে ভূত ভাগাব।'

লোকটা দুবলা চেহারার গোরিগাসভের সামনে এসে আড়াল দিয়ে দাঁড়াল। দুচোখ ভাঁটার মতো ঘোরাতে ঘোরাতে বেঁটে গড়নের শক্তসমর্থ হাতদুটো পেছনে রেখে স্টকমানের দিকে এগিয়ে গেল।

লাল ফৌজীটা ওর ঘাড়ের ওপর এসে পড়লে জোর করে ধাক্কা মেরে তাকে সরিয়ে দিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে স্টকমান বলল, 'তোমাদের ব্যাপার-স্যাপার কী? সবাই সাদা দুশমনদের খপ্পরে পড়লে নাকি?'

লোকটা টাল খেল। দপ করে জ্বলে উঠে স্টকমানের হাতখানা চেপে ধরতে গেল সে। কিন্তু গোরিগাসভ ওকে ক্ষান্ত করাল।

'ছাড়ান দে!'

'এসব বিপ্লব বিরোধী কথাবার্তা! সোভিয়েত সরকারের সঙ্গে বেইমানি করার জন্যে তোমাদের বিচার করব আমরা!'

স্টকমানের সঙ্গে একই বাড়িতে আস্তানা নিয়েছিল যে লাল ফৌজীটি সে উত্তর দিল, 'পুরো রেজিমেন্টকে তাই বলে ট্রাইবুনালে পাঠাতে হচ্ছে না।'

অন্যেরা তাকে সমর্থন জানাল।

'কমিউনিস্টদের জন্যে চিনি আর সিগারেট বরাদ্দ, কিন্তু আমাদের বেলায় কিছুই না!'

'মিছে কথা!' কনুইয়ে ভর দিয়ে বিছানার ওপর সামান্য উঠে ইভান

আলেক্সেইয়েভিচ চেঁচিয়ে ওঠে। 'তোমরা যা পাও আমরাও তাই পাই।'

একটি কথাও না বলে স্টকমান জামাকাপড় পরে বেরিয়ে গেল। ওকে কেউ বাধা দিল না। তবে পেছন থেকে টিটকারি দিল ওরা।

সদর দপ্তরে রেজিমেন্টের কমিসারের দেখা পেল স্টকমান। কমিসারকে অন্য একটা ঘরে ডেকে নিয়ে উত্তেজিত হয়ে সে সের্দোবস্কের লাল ফৌজীদের সঙ্গে তার কথা কাটাকাটির সংবাদ জানিয়ে তাদের গ্রেপ্তার করার প্রস্তাব দিল। ওর কথা শুনে কমিসার আগুনের মতো জ্বলচে বাদামী দাড়িতে বিলি কাটতে থাকে। দোমনা হয়ে কালো শিঙের ফ্রেমের চশমাজোড়া বারবার নাকের ওপর বসাতে চেষ্টা করে।

'আগামীকাল কমিউনিস্টদের গ্রুপ মিটিং ডাকব। সেখানে অবস্থাটা বিচার করে দেখা যাবে। তবে এখন যা পরিস্থিতি তাতে ওদের গ্রেপ্তার করা সম্ভব নয় বলেই আমার ধারণা।'

'কেন?' স্টকমান তীক্ষ্ণ সুরে জিজ্ঞেস করে।

'কথাটা হচ্ছে কি জানেন, কমরেড স্টকমান... আমি নিজেই লক্ষ করেছি, আমাদের রেজিমেন্টে কোথাও একটা গলদ আছে। সম্ভবত ভেতরে কোন একটা প্রতিবিপ্লবী সংগঠন আছে - কিন্তু সেটাকে ধরতে পারছি না আমরা। অথচ রেজিমেন্টের বেশির ভাগই তার খপ্পরে। চাষী লোকজন ত - কী আর করা যাবে! লাল ফৌজীদের এই মনোভাব সম্পর্কে আমি ওপরে রিপোর্ট করেছি। রেজিমেন্টটাকে সরিয়ে নিয়ে নতুনভাবে ঢেলে সাজানোর প্রস্তাবও দিয়েছি।'

'হোয়াইট গার্ডের ওই এজেন্টগুলোকে এই মুহূর্তে গ্রেপ্তার করে ডিভিশনের বিপ্লবী ট্রাইবুনালে পাঠানো সম্ভব নয় বলে ভাবছেন কেন আপনি? এ ধরনের কথাবার্তা ত দস্তুরমতো বিশ্বাসঘাতকতা!'

'তা ঠিকই। তবে এর ফলে অবাঞ্ছিত কিছু বাড়াবাড়ি, এমন কি বিদ্রোহও দেখা দিতে পারে।'

'বটে? তাহলে বেশির ভাগ লোকের এরকম ধরনধারন দেখেও অনেক আগেই কেন রাজনৈতিক বিভাগে খবর পাঠান নি আপনি?'

'বাঃ, আপনাকে বললাম না, পাঠিয়েছিলাম। কেন কে জানে, উস্ত্-মেদ্‌ভেদিৎসা থেকে উত্তর আসতে দেরি হচ্ছে। রেজিমেন্টটা লাইন থেকে সরিয়ে নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শৃঙ্খলাভঙ্গকারীদের সকলকে, বিশেষত যারা, আপনি এখন যা বললেন, ওই সব কথা বলেছে - তাদের কড়া শাস্তি দেওয়া হবে।...' কমিসার ভ্রূকুটি করল, তারপর ফিসফিসিয়ে যোগ করল, 'ভরনোভ্‌স্কি আর... সদর দপ্তরের প্রধান ভোল্‌কভকে আমার সন্দেহ হয়। কালই কমিউনিস্ট গ্রুপের মিটিং-এর পর

আমি উস্ত্‌-মেদ্‌ভেদিৎসা যাব। বিপদটা যাতে সীমা ছাড়িয়ে না যায় তার জন্যে জরুরী ব্যবস্থা নেওয়া দরকার। আপনার কাছে অনুরোধ, আমাদের এই কথাবার্তা গোপন রাখবেন।'

'কিন্তু কমিউনিস্টদের মিটিং এখন ডাকার বাধাটা কোথায়? সময় কিন্তু বসে থাকছে না কমরেড!'

'আমি বুঝতে পারছি। কিন্তু এই মুহূর্তে সম্ভব নয়। বেশির ভাগ কমিউনিস্টই চৌকিতে আর গোপন ঘাঁটিগুলোতে পাহারার কাজে আছে।... আমি এটার ওপর বিশেষ জোর দিয়েছি, কেননা এই পরিস্থিতিতে পার্টির বাইরের লোকদের ওপর অতটা ভরসা করা ঠিক বলে মনে হয় না। তাছাড়া গোলন্দাজ দলটা আজ রাতের আগে ক্রুতোভ্‌স্কি থেকে ফিরছে না। বেশির ভাগ কমিউনিস্ট ওখানে। রেজিমেন্টে এই উত্তেজনা দেখা দিয়েছে বলেই ওদের ডেকে পাঠানো হয়েছে।'

সদর দপ্তর থেকে ফিরে স্টকমান রেজিমেন্টের কমিসারের সঙ্গে তার কথাবার্তার বিবরণ ইভান আলেক্সেইয়েভিচ ও মিশ্‌কা কশেভয়কে সংক্ষেপে জানাল।

'তোমার কি এখনও হাঁটাচলার মতো ক্ষমতা হয় নি?' ইভান আলেক্সেইয়েভিচকে সে জিজ্ঞেস করল।

'খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটতে পারি। আগে অবিশ্যি একটু ভয়ে ভয়ে ছিলাম, ভাবতাম ওতে আরও খারাপ হবে। কিন্তু এখন চাই না চাই, না হেঁটে উপায় নেই।'

রাত্রে রেজিমেন্টের অবস্থা সবিস্তারে জানিয়ে একটা চিঠি লিখে ফেলল স্টকমান। মাঝরাতে মিশ্‌কা কশেভয়কে ঘুম থেকে ডেকে তুলল। চিঠির মোড়কটা জামার তলায় ওর বুকের কাছে গুঁজে দিয়ে বলল, 'এক্ষুনি একটা ঘোড়া যোগাড় করে এই চিঠিটা নিয়ে উস্ত্‌-মেদ্‌ভেদিৎসায় চলে যাও। যেমন করে পার, জান কবুল করে এটা চৌদ্দ নম্বর ডিভিশনের রাজনৈতিক বিভাগের কাছে পৌঁছে দেবে।... ক' ঘণ্টায় যেতে পারবে? ঘোড়া পাবে কোথায়?'

মিশ্‌কার বাদামী বুটজোড়া শুকিয়ে কুঁকড়ে গিয়েছিল, হাঁপাতে হাঁপাতে ধ্বস্তাধ্বস্তি করে পায়ে গলাচ্ছিল। তারই এক ফাঁকে সে উত্তর দিল, 'ঘোড়া চুরি করব ঘোড়সওয়ার টহলদারদের কাছ থেকে। আর উস্ত্‌-মেদ্‌ভেদিৎসায় পৌঁছে যাব... খুব বেশি যদি হয়... দু ঘণ্টার মধ্যে। টহলদারদের ঘোড়াগুলো বাজে কিনা, তা নইলে দেড় ঘণ্টায়ই পারা যেত! ঘোড়া চরানোর কাজ করেছি – ঘোড়ার ভেতর থেকে তার চলার পুরো বেগ কী ভাবে নিংড়ে বার করতে হয় তা জানা আছে।'

চিঠিটা স্টকমান যে জায়গায় গুঁজে দিয়েছিল সেখান থেকে বার করে গ্রেটকোটের পকেটে পুরলো মিশ্‌কা।

'সে কী? ওখানে কেন?' স্টকমান জিজ্ঞেস করল।

'সের্দোবস্ক রেজিমেণ্টের হাতে ধরা পড়ে গেলে যাতে সহজেই বার করা যায়।'

'তা ত হল, কিন্তু...' স্টকমান তখনও বুঝে উঠতে পারছিল না।

''কিন্তু' আবার কী? ধরা পড়ামাত্রই মুখে পুরে গিলে ফেলব।'

'সাবাস!' স্টকমান ক্ষীণ হেসে মিশ্‌কার দিকে এগিয়ে আসে। আগে থাকতেই কিসের যেন একটা গভীর বেদনার অনুভূতিতে ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে তার মনটা। মিশ্‌কাকে দুহাতে জড়িয়ে ধরে ঠাণ্ডা কাঁপা কাঁপা ঠোঁটে আবেগ ভরে ওকে চুমু খেয়ে বলল, 'বেরিয়ে পড়।'

মিশ্‌কা বেরিয়ে পড়ল। পিজরা থেকে টহলদার ঘোড়সওয়ারদের একটা বেশ ভালো দেখে ঘোড়া বার করে নিতে তেমন বেগ পেতে হল না। সারাক্ষণ নতুন ক্যাভালরি ক্যারাবিনের ট্রিগারে তর্জনী ঠেকিয়ে কদম চালে ঘোড়া চালিয়ে চৌকি পেরিয়ে গেল। তারপর পথঘাটের কোন পরোয়া না করে ঘোড়া ছুটিয়ে বড় রাস্তায় গিয়ে পড়ল। একমাত্র সেখানে আসার পরই সে তার ক্যারাবিন-বন্দুকের বেল্টটা কাঁধে ঝোলাল। সারাতভ অঞ্চলের লেজ-ছাঁটা ছোটখাটো ঘোড়াটাকে চাপ দিয়ে এবারে সে তার ভেতর থেকে যতদূর পারা যায় গতিবেগ নিংড়ে বার করতে শুরু করল।

উনপঞ্চাশ

ভোরের দিকে ঝিরিঝিরি বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল। হু হু হাওয়া বইতে লাগল। পুব দিক থেকে ছুটে আসছে ঝড়ের কালো মেঘ। ভোরের আলো হতে না হতেই স্টকমান আর ইভান আলেক্সেইয়েভিচের সঙ্গে একই আস্তানায় যে সের্দোবস্ক সেপাইরা ছিল, তারা উঠে বেরিয়ে গেল। আধঘণ্টা পরে ছুটতে ছুটতে সেখানে এলো ইয়েলান্‌স্কায়ার একজন কমিউনিস্ট — তল্‌কাচোভ। স্টকমান আর তার সঙ্গীদের মতো এ লোকটিও সের্দোবস্ক রেজিমেণ্টের সঙ্গে যুক্ত। দরজা খুলে হাঁপাতে হাঁপাতে চিৎকার করে সে বলল, 'স্টকমান, কশেভয়, বাড়ি আছ? বেরিয়ে এসো!'

'কী ব্যাপার? এদিকে এসো!' গ্রেটকোটটা গায়ে চাপাতে চাপাতে সামনের ঘরে বেরিয়ে এসে স্টকমান বলে। 'এদিকে এসো!'

'সর্বনাশ হয়ে গেছে!' স্টকমানের পেছন পেছন পরের ঘরটাতে ঢুকতে ঢুকতে তল্‌কাচোভ ফিসফিস করে বলে। 'জেলা-সদরের কাছে ক্রুতোভ্‌স্কি থেকে গোলন্দাজরা আসছিল।... পায়দল সেপাইরা ... এই এখুনি ওদের কামান কেড়ে নেওয়ার

চেষ্টা করে। তাতে গোলাগুলি চলে। . . . গোলন্দাজরা আক্রমণ ঠেকায়, কামানের কুলুপগুলো সরিয়ে নিয়ে নৌকো করে ওপাড়ে চলে যায়। . . .'

'তারপর? তারপর?' গোঙাতে গোঙাতে আহত পায়ে বুটজুতো টেনে পরতে পরতে তাকে তাড়া দিয়ে বলে ইভান আলেক্সেইয়েভিচ।

'এখন গির্জের কাছে মিটিং। . . . রেজিমেন্টের সবাই . . .'

'চটপট তৈরি হয়ে নাও!' ইভান আলেক্সেইয়েভিচকে হুকুম দিয়ে তল্‌কাচোভের আস্তিন টেনে ধরে স্টকমান জিজ্ঞেস করে, 'কমিসার কোথায়? অন্য সব কমিউনিস্ট – তারা কোথায়?'

'জানি না। . . . কেউ কেউ পালিয়েছে। আমি এসেছি তোমাদের জানাতে। টেলিগ্রাফ দখল করে ফেলেছে, কাউকে যেতে দিচ্ছে না। . . . পালাতে হবে! কিন্তু কী করে পালাব আমরা?' তল্‌কাচোভ হতভম্ব হয়ে ধপ করে তোরঙ্গের ওপর বসে পড়ে। দুই হাঁটুর মাঝখানে ঝুলতে থাকে তার হাতদুটো।

এই সময় দেউড়িতে ধুপধাপ পায়ের আওয়াজ শোনা যায়। সের্দোব্‌স্ক রেজিমেন্টের জনা ছয়েক লোক হুড়মুড় করে ঘরের মধ্যে এসে ঢোকে। তাদের চোখেমুখে নিদারুণ উত্তেজনা, নিষ্ঠুর সঙ্কল্পের চিহ্ন।

'কমিউনিস্টরা সব মিটিং-এ চল! জলদি!'

ইভান আলেক্সেইয়েভিচের সঙ্গে স্টকমানের দৃষ্টিবিনিময় হল। শক্ত করে ঠোঁটে ঠোঁট চাপল সে।

'আসছি আমরা!'

'অস্ত্র রেখে যাও। যুদ্ধ করতে ত আর যাচ্ছ না!' সের্দোব্‌স্ক সেপাইদের একজন বলল। কিন্তু স্টকমান যেন শুনতে পায় নি এমনিভাবে রাইফেলটা কাঁধে ঝুলিয়ে নেয়। সবার আগে বেরিয়ে আসে সে।

এগারো শ লোক বারোয়ারিতলায় নানা সুরে গলা ফাটিয়ে গর্জন করছে। উস্ত্‌-খোপিওর্‌স্কায়া জেলার বাসিন্দাদের কোন চিহ্ন নেই। কিছু একটা ঘটতে পারে এই আশঙ্কায় তারা ঘর ছেড়ে বের হয় নি। রেজিমেন্ট বিদ্রোহীদের সঙ্গে যোগ দিচ্ছে এবং জেলায় কমিউনিস্টদের সঙ্গে লড়াই বেধে যেতে পারে বলে এর আগের দিনই জেলায় জোর গুজব ছড়িয়ে পড়েছিল। সের্দোব্‌স্ক সেপাইদের ভিড়ের মধ্যে চাপা গুঞ্জন উঠছে। স্টকমানই প্রথম এগিয়ে যায় সেই দিকে। চারধারে দৃষ্টি বুলিয়ে দেখতে থাকে রেজিমেন্টের নেতৃমণ্ডলীর মধ্যে কাউকে খুঁজে পাওয়া যায় কিনা। দু'জন লোক দু'পাশ থেকে হাতে ধরে পাশ দিয়ে নিয়ে গেল রেজিমেন্টের কমিসারকে। কমিসারের মুখ ফেকাসে। পেছন থেকে ধাক্কা খেয়ে সে রেড আর্মির এলোমেলো সারির অনেকখানি ভেতরে ঢুকে গেল। কয়েক

মিনিটের জন্য স্টকমান তাকে আর দেখতে পায় না। তারপর যখন দেখতে পেল তখন সে ভিড়ের মাঝখানে। পাশের কোন্ বাড়ি থেকে একটা তাস খেলার ছোট টেবিল বার করে আনা হয়েছে—তারই ওপর দাঁড়িয়ে রয়েছে। স্টকমান ফিরে তাকাল। পেছনে রাইফেলের ওপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে খোঁড়া ইভান আলেক্সেইয়েভিচ। তার পাশে সেই লাল ফৌজীরা, যারা তাদের ডাকতে এসেছিল।

'লাল ফৌজী কমরেডরা!' কমিসারের দুর্বল গলা শোনা যায়। 'শত্রুরা যখন আমাদের একেবারে ঘাড়ের ওপর এসে পড়েছে এই সময় মিটিং করা . . . কমরেডরা!'

বক্তৃতা আর চালাতে দেওয়া হল না ওকে। টেবিলের কাছে যেন হাওয়ায় লটপট করে দুলতে থাকে লাল ফৌজীদের ধূসর টুপিগুলো। দুলে ওঠে বেয়নেটের নীলচে ফলাগুলো। টেবিলের দিকে এগিয়ে আসে অনেকগুলো মুঠো করা হাত। গুলি ছোঁড়ার আওয়াজের মতো বারোয়ারিতলায় ফেটে পড়ে ক্রুদ্ধকণ্ঠের নানা চিৎকার, ছোটখাটো মন্তব্য।

'এখন বুঝি আমরা কমরেড হলাম!'

'চামড়ার কোর্তাটা খোল দেখি এবারে!'

'ঠকিয়েছে আমাদের!'

'কার সঙ্গে লড়াই করতে নামাচ্ছ আমাদের!'

'টেংরি ধরে টেনে নামা ওকে!'

'মার!'

'বেয়নেট চালা!'

'কমিসারগিরি অনেক ফলিয়েছ বাপু!'

স্টকমান দেখতে পেল প্রকাণ্ড চেহারার এক বয়স্ক লাল ফৌজী টেবিলের ওপর উঠে বাঁ হাতে কমিসারের ছোট লাল দাড়িগাছা চেপে ধরল। টেবিলটা কেঁপে উঠল। কমিসারকে সঙ্গে নিয়ে লাল ফৌজীটা হুমড়ি খেয়ে পড়ল টেবিলের চারপাশে যারা দাঁড়িয়ে ছিল তাদের বাড়িয়ে-ধরা হাতের ওপর। যেখানে টেবিলটা ছিল সেখানে এখন গিজগিজ করছে কতকগুলো ধূসর গ্রেটকোট। অসংখ্য গলার মিলিত গমগম আওয়াজের মধ্যে ডুবে যায় কমিসারের একা গলার মরিয়া চিৎকার।

তৎক্ষণাৎ স্টকমানও ধেয়ে যায় সেই দিকে। নির্দয়ভাবে ধাক্কা মেরে, ধূসর গ্রেটকোট পরা শক্ত টানটান পিঠের ওপর লাথি মেরে ভিড় ঠেলে প্রায় ঊর্ধ্বশ্বাসে সে এগিয়ে চলে কিছুক্ষণ আগে কমিসার যেখান থেকে বক্তৃতা দিচ্ছিল সেখানে। ওকে কেউ বাধা দিল না। তবে রাইফেলের কুঁদো আর কিলঘুসি সমানে এসে পড়তে থাকে ওর পিঠে আর মাথায়। ওর কাঁধ থেকে রাইফেলটা ছিটকে পড়ে গেল, মাথা থেকে খসে পড়ল লাল চুড়োওয়ালা কান-ঢাকা কসাক-টুপিটা।

লাল ফৌজীদের মধ্যে একজনের পা বেশ জোরে মাড়িয়ে দিয়েছিল স্টকমান। তাইতে লোকটা ভয়ঙ্কর খেপে গিয়ে চেঁচিয়ে বলল, 'কোন্ চুলোয় চলেছ? . . . হারামজাদা!'

উলটানো টেবিলটার কাছে গাঁট্টাগোট্টা চেহারার একজন প্লেটুন-কম্যাণ্ডার স্টকমানের পথ রুখে দাঁড়াল। ধূসর ভেড়ার লোমের লম্বা টুপিটা তার মাথার পেছনে নেমে এসেছে, গায়ের ওভারকোটটার বুক হাঁ হয়ে খুলে আছে, পাটকিলে লাল রঙের মুখ বয়ে দরদর করে ঘাম ছুটছে। চোখেমুখে উত্তেজনার চিহ্ন, চোখদুটো ঠেরিয়ে গেছে, একটা অদম্য হিংস্রতায় চকচক করছে।

'গুঁতোগুঁতি করে যাচ্ছ কোথায়?'

'আমায় কিছু বলতে দাও! একজন সাধারণ সেপাইকে তার বক্তব্য বলতে দাও!' প্রায় হাঁপাতে হাঁপাতে ভাঙা গলায় চেঁচিয়ে বলে স্টকমান। চোখের পলকে টেবিলটাকে সে সোজা করে তুলে দাঁড় করিয়ে দিল। কে একজন ওকে টেবিলের ওপর উঠে দাঁড়াতে সাহায্যেও করল। কিন্তু বারোয়ারিতলার ওপর দিয়ে তখনও ক্রুদ্ধ গর্জন আছড়ে পড়ছে। স্টকমান গলার রগ প্রাণপণ ফুলিয়ে গর্জে ওঠে: 'চু-প!' আধ মিনিটখানেক বাদে গোলমালটা একটু থিতিয়ে আসতে প্রচণ্ড গলা চড়িয়ে কাশি চাপতে চাপতে বলতে শুরু করে, 'লাল ফৌজীরা, ধিক তোমাদের! সবচেয়ে কঠিন মুহূর্তে তোমরা জনগণের সরকারের সঙ্গে বেইমানি করছ! যখন শক্ত হাতে দুশমনের ঠিক কলজেতে ঘা মারা দরকার তখন তোমরা টালবাহানা করছ! সোভিয়েত দেশ যখন শত্রুব্যূহের মধ্যে পড়ে শ্বাসবন্ধ হয়ে মরতে বসেছে তখন তোমরা সভা-সমিতি করছ! তোমরা সরাসরি বিশ্বাসঘাতকতার সীমানায় এসে দাঁড়িয়েছ! কেন বল ত? তোমাদের বিশ্বাসঘাতক কম্যাণ্ডাররা তোমাদের বেচে দিয়েছে কসাক জেনারেলদের হাতে! ওরা – পুরনো আর্মির এককালের অফিসাররা – সোভিয়েত সরকারের বিশ্বাস ভঙ্গ করেছে। তোমাদের অজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে ওরা রেজিমেন্ট তুলে দিতে চায় কসাকদের হাতে। মাথা ঠাণ্ডা করে ভেবে দেখ! তোমাদের হাত দিয়ে ওরা মজুর কিসানের সরকারের টুঁটি টিপে ধরতে চায়!'

টেবিলের খানিকটা দূরে দাঁড়িয়ে ছিল দু নম্বর কোম্পানির প্রাক্তন এন্সাইন ভেইস্টমিন্স্টার। সে তার রাইফেলটা প্রায় তুলতে গিয়েছিল। কিন্তু স্টকমান তার ভাবভঙ্গি লক্ষ করে চেঁচিয়ে বলল, 'খবরদার! মারার সময় অনেক পাবে! একজন কমিউনিস্ট সেপাইকে তার কথাগুলো বলতে দাও! আমরা, কমিউনিস্টরা আমাদের সমস্ত জীবন . . . আমাদের শেষ রক্তবিন্দু পর্যন্ত . . .' বলতে বলতে ভয়ঙ্কর উত্তেজনায় ফুঁসতে ফুঁসতে স্টকমানের কণ্ঠস্বর সপ্তমে উঠে যায়, তার মুখ মড়ার মতো ফেকাসে হয়ে বেঁকে যায়। ' . . . ঢেলে দিয়েছি শ্রমিক শ্রেণী আর . . .

নিপীড়িত চাষীভাইদের সেবায়। মরণের সামনাসামনি বুক ফুলিয়ে দাঁড়ানোর অভ্যেস আমাদের আছে! তোমরা আমাকে মারতে পার . . .'

'ওসব ঢের শুনেছি।'

'আর বোকা বানাতে হবে না!'

'বলতে দাও!'

'এই, চোপ্!'

' . . .আমায় মেরে ফেলতে পার, কিন্তু আমি আবারও বলছি – মাথা ঠাণ্ডা করে ভেবে দেখ! এখন সভা-সমিতি করার সময় নয় – এখন অভিযান চালাতে হবে বিপ্লবের দুশমনদের বিরুদ্ধে!' লাল ফৌজীদের ভিড়ের গুঞ্জন ততক্ষণে অনেকটা কমে এসেছে। স্টকমান তার স্বল্পব্যবধানের দুই চোখের দৃষ্টি ভিড়ের ওপর বুলাতে গিয়ে একটু দূরেই দেখতে পেল রেজিমেন্টের কম্যাণ্ডার ভরনোভ্স্কিকে। কোন এক লাল ফৌজীর কাঁধে কাঁধ ঘেঁসে দাঁড়িয়ে আছে, জোর করে হাসছে আর তার কানে কানে কী যেন বলছে।

সামনে হাত বাড়িয়ে আঙুল দিয়ে ভরনোভ্স্কিকে দেখিয়ে স্টকমান বলল, 'তোমাদের কম্যাণ্ডার . . .' কিন্তু রেজিমেন্টের কম্যাণ্ডার মুখের কাছে হাত রেখে উদ্বিগ্ন হয়ে পাশের লোকটাকে ফিসফিস ক'রে কী যেন বলল। স্টকমানের কথা শেষ হওয়ার আগেই এপ্রিলের সদ্য বাদলের জলকণাভরা ভিজে বাতাসে গুলির চাপা আওয়াজ শোনা গেল। রাইফেলের গুলির আওয়াজটা ছিল অর্ধস্ফুট, চাবুকের ডগার আলতো টুসকির মতো ক্ষীণ। স্টকমান দুহাতে বুক চেপে ধরে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল। ওর প্রায় পলিতকেশ টুপিছাড়া মাথাটা ঝুঁকে পড়ল। . . . পরমুহূর্তেই আবার টলতে টলতে দুপায়ে খাড়া হয়ে উঠল সে।

স্টকমানকে উঠে দাঁড়াতে দেখে ইভান আলেক্সেইয়েভিচ আঁতকে উঠে 'ওসিপ দাভিদভিচ!' বলে ডাক ছেড়ে ভিড় ঠেলে ওর দিকে ছুটে যেতে গেল। কিন্তু আশেপাশের লোকেরা কনুই চেপে ধরে তাকে থামিয়ে দিল। ফিসফিস করে বলল, 'চোপ! আর এগোনোর চেষ্টা করবি না। এদিকে দে দেখি তোর রাইফেলটা, শুয়োরের বাচ্চা!'

ইভান আলেক্সেইয়েভিচের অস্ত্র কেড়ে নিয়ে ওরা পকেট হাতড়িয়ে দেখল, তারপর বারোয়ারিতলা থেকে বার করে নিয়ে গেল ওকে। বারোয়ারিতলার নানা কোনায় কমিউনিস্টদের ধরে ধরে অস্ত্র কেড়ে নেওয়া হতে লাগল। গলির মধ্যে কোন এক সওদাগরের একটা বেশ পাকাপোক্ত বাড়ির কাছে পাঁচ-ছয়টা গুলির আওয়াজ হল। একজন কমিউনিস্ট মেশিনগানার তার লুইস-গানটা হাতছাড়া করতে চায় নি বলে তাকে ওরা মেরে ফেলল।

এদিকে স্টকম্যানের ঠোঁটের কোনায় গোলাপী রঙের রক্তের ফেনা জমে উঠেছে, তার মুখ একেবারে মড়ার মতো সাদা হয়ে গেছে। খিচুনি আর হিক্কা তুলতে তুলতে টেবিলের ওপর দাঁড়িয়ে মুহূর্তের জন্য টাল খেল। ফুরিয়ে যেতে যেতে দেহের শেষ যেটুকু শক্তি অবশিষ্ট ছিল তা একত্র করে, মনের জোর দিয়ে শেষ পর্যন্ত সে চেঁচিয়ে বলার অবকাশ পেল: 'ওরা তোমাদের ভুল পথে নিয়ে গেছে।... বিশ্বাসঘাতক!... ওরা নিজেদের অপরাধ মকুব করিয়ে নিয়ে নতুন নতুন অফিসার-পদে বসবে।... কিন্তু কমিউনিজম বেঁচে থাকবে।... কমরেডরা!... তোমাদের হুঁশ হোক!...'

ভরলোভস্কির পাশে দাঁড়ানো লোকটা আবার রাইফেল কাঁধের কাছে তুলল। দ্বিতীয় গুলিটা খেয়ে স্টকমান উপুড় হয়ে পড়ে গেল, টেবিল থেকে গড়িয়ে পড়ল লাল ফৌজীদের পায়ের কাছে। এদিকে একজন সের্দোবস্ক সেপাই জোয়ানের মতো তড়বড় করে টেবিলের ওপর উঠে পড়ল। লোকটার মুখ লম্বা, দাঁতগুলো কোদালের মতো চেপ্টা, মুখে বসন্তের দাগ। উঠেই সে গলা ছেড়ে চেঁচিয়ে বলল: 'ভালো ভালো হলপ আমরা ঢের শুনেছি। শুনে রাখুন কমরেডরা, ওগুলো সব স্রেফ বাজে কথা আর হুমকি। এই দেড়েল বক্তাটার দাপাদাপি শেষ হয়েছে, এখন পড়ে আছে। তবে কুকুরের মরণ ত কুকুরের মতোই হবে! মেহনতী চাষী ভাইদের দুশমন কমিউনিস্টরা নিপাত যাক। কমরেডরা, প্রিয় যোদ্ধারা আমার, আমি তোমাদের বলছি যে আমাদের এখন চোখ খুলে গেছে। আমরা জানি কার বিরুদ্ধে আমাদের রুখে দাঁড়াতে হবে! এই ধর না কেন, আমাদের ভোল্‌স্ক জেলায় ওরা কী বলে বেড়িয়েছিল? সব জাতির লোক সমান, তারা ভাই-ভাই! এই কথাই না বলেছিল ধাপ্পাবাজ কমিউনিস্টগুলো?... আসলে আমরা কী পেলাম? অন্তত আমার বাবার কথাই বলি – চিঠিতে খবর পাঠিয়েছে – চোখের জলে ভেজা সে চিঠি... তাতে লিখছে: যে রকম দিনে-দুপুরে ডাকাতি হচ্ছে তা বলার নয়! এই আমার বাবার কাছ থেকেই সমস্ত ফসল ওরা ঝেড়েপুঁছে নিয়ে গেছে, যে ছোট্ট আটাকলটা ছিল সেটাও বাজেয়াপ্ত করে নিয়েছে। অথচ ওরা যে ডিক্রি জারি করেছে তাতে বলা হয়েছে ওরা নাকি মেহনতী চাষীদের পক্ষে? ওই যে আটাকল ওটা যদি আমার মা-বাবা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে খাটা-খাটনি ক'রে তুলেই থাকে সেক্ষেত্রে আমি তোমাদের জিজ্ঞেস করি কমিউনিস্টদের একাজটা কি স্রেফ ডাকাতি নয়? ওদের গুলি করে মার, মেরে রক্তবন্যা বইয়ে দাও!'

বক্তা তার বক্তৃতা শেষ করার অবকাশ পেল না। পশ্চিম দিক থেকে কদম চালে ঘোড়া ছুটিয়ে বিদ্রোহীদের দুটো ঘোড়সওয়ার স্কোয়াড্রন উস্ত্-খোপিওর্স্কায়াতে এসে ঢুকল। দন-পারের পাহাড়ের দক্ষিণ ঢাল ধরে নামতে লাগল কসাকদের

একটা পদাতিক দল। একটা আধা স্কোয়াড্রনের রক্ষণাবেক্ষণে বিদ্রোহীদের ছয় নম্বর বিশেষ ব্রিগেডের কম্যাণ্ডার কর্ণেট বগাতিরিওভ আর তার স্টাফ নিয়ে এসে পৌঁছুল।

সেই মুহূর্তে পুব দিক থেকে এগিয়ে আসা একটা কালো মেঘ থেকে ঝমঝম করে বৃষ্টি নামল। দনের ওপাড়ে, খোপিওরের মাথার ওপরে কোথায় যেন ছড়িয়ে পড়ল মেঘের চাপা গুরুগুরু ডাক।

সের্দোবস্ক রেজিমেণ্ট তাড়াতাড়ি দুসারিতে ভাগ হয়ে দাঁড়াতে শুরু করল। বগাতিরিওভের স্টাফের ঘোড়সওয়ার দলটা দেখা গেল। তারা পাহাড় থেকে নেমে আসতে না আসতে প্রাক্তন জুনিয়র ক্যাপ্টেন ভরনোভ্স্কি তার গলা চড়িয়ে এমন একটা বাজখাঁই সুরে ফৌজী হুকুম ছাড়ল যা লাল ফৌজীরা এর আগে আর কখনও শোনে নি।

'রে-জি-মেণ্ট! অ্যা-টেন্‌শন্‌!'

পঞ্চাশ

গ্রিগোরি মেলেখভ পাঁচ দিন কাটাল তাতারস্কিতে। এই সময়ের মধ্যে সে নিজের এবং শাশুড়ীর কয়েক বিঘে জমিতে ফসল বুনল। তারপর ক্ষেতখামারের কাজের অভাবে মনমরা জীর্ণশীর্ণ পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ উকুনের বোঝা নিয়ে যেই রেজিমেণ্ট থেকে ফিরল অমনি সে তার নিজের ইউনিটে ফিরে যাবার জন্য তোড়জোড় করতে লাগল। ইউনিটটা তখনও চির-এই ঘাঁটি গেড়ে ছিল। কুদিনভ ওকে গোপন চিঠি লিখে জানিয়েছিল যে সের্দোবস্ক রেজিমেণ্টের বড় কর্তাদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা শুরু হয়েছে, ও যেন তাড়াতাড়ি ফিরে এসে ডিভিশন পরিচালনার ভার নেয়।

সেদিন গ্রিগোরির কার্গিনস্কায়াতে রওনা হওয়ার কথা। যাত্রার আগে দুপুরবেলায় সে ঘোড়াটাকে জল খাওয়ানোর জন্য দনের কাছে নিয়ে চলল। জলের ঠিক কাছে সবজিবাগানের কঞ্চির বেড়াগুলোর ধারে সে দেখতে পেল আক্সিনিয়াকে। ওর মনে হল, কিংবা সত্যি সত্যিই তা হওয়াও বিচিত্র নয় – আক্সিনিয়া যেন ইচ্ছে করেই দেরি করছে, আলস্যভরে জল ভরতে ভরতে যেন ওরই প্রতীক্ষা করছে। কিন্তু সে যা-ই হোক না কেন, গ্রিগোরি নিজের অজ্ঞানতেই পায়ের গতি বাড়িয়ে দিল। আক্সিনিয়ার কাছে নিবিড় হয়ে আসার আগে, পা চালাতে চালাতেই এক ঝাঁক বিষণ্ণ স্মৃতি যেন উজ্জ্বল ডানা মেলে ওর সামনে দিয়ে উড়ে গেল। . . .

পায়ের শব্দে ফিরে তাকাল আক্সিনিয়া। ওর মুখে চমক লাগার ভাব। কিন্তু সেটা নিঃসন্দেহে ওর ভান। দেখা হওয়ার আনন্দ, মনের পুরনো ব্যথা চাপা রইল না। ও হাসল। কিন্তু সেই হাসি এত করুণ, এত অপ্রতিভ এবং ওর দর্পিত মুখের ওপর এতই বেমানান হয়ে দেখা দিল যে করুণা আর ভালোবাসায় দুলে উঠল গ্রিগোরির মন। একটা প্রবল আর্তি খুঁচিয়ে দিল ওকে, স্মৃতির আচমকা বন্যাস্রোত কোথায় ভাসিয়ে নিয়ে গেল! ঘোড়া থামিয়ে বলল, 'এই যে আক্সিনিয়া, সোনা আমার!'

'ভালো ত!'

আক্সিনিয়ার শান্ত কণ্ঠে একই সঙ্গে ফুটে ওঠে বিস্ময়, দরদ, তিক্ততা – বহু বিচিত্র ধরনের উপলব্ধির আভাস।

'কতকাল তোমার সঙ্গে কথা বলি নি!'

'হ্যাঁ, তা অনেক কাল।'

'তোমার গলার স্বরই আমি ভুলে গিয়েছিলাম। . . .'

'এত তাড়াতাড়ি?'

'তাড়াতাড়িই বা কেন বলছ?'

ঘোড়াটা সামনে এগিয়ে এসে ঠেলা দিলে গ্রিগোরি মুখের লাগাম ধরে তাকে পেছনে ঠেলে সরিয়ে দিল। আক্সিনিয়া ঘাড় গুঁজে বালতিটা বাঁকের আঙটায় লাগানোর চেষ্টা করছিল, কিন্তু কিছুতেই লাগাতে পারছিল না। মুহূর্তের জন্য দুজনেই চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে। একটা বুনো হাঁস সাঁ করে উড়ে গেল ওদের মাথার ওপর দিয়ে। খাড়া পারের কাছে ঢেউ ভেঙে পড়ছে, হালকা নীল খড়িমাটির চাঙড় বারবার চেটেও তৃপ্তি পাচ্ছে না। বানের জলে, জলে ডোবা বনের ভেতরে চরে বেড়াচ্ছে ঢেউয়ের সাদা সাদা রোঁয়া। দন প্রবল বন্যাস্রোতে ছুটে চলেছে ভাটির দিকে – বাতাসে বয়ে আনছে সূক্ষ্ম জলকণা আর স্বাদহীন জলের গন্ধ।

আক্সিনিয়ার ওপর থেকে চোখ ফিরিয়ে গ্রিগোরি তাকায় দনের দিকে। জলের মধ্যে পাণ্ডুর গুঁড়ি ডুবিয়ে দাঁড়িয়ে আছে পপলার গাছগুলো, তাদের ন্যাড়া ডালপালা দুলছে। উইলো গাছগুলোতে সবে কুণ্ডলী পাকানো শীষ ধরেছে। সেই শীষের ঝুমকোয় সেজে আশ্চর্য হাল্কা সবুজ মেঘমালার মতো তারা জলের বুকের ওপর ঝুঁকে আছে। গলার স্বরে সামান্য আক্ষেপ আর তিক্ততার ভাব ফুটিয়ে গ্রিগোরি জিজ্ঞেস করল, 'কী হল? . . . আমাদের দুজনার মধ্যে কি বলার কোন কথাই নেই? তুমি চুপ করে আছ যে?'

কিন্তু আক্সিনিয়া ততক্ষণে নিজেকে সামলে নিয়েছে। ওর মুখে একটা ঠাণ্ডা

নিস্পৃহ ভাব ফুটে উঠল। মুখের পেশীতে এতটুকু চাঞ্চল্য দেখা দিল না যখন ও বলল, 'আমাদের সমস্ত বলা কওয়া শেষ হয়েছে বলেই মনে হচ্ছে।...'

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ, তাই ত হওয়া উচিত। গাছে বছরে একবারই ফুল ধরে।'

'তোমার কি মনে হয় আমাদের গাছের ফুলও ফুটে গেছে?'

'তা নয়ত কী?'

'কেমন যেন অদ্ভুত মনে হয় তবু...' গ্রিগোরি ঘোড়াটাকে জলের কাছে ছেড়ে দিল, আক্সিনিয়ার দিকে তাকিয়ে বিষণ্ণ হাসি হাসল। 'কিন্তু আক্সিনিয়া, সোনা আমার, আমি তোমাকে আমার মনের ভেতর থেকে কিছুতেই উপড়ে ফেলে দিতে পারছি নে যে! আমার ছেলেমেয়েরা বড় হয়ে উঠেছে, আমার নিজের চুল অর্ধেক পেকে গেছে, আমাদের দুজনের মাঝখানে কত বছরের একটা বিরাট ফাঁক হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছে।... তবু তোমার কথাই ভাবি। স্বপ্নে তোমাকে দেখি, এখনও ভালোবাসি তোমাকে। আবার কোন কোন সময় যখন তোমার কথা ভাবি তখন মনে পড়ে যায় লিস্তনিৎস্কিদের বাড়িতে আমরা কী ভাবে কাটাতাম... কী ভালোই না আমরা বাসতাম একে অন্যকে!... আর সেই সব কথা মনে হতে... কখনও বা নিজের সমস্ত জীবনটার কথা ভাবলে মনে হয় যেন উলটে বার করে ধরা একটা খালি পকেট।...'

'হ্যাঁ, আমারও তাই মনে হয়।... আচ্ছা, আমায় এখন যেতে হয়। কথা বলতে বলতে অনেক সময় চলে গেছে।...'

আক্সিনিয়া দৃঢ় সঙ্কল্প নিয়ে বালতিদুটো তুলে নেয়, গড়ানে বাঁকের ওপর বসন্তের রোদে-পোড়া হাতদুটো রাখে। পাহাড়ে উঠতে যাচ্ছিল সে। কিন্তু হঠাৎ গ্রিগোরির দিকে ফিরে মুখোমুখি দাঁড়ায়। ওর দুই গালে ফুটে ওঠে প্রায় চোখে না পড়ার মতো একটা কাঁচা লাবণ্যময় মৃদু গোলাপী আভা।

'এখানে, এই ঘাটটার কাছেই না আমাদের প্রথম ভালোবাসা শুরু হয়েছিল, গ্রিগোরি? মনে আছে? কসাকরা সেই দিন পলটনে তালিম নিতে যাচ্ছিল, আমরা তাদের বিদায় জানাতে এসেছিলাম,' মৃদু হেসে ও বলল। ওর কঠিন কণ্ঠস্বরে ঝরে পড়ল উৎফুল্ল ভাব।

'সবই মনে আছে।'

ঘোড়াটাকে বাড়ির উঠোনে এনে জাব দেওয়ার গামলার কাছে দাঁড় করিয়ে রাখল গ্রিগোরি। তাকে বিদায় দিতে হবে বলে সেদিন আর পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ সকাল থেকে জমিতে মই দিতে বের হয় নি। চালাঘর থেকে বেরিয়ে এসে

গ্রিগোরিকে সে জিজ্ঞেস করল, 'তাহলে শিগ্‌গিরই বেরিয়ে পড়ছিস ত? ঘোড়াটাকে দানা দিতে হবে না?'

'বেরিয়ে পড়ব? কোথায়?' গ্রিগোরি অন্যমনস্ক ভাবে বাপের দিকে তাকায়।

'বাঃ! কার্গিন্‌স্কায়া যাচ্ছিস না?'

'আজ যাচ্ছি না।'

'সে কী রে?'

'আমি . . . আমি মন বদল করেছি।' ভেতরের গরমে শুকিয়ে ওঠা ঠোঁট চাটল গ্রিগোরি। আকাশের দিকে চোখ তুলে তাকাল, বলল, 'আকাশে মেঘ জমেছে, বৃষ্টি হবে বলে মনে হচ্ছে। কী এমন ঠেকা পড়েছে যে বৃষ্টিতে ভিজতে যাব?'

'তেমন ঠেকা অবিশ্যি পড়ে নি,' বুড়ো সায় দেয়। তবে ওর কথায় বিশ্বাস করতে পারে না, কেননা কয়েক মিনিট আগেও গোয়ালঘরের উঠোন থেকে ওকে আক্সিনিয়ার সঙ্গে কথা বলতে দেখেছে। 'আবার সেই পুরনো খেলা শুরু হয়েছে,' চিন্তিত হয়ে মনে মনে ভাবে বুড়ো। 'নাতালিয়ার সঙ্গে আবার ওর মন কষাকষি শুরু না হয়ে যায়। . . . একেবারে উচ্ছন্নে গেছে গ্রিশ্‌কাটা! অমন একটা ধর্মের ষাঁড় কী করে জন্মাল? আমার মতন হল নাকি? অ্যাঁ?' পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ গাড়ির দুই চাকার মাঝখানের ধুরার জন্য কুড়ুল দিয়ে বার্চ গাছের একটা গুঁড়ি ফাড়ছিল। ছেলে ঘাড় গুঁজে চলে যাচ্ছে দেখে কাজ থামিয়ে তার পিঠের দিকে তাকিয়ে স্মৃতির অতলে তাড়াতাড়ি হাতড়ে মনে করতে চেষ্টা করল যৌবনে সে নিজে কেমন ছিল। শেষকালে মনে মনে সিদ্ধান্ত করল, 'আমারই মতন হয়েছে হারামজাদা! তবে বাপকেও ছাড়িয়ে গেছে শুখেগোর ব্যাটা! আবার আক্সিনিয়ার মাথাটা চিবিয়ে যাতে আমাদের সংসারে অশান্তি ডেকে না আনে তার জন্যে আচ্ছা ক'রে চাবকানো দরকার। কিন্তু তা আর এখন করি কী করে?'

আগের দিন হলে গ্রিগোরিকে লোকজনের আড়ালে একান্তে আক্সিনিয়ার সঙ্গে কথা বলতে দেখলে পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ হাতের কাছে যা পাওয়া যায় তাই দিয়ে ছেলের পিঠে দু এক ঘা কষিয়ে দিতে এতটুকু ইতস্তত করত না। কিন্তু এই মুহূর্তে সে কেমন যেন ভেবাচেকা খেয়ে গেল, কিছুই বলল না। এমন কি গ্রিগোরির হঠাৎ যাত্রা স্থগিত রাখার আসল কারণটা যে বুঝতে পেরেছে হাবভাবে পর্যন্ত তা প্রকাশ করল না। এসবেরই একমাত্র কারণ এই যে গ্রিগোরি এখন আর দুরন্ত খোকাটি নয়, দামাল ছেলে গ্রিশ্‌কা নয়। সে এখন দস্তুরমতো ডিভিশনের একজন কম্যাণ্ডার, জেনারেলের কাঁধপটি না আঁটিলেও একজন 'জেনারেল'। হাজার হাজার কসাক তাকে সমীহ করে চলে, তাকে পুরো নাম ধরে গ্রিগোরি পান্তেলেয়েভিচ বলেই শুধু ডাকে। আর পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ নিজে? – যে

কিন্তু জীবনে একজন সার্জেন্টের ওপরে আর উঠতেই পারল না, সে কী করে একজন জেনারেলের গায়ে হাত তুলবে - হলই বা না হয় তার নিজের ছেলে? পদমর্যাদার কথা ভাবলে পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ তার ছেলের অধীন, তাই অমন চিন্তা মাথায় আনাও উচিত নয়। এই কারণে গ্রিগোরির সঙ্গে তার সম্পর্কটা কেমন যেন বাধ-বাধ আর দূরের মনে হতে থাকে। সব কিছুর জন্য দায়ী হল গ্রিগোরির এই অস্বাভাবিক রকম পদোন্নতি। এমন কি পরশু দিন চাষ করতে যাবার সময় গ্রিগোরি যখন তাকে এক ধমক দিয়ে বলল, 'আরে, অমন হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছ কেন? লাঙলটা ঠিকমতো ধর!' তখনও পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ কথাগুলো হজম করে নিয়েছিল, উত্তরে একটি কথাও বলে নি।... হালে ওরা যেন নিজেদের ভূমিকা বদলাবদলি করে নিয়েছে। বাপ বুড়ো হয়ে আসতে এখন গ্রিগোরি তার ওপর চোটপাট করে। ছেলে গলা ফাটিয়ে হুকুম দিতে বাপ খোঁড়া পায়ে ন্যাংচাতে ন্যাংচাতে শশব্যস্ত হয়ে এদিক-ওদিক ছুটোছুটি ক'রে ছেলের মন পাওয়ার চেষ্টা করে।

'হুঁঃ, বৃষ্টির ভয়ে গেল! বৃষ্টি মোটেই হচ্ছে না! কোত্থেকেই বা হবে যখন বাতাস বইছে পুব দিক থেকে, আর আকাশে ভেসে বেড়াচ্ছে মাত্র ছোট্ট এক কণা মেঘ! নাতালিয়াকে বলব নাকি?'

এই রকম সাত পাঁচ চিন্তা করতে করতে হঠাৎ প্রফুল্ল হয়ে উঠে পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ ঘরের দিকে পা বাড়াচ্ছিল। কিন্তু একটা যা-তা ঝগড়াঝাঁটির সৃষ্টি হতে পারে ভেবে ভয় পেয়ে মত পাল্টে ফেলল। ফিরে এসে আবার কাজে লেগে গেল।

এদিকে আক্সিনিয়া বাড়ি ফিরেই বালতিগুলো খালি করে দিয়ে চুল্লীর দেয়ালে গাঁথা আরশির সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে। উৎকণ্ঠাভরে অনেকক্ষণ ধরে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে থাকে নিজের মুখটা - বয়সের ছাপ পড়েছে বটে, তবে এখনও সুন্দর। মুখে এখনও রয়েছে আগের সেই কলুষিত ও লোভনীয় রূপ। কিন্তু যৌবনশেষের হৈমন্তিক ম্লান আভা ইতিমধ্যেই পড়তে শুরু করেছে তার গালে। চোখের পাতা হলদে হয়ে এসেছে, কালো চুলের ফাঁকে ফাঁকে জড়িয়ে আছে ধূসর মাকড়সার জালের মতো হালকা রেখা। চোখের জ্যোতি নিষ্প্রভ হয়ে এসেছে। চোখে প্রকাশ পাচ্ছে করুণ অবসাদ।

একটুখানি দাঁড়িয়ে থেকে দেখে আক্সিনিয়া, তারপর উপুড় হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে বিছানায়। অঝোরে কাঁদতে থাকে। এত বেশি, এত মিষ্টি আর মন হালকা করার মতো কান্না সে অনেক অনেক দিন কাঁদে নি।

শীতের দিনে দন-তীরের পাহাড়ের খাড়া ঢালের মাথার ওপর, পাহাড়ের

শিরদাঁড়া যেখানে উঁচু হয়ে গড়িয়ে নেমে গেছে সেখানে কোথায় যেন কনকনে শীতের হাওয়া পাক খাচ্ছে, হুহু আর্তনাদ তুলছে। সেই হাওয়া খালি টিলা থেকে সাদা তুষারকণা ঝেঁটিয়ে বরফের স্তূপে জড় করে, স্তরের পর স্তর বরফ এনে জমা করে। খাড়া পারের মাথার ওপর ঝুলে থাকে বিপুলাকার সেই তুষারস্তূপ – সূর্যের আলোয় চিনির দানার মতো চিকচিক করে। গোধূলিতে নীলচে, ভোরের আলোয় ফেকাসে বেগনী আর সূর্যাস্তের আলোয় গোলাপী। একটা মূর্তিমান ভয়াল নিস্তব্ধতা হয়ে সে ঝুলতে থাকবে। ঝুলতে থাকবে ততদিন পর্যন্ত যতদিন না বরফ-গলার সময় শুরু হতে নীচ থেকে তার ক্ষয় হতে থাকবে, অথবা পাশ থেকে কোন দমকা হাওয়া এসে নিজের বোঝার ভারে ক্লান্ত তাকে ধাক্কা দেবে। তখন এক দুর্বার আকর্ষণে সে নীচে নেমে আসবে, পথে অবাড়ন্ত কাঁটাগাছের ঝোপঝাড় ধ্বংস করতে করতে, পাহাড়ের ঢালে জড়সড় হয়ে লেগে থাকা লাজুক বৈঁচিগাছগুলো ভাঙতে ভাঙতে চাপা মৃদু গুঞ্জন তুলবে। তার পেছন পেছন দুরন্ত বেগে ফুঁসতে ফুঁসতে আসবে তুষারের ধূলিকণা, আকাশে শুড়াবে রুপোলি আঁচল।...

আক্সিনিয়ার বুকের ভেতরে এত বছর ধরে যে অনুভূতি জমা হয়ে ছিল ওই আলগা বরফস্তূপের মতো তারও যেন অতি সামান্য একটি মাত্র ঠেলার অপেক্ষা ছিল। সেই ঠেলা তাকে দিয়েছিল গ্রিগোরির সঙ্গে দেখা হওয়ার সেই মুহূর্তটি, গ্রিগোরি যখন সোহাগভরে বলে উঠেছিল, 'এই যে আক্সিনিয়া, সোনা আমার!' কিন্তু গ্রিগোরি? গ্রিগোরিই কি ওর প্রিয় ছিল না? এই এতগুলো বছর প্রতিটি দিন, প্রতিক্ষণ কি ও তার কথাই ভাবে নি, স্মৃতির তাড়নায় বারবার কি তার কাছেই ফিরে যায় নি? যে কথাই ভাবুক না কেন, যে কাজই করুক না কেন, মনে মনে ও সব সময় অনিবার্যভাবে গ্রিগোরির পাশে পাশে ছিল। গ্রিগোরির সঙ্গে ওর কোন বিচ্ছেদ ছিল না। এ যেন চোখ বাঁধা কলুর বলদের মতো ঘানিতে পাক খাওয়া।...

সন্ধ্যা পর্যন্ত আক্সিনিয়া বিছানায় শুয়ে রইল। তারপর যখন উঠে দাঁড়াল তখন কেঁদে কেঁদে তার চোখ ফুলে গেছে। চোখমুখ ধুয়ে সে চুল আঁচড়াল। পাগলের মতো এমন তাড়াহুড়ো করে জামাকাপড় পরতে শুরু করল যেন ওর আজ পাকা-দেখা। পরিষ্কার কামিজ গায়ে দিল, পশমের গাঢ় লাল ঘাগরাটা পরল, মাথা শালে জড়াল, আয়নায় এক ঝলক নিজেকে দেখে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল ঘর ছেড়ে।

তাতারস্কির ওপর তখন গোধূলির ময়ূরকণ্ঠী আলো-আঁধারি নেমে এসেছে। বানের জলে ডোবা জমিতে কোথায় যেন ব্যাকুল হয়ে ডাকছে বুনো হাঁসের দল। দন-তীরের পপলার গাছগুলোর নীচ থেকে পাণ্ডুর রঙের ক্ষীণ চাঁদ উঠছে। জলের ওপর দিয়ে লহরী খেলিয়ে যাচ্ছে চাঁদের আলোর সবজেটে রেখা। আলো থাকতে

থাকতেই ঘোড়ার পাল মাঠ থেকে ফিরে এসেছে। কচি দূর্বো ঘাস খেয়ে গোরুগুলোর পেট এখনও ভরে নি – তাই বাড়ির উঠোনে এসে তারা হাম্বা হাম্বা ডাক ছাড়ছে। আক্সিনিয়া ওর গোরুটা আর দোয়াল না। সাদামুখ বাছুরটাকে খোঁয়াড় থেকে বার করে মা'র কাছে ছেড়ে দিল। বাছুরটা উত্তেজিত হয়ে পেছনের দু পা টানটান ক'রে লোভীর মতো ঠোঁটে চেপে ধরে মা'র শীর্ণ ওলান।

মেলেখভদের বাড়ির দারিয়া সবে গোরু দোয়ানো শেষ করে বালতি আর ছাঁকনি হাতে করে ঘরের দিকে চলেছে, এমন সময় বেড়ার ওপাশ থেকে একটা ডাক সে শুনতে পেল।

'দাশা!'

'কে ও?'

'আমি, আক্সিনিয়া। ... এক্ষুনি একটু সময়ের জন্যে আমার কাছে এসো।'

'আমায় আবার কী দরকার হল তোমার?'

'খুব দরকার! এসো একবারটি! খ্রীষ্টের দোহাই!'

'এই দুধটা আগে ছেঁকে নিই, তারপর আসছি।'

'তাহলে আমি উঠোনের কাছে দাঁড়িয়ে থাকছি তোমার জন্যে।'

'বেশ!'

কিছুক্ষণ বাদে দারিয়া বেরিয়ে এলো। আক্সিনিয়া নিজেদের বাড়ির ফটকের কাছে অপেক্ষা করছিল ওর জন্য। দারিয়ার গা থেকে সদ্য দোওয়া দুধ আর গোয়ালের গন্ধ আসছে। ঘাগরা উঁচু করে তুলে যখন কাজ করার কথা তখন আক্সিনিয়া পরিষ্কার পোশাক পরে সেজেগুজে আছে দেখে দারিয়া অবাক হয়ে গেল।

'এত তাড়াতাড়ি কাজ সারা হয়ে গেল যে পড়শী!'

'স্তেপান না থাকলে আমার কাজকম্মও তেমন একটা থাকে না। একটাই ত গাই দেখতে হয় ... রান্নাবান্নারও বিশেষ বালাই রাখি নি। ... শুকনো এটা ওটা যা পাই চিবিয়ে নিই – ব্যস। ...'

'আমায় ডেকেছিলে কেন?'

'আরে, এসোই না আমার ঘরে একবারটি। ... একটা কাজ আছে।'

আক্সিনিয়ার গলাটা একটু কেঁপে ওঠে। কথাবার্তার উদ্দেশ্য যে কী হতে পারে অস্পষ্টভাবে আঁচ করতে পেরে দারিয়া ওর পেছন পেছন নীরবে ঘরে ঢুকল।

বাতি না জ্বালিয়ে ভেতরের ছোট ঘরটাতে ঢুকেই ও তোরঙ্গটা খুলে তার ভেতরে হাতড়াতে থাকে, তারপর নিজের শুকনো তপ্ত হাতে দারিয়ার হাতখানা চেপে ধরে চটপট ওর আঙুলে একটা আঙটি গলিয়ে দেয়।

'এ আবার কী? আঙটি নাকি? আমায় দিচ্ছ নাকি?'

'তোমায় দিচ্ছি গো, তোমায় দিচ্ছি। আমি দিচ্ছি. . . আমার একটা স্মৃতিচিহ্ন থাকবে তোমার কাছে। . . .'

'সোনার?' জানলার কাছে সরে এসে চাঁদের ম্লান আলোয় আঙুলের আঙটিটা খুঁটিয়ে দেখতে দেখতে বিষয়ীর মতো প্রশ্ন করল দারিয়া।

'হ্যাঁ, সোনার। রেখে দাও।'

'আচ্ছা, ভগবান তোমার সহায় হোন! কী দরকার বল? আমায় অমন উপহার দিচ্ছ কেন?'

'তোমাদের . . . তোমাদের গ্রিগোরিকে একবারটি বলে পাঠাও আমার কাছে আসতে।'

'আবার সেই?' দারিয়া বোদ্ধার মতো হাসে।

'আরে না, না! কী যে বল!' ভয় পেয়ে যায় আক্সিনিয়া। জল এসে পড়ে ওর চোখে। 'ওর সঙ্গে আমার একটু কথা বলা দরকার . . . স্তেপানের ব্যাপারে। ও হয়ত চেষ্টাচরিত্তির করলে স্তেপানের জন্যে একটু ছুটি আদায় করিয়ে দিতে পারে। . . .'

'তুমি নিজে আমাদের কাছে এলেই ত পারতে? যদি এতই কাজের কথা সে ত ওখানেই ওর সঙ্গে হতে পারত।' দারিয়া টিপ্পনী কাটতে ছাড়ে না।

'না, না। . . . নাতালিয়া কিছু ভাবতে পারে। . . . সে বড় বেয়াড়া দেখায়। . . .'

'বেশ, তাই হবে। ডেকে দেব। ওর কথা ভেবে হা-হুতোশ করতে আমার বয়েই গেছে!'

* * *

গ্রিগোরির রাতের খাওয়া শেষ হল। সবে চামচটা নামিয়ে রেখেছে, সেদ্ধ ফলের রস খেয়ে ভেজা গোঁফ চাটছে, হাতের চেটো দিয়ে মুছছে। এমন সময় ওর মনে হল টেবিলের তলায় কার পায়ের যেন ছোঁয়া লাগছে নিজের পায়ে। মুখ তুলে তাকাতে দেখতে পেল দারিয়া এমনভাবে ওকে চোখ টিপছে যে প্রায় লক্ষই করা যায় না।

'আমার স্বর্গীয় দাদা পেত্রোর জায়গা নিতে বলে নাকি আমাকে? ওরকম কথা যদি এখন বলে তাহলে জোর পিটুনি দেব! মাড়াই উঠোনে নিয়ে গিয়ে ঘাগরা মাথার ওপর তুলে বেঁধে চাবকাব খানকী মাগীকে যেমন করা উচিত!' রাগে গরগর করতে করতে গ্রিগোরি মনে মনে ভাবে। দারিয়া অন্তরঙ্গ হওয়ার যত চেষ্টাই করুক গ্রিগোরি এ পর্যন্ত কঠিন মনোভাবের পরিচয় দিয়েছে। কিন্তু

এবারে টেবিল ছেড়ে ওঠার পর একটা সিগারেট ধরিয়ে ধীরেসুস্থে সে বাইরের দরজার দিকে পা বাড়াল। দারিয়া বেরিয়ে এলো প্রায় সঙ্গে সঙ্গে।

বাইরের বারান্দায় আসার পর গ্রিগোরির পাশ কাটিয়ে যেতে যেতে বুক ঠেকিয়ে ওর গায়ের সঙ্গে ঘেঁসে দাঁড়িয়ে ফিসফিস করে বলল, 'এই পাজী, হতভাগা! যাও। . . . ডাকছে তোমায়।'

'কে?' দম নিয়ে প্রশ্ন করে গ্রিগোরি।

'ওই যে, সে গো। . . .'

এক ঘন্টা বাদে যখন নাতালিয়া আর ছেলেমেয়েরা ঘুমিয়ে পড়েছে তখন গ্রিগোরি গ্রেটকোটের গলা পর্যন্ত বোতাম এঁটে আস্তাখভদের বাড়ির ফটক দিয়ে বেরিয়ে এলো আক্সিনিয়ার সঙ্গে। দুজনে কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে অন্ধকার গলির মধ্যে, তারপর সেইরকমই চুপচাপ চলতে থাকে স্তেপের মাঠের দিকে – যেখান থেকে ওদের ইসারায় ডাকছে তার নৈঃশব্দ, তার অন্ধকার আর কচি ঘাসের নেশাধরানো গন্ধ। গ্রেটকোটের বোতাম খুলে তার কিনারা দিয়ে জড়িয়ে আক্সিনিয়াকে কাছে টেনে নেয় গ্রিগোরি। টের পায় ও কাঁপছে। জামার তলা থেকে থেকে ভয়ঙ্করভাবে ওঠা পড়া করছে ওর বুকটা।

একান্ন

পরের দিন রওনা হওয়ার আগে নাতালিয়ার কাছে সংক্ষেপে কৈফিয়ত দিতে হল গ্রিগোরিকে। ওকে একপাশে ডেকে নিয়ে নাতালিয়া ফিসফিসিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কাল রাতে কোথায় গিয়েছিলে? অত দেরিতে ফিরলেই বা কোত্থেকে?'

'দেরি আবার কোথায়!'

'আহা, তা নয়ত কী? জেগে উঠে প্রথম মোরগের ডাক শুনতে পেলাম – তখনও তোমার দেখা নেই।'

'কুদিনভ এসেছিল। যুদ্ধের ব্যাপার স্যাপারে সলাপরামর্শের জন্যে ওর কাছে গিয়েছিলাম। ওসব তোমাদের মেয়েমানুষদের মাথায় ঢুকবে না।'

'আমাদের এখানে রাত কাটাতে এলো না কেন?'

'ভিওশেনস্কায়ায় যাবার তাড়া ছিল।'

'কোথায় এসে উঠেছিল?'

'আবোচেনকভদের বাড়িতে। বোধহয় ওদের কোন দূর সম্পর্কের আত্মীয় হবে।'

নাতালিয়া আর কোন প্রশ্ন করল না। ওর মধ্যে খানিকটা ইতস্তত ভাব লক্ষ

করা যাচ্ছিল। তবে চোখে যেন ছিল একটা গোপনতার ঝলক। গ্রিগোরি নিশ্চিত হতে পারল না নাতালিয়া ওর কথা বিশ্বাস করেছে কিনা।

চটপট সকালের জলখাবার সেরে নিল। পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ ঘোড়ার জিন চড়াতে গেল। ইলিনিচ্না গ্রিগোরির মাথার ওপর ক্রুশচিহ্ন এঁকে ওকে চুমু খেয়ে চাপা গলায় হড়বড়িয়ে বলল, 'ওরে বাছা, ভগবানকে . . . ভগবানকে ভুলে যাস নে কিন্তু! আমাদের কানে এসেছে তুই নাকি কতকগুলো জাহাজীকে কেটেছিস। . . . হা ভগবান! ওরে গ্রিশা, খোকা আমার, তোর সুবুদ্ধি হোক! একবার তাকিয়ে দ্যাখ, কী চমৎকার তোর ছেলেমেয়েরা! – ওরা বড় হচ্ছে। যাদের তুই মেরেছিস তাদের হয়ত ছেলেপিলে আছে। . . . এমন কাজ কী ক'রে করতে পারলি? যখন ছোট ছিলি তখন তুই কত মিষ্টি আর সকলের কাছে কত আদরেরই না ছিলি। এখন কিনা সব সময় মুখ গোমড়া করে ভুরু কুঁচকে থাকিস। তোর চোখের দৃষ্টিই টেরিয়ে গেছে, মন থেকে দয়ামায়া সব উবে গেছে। তুই এখন হয়েছিস একটা নেকড়ের মতো। . . . মা'র কথা একটু শোন্ রে খোকা! তোর জীবনটা ত মন্ত্র-পড়া নয় – কোন বেয়াড়া লোকের তলোয়ার তোর ঘাড়ের ওপর এসে পড়বে না এমন কথা জোর দিয়ে কে বলতে পারে?'

ম্লান হাসি হেসে গ্রিগোরি মা'র শুকনো হাতে চুমু খেল, তারপর এগিয়ে গেল নাতালিয়ার দিকে। নাতালিয়া নিরুত্তাপ আলিঙ্গন দিয়ে মুখ ফিরিয়ে নিল। এক ফোঁটা চোখের জল নেই ওর শুকনো চোখে। গ্রিগোরি সেখানে দেখতে পায় শুধু তিক্ততা আর চাপা ক্রোধ। . . . ছেলেমেয়ের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে এলো গ্রিগোরি।

রেকাবে পা রেখে, ঘোড়ার কর্কশ কেশর চেপে ধরে গ্রিগোরির কেন যেন মনে হল, 'এই ত আবার নতুন ক'রে মোড় নিল জীবন, অথচ আমার বুকের ভেতরটা আগের মতোই ফাঁকা, আবেগের ছিটেফোঁটা নেই সেখানে। . . . মনে হচ্ছে এখন আমার আক্সিনিয়ারও সাধ্যি নেই সে ফাঁক বোজাতে পারে।'

ফটকের কাছে ভিড় করে এসে দাঁড়িয়েছে বাড়ির লোকজন। সেদিকে একবারও ফিরে তাকাল না গ্রিগোরি। কদমচালে ঘোড়া চালিয়ে রাস্তা ধরে এগিয়ে গেল, আস্তাখভদের বাড়ির পাশ দিয়ে যেতে যেতে আড়চোখে তাকাল জানলাগুলোর দিকে। শোবার ঘরের শেষ জানলাটার ফাঁকে দেখতে পেল আক্সিনিয়াকে। মৃদু হেসে ছুঁচের কাজ করা রুমালটা সে নাড়াল। পরক্ষণেই সেটা হাতের মধ্যে দলা পাকিয়ে চেপে ধরল ঠোঁটের ওপর, গতকালের রাত জেগে কালি-পড়া চোখের ওপর।

গ্রিগোরি পল্টনী ধাঁচে দ্রুত দুলকি চালে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল। পাহাড়ের ওপরে উঠতেই দেখতে পেল গরমকালের যাতায়াতের সড়ক ধরে ধীরে ধীরে

ওর মুখোমুখি এগিয়ে আসছে দুজন ঘোড়সওয়ার আর বলদটানা একটা গাড়ি। ঘোড়সওয়ার দুজনকে চিনতে পারল গ্রিগোরি। একজন হল চালিয়াতনন্দন আন্তিপ, আর অন্যজন ওদের গ্রামের ওপরের কিনারার এক জোয়ান কসাক ত্রেমিয়া-ন্নিকভ – কালো চুল, বেশ ছটফটে ধরনের। বলদটানা গাড়িটার দিকে চেয়ে গ্রিগোরি আন্দাজ করতে পারল মরা কসাকদের নিয়ে চলেছে ওরা। কসাকদের পাশাপাশি চলে আসার আগেই ও জিজ্ঞেস করল, 'কাদের নিয়ে চলেছ হে?'

'আলিওশ্‌কা শামিল, ইভান তোমিলিন আর 'ঘোড়ার নাল' ইয়াকভ।'

'মরে গেছে?'

'হ্যাঁ, মরে ভূত হয়ে গেছে!'

'কবে মরল?'

'গতকাল, সুয্যি ডোবার আগে আগে।'

'কামানগুলো সব ঠিক আছে ত?'

তা আছে। কালিনভ উগোলে আমাদের গোলন্দাজদের আস্তানাতেই ত লাল ফৌজীরা আচমকা হানা দিয়েছিল। শামিলটা একেবারে বোকার মতো বেঘোরে কাটা পড়ল। . . .'

মাথার টুপি খুলে ঘোড়া থেকে নামল গ্রিগোরি। গাড়ি যে চালাচ্ছিল সে চির্ অঞ্চলের বেশ বয়স্ক একজন কসাক মেয়েমানুষ। গাড়ি থামাল সে। গাড়িতে পাশাপাশি শুয়ে আছে তলোয়ারে কোপানো কসাক তিনজনের লাশ। গ্রিগোরি কাছে যেতে না যেতেই মৃদু হাওয়ায় ওর নাকে এসে লাগল মাথা-ঝিমঝিম-করা একটা ঝাঁঝাল মিষ্টি গন্ধ। আলিওশ্‌কা শামিল শুয়ে আছে মাঝখানে। ওর টুটো-ফাটা নীল লম্বা কসাক-কোর্তার বুক খোলা – হাঁ হয়ে আছে। খালি হাতটা দু ফালা হয়ে যাওয়া মাথার নীচে গোঁজা, আর ওর বহুকালের ছেঁড়া, নোংরা নেকড়া-জড়ানো সেই যে ঠুঁটো হাতখানা, যা সব সময় এত চটপট চলত, সেটা শক্ত হয়ে বেঁকে লেগে আছে নিস্পন্দ বুকের উঁচু ঢালের গায়ে। মৃত্যুযন্ত্রণায় আলিওশ্‌কার মুখ খিঁচিয়ে সাদা ঝকঝকে দাঁতগুলো বেরিয়ে আছে, তাতে চিরতরে জমাট বেঁধে আছে একটা হিংস্র উন্মত্ততা। তবে কঠিন চোখদুটো যেন শান্ত, অনেকটা যেন বা বিষণ্ণ ভাবালু দৃষ্টিতে চেয়ে আছে সুনীল আকাশের দিকে, চেয়ে চেয়ে দেখছে স্তেপের আকাশে উড়ে যাওয়া ছোট্ট এক টুকরো মেঘের খেলা।

তোমিলিনের মুখটা চেনার উপায় নেই। তাছাড়া আসলে মুখ বলতে কিছু নেইও। থাকার মধ্যে আছে একটা লাল আকারহীন পিণ্ড – তলোয়ারের তেরছা ঘায়ে কোপানো। 'ঘোড়ার নাল' ইয়াকভ কাত হয়ে শুয়ে আছে। মুখটা জাফরানি হলদে। ঘাড় বেঁকে গেছে, কারণ এই যে ধড় থেকে ওর মাথাটাই প্রায় কেটে

আলাদা হয়ে গেছে। খাকী রঙের আঁটো ফৌজী শার্টের কলারের বোতাম খোলা, তার নীচ থেকে বেরিয়ে আছে কেটে টুকরো হয়ে যাওয়া কণ্ঠার সাদা হাড়। চোখের একটু ওপরে, কপালে তারার আকারে বুলেটের রক্তজমা কালচে কাটা দাগ। মুমূর্ষু কসাকটি মৃত্যুযন্ত্রণায় ছটফট করছে দেখে লাল ফৌজের কোন সেপাই সম্ভবত করুণাবশত প্রায় সরাসরি লক্ষ্যে ওকে গুলি করে। তাইতে মুখখানা ঝলসে গেছে, মড়ার মুখের ওপর ফুটে উঠেছে বারুদের কালো কালো দাগ।

গ্রিগোরি বলল, 'ভাইসব, এসো আমাদের গাঁয়ের ভাইদের কথা মনে করে, ওদের আত্মার শান্তি কামনা করে একটু তামাক টানা যাক।' একপাশে সরে এসে ঘোড়ার জিনের কষি ঢিল করে দিল, মুখের লাগাম খুলল, সামনের বাঁ পায়ে লাগাম জড়িয়ে সেটাকে ছেড়ে দিল কচি সবুজ রেশমী ঘাসের লম্বা লম্বা ডাঁটা ইচ্ছেমতো চরে খাওয়ার জন্য।

আস্তিপ আর স্লেমিয়াস্নিকভ খুশি হয়েই ঘোড়া থেকে নামল। ওরা ওদের ঘোড়ার পা ছেঁদে ছেড়ে দিল চরার জন্য। মাটিতে শুয়ে পড়ল। শুয়ে শুয়ে সিগারেট ধরাল ওরা। গাড়ির বলদটার গায়ে বেশ গোছা গোছা লোম আছে, এখনও লোম পড়ে গিয়ে ঝরঝরে অবস্থা হয় নি। পথের ধারের ছোট গাছের দিকে মুখ বাড়িয়ে পাতা খাওয়ার চেষ্টা করছিল সেটা। সেই দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে গ্রিগোরি জিজ্ঞেস করল, 'কিন্তু শামিল কী ভাবে মারা গেল?'

'ধারণা করতে পার, স্রেফ ওর নিজের বোকামিতে!'

'কী রকম?'

স্লেমিয়াস্নিকভ বলতে শুরু করল, 'ব্যাপারটা হয়েছিল এই রকম। গতকাল দুপুরে সূর্য যখন মাঝ আকাশে তখন আমরা ঘোড়ায় চড়ে টহল দিতে বেরোই। প্লাতন রিয়াব্‌চিকভ নিজে একজন সার্জেন্ট-মেজরকে নেতা ক'রে আমাদের পাঠিয়েছিল।... গতকাল যে সার্জেন্ট-মেজরের সঙ্গে আমরা গিয়েছিলাম সে কোথাকার লোক বলতে পারিস আস্তিপ?'

'কী জানি ছাই।'

'চুলোয় যাক গে! মোটকথা, লোকটা আমাদের অচেনা, অন্য স্কোয়াড্রন থেকে এসেছে। হুম্।... তা আমরা চৌদ্দজন কসাক আপন মনে চলেছি, শামিলও আছে আমাদের সঙ্গে। কাল সারাটা দিন ও বেশ খোশ মেজাজে ছিল – মানে আগে থেকে কোন অমঙ্গলের এতটুকু আভাস ও পায় নি। আমরা চলেছি, এমন সময় ঘোড়ার লাগামটা জিনের কাঠামোর ওপর ফেলে দিয়ে ঠুঁটো হাতখানা নাড়াতে নাড়াতে ও বলল, 'ওঃ কবে যে আমাদের গ্রিগোরি পান্তেলেয়েভিচ আসবে! ওর সঙ্গে আরও একদিন মদ খেয়ে একটু গানবাজনা করতে পারলে

বেশ হত কিন্তু।' লাতিশেভ্স্কি টিলায় পৌঁছুন পর্যন্ত সারা রাস্তাই ও গান গেয়ে চলল :

আমরা সব্বাই দনের কসাক যত
টিলার বুকে উড়ছি বাঁধন-হারা,
ঝাঁকে ঝাঁকে পঙ্গপালের মতো।
এধার ওধার ছুঁড়ছি গুলির ধারা!

'এই ভাবে চলতে চলতে আমরা এসে পৌঁছুলাম পাঁকাল খাতের কাছে - নেমে গেলাম খাতের ভেতরে। তখন সার্জেন্ট-মেজর বলল, 'লালদের কোথাও দেখা যাচ্ছে না হে। ওরা বোধহয় ইউক্রেনদের আস্তাখভো বসতি ছেড়ে এখনও বেরিয়ে আসে নি। ওই চাষাভুষোগুলো বড্ড আলসে - সকাল সকাল উঠতে ওদের গায়ে জ্বর আসে। আমার মনে হয় ওরা নির্ঘাত এখন দুপুরের খাবার খাচ্ছে - খোঁটিনদের মুরগী জবাই করে ঝোলঝাল ভাজা করে খাচ্ছে। এসো আমরাও একটু জিরিয়ে নিই। আমাদের ঘোড়াগুলো ঘেমে নেয়ে উঠেছে।' 'বেশ ত, তা মন্দ কী?' এই বলে আমরাও নেমে পড়লাম। নেমে ঘাসের ওপর শুয়ে পড়লাম সকলে। নজর রাখার জন্যে একজনকে পাঠালাম টিলার মাথায়। শুয়ে শুয়ে দেখি আমাদের আলিওশ্‌কা - ভগবান তার আত্মার শান্তি করুন! - ওর নিজের ঘোড়াটার কাছে ঘুটঘুট করছে, ঘোড়ার জিনের পেটি আল্‌গা করছে। আমি ওকে বললাম, 'আলেক্সেই, পেটিটা আল্‌গা না হয় না-ই করলে। ভগবান না করুন, বলা ত যায় না, যদি এগিয়ে যাবার জরুরী তাগিদ আসে? তখন তুমি তোমার ওই ঠুঁটো হাত দিয়ে অত তাড়াতাড়ি পেটি টেনে বাঁধবে কী করে?' কিন্তু আমার কথায় ও দাঁত খিঁচিয়ে বলে উঠল, 'তোর চেয়ে তাড়াতাড়িই সারতে পারব। কোথাকার কোন্ পুঁচকে ছোঁড়া, তুই আমায় শেখাবার কে রে?' এই বলে জিনের কষি আলগা করে নিয়ে ঘোড়ার মুখের লাগামও খুলে ফেলল। আমরা শুয়ে আছি, কেউ কেউ সিগারেট টানছে, কেউ কেউ গালগল্প করছে, কেউ বা ঝিমুচ্ছে। নজর রাখার ভার যার ওপর দেওয়া হয়েছিল সেই সময় সেও ঝিমুচ্ছে। ব্যাটা হারামজাদা শুয়ে পড়েছে একটা ঢিবির আড়ালে, দিব্যি খোয়াব দেখছে। তারপর হঠাৎ যেন দূরে শুনতে পেলাম ঘোড়ার নাক ঝাড়ার আওয়াজ। ওঠার তেমন ইচ্ছে ছিল না আমার। তবু উঠে পড়লাম, গুড়ি মেরে ওই খাতের ভেতর থেকে টিলার ওপর গিয়ে উঠলাম। দেখি আমাদের শ-ত খানেক পা দূরে লালেরা। খাতের নাবাল বয়ে আমাদের দিকেই এগিয়ে আসছে। ওদের আগে আগে চলেছে লাল ফৌজের কম্যাণ্ডার। তার ঘোড়াটা পাটকিলে রঙের, সেটা একটা সিংহের মতন। একটা ডিস্ক-মেশিনগানও নিয়ে চলেছে ওরা। আমিও সঙ্গে সঙ্গে ডিগবাজী

খেয়ে গড়িয়ে পড়লাম খাতের ভেতরে, সোরগোল তুলে ডেকে বললাম, 'লালেরা আসছে! শিগগির ঘোড়ায় চাপ!' ওরাও আমায় নির্ঘাত দেখতে পেয়েছিল। তক্ষুনি শুনতে পেলাম ওদের কম্যাণ্ডারের হুকুম। আমরা চটপট যে যেমন ভাবে পারি ঘোড়ায় চড়ে বসলাম। সার্জেন্ট-মেজর তলোয়ার বার করে আক্রমণ চালাতে যায় আর কি! কিন্তু কী ধরনের আক্রমণ হতে পারে যখন আমরা সংখ্যায় চৌদ্দজন আর ওদের দলে আধস্কোয়াড্রন, তাছাড়া সঙ্গে আবার মেশিনগানও আছে! তাই আমরা খাতের ওপরে উঠে আসার জন্যে ঊর্ধশ্বাসে ঘোড়া ছোটালাম। ওরা আমাদের ওপর মেশিনগানের গুলিবৃষ্টি করার তালে ছিল। কিন্তু দেখতে পেল পাহাড়ের খাত আমাদের আড়াল দিচ্ছে, তাই গুলি ছুঁড়ে আমাদের খতম করা যাবে না। তখন ওরা আমাদের পিছু ধাওয়া করল। কিন্তু আমাদের ঘোড়াগুলো ওদেরগুলোর চেয়ে জোরে ছোটে। তাই লম্বা লাফে, বলতে পার, আমরা দিব্যি পেরিয়ে গেলাম ওদের। কিছু দূর যাবার পর ঘোড়ার পিঠ থেকে লাফিয়ে মাটিতে পড়ে পাল্‌টা গুলি চালাতে শুরু করলাম আমরা। একমাত্র তখনই আমাদের নজরে পড়ল, আরে–আলিওশ্‌কা শামিল ত নেই আমাদের সঙ্গে! আসলে হয়েছিল কি, যখন হুলস্থূল পড়ে গেছে সেই সময় ঘোড়ার দিকে এগিয়ে গিয়েছিল, আস্ত হাতখানা দিয়ে জিনের কাঠামো চেপে ধরে, একটা পা শুধু রেকাবে গলিয়ে দিয়েছিল, অমনি জিন হড়কে নেমে যায় ঘোড়ার পেটের নীচে। ঘোড়ার পিঠে উঠতে না পেরে শামিল একেবারে লালদের মুখোমুখি পড়ে যায়। এদিকে ওর ঘোড়াটা আমাদের কাছে ছুটে আসে। সেটার নাক দিয়ে আগুনের হলকার মতো নিঃশ্বাস ঝরছে, জিনটা পেটের নীচে দুলছে। এমনই ভড়কে গেছে তখন যে কাউকে কাছে ঘেঁসতে দিচ্ছে না। ঘড়ঘড় করে নাক দিয়ে আওয়াজ ছাড়ছে শয়তানের মতো! বোকামির ফল হাতে নাতে পেল আলেক্সেই! জিনের পেটি যদি আল্‌গা না করত তাহলে বেঁচে থাকতে পারত। কিন্তু কী যে মতি হল...' কালো গোঁফের ফাঁকে মুচকি হেসে স্ত্রেমিয়ান্নিকভ তার কথার শেষে যোগ করল, 'এই সেদিনও ও গাইছিল:

> দাদা গো দাদা, ভালুক ভায়া, দিলাম ছেড়ে হাল।
> আমায় গোবুর ছাড়াস না হয় ছাল,
> মাথার আমার করিস দফারফা...

'সত্যি সত্যি ওর মাথার দফারফা করে দিয়েছে ওরা।... মুখই চেনা যায় না! জবাই করা ষাঁড়ের মতো ওর সমস্ত রক্ত বেরিয়ে গেছে।... পরে, লালদের খেদিয়ে দেবার পর আমরা ওই খাতটার ভেতরে ছুটে এলাম, দেখি পড়ে আছে।

ওর শরীরের নীচে একটা রক্তের ডোবা জমেছে। রক্তের বন্যায় ভাসছে ওর গোটা শরীরটা।'

গাড়ি যে চালাচ্ছিল সেই মেয়েমানুষটি রোদের তাপ থেকে আড়াল করার জন্য মাথার ওড়না দিয়ে মুখ জড়িয়ে রেখেছিল। এতক্ষণে অধৈর্য হয়ে মুখের কাপড় সরিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কী গো, আর কতক্ষণ?'

'অত তাড়ার কিছু নেই মাসী। আর বোকো না। এখুনি পৌঁছে যাব।'

'তাড়ার কিছু নেই বলছ? এই মড়াগুলো থেকে এমন চিমসে গন্ধ আসছে যে পায়ে ভর দিয়ে খাড়া থাকা ভার!'

'ভালো গন্ধ হবেটা কোত্থেকে, অ্যাঁ?' অন্যমনস্ক ভাবে আস্তিপ বলল। 'মাংস খেত, মেয়েমানুষও নেড়েচেড়ে দেখেছে। যারা এই সব কাজকর্ম করে মরতে না মরতেই তাদের গা থেকে বদ গন্ধ ছাড়তে থাকে। লোকে বলে একমাত্র সাধুসন্তদের গা থেকেই নাকি মারা যাবার পর হাল্‌কা ভাপ বেরোয়। কিন্তু আমার ত মনে হয় স্রেফ গাঁজাখুরি। যত সাধুপুরুষই হোক না কেন, মারা যাবার পর সব এক। প্রকৃতির নিয়মে রাস্তার পেচ্ছাব-পায়খানার ঘরের মতো তার গা থেকে বদ গন্ধ ছাড়বেই। সব এক, ওই যাঁরা সাধুসন্ত, ওনারাও খাবার পেটে ধরেন, ওঁদেরও নাড়ী সেই একই সমান লম্বা যেমনটি ভগবান সব মানুষের জন্যে ঠিক ক'রে দিয়েছেন।'

কিন্তু স্ত্রেমিয়ান্নিকভ কী কারণে যেন হঠাৎ ক্ষিপ্ত হয়ে চিৎকার করে উঠল, 'চুলোয় যাক ওসব! যত সাধুসন্তের কথা শুরু হল! কী হবে ওদের দিয়ে? চল যাওয়া যাক!'

কসাকদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে গ্রিগোরি মরা গ্রাম-ভাইদের শেষ বিদায় জানানোর জন্য এগিয়ে যায় গাড়ির দিকে। একমাত্র তখনই সে লক্ষ করল ওদের তিনজনেরই খালি পা, তিনজোড়া বুটজুতো, গুল্‌ফ পর্যন্ত পায়ের চামড়ার পটি ওদের পায়ের কাছে রাখা।

'মরা মানুষদের পা থেকে জুতো খুলে নিলে কেন তোমরা?'

'এটা আমাদের কসাকদের কাজ, গ্রিগোরি পান্তেলেয়েভিচ। . . . যারা মারা গেছে ওদের পায়ের জুতোগুলো বেশ ভালোই ছিল। তাই পল্টনে আমাদের নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলে ঠিক করা হল ওদের পা থেকে ভালো জুতোগুলো খুলে যাদেরগুলো খারাপ হয়ে গেছে তাদের দেওয়া যাক, আর খারাপগুলো গাঁয়ে ফেরত নিয়ে যাওয়া হোক। এই মরা লোকগুলোরও ত পরিবার-পরিজন আছে। ওদের ছেলেপিলেরা খারাপগুলো দিয়েও চালিয়ে দিতে পারবে। . . . আনিকুশ্‌কাই ত বলল, 'যারা মারা গেছে তাদের পায়ে হাঁটতে হবে না, ঘোড়ায় চড়েও যেতে হবে না। আলিওশ্‌কার বুটজুতোজোড়া আমায় দাও, ওগুলোর তলা বেশ মজবুত

আছে। নয়ত কবে কোন্ লাল ফৌজীর পা থেকে জুতো খসাতে পারব সেই অপেক্ষায় থাকলে ঠাণ্ডা লেগেই টেঁসে যাব।'

গ্রিগোরি ঘোড়া হাঁকিয়ে চলল। যেতে যেতে শুনতে পেল দুই কসাকের মধ্যে তুমুল ঝগড়া বেধে গেছে। ত্রেমিয়াস্নিকভ খনখনে সপ্তমের সুরে চেঁচিয়ে বলছে, 'গুল দিচ্ছিস চালিয়াতের ব্যাটা! সাধে কি আর তোর বাপকে লোকে চালিয়াত বলত! কসাকদের মধ্যে কোন সাধুসন্ত ছিল না! ওরা সবাই চাষাভুষোর ঘরের।'

'না, ছিল!'

'বাজে কথা, আকাট মুখ্যু কোথাকার।'

'না, ছিল!'

'কে?'

'কেন, দিগ্বিজয়ী সেণ্ট জর্জ?'

'যাঃ! কবে তোর বুদ্ধিসুদ্ধি হবে রে শালা? কসাক হল কবে?'

'কসাক। খাঁটি দন-কসাক – দনের ভাটির এক জেলার লোক – শুনেছি সেমি-কারাকোর্স্কায়ার।'

'আহা, কী কথাই বললি! একেবারেই কাঁচা ছাড়লি যে। কসাক নয় সে!'

'কসাক নয় বলছিস? তাহলে বর্শা হাতে দেখান হয় কেন?'

এর পরের কথাগুলো আর গ্রিগোরি শুনতে পেল না। দুলকি চালে ঘোড়া ছুটিয়ে সে খাতের ভেতরে নেমে গেল, হেটম্যান-সড়ক পার হওয়ার সময় দেখতে পেল ঘোড়ার গাড়ি আর ঘোড়সওয়াররা ধীরে ধীরে পাহাড় বয়ে গ্রামের দিকে চলেছে।

কার্গিনস্কায়া পর্যন্ত প্রায় সারাটা পথই গ্রিগোরি দুলকি চালে ঘোড়া ছুটিয়ে চলল। মৃদু হাওয়ায় ঘোড়ার কেশর দুলছিল। একবারও ঘামে নি ঘোড়াটা। বাদামী রঙের লম্বা লম্বা মেঠো ইঁদুরগুলো ভড়কে গিয়ে শিস দিতে দিতে রাস্তা পেরিয়ে যায়। স্তেপের মাঠে ধ্যানগম্ভীর নিস্তব্ধতার আধিপত্যের মধ্যে ওদের তীক্ষ্ণ উদ্বিগ্ন শিস যেন অদ্ভুত সঙ্গতিপূর্ণ। টিলাগুলোতে, রাস্তার একপাশের ঢিবিগুলোর মাথায় থেকে থেকে ডানা মেলছিল পুরুষ-বকের দল। সূর্যের আলোয় বরফের মতো সাদা ঝলক দিয়ে জোরে ডানা ঝাপটাতে ঝাপটাতে অনেক ওপরে উঠে যায় একটা বক। আকাশের একেবারে মাথায় ওঠার পর নীল রঙধরা বিস্তারের বুকে যেন ভেসে ভেসে চলে, প্রচণ্ড বেগে উড়তে উড়তে সামনে বাড়িয়ে দেয় গলাটা। গলার চারপাশে এই সঙ্গমঋতুতে ঝলমল করছে নতুন পালকের কালো মখমলী কণ্ঠী। প্রতি মুহূর্তেই দূরে আরও দূরে সরে যেতে থাকে। দুতিন শ গজ উড়ে যাবার পর আবার নামতে থাকে, ডানাজোড়া আরও ঘন ঘন কাঁপতে থাকে –

মনে হয় বুঝি একই জায়গায় স্থির হয়ে আছে। মাটির একেবারে কাছাকাছি আসার পর নানা রকম ঘাসপাতার সবুজ পটে একটা সাদা বিদ্যুতের মতো ডানার ঝলমলে ফেনিল পালক শেষবারের মতো দপ করে জ্বলে ওঠে। পরক্ষণেই নিভে যায়। পাখিটা অদৃশ্য হয়ে যায় সবুজ ঘাসের গহনে।

কামার্ত পুরুষ-পাখিগুলোর পরিত্রাহি বেপথুরবে চারদিক মুখরিত হয়ে উঠেছে। রাস্তার মাত্র কয়েক পা দূরে, চির্-এর লাগোয়া একটা টিবির মাথায় গ্রিগোরি ঘোড়ার পিঠ থেকেই দেখতে পেল বকদের সঙ্গমের জায়গা – আড়াআড়ি হাত তিনেক মতন জায়গা জুড়ে সমান গোল জমি, মাদী-বকের জন্য লড়াই করতে গিয়ে পুরুষ-বকদের পায়ের ঘসায় সমান মসৃণ। জায়গাটার মধ্যে একটা ঘাসের ডগাও আস্ত নেই। আছে শুধু ধূসর ধুলোমাটির মসৃণ আস্তরণ, তার ওপর পাখির পায়ের আঁকিবুঁকি। অধিকার নিয়ে নিজেদের মধ্যে মরিয়া লড়াই চালাতে গিয়ে পুরুষ-পাখিদের পিঠ আর লেজের গোলাপী আভা মেশানো পাণ্ডুর অথচ বিচিত্রবর্ণের পালক খসে পড়ে বৃত্তটার কিনারায় লম্বা লম্বা আগাছা আর সোমরাজের শুকনো ডালপালার গায়ে লেগে আছে, হাওয়ায় কাঁপছে। কাছেই একটা বিশ্রী চেহারার ছাইরঙা মাদী-বক বাসা ছেড়ে ছুটে পালাচ্ছিল। বুড়ি মানুষের মতো কুঁজো হয়ে ছোট ছোট পায়ে তাড়াতাড়ি দৌড়ে গত বছরের তেপাতা ঘাসের বিবর্ণ ঝোপের ভেতরে ঢুকে গেল, ডানা মেলে উড়বার সাহস না হতে ওখানেই লুকিয়ে রইল।

বসন্ত-মুকুলিত এক অদৃশ্য প্রবল শক্তিমান জীবন তার প্রাণস্পন্দনে উচ্ছ্বসিত হয়ে নিজেকে মেলে ধরেছে, প্রসারিত হয়ে চলেছে স্তেপের মাঠে। ঘাস আর লতাপাতা দুরন্তভাবে বেড়ে উঠছে। মানুষের শ্যেনচক্ষু এড়িয়ে স্তেপের গোপন আস্তানার মধ্যে জোড়ায় জোড়ায় পশু আর পাখিরা রমণসুখে মেতেছে। খোঁচা খোঁচা কুচির মতো অসংখ্য অঙ্কুরে ছেয়ে গেছে চষা জমি। শুধু মাঠ-গড়ানে নাবে গত বছরের শুকনো আগাছাগুলো তাদের শেষ প্রহর গুনছে – স্তেপের বুকে পাহারার যে-সমস্ত টিবি ইতস্তত ছড়িয়ে আছে, বিষণ্ণভাবে সেগুলোর ঢালের গায়ে ঝুঁকে মাটি আঁকড়ে পড়ে আছে মৃত্যুর হাত থেকে মুক্তি পাবার আশায়। কিন্তু টাটকা সতেজ হাওয়া অকরুণভাবে তাদের শুকিয়ে যাওয়া শেকড় উপড়ে, ঠেলতে ঠেলতে এলোমেলো ছড়িয়ে দিচ্ছে নবজীবনে উচ্ছ্বসিত রৌদ্রছড়ানো স্তেপের প্রান্তরে।

গ্রিগোরি মেলেখভ কার্গিন্‌স্কায়ায় এসে পৌঁছুল সন্ধ্যার আগে আগে। চির্-এর সোঁতা পার হল। শিগগিরই কসাক বসতির কাছে একটা খোঁয়াড়ের চালার নীচে রিয়াব্‌চিকভকে খুঁজে বার করল।

গ্রিগোরির নিজের এক নম্বর ডিভিশনের ইউনিটগুলো আশেপাশের গ্রামগুলোতে ছড়ানো ছিটানো অবস্থায় ছিল। পর দিন সকালে সে তাদের ভার হাতে নিল।

সদর দপ্তর থেকে বড় কর্তাদের পাঠানো শেষ রিপোর্ট পড়ার পর তার ডিভিশনের প্রধান সেনাধ্যক্ষ মিখাইল কপিলোভের সঙ্গে পরামর্শ করে দক্ষিণে অভিযান চালিয়ে ইউক্রেনীয় বসতি আস্তাখভো পর্যন্ত এগিয়ে যাবার সিদ্ধান্ত নিল।

ইউনিটগুলোতে গোলাবারুদের দারুণ টানাটানি চলছিল। লড়াই করে সেগুলো যোগাড় করা ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না। গ্রিগোরি যে আক্রমণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে প্রধানত এটাই তার কারণ।

সন্ধ্যার দিকে তিনটে ঘোড়সওয়ার রেজিমেন্ট আর একটা পদাতিক রেজিমেন্ট এনে জড় করা হল কার্গিন্‌স্কায়ায়। ডিভিশনে যে বাইশটি হাল্‌কা ও ভারী মেশিনগান ছিল সেগুলোর মধ্যে ছয়টা নেওয়া হবে বলে ঠিক করা হল, কারণ অন্যগুলোতে লাগানোর মতো অত গুলির ফিতে ছিল না।

পর দিন সকালে ডিভিশন আক্রমণে নামল। সদর দপ্তর কখন কোথায় আছে পথের মাঝখানে কোন পাত্তা করতে না পেরে গ্রিগোরি তাকে ছেড়ে দিয়ে তিন নম্বর ঘোড়সওয়ার রেজিমেন্ট পরিচালনার ভার নিজের হাতে তুলে নিল। ঘোড়সওয়ার টহলদারদের দল আগে পাঠিয়ে দিয়ে কুচকাওয়াজ করে এগোতে লাগল দক্ষিণে, ইউক্রেনীয় বসতি পনোমারিওভ্‌কার দিকে। সন্ধানী দলের মারফত আগে থাকতেই সে খবর পেয়েছিল যে সেখানে লাল ফৌজের একশ এক আর একশ তিন নম্বর পদাতিক রেজিমেন্টের সমাবেশ ঘটেছে, তারা কার্গিন্‌স্কায়ার ওপর আক্রমণ করার জন্য তৈরি হচ্ছে।

জেলা-সদর ছেড়ে ক্রোশখানেক এগিয়ে গেছে, এমন সময় একজন বার্তাবহ এসে ধরল গ্রিগোরিকে। কুদিনভের কাছ থেকে একটা চিঠি সে তুলে দিল ওর হাতে।

> সের্দোবস্ক রেজিমেন্ট আমাদের নিকট আত্মসমর্পণ করিয়াছে। সমস্ত সৈন্যের অস্ত্র কাড়িয়া লওয়া হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে জনা কুড়ি লোক হাঙ্গামা বাধাইবার চেষ্টা করিয়াছিল, বগাতিরিওভ তাহাদের ভবলীলা ঘুচাইয়া দিয়াছে। তাহার হুকুমে উহাদিগকে কাটিয়া ফেলা হইয়াছে। চারিটি কামান উহারা সমর্পণ করিয়াছে (তবে বজ্জাত কমিউনিস্ট গোলন্দাজরা কোন ফাঁকে যেন কুলুপগুলি সরাইয়া ফেলিয়াছে)। দুই শতাধিক গোলা এবং নয়টি মেশিনগান পাওয়া গিয়েছে। আমাদের পরম আনন্দের দিন। লাল ফৌজের সিপাইগুলিকে আমরা বিভিন্ন পদাতিক স্কোয়াড্রনের মধ্যে ভাগ করিয়া দিতেছি। ইহাদিগকে নিজেদের লোকদের সহিত লড়াই করিতে বাধ্য করিব। তোমার খবর কী? হাঁ, একটি কথা বলিতে প্রায় ভুলিয়াই

যাইতেছিলাম – তোমার এলাকার কয়েকজন কমিউনিস্ট ধরা পড়িয়াছে। তাহাদের মধ্যে ইভান কোত্লিয়ারভ, কশেভয় এবং বেশ কিছু ইয়েলান্স্কায়ার লোক আছে। ভিওশেন্স্কায়ার পথে তাহাদের সকলকে খতম করিয়া দেওয়া হইবে। যদি কার্তুজের খুব প্রয়োজন থাকে তাহা হইলে এই পত্রবাহক মারফত জানাও, আমরা শ পাঁচেক পাঠাইয়া দিব।

কুদিনভ

'আর্দালি!' গ্রিগোরি চেঁচিয়ে ডাকল।

প্রোখর জিকভ তৎক্ষণাৎ ঘোড়া হাঁকিয়ে ছুটে আসে। কিন্তু গ্রিগোরিকে দেখে তখন চেনার উপায় নেই। তাইতে ঘাবড়ে গিয়ে সে সেলাম পর্যন্ত ঠুকে বসল।

'কী হুকুম হয়?'

'রিয়াব্চিকভ! কোথায় রিয়াব্চিকভ?'

'সারির শেষে আছে।'

'ছুটে যাও! চটপট ডেকে আন!'

কদমচালে ঘোড়া ছুটিয়ে কুচকাওয়াজ করে চলতে থাকা সারিটা ঘুরে গ্রিগোরির পাশে এসে হাজির হল প্লাতন রিয়াব্চিকভ। রোদে আর বাতাসের ঝাপটায় ওর মুখে খোসা ছাড়ানোর মতো ছাল উঠে গেছে, পাটরঙা গোঁফ আর ভুরু বসন্তের রোদে পুড়ে ঝলসে গেছে, শেয়ালের লোমের মতো লালচে বাদামী আভা ধরেছে। চুরুটের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে ঘোড়া চালাচ্ছিল সে। মুখে হাসি। বসন্তের এই কঠিন সময়েও ওর দানাপানি খাওয়া গাঢ় বাদামী রঙের ঘোড়াটা এতটুকু টসকায় নি। বুকের ঝালর ঝলকাতে ঝলকাতে মহা ফুর্তিতে ডাইনে বাঁয়ে পা দাপিয়ে স্বচ্ছন্দগতিতে চলেছে।

গ্রিগোরির পাশে বার্তাবহকে দেখতে পেয়ে রিয়াব্চিকভ চেঁচিয়ে বলল, 'ভিওশেন্স্কায়া থেকে চিঠি আছে বুঝি?'

'হ্যাঁ,' সংযত কণ্ঠে গ্রিগোরি উত্তর দিল। 'রেজিমেন্ট আর ডিভিশনের ভার তোমার ওপর রইল। আমি চললাম।'

'তা যেতেই যদি হয় ত যাও। তবে অত তাড়া কিসের? কী লেখা আছে চিঠিতে? কে লিখছে? কুদিনভ?'

'উস্ত্-খোপিওরস্কায়াতে সের্দোবৃস্ক রেজিমেন্ট ধরা দিয়েছে।'

'বল কী? তাহলে এখনও বেঁচে আছি আমরা? এখুনি যাচ্ছ নাকি?'

'হ্যাঁ, একখুনি।'

'তাহলে ভগবান তোমার সহায় হোন। তুমি যখন ফিরবে ততক্ষণে আমরা আস্তাখভোতে পৌঁছে যাব!'

পাগলের মতো এলোপাতাড়ি চাবুক চালাতে চালাতে, হুড়মুড় করে ঘোড়া হাঁকিয়ে টিলার উতরাই বয়ে নামতে থাকে গ্রিগোরি। মনে মনে ভাবে, 'মিশ্‌কা আর ইভান কোত্‌লিয়ারভকে জ্যান্ত অবস্থায় পেতেই হবে। . . . জানতে হবে কে মারল পেত্রোকে। . . . ইভান আর মিশ্‌কাকে উদ্ধার করতে হবে মরণের হাত থেকে। . . . বাঁচাতেই হবে ওদের। . . . আমরা নিজেদের মধ্যে খুনোখুনি করছি বটে, কিন্তু ওরা আমার পর নয়!'

বায়ান্ন

বিদ্রোহী স্কোয়াড্রনগুলো যখন উস্ত্-খোপিওর্‌স্কায়ায় ঢুকল সের্দোবস্ক রেজিমেন্টের সেপাইরা তখন মিটিং করছিল। সেই সময় ওরা তাদের ঘিরে ফেলল। অমনি ভরনোভ্‌স্কি আর ভোল্‌কভের সঙ্গে সলা-পরামর্শ করতে চলে গেল ছয় নম্বর ব্রিগেডের কম্যাণ্ডার বগাতিরিওভ। ওখানে চত্বরের কাছেই এক ধনী সদাগরের বাড়িতে ওদের পরামর্শ-সভা বসল। সভার কাজ খুব সংক্ষেপে শেষ হল। ঘোড়ার চাবুকটা হাতে রেখেই ভরনোভ্‌স্কিকে সম্ভাষণ জানিয়ে বগাতিরিওভ বলল, 'সব ভালোয় ভালোয় উতরে গেছে। এর জন্যে আপনি কৃতিত্ব দাবি করতে পারেন। কিন্তু কামানগুলো বাঁচাতে পারলেন না – এটা কেমন হল?'

'এটা একটা দুর্বিপাক! দৈবদুর্বিপাক বলতে পারেন কর্ণেল! গোলন্দাজরা প্রায় সবাই ছিল কমিউনিস্ট। ওদের যখন হাতিয়ার কেড়ে নিতে গেলাম তখন মরিয়া হয়ে ওরা আমাদের বাধা দিতে শুরু করে। রেজিমেণ্টের দুজন লোককে মেরে ফেলে কুলুপ খুলে নিয়ে চম্পট দেয়।'

'আফশোসের কথা!' মাথার চুড়ো টুপিটা সে ছুঁড়ে ফেলে দিল টেবিলের ওপর। টুপির ঘেরের ওপর, যেখান থেকে অফিসারের তকমাটা সদ্য ছিঁড়ে ফেলা হয়েছে, সেখানে এখনও দাগ ধরে আছে। নোংরা রুমাল দিয়ে আগাগোড়া কামানো মাথাটা আর গাঢ় লাল রঙের মুখের ঘাম মুছতে মুছতে কুণ্ঠিত হাসি হেসে সে বলল, 'যাক গে, এও ভালোই বলতে হবে। আপনি এখন আপনার সেপাইদের কাছে চলে যান। গিয়ে বলুন . . . তাদের ভালোমতো বুঝিয়ে বলুন . . . যাতে ওরা কোন এদিক-ওদিক না করে। . . . যেন সব হাতিয়ার ওরা দিয়ে দেয়।'

কসাক অফিসারের মুখে কর্তৃত্বের সুরটা বেখাপ্পা ঠেকল ভরনোভ্‌স্কির, আমতা আমতা করে সে ঘুরিয়ে প্রশ্ন করল, 'সব হাতিয়ার?'

'এক কথা আর দুবার বলতে পারব না। বলেছি যখন সব, তার মানে 'সব' – কোন বাদসাদ নেই।'

'কিন্তু কর্ণেট, রেজিমেন্টের হাতিয়ার কেড়ে নেওয়া হবে না – আপনি এবং আপনার হাইকম্যাণ্ড কি এই শর্তই মেনে নিয়েছিলেন না? তাহলে এখন?... হ্যাঁ, মেশিনগান, কামান, হাতবোমার কথা যদি বলেন সে অবশ্য বুঝি। সেগুলো আমরা বিনা শর্তে ছেড়ে দেব। কিন্তু লাল ফৌজীদের নিজেদের যে-সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র...'

'ওসব লাল ফৌজী – টাল ফৌজী এখন আর নেই!' বগাতিরিওভের কামানো মুখে ওপরের ঠোঁটে হিংস্র বিদ্রূপের চিহ্ন ফুটে উঠল। সামান্য কুঁচকে উঠল ঠোঁটটা। বুটের ওপরকার কাদামাখা নোংরা চামড়ার পেটিতে পাকানো চাবুকটা আছড়ে গলা চড়িয়ে সে বলল, 'লাল ফৌজী বলতে এখন আর কিছু নেই। যারা আছে তারা হল দন-ভূমি রক্ষা করার সেপাই। বুঝেছেন? আর তা যদি না করতে চায় তাহলে কী ভাবে ওদের দিয়ে করাতে হয় তাও আমাদের জানা আছে। ওসব মরাকান্নায় কোন কাজ হবে না! আমাদের দেশের অনেক অনিষ্ট করেছেন, এখন আবার কোথাকার কোন্ শর্ত বার করা হচ্ছে। আমাদের মধ্যে কোন শর্ত-ফর্ত নেই! বুঝেছেন?'

সের্দোবৃস্ক রেজিমেন্টের সামরিক নেতৃমণ্ডলীর প্রধান অল্পবয়সী লেফটেনান্ট ভোল্‌কভ এই কথা শুনে ক্ষুণ্ণ হল। উত্তেজিত হয়ে কালো বনাত কাপড়ের গলাবন্ধ জামার খাড়া কলারের বোতামগুলোয় দ্রুত আঙুল চালাতে লাগল। ভেড়ার লোমের মতো কালো কোঁকড়ানো চুলের গোছা যেন খাড়া হয়ে উঠল। কড়া গলায় সে জিজ্ঞেস করল, 'তার মানে আপনি আমাদের বন্দী বলে ধরে নিচ্ছেন, এই ত?'

'আমি তোমায় সে কথা বলি নি। তাছাড়া যা নয় তাই আন্দাজ করে আমার মুখে বসিয়ে দিয়ে জ্বালাতন করার কোন অর্থ হয় না।' কসাক ব্রিগেড-কম্যাণ্ডারটি 'আপনি' থেকে 'তুমিতে' নেমে এসে অভদ্রভাবে ওকে থামিয়ে দিয়ে বলল। হাবভাবে এবারে সে স্পষ্টই বুঝিয়ে দিল যে যাদের সঙ্গে সে কথা বলছে তারা সরাসরি সম্পূর্ণ ওর দয়ার ওপর আছে।

মুহূর্তের জন্য ঘরের মধ্যে নিস্তব্ধতা নেমে এলো। চত্বর থেকে ভেসে আসছিল একটা চাপা গুঞ্জন। ভরনোভ্‌স্কি বার কয়েক ঘরের মধ্যে পায়চারি করল, মটমট করে হাতের আঙুলগুলো মটকাল, তারপর গায়ের খাকী রঙের গরম গলাবন্ধ জামাটার সবগুলো বোতাম এঁটে অস্থিরভাবে চোখ পিটপিট করে বগাতিরিওভের দিকে ফিরে বলল, 'আপনার কথা বলার ধরন আমাদের কাছে অপমানজনক।

একজন বুদ্ধী অফিসার হিশেবে আপনার মুখে শোভা পায় না। আমি আপনার মুখের ওপরই এটা বলতে বাধ্য হচ্ছি। আপনি যখন আমাদের চ্যালেঞ্জ করলেন তখন আমরাও দেখে নেব। . . . দেখব এই অবস্থায় আমাদের কী করা উচিত। . . . লেফ্‌টেনান্ট ভোল্‌কভ! আপনাকে আমি হুকুম দিচ্ছি, চত্বরে চলে যান, সেখানে গিয়ে সার্জেন্ট-মেজরদের বলুন তারা যেন কোনমতেই কসাকদের হাতে অস্ত্র তুলে না দেয়! রেজিমেন্টকে অস্ত্র হাতে তৈয়ার থাকতে বলবেন। আমি এই এখুনি এর সঙ্গে . . .এই বগাতিরিওভ মহাশয়ের সঙ্গে কথাটা সেরে নিয়ে চত্বরে আসছি।'

প্রচণ্ড ক্রোধের একটা কালো থাবা ছোপ ধরিয়ে দিল বগাতিরিওভের সারা মুখে। কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল ব্রিগেড-কম্যাণ্ডার, কিন্তু বড় বেশি বাড়াবাড়ি করে ফেলেছে এতক্ষণে তা বুঝতে পেরে নিজেকে সামলে নিল। সঙ্গে সঙ্গে সুর একেবারে পালটে ফেলল। ঝালর লাগানো চাবুকটা তখনও ভয়ঙ্করভাবে নাচাচ্ছে সে। টুপিটা ঝপ করে থেবড়ে মাথায় বসিয়ে কথা বলতে শুরু করল। এবারে তার কণ্ঠস্বরে অপ্রত্যাশিত কোমল ভাব ও সৌজন্য ফুটে উঠল।

'আপনারা আমার কথাগুলো ঠিক বুঝতে পারেন নি, মশাইরা। আমি অবিশ্যি বিশেষ কোন শিক্ষাদীক্ষা পাই নি, রাজপুরুষদের ক্যাডেট কলেজের মতো কলেজে বিদ্যাশিক্ষা আমার হয় নি। তাই হয়ত যা বলতে চেয়েছি তা ভালোমতো বোঝাতে পারি নি। কিন্তু কথায় কথায় অমন খুঁত ধরলে কি আর চলে? এখানে আমরা সবাই ত নিজেদের লোক! আমাদের মধ্যে মন কষাকষি না হওয়াই ভালো। আমি কী এমন কথা বলেছি বলুন? আমি শুধু বলেছিলাম যে আপনাদের লাল ফৌজীদের হাতের অস্ত্র এখুনি ছাড়াতে হবে – ওদের মধ্যে বিশেষ করে তাদের, যাদের ওপর আমরা বা আপনারা কেউই ভরসা করতে পারি না। . . . তাদের কথাই আমি বলেছিলাম!'

'সেই কথাই বলুন! পরিষ্কার করে বলা উচিত ছিল, কর্ণেল! তাছাড়া আপনি নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন যে আপনার অমন মারমুখী কথাবার্তা, আপনার সমস্ত হাবভাব . . .' ভরনোভ্‌স্কি কাঁধ ঝাঁকাল, তারপর অবশ্য অনেকটা শান্ত হয়ে এলেও রাগ তখনও একেবারে পড়ে না যাওয়ায় একটু বিরক্তির সুরেই বলে চলল, 'আমরা নিজেরাই ভেবেছিলাম যে যারা ইতস্তত করছে, যারা নির্ভরযোগ্য নয় তাদের হাতের অস্ত্র ছাড়িয়ে নিয়ে আপনাদের হাতে তুলে দেব। . . .'

'হ্যাঁ হ্যাঁ। সেটাই ত আমারও কথা!'

'তা আমি নিজেই ত বলছি যে আমরা নিজেরাই ওদের অস্ত্র ছাড়াব বলে ঠিক করেছি। কিন্তু আমাদের জঙ্গী দলটার কথা যদি বলেন, সেটাকে আমরা টিকিয়ে রাখব। যেমন করে হোক টিকিয়ে আমরা রাখবই! আমি নিজে নয়ত

এই লেফ্‌টেনান্ট ভোল্‌কভ, যার সঙ্গে আপনার পরিচয় স্বল্পকালের হলেও যাকে তুই-তোকারি করতে আপনার এতটুকু বাধে নি . . . আমরাই তাদের পরিচালনার ভার নেব এবং রেড আর্মির দলে থেকে যে কলঙ্ক আমাদের হয়েছে তার প্রায়শ্চিত্ত করতে পেরে আমরা নিজেদের কৃতার্থ মনে করব। আপনার উচিত এই সুযোগ আমাদের করে দেওয়া।'

'কত বেয়নেট আছে আপনার এই দলে?'

'শ দুয়েক মতন হবে।'

'বেশ, ঠিক আছে,' অনিচ্ছা সত্ত্বেও রাজি হতে হল বগাতিরিওভকে। উঠে দাঁড়িয়ে গলি-বারান্দার দিকের দরজাটা সামান্য খুলে গলা চড়িয়ে বাড়িউলিকে ডাক দিল। গরম শালে মাথা ঢেকে প্রৌঢ়া বাড়িউলি দরজার কাছে আসতে বগাতিরিওভ হুকুমের সুরে বলল, 'টাটকা দুধ নিয়ে এসো। এক ছুটে!'

'মাফ করবেন, দুধ আমাদের নেই।'

'লালদের বেলায় বুঝি ছিল! আর যেই আমরা বললাম, অমনি – নেই?' মুখ বাঁকিয়ে হেসে বলল বগাতিরিওভ।

আবার ঘরের মধ্যে নেমে এলো অস্বস্তিকর নিস্তব্ধতা। সেই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করল লেফ্‌টেনান্ট ভোল্‌কভ।

'আমি যাই তাহলে?'

'হ্যাঁ,' দীর্ঘশ্বাস ফেলে ভরনোভ্‌স্কি উত্তর দিল। 'গিয়ে বলুন, যাদের নামের লিস্টি আমরা তৈরি করেছিলাম তাদের হাতিয়ার যেন নিয়ে নেওয়া হয়। লিস্টি আছে গোরিগাসভ আর ভেইস্টমিন্‌স্টারের কাছে।'

একমাত্র অফিসারের আত্মমর্যাদায় খোঁচা লাগতেই সে বলেছিল, 'আমরাও দেখে নেব। . . . দেখব এই অবস্থায় আমাদের কী করা উচিত।' আসলে জুনিয়র ক্যাপ্টেন ভরনোভ্‌স্কি বেশ ভালোভাবেই বুঝতে পারছিল যে তার খেলা শেষ হয়ে গেছে, এখন আর ফেরার পথ নেই। তার কাছে খবর আছে যে বিদ্রোহী সের্দোবস্ক রেজিমেন্টকে নিরস্ত্র করার জন্য আর্মির সদর দপ্তরের পাঠানো ফৌজ ইতিমধ্যে উস্ত্‌-মেদ্‌ভেদিৎস্কায়া ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছে এবং যে-কোন মুহূর্তে এসে উপস্থিত হতে পারে। তবে বগাতিরিওভও ইতিমধ্যে বুঝে ফেলেছে যে ভরনোভ্‌স্কি লোকটা নির্ভরযোগ্য ও সম্পূর্ণ নিরাপদ – এখন আর সে পিছু হটতে পারবে না। ব্রিগেড-কম্যাণ্ডার তার নিজের দায়িত্বে রেজিমেন্টের নির্ভরযোগ্য লোকজন নিয়ে স্বতন্ত্র জঙ্গী দল গড়ায় মত দিল। এখানেই আলোচনা সভা শেষ হয়ে গেল।

ইতিমধ্যে চত্বরে বিদ্রোহীরা আলোচনার ফলাফলের জন্য সবুর না করে মহা উৎসাহে সের্দোবস্ক রেজিমেন্টকে নিরস্ত্র করার কাজে লেগে গেছে। কসাকদের

লোলুপ চোখ আর হাত রেজিমেন্টের রসদগাড়ি আর দুচাকার মালগাড়িগুলো তন্নতন্ন করে দেখছে। শুধু গোলাবারুদ নয়, মোটা সোলের লাল ফৌজী বুটজুতো, গোড়ালি থেকে হাঁটু পর্যন্ত জড়ানো ন্যাকড়ার পটির বাণ্ডিল, তুলো ঠাসা গরম কোর্তা আর পাতলুন, খাবারদাবার - যা পাচ্ছে নিমেষের মধ্যে সব হাতিয়ে নিচ্ছে বিদ্রোহীরা। কসাকদের স্বেচ্ছাচারিতা যে কী জিনিস, স্বচক্ষে দেখার পর সের্দোবৃস্ক রেজিমেন্টের জনা বিশেক সেপাই ওদের বুঝতে গেল। এক লাল ফৌজীকে তল্লাসী করতে গিয়ে একজন কসাক তার বটুয়াটা বেমালুম নিজের পকেটে চালান করে ফেলল দেখে লাল ফৌজীটি তাকে রাইফেলের কুঁদোর গুঁতো মেরে চেঁচিয়ে উঠল, 'এই ডাকাত! বলি কী হচ্ছে, অ্যাঁ? এখুনি ফিরিয়ে দে বলছি - নইলে বেয়নেটের খোঁচার মজা টের পাইয়ে দেব!'

ওর সঙ্গীরা ওকে সমর্থন জানাল। উত্তেজিত চিৎকার চেচাঁমেচি উঠল।

'কমরেডরা, হাতিয়ার তুলে নাও!'

'ওরা আমাদের ঠকিয়েছে!'

'রাইফেল দিও না।'

হাতাহাতি লড়াই শুরু হয়ে গেল। প্রতিরোধকারী লাল ফৌজীদের তাড়িয়ে একটা বেড়ার গায়ে নিয়ে যাওয়া হল। তিন নম্বর ঘোড়সওয়ার স্কোয়াড্রনের কম্যাণ্ডারের কাছ থেকে উৎসাহ পেয়ে বিদ্রোহী ঘোড়সওয়ার দল দুমিনিটের মধ্যে তাদের কচুকাটা করে ফেলল।

লেফ্‌টেনান্ট ভোল্‌কভ চত্বরে আসার পর নিরস্ত্র করার কাজে আরও বেশি সাফল্য দেখা দিল। লাল ফৌজীরা সার বেঁধে দাঁড়াল। মুষলধারে বৃষ্টির মধ্যে তল্লাসী চলতে লাগল। সারিটার কিছু দূরেই রাইফেল, হাতবোমা, রেজিমেন্টের টেলিফোনের যাবতীয় সরঞ্জাম, রাইফেলের কার্তুজ আর মেশিনগানের গুলির ফিতেবোঝাই পেটি মাটির ওপর জমতে থাকে স্তূপাকার হয়ে। . . .

ঘোড়া ছুটিয়ে চত্বরে এলো বগাতিরিওভ। উত্তেজিত ঘোড়াটা এপাশ-ওপাশ দুলে নাচছিল। সেই অবস্থায় সের্দোবৃস্ক সেপাইদের সারির সামনে তাকে ঘুরিয়ে এনে শাসানির ভঙ্গিতে ইয়া মোটা পাকানো চাবুকটা মাথার ওপর উঁচিয়ে সে হেঁকে বলল, 'এই যে এদিকে শোনো সবাই! আজ থেকে তোমরা বদমাশ কমিউনিস্টগুলো আর তাদের ফৌজের সঙ্গে লড়বে। যারা বরাবর আমাদের সঙ্গে চলবে তাদের মাফ করা হবে, কিন্তু যারা ওজর আপত্তি তুলবে তাদের জুটবে ওই পুরস্কার!' কাটা-পড়া লাল ফৌজীদের দিকে চাবুকটা তুলে দেখাল সে। কসাকরা ইতিমধ্যে ওদের শেষ বস্ত্রটুকু পর্যন্ত খুলে নিয়েছে, একটা আকারহীন সাদা স্তূপের মতো তারা পড়ে পড়ে বৃষ্টিতে ভিজছিল।

লাল ফৌজীদের সারিগুলোর মধ্যে একটা চাপা গুঞ্জনের মৃদু তরঙ্গ খেলে গেল। কিন্তু কেউ মুখ ফুটে কিছু বলল না। একজনও বেরিয়ে এলো না সারি ভেঙে।

সর্বত্র ভিড় করে, এলোপাতাড়ি ঘুরঘুর করে বেড়াচ্ছে পদাতিক আর ঘোড়সওয়ার কসাক দল। তারা নিরেট বেড়ি দিয়ে ঘিরে রেখেছে চত্বরটাকে। গির্জার উঠোনের পাঁচিলের কাছে একটা উঁচু জায়গার ওপর লাল ফৌজীদের সারিগুলোর দিকে মুখ করে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে সের্দোবস্ক রেজিমেণ্টের সবুজ রঙকরা মেশিনগানগুলো। সেগুলোর পেছনে, ঢালে আড়াল দিয়ে গুলি ছোঁড়ার জন্য তৈরি হয়ে আলগোছে বসে বৃষ্টিতে ভিজতে লাগল কসাক মেশিনগান চালকেরা। . . .

এক ঘণ্টার মধ্যে তালিকা অনুযায়ী 'নির্ভরযোগ্য' লোকদের বেছে নিল ভরনোভ্স্কি আর ভোলকভ। সবসুদ্ধ একশ চুয়ানব্বই জন। নতুন করে গড়া ইউনিটটার নাম হল 'এক নম্বর বিশেষ বিদ্রোহী ব্যাটেলিয়ন'। সেই দিনই পজিশন নেওয়ার জন্য ব্যাটেলিয়ন বেরিয়ে গেল বেলাভিন্স্কি গ্রামের দিকে। দনেৎস থেকে সম্প্রতি মিরোনভের তেইশ নম্বর ক্যাভালরি ডিভিশনের রেজিমেণ্টগুলো ওখানে চালান হয়ে আক্রমণ চালাচ্ছিল। জনশ্রুতি এই যে মিরোনভের ওই রেজিমেণ্টগুলোর পনেরো নম্বরের পরিচালনায় আছে বীকাদোরভ আর বত্রিশ নম্বর পরিচালনা করছে নামজাদা কম্যাণ্ডার মিশকা ব্লিনোভ। বিদ্রোহী কসাক-স্কোয়াড্রনগুলোর বাধা গুঁড়িয়ে দিয়ে তারা এগিয়ে চলেছে। উস্ত্-খোপিওরস্কায়া জেলার কোন একটা গ্রাম থেকে তাড়াতাড়িতে খাড়া করা ওই রকম একটা কসাক-স্কোয়াড্রন একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। তাই বগাতিরিওভ ঠিক করেছিল ব্লিনোভের বিরুদ্ধেই ভরনোভ্স্কির ব্যাটেলিয়ন পাঠিয়ে যুদ্ধের অগ্নিপরীক্ষার মধ্যে তার বিশুদ্ধতা যাচাই করে দেখবে।

সের্দোবস্কের বাদবাকি আটশ জনের ওপর লোককে দনের পার ধরে পায়ে হাঁটিয়ে কুচকাওয়াজ করিয়ে নিয়ে যাওয়া হল ভিওশেনস্কায়ার দিকে। বিদ্রোহী বাহিনীর কম্যাণ্ডার কুদিনভ এক সময় বগাতিরিওভের নামে যে চিঠি পাঠিয়েছিল তাতে সেই রকমই নির্দেশ ছিল। সের্দোবস্ক সেপাইদের মেশিনগানেই সাজানো তিনটে কসাক-স্কোয়াড্রন দন-পারের টিলা ধরে ওদের ওপর নজর রাখতে রাখতে চলল।

উস্ত্-খোপিওরস্কায়া ছাড়ার আগে বগাতিরিওভ গির্জায় পুজো দিতে গিয়েছিল। পুরোহিতের মুখে 'খ্রীষ্টপ্রিয় কসাক সেনানীর' বিজয়ের জন্য প্রার্থনা-উচ্চারণ শেষ হতে না হতেই তাড়াহুড়ো করে সে বেরিয়ে পড়ল। ঘোড়া দেওয়া হলে ঘোড়ার পিঠে উঠে বসে উস্ত্-খোপিওরস্কায়াকে বাঁচানোর জন্য রেখে যাওয়া স্কোয়াড্রনগুলোর কম্যাণ্ডারদের একজনকে ইশারায় কাছে ডেকে পাঠাল। জিন থেকে ঝুঁকে পড়ে তার কানে কানে বলল, 'বাবুদের কুঠুরির চেয়েও বেশি করে চোখে রেখো

কমিউনিস্টদের! কাল ভোর হতেই নির্ভরযোগ্য পাহারাদারদল সঙ্গে দিয়ে তিওশেন্-স্কায়ার দিকে তাড়িয়ে নিয়ে যাও ওদের। আজ লোক দিয়ে গ্রামে গ্রামে রটিয়ে দাও কী ধরনের লোকজনকে আমরা নিয়ে যাচ্ছি। গ্রামের লোকেরা নিজেরাই নিজেদের বিচারবুদ্ধি মতো সাজা দেবে ওদের!'

এই বলে সে চলে গেল।

তেত্রিশ

এপ্রিলের এক দুপুরবেলায় তিওশেন্স্কায়া জেলার সিন্‌গিন গ্রামের মাথার ওপর একটা এরোপ্লেন উড়তে দেখা গেল। ইঞ্জিনের চাপা গুর্‌গুর্ আওয়াজে আকৃষ্ট হয়ে ছেলেপিলেরা, মেয়েরা আর বুড়োরা ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে এলো। মাথা ওপরে তুলে, হাতের তালু দিয়ে চোখ আড়াল করে ওরা অনেকক্ষণ ধরে দেখতে থাকে। ঘোলাটে মেঘলা আকাশের বুকে কাত হয়ে চিলের মতো চক্কর খাচ্ছে এরোপ্লেনটা। ইঞ্জিনের গুঞ্জন ক্রমেই আরও জোরাল আর গমগমে হয়ে ওঠে। এরোপ্লেন গ্রামের বাইরে গোরু চরানোর মাঠে একটা মসৃণ সমান চত্বর খুঁজে বার করে নীচু হয়ে নামতে লাগল।

'হুঁশিয়ার। এখুনি বোমা ছুঁড়তে শুরু করবে!' বড় বেশি বুদ্ধিমান এক বুড়ো ভয়ে চিৎকার করে ওঠে।

গলির ভেতরে যে ভিড় জমে ছিল সেটা সঙ্গে সঙ্গে চারদিকে ছিটে ছড়িয়ে পড়ে। বাচ্চারা কান্নাকাটি জুড়ে দিল। মায়েরা তাদের হিড়হিড় করে টেনে সরিয়ে নিয়ে গেল। বুড়োরা ছাগলের মতো তিড়িংবিড়িং করে চটপট লাফিয়ে বেড়া টপকে ওপাশে উপকূলের জলে ডোবা বনভূমিতে গিয়ে পড়ল। গলির মধ্যে থেকে গেল কেবল এক বুড়ি। সেও ছোটার জন্য তৈরি হয়েছিল। কিন্তু ভয়ের চোটে পায়ে খিল ধরে যাবার দরুনই হোক বা উঁচু নীচু জায়গায় পড়ে হোঁচট খাওয়ার জন্যই হোক পড়ে গেল। পড়ে গিয়ে আর উঠতে পারে না। নির্লজ্জের মতো সরু ঠ্যাংদুটো ওপরে তুলে চিঁচিঁ করে পরিত্রাহি চেঁচাতে লাগল, 'ওরে তোরা কোথায় কে আছিস, বাঁচা আমায়! আমি মরে গেলুম রে!'

বুড়িকে বাঁচাতে অবশ্য কেউ ফিরে এলো না। এদিকে এরোপ্লেন ভীষণ গোঁ গোঁ আওয়াজ তুলল, ঝড়ের মেঘের মতো গর্জন করতে করতে, শিস দিতে দিতে গোলাঘরের মাথা ছুঁই ছুঁই করে উড়ে চলল। বুড়ির তখন ভয়ে আত্মারাম খাঁচাছাড়া হওয়ার অবস্থা। এরোপ্লেনের ডানার ছায়া মুহূর্তের জন্য তার ঠিকরে

পড়া চোখের ওপর থেকে দুনিয়ার আলো মুছে দিল। সাঁ করে উড়ে গিয়ে এরোপ্লেনটা গাঁয়ের গোচারণ মাঠের ভিজে জমিতে চাকার স্পর্শে মৃদু চোট খেয়ে লাফিয়ে উঠল। তারপর গড়গড় করে ছুটে গেল স্তেপের মাঠের ভেতরে। ঠিক সেই মুহূর্তে বুড়ি বাচ্চাছেলের মতো একটা পাপকাজ করে ফেলল। আধমরা অবস্থায় পড়ে রইল। যেখানে পড়ে আছে সেখানে বা আশেপাশে কোথায় কী ঘটছে তা শোনার কী বোঝার মতো মনের অবস্থা ওর ছিল না। দূরে ভয়ঙ্কর পাখিটা মাটিতে নেমেছে। তার ভেতর থেকে কালো চামড়ার পোশাক পরা দুজন লোক বেরিয়ে এসে এক মুহূর্ত ইতস্তত করে জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকার পর সাবধানে এদিক-ওদিক তাকাতে তাকাতে গ্রামের দিকে রওনা দিল। স্বাভাবিকভাবেই বুড়ির এসব চোখে পড়ার কথা নয়।

বুড়ির যে বুড়োটি জলার জঙ্গলে গত বছরের শুকনো ঝোপঝাড়ের মধ্যে লুকিয়ে ছিল, সে কিন্তু বেশ সাহসী। বুকটা তার ধরা পড়া চড়ুই পাখির মতো দুরদুর করলে কী হবে, সাহস করে ব্যাপারটা সে দেখেছিল। যে দুজন লোক তার বাড়ির দিকে এগিয়ে আসছিল সে-ই চিনতে পারল ওদের একজনকে। অফিসার পেত্রো বগাতিরিওভ – তারই রেজিমেন্টের এক বন্ধুর ছেলে। পেত্রো বগাতিরিওভ হল বিদ্রোহীদের ছয় নম্বর বিশেষ ব্রিগেডের কম্যাণ্ডার গ্রিগোরি বগাতিরিওভের খুড়তুত ভাই। শ্বেতরক্ষীদের সঙ্গে সে পিছু হটে দনেৎসের ওপারে চলে গিয়েছিল। তবে এ যে সে-ই তাতে কোন সন্দেহ নেই।

হাত ঝুলিয়ে খরগোসের মতো উবু হয়ে বসে থেকে বুড়ো এক মুহূর্ত কৌতূহলভরে তাকিয়ে দেখল। শেষ পর্যন্ত যখন নিশ্চিত হল যে ধীরেসুস্থে হেলেদুলে যে-লোকটা চলেছে সে জলজ্যান্ত পেত্রো বগাতিরিওভ, ওই রকমই নীল তার চোখ যেমন গত বছর সে তাকে দেখেছিল – শুধু অনেক দিন দাড়ি না কামানোয় মুখে খানিকটা খোঁচা খোঁচা দাড়ি গজিয়েছে – তখন বুড়ো পায়ে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াল। চেষ্টা করে দেখল পা তার ভর সইবে কিনা। হাঁটুর কাছের মোটা শিরাটা শুধু সামান্য কেঁপে উঠল। কিন্তু পায়ের অবস্থা বেশ ভালোই। বুড়ো হেলেদুলে পায়ে পায়ে বেরিয়ে এলো জঙ্গলের ভেতর থেকে।

বুড়ি ধুলোর মধ্যে গড়াগড়ি খেলেও তার কাছে না গিয়ে বুড়ো সোজা এগিয়ে গেল পেত্রো আর তার সঙ্গীর দিকে। বেশ দূরে থাকতেই টেকো মাথা থেকে রঙচটা কসাক-টুপিটা খুলল। পেত্রো বগাতিরিওভও ওকে চিনতে পেরে হাসল, হাত নেড়ে অভিনন্দন জানাল। বুড়ো কাছে এলো।

'জানতে পারি কি, সত্যি সত্যি পেত্রো বগাতিরিওভকেই দেখছি ত?'

'হ্যাঁ দাদু, আমিই।'

'ভগবান এই বুড়ো বয়সে তাহলে আমায় উড়োজাহাজও দেখালেন! আমরা ত ওটা দেখে ভয়ই পেয়ে গিয়েছিলাম!'

'লালেরা ধারেকাছে নেই ত দাদু?'

'না রে ভাই, নেই! চির্‌-এর ওপারে ঝেটিনদের এলাকার কোথাও ওদের খেদিয়ে দেওয়া হয়েছে।'

'আমাদের কসাকরাও রুখে দাঁড়িয়েছে নাকি?'

'দাঁড়িয়েছিল ত বটেই – তবে অনেককে আবার ফের শুইয়েও পড়তে হয়েছে।'

'তার মানে!'

'মানে, মারা গেছে অনেকে।'

'অ্যাঁ? আমার বাড়ির লোকজন, আমার বাবা - সবাই বেঁচে বর্তে আছে ত?'

'আছে, আছে, সবাই আছে। দনেৎস থেকে এলে বুঝি? আমার তিখোনকে দেখেছ ওখানে?'

'হ্যাঁ, দনেৎস থেকেই আসছি। তিখোন প্রণাম জানিয়েছে তোমাকে। আচ্ছা দাদু, আমাদের কলটা একটু পাহারা দাও – দেখো বাচ্চারা যেন হাত না দেয়। আমি একটু বাড়ি ঘুরে আসি। . . . চল হে!'

পেত্রো বগাতিরিওভ ও তার সঙ্গীটি চলল। যারা ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে এতক্ষণ উপকূলসংলগ্ন বনভূমির ভেতরে, চালাঘর বা মাটির তলার কুঠুরিতে আর নানা ফাঁক-ফোকরের মধ্যে গা ঢাকা দিয়ে ছিল তারা সব এবারে একে একে বেরিয়ে এলো। সকলে ভিড় করে এরোপ্লেন ঘিরে ধরল। তেতে ওঠা ইঞ্জিনটা তখনও গরম নিঃশ্বাস ছাড়ছিল, পেট্রোল আর তেলের পোড়া গন্ধ ছড়াচ্ছিল। কাপড়ে মোড়া ডানাদুটোর বহু জায়গায় বুলেট আর ভাঙা গোলা বেঁধার দাগ। অচেনা যন্ত্রটা জোর-হাঁকানো ঘোড়ার মতো গরম অবস্থায় চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে।

বগাতিরিওভের সঙ্গে যার প্রথম দেখা হয় সেই বুড়ো এখন ছুটে গেল গলির ভেতরে, যেখানে ভয়ে সিঁটিয়ে পড়ে ছিল তার বুড়ি। ওদের ছেলে তিখোন গত ডিসেম্বর মাসে প্রদেশের শাসনদপ্তরের লোকজনের সঙ্গে পিছু-হটাদের দলে যোগ দিয়েছিল। এখন তার খবর পাওয়ায় ভাবল সুসংবাদটা দিয়ে বুড়িকে খুশি করবে। কিন্তু গলিতে গিয়ে দেখে বুড়ি সেখানে নেই। সে আগেই ওখান থেকে উঠে বাড়ি চলে গেছে, ভাঁড়ার ঘরে ঢুকে তাড়াতাড়ি পোশাক বদলাতে লেগে গেছে। গায়ের কামিজ আর ঘাগরা পালটাচ্ছিল সে। অনেক কষ্টে বুড়ো তাকে খুঁজে বার করল। চেঁচিয়ে বলল, 'পেত্‌কা বগাতিরিওভ এসেছে গো ওই উড়োজাহাজে! তিখোন প্রণাম জানিয়েছে!' বুড়ির দিকে চোখ পড়তেই তাকে পোশাক পালটাতে দেখে তেলেবেগুনে জ্বলে উঠল। 'আ মোলো বুড়ি মাগী, খুব সাজগোজের ঘটা

দেখছি যে! তবে রে হারামজাদী! বলি, কে তোকে দেখতে আসছে টেকো বুড়ি? আহা, যেন কচি খুকীটি!'

দেখতে দেখতে গাঁয়ের বুড়োরা এসে হাজির হল পিওতর বগাতিরিওভের বাবার কাছে, তাদের বাড়িতে। সকলেই ঢোকার মুখে চৌকাটের সামনে দাঁড়িয়ে একে একে মাথার টুপি খুলে সম্মান জানায়, ঘরের বিগ্রহের সামনে ক্রুশচিহ্ন এঁকে প্রণাম করে। লাঠিতে ভর দিয়ে গুরুগম্ভীর ভঙ্গিতে গিয়ে বসে বেঞ্চিতে। কথাবার্তা শুরু হয়ে যায়। এক গেলাস ঠাণ্ডা দুধে অল্প অল্প করে চুমুক দিতে দিতে পিওতর বগাতিরিওভ বলল যে দন-সরকারের কাছ থেকে ভার পেয়ে দনের উজান এলোকার বিদ্রোহী কসাকদের সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্য সে এখানে এসেছে। তার উদ্দেশ্য এরোপ্লেনে করে গুলিগোলা আর অফিসার পাঠিয়ে লাল ফৌজের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে তাদের সাহায্য করা। সে জানাল যে দন ফৌজ শিগ্‌গিরই সমস্ত ফ্রন্ট জুড়ে আক্রমণে নেমে পড়বে, বিদ্রোহীদের বাহিনীর সঙ্গে যোগ দেবে। প্রসঙ্গত, যে-সব কসাক ছেলেছোকরা ফ্রন্ট ছেড়ে চলে এসেছে এবং লাল ফৌজকে তাদের দেশে ঢোকার পথ পরিষ্কার ক'রে দিয়েছে তাদের ভালোমতো বাগে আনতে না পারার জন্য বুড়ো মাতব্বরদেরও গালমন্দ করতে ছাড়ল না বগাতিরিওভ। কথার শেষে সে বলল, 'অবিশ্যি শেষ পর্যন্ত তোমাদের সুবুদ্ধি হয়েছে। তোমরা সোভিয়েত সরকারকে তোমাদের জেলাগুলো থেকে খেদিয়ে দিয়েছ। তাই দন-সরকার তোমাদের ক্ষমা করছে।'

'কিন্তু আমাদের এখানে এখনও সোভিয়েত সরকার রয়ে গেছে পেত্রো গ্রিগোরিয়েভিচ – তবে কমিউনিস্টদের বাদে, এই আর কি। আমাদের ঝাণ্ডাও তেরঙা নয়,* লাল-সাদা,' ইতস্তত করে জানালো বুড়োদের মধ্যে একজন।

'এমন কি আমাদের শুয়োরের বাচ্চা, বেয়াড়া ছেলেছোকরাগুলো একজন আরেকজনকে দেখলে 'কমরেড' বলে সেলাম ঠোকে!' আরেক জন যোগ করল।

পিওতর বগাতিরিওভ ছিমছাম ছাঁটা কটামতন গোঁফের ফাঁক দিয়ে মৃদু হাসল, কৌতুকভরে গোল গোল নীল চোখজোড়া কুঁচকে বলল, 'তোমাদের সোভিয়েত সরকার হল গিয়ে বসন্তের গোড়ার দিককার বরফের মতো। রোদ একটু চড়লেই গলে যাবে। আর যারা পালের গোদা, যারা কালাচে সর্দারি করে ফ্রন্ট ছেড়ে পালিয়েছিল, তাদের আমরা দনেৎস থেকে ফিরে এসেই চাবকে সোজা করব!'

'চাবকে হতভাগাগুলোর ছালচামড়া তুলে নেওয়া দরকার!'

---

* প্রতিবিপ্লবী কসাক বাহিনীর পতাকা: নীল, লাল ও হলুদ ডোরা (কসাক, কসাকভূমিতে বসবাসকারী বহিরাগত ও কালমিক ঐ তিন সম্প্রদায়ের প্রতীক)। – অনুঃ

'সেটাই একমাত্র রাস্তা।'

'চাবকানো দরকার! চাবকানো দরকার!'

'সবার সামনে চাবকাতে হবে, যতক্ষণ না প্যান্ট ভিজিয়ে ফেলে!' উৎফুল্ল হয়ে বুড়োরা একসঙ্গে বলে উঠল।

* * *

সন্ধ্যার দিকে এক বার্তাবহ ঘোড়সওয়ারের কাছ থেকে খবর পেয়ে তিনটে ঘর্মাক্ত ঘোড়ায় টানা চার চাকার হাল্‌কা গাড়ি হাঁকিয়ে বিদ্রোহী বাহিনীর অধিনায়ক কুদিনভ এবং সদর দপ্তরের প্রধান ইলিয়া সাফোনভ ছুটে এলো সিনগিনে।

বগাতিরিওভের আগমনে তারা আহ্লাদে আটখানা হয়ে প্রায় ঊর্ধ্বশ্বাসে এসে ঢুকল তার বাড়িতে। তেরপলের বর্ষাতি আর জুতোর কাদা পর্যন্ত মোছার তর সইল না।

চুয়াম

যে পঁচিশজন কমিউনিস্টকে সের্দোবস্ক রেজিমেন্ট বিদ্রোহীদের হাতে তুলে দিয়েছিল কড়া পাহারায় তাদের উস্ত্-খোপিওরস্কায়া থেকে বার করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। পালানোর কোন প্রশ্নই আসে না। সশী পাহারাদারদের মুখগুলো হিংসায় পাথরের মূর্তির মতো থমথম করছে। বন্দীদের ভিড়ের মাঝখানে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটতে হাঁটতে ঘৃণাভরা, কাতর চোখে বারবার ওদের দিকে তাকাচ্ছে ইভান আলেক্সেইয়েভিচ। মনে মনে ভাবছে, 'আমাদের খতম করে দেবে ওরা। আমাদের বিচার না হলে আর দেখতে হচ্ছে না!'

পাহারাদারদের মধ্যে দাড়িওয়ালা লোকই সংখ্যায় বেশি। ওদের দলপতি আতামান রেজিমেন্টের একজন সার্জেন্ট-মেজর, রক্ষণশীল ধর্মসম্প্রদায়ের এক বুড়ো। একেবারে গোড়াতেই, উস্ত্-খোপিওরস্কায়া ছেড়ে বেরোবার সঙ্গে সঙ্গে বন্দীদের সে বলেই দিয়েছিল যে কোন গল্পগুজব বা ধূমপান করা চলবে না, পাহারাদারদের কোন প্রশ্ন করাও চলবে না।

'ওরে, শয়তানের চেলাচামুণ্ডারা, ভগবানের নাম কর! যাচ্ছিস ত মরতে, শেষ সময়টা আর পাপ করা কেন? আরে! কী হল? ভগবানকে ভুলে বসে আছিস! সেই নোংরা শয়তানের কাছে নিজেদের বেচে দিয়েছিস! দুশমনের ছাপ লাগিয়েছিস গায়ে!' বলতে বলতে সে কখনও নাগান-রিভলভারটা হাতে তুলে

নাচায়, কখনও বা ঘাড়ে ঝোলানো রিভলভারের পাকানো দড়িটা ধরে নাড়াচাড়া করে।

বন্দীদের মধ্যে সের্দোবস্ক রেজিমেন্টের কম্যাণ্ডের কমিউনিস্ট বলতে ছিল মাত্র দুজন। ইভান আলেক্সেইয়েভিচ বাদে আর সকলে ছিল ইয়েলানস্কায়া জেলা-সদরের অ-কসাক সম্প্রদায়ের লোক – লম্বাচওড়া, স্বাস্থ্যবান ছেলেছোকরার দল – জেলাতে সোভিয়েত ফৌজ আসার সঙ্গে সঙ্গে ওরা পার্টিতে ঢুকেছিল। মিলিশিয়ার সেপাইতে কাজ করত ওদের কেউ কেউ, কেউ বা গ্রামের বিপ্লবী কমিটির সভাপতির কাজও করেছে। বিদ্রোহের পর উস্ত্-খোপিওরস্কায়া জেলা-সদরে পালিয়ে গিয়ে তারা সের্দোবস্ক রেজিমেন্টে যোগ দেয়। এক কালে ওদের প্রায় সকলেই ছিল কারিগর: ছুতোর, কাঠের মিস্ত্রী, পিপেওয়ালা, রাজমিস্ত্রী, চুল্লী-কারিগর, মুচি, দরজি – এই রকম নানান ধারার কাজ করত। ওদের মধ্যে যার বয়স সবচেয়ে বেশি তাকে দেখলে পঁয়ত্রিশের বেশি বলে মনে হয় না। সবচেয়ে ছোট যে তার বয়স বছর কুড়ি হবে। ছেঁচা শরীর, সুন্দর স্বাস্থ্য, বড় বড় হাতগুলোতে প্রচণ্ড শারীরিক খাটুনির জন্য কড়া-পড়া, চওড়া কাঁধ, ইয়া বুকের ছাতি – চেহারায় ওই কোলকুঁজো বুড়ো পাহারাদারগুলোর সঙ্গে ওদের বিরাট তফাত।

ইভান আলেক্সেইয়েভিচের পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে ইয়েলানস্কায়ার একজন কমিউনিস্ট ফিসফিস করে বলল, 'আমাদের কি বিচার করবে ওরা? তোমার কী মনে হয়?'

'সন্দেহ আছে। . . .'

'মেরে ফেলবে?'

'তাই ত মনে হয়।'

'কিন্তু ওরা নাকি গুলি করে মারে না? কসাকরা ত তা-ই বলছিল, মনে আছে?'

ইভান আলেক্সেইয়েভিচ চুপ করে থাকে। কিন্তু ওর মনের মধ্যেও স্ফুলিঙ্গের মতো দপ্ করে জ্বলে ওঠে একটা ক্ষীণ আশা: 'আরে, সত্যিই ত! ওরা আমাদের গুলি করে মারতে পারবে না। ওই হারামজাদাগুলোরই না স্লোগান ছিল: 'কমুরা নিপাত যাক, লুটতরাজ আর গুলিবাজী নিপাত যাক!' শোনা যায় ওরা নাকি বিচার ক'রে শুধু ঘানি ঠেলতে পাঠিয়ে দেয়। . . . বিচারে সাজা হতে পারে বড় জোর বেতের বাড়ি, নয়ত ঘানি টানা। যাক গে, সেটা তেমন ভয়ের নয়! শীতকাল অবধি হাজত খাটতে হবে। শীতকালে ফের যখন দন জমে যাবে তখন আমাদের লোকেরা আবার চাপ দেবে! . . .'

আশাটা জ্বলে উঠতে না উঠতেই স্ফুলিঙ্গের মতো নিভে যায়। 'না, মেরেই ফেলবে! রাগে সব শয়তানের মতো ফুঁসছে। হে জীবন, বিদায়! এঃ, এরকম হওয়া উচিত ছিল না! ওদের সঙ্গে লড়াই করেছি, আবার মনে মনে ওদের

ওপর একটা করুণাও ছিল। করুণা করাটা উচিত হয় নি। ওদের কচুকাটা করা উচিত ছিল, গোড়াসুদ্ধ উপড়ে ফেলা উচিত ছিল!'

ভাবতে ভাবতে ও শক্ত করে হাতের মুঠি পাকায়। অসহায় ক্রোধে ওর কাঁধদুটো নড়ে ওঠে। পরক্ষণেই মাথার পেছনে একটা ঘুষি এসে লাগতে হোঁচট খেয়ে পড়তে পড়তে সে নিজেকে সামলে নিল।

'অমন হাতের মুঠো পাকাচ্ছিস কেন রে, শুয়োরের বাচ্চা? বলি, অমন হাতের মুঠো পাকাচ্ছিস কেন, অ্যাঁ?' ঘোড়া চালিয়ে ওর ঘাড়ের ওপর এসে পড়ে পাহারাদারদের ওপরওয়ালা সার্জেন্ট-মেজরটি ধমক দিয়ে বলল।

আরও একবার চাবুক দিয়ে ঘা কষিয়ে দিল ইভান আলেক্সেইয়েভিচকে। ওর ভুরুর ওপরের ঢিবি থেকে মাঝখানে টোল পড়া খাড়া চিবুকের ওপর আড়াআড়ি কেটে দাগ পড়ে গেল।

ইয়েলান্স্কায়ার একজন লোক এই দৃশ্য দেখে ভিড় ঠেলে সামনে এগিয়ে এলো। ছুতোর-মিস্ত্রীর চওড়া বুকের ছাতি দিয়ে ইভান আলেক্সেইয়েভিচকে আড়াল করে কুণ্ঠিত হাসি হেসে কাঁপা কাঁপা গলায় চেঁচিয়ে বলল, 'কাকে মারছ? বরং আমাকেই মার না দাদু! আমাকে মার! জখমী মানুষটাকে কেন পেটাচ্ছ, বল ত?'

'যা তোলা রয়েছে তাতে তোরও কুলিয়ে যাবে! কসাক ভাইসব, পেটাও ওদের ধরে। পেটাও কমুগুলোকে।'

ইয়েলান্স্কায়ার লোকটার কাঁধের ওপর গরমকালের পাতলা খাকী শার্ট ছিঁড়ে এত জোরে চাবুক এসে পড়ল যে কাপড়ের ফালিগুলো আগুনে ঝলসানো পাতার মতো কুঁকড়ে গেল। সেগুলোকে ভিজিয়ে দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে ফুলে ওঠা কাঁধের কাটা জায়গা থেকে দরদর করে কালো রক্ত গড়িয়ে পড়তে লাগল।...

সার্জেন্ট-মেজর রাগে হাঁপাতে হাঁপাতে বন্দীদের মাড়িয়ে ঘোড়া চালিয়ে ভিড়ের একেবারে মাঝখানে ঢুকে পড়ল, নির্মমভাবে চাবুক চালাতে শুরু করল।

আরও একটা আঘাত নেমে এলো ইভান আলেক্সেইয়েভিচের ওপর। চোখের সামনে সরষে ফুল দেখতে লাগল। পায়ের নীচে মাটি দুলে উঠল। ওর উলটো দিকে বাঁ তীরের বালিয়াড়ির কিনারায় সবুজ বনের ঝালরটা যেন হেলে পড়ল।

ইভান আলেক্সেইয়েভিচ তার গাঁট ধরা হাতে ঘোড়ার রেকাবটা চেপে ধরল, ক্ষিপ্ত সার্জেন্ট-মেজরকে জিন থেকে টেনে নামানোর চেষ্টা করল। কিন্তু তলোয়ারের চেপ্টা দিকের একটা ঘায়ে মাটিতে উলটে পড়ে গেল, সরসরে নরম স্বাদহীন ধুলোকণা মুখের ভেতরে ঢুকে যেতে শ্বাস বন্ধ হওয়ার উপক্রম হল। জ্বালা ধরিয়ে দিয়ে নাক আর কান থেকে গলগল করে রক্ত বেরিয়ে এলো।...

পাহারাদাররা ওদের তাড়িয়ে নিয়ে ভেড়ার পালের মতো একসঙ্গে গাদা করে

পেটাতে থাকে। ওদের বেধড়ক পেটাল, অনেকক্ষণ ধরে পেটাল। রাস্তার ওপর উপুড় হয়ে পড়ে থাকতে থাকতে ইভান আলেক্সেইয়েভিচ যেন ঘুমের ঘোরে চাপা চিৎকার-চেঁচামেচি, নিজের চারধারে পায়ের ধুপধাপ আওয়াজ আর ঘোড়ার ক্ষিপ্ত নাক ঝাড়া শুনতে পেল। ঘোড়ার মুখের খানিকটা গরম ফেনা ওর টুপি-ছাড়া খালি মাথায় ঝরে পড়ল। প্রায় একই সঙ্গে খুবই কাছে কোথায় যেন, মাথার ঠিক ওপরে শুনতে পেল পুরুষমানুষের গলায় খিচুনির মতো ভয়ঙ্কর ফোঁপানি আর চিৎকার।

'শালা শুয়োরের বাচ্চা! লোকগুলোর হাতে কোন অস্ত্র নেই, আর তাদের ধরে কিনা মারছ! তবে রে!...'

ইভান আলেক্সেইয়েভিচের জখম পা-টাকে মাড়িয়ে দিল একটা ঘোড়া। নালের ভোঁতা কাঁটাগুলো পায়ের নলির নরম মাংসের মধ্যে কেটে বসে গেল। ওপরে শোনা গেল একের পর এক দ্রুত কতকগুলো ঘুষি চালানোর ধপধপ আওয়াজ।... এক মিনিট। – তারপরই কটু ঘাম আর নোনতা রক্তের গন্ধ ছড়িয়ে একটা ভিজে ভারী দেহ হুড়মুড় করে এসে পড়ল ইভান আলেক্সেইয়েভিচের পাশে। চেতনা সম্পূর্ণ লোপ পাওয়ার আগে সে শুনতে পেল উপুড় করা বোতলের ভেতর থেকে তরল পদার্থ গড়িয়ে পড়ার মতো লোকটার গলা থেকে গলগল করে রক্ত বেরিয়ে আসছে।...

তারপর তাদের দলসুদ্ধ তাড়িয়ে নিয়ে গেল দনে। সেখানে ওদের দিয়েই জখমের রক্ত ধোয়াল। হাঁটুজলে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ইভান আলেক্সেইয়েভিচ প্রচণ্ড জ্বালা ধরা জখম আর মার খেয়ে ফুলে যাওয়া জায়গাগুলো জলে ভেজাল। তার নিজেরই রক্তে মেশানো জল আঁজলা ভরে তুলে লোভীর মতো খেল। যে অদম্য তৃষ্ণা জেগে উঠেছিল ওর ভয় হচ্ছিল তা মেটাবার মতো সময় বুঝি আর পাবে না।

পথে এক কসাক ঘোড়সওয়ার ওদের ছাড়িয়ে আগে বেরিয়ে গেল। গাঢ় পাটকিলে রঙের ঘোড়াটার শরীরে বসন্তের ছোঁয়া লেগেছে। দিব্যি দানাপানি খাওয়া ঘোড়াটা ঘামে চকচক করছে, দ্রুত দুলকি চালে টগবগিয়ে চলেছে। ঘোড়সওয়ার অদৃশ্য হয়ে গেল সামনের গ্রামের ভেতরে। বন্দীরা গ্রামের প্রথম বাড়িঘরগুলোর কাছে আসতে না আসতে এক দল লোক হুড়মুড়িয়ে ছুটে এলো ওদের দিকে।

কসাক মেয়ে আর পুরুষের দলকে ওদের দিকে ছুটে আসতে দেখামাত্র ইভান আলেক্সেইয়েভিচের বুঝতে বাকি রইল না যে এবারে আর বাঁচার কোন আশা নেই। অন্যেরাও তা বুঝতে পারল।

'কমরেডরা। এসো এই বেলা বিদায় নেওয়া যাক!' সের্দোবস্ক কমিউনিস্টদের একজন চিৎকার করে বলল।

বিদেকাঠি, কোদাল, বর্শা আর গাড়ির পাশ থেকে খোলা লোহার শিক হাতে লোকজনের ভিড়টা এগিয়ে আসতে থাকে।

এর পর যা ঘটল তা একটা দুঃস্বপ্নের মতো। দশ ক্রোশ ধরে তারা গ্রামের পর গ্রাম পার হতে লাগল, প্রত্যেক গ্রামে জনতার হাতে নিগ্রহ চলল। গ্রামের ছেলে, বুড়ো, মেয়েরা বন্দী কমিউনিস্টদের মারতে থাকে, তাদের কালসিটে-পড়া রক্তজমা ফোলা মুখের ওপর থুতু ফেলে, ঢিল আর শুকনো মাটির ডেলা ছুঁড়ে মারে ওদের। মার খেয়ে খেয়ে ওদের চোখ অমনিতেই বন্ধ হয়ে এসেছিল - সেখানে ছাই আর ধুলোবালি ছুঁড়তে থাকে তারা। বিশেষ করে হিংস্র হয়ে ওঠে মেয়েমানুষগুলো। সবচেয়ে নিষ্ঠুর অত্যাচার তারাই করে। পঁচিশজন দণ্ডিত লোককে এই পিটুনিদলের সারির মাঝখান দিয়ে চলতে হয়। শেষকালে তাদের অবস্থা এমন হয়ে দাঁড়াল যে দেখে চেনার উপায় নেই। মারধর খেয়ে কালসিটে পড়ে, চাপচাপ রক্ত জমে, ফুলে, রক্তের সঙ্গে কাদায় মাটিতে মাখামাখি হয়ে এমনই বিকৃত আর তালগোল পাকানো বীভৎস পিণ্ডের মতো হয়ে গেছে তাদের শরীর আর মুখ যে তারা তখন আর দেখতে মানুষের মতো নেই।

গোড়ার দিকে ওদের পঁচিশজনের প্রত্যেকে আঘাত থেকে যতদূর সম্ভব গা বাঁচানোর জন্য পাহারাদারদের কাছ থেকে দূরে দূরে চলার চেষ্টা করছিল। সকলেই চেষ্টা করছিল তাদের পাঁচমিশালী লোকজনের সারির মাঝখানে গিয়ে পড়ার। ফলে তারা ঘন দঙ্গল বেঁধে চলছিল। কিন্তু ওদের বারবার আলাদা ক'রে ঠেলে বার ক'রে দেওয়া হতে লাগল। শেষকালে ওরা হাল ছেড়ে দেয়। মার খাওয়ার হাত থেকে নিজেদের রক্ষা করার ওই যৎসামান্য প্রয়াসও ছেড়ে দিয়ে আলাদা আলাদা হয়ে চলতে থাকে। এবারে ওদের প্রত্যেককে যন্ত্রণা দিতে থাকে একমাত্র একটাই আকাঙ্ক্ষা - নিজেকে প্রাণপণে সামলে রাখা, মাটিতে না পড়া, কেননা একবার পড়ে গেলে আর উঠে দাঁড়ানোর সাধ্য হবে না। ধীরে ধীরে একটা ঔদাসীন্য এসে ভর করে ওদের। প্রথম প্রথম চোখের মণির একেবারে সামনে বিদেকাঠির লোহার নীলচে ত্রিশূল ঝলকাতে দেখলে অথবা ম্লান ঝলক তুলে শাবলের ভোঁতামতন সাদা প্রান্তটা মাথার ওপর উঠলে ওরা প্রত্যেকেই অসহায়ভাবে হাত তুলে চোখ আড়াল দেওয়ার চেষ্টা করত, হাত দিয়ে মুখ আর মাথা ঢাকত। মার খাওয়া বন্দীদের ভিড়ের ভেতর থেকে কাকুতি-মিনতি, আর্তনাদ, গালিগালাজ শোনা যেত। অসহ্য যন্ত্রণায় ওদের ভেতরের নাড়িভুঁড়ি ছিঁড়ে যেন বেরিয়ে আসত জান্তব গর্জন। কিন্তু দুপুরের দিকে সবাই চুপ হয়ে গেল - শুধু একজন বাদে। সে হল ইয়েলান্স্কায়ার একজন যুবক - বয়সে সকলের ছোট, এককালে কোম্পানিতে সকলের ভালোবাসার পাত্র, রসিক স্বভাবের। মাথার ওপর একেক ঘা এসে পড়তে সেই

শুধু 'আঃ উঃ' করে চলেছে। হাঁটছে যেন গরম কয়লার ওপর দিয়ে। নাচের ভঙ্গিতে সারাটা দেহ মোচড়াচ্ছে, লগির বাড়িতে ভাঙা পা-টা ছেঁচড়াতে ছেঁচড়াতে টেনে নিয়ে চলেছে। . . .

দনের জলে গা-হাত-পা ধোয়ার পর ইভান আলেক্সেইয়েভিচের মনোবল যেন বেড়ে গিয়েছিল। কসাক পুরুষ আর মেয়েমানুষের দল ওর দিকে ধেয়ে আসছে দেখে সবচেয়ে কাছে যে কমরেডটি ছিল চটপট তার কাছ থেকে বিদায় চেয়ে নিল। নীচু গলায় বলল, 'আর কী, ভাইসব! কী ভাবে লড়াই করতে হয় আমরা দেখিয়েছি। এবারে আমাদের জানতে হবে কী ভাবে মাথা উঁচু করে মরতে হয়। . . . শেষ নিঃশ্বাসটুকু পড়ার আগে পর্যন্ত একটা কথা আমাদের মনে রাখতে হবে, একটাই মাত্র চিন্তা আমাদের সান্ত্বনা হয়ে থাকছে – ওরা আমাদের মেরে সাফ করে দিতে পারে, কিন্তু সোভিয়েত সরকারকে ঝেঁটিয়ে সাফ করতে পারবে না! কমিউনিস্টরা! ভাইসব! এসো, মন শক্ত করে বীরের মতো মারা যাই আমরা। আমাদের দুশমনরা যেন আমাদের দেখে উপহাস করতে না পারে!'

ইয়েলান্স্কায়ার কমিউনিস্টদের মধ্যে একজন একেবারে ভেঙে পড়ল। বব্‌রোভ্‌স্কি গ্রামে যখন বুড়োরা তাকে বেশ জুত করে, নিষ্ঠুরভাবে পেটাতে শুরু করল তখন সে বিশ্রী গলায় বাচ্চাদের মতো হাউমাউ করে কেঁদে উঠল, আঁট ফৌজী শার্টের কলার টান দিয়ে ছিঁড়ে ফেলে কসাক মেয়ে-পুরুষদের দেখাল একটা ছোট্ট ক্রুশ – গায়ের ঘামে আর নোংরায় কালচে পড়া ডুরি দিয়ে গলার সঙ্গে বাঁধা।

'কমরেডরা, আমি বেশি দিন হল পার্টিতে ঢুকি নি! . . . দয়া কর আমাকে! আমি ভগবানে বিশ্বাস করি! . . . আমার দুটো বাচ্চা! . . . দয়া কর! . . . তোমাদেরও ত ছেলেপুলে আছে! . . .'

'আমরা আবার তোর 'কমরেড' হলাম কিসের রে! চোপ্!'

'ছেলেপুলেদের কথা মনে হল বুঝি, হারামজাদা? ক্রুশ দেখানো হচ্ছে? কাণ্ডজ্ঞান হয়েছে তাহলে? কিন্তু আমাদের লোকদের যখন গুলি করে মেরেছিলে, তাদের যখন প্রাণ নিয়েছিলে তখন ত ভগবানের কথা মনে পড়ে নি!' এক কানে মাকড়ি-পরা খাঁদানাক এক বুড়ো ওকে দুটো ঘা কষিয়ে দিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে বলল। জবাবের জন্য অপেক্ষা না করে আবার মাথা লক্ষ্য করে হাত ওঠাল।

চোখ, কান আর চেতনা যা যা গ্রহণ করছে তার কাটা কাটা টুকরোগুলো সব ইভান আলেক্সেইয়েভিচের পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছে। কোনটাই মনে কোন দাগ কাটছে না। বুকটা পাথরের মতো হয়ে গেছে। একবার শুধু একটু কেঁপে উঠেছিল। দুপুরবেলায় ওরা তিউকোভ্‌নোভ্‌স্কি গ্রামে ঢুকল। গালাগাল আর কিলচড় ঘুষির বর্ষণ চলতে লাগল ওদের ওপর। সেই সময়ই ইভান আলেক্সেইয়েভিচের

চোখে পড়ল বছর সাতেকের একটা ছোট ছেলে তার মায়ের ঘাগরার আঁচল ধরে আছে, দুঃখে বিকৃত দুই গাল বয়ে দরদরধারে চোখের জল পড়ছে, তারস্বরে হাউমাউ চিৎকার করে বলছে, 'মা গো! আর মেরো না গো! উঃ, আর মেরো না! . . . আমার কষ্ট লাগে! ভয় লাগে! ওর যে রক্ত ঝরছে!'

মেয়েমানুষটি বেড়ার একটা খুঁটি তুলে নিয়ে ইয়েলানস্কায়ার লোকদের একজনের ওপর তাক করতে গিয়েছিল। হঠাৎ আর্তনাদ করে উঠে হাতিয়ারটা ফেলে দিল। বাচ্চা ছেলেটাকে হাত ধরে টেনে নিয়ে চটপট পালিয়ে গেল গলির ভেতরে। বাচ্চা ছেলের কান্নায়, শিশুর স্বাভাবিক উত্তেজনাময় অনুকম্পায় ইভান আলেক্সেই-য়েভিচও বিচলিত হয়ে পড়ল। চোখের অনাহূত নোনতা জলে ভিজে গেল তার রক্তজমা থেঁতলানো ঠোঁট। নিজের বাচ্চা ছেলেটা আর বৌয়ের কথা মনে পড়ে যেতে মুহূর্তের জন্য সে ফুঁপিয়ে উঠল। বিদ্যুতের মতো স্মৃতির এই হঠাৎ ঝলকানি ওর মনের মধ্যে জাগিয়ে তুলল এক তীব্র বাসনা: 'অন্তত ওদের চোখের সামনে যেন খুন না করে! যত তাড়াতাড়ি মেরে ফেলে ততই ভালো!'

কোন রকমে পা টেনে টেনে ক্লান্তিতে টলতে টলতে চলেছে ওরা। পায়ের ওপর চাপ পড়তে ব্যথায় টনটন করে ওঠে প্রতিটি গাঁট। গ্রাম ছাড়িয়ে গোরু চরানোর মাঠ। সেখানে স্তেপের বুকে একটা কুয়ো দেখতে পেয়ে ওরা পাহারাদারদের ওপরওয়ালার কাছে জল খাবার অনুমতি চাইল।

'ওসব জল খাওয়া-টাওয়ার দরকার নেই! অমনিতেই দেরি হয়ে গেছে! এগিয়ে চল!' সার্জেন্ট-মেজর ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে।

কিন্তু পাহারাদারদের মধ্যে একজন, এক বুড়ো বন্দীদের হয়ে বলল, 'একটু দয়ামায়া অন্তত দেখাও আকিম সাজোনভিচ! ওরাও ত মানুষ!'

'কিসের মানুষ? কমিউনিস্টরা মানুষ নয়! তাছাড়া তুমি আমায় শেখাতে এসো না! বলি ওপরওয়ালা এখানে কে – তুমি না আমি?'

'এখানে অমন অনেক ওপরওয়ালা আছে! ওহে যাও, যাও তোমরা, জল খেয়ে এসো!'

বুড়ো ঘোড়া থেকে নামল, কুয়ো থেকে এক কেঁড়ে জলও তুলল। বন্দীরা ওকে ঘিরে ধরল। সঙ্গে সঙ্গে পঁচিশজোড়া হাত এগিয়ে গেল কেঁড়েটার দিকে। কালো পোড়া কয়লার মতো ছড়ে যাওয়া ফোলা ফোলা চোখগুলো জ্বলজ্বল করে উঠল। হাঁপধরা ভাঙা ভাঙা গলায় ফিসফিস কথাবার্তা শোনা গেল।

'আমায় দাও দাদু!'

'এই একটুখানি দাও। . . .'

'এক ঢোক!'

কাকে প্রথম দেবে বুঝতে না পেরে বুড়ো ইতস্তত করতে লাগল। এই রকম টালবাহানার মধ্যে কয়েকটা ক্লান্তিকর মুহূর্ত কেটে যাবার পর শেষকালে গোরুভেড়ার জল খাওয়ার জন্য যে কাঠের গামলাটা মাটিতে গাঁথা ছিল সবটুকু জল সেখানে ঢেলে দিয়ে সে একপাশে সরে দাঁড়াল। চিৎকার করে বলল, 'এই তোরা এক পাল বলদের মতো অমন গুঁতোগুঁতি করছিস কেন? এক এক করে খা!'

গামলার সবুজ শেওলা আর ছাতাধরা তলায় জলটা গড়িয়ে পড়ল এক কোনায়, যেখানে রোদের তাপে পচা কাঠের স্যাঁতসেঁতে গন্ধ উঠছিল। বন্দীরা তাদের শেষ শক্তি প্রয়োগ করে ঝাঁপিয়ে পড়ল গামলার ওপরে। বুড়ো একের পর এক এগারো কেঁড়ে জল তুলে গামলায় ঢালে, ভুরু কুঁচকে করুণার দৃষ্টিতে তাকায় বন্দীদের দিকে।

ইভান আলেক্সেইয়েভিচ হাঁটু গেড়ে বসে আকণ্ঠ জল খেল। খানিকটা চাঙ্গা হয়ে উঠে মাথা তুলে তাকাতে চোখের সামনে সব কিছু অসম্ভব রকমের স্পষ্ট, প্রায় অস্বাভাবিক উজ্জ্বল দেখতে পেল: চুনাপাথরের গুঁড়োর তুষারধবল আস্তরণে ঢাকা পড়ে আছে দন-পারের রাস্তা। দূরে স্বপ্নদৃশ্যের মতো দাঁড়িয়ে আছে খড়ির পাহাড়ের নীল শৈলশিরাগুলো। তাদের মাথা ছাড়িয়ে, ফেনার ফেলানো দনের দুরন্ত প্রবাহ ছাড়িয়ে অনেক উঁচুতে, মানুষের নাগালের বাইরে, আকাশের ধ্যানগম্ভীর নিঃসীম নীলিমার মাঝে ছোট্ট এক টুকরো মেঘ। হাওয়ার টানে, ঝলমলে সাদা পাল উড়িয়ে তরতর করে ভেসে চলেছে উত্তর দিকে। দনের দূর বাঁকে পড়েছে তারই শুভ্র জ্যোতির্ময় ছায়া।

পঞ্চান্ন

বিদ্রোহী বাহিনীর হাই কম্যান্ডের এক গোপন বৈঠকে ঠিক হল দনের সরকার আতামান বগায়েভ্স্কির কাছে সাহায্য চাওয়া হবে।

১৯১৮ সালের শেষ দিকে দনের উজান এলাকার কসাকরা যে লাল ফৌজের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা চালিয়েছিল এবং ফ্রন্ট ছেড়ে চলে এসেছিল তার জন্য অনুতাপ ও দুঃখ প্রকাশ করে একটা চিঠি লেখার ভার দেওয়া হল কুদিনভকে। কুদিনভ সেই চিঠি লিখল। ভবিষ্যতে, যতক্ষণ না জয় হয় ততক্ষণ বলশেভিকদের সঙ্গে পুরোদস্তুর লড়াই চালিয়ে যাবে – দনের উজান এলাকার সমস্ত বিদ্রোহী কসাক সম্প্রদায়ের নামে এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে সে এরোপ্লেনে করে ফ্রন্টের ওপর দিয়ে বিদ্রোহী ইউনিটগুলোর পরিচালনার জন্য নিয়মিত পর্যায়ের অফিসার আর রাইফেলের কার্তুজ পাঠানোর অনুরোধ জানাল।

পিওতর বগাতিরিওভ তখনকার মতো সিন্‌গিনেই রয়ে গেল, পরে চলে গেল ভিওশেন্‌স্কায়ায়। কুদিনভের চিঠি নিয়ে পাইলট ফিরে গেল নোভোচের্কাসস্কে।

সেই দিন থেকে দন-সরকার আর বিদ্রোহী সেনাদপ্তরের মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগসূত্র স্থাপিত হল। প্রায় রোজই দনেৎসের ওপাড় থেকে ফরাসী কারখানায় তৈরি নতুন নতুন এরোপ্লেন উড়ে আসে অফিসার, রাইফেলের কার্তুজ নিয়ে। এমন কি তিন ইঞ্চি ব্যাসের কামানের জন্য অল্পস্বল্প পরিমাণ গোলাও নিয়ে আসে। দনের উজান অঞ্চলের যে-সমস্ত কসাক দন ফৌজের সঙ্গে পিছু হটে গিয়েছিল পাইলটরা তাদের কাছ থেকে চিঠি নিয়ে আসে, ভিওশেন্‌স্কায়া থেকে দনেৎসে নিয়ে যায় তাদের আত্মীয়স্বজনের জবাব।

ফ্রন্টের অবস্থা বুঝে, নিজের সামরিক পরিকল্পনা অনুযায়ী দন ফৌজের নতুন কম্যাণ্ডার জেনারেল সিদোরিন অপারেশনের ব্যাপারে সদর দপ্তরের তৈরি পরিকল্পনা, নির্দেশ, রিপোর্ট এবং বিদ্রোহী ফ্রন্টে রেড আর্মির ইউনিট পাঠানোর খবরাখবরও কুদিনভকে জানাতে থাকে।

সিদোরিনের সঙ্গে এই পত্রালাপের কথা কুদিনভ শুধু বাছা বাছা কয়েক জন লোককেই জানায়, বাদবাকি সকলের কাছে সম্পূর্ণ গোপন রাখে।

ছাপ্পান্ন

বিকেল পাঁচটা নাগাদ বন্দীদের তাড়িয়ে নিয়ে আসা হল তাতারস্কিতে। বসন্তকালের স্বল্পস্থায়ী গোধূলি আসন্নপ্রায়। সূর্য ইতিমধ্যেই পাটে যেতে বসেছে, তার বহ্নিমান গোলাটা পশ্চিম আকাশে ছড়িয়ে পড়া ময়ূরকণ্ঠী রঙের আলুথালু মেঘের কিনারা ছুঁয়েছে।

গ্রামের বারোয়ারি শস্য রাখার বিশাল গোলার ছায়ায়, রাস্তার ওপরে তাতারস্কি পদাতিক দলের একটা স্কোয়াড্রনের সেপাইরা কেউ বসে আছে, কেউ বা দাঁড়িয়ে আছে। ইয়েলেন্‌স্কায়ার স্কোয়াড্রনগুলোকে লাল ফৌজের ঘোড়সওয়ারদের প্রবল আক্রমণ আটকাতে বেশ বেগ পেতে হচ্ছিল, ওদের সাহায্য করার জন্যই তাতারস্কির এই লোকগুলোকে পাঠানো হয়েছে দনের ডান তীরে। পজিশন নিতে যাবার আগে তারা গোটা দলবল নিয়ে গ্রামে ঢুকেছে আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে দেখা করতে আর সেই সঙ্গে খাবারদাবারও মজুত করে নিতে।

ওই দিনই ওখান থেকে তাদের বেরিয়ে পড়ার কথা। কিন্তু পথে তারা শুনতে পেয়েছিল যে কিছু কমিউনিস্ট বন্দীকে ভিওশেন্‌স্কায়াতে নিয়ে আসা হচ্ছে,

তাদের মধ্যে মিশ্‌কা কশেভয় আর ইভান আলেক্সেইয়েভিচও আছে, তাতার্‌স্কিতে এই এসে গেল বলে – তাই একটু অপেক্ষা করেই যাবে ঠিক করল। বিশেষত প্রথম লড়াইয়ে যে-সব কসাকের আত্মীয়রা পেত্রো মেলেখভের সঙ্গে মারা গিয়েছিল তারা কশেভয় আর ইভান আলেক্সেইয়েভিচের সঙ্গে দেখা হওয়া দরকার বলে জেদ ধরেছে।

তাতার্‌স্কির লোকেরা নিজেদের মধ্যে অলসভাবে কথাবার্তা বলছিল। তারা গোলাঘরের দেয়ালে রাইফেলগুলো হেলান দিয়ে রেখেছে। কেউ বসে, কেউ দাঁড়িয়ে, কেউ তামাক খাচ্ছে, কেউ বা দাঁতে খোসা ছাড়িয়ে সূর্যমুখীর বীচি খাচ্ছে। মেয়ে বুড়ো বাচ্চারা ঘিরে ধরেছে তাদের। সারা গ্রামের লোক রাস্তায় বেরিয়ে এসেছে, বাড়িঘরের ছাদ থেকে বাচ্চারা সমানে নজর রাখছে ওদের তাড়িয়ে আনা হচ্ছে কিনা।

অবশেষে কে একজন কচি বাচ্চা গলায় চেঁচিয়ে জানাল, 'ওই যে দেখা গেছে! নিয়ে আসছে ওদের!'

সঙ্গে সঙ্গে ব্যস্তসমস্ত হয়ে উঠে দাঁড়াল সেপাইরা, সাড়া পড়ে গেল লোকজনের মধ্যে। ওদের কথাবার্তা সজীব হয়ে ওঠে, চাপা গুঞ্জন ছড়িয়ে পড়ল। বাচ্চারা পায়ের দুদ্দাড় আওয়াজ তুলে ছুটে যায় বন্দীদের দিকে। আলিওশ্‌কা শামিলের সদ্য বিধবা বৌ এখনও শোক সামলে উঠতে পারে নি – বিলাপ করে কেঁদে উঠল সে।

'দুশমনগুলোকে নিয়ে আসছে।' মোটা গলায় এক বুড়ো বলল।

'শয়তানগুলোকে মার! অমন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তোমরা সব কী দেখছ, ভাই!'

'ওদের বিচার চাই!'

'আমাদের কত লোককেই না ওরা মেরেছে!'

'কশেভয় আর ওর স্যাঙাতটাকে আমরা লটকাব!'

দারিয়া মেলেখভা দাঁড়িয়ে ছিল আনিকুশ্‌কার বৌয়ের পাশে। মার খাওয়া বন্দীদের ভিড়টা এগিয়ে আসতে সে-ই প্রথম তাদের মধ্যে চিনতে পারল ইভান আলেক্সেইয়েভিচকে।

মেয়েদের চিৎকার-চেঁচামেচি, কান্না আর ভাঙা ভাঙা কথাবার্তার আওয়াজ ক্রমেই উত্তাল হয়ে উঠছিল। ঘোড়ার পিঠ থেকে হাত বাড়িয়ে ইভান আলেক্সে-ইয়েভিচকে দেখিয়ে সেই ভয়ঙ্কর আওয়াজ ছাপিয়ে কর্কশ গলায় চিৎকার করে বলল পাহারাদার দলের প্রধান, সার্জেন্ট-মেজরটি, 'তোমাদের গাঁয়ের এক ভাইকে নিয়ে এলাম গো! শালা শুয়োরের বাচ্চাটার দিকে তাকিয়ে নয়ন সার্থক কর! খ্রীষ্ট প্রেমে গদগদ হয়ে আদর কর!'

'অন্যটা কোথায়? মিশ্‌কা কশেভয় কোথায়?'

চালিয়াতনন্দন আস্তিপ্‌ চলতে চলতে কাঁধ থেকে রাইফেল নামিয়ে ভিড় ভেদ করে এগিয়ে গেল। রাইফেলটা এদিক-ওদিক দুলতে থাকায় তার কুঁদো আর সঙীন ঠেকতে থাকে লোকের গায়ে।

'তোমাদের গাঁয়ের এই একটিই লোক–এছাড়া আর কেউ ছিল না। তা প্রত্যেকে যদি এক এক টুকরো করে ছেঁড়ো, এতেই ঢের কুলিয়ে যাবে,' ঘামে জবজবে মুখটা লাল রুমাল দিয়ে মুছে, বেশ কষ্ট করে জিনের ওপর দিয়ে একটা পা উঠিয়ে আনতে আনতে পাহারাদার সার্জেন্ট-মেজর বলল।

মেয়েদের তারস্বরে চিৎকার আর চেঁচামেচি বাড়তে বাড়তে উত্তেজনার চরম সীমানায় পৌঁছে যায়। দারিয়া ঠেলে পথ করে এগিয়ে গেল পাহারাদারদের দিকে, পাহারাদারদের একজনের ঘোড়ার ভিজে পাছার ওপাশে, মাত্র কয়েক হাত দূরেই সে দেখতে পেল ইভান আলেক্সেইয়েভিচকে। মার খেয়ে খেয়ে রক্ত জমে লোহার মতো শক্ত দেখাচ্ছে তার মুখটা। মাথাটা বীভৎসরকম ফুলে উঠেছে, মাথার চুলগুলো শুকনো রক্তে চড়চড় করছে, একটা বালতির সমান উঁচু খাড়া হয়ে আছে। কপালের চামড়া ফুলে ঢোল হয়ে ফেটে গেছে, গালদুটো লাল, চকচক করছে। মাথার চাঁদিটা জেলির মতো থকথক করছে, একজোড়া পশমী দস্তানা দিয়ে ঢাকা। দেখে মনে হয় রোদের প্রখর তাপ, বাতাসে গিজগিজে ছোট ছোট মশা আর মাছির ঝাঁক থেকে ঘেয়ো জায়গাটা বাঁচানোর চেষ্টায় ওগুলো সেখানে রেখেছিল। দস্তানাগুলো এখন ঘায়ের সঙ্গে এঁটে গিয়ে মাথার ওপরেই রয়ে গেছে। . . .

তাড়া-খাওয়া জন্তুর মতো এদিক-ওদিক তাকায় সে, ভিড়ের মধ্যে দৃষ্টি দিয়ে খুঁজে বেড়ায় বৌ আর বাচ্চা ছেলেটাকে। আবার ভয়ও পায় পাছে ওদের দেখতে পায় ওখানে। ওর ইচ্ছে হয় একজন কাউকে ডেকে অনুরোধ জানায় যেন ওরা ওখানে এসে থাকলে ওদের সরিয়ে নিয়ে যায়। এতক্ষণে সে বুঝতে পেরেছে যে তাতারস্কি ছাড়িয়ে আর তাকে যেতে হচ্ছে না, এখানেই মরতে হবে তাকে। আবার পরিবারের লোকেরা তাকে মরতে দেখে এটাও তার ইচ্ছে নয়। কিন্তু মৃত্যুকে সে এখন অপেক্ষা করছিল ব্যাকুল আগ্রহ নিয়ে–আগ্রহটা যেন ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছিল। কোলকুঁজো হয়ে আস্তে আস্তে অনেক কষ্টে মাথা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সে তার গ্রামের পাড়াপড়শীদের চেনা মুখগুলোর ওপর চোখ বুলাল, কিন্তু একটা মুখেও দেখতে পেল না করুণা বা সমবেদনার কোন চিহ্ন। কসাক মেয়ে-পুরুষ সকলেরই চোখের দৃষ্টি ভ্রূকুটিভরা, কুটিল।

ওর গায়ের রঙচটা খাকী জামাটা প্রতিবার নড়াচড়ার সঙ্গে সঙ্গে খড়মড় করে ওপরে উঠে যাচ্ছে, সরসর আওয়াজে তুলছে। জামাটা আগাগোড়া ছেয়ে গেছে শুকনো রক্তের বাদামী ছোপে। ওর পরনের তুলোয় ঠাসা লাল ফৌজী

পাতলুন আর ওর বড় বড় খালি পা, পায়ের চেপ্টা গোড়ালি আর বাঁকা আঙুল – সবই রক্তচর্চিত।

দারিয়া এসে দাঁড়াল ওর মুখোমুখি। গলার ভেতর থেকে ঠেলে বেরিয়ে আসা ঘৃণায়, অনুকম্পায় আর ভয়ঙ্কর কিছু একটা যা এই এখুনি যে-কোন মুহূর্তে ঘটে যেতে পারে তার ক্লান্তিকর প্রতীক্ষায় হাঁপাতে হাঁপাতে সে তাকাল ইভান আলেক্সেইয়েভিচের মুখের দিকে – কিছুতেই তার প্রত্যয় হচ্ছিল না ও তাকে দেখতে পাচ্ছে কিনা, চিনতে পারছে কিনা।

এদিকে ইভান আলেক্সেইয়েভিচ ওই রকমই উৎকণ্ঠায়, উত্তেজিত হয়ে অস্বাভাবিক রকমের চকচকে এক চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে (অন্যটা ফুলে বুজে গেছে) দেখছিল জনতাকে। এমন সময় ওর দৃষ্টি এসে থমকে গেল কয়েক পা দূরে দাঁড়িয়ে থাকা দারিয়ার ওপর। সঙ্গে সঙ্গে ঘোর মাতালের মতো টলতে টলতে সে কয়েক পা সামনে এগিয়ে গেল। অতিরিক্ত রক্ত ক্ষয় হওয়ার ফলে ওর মাথা ঘুরছিল, চেতনা প্রায় লুপ্ত হয়ে আসছিল। কিন্তু যখন চারধারের সব কিছু অবাস্তব মনে হতে থাকে, যখন একটা বিশ্রী বেহুঁশ ভাবের ফলে মাথা ঘুরতে থাকে, চোখের সামনে থেকে আলো নিভে আসে, সেই মাঝখানের অবস্থাটা ওকে অস্বস্তির মধ্যে ফেলে দিল। তখনও প্রচণ্ড ইচ্ছাশক্তির জোরে সে পায়ে খাড়া হয়ে রইল।

দারিয়াকে দেখতে পেয়ে, চিনতে পেরে সে সামনে পা ফেলল, টাল খেল। এক সময় তার যে ঠোঁটজোড়ায় দৃঢ়তার আভাস ফুটে উঠত, যেগুলো এখন থেঁতলে বিকৃত হয়ে উঠেছে, সেখানে ফুটে উঠল সুদূর হাসির মতো একটা ক্ষীণ রেখা। হাসির মতো এই ভঙ্গিটি দেখেই যেন দারিয়ার হৃৎপিণ্ড আরও জোরে, আরও ঘনঘন বাজতে লাগল – মনে হতে লাগল যেন ধুকপুক করছে গলার ঠিক কাছাকাছি কোথাও।

ইভান আলেক্সেইয়েভিচের আরও কাছে ঘেঁসে এলো সে। ঘন ঘন উত্তেজিত নিঃশ্বাস পড়তে লাগল। প্রতি মুহূর্তে ওর মুখটা আরও বেশি করে ফেকাসে হয়ে যেতে থাকে।

'এই যে দাদা, কেমন আছ?'

ওর গলায় যে গমগমে আবেগের ভাব আর অস্বাভাবিক টান ফুটে উঠল তাতে জনতা থতমত খেয়ে চুপ করে গেল।

নিস্তব্ধতা ভেদ করে শোনা গেল চাপা অথচ দৃঢ় কণ্ঠের উত্তর:

'কেমন আছ দারিয়া বোনটি?'

'আচ্ছা, আমার প্রাণের দাদা ভাইটি, এবারে বল দেখি তুমি তোমার জ্ঞাতি-

ভাইটিকে. . . আমার সোয়ামিকে. . . কী ভাবে. . .' বলতে বলতে দারিয়ার গলা বুজে গেল, দুহাতে বুক চেপে ধরল সে। আর কথা বলার ক্ষমতা রইল না তার।

পরিপূর্ণ নিস্তব্ধতা, টানটান হয়ে যেন যে-কোন মুহূর্তে ভেঙে পড়ার জন্য তৈরি। এই থিতিয়ে পড়া অশুভ স্তব্ধতার মধ্যে একেবারে পেছনের সারিগুলোতেও শোনা গেল দারিয়ার প্রশ্নের প্রায় স্পষ্ট শেষ কথাগুলো: 'কীভাবে তুমি মেরেছ আমার সোয়ামিকে?'

'না বোনটি, আমি মারি নি তাকে!'

'বলছ তুমি মার নি তাকে?' কাঁপা কাঁপা গলা আরও চড়িয়ে দারিয়া বলল। 'তুমি আর মিশ্কা কশেভয় – তোমরাই না কসাকদের খুন করেছ? বলতে চাও তোমরা কর নি?'

'না বোন, আমরা ওকে. . . আমি ওকে খুন করি নি!'

'তাহলে কে ওকে সরাল এই পৃথিবী থেকে? বল, কে? বল!'

'ট্রান্স-আমুর রেজিমেন্ট তখন. . .'

'তুমি! তুমিই মেরেছ!. . . কসাকরা বলেছে, তোমায় দেখেছিল টিলার ওপরে! তুমি ছিলে সাদা ঘোড়ার পিঠে! 'না' বলতে পারিস, হতভাগা?'

'আমি ছিলাম সে লড়াইয়ে। . . .' অনেক কষ্টে বাঁ হাতটা মাথা পর্যন্ত তুলে শুকিয়ে জখম জায়গায় এঁটে যাওয়া দস্তানাজোড়া ঠিক করে নেয় সে। কিন্তু তার গলায় স্পষ্ট ফুটে ওঠে দৃঢ়তার অভাব, যখন সে বলল, 'আমিও ছিলাম সে লড়াইয়ে, কিন্তু তোমার স্বামীকে খুন আমি করি নি, তাকে খুন করেছে মিখাইল কশেভয়। ওই তাকে গুলি করেছিল। পেত্রো ভাইয়ের জন্যে দায়ী আমি নই।'

ভিড়ের ভেতর থেকে তীক্ষ্ণ স্বরে চেঁচিয়ে উঠল 'ঘোড়ার নাল' ইয়াকভের বিধবা স্ত্রী, 'ওরে দুশমন, তাহলে বল, আমাদের গাঁয়ের কোন্ মানুষটিকে খুন করেছিস তুই? কাদের ছেলেপুলেকে অনাথ করেছিস?'

অমনিতেই উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল আবহাওয়া। তাকে আরও উত্তপ্ত ক'রে তুলে শোনা গেল মেয়েদের ফোঁপানি, চিৎকার আর মৃতের জন্য 'বিকট সুরে' বিলাপ।

পরে দারিয়া বলেছিল সে বুঝতেই পারে নি কী ভাবে, কোথা থেকে ওর হাতে ক্যাভালরি কার্বাইন এসে গিয়েছিল, কে ওর হাতে গুঁজে দিয়েছিল। কিন্তু মেয়েরা যখন বিলাপ করতে লাগল তখন ও নিজের হাতের মধ্যে অনুভব করল একটা অজানা জিনিসের অস্তিত্ব। সে দিকে না তাকিয়ে, স্পর্শেই বুঝতে পেরেছিল যে ওটা একটা রাইফেল। প্রথমে ও রাইফেলের নলটা চেপে ধরেছিল, কুঁদো দিয়ে ইভান আলেক্সেইয়েভিচকে বাড়ি মারবে বলে। কিন্তু বন্দুকের মাছি হাতের তালুতে গেঁথে বসে যেতে এত ব্যথা লাগল যে আঙুল সরিয়ে নিয়ে সে কুঁদো

চেপে ধরল। পরে ঘুরিয়ে নিল, তুলে কাঁধে ঠেকাল, এমন কি নিশানার মাছি ঠেকাল ইভান আলেক্সেইয়েভিচের বুকের বাঁ দিকে।

দারিয়া দেখতে পেল ইভান আলেক্সেইয়েভিচের পেছন থেকে কসাকরা সব ঝটপট সরে যাচ্ছে, গোলাঘরের কাটা-গুঁড়ি-সাজানো ধূসর দেয়ালটা দেখতে দেখতে খালি হয়ে গেল। ও শুনতে পেল লোকজনের ভয়ার্ত চিৎকার: 'আরে, মাথাটা খারাপ হয়ে গেল নাকি! নিজের লোকদের মেরে ফেলবে যে! রোসো, গুলি কোরো না!' জনতা হিংস্র পশুর মতো সতর্ক প্রতীক্ষা নিয়ে এক দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে আছে। তাতে উৎসাহিত হয়ে, স্বামীর মৃত্যুর প্রতিহিংসা গ্রহণের বাসনায়, আবার পুরুষেরা পর্যন্ত যে অবাক হয়ে, এমন কি ভীতসন্ত্রস্ত দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে আছে, ঘটনার একটা পরিণতি আশা করছে, ঠিক এই মুহূর্তে সে যে মোটেই আর দশজন মেয়েমানুষের মতো নয়, বিশেষত এ ধরনের একটা দম্ভ হঠাৎ তার মধ্যে দেখা দিল। আর সেই কারণে সকলকে ভয় পাইয়ে দেবার জন্য তাকে যে অসাধারণ ও ভয়ঙ্কর একটা কিছু করতে হবে – একই সঙ্গে এই রকম নানা ধরনের অনুভূতি যেন তাকে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। চেতনার গহনে কোথায় যেন আগে থাকতেই নির্ধারিত এমন একটা কিছুর দিকে ভয়ঙ্কর দ্রুতগতিতে এগিয়ে যাচ্ছে যার সম্পর্কে ভাবার কোন ইচ্ছে, এমন কি ক্ষমতাও তার সেই মুহূর্তে ছিল না। মুহূর্তের জন্য সে ইতস্তত করল, সাবধানে বন্দুকের ঘোড়াটা আঙুলে ঠাহর করতে লাগল। তারপর হঠাৎ নিজে কিছু বোঝার আগেই জোরে ঘোড়া টিপে দিল।

রাইফেলের আচমকা ধাক্কায় ছিটকে পড়েছিল সে। শব্দে কানে তালা লেগে যায়। কিন্তু কোঁচকানো চোখের ফাঁক দিয়ে সে দেখতে পেল নিমেষের মধ্যে ইভান আলেক্সেইয়েভিচের মুখখানা চমকে উঠে ভীষণভাবে বদলে গেল চিরকালের জন্য। অনেক উঁচু থেকে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ার মতো করে ইভান আলেক্সেইয়েভিচ দুহাত ছড়াল, তারপর জড় করল, চিতপাত হয়ে পড়ল মাটিতে। মৃগী রোগীর মতো ছটফট করতে লাগল মাথাটা, দুপাশে ছড়ানো হাতের আঙুলগুলো প্রচণ্ডভাবে নাড়িয়ে মাটি খিমচাতে লাগল সে।

কী কাজটা সে করে ফেলল দারিয়া তখনও তা ভালোমতো বুঝে উঠতে পারে নি। রাইফেলটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ধরাশায়ী লোকটার দিকে পিছন ফিরিয়ে নিত্যকার সহজসরল একটা অস্বাভাবিক ভঙ্গিতে মাথার শুড়নাটা ঠিক করে নিল, বেরিয়ে আসা চুলগুলো ভেতরে গুঁজে দিল।

দারিয়াকে অতিরিক্ত সৌজন্য দেখিয়ে একপাশে সরে গিয়ে পথ করে দিতে দিতে একজন কসাক বলল, 'এখনও নিঃশ্বেস ফেলছে। ...'

কাকে নিয়ে বলা হল, কীই বা বলা হল বুঝতে না পেরে দারিয়া ফিরে তাকাল, শুনতে পেল একটা গভীর একটানা, এক সুরে গোঙানি – সেটা যেন গলা থেকে বেরোচ্ছে না, বেরিয়ে আসছে আরও অনেক ভেতর থেকে কোথাও – মাঝে মাঝে ছেদ পড়ছে মৃত্যুর আগের মুহূর্তের নাভিশ্বাসে। কেবল তখনই দারিয়া বুঝতে পারল যে-লোকটা গোঙাচ্ছে সে হল ইভান আলেক্সেইয়েভিচ, ওরই হাতে তার মরণ ঘটল। হাল্কা পায়ে হনহন করে গোলাবাড়ির পাশ দিয়ে সে চলে গেল বারোয়ারিতলার দিকে। মাত্র কয়েকজন লোক তাকিয়ে দেখল ওকে।

লোকজনের মনোযোগ চকিতে ঘুরে এলো চালিয়াতনন্দন আন্তিপের দিকে। কুচকাওয়াজের মাঠের মহড়ার মতো পায়ের পাতায় ভর দিয়ে সে তাড়াতাড়ি ছুটে এসেছে ইভান আলেক্সেইয়েভিচের দিকে। কী কারণে, কে জানে পেছনে লুকিয়ে রেখেছে জাপানী রাইফেলের খোলা সঙীনটা। ওর চালচলন ধীরস্থির ও দৃঢ়। উবু হয়ে বসে সঙীনের ফলা ইভান আলেক্সেইয়েভিচের বুকের ভেতরে চালিয়ে দিয়ে চাপা গলায় সে বলল, 'এই বারে শেষ নিঃশ্বাস ফেল কোতলিয়ারভ!' সঙ্গে সঙ্গে বাঁটের ওপর গায়ের পুরো জোর দিয়ে ঠেলে দিল সঙীনটা।

অনেক যন্ত্রণা পেয়ে অনেকক্ষণ সময় নিয়ে মরল ইভান আলেক্সেইয়েভিচ: ওর সুস্থসবল পেশল দেহ ছেড়ে প্রাণ যেন আর বেরোতেই চায় না। এমন কি তৃতীয়বার সঙীনের খোঁচা খেয়েও ও মুখ হাঁ করছিল, ওর রক্তমাখা দাঁতের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে আসছিল ঘড়ঘড়ে গলার একটানা 'আ-আ-আ' আওয়াজ।

'ধুত্তোর, কাটার ছিরি দেখ!' এই বলে চালিয়াতনন্দনকে এক ধাক্কায় সরিয়ে দিয়ে পাহারাদারদের সর্দার সার্জেন্ট-মেজর তার নাগান রিভলভার তুলে নিয়ে বাঁ চোখ কুঁচকে চটপট তাগ করল।

গুলির আওয়াজটা যেন সঙ্কেতের কাজ করল – এর পরই কসাকরা অন্য যে সব বন্দীদের জেরা করছিল, তাদের মারতে শুরু করে দিল। বন্দীরা ছত্রভঙ্গ হয়ে এলোমেলো ছুটতে লাগল। চিৎকার-চেঁচামেচির সঙ্গে মিশে একাকার হয়ে গেল রাইফেলের গুলির শুকনো কাটা কাটা আওয়াজ। . . .

* * *

এক ঘণ্টা পরে ঘোড়া হাঁকিয়ে তাতারস্কিতে এসে পৌঁছুল গ্রিগোরি মেলেখভ। ঘোড়াটাকে ও ছুটিয়ে মেরে ফেলেছিল। উস্ত্-খোপিওরস্কায়া থেকে আসার পথে দুটো গ্রামের মাঝখানে জোর ছুটানোর সময় সেটা মুখ থুবড়ে পড়ে যায়। ঘোড়ার জিনখানা খুলে পিঠে করে গ্রিগোরি বয়ে আনল কাছের একটা গ্রামে। সেখানে

একটা রদ্দিমার্কা ছোট্ট ঘোড়া নিয়ে যখন সে এসে পৌঁছুল তখন দেরি হয়ে গেছে। তাতারস্কির পদাতিক বাহিনী ততক্ষণে টিলা পেরিয়ে চলে গেছে উস্ত্-খোপিওর্স্কায়ার গ্রামগুলোর বাইরে, লোক-বসতির সীমান্তে, যেখানে রেড আর্মির ক্যাভালরি ডিভিশনের ইউনিটগুলোর সঙ্গে লড়াই চলছিল। তাতারস্কি গ্রাম নিস্তব্ধ, জনশূন্য। আশেপাশের পাহাড়গুলোর ওপর, দনের ওপাড়ে যে-সমস্ত পপলার আর অ্যাস গাছ সরসর আওয়াজ তুলছে তাদের ওপর নেমে এসেছে রাতের ঘন কালো ছায়া।

গ্রিগোরি ঘোড়া চালিয়ে বাড়ির উঠোনে ঢুকল। ঘরের ভেতরে ঢুকল। ঘরে আলো নেই। ঘন অন্ধকারের মধ্যে গুনগুন করছে মশা, সামনের কোণে আবছা চকচক করছে সোনালি বিগ্রহগুলো। নিজের বাড়ির আবাল্য পরিচিত উত্তেজনাকর গন্ধটা বুক ভরে টেনে নিয়ে গ্রিগোরি ডাক দিল, 'বাড়িতে কে আছ? মা। দুনিয়াশ্‌কা!'

'ছোড়্দা! তুমি?' ভেতরের ঘর থেকে শোনা গেল দুনিয়াশ্‌কার গলা।

খালি পায়ের থপথপ আওয়াজ হল, দরজার ফাঁকে দেখা দিল দুনিয়াশ্‌কার সাদা মূর্তিটা। ও তখন তাড়াতাড়ি সায়ার বাঁধুনি আঁটছে।

'তোরা সব এত তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়লি যে? মা কোথায়?'

'আমাদের এখানে . . .'

বলতে গিয়ে দুনিয়াশ্‌কা চুপ করে যায়। গ্রিগোরি টের পায় ও উত্তেজিতভাবে ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলছে।

'কী ব্যাপার তোদের এখানে? বন্দীদের কি অনেকক্ষণ হল নিয়ে গেছে?'

'ওদের মেরে ফেলেছে।'

'কী-ই-ই?'

'কসাকরা মেরে ফেলেছে। . . . উঃ, ছোড়্দা গো। আমাদের এই দারিয়া-বৌদিটা একটা নচ্ছার মাগী। . . .' ঘৃণাভরা কান্নায় গলা বুজে আসে দুনিয়াশ্‌কার। '. . .ও নিজে হাতে খুন করেছে ইভান আলেক্সেইয়েভিচ্‌কে। . . . গুলি করে মেরেছে। . . .'

'কী সব আজেবাজে বকছিস?' আঁতকে উঠে বোনের জামার কাজ করা কলারটা খপ্ করে চেপে ধরে চিৎকার করে বলল গ্রিগোরি।

দুনিয়াশ্‌কার চোখের সাদা অংশটা চোখের জলে চিকচিক করে ওঠে। ওর চোখের তারায় জমাট বাঁধা ভয়ের চিহ্ন দেখতে পেয়ে গ্রিগোরির বুঝতে বাকি রইল না যে সে ভুল শোনে নি।

'আর মিশ্‌কা কশেভয়? স্টকমান?'

'ওই দলের মধ্যে ওরা ছিল না।'

দুনিয়াশ্‌কা সংক্ষেপে, ভাঙা ভাঙা ভাবে বন্দীদের ওপর অত্যাচারের আর দারিয়ার কীর্তির কথা বলল।

'মা ওর সঙ্গে এক ঘরে রাত কাটাতে ভয় পাচ্ছিল – তাই পাশের বাড়ি গেছে। আর দারিয়া-বৌদিটা কোথা থেকে যেন মদ খেয়ে মাতাল হয়ে বাড়ি ফিরেছে। . . . বেহেড মাতাল হয়ে এসেছে। . . . এখন পড়ে পড়ে ঘুমোচ্ছে। . . .'

'কোথায় ?'

'গোলাঘরে।'

গোলাঘরে ঢুকে গ্রিগোরি দরজাটা সম্পূর্ণ খুলে দিল। দারিয়া মেজের ওপর পড়ে ঘুমোচ্ছে, ঘাগরার কিনারা নির্লজ্জভাবে ওপরে তোলা। ওর পেলব হাতদুটো দুপাশে ছড়ানো, ডান গালটা প্রচুর লালা পড়ে ভিজে চকচক করছে, খোলা মুখ দিয়ে ভকভক করে বেরোচ্ছে ঘরে-চোলাই-মদের উদ্‌গারের উগ্র গন্ধ। মাথাটা বিশ্রীভাবে কাত করে শুয়ে আছে, বাঁ গালটা মেজেতে লেপটে আছে, ঘন ঘন ভারী নিঃশ্বাস ফেলছে সে।

তলোয়ারের কোপ মারার এমন একটা উদগ্র বাসনা গ্রিগোরি এর আগে আর কখনও অনুভব করে নি। কয়েক মুহূর্ত সে দাঁড়িয়ে রইল দারিয়ার ওপরে ঝুঁকে পড়ে। কড়মড় করে দাঁতে দাঁত পিষল, টলতে লাগল, গোঙাতে লাগল। মেঝেতে পড়ে থাকা এই শরীরটার দিকে তাকিয়ে একটা অপরিসীম ঘৃণায় আর বিতৃষ্ণায় রি-রি করে উঠল তার সর্বাঙ্গ। তারপর এগিয়ে গিয়ে লোহার নাল বসানো বুটের গোড়ালিটা দিয়ে দারিয়ার সুন্দর কালো উঁচু ভ্রূধনু-আঁকা মুখখানা মাড়িয়ে দিয়ে ভাঙা ভাঙা গলায় গর্জন করে বলল, 'কালসাপিনী!'

দারিয়া কাতরে উঠল, মদের ঘোরে বিড়বিড় ক'রে কী যেন বলল। এদিকে গ্রিগোরি দুহাতে মাথা চেপে ধরে ধাপের গায়ে তলোয়ারের খাপের বাড়ি লাগার ঝনঝন আওয়াজ তুলে ছুটে উঠোনে বেরিয়ে আসে।

সেই রাতেই মায়ের সঙ্গে দেখা না করেই গ্রিগোরি ফ্রন্টে চলে গেল।

সাতান্ন

আট নম্বর ও নয় নম্বর রেড আর্মি বসন্তের বরফগলার আগে দন-ফৌজের প্রতিরোধ ভেঙে দনেৎস পার হতে না পারায় ফ্রন্টের কোন কোন অংশে আক্রমণ শুরু করার চেষ্টা চালিয়ে যেতে লাগল। এই সব চেষ্টার বেশির ভাগই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হল। উদ্যোগ চলে গেল দন-ফৌজের নেতৃমণ্ডলীর হাতে।

মে মাসের মাঝামাঝি নাগাদও দক্ষিণ ফ্রন্টে উল্লেখযোগ্য কোন পরিবর্তন দেখা গেল না। কিন্তু পরিবর্তন অচিরেই ঘটার কথা। দন ফৌজের এক কালের সেনাপতি জেনারেল দেনিসভ আর তার আর্মি-সদর দপ্তরের প্রধান জেনারেল পলিয়াকভ যে পরিকল্পনা এঁটেছিল, সেই অনুযায়ী কামেন্‌স্কায়া আর উস্ত্‌-বেলোকালিতভেন্‌স্কায়া জেলা-সদরে তথাকথিত ঝটিকাদলের ইউনিটগুলো সমাবেশের কাজ শেষ হচ্ছিল। নবীন সেনাবাহিনীর নিয়মিত পর্যায়ের সবচেয়ে ভালো তালিম পাওয়া ইউনিটগুলো, গুন্দরোভ্‌স্কি, গেওর্গিয়েভ্‌স্কি রেজিমেন্টের মতো দনের ভাটি এলাকার সমস্ত অভিজ্ঞ রেজিমেন্ট ফ্রন্টের এই অংশে এনে রাখা হয়েছিল। মোটামুটি হিসাবে ষোল হাজার বেয়নেট আর তলোয়ারে শক্তিশালী এই ঝটিকাদলে চব্বিশটি কামান আর দেড়শটি মেশিনগানও ছিল।

জেনারেল পলিয়াকভের পরিকল্পনামতে জেনারেল ফিট্‌জহেলাউরভের ইউনিটগুলোর সঙ্গে মিলে এই দলটির কাজ হবে একযোগে ইউক্রেনীয় বসতি মাকেইয়েভ্‌কার দিকে ঠেলে ঢোকার চেষ্টা করা, বারো নম্বর রেড ডিভিশনকে ঘায়েল করা এবং তেরো নম্বর উরাল ডিভিশনের পাশ আর পেছন দিক থেকে হামলা চালিয়ে বিদ্রোহী বাহিনীর সঙ্গে যোগাযোগ করার উদ্দেশ্যে দন প্রদেশের উজান এলাকায় ঢুকে পড়া। এর পরই বলশেভিকবাদ-রোগগ্রস্ত কসাকদের 'নিরাময়ের' জন্য তারা যাবে খোপিওর প্রদেশে।

দনেৎসের কাছে হামলায় নামার আর প্রতিরোধ ভাঙার দারুণ তোড়জোড় চলছিল। ঝটিকাদলের পরিচালনার ভার দেওয়া হয়েছিল জেনারেল সেক্রেতেভের ওপরে। ভাগ্যলক্ষ্মী যে দন ফৌজের পক্ষে ঝুঁকতে শুরু করেছেন সেটা সুস্পষ্ট। ক্রাসনোভের হাতের পুতুল অবসরপ্রাপ্ত জেনারেল দেনিসভের বদলে এই ফৌজের ভারপ্রাপ্ত নতুন সেনাপতি জেনারেল সিদোরিন আর সদ্য নির্বাচিত কসাক-সেনাপতি জেনারেল আফ্রিকান বগায়েভ্‌স্কি—এরা দুজনেই ছিল মিত্রজোটের মুখাপেক্ষী। ব্রিটিশ ও ফরাসী সামরিক মিশনের প্রতিনিধিদের সহযোগিতায় ইতিমধ্যেই মস্কোয় অভিযানের আর রাশিয়ার সমস্ত এলাকা থেকে বলশেভিকদের উৎখাত করার ব্যাপক পরিকল্পনা তৈরি হয়ে গিয়েছিল।

কৃষ্ণসাগরের উপকূলবর্তী বন্দরে বন্দরে মালজাহাজে করে সমর সম্ভার আসতে থাকে। সমুদ্রগামী জাহাজগুলো ব্রিটিশ ও ফরাসী এরোপ্লেন, ট্যাঙ্ক, কামান, মেশিনগান আর রাইফেল ছাড়াও সাজসজ্জাসমেত খচ্চরের দল, জার্মানীর সঙ্গে সন্ধির দরুন দাম-পড়ে-যাওয়া খাদ্যসামগ্রী আর উর্দি পর্যন্ত নিয়ে আসে। পেছনের দুপায়ে-খাড়া ব্রিটিশ সিংহ খোদাই-করা তামার বোতাম লাগানো গাঢ় সবুজ বিলিতি চুস্ত প্যান্ট আর উঁচু কলারওয়ালা আঁটো ফৌজী জামার গহিটে ছেয়ে গেল নোভোচেরকাস্কের

গুদামঘরগুলো। মার্কিন দেশের ময়দা, চিনি, চকোলেট আর মদে মালগুদামগুলো ভেঙে পড়ার উপক্রম। বলশেভিকদের অটল জীবনীশক্তির পরিচয় পেয়ে ভীতসন্ত্রস্ত পুঁজিতান্ত্রিক ইউরোপ মুক্তহস্তে রাশিয়ার দক্ষিণে সরবরাহ করে চলে গুলিগোলা আর কার্তুজ - সেই সব গুলিগোলা আর কার্তুজ যার সবটা জার্মানদের ওপর খরচ করার অবকাশ পায় নি মিত্রবাহিনী। সোভিয়েত রাশিয়া যখন প্রচুর রক্তক্ষয়ে অবসন্ন হয়ে পড়েছে আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়ার শক্তি সেই সময় তাকে টুটি টিপে মারার জন্য এগিয়ে এলো। . . . যে-সমস্ত ইংরেজ ও ফরাসী অফিসার দন আর কুবান এলাকায় এসে স্বেচ্ছা সেনাবাহিনীর অফিসার ও কসাক-অফিসারদের ট্যাঙ্ক চালানোর আর ব্রিটিশ কামান থেকে গোলা ছোঁড়ার কৌশল শেখাচ্ছিল, তারা ইতিমধ্যেই বিজয় গৌরবে মস্কোয় পদার্পন করার জন্য উৎসুক হয়ে আছে।

এদিকে দনেৎসে যে-সমস্ত ঘটনা ঘটছিল তাতে ১৯১৯ সালে লাল ফৌজের আক্রমণের সাফল্য নির্ধারিত হয়ে গেল।

দনের উজান এলাকার কসাকদের অভ্যুত্থান যে লাল ফৌজের আক্রমণের ব্যর্থতার প্রধান কারণ ছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। তিন মাস ধরে তা লাল ফৌজের ফ্রন্টের পেছন দিক ঘায়ের মতো কুরে কুরে খেয়েছে। এর ফলে ইউনিটগুলোকে নিরন্তর এখানে ওখানে বদলি করতে হয়েছে, ফ্রন্টে গোলাবারুদ আর খাদ্যদ্রব্যের নিয়মিত সরবরাহ ব্যাহত হয়েছে। আহত ও অসুস্থদের ফ্রন্টের পেছনে পাঠাতে বেশ অসুবিধা হয়েছে। বিদ্রোহ দমন করার অন্য, একমাত্র আট আর নয় নম্বর রেড আর্মি থেকেই বিশ হাজার মতো পদাতিক সৈন্য পাঠানো হয়েছিল।

বিদ্রোহ আসলে কতখানি ছড়িয়ে পড়েছে সে সম্পর্কে ওয়াকিবহাল না থাকায় সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের বিপ্লবী সামরিক পরিষদ তা দমনের জন্য সময়মতো যথেষ্ট পরিমাণ উদ্যোগের পরিচয় দেয় নি। গোড়ায় ছাড়া ছাড়া কতকগুলো বাহিনী - কতকগুলো আবার একেবারেই ছোট (যেমন ক্রেমলিন মিলিটারী স্কুল এর জন্য দুশ লোকের একটা দল নিয়োগ করে), নিকৃষ্ট শক্তির কিছু ইউনিট আর অল্পসংখ্যক লোকের প্রতিরোধ বাহিনী পাঠানো হয়েছিল। এ যেন কয়েক গেলাস জল ঢেলে বিশাল অগ্নিকাণ্ড নেভানোর আয়োজন। বিদ্রোহীদের এলাকা ততদিনে একশ নব্বই কিলোমিটার ব্যাসে পৌঁছে গেছে। লাল ফৌজের ছাড়া ছাড়া ইউনিটগুলো সেই এলাকা ঘিরে যে যার খুশিমতো আলাদা আলাদাভাবে সামরিক ক্রিয়াকলাপ চালিয়ে যেতে লাগল। তাদের কোন সমবেত সামরিক পরিকল্পনা ছিল না। বিদ্রোহীদের সঙ্গে যারা লড়াই করছিল তাদের সংখ্যা পঁচিশ হাজার বেয়নেটধারীতে দাঁড়ালে কী হবে, ফল খুব একটা সুবিধার হচ্ছিল না।

বিদ্রোহ যাতে আর ছড়িয়ে পড়তে না পারে সেই জন্য একের পর এক

চৌদ্দটি রিজার্ভ কম্পানি আর বেশ কয়েক ডজন প্রতিরোধ বাহিনী পাঠানো হল। তাম্বোভ, ভরোনেজ আর রিয়াজান থেকে সমরশিক্ষার্থীদের বাহিনী এসে পৌছাল। বিদ্রোহ যখন পল্লবিত হয়ে উঠেছে বিদ্রোহীরা যখন লাল ফৌজীদের কাছ থেকে মেশিনগান আর কামান ছিনিয়ে নিয়ে তাই দিয়ে সশস্ত্র হয়ে উঠেছে একমাত্র তখনই আট নম্বর ও নয় নম্বর আর্মি তাদের স্টাফ থেকে আর্টিলারী ও মেশিনগান দলসুদ্ধ একটি ক'রে অভিযানকারী ডিভিশন পাঠিয়ে দিল। বিদ্রোহীদের বিপুল ক্ষয়ক্ষতি হল, কিন্তু তাদের ধ্বংস করা গেল না।

দনের উজান এলাকার অগ্নিকাণ্ডের স্ফুলিঙ্গ পাশের খোপিওর জেলাতেও ছড়িয়ে পড়ল। অফিসারদের নেতৃত্বে সেখানে ছোটখাটো কয়েকটা কসাক দল বার কয়েক মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। উরিউপিনস্কায়া জেলা-সদরে কসাক-সেনাপতি আলিমভ বেশ কিছু সংখ্যক কসাক আর যে-সমস্ত অফিসার আত্মগোপন ক'রে ছিল তাদের প্রায় জড় ক'রে ফেলেছিল নিজের উদ্যোগে। বিদ্রোহ হওয়ার কথা ছিল পয়লা মে'র আগের দিন রাত্রে। কিন্তু চক্রান্ত সময়মতো ফাঁস হয়ে যায়। আলিমভ আর তার কিছু যোগসাজসকারী প্রেওব্রাজেনস্কায়া জেলা-সদরের একটা গ্রামে ধরা পড়ে, বিপ্লবী আদালতের রায়ে তাদের গুলি করে মারা হয়। সময়মতো মাথা কাটা যাওয়ার ফলে নেতৃত্বের অভাবে বিদ্রোহ আর ঘটতে পারল না। এই ভাবে খোপিওর এলাকার প্রতিবিপ্লবী লোকজনের পক্ষে দনের উজান এলাকার বিদ্রোহীদের সঙ্গে মেলা সম্ভব হল না।

মে মাসের প্রথম দিকে বিদ্রোহের ফয়সালা করার জন্য মস্কো থেকে রওনা দিলেন সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের বিপ্লবী সামরিক পরিষদের সভাপতি ট্রট্স্কি। লিস্কি থেকে ইঞ্জিনের সঙ্গে জোড়া একটা বিশেষ কামরায় করে তিনি এসে পৌছুলেন চের্ত্কোভো স্টেশনে। সেই মুহূর্তে ক্রেমলিন মিলিটারী স্কুলের শিক্ষার্থীদের একটা দল সেখানে ট্রেন থেকে নামছিল রেড আর্মির কয়েকটি সম্মিলিত রেজিমেন্টও সেখানে আস্তানা নিয়েছিল। চের্ত্কোভো ছিল দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথের শেষ স্টেশন-গুলোর একটি। এই রেলপথ সরাসরি বিদ্রোহীদের ফ্রন্টের পশ্চিম সীমান্ত বরাবর চলে গেছে। মিগুলিনস্কায়া, মেশ্কোভস্কায়া আর কাজানস্কায়া জেলার কসাকরা সেই সময় সুবিশাল ঘোড়সওয়ার বাহিনী নিয়ে কাজানস্কায়া জেলার বসতির সীমান্তে জমায়েত হচ্ছিল, রেড আর্মির ইউনিটগুলো আক্রমণে নেমে পড়ায় তাদের সঙ্গে মরিয়া লড়াই চালিয়ে যাচ্ছিল।

স্টেশনের লাগোয়া ময়দানে সামরিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী আর লাল ফৌজীদের সামনে ট্রট্স্কি বক্তৃতা দিলেন। সারি বেঁধে চৌকোনা ব্যূহ-আকারে দাঁড়িয়ে ছিল সেনাবাহিনী। বাঁ ধারে শিক্ষার্থীরা। তাদের রাইফেলগুলোকে তারা একটা জায়গায়

একের পর এক রেখে সুন্দর করে সাজিয়ে রেখেছে। লাল ফৌজীরা সারিতে ছিল রাইফেল সঙ্গে নিয়ে, যুদ্ধের জন্য পুরোদস্তুর তৈরি হয়ে। বক্তৃতা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাদের মার্চ করে ফ্রন্টে যাবার কথা।

ট্রট্‌স্কি যখন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব নির্মমভাবে বিদ্রোহ দমনের আর বিপ্লবের শত্রুদের বিরুদ্ধে পুরুষোচিত সংগ্রামের আহ্বান জানাচ্ছিলেন সেই সময়, তাঁর বক্তৃতার মাঝখানে টিলার ওপর কোথায় যেন একটা মেশিনগান দুই দফায় গুলি ছুঁড়ল, তারপরই চুপ ক'রে গেল।

স্টেশনে জোর গুজব এই যে কসাকরা চের্ত্‌কোভো ঘেরাও করে ফেলেছে, যে-কোন মুহূর্তে আক্রমণ শুরু করে দিতে পারে। ফ্রন্ট তখনও অন্ততপক্ষে পনেরো-ষোল ক্রোশ দূরে। তাছাড়া লাল ফৌজের কতকগুলো ইউনিটও সামনে আছে। কসাকরা ব্যূহ ভেদ করলে সে খবর তাদের কাছ থেকে পাওয়া যেত। কিন্তু তা সত্ত্বেও স্টেশনে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ল। লাল ফৌজের যে সৈন্যরা সার বেঁধে ছিল তাদের বুক কেঁপে উঠল। গির্জার পেছনে কোথায় যেন বেজে উঠল উঁচু গলার হুকুম, 'হাতিয়ার তৈয়ার!' রাস্তায় ঘাটে লোকজনের ব্যস্ততা আর ছুটোছুটি পড়ে গেল। ট্রট্‌স্কি তাঁর অনুচরদের একজনকে পাঠালেন টেলিগ্রাফ অফিসে। এতক্ষণ যে গরম গরম বক্তৃতা দিচ্ছিলেন নিজেই তা গুটিয়ে আনলেন। তড়িঘড়ি বক্তৃতা শেষ করে স্টেশনের দিকে রওনা দিলেন। যে-লোকোমোটিভ প্রজাতন্ত্রের বিপ্লবী সামরিক পরিষদের সভাপতিকে নিয়ে এসেছিল, পাঁচ মিনিটের মধ্যে সেটা তীক্ষ্ণ শিস দিয়ে উঠল, দেখতে দেখতে গতিবেগ বাড়িয়ে দিয়ে ঘর্ঘর আওয়াজ তুলে লিস্কির দিকে চলল।

দেখা গেল আতঙ্কটা অমূলক। মান্‌কোভো বসতির দিক থেকে লাল ফৌজীদের একটা স্কোয়াড্রন স্টেশনের দিকে আসছিল। তাদের ওরা কসাক বলে ভেবেছিল। মিলিটারী স্কুলের শিক্ষার্থীরা আর দুটো সম্মিলিত রেজিমেণ্ট বেরিয়ে পড়ল কাজান্‌স্কায়া জেলা-সদরের দিকে।

এর পরের দিনই ক্রন্‌স্টাড্‌ট থেকে সবে যে-রেজিমেণ্টটা এসেছিল কসাকরা সেটাকে প্রায় নিশ্চিহ্ন করে দিল।

ক্রন্‌স্টাড্‌ট রেজিমেণ্টের সঙ্গে প্রথম লড়াইয়ের পরই রাত্রে হানা দিয়েছিল কসাকরা। বিদ্রোহীদের ছেড়ে যাওয়া গ্রাম দখল করার কোন ঝুঁকি না নিয়ে রেজিমেণ্টটা চৌকি আর আগুয়ান ঘাঁটিতে পাহারাদার বসিয়ে স্তেপের মাঠে রাতের আস্তানা নিয়েছিল। মাঝরাতে কসাক-ঘোড়সওয়ারদের কয়েকটি স্কোয়াড্রন রেজিমেণ্ট ঘিরে ফেলে, পাগলের মতো গুলি ছুঁড়তে থাকে। সেই সঙ্গে লোকজনকে ভয় দেখানোর জন্য কার যেন আবিষ্কার করা এক কৌশলের ব্যাপক প্রয়োগ করে

চলে – বিশাল বিশাল কাঠে কাঠ বাজিয়ে কটকট আওয়াজ তোলে। এই কটকট আওয়াজ রাতের বেলায় বিদ্রোহীদের মেশিনগানের কাজ করে। অন্ততপক্ষে সত্যিকারের মেশিনগানের গুলির আওয়াজের সঙ্গে তার প্রায় তফাত খুঁজে পাওয়া যেত না।

তাই ঘেরাও হওয়ার পর সূচীভেদ্য রাতের অন্ধকারের মধ্যে অসংখ্য 'মেশিনগানের' কটকট, তাদের নিজেদের চৌকির গুলির আওয়াজ, কসাকদের হুপহাপ্, বিকট গর্জন আর ঘোড়সওয়ারদের ছড়িয়ে ছিটিয়ে এগিয়ে আসার কাঁপা ঘর্ঘর আওয়াজ শুনতে পেয়ে ক্রুন্স্টাড্‌টের ফৌজ দনের দিকে ছুটে গেল। ব্যূহ ভেদ করে তারা বের হল ঠিকই, কিন্তু ঘোড়সওয়ার দলের আক্রমণে ছত্রখান হয়ে গেল। রেজিমেন্টে যত লোক ছিল, তার মধ্যে মাত্র জনাকয়েক বসন্তের প্রবল বন্যায় উচ্ছ্বসিত খোলা দন সাঁতরে পেরিয়ে যাবার অবকাশ পেল।

মে মাসে দনেৎস থেকে বিদ্রোহীদের ফ্রন্টে সমানে লাল ফৌজের নতুন নতুন সামরিক সাহায্য আসতে লাগল। তেত্রিশ নম্বর কুবান ডিভিশন এসে পৌঁছুল। গ্রিগোরি মেলেখভ এবারে, এই প্রথম সত্যিকারের আক্রমণের পুরো চাপ টের পেল। কুবান ডিভিশন ওর এক নম্বর ডিভিশনকে হাঁপ ছাড়ার অবকাশ না দিয়ে তাড়া করে নিয়ে চলল। একের পর এক গ্রাম ছেড়ে দিয়ে উত্তরে দনের দিকে পিছু হটতে হল গ্রিগোরিকে। চির্ নদের সীমানায় কার্গিন্স্কায়া জেলা-সদরের কাছে একদিনের জন্য টিকে ছিল। কিন্তু প্রতিপক্ষের শক্তি অনেক বেশি ছিল। তাই চাপে পড়ে কার্গিন্স্কায়া ছেড়ে দিতে ত হলই, আরও সামরিক সাহায্যের জরুরী আবেদনও পাঠাতে হল।

কন্দ্রাত মেদ্‌ভেদেভ তার নিজের ডিভিশন থেকে আট স্কোয়াড্রন ঘোড়সওয়ার পাঠিয়ে দিল ওকে। তার কসাক-সৈন্যদের সাজসজ্জা ছিল অবাক করার মতো। সকলের কাছেই প্রচুর পরিমাণে কার্তুজ, সকলেরই ভালো পোশাক-পরিচ্ছদ, ভালো ভালো জুতো – বন্দী লাল ফৌজীদের কাছ থেকে যোগাড় করা। এত গরম সত্ত্বেও কাজান্স্কায়ার ওই সব কসাকের অনেকে চামড়ার কোর্তা পরে ফুলবাবু সেজে আছে। ওদের প্রায় প্রত্যেকেরই সঙ্গে হয় নাগান রিভলভার নয়ত দূরবীন। তেত্রিশ নম্বর কুবান ডিভিশন দুর্বার গতিতে আক্রমণের জন্য এগিয়ে আসছিল। কাজান্স্কায়ার এই নতুন বাহিনীর সাহায্য পেয়ে কিছু দিনের মতো তাদের অগ্রগতি ঠেকিয়ে রাখা গেল। গ্রিগোরি ঠিক করল এই সুযোগে কুদিনভের সঙ্গে ওর মামুলী সাক্ষাৎকারটা সেরে আসার জন্য একবার ভিওশেন্স্কায়ায় যাবে। অনেক দিন ধরেই ওকে আলোচনায় আসার জন্য ডাকছিল কুদিনভ।

আটাশ

ভিওশেনস্কায়াতে ও এসে পৌঁছুল খুব ভোরে।

দনে বানের জল নামতে শুরু করে দিয়েছে। বাতাসে ছেয়ে আছে পপ্‌লারের উগ্র মিষ্টি আঠালো গন্ধ। দনের কাছে ওক গাছের রসাল ঘন সবুজ পাতাগুলো তন্দ্রার ঘোরে মর্মরধ্বনি তুলছে। মাটির ন্যাড়া ঢিবিগুলো থেকে ভাপ উঠছে। তাদের গায়ে ইতিমধ্যেই দেখা দিতে শুরু করেছে খোঁচা খোঁচা ঘাসের আভাস। কিন্তু নীচু জমিতে এখনও চিকচিক করছে বদ্ধ জল, কোঁচপাখিরা মোটা গলায় ডাকছে। সূর্য ইতিমধ্যে উঠলে কী হবে কাদা আর পলিমাটির সোঁদা গন্ধে বাতাস ভারী হয়ে আছে, ছোট ছোট মশা ঘন ঝাঁক বেঁধে উড়ছে।

সদর দপ্তরে একটা মান্ধাতার আমলের টাইপরাইটার ঝনঝন আওয়াজ তুলে কাজ করে যাচ্ছে। লোক গিজগিজ করছে। তামাকের ধোঁয়ায় ঘর ভরে গেছে।

কুদিনভকে গ্রিগোরি একটা অদ্ভুত কাজে ব্যস্ত থাকতে দেখল। গ্রিগোরি নিঃশব্দে ঘরে ঢোকে। কুদিনভ তার দিকে মুখ তোলে না। সবুজ পান্না রঙের একটা বড় মাছি সে ধরেছিল – এখন বেশ গম্ভীর ও চিন্তিত মুখে এক এক করে সেটার পা টেনে ছিঁড়ে ফেলছে। একটা করে পা ছেঁড়ে, মাছিটাকে তার নিজের শীর্ণ মুঠির মধ্যে চেপে ধরে কানের কাছে এনে মাথা ঝুঁকিয়ে মন দিয়ে শোনে সেটার গুনগুনানি – কখনও মোটা কখনও বা সরু পর্দার।

হঠাৎ গ্রিগোরিকে দেখতে পেয়ে বিরক্তি আর ঘেন্নার ভাব দেখিয়ে মাছিটা ছুঁড়ে ফেলে দিল টেবিলের নীচে। পাতলুনে হাতের তালু মুছে ফেলে চেয়ারের ঘসটানো চকচকে পিঠটাতে ক্লান্তভাবে হেলান দিল।

'বোসো গ্রিগোরি পান্তেলেয়েভিচ।'

'কেমন আছ হে কর্তা?'

'এই আছি আর কি, আহা মরি তেমন একটা কিছু বলা যায় না। তা তোমার খবর কী? খুব চাপে আছ?'

'চাপ সমস্ত লাইন জুড়ে।'

'চির্‌-এর কাছে ঠেকিয়েছিলে ওদের?'

'কথাটা হচ্ছে, এভাবে কত দিন পারা যায়? মেদ্‌ভেদেভের নতুন কসাক সেপাইরা এসে আমাদের বাঁচিয়ে দিয়েছে।'

'তোমাকে তাহলে আমি বলি মেলেখভ।' কাঁচা চামড়ার ককেশীয় কোমরবন্ধটা

আঙুলে জড়াল কুদিনভ, কালচে রুপোর বক্লসটা বেশ মন দিয়ে নিরীক্ষণ করতে করতে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'দেখা যাচ্ছে, আমাদের অবস্থা আরও খারাপের দিকে যাবে। কিছু একটা ঘটছে দনেৎসের কাছে। হয় আমাদের লোকেরা এখন ওখানে লালদের ঠেলে সরিয়ে দিচ্ছে, ওদের লাইন ভেঙে বেরিয়ে আসছে, নয়ত আমরাই যে ওদের যত অনর্থের মূল সেটা বুঝতে পেরে ওরা আমাদের সাঁড়াশি দিয়ে চেপে ধরার চেষ্টা করছে।'

'ক্যাডেটদের খবর কিছু শোনা যাচ্ছে? শেষ যে এরোপ্লেনটা এসেছিল সেটাতে কী খবর পাঠায়?'

'তেমন কিছুই না। ওরা ভাই, ওদের নিজেদের মতলব তোমায়-আমায় জানাবে না। সিদোরিন বেশ ঝানু লোক রে, ভাই! ওর কাছ থেকে চট করে কিছু বার করার উপায় নেই। একটা মতলব ওদের আছে - লালদের ফ্রন্ট ভেঙে বেরিয়ে এসে আমাদের সাহায্য দেওয়া। সাহায্য দেবে বলে কথা দিয়েছে। কিন্তু ওই মুখের কথা - সেগুলো সব সময় যে কাজে ফলে এমন নয়। তাছাড়া ফ্রন্ট ভাঙাও চাট্টিখানি কথা নয়। আমি নিজে ত জানি - জেনারেল ব্রুসিলভের সঙ্গে চেষ্টা করে দেখেছি। দনেৎসে লাল ফৌজের শক্তি কতখানি তা তুমি-আমি জানবই বা কী করে বল? হয়ত বা কলচাকের সঙ্গে যারা লড়ছিল তাদের ভেতর থেকে কয়েকটা আর্মি-কোর তুলে এনে ওখানে গুঁজে দিয়েছে? কী বল? আমরা যে একেবারে অন্ধকারে রয়ে গেছি! আমাদের নাকের ডগায় যেটুকু দেখা যায় তার বাইরে কিছুই দেখার উপায় নেই!'

'হ্যাঁ, কী নিয়ে কথা বলতে চাইছিলে তুমি? আলোচনাটা কিসের?' বেজার মুখে হাই তুলতে তুলতে গ্রিগোরি জিজ্ঞেস করল।

বিদ্রোহের ফলাফল কী হবে তা ভেবে এখন আর ওর মন কাঁদে না। দিনের পর দিন ঘানি-টানা ঘোড়ার মতো ওর মাথার মধ্যে পাক খেয়েছে এই প্রশ্নটা। শেষ কালে মন থেকে ঝেড়ে ফেলে দিয়েছে, মনে মনে বলেছে, 'সোভিয়েত সরকারের সঙ্গে আমাদের এই মুহূর্তে আপস হবার নয়। আমরা একে অন্যের অনেক খুন ঝরিয়েছি। ক্যাডেটদের যে সরকার তা এখন আমাদের গায়ে হাত বুলিয়ে আদর করছে বটে, কিন্তু পরে অন্য গাওনা গাইবে - গায়ের ছাল-চামড়া ছাড়িয়ে নেবে। চুলোয় যাক! যে ভাবেই হোক একটা হেস্তনেস্ত হয়ে গেলেই এ ঝামেলা মিটে যায়!'

কুদিনভ একটা ম্যাপ খুলে ধরল। আগের মতোই গ্রিগোরির সরাসরি দৃষ্টি এড়িয়ে গেল। বলল, 'তুমি আসার আগেই এখানে আমাদের একটা সভা হয়ে গেছে। তাতে আমরা ঠিক করেছি...'

'কাকে নিয়ে সভাটা হল? সেই প্রিন্সকে নিয়ে নাকি?' ওর কথার মাঝখানেই বলে উঠল গ্রিগোরি। শীতকালে এই কামরাতেই ককেশীয় লেফটেনান্ট-কর্ণেলের সঙ্গে যে আলোচনা হয়েছিল তার কথা মনে পড়ে যায় গ্রিগোরির।

কুদিনভ ভুরু কোঁচকায়। ওর মুখখানা কালো হয়ে যায়। 'উনি আর বেঁচে নেই।' 'বলছ কী?' সজীব হয়ে ওঠে গ্রিগোরি।

'সে কি, আমি তোমায় বলি নি? কমরেড গেওর্গিদ্জে মারা গেছেন।'

'তাকে তুমি আমাদের 'কমরেড' বল কী ভাবে? . . . যতক্ষণ ভেড়ার চামড়ার কোট গায়ে ছিল ততক্ষণ আমাদের কমরেড। ভগবান করেন নি – কিন্তু ক্যাডেটদের সঙ্গে যদি আমরা যোগ দিতাম আর ওই লোকটি যদি বেঁচে থাকত, তাহলে পরের দিনই গোঁফে মোম লাগিয়ে ভোল পালটে ফেলত, তোমার সঙ্গে হাতও মিলাতে যেত না। শুধু কড়ে আঙুলখানা বাড়িয়ে দিত, এই এরকম ভাবে।' গ্রিগোরি ওর রোদে পোড়া নোংরা আঙুলটা বাড়িয়ে দিয়ে সাদা দাঁতের ঝলক তুলে হো-হো করে হেসে উঠল।

কুদিনভের ভুরুজোড়া আরও কুঁচকে গেল। ওর গলার স্বরে আর চোখের দৃষ্টিতে পরিষ্কার ফুটে ওঠে অসন্তোষ, বিরক্তি আর চাপা রাগের ভাব।

'হাসার কোন কারণ দেখি না এখানে। একজনের মরা নিয়ে তামাসা করা ঠিক নয়। তুমি দিনে দিনে কেমন যেন বোকা ইভানের মতো হয়ে যাচ্ছ: 'যত যায় তত ভালো!' – এই বলতে চাও!'

কুদিনভের এই তুলনায় গ্রিগোরি মনে মনে সামান্য আহত হলেও হাবভাবে তা প্রকাশ করল না। মৃদু হেসে উত্তরে বলল, 'তা ওরকম লোকের ক্ষেত্রে বাস্তবিকই 'যত যায় তত ভালো!' অমন ননীর পুতুলের মতো সাদা মুখ আর নরম তরম সাদা যাদের হাত তাদের জন্যে আমার এতটুকু দুঃখু হয় না।'

'যা হোক, উনি মারা গেছেন। . . .'

'লড়াইয়ে?'

'বলা কঠিন। . . . একটু রহস্যজনক বটে ঘটনাটা। সত্যি সহজে জানা যাবে বলে মনে হয় না। আমারই হুকুমে ওঁকে ট্রান্সপোর্ট কোম্পানিতে রাখা হয়েছিল। তবে মনে হয় কসাকদের সঙ্গে তেমন বনিবনা হচ্ছিল না। দুদারেভ্কা ছাড়িয়ে তখন লড়াই চলছিল। উনি যে রসদগাড়িগুলোর সঙ্গে যাচ্ছিলেন সেখান থেকে লড়াইয়ের লাইন আরও ক্রোশখানেক দূরে। কসাকদের কথা থেকে যেমন জানতে পাচ্ছি, গেওর্গিদ্জে নাকি গাড়ির জোয়ালের ডাণ্ডার ওপর বসে ছিলেন – এমন সময় একটা আন্দাজে ছোঁড়া বুলেট ওর বুকে এসে বেঁধে। এতটুকু ছটফট করতে দেখা যায় না। আমাদের হারামজাদা কসাকগুলোই নির্ঘাত ওকে খুন করেছে। . . .'

'ভালো করেছে খুন করে!'

'আঃ, রাখ দেখি তুমি! যত তত্ত্বে কারবার তোমার।'

'আহা, চট কেন? আমি শুধু তামাসা করছিলাম।'

'তোমার তামাসা বাপু মাঝে মাঝে বোকার মতো বেয়াড়া ধরনের হয়ে যায়। তুমি হলে একটা ষাঁড়ের মতো – যেখানে খাও সেখানেই ছেড়াও। তুমি বলতে চাও অফিসারদের খুন করা উচিত? আবার সেই 'তকমাধারী নিপাত যাক' স্লোগান? তোমার বুদ্ধিসুদ্ধি কবে হবে, গ্রিগোরি? খোঁড়াতেই যদি হয় তাহলে যে-কোন একটা পায়েই খোঁড়াও!'

'আচ্ছা, আচ্ছা, তোমার ওই বক্তিমে থামিয়ে যা বলছিলে বল!'

'বলার আর কিছুই নেই! আমি বুঝতে পারলাম যে কসাকরা খুন করেছে। তাই ওখানে গিয়ে খোলাখুলি কথা বললাম ওদের সঙ্গে। সোজা বললাম, 'আবার সেই আগের নষ্টামি শুরু করেছ, শুয়োরের বাচ্চারা? ফের অফিসারদের ধরে ধরে গুলি করে মারা একটু তাড়াতাড়িই শুরু ক'রে দিলে না? এই ত গত শরৎকালেই কয়েক জনকে গুলি করে মারলে, কিন্তু পরে বেকায়দায় পড়তে দেখতে পেলে অফিসারদের ছাড়া চলে না। বললাম, তোমরা নিজেরাই না এসে হাঁটু মুড়ে গড়াগড়ি দিতে দিতে বলেছিলে: 'আমাদের ভার তোমার নিজের হাতে তুলে নাও, আমাদের পথ দেখাও!' এখন কিনা আবার সেই পুরনো খেলা?' মানে, ওদের লজ্জা দিলাম, গালমন্দ করলাম। ওরা অবিশ্যি অস্বীকার করল, বলল, 'ভগবান রক্ষে করুন, আমরা মোটেই ওকে মারি নি!' কিন্তু চোখ দেখে বুঝতে বাকি রইল না ওরাই ওঁকে খতম করেছে! কীই বা আশা করতে পার ওদের কাছ থেকে? তুমি ওদের চোখের সামনে পেচ্ছাপ কর – ওরা বলবে, ভগবানের শিশির পড়ছে।' কুদিনভ বিরক্ত হয়ে হাতের মধ্যে বেল্‌টটা দুমড়াল। লাল হয়ে উঠল ওর মুখ। 'এমন একজন লোককে মেরে ফেলল যিনি অনেক জানতেন, শুনতেন। উনি না থাকাতে আমার মনে হচ্ছে আমি যেন ঠুঁটো হয়ে গেছি। কে এখন প্ল্যান তৈরি করবে? কে পরামর্শ দেবে? তোমার সঙ্গে এই ভাবে কেবল কথাই বলে যেতে পারি, কিন্তু যেই যুদ্ধের কলাকৌশলের প্রশ্ন ওঠে তখন দেখা যায় আমরা কেউ কোন কাজের নই। ভালো বলতে হবে যে পেত্রো বগাতিরিওভ প্লেনে করে এসে পৌঁছেছেন। নইলে কথা বলার মতো লোকই খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। ... সে যাক গে, অনেক হয়েছে। এবারে আসল কথায় আসা যাক। আমাদের দনেৎসের সেপাইরা যদি ফ্রন্টের লাইন ভেঙে এগোতে না পারে, তাহলে আমাদের পক্ষে এখানে টিকে থাকা সম্ভব হবে না। তাই আগে যেমন বলা হয়েছিল তেমনই আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি পুরো তিরিশ হাজার আর্মি নিয়েই আমরা

বেড় ভাঙার চেষ্টা করব। তুমি যদি মার খাও তাহলে পিছু হটতে হটতে একেবারে দন পর্যন্ত চলে যাবে। উস্ত্-খোপিওর থেকে কাজানস্কায়া পর্যন্ত ডান পার আমরা সাফ করে দেব ওদের জন্যে, দনের এই পারে আমরা ট্রেঞ্চ খুঁড়ব, আত্মরক্ষা করব। . . .' দরজায় জোর ধাক্কা হওয়ার শব্দ।

'কে? ভেতরে এসো,' কুদিনভ চেঁচিয়ে বলল।

ভেতরে এসে ঢুকল ছয় নম্বর ব্রিগেডের কম্যাণ্ডার পেত্রো বগাতিরিওভ। তার বলিষ্ঠ লাল মুখটা ঘামে চকচক করছে, রোদে জ্বলে যাওয়া লালচে বাদামী ভুরুজোড়া রাগে কুঁচকে আছে। মাথার টুপির চুড়ো ঘামে ভেজা। টুপিটা মাথা থেকে না খুলেই টেবিলের ধারে এসে বসল সে।

'এখানে কী মনে করে?' সংযতভাবে হেসে কুদিনভ জিজ্ঞেস করল।

'কার্তুজ দাও আমাদের।'

'দেওয়া ত হয়েছে। আর কত চাই তোমার বল ত? আমার এখানে কি কার্তুজের কারখানা আছে নাকি?'

'কী দিয়েছ আমাদের বল? মাথা পিছু একটা করে কার্তুজ? ওদিকে ওরা মেশিনগান চালাচ্ছে আমার ওপর। আমি শুধু ঘাড় গুঁজে নিজের মাথা বাঁচানোর চেষ্টা করছি। একে কি যুদ্ধ বল? স্রেফ ডাক ছেড়ে কাঁদার মতো অবস্থা! তাছাড়া আর কীই বা বলা যায়?'

'একটু সবুর কর বগাতিরিওভ, খুব দরকারী বিষয় নিয়ে-কথা হচ্ছে আমাদের।' কিন্তু বগাতিরিওভ চলে যাবার জন্য উঠে দাঁড়াচ্ছে দেখে সে যোগ করল, 'দাঁড়াও, যেয়ো না। তোমার কাছ থেকে লুকোবার কিছু নেই আমাদের। . . . হ্যাঁ, যা বলছিলাম, মেলেখভ, এই ধারেও যদি আমরা সামলাতে না পারি তাহলে আবার চেষ্টা করতে হবে জোর করে বেরিয়ে যাবার। সেক্ষেত্রে যারা ফৌজে নেই তাদের সকলকে ফেলে যাব। আমাদের সমস্ত মালপত্র ফেলে দিয়ে পায়ে-হাঁটা সেপাইদের গাড়িতে বসাব, নিজেদের সঙ্গে তিনটে ব্যাটারী নিয়ে লড়াই করতে করতে দনেৎসের দিকে এগোব। তোমাকে আমরা সেনাপতি হিশেবে সামনে রাখতে চাই। আপত্তি নেই ত?'

'আমার কাছে সবই সমান। কিন্তু আমাদের পরিবারের কী হবে? বাড়ির বৌ-ঝি আর বুড়ো-বুড়িরা যে সব খতম হয়ে যাবে।'

'সে আর কী করা যাবে? আমরা সবাই মিলে খতম হয়ে যাওয়ার চেয়ে শুধু ওরা খতম হয়ে যাওয়া বরং ভালো।'

বগাতিরিওভ হেসে মাথা নাড়ল। 'এ বছর আমাদের মাগ্‌রা কত বাচ্চা পয়দা করছে জান? গুনে শেষ করতে পারবে না! লালগুলো এখন মেয়েমানুষের জন্যে

হন্যে হয়ে আছে। এই সেদিন বেলাভিনো থেকে আমরা পিছু হটছিলাম, ওখানকার লোকজনও আমাদের সঙ্গে সঙ্গে চলল – শুধু রয়ে গেল একটা জোয়ান বৌ। সকালবেলায় দেখি কোন রকমে হামাগুড়ি দিয়ে আসছে। কমরেডরা তার এমন হাল করে ছেড়েছে যে হাঁটার পর্যন্ত ক্ষমতা নেই।'

কুদিনভের ঠোঁটের কোণদুটো ঝুলে পড়ল। অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে থাকে সে। পরে টেবিলের দেরাজ থেকে একটা খবরের কাগজ বার করল।

'হ্যাঁ, এই যে আরও একটা খবর আছে। ওদের কম্যাণ্ডার-ইন-চীফ ট্রট্স্কি ফৌজ চালানোর ভার নিয়ে এসেছে। শোনা যাচ্ছে মিল্লেরোভো না কান্তেমিরোভ্কা ওই রকম কোন জায়গায় আছে। দেখতে পাচ্ছ কী ভাবে আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে ওরা!'

'সত্যি নাকি?' গ্রিগোরি সন্দেহ প্রকাশ করে।

'সত্যি, সত্যি কথা! এই ত, পড়েই দেখ না। কাজান্স্কায়ার লোকেরা আমায় পাঠিয়েছে। গতকাল সন্ধ্যায় শুমিলিন্স্কায়া ছাড়িয়ে আমাদের টহলদার দল ওদের দুজন ঘোড়সওয়ারকে ধরে। দুজনেই লাল ফৌজী, পার্টি স্কুলে তালিম পাওয়া। কসাকেরা ওদের কেটে ফেলে। ওদের মধ্যে একজন – দেখতে তেমন কমবয়সী নয় – কসাকরা বলছিল, হয়ত কমিসার-টমিসারই হবে – তার ম্যাপকেসে ওরা এই যে 'পথিমধ্যে' নামে এই খবরের কাগজটা পেয়েছে। এই মাসের বারো তারিখের কাগজ। আমাদের খাসা বর্ণনা দিয়েছে ওরা!' – কুদিনভ কাগজটা মেলে ধরল মেলেখভের সামনে। তার একটা কোনা কে যেন সিগারেট পাকানোর জন্য ছিঁড়ে নিয়েছিল।

লেখার কপিং পেন্সিলে দাগানো শিরনামটার ওপর এক ঝলক দৃষ্টি বুলিয়ে গ্রিগোরি পড়তে শুরু করে।

রণাঙ্গনের পশ্চাতে বিদ্রোহ

ইতিমধ্যে বেশ কয়েক সপ্তাহ হইল দন-কসাক সম্প্রদায়ের বিদ্রোহ চলিতেছে। দেনিকিনের চরেরা – প্রতিবিপ্লবী অফিসারবৃন্দ এই বিদ্রোহের উস্কানিদাতা। উহা কসাক জোতদার গোষ্ঠীর সমর্থনপুষ্ট। মধ্যবিত্ত কসাকদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ জোতদার গোষ্ঠীকে অনুসরণ করিতেছে। উল্লিখিত যে-কোন একটি ক্ষেত্রে আদৌ বিচিত্র নহে যে কসাকরা অভিযানরত কোন কোন সামরিক ইউনিট বা সোভিয়েত সরকারের কোন কোন প্রতিনিধির নিকট হইতে অন্যায়াচরণের অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছে। দেনিকিনের চরেরা বিদ্রোহের

আগুন ছড়াইবার উদ্দেশ্যে সুকৌশলে ইহার সুযোগ গ্রহণ করিয়াছে। বিদ্রোহের এলাকায় সহজে মধ্যবিত্ত কসাকদের আস্থা অর্জনের জন্য শ্বেতরক্ষী ইতরগুলি সোভিয়েত শাসনক্ষমতা সমর্থকের ভেক ধারণ করিয়াছে। এই উপায়ে প্রতিবিপ্লবীদের ছলচাতুরী, জোতদারদের স্বার্থ এবং ব্যাপক কসাক জনসম্প্রদায়ের অজ্ঞতা সাময়িকভাবে আমাদের সেনাদলের দক্ষিণ রণাঙ্গনের পশ্চাদ্ভাগে একত্রে মিলিয়া এক অর্থহীন অপরাধজনক বিদ্রোহের রূপ পরিগ্রহণ করিয়াছে। সৈনিকের পক্ষে রণাঙ্গনের পশ্চাতে বিদ্রোহ একজন শ্রমিকের স্কন্ধোপরি বিস্ফোটকেরই সমতুল। যুদ্ধ করিতে হইলে, সোভিয়েত দেশকে রক্ষা করিতে হইলে, তাহার প্রতিরক্ষাব্যবস্থা গড়িয়া তুলিতে হইলে, দেনিকিনের দুর্বৃত্ত জমিদার দলকে উচ্ছেদ করিতে গেলে অবশ্যই রণাঙ্গনের পশ্চাতে শ্রমিক-কৃষকের ঐক্যে গঠিত নির্ভরযোগ্য, শান্ত এলাকা আমাদের চাই। এই কারণে বর্তমানে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য হইল দনকে বিদ্রোহ ও বিদ্রোহীদের কবলমুক্ত করা।

কেন্দ্রীয় সোভিয়েত সরকার স্বল্পতম সময়ের মধ্যে উক্ত কর্তব্য সমাধানের নির্দেশ দিয়াছেন। হীন প্রতিবিপ্লবী বিদ্রোহের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত, অভিযাত্রী সেনাদলের সাহায্যার্থে আরও উৎকৃষ্ট সৈন্যসমাবেশ ঘটানো হইয়াছে এবং হইতেছে। জরুরী কর্তব্য সমাধানের উদ্দেশ্যে শ্রেষ্ঠ সংগঠন-কর্মীদের এখানে পাঠানো হইতেছে।

বিদ্রোহের সমাপ্তি ঘটানো আবশ্যক। আমাদের লাল ফৌজীদের এই সুস্পষ্ট চেতনায় উদ্বুদ্ধ হইতে হইবে যে ভিওশেন্স্কায়া বা ইয়েলান্স্কায়া অথবা বুকানোভস্কায়া জেলার বিদ্রোহীরা শ্বেতরক্ষী জেনারেল দেনিকিন আর কল্‌চাকের প্রত্যক্ষ সহযোগী ব্যতীত অপর কেহ নহে। বিদ্রোহ যত চলিতে দেওয়া হইবে উভয়পক্ষের ক্ষয়ক্ষতি তত বেশি হইতে থাকিবে। রক্তপাত হ্রাস করিবার কেবল একটা পথই আছে: দ্রুত কঠিন ধ্বংসাত্মক আঘাত হানা।

বিদ্রোহের সমাপ্তি ঘটানো আবশ্যক। আমাদের স্কন্ধের বিস্ফোটক বিদারণ করিয়া তপ্ত লৌহশলাকার দ্বারা ক্ষতস্থান পুড়ানো আবশ্যক। তাহা হইলে শত্রুর উপর মারাত্মক আঘাত হানিবার জন্য দক্ষিণ রণাঙ্গনের হস্ত মুক্ত হইবে।

পড়া শেষ করে গ্রিগোরি বিষণ্ণ হাসি হাসল। লেখাটা পড়ে ক্রোধে আর তিক্ততায় ওর মন ভরে উঠল। মনে মনে বলল, 'কলমের এক খোঁচায় কিনা দেনিকিনের সমান গোত্রের করে দিল, তার সহযোগীদের মধ্যে ফেলে দিল! . . .'

'কেমন মনে হয়? চমৎকার, তাই না? গরম লোহার শিক দিয়ে বিষফোড়ার ঘা পুড়িয়ে দেবার আয়োজন করছে। কে কার বিষ ঝাড়ে সে আমরা দেখব 'খন! ঠিক বলছি কিনা মেলেখভ?' খানিকক্ষণ উত্তরের অপেক্ষা করার পর বগাতিরিওভের দিকে ফিরে কুদিনভ বলল, 'কার্তুজ নেই বলছ? আমরা দেব! ঘোড়সওয়ার পিছু তিরিশটা ক'রে বুলেট - পুরো ব্রিগেডের জন্যে। কুলোবে ত? . . . গুদোমে চলে যাও, পেয়ে যাবে। সাপ্লাই ডিপার্টমেন্টের কর্তার কাছে যাও একবার - পরওয়ানা লিখে দেবে। তবে হ্যাঁ, বগাতিরিওভ, বেশি করে ভরসা রাখবে তোমার তলোয়ারের শক্তি আর চালাকির ওপর - ওগুলোই বড় কথা কিনা!'

'ওঁছামার্কা ভেড়ার কাছ থেকে এক মুঠো পশম যোগাড় করাও ত ভাগ্যের কথা বলতে হবে!' উল্লসিত বগাতিরিওভের মুখে হাসি ফুটে ওঠে। সে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে যায় ঘর ছেড়ে।

দনের দিকে আসন্ন পিছু-হটার ব্যাপার নিয়ে কুদিনভের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে সিদ্ধান্তে আসার পর গ্রিগোরি মেলেখভও চলে গেল। যাবার আগে অবশ্য সে জিজ্ঞেস করল, 'গোটা ডিভিশনটাকে যদি আমি বাজ্‌কিতে নিয়ে আসি তাহলে দনের খেয়া পার হওয়ার কোন বন্দোবস্ত থাকবে কি?'

'আহা, শখ কত! ঘোড়সওয়ারদের পুরো দলটা ঘোড়ায় চড়ে সাঁতরে দন পার হবে। ঘোড়সওয়ার সেপাইদের খেয়া পার করবার কথা কে কবে শুনেছে?'

'দন-পারের লোক আমার দলে কম আছে - সেটা মনে রাখবে কিন্তু। চির-এর কসাকরা আবার সাঁতারুও নয়। সারাটা জীবন স্তেপের মাঠে মাঠে কাটিয়েছে - সাঁতারটা কাটবে কোথায়? ওদের বেশির ভাগই ঢেলার মতো ডুবে যাবে।'

'ঘোড়া দিয়ে পার হবে। লড়াইয়ের মহড়ার সময় সাঁতরেছে, জার্মান-যুদ্ধের সময়ও তাই করতে হয়েছে।'

'কিন্তু আমি বলছি পায়-দল সৈন্যদের কথা।'

'তাদের জন্যে খেয়ার বন্দোবস্ত আছে। নৌকো তৈরি রাখব আমরা, চিন্তার কোন কারণ নেই।'

'স্থানীয় লোকজনও যাবে।'

'জানি।'

'সকলে যাতে পার হতে পারে তার ব্যবস্থা করে রাখবে, নয়ত তোমায় দেখে নেব! আমাদের লোকজন পেছনে পড়ে থাকবে সেটা তামাসার কথা নয়।'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে, সব করব।'

'কামানের কী হবে?'

'মর্টারগুলো উড়িয়ে দিয়ে তিন ইঞ্চির কামানগুলো নিয়ে এসো এখানে। আমরা বড় বড় নৌকো একসঙ্গে বেঁধে তাইতে চাপিয়ে কামান এপারে নিয়ে আসব।'

গ্রিগোরি সদর দপ্তর থেকে যখন বেরিয়ে এলো তখনও ওর মাথার ভেতরে ঘুরছে কাগজে পড়া প্রবন্ধটার কথাগুলো।

'ওরা বলছে আমরা নাকি দেনিকিনের সহযোগী। . . . তা নয়ত কী আমরা? দেখা যাচ্ছে সহযোগীই বটে। রাগ করার কোন কারণ নেই। সত্যি বলেই না অমন শেল হয়ে বিঁধছে! . . .' ওর মনে পড়ে গেল মারা যাওয়ার কিছু আগে 'ঘোড়ার নাল' ইয়াকভের কথাগুলো। কার্গিনস্কায়ায় তখন চত্বরের ওপর একটি বাড়িতে গোলন্দাজদের থাকার জায়গা হয়েছে। একবার সন্ধ্যার শেষ দিকে গ্রিগোরি তাদের আস্তানায় ঢুঁ মারল। বার-বারান্দায় ঝাঁটা দিয়ে জুতোর গায়ের বরফ ঝাড়তে ঝাড়তে সে শুনতে পেল 'ঘোড়ার নাল' ইয়াকভ কার সঙ্গে যেন তর্ক করছে, বলছে, 'বলতে চাও আমরা বেরিয়ে আলাদা হয়ে এসেছি? এখন থেকে আর কারও অধীন নই? হুঃ! তোমার মাথাটা বাপু অখেদ্য কুমড়ো ছাড়া আর কিছু নয়! যদি জানতে চাও তাহলে বলি, এই এখন আমরা হলেম গিয়ে হাঘরে কুকুরের মতো। ধর কোন কুকুর প্রভুর মন যোগাতে না পেরে বা নষ্টামি করার পর বাড়ি ছেড়ে গেল, কিন্তু যাবে কোথায়? নেকড়েদের দলে ভিড়তে যাবে না - ঘেঁতে ভয় লাগে, তাছাড়া জানে যে ওরা বুনো জানোয়ার। এদিকে প্রভুর কাছেও ফেরার রাস্তা নেই - নষ্টামির জন্যে মার খেতে হবে। আমাদের অবস্থাটাও সেই রকম। আমার কথাগুলো মনে রেখো - দুপায়ের ফাঁকে লেজ গুটিয়ে পেটে গড়াগড়ি দিতে দিতে ক্যাডেটদের কাছে এসে বলতে হবে, 'আমাদের ফিরিয়ে নাও ভাই তোমরা, দয়া কর!' এই যা হবে বলে রাখলাম।'

ক্লিমভ্‌কার কাছে যখন জাহাজী ক'জনকে কেটে ফেলে সেই লড়াইয়ের পর থেকে গ্রিগোরি সর্বক্ষণ একটা শীতল অনুভূতিহীন উদাসীনতার মধ্যে দিন কাটাচ্ছে। মাথা হেঁট করে বিষণ্ন মনে চলাফেরা করে। মুখে হাসি নেই, মনে আনন্দ নেই। ইভান আলেক্সেইয়েভিচ নিহত হওয়ার পর একদিনের মতো ওর মনটা বেদনায় আর মমতায় আপ্লুত হয়ে উঠেছিল। পরে সে অবস্থাও কেটে গেল। জীবনে একমাত্র যা ওর রয়ে গেল (অন্তত ওর নিজের তা-ই মনে হয়েছিল) সে হল আক্সিনিয়ার জন্য ওর তীব্র কামনা - এক নতুন দুর্নিবার শক্তি নিয়ে যা আবার জ্বলে উঠেছে। শরতকালের হাড় কাঁপানো কালো অন্ধকার রাতে স্তেপের মাঠে কোন ধুনির আগুনের কাঁপা কাঁপা শিখা যেমন পথিককে দূর থেকে হাতছানি

দিয়ে ডাকে তেমনি আক্সিনিয়া, একমাত্র আক্সিনিয়াই ওকে হাতছানি দিয়ে কাছে ডাকছে। এখন সদর দপ্তর থেকে ফেরার পথে, এই মুহূর্তেও ওর মনে পড়ে গেল আক্সিনিয়ার কথা। মনে মনে ভাবল, 'আমরা ত ঘেরাও ভেঙে বেরিয়ে যাবার চেষ্টা করছি, কিন্তু ওর কী হবে?' সঙ্গে সঙ্গে এতটুক ইতস্তত না করে, বেশিক্ষণ চিন্তাভাবনা না করে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল, 'নাতালিয়া ছেলেপুলে নিয়ে, মাকে নিয়ে থাক, আক্সিনিয়াকে সঙ্গে নিয়ে যাব। ওকে একটা ঘোড়া দেব, আমাদের দলের সঙ্গে সঙ্গেই যাক না হয়।'

দন পেরিয়ে বাজ্‌কিতে এলো সে। নিজের আস্তানায় ঢুকল, নোটবইয়ের একটা পাতা ছিঁড়ে লিখল, 'আক্সিনিয়া সোনা আমার, আমাদের হয়ত দনের বাঁ দিকে পিছু হটে যেতে হবে। সেক্ষেত্রে তোমার সব বিষয়-আশয় ছেড়ে দিয়ে ভিওশেনস্কায়ায় চলে যাও। সেখানে আমার খোঁজ কোরো। আমার সঙ্গে সঙ্গেই থাকবে।'

চিরকুটটা ভাঁজ করে চেরীর পাতলা আঠা দিয়ে জুড়ে প্রোখর জিকভের হাতে দিল সে। দিতে গিয়ে লজ্জায় লাল হয়ে উঠল। প্রোখরের কাছ থেকে নিজের বিব্রত ভাব লুকানোর উদ্দেশ্যে ইচ্ছে করে একটু কড়া মেজাজ দেখিয়ে ভুরু কুঁচকে বলল, 'তাতারস্কিতে গিয়ে আক্সিনিয়া আস্তাখভাকে দেবে এই চিরকুটটা। হ্যাঁ, দেওয়ার সময় খেয়াল রাখবে যেন . . . এই ধর, আমার বাড়ির লোকেরা যেন কেউ না দেখে। বুঝেছ? রাতেই বরং দিয়ে এসো। জবাবের কোন দরকার নেই। তারপর হ্যাঁ, দুদিনের ছুটি দিচ্ছি তোমাকে। যাও, রওনা হয়ে যাও!'

প্রোখর ঘোড়ার দিকে পা বাড়াচ্ছিল, এমন সময় কী একটা মনে পড়ে যেতে গ্রিগোরি ওকে ডেকে ফেরাল।

'আমার বাড়িতে যাবে, মাকে নয়ত নাতালিয়াকে বলবে ওরা যেন সময় থাকতে কাপড় চোপড় আর অন্য সমস্ত দামী জিনিসপত্র দনের এপারে পাঠিয়ে দেয়। ফসল সব মাটিতে পুঁতে রাখুক আর গোরুভেড়াগুলোকে খেদিয়ে সাঁতার কাটিয়ে নিয়ে আসুক এপারে।'

উনষাট

বাইশে মে গোটা দক্ষিণ তীর জুড়ে বিদ্রোহী সেনাবাহিনী পিছু হটতে শুরু করল। ইউনিটগুলো লড়াই করতে করতে পিছু হটছে, প্রতিটি লাইনে প্রচণ্ড বাধা দিচ্ছে। স্তেপ অঞ্চলের গ্রামগুলোর লোকজন আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে দনের দিকে ছুটছে।

বুড়োরা আর মেয়েরা তাদের ঘর গেরস্থালির কাজের যত ঘোড়া বলদকে গাড়িতে জুতেছে, বাক্সপ্যাটরা, বাসনকোসন, ফসল আর বাচ্চাকাচ্চা দিয়ে বোঝাই করছে গাড়িগুলো। পাল থেকে গোরুভেড়া বেছে বার করে এনে রাস্তা দিয়ে খেদিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। সেনাবাহিনীর আগে আগে বিশাল বিশাল রসদগাড়ি সার বেঁধে চলেছে দন-পারের গ্রামগুলোর দিকে।

সেনানায়কের সদর দপ্তরের আদেশে পদাতিক দল পিছু হটতে শুরু করেছিল বাহিনীর বাকিদের একদিন আগে। তাতারস্কির 'দণ্ডবৎ' সৈন্যরা আর ভিওশেনস্কায়ার অ-কসাক লোকজনের স্বেচ্ছাবাহিনী একুশে মে উস্ত্-খোপিওরস্কায়া জেলার চেবোতারিওভ গ্রাম ছেড়ে বের হল। কুচকাওয়াজ করে তেরো-চৌদ্দ ক্রোশের ওপরে পথ পার হওয়ার পর ভিওশেনস্কায়া জেলার রিব্নি গ্রামে তারা রাত কাটানোর জন্য থামল। বাইশ তারিখে দিনের আলো দেখা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পাণ্ডুর বর্ণের কুয়াশায় আকাশ ছেয়ে গেল। সারা আকাশের বিপুল বিস্তারের মধ্যে এক চিলতেও মেঘ নেই। শুধু দক্ষিণে, দন-পারের সরু ফালি গিরিপথের মাথার ওপরে সূর্য ওঠার আগে ছোট্ট এক টুকরো চোখ-ঝলসানো গোলাপী রঙের মেঘ দেখা দিয়েছিল। মেঘের যে ধারটা পুব দিকে ঘোরানো সেখানটা লালে লাল হয়ে উঠেছে - যেন রক্ত ঝরছে। শিশির পড়ার পর ঠাণ্ডা হয়ে এসেছে বাঁ তীরের বালির ঢেউগুলো। তাদের ওপাশ থেকে সূর্য যখন উঠে এলো তখন সে মেঘ বেমালুম অদৃশ্য হয়ে গেল। ঘাসজমিতে জলার পাখিদের ডাক আরও কর্কশ হয়ে ওঠে, ছুঁচালো ডানার মাছরাঙারা নীল পাপড়ির মতো দনের জলরাশির বিস্তারের মধ্যে টুপটাপ করে এসে পড়ে, পর মুহূর্তেই ভুস করে জেগে ওঠে। তাদের হিংস্র ঠোঁটে রুপোলি ঝলক দেয় ছোটি ছোটি মাছ।

দুপুর নাগাদ এমন গরম পড়ল যা মে মাসের পক্ষে অস্বাভাবিক। বাতাসে বৃষ্টির আগের মতো ভাপ ছাড়ছে। সূর্যোদয়ের আগে থেকেই দনের ডান পার ধরে পুব দিক থেকে ভিওশেনস্কায়ার দিকে চলেছে উদ্বাস্তুদের গাড়ির সারি। হেটম্যান-সড়কের ওপর অবিরাম ঘর্ঘর আওয়াজ তুলছে ফিটন গাড়ির চাকা। ঘোড়ার চিঁহিঁহিঁ, বলদের হাম্বারব আর লোকজনের গলার স্বর পাহাড়ের ওপর থেকে ভেসে আসছে একেবারে কূলের জলামাঠ পর্যন্ত।

প্রায় শ' দুয়েক সৈন্য নিয়ে ভিওশেনস্কায়ার অ-কসাক স্বেচ্ছাসেনাদল। সেটা তখনও রিব্নিতে আছে। সকাল দশটা নাগাদ ভিওশেনস্কায়া থেকে নির্দেশ হল স্বেচ্ছাবাহিনীকে বলশয় গ্রমোক গ্রামের দিকে যাত্রা করতে হবে, পল্টনের চাকরীর উপযুক্ত বয়সের যত কসাক ভিওশেনস্কয়ার দিকে চলেছে হেটম্যান-সড়ক আর গ্রামের রাস্তাঘাটের ধারে চৌকি বসিয়ে তাদের সকলকে আটকাতে হবে।

ভিওশেনস্কায়ার অভিমুখী উদ্বাস্তুদের গাড়ির একটা তরঙ্গ গড়িয়ে চলেছে গ্রমোকের দিকে। রোদে পুড়ে কালো, ধুলোমাথা মেয়েরা গোরুভেড়ার পাল খেদিয়ে নিয়ে চলেছে, ঘোড়সওয়ারেরা চলেছে রাস্তার ধার দিয়ে। চাকার ক্যাঁচকোঁচ, ঘোড়া আর ভেড়ার নাক ঝাড়া, গোরুর ডাক, ছেলেপুলেদের কান্নাকাটি, এই পিছুহটা দলের সঙ্গে আরও যাদের নিয়ে যাওয়া হচ্ছে টাইফাস জ্বরে আক্রান্ত সেই রুগীদের কাতরানি সব মিলে চেরীবাগিচার ছায়াসুনিবিড় গ্রামের অখণ্ড নিস্তব্ধতা ভেঙে খানখান হয়ে যাচ্ছে। এই বিচিত্রধরনের পাঁচমিশালী কোলাহল এতই অনভ্যস্ত যে ডাকতে ডাকতে গ্রামের কুকুরগুলোর গলা একেবারে ভেঙে গেল। গোড়ার দিকে তারা প্রতিটি পথচারীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ছিল। কিন্তু এখন আর তা করছে না। বৈচিত্র্যের অভাবে গাড়ির সারি দেখে অলিগলি ধরে সেগুলোর পেছন পেছন ক্রোশখানেক রাস্তা চলে যেত, এখন সে কাজে ক্ষান্তি দিয়েছে।

প্রোখর জিকভ দুদিন বাড়িতে কাটাল। গ্রিগোরির চিরকুটটা আক্সিনিয়ার হাতে দিল, ইলিনিচ্না আর নাতালিয়াকে গ্রিগোরির মৌখিক উপদেশও জানিয়ে দিল। বাইশ তারিখে সে রওনা দিল ভিওশেনস্কায়ার দিকে।

সে ভেবেছিল বাজ্‌কিতে তার স্কোয়াড্রনের দেখা পাবে। কিন্তু কামানের চাপা গুরুগুরু গর্জন দনের উপকূল পর্যন্ত গড়িয়ে যাচ্ছিল, তখনও চির-এর ধারে কোথায় যেন বেজে চলেছিল। যেখানে জোর লড়াই চলছে সেদিকে যাবার তেমন একটা গরজ প্রোখরের ছিল না। তাই সে ঠিক করল বাজ্‌কিতে যাবে, গ্রিগোরি আর তার এক নম্বর ডিভিশন দনের কাছে না আসা পর্যন্ত সেখানে অপেক্ষায় থাকবে।

গ্রমোক পর্যন্ত সারাটা রাস্তাই প্রোখরের পাশ কাটিয়ে একের পর এক উদ্বাস্তুদের গাড়ির সারি চলতে থাকে। পথ চলে সে ধীরেসুস্থে, প্রায় সর্বক্ষণ কদমচালে ঘোড়া চালায়। চলার কোন তাড়া নেই ওর। রুবেজিনে সদ্য-গড়ে-ওঠা উস্ত্‌-খোপিওরস্কি রেজিমেন্টের কর্তাব্যক্তিদের সঙ্গে দেখা হয়ে যেতে তাদের সঙ্গে ভিড়ে গেল সে।

স্প্রিংলাগানো হাল্‌কা গাড়ি আর দুটো ফিটনে চেপে রেজিমেন্টের কর্তাব্যক্তিরা ঘাঁটি উঠিয়ে অন্যত্র সরে যাচ্ছিল। ওদের গাড়ির সারির পিছনে বাঁধা ছিল জিন আঁটা ছয়টি ঘোড়া। ফিটন গাড়ির একটাতে ছিল কিসের যেন নানা কাগজপত্র আর টেলিফোনযন্ত্র। স্প্রিংলাগানো হাল্‌কা গাড়িটাতে বসে ছিল একজন আহত প্রৌঢ় কসাক আর ধনুকের মতো বাঁকা নাকওয়ালা একটি লোক। লোকটা বেজায় রোগাপটকা। জিনের গদিতে মাথা রেখেছে, সেখান থেকে মাথা তুলছে না। মাথায় তার অফিসারদের ছাইরঙা কারাকুল পশমের টুপি। দেখে মনে হয় সদ্য টাইফাস জ্বরে ভুগে উঠেছে। থুতনি অবধি গ্রেটকোটে ঢাকা। তার পান্ডুর টিপ

কপালে, বিন্দু বিন্দু ঘামে চকচকে পাতলা নাকের খাঁজে ধুলো জমছে। কিন্তু সে সর্বক্ষণ গরম কিছু একটা দিয়ে তার পাদুটো জড়িয়ে দিতে বলছে, শিরা ওঠা অস্থিসার হাত দিয়ে কপালের ঘাম মুহূর্ত মুহূর্তে গালিগালাজ করছে।

'ওরে হারামজাদা! শুয়োরের বাচ্চা! পায়ের তলা দিয়ে বাতাস ঢুকছে, শুনছিস? ওরে পলিকার্প, শুনছিস? একটা কম্বল দিয়ে ঢেকে দে। যখন আমার শরীর ভালো ছিল তখন দরকার ছিল আমাকে, আর এখন . . .' বলতে বলতে আর দশজন সঙ্কটাপন্ন রোগীর মতোই কঠোর চোখ মেলে শূন্য দৃষ্টিতে এদিক-ওদিক তাকাতে থাকে।

যাকে পলিকার্প বলে ডাকছিল সে ঢ্যাঙা, জোয়ানগোছের চেহারার রক্ষণশীল ধর্মসম্প্রদায়ের একজন লোক। ঘোড়াটা চলতে চলতেই তার পিঠ থেকে নেমে গাড়ির দিকে এগিয়ে গেল সে।

'আপনি যেমন করছেন তাতে ত ঠাণ্ডা লেগে যেতে পারে, সামোইলো ইভানভিচ।'

'ঢেকে দে বলছি!'

পলিকার্প বিনীতভাবে হুকুম তামিল করে সরে গেল।

চোখের ইশারায় রোগীকে দেখিয়ে দিয়ে প্রোখর তাকে জিজ্ঞেস করল, 'এ কে?'

'উস্ত্-মেদ্‌ভেদিৎস্কায়ার একজন অফিসার। আমাদের সদর ঘাঁটির দলের সঙ্গেই ছিলেন।'

ওদের সঙ্গে উস্ত্-খোপিওর্‌স্কায়া জেলার, তিউকোভ্‌নি, বব্‌রোভ্‌স্কি, ক্রুতোভ্‌স্কি, জিমোভ্‌নি আরও সব গ্রামের উদ্বাস্তুরাও চলেছে।

সংসারের নানা টুকিটাকিতে বোঝাই একটা মালটানা গাড়ির ওপর গ্যাঁট হয়ে বসে ছিল এক বাস্তুহারা বুড়ো। প্রোখর তাকে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি আবার কোন্ চুলোয় চললে?'

'ভিওশেন্‌স্কায়া যাবার ইচ্ছে।'

'ভিওশেন্‌স্কায়ার ওরা ডেকে পাঠিয়েছে নাকি তোমাদের?'

'ডেকে পাঠানোর কথা হচ্ছে না, বাছা। তবে নিজের মরণ কে চায় বল? ভয় যখন একবার ধরেছে তখন না যেয়ে আর উপায় কী?'

'আরে, সেই জন্যেই ত আমি জিজ্ঞেস করছি। ভিওশেন্‌স্কায়ায় যাওয়া কেন? ইয়েলান্‌স্কায়াতে পার হলেই পারতে – তাতে অনেক কম সময় লাগত।'

'কিসে করে পার হব? লোকে বলছে সেখানে কোন খেয়ার বন্দোবস্ত নেই।'

'ভিওশেন্‌স্কায়াতেই বা কিসে পার হবে? তোমার ওই ছাইভস্ম দিয়ে আলাদা খেয়ার বন্দোবস্ত হবে ভেবেছ নাকি? সৈন্যদের পারে রেখে তোমাকে তোমার হাবিজাবিসুদ্ধ পার করবে বুঝি? আরে দাদু, তোমাদের মতো বোকা মানুষও হয়!

গেলেই হল? কোথায় চলেছে, কেন চলেছে মাথামুণ্ডু কিছুই জানা নেই। আর ওই ছাইভস্মগুলোই বা কী জন্যে বলতে পার?' গাড়ির কাছে ঘেঁসে এসে হাতের চাবুক দিয়ে পোঁটলাপুঁটলিগুলো দেখিয়ে চটেমটে জিজ্ঞেস করল প্রোখর।

'কী নেই এখানে বল! জামাকাপড়, ঘোড়ার সাজ, আটা-ময়দা, ঘরসংসারের দরকারি এটা-ওটা আরও কত জিনিস। . . . ফেলে আসা যায় নাকি? ফিরে এসে হয়ত দেখব ঘর-বাড়ি ফাঁকা। তাই না দুটো ঘোড়া আর তিনজোড়া বলদ জুতে যতটা যা পারলাম সব চাপালাম, বাড়ির মেয়েদের ওপরে বসিয়ে রওনা দিলাম। হাড়ভাঙা খাটুনি খেটে, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে এত সব জিনিস করেছি বাছা, ফেলে আসতে কষ্ট হয় না? পারলে বাড়িখানাও উঠিয়ে আনতাম, যাতে লালগুলোর ভোগে না লাগে। ওলাউঠা হয়ে মরুক ব্যাটারা!'

'আচ্ছা বেশ, কিন্তু ধর ওই প্রকাণ্ড চালুনিখানা? ওটা কেন সঙ্গে নিয়ে চলেছ? আর ওই চেয়ারগুলো – ওগুলোই বা কার কোন্ কাজে লাগবে? লালদের ওগুলোতে এতটুকু দরকার নেই।'

'কিন্তু তাই বলে ফেলে আসব! তুমি একটা আজব লোক ত হে! . . . ফেলে রাখি – আর ওরা ভেঙে চুরমার করুক, নয়ত পুড়িয়ে ফেলুক। আমার কাছে ওসব চলবে না। জাহান্নামে গিয়ে মরুক ওরা। সব চেঁছে পুঁছে নিয়ে এসেছি!'

দানাপানি-খাওয়া ঘোড়াগুলো কোন রকমে পা টেনে টেনে চলছিল – বুড়ো সেই দিকে চাবুকটা নাচাল, তারপর পেছন দিক থেকে তৃতীয় বলদটানা গাড়িটা চাবুক দিয়ে দেখিয়ে বলল, 'ওই যে চাদর মুড়ি দিয়ে মেয়েটা বলদগুলোকে হাঁকাচ্ছে ও হল আমার মেয়ে। ওর গাড়িতে একটা মাদী শুয়োর আছে বাচ্চাকাচ্চা নিয়ে। ওটার পেটে বাচ্চা ছিল। আমরা যখন ধরে বেঁধে গাড়িতে ওঠাই তখন নির্ঘাত পেটে চাপ পড়েছিল। আর যায় কোথায় – রাত্তিরেই সোজা গাড়ির মধ্যে বিইয়ে ফেলল। শুনতে পাচ্ছ বাচ্চাগুলোর কুঁই কুঁই ডাক? না হে, আমার ধনে লালগুলো বড়লোক হবে সে গুড়ে বালি! জ্বরবিকার হয়ে মরুক হতভাগারা!'

রাগে কটমট করে বুড়োর ঘামে ভেজা চওড়া মুখটার ওপর দৃষ্টি ফেলে প্রোখর বলল, 'পার হবার সময় তুমি আমার কাছ থেকে যত তফাতে থাক ততই ভালো! তুমি যদি একবার খেয়ায় ওঠ তাহলে তোমার ধাড়ি শুয়োর, বাচ্চা শুয়োর আর রাজ্যের যত জিনিস নিয়ে হুড়মুড় করে ভেঙে দনের তলায় তলিয়ে যাবে!'

'কেন? তা হতে যাবে কেন!' বেজায় অবাক হয়ে যায় বুড়ো।

'কেন আবার? লোকজন মরতে বসেছে, সকলের যথাসর্বস্ব খোয়া যাচ্ছে, আর তুমি বুড়ো শয়তান মাকড়সার মতো সব সম্পত্তি টেনে নিয়ে চলেছ!'

শান্তিপ্রিয় নিরীহ স্বভাবের প্রোখর এবারে চেঁচিয়ে উঠল। 'এমন গুখেগোদের আমি দুচক্ষে দেখতে পারি নে! আমার বুকে শেল হয়ে বাজে!'

'হট, হট এখান থেকে!' বুড়ো তেলেবেগুনে জ্বলে ওঠে। ফোঁস করে নিঃশ্বাস ছাড়তে ছাড়তে মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে বলল, 'আহা কোথাকার, আমার ওপরওয়ালা এলেন রে! অন্যের সম্পত্তি দলে ফেলে দিতে চায়! ... আমি ভালোমানুষ ভেবে ওর সঙ্গে কথা বলতে গেলাম ... আমার নিজের ছেলেই হল গে একজন সার্জেন্ট-মেজর, স্কোয়াড্রন নিয়ে লালদের ঠেকাচ্ছে এখন। ... হট। দয়া করে চলে যাও এখেন থেকে! অন্যের সম্পত্তি দেখে বুঝি চোখ টাটাচ্ছে! নিজে কিছু উপার্জন কর তাহলে টের পাবে। অমন চক্ষু শূলোত না তাহলে!'

প্রোখর দুলকি চালে ঘোড়া ছেড়ে দিল। পেছন থেকে আকাশভেদী তীক্ষ্ণ ডাক ছাড়তে থাকে একটা শুয়োরছানা, সেই সঙ্গে উৎকণ্ঠিত ধাড়ি শুয়োরের আর্তনাদ। শুয়োরের ডাকে কানে তালা লাগার উপক্রম।

ছোট হাল্‌কা গাড়িতে যে অফিসারটি শুয়ে ছিল যন্ত্রণায় চোখমুখ বিকৃত করে কাঁদো কাঁদো গলায় সে চেঁচিয়ে উঠল, 'আঃ, ওটা আবার কোন্ শয়তান? শুয়োর এলো কোত্থেকে? পলিকার্প! ...'

পলিকার্প ঘোড়া হাঁকিয়ে এগিয়ে এসে উত্তর দিল, 'একটা বাচ্চা শুয়োর গাড়ি থেকে পড়ে গিয়েছিল, ঠ্যাঙের ওপর দিয়ে চাকা চলে গেছে।'

'গিয়ে বল ... যাও, শুয়োরের মালিককে গিয়ে বল গলা কেটে দিতে। ... বল এখানে অসুস্থ লোকজন আছে। ... অমনিতেই কষ্ট, তার ওপর আবার এই কেঁউ কেঁউ চিৎকার। যাও! চটপট!'

গাড়ির পাশাপাশি হতে প্রোখর দেখতে পেল ধনুকের মতো বাঁকা নাকওয়ালা অফিসারটি ভুরু কুঁচকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে কান পেতে শুনে যাচ্ছে বাচ্চা শুয়োরটার তীক্ষ্ণ ডাক। ছাইরঙা কারাকুল পশমের টুপি দিয়ে বৃথাই চেষ্টা করছে কান ঢাকার। ... আবার পলিকার্প এগিয়ে এলো সামনে।

'লোকটা শুয়োরছানাটাকে মারতে চাইছে না, সামোইলো ইভানিচ। বলছে যে ওটা ভালো হয়ে যাবে। যদি না হয় তাহলে সন্ধ্যায় কেটে খেয়ে ফেলবে, বলছে।'

অফিসারের মুখ ফেকাসে হয়ে যায়। অনেক কষ্টে সে উঠে বসে গাড়িতে, পাদুটো ঝুলিয়ে দেয়।

'আমার ব্রাউনিং পিস্তলটা কোথায়? ঘোড়াগুলোকে থামাও! শুয়োরের মালিক কোথায়? আমি তাকে মজা দেখাচ্ছি। ... কোন্ গাড়িতে আছে?'

হিশেবি বুড়োটাকে শেষ পর্যন্ত শুয়োরছানার বুকে শিক বিঁধোতে বাধ্য করা হল।

প্রোখর মুচকি হেসে কদমচালে ঘোড়া চালিয়ে দিয়ে উস্ত-খোপিওরস্কায়ার

গাড়ির সারি পার হয়ে যায়। সামনে, আধক্রোশখানেক দূরেই দেখা গেল নতুন আরেক সারি গাড়ি আর ঘোড়সওয়ার দল। গাড়ির সংখ্যা দু'শ'র কম হবে না, সঙ্গে ছড়িয়ে ছিটিয়ে চলেছে জনা চল্লিশেক ঘোড়সওয়ার।

'খেয়াঘাটে আজ একটা প্রলয় কাণ্ড না হয়ে যায় না।' প্রোখর মনে মনে ভাবল।

গাড়িগুলোর নাগাল ধরে ফেলেছে প্রোখর। এমন সময় ও দিকের চলন্ত সারির মাথা থেকে একটা চমৎকার গাঢ় পাটকিলে রঙের ঘোড়া টগবগিয়ে ওর দিকে ছুটে এলো একজন মেয়েমানুষ। কাছে এসে ঘোড়ার রাশ টানল। ঘোড়ার পিঠে দামী জিন আঁটা, বুকের পেটি আর মুখের সাজে রুপো ঝিলিক দিচ্ছে। এমন কি জিনের পাশগুলোও তেমন ঘষটানো নয়। জিনের কষি আর গদির দামী পাতলা চামড়া ঝকঝক করছে। মেয়েমানুষটি বেশ কায়দা করে ঠাটে বসে আছে জিনের ওপর। রোদে পোড়া বলিষ্ঠ হাতে ভালোমতো গুছিয়ে শক্ত করে ধরে রেখেছে লাগাম। কিন্তু পল্টনের বিশাল ঘোড়াটা যে তার মালিকানকে গ্রাহ্যের মধ্যেই আনছে না সেটা বেশ বোঝা যায়। ঘাড় বাঁকিয়ে, বন বন করে গোল রক্তচক্ষু ঘোরাচ্ছে, হলদে দাঁতের পাটি বার করে মেয়েমানুষটির ঘাগরার নীচ থেকে বেরিয়ে পড়া সুডৌল হাঁটুটা কামড়ানোর চেষ্টা করছে।

মেয়েমানুষটির চোখ অবধি একটা সদ্যকাচা নীল দেওয়া পরিষ্কার ওড়না জড়ানো। মুখের ওপর থেকে ওড়নাটা সরিয়ে নিয়ে সে জিজ্ঞেস করল, 'এখানে জখম লোকজন নিয়ে কোন গাড়ির সার যেতে দেখেছ ভাই?'

'তা অনেক গাড়ির সারই ত যেতে দেখেছি। কেন, কী হয়েছে?'

'বড় বিপদে পড়েছি,' কাতর কণ্ঠে সে বলল। 'আমার স্বামীকে খুঁজে পাচ্ছি নে। উস্ত্-খোপিওর্স্কায়ার একটা পল্টনী হাসপাতালের সঙ্গে আসছে সে। ওর পায়ে চোট লেগেছিল। কিন্তু এত দিনে বোধ হয় ঘা-টা পচেই গেছে। গাঁয়ের লোকজন দিয়ে আমায় বলে পাঠিয়েছিল ওর ঘোড়াটা ওকে এনে দেবার জন্যে। এই সেই ঘোড়া।' ঘোড়াটার বিন্দু বিন্দু ঘাম-ছড়ানো ঘাড়ে চাবুকের বাড়ি মেরে সে বলল, 'ঘোড়ায় জিন চাপিয়ে আমি উস্ত্-খোপিওর্স্কায়ায় গিয়েছিলাম। কিন্তু দেখি হাসপাতাল সেখানে নেই, ততদিনে ওখান থেকে চলে গেছে। তারপর থেকে কত যে ঘুরছি, কিন্তু কিছুতেই দেখা পাচ্ছি না ওর।'

কসাক মেয়েটির সুডৌল মুখখানা দেখে প্রোখর মুগ্ধ হল। বেশ খুশি হয়ে মন দিয়ে শুনল তার নীচু খাদের মিষ্টি মোলায়েম গলার আওয়াজ। চেঁচিয়ে বলল, 'আহা লক্ষ্মী ঠাকরুন আমার! স্বামীর খোঁজ করে বেড়াচ্ছ কেন ছাই? যাক না সে পল্টনী হাসপাতালের সঙ্গে সঙ্গে! তোমার মতো পরমাসুন্দরীকে ত যে কেউ বিয়ে করে ফেলবে, সেই সঙ্গে আবার অমন একটা ঘোড়াও যৌতুক হিশেবে

পেয়ে যাবে! আমি হেন লোকও সেই ঝুঁকি নিতে রাজী আছি।'

মেয়েমানুষটি জোর করে হাসল, ভারী শরীরটা ঝুঁকিয়ে বেরিয়ে পড়া হাঁটুর ওপর ঘাগরার ঘেরটা টেনে দিল।

'তামাসা না করে বলই না বাপু, পল্টনী হাসপাতালকে যেতে দেখেছ এই পথে?'

'ওই যে পেছনের ওই দলটার মধ্যে রুগী আর জখম লোকজন আছে,' দীর্ঘশ্বাস ফেলে উত্তর দিল প্রোখর।

মেয়েমানুষটি চাবুক হাঁকাল, অমনি ঘোড়াটা শুধু পিছনের দু'পায়ে ভর দিয়ে ঝট করে ঘুরে গেল। তার পায়ের মাঝখানের কুঁচকিতে জমে ওঠা ঘামের সাদা ফেনার পুঞ্জ ঝলকে উঠল। এলোপাতাড়ি পা চালিয়ে কদমচালে চলতে চলতে শেষকালে হুড়মুড় করে ছুট দিল।

গাড়িগুলো সব ধীরে ধীরে চলেছে। বলদগুলো অলসভাবে লেজ নেড়ে ভনভনে গো-মাছি তাড়াচ্ছে। এত গরম পড়েছে, বাজ পড়ার আগের বাতাস এত দম-আটকানো ও থমথমে হয়ে এসেছে যে রাস্তার ধারের বেঁটে বেঁটে সূর্যমুখীর কচি পাতাগুলো কুঁকড়ে যাচ্ছে, নেতিয়ে পড়ছে।

প্রোখর আবার চলতে থাকে গাড়ির সারির পাশে পাশে। জোয়ান কসাকদের সংখ্যা এত বেশি দেখে সে অবাক হয়ে যায়। ওরা হয় নিজের স্কোয়াড্রন থেকে আলাদা হয়ে পড়েছে নয়ত স্রেফ পল্টন ছেড়ে পালিয়ে এসে যোগ দিয়েছে পরিবারের লোকজনের সঙ্গে, তাদের সঙ্গে সঙ্গে চলেছে খেয়াঘাটের দিকে। ওদের কেউ কেউ পল্টনের ঘোড়াগুলোকে গাড়ির সঙ্গে বেঁধে নিয়ে চলেছে, গাড়িতে শুয়ে শুয়ে মেয়েদের সঙ্গে গল্পগুজব করছে, ছেলেপুলেদের আদর করছে। কেউ কেউ আবার তলোয়ার বা রাইফেল কোনটাই না খুলে ঘোড়ার পিঠে চড়ে চলেছে। আড়চোখে ওদের দিকে তাকাতে তাকাতে প্রোখর সিদ্ধান্তে এলো: 'নির্ঘাত পল্টন ছেড়ে দিয়ে এখন চম্পট দিচ্ছে।'

ঘোড়া আর বলদের ঘাম, তপ্ত হয়ে ওঠা গাড়ির কাঠ, ঘর-গেরস্থালির জিনিসপত্র আর চাকার তেলের গন্ধে বাতাস ছেয়ে গেছে। বলদগুলো ক্লান্তভাবে পথ চলছে, ভারী নিশ্বাসের সঙ্গে ওদের পাঁজরগুলো ওঠাপড়া করছে। ওদের ঝুলে পড়া জিভ থেকে ধূলিধূসরিত পথের ওপর সুতোর মতো লালা ঝরে নক্সা কাটতে কাটতে চলেছে। মালগাড়িগুলো ঘণ্টায় দেড়-দুই ক্রোশ গতিতে চলেছে। ঘোড়ায় গাড়িগুলোও বলদে টানা গাড়িগুলোকে ছাড়িয়ে যাবার কোন গরজ দেখায় না। কিন্তু দূরে দক্ষিণ দিকের কোন্ এক জায়গা থেকে মৃদু কামানের আওয়াজ ভেসে আসতে না আসতে সর্বত্র গতিচাঞ্চল্য দেখা যায়। এক-ঘোড়া আর জোড়া-ঘোড়ায় জোতা মালগাড়িগুলো লম্বা সারির শৃঙ্খলা ভেঙে বেরিয়ে আসে।

কদমচালে ছোটে ঘোড়াগুলো, চাবুক ঝলকায়, শোনা যায় নানা কণ্ঠের 'হেই হেই', 'চল্ চল্', 'হেট হেট' হাঁকডাক। বলদগুলোর পিঠের ওপর শুকনো ডাল আর বেতের বাড়ি পড়ে সপাং সপাং, চাকার গতি বেড়ে যায়, ঘর্ঘর আওয়াজ ওঠে। ভয়ে সব কিছুরই গতি বেড়ে যায়। গরম ধুলোর ধূসর ঘন এলোকেশ ছড়িয়ে পড়ে পথের ওপরে, কুণ্ডলী পাকিয়ে ভাসতে ভাসতে পেছনে চলে যায়, তারপর আস্তে আস্তে থিতিয়ে পড়ে ক্ষেতের ফসল আর ঘাসের ডাঁটার গায়ে।

প্রোখরের গাট্টাগোট্টা ছোট ঘোড়াটা চলতে চলতে ঘাসের দিকে মুখ বাড়ায়, মুখ দিয়ে কখনও তেপাতা ঘাসের ডাঁটা, কখনও হলুদ সর্ষেশাক বা সুষনি শাকের গোছা ছিঁড়ে নেয়। ছিঁড়ে ছিঁড়ে খায় আর সতর্কভাবে কান নাড়ায়, কড়িয়ালটা মাটীতে ঘষা লাগতে ঝমঝম আওয়াজ তুলে জিভ দিয়ে ঠেলে ফেলে দেওয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু কামানের আওয়াজের পর প্রোখর জুতোর গোড়ালি দিয়ে ওর পাঁজরায় গুতোঁ মারে। এখন যে পেট পুরে খাবার সময় নয় এটা বুঝতে পেরেই যেন স্বেচ্ছায় সে দুলকি চালে কদম ফেলে চলতে থাকে।

কামানের গর্জন বাড়তে থাকে। দমকে দমকে ফেটে পড়া গোলার ভারী কর্কশ আওয়াজ মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়, গুমোট বাতাসের মধ্যে সপ্তকের সুরে কেঁপে কেঁপে বাজে মেঘ ডাকার মতো গুরুগুরু গর্জন।

'হা প্রভু যিশু!' গাড়িতে বসে একটা যুবতী মেয়ে ক্রুশ-প্রণাম করল। বাচ্চার মুখ থেকে দুধে চকচকে বাদামী-গোলাপী রঙের মাইয়ের বোঁটা জোর করে ছিনিয়ে নিয়ে স্তন্যদায়িনী মা তার হলদেটে ভরাট বুক জামার তলায় ঢেকে ফেলল।

এক বুড়ো লম্বা লম্বা পা ফেলে তার বলদগুলোর পাশে হাঁটতে হাঁটতে চিৎকার করে প্রোখরকে ডেকে বলল, 'কারা কামান দাগছে গো সেপাইজী? আমাদের লোক না ওদের?'

'ওরা লাল ফৌজের লোক দাদু! আমাদের কোন গোলাগুলি নেই।'

'হে স্বর্গের দেবী, ওদের রক্ষে কর!'

বুড়োর হাত থেকে বলদ তাড়ানোর পাঁচনিটা পড়ে গেল। পুরনো কসাক-টুপিটা খুলে হাঁটতে হাঁটতেই পুব দিকে মুখ ঘুরিয়ে ক্রুশচিহ্ন এঁকে প্রণাম করল।

দক্ষিণে একটা টিলার মাথায় দেরিতে বোনা ভুট্টার লম্বা লম্বা চারা গজিয়েছে। টিলাটার ওপাশ থেকে দেখা দিয়েছে একখণ্ড পেঁজা কালো মেঘ। কুহেলি পর্দা নেমে এলো আকাশে, অর্ধেক দিগন্ত ঢাকা পড়ে গেল সে মেঘে।

একটা গাড়ি থেকে কে একজন চেঁচিয়ে বলল, 'ওই দেখ, কী সাংঘাতিক আগুন লেগেছে!'

'কী হতে পারে ব্যাপারটা?'

'কোথায় লেগেছে আগুনটা?' গাড়ির চাকার ঘটাং ঘটাং আওয়াজ ছাপিয়ে ওঠে নানা কণ্ঠের প্রশ্ন।

'চির্‌-এর পারে কোথাও হবে।'

'লালেরা চির্‌-এর পারের গ্রামগুলোতে আগুন লাগিয়ে দিচ্ছে!'

'খরাও পড়েছে কী সাংঘাতিক!'

'দ্যাখো দ্যাখো, কী রকম কালো ধোঁয়ার মেঘে চারধার ছেয়ে গেছে!'

'তার মানে, বেশ কতকগুলো গ্রাম জ্বলছে!'

'কার্গিনস্কায়া থেকে চির্‌-এর নীচের দিকে লকলক ক'রে আগুন জ্বলছে। লড়াইটা এখন ওখানেই হচ্ছে যে।'

'চেওর্ণায়া নদীর ধারেও ত হতে পারে? একটু তাড়াতাড়ি হাঁকাতে বল হে ইভান!'

'ওঃ আগুন বটে!'

কালো ধোঁয়ার আবরণটা ক্রমেই বাড়তে থাকে, বাড়তে বাড়তে আরও বেশি করে আকাশ ছেয়ে ফেলে। আরও বেশি হয়ে ওঠে কামানের গর্জন। আধ ঘণ্টার মধ্যে দখিনা বাতাসে হেটম্যান-সড়কের ওপর ভেসে আসে তোলপাড়-করা অগ্নিকাণ্ডের ঝাঁঝালো, ভীতিকর গন্ধ – সড়কের ক্রোশ বারো দূরে চির্‌-এর পারে গ্রামের পর গ্রাম আগুনে পুড়ছে।

খাট

বলশয় গ্রমোকের রাস্তাটা এক জায়গায় ধূসর পাথরের কতকগুলো চাঁইয়ের একটা দেয়ালের পাশ দিয়ে চলে গেছে, তারপর হঠাৎ মোড় নিয়েছে দনের দিকে, নেমে গেছে একটা ছোট্ট অগভীর সোঁতার ভেতরে। তার ওপর একটা কাঠের গুঁড়ির সাঁকো।

আবহাওয়া শুকনো থাকলে খাতের তলায় হলদে বালি আর রঙচঙে নুড়িপাথর চিকমিক করে। কিন্তু বর্ষার প্রবল বর্ষণের পর পাহাড় থেকে ঢল নামে, বৃষ্টির ঘোলা জলের ধারা মিলেমিশে উত্তাল হয়ে ছুটে আসে সোঁতার ভেতরে, পাথর ধুয়ে ওলটপালট ক'রে সগর্জনে ধেয়ে যায় দনের দিকে।

এমন সব দিনে সাঁকো ডুবে যায়, তবে বেশিক্ষণ সে অবস্থায় থাকে না। ক্ষিপ্ত পাহাড়ী জল সবজিবাগান তছনছ ক'রে দিয়ে খুঁটিসমেত বেড়া উপড়ে তাণ্ডব সৃষ্টি করলেও দেখতে দেখতে, ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যেই সরে যায়। সোঁতার বেরিয়ে পড়া ভিজে তলাটা ঝকঝক করতে থাকে। সদ্যধোয়া নুড়িগুলো থেকে খড়ি আর

ভিজে মাটির সোঁদা গন্ধ আসে, ধারে ধারে ঝিকমিক করে গৈরিক পলিমাটি।

সোঁতার দুপাশে বন-ঝাউ আর বেতসের ঘন ঝোপঝাড়ে। ভয়ানক গরমের দিনেও তাদের ছায়ায় বেশ ঠাণ্ডা।

ঠাণ্ডা ছায়ার লোভে ভিওশেনস্কায়ার অ-কসাক স্বেচ্ছাবাহিনী সাঁকোর কাছে তাদের চৌকি বসিয়েছিল। চৌকিতে এগারোজন লোক। গ্রামে আপাতত উদ্বাস্তুদের গাড়ির কোন সারি দেখা যাচ্ছে না। সেপাইরা তাই সাঁকোর নীচে শুয়ে শুয়ে তাস পিটিয়ে, সিগারেট ফুঁকে সময় কাটাচ্ছে। কেউ কেউ জামাকাপড় খুলে শার্ট আর ভেতরের কাপড়চোপড়ের সেলাইয়ের জায়গা থেকে পল্টনের বুভুক্ষু উকুন বাছতে শুরু করেছে। দুজন তাদের কম্যাণ্ডারের অনুমতি নিয়ে দনে স্নান করতে চলে গেল।

কিন্তু বিশ্রাম হল অল্পক্ষণ। শিগ্‌গিরই সাঁকোর কাছে গাড়ির সারি আসতে দেখা গেল। গাড়িগুলো আসছে ঘন দল বেঁধে। হঠাৎই ঝিমন্ত ছায়াঘন গলিটা মানুষজনে, হৈ-হল্লায় ভরে উঠল, গুমোট হয়ে উঠল – যেন গাড়িগুলোর সঙ্গে সঙ্গে দন পারের টিলা থেকে ঝরে পড়ল স্তেপের মাঠের জ্বালাধরা গুমসানি।

চৌকির ওপরওয়ালা বলতে স্বেচ্ছাসৈন্যদের তিন নম্বর প্লেটুনের কম্যাণ্ডার। লোকটি ঢ্যাঙা, শুকনো চেহারার একজন নিম্নপদস্থ অফিসার। কটা রঙের ছোট্ট দাড়িটা ছিমছাম ছাঁটা। বাচ্চা ছেলের মতো খাড়া খাড়া বড় তার কানদুটো। রিভলভারের ছেঁড়াখোঁড়া খাপটার ওপর হাত রেখে সাঁকোর কাছে দাঁড়িয়ে ছিল। প্রায় গোটা কুড়ি গাড়ি সে বিনা বাধায় ছেড়ে দিল। কিন্তু একটা গাড়িতে বছর পঁচিশের একজন জোয়ান কসাককে দেখে সংক্ষেপে হুকুম দিল, 'থামো!'

কসাকটি ভুরু কুঁচকে রাশ টেনে ধরল।

'কোন্ ইউনিট থেকে আসছ?' গাড়ির খুব কাছে এগিয়ে এসে কঠোর স্বরে জিজ্ঞেস করল প্লেটুন-কম্যাণ্ডার।

'তা দিয়ে তোমার কী দরকার?'

'তুমি কোন্ ইউনিটের তাই জিজ্ঞেস করছি। কী হল?'

'বুবেক্সিন স্কোয়াড্রনের। কিন্তু তুমি কে?'

'নেমে পড়!'

'জানতে চাই, তুমি কে?'

'বলছি নেমে পড়!'

কম্যাণ্ডারের দুই কান ঝাঁ ঝাঁ করে ওঠে, উত্তেজনায় লাল হয়ে ওঠে। খাপের ঢাকনা খুলে রিভলভারটা টেনে বার করে সে বাঁ হাতে তুলে নিল। কসাক হাতের লাগামটা তার বৌয়ের হাতে গুঁজে দিয়ে লাফিয়ে গাড়ি থেকে নেমে পড়ল।

'ইউনিটের সঙ্গে নেই কেন? কোথায় যাচ্ছ?' কম্যাণ্ডার ওকে জেরা করল।

'অসুখ করেছিল। এখন যাচ্ছি বাজ্‌কিতে। . . . পরিবার সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি।'

'অসুখ যে করেছিল তার কোন প্রমাণ আছে? সে রকম কোন কাগজপত্র সঙ্গে আছে?'

'তা কোথায় পাব? আমাদের স্কোয়াড্রনে কোন ডাক্তার ছিল না।'

'ও, ডাক্তার ছিল না বলছ? . . . এই কার্পেন্‌কো, একে স্কুলে নিয়ে যাও ত!'

'কিন্তু তোমরা কারা? কী অধিকার আছে?'

'আমরা কারা তা যেখানে দেখানোর সেখানে দেখিয়ে দেবো তোমাকে!'

'আমাকে যে আমার নিজের ইউনিটে যেতেই হবে! আমাকে আটকানোর কোন অধিকার নেই তোমার।'

'আমরা নিজেরাই সেখানে পাঠিয়ে দেবো তোমাকে। সঙ্গে হাতিয়ার আছে?'

'একটা রাইফেল আছে।'

'সঙ্গে নাও। চটপট! নইলে এখনই মজা টের পাইয়ে দেবো! জোয়ান ছোকরা, মেয়েমানুষের আঁচলের তলায় লুকোচ্ছ, গা বাঁচানোর চেষ্টা করছ? হারামজাদা! ভেবেছ আমরা তোমায় রক্ষা করব?' চলে যাবার সময় ঠোঁট বাঁকিয়ে বলল, 'নিজেকে কিনা কসাক বলতে চাও!'

কসাক কম্বলের তলা থেকে রাইফেলখানা টেনে বার করল, বৌয়ের হাতটা ধরল। সকলের সামনে বৌকে আর চুমু খেল না, শুধু তার রুক্ষ হাতখানা নিজের হাতের মধ্যে ধরে ফিসফিস করে কী বলল। তারপর পাহারাদারদের সঙ্গে সঙ্গে চলল গ্রামের স্কুলের দিকে।

গলিটার মধ্যে গাড়িঘোড়ার ভিড় জমে গিয়েছিল। এখন সেগুলো ঘর্ঘর আওয়াজ তুলে হুড়মুড় করে গিয়ে উঠল সাঁকোর ওপরে।

এক ঘণ্টার মধ্যে চৌকির পাহারাদাররা প্রায় পঞ্চাশজন ফেরারী সৈন্যকে ধরল। ধরা পড়ে তাদের মধ্যে কেউ কেউ বাধা দেওয়ার চেষ্টা করেছিল, বিশেষ করে একজন – ঝোলা লম্বা গোঁফ, দেখতে ডাকাবুকো, ইয়েলান্‌স্কায়া জেলার উজ্জানী ক্রিভ্‌স্কোই গ্রামের, ছোটখাটো চেহারার এক কসাক। চৌকির ওপরওয়ালা যখন তাকে ঘোড়ার গাড়ি থেকে নামার হুকুম দিল তখন সে চাবুক কষাল তার ঘোড়ার পিঠে। দুজন সেপাই গাড়ির ঘোড়াদুটোর মুখের লাগাম চেপে ধরল। গাড়ি ততক্ষণে সাঁকোর ওপাড়ে চলে গেলেও থামিয়ে দিল। কসাক তখন বিশেষ ভাবনাচিন্তা না করেই পোশাকের তলা থেকে মার্কিন উইনচেস্টার রাইফেলখানা বার ক'রে কাঁধে ঝুলাল।

'পথ ছাড় বলছি! নইলে খুন করব, শালা শুয়োরের বাচ্চা!'

'নেমে পড়, নেমে পড়! যে না মানবে তাকে গুলি করে মারার হুকুম আছে আমাদের। আমরা এখনই তোমাকে তাক করব!'

'চাষাভুষোর দল! . . . এই কালও তোমরা ছিলে লাল, আর আজ কিনা হুকুম দিচ্ছ কসাকদের? তোমরা পাঁঠার দল! সরে যাও। নইলে ঝেড়ে দেবো কিন্তু একখানা! . . .'

ফিটন গাড়িটার সামনের চাকার কাছে একজন সেপাই দাঁড়িয়েছিল। তার হাঁটু পর্যন্ত পাদুটো শীতের নতুন পটিতে জড়ানো। অল্পক্ষণ হাতাহাতির পর কসাকের হাত থেকে সে ছিনিয়ে নিল রাইফেলখানা। কসাক তখন বেড়ালের মতো চটপট ঘাড় গুঁজে তুলোর আস্তরলাগানো কোর্তার তলায় হাত গলিয়ে খাপ থেকে চেপ্‌টা তলোয়ারখানা বার ক'রে নিল। হাঁটু গেড়ে বসে গাড়ির সঙ্গে বাঁধা ঝরঝরে দোলাটার ওপর দিয়ে টেনে তলোয়ার চালিয়ে দিল। সেপাইটা ঠিক সময়মতো লাফিয়ে সরে গিয়েছিল, নয়তো আরেকটু হলেই তলোয়ারের ঘায়ে তার মাথা উড়ে যেত।

'ওগো, ফেলে দাও! দোহাই তোমার, ফেলে দাও গো! কোনো দরকার নেই! ওদের সঙ্গে লাগতে যেয়ো না গো! ওঃ! ওরা তোমায় মেরে ফেলবে যে!' ক্ষিপ্ত কসাকের বিশ্রী চেহারার রোগা, ছোটখাটো বৌটি নিজের দু'হাত মোচড়াতে মোচড়াতে কাঁদতে লাগল।

কিন্তু কসাক ছাড়বার পাত্র নয়। গাড়ির ওপর সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে সে আরও অনেকক্ষণ ইস্পাত-নীল ঝলক তুলে তলোয়ার ঘুরিয়ে চলল। সেপাইদের সে গাড়ির কাছে ঘেসতে দিচ্ছিল না। উন্মাদের মতো চারদিকে চোখ ঘোরাতে ঘোরাতে ভাঙা গলায় গালিগালাজ দিয়ে যাচ্ছিল। 'তফাত যাও! কেটে টুকরো টুকরো করে ফেলব!' ওর রোদে পোড়া তামাটে মুখ প্রায় কালো হয়ে গেছে, মুখের মাংসপেশী খিচ ধরে অল্প অল্প কাঁপছে, হলদেটে লম্বা গোঁফের তলায় গাঁজলা জমে গেছে, চোখের সাদা অংশে যে নীলচে রঙ ছিল তা মিলিয়ে গিয়ে ক্রমেই রক্তজমাট হয়ে উঠছে।

ওর হাতিয়ার কেড়ে নিতে বেশ বেগ পেতে হল। শেষকালে ওকে শুইয়ে ফেলে বাঁধা হল। বেপরোয়া কসাকটির যুদ্ধংদেহি মনোভাবের একটা সহজ ব্যাখ্যা খুঁজে পেতে দেরি হল না – গাড়ি তল্লাশি করতে গিয়ে সেখান থেকে দ্বিগুণ কড়া ঘরে চোলাই মদের একটা বেশ বড় খোলা জালা বেরিয়ে পড়ল।

গলিটা ততক্ষণে আবার আটকে গেছে। গাড়িগুলো এমন ঘেসাঘেসি হয়ে আটকে পড়েছে যে বলদ আর ঘোড়াগুলোকে জোয়াল থেকে খুলে নিতে হল, গাড়িগুলোকে হাত দিয়ে টেনে আনতে হল সাঁকোর কাছে। গোবু ঘোড়ার গাড়ির

জোয়াল আর বোম্‌ মড়মড় শব্দে ভাঙতে লাগল, ঘোড়াগুলো অস্থির হয়ে ডাক ছাড়তে শুরু করল, বলদগুলো গো-মাছির উৎপাতে পাগল-পাগল হয়ে উঠল, মনিবের হাঁক ডাকের তোয়াক্কা না করে বেড়া ডিঙিয়ে ছুটল। সাঁকোর কাছে আরও অনেকক্ষণ ধরে চলতে লাগল গালাগালি, হৈ-হট্টগোল, চাবুকের সপাং সপাং আর মেয়েদের বিলাপ। পেছনের গাড়িগুলো যেখানে যেখানে একটু নড়াচড়ার জায়গা পেল সেখান দিয়ে পিছু হটে সদর রাস্তার ওপর উঠে দনের দিকে বাজ্‌কিতে যাবার জন্য তৈরি হল।

পলাতকদের গ্রেপ্তার করে পাহারাদার দল সঙ্গে দিয়ে পাঠানো হল বাজ্‌কিতে। কিন্তু ওদের সকলের হাতেই অস্ত্র থাকায় সঙ্গের পাহারাদাররা ওদের বাগে আনতে পারল না। সাঁকোটা পেরিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে পাহারাদার আর বন্দীদের মধ্যে হাতাহাতি শুরু হয়ে গেল। খানিক বাদে স্বেচ্ছাসৈন্যদলের সেপাইরা ফিরে গেল, কসাকরা সুশৃঙ্খলভাবে মার্চ করে নিজেরাই চলল ভিওশেনস্কায়ার দিকে।

প্রোখর জিকভকেও গ্রোমোকে আটকানো হয়েছিল। কিন্তু গ্রিগোরি মেলেখভ তাকে ছুটি মঞ্জুর ক'রে যে ছাড়পত্র দিয়েছিল সেটা দেখাতে তারা ওকে নির্বিঘ্নে যেতে দেয়।

বাজ্‌কিতে যখন সে এসে পৌঁছুল তখন সন্ধ্যা হয় হয়। চির্‌-এর পারের গ্রামগুলো থেকে নানা রকমের হাজার হাজার গাড়ি সমস্ত পথঘাট আর অলিগলি ছেয়ে ফেলেছে। দনের কাছে যা ঘটছে ভাষায় তার বর্ণনা দেওয়া যায় না। প্রায় ক্রোশখানেক জায়গা জুড়ে সমস্ত তীর বরাবর সার বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে উদ্বাস্তুদের গাড়ি। হাজার পঞ্চাশেক মানুষ সেখানে বনের গাছপালার নীচে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে, খেয়া পার হওয়ার অপেক্ষায় আছে।

ভিওশেনস্কায়ায় খেয়া ক'রে ব্যাটারী, স্টাফের লোকজন আর সামরিক রসদপত্র পার কর হচ্ছে। পদাতিক সৈন্যদের ওপাড়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে ছোট ছোট ডিঙি নৌকোয় করে। একেক খেপে তিন-চারজন ক'রে যাত্রী নিয়ে ডজন কয়েক ওই রকম নৌকো দন পারাপার করছে। জলের ঠিক ধারে খেয়াঘাটের কাছটা প্রচণ্ড ভিড়ের চাপে ভেঙে পড়ার উপক্রম। এদিকে পেছনের দিক সামলানোর দায় যাদের ওপর সেই ঘোড়সওয়ার সৈন্যদের তখনও কোন পাত্তা নেই। চির্‌ থেকে সেই আগের মতোই কামানের গোলা ছোঁড়ার গুরুগুরু আওয়াজ ভেসে আসছে। ঝাঁঝাল ও কটু পোড়া গন্ধ আরও তীব্র হয়ে নাকে এসে লাগছে।

ভোরের আলো দেখা দেওয়ার আগে পর্যন্ত খেয়া পার হওয়া চলল। রাত বারোটা নাগাদ প্রথম কয়েক স্কোয়াড্রন ঘোড়সওয়ার সৈন্য এসে পৌঁছুল। ভোর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাদের পাড়ি দেওয়ার কাজ শুরু হওয়ার কথা।

এক নম্বর ডিভিশনের ঘোড়সওয়ার দলগুলো তখনও এসে পৌঁছোয় নি জানতে পেরে প্রোখর জিকভ ঠিক করল বাজ্‌কিতেই তার নিজের স্কোয়াড্রনের জন্য অপেক্ষা করবে। গাড়িঘোড়ার গাদাগাদি ভিড়ের পাশ কাটিয়ে মুখের লাগাম ধরে টানতে টানতে অনেক কষ্টে সে তার ঘোড়াটাকে বাজ্‌কির হাসপাতালের কাছে নিয়ে এলো। ঘোড়ার পিঠের জিন না খুললেও বল্‌গা খুলে একটা গাড়ির জোয়ালের সঙ্গে সেটাকে বেঁধে রেখে চলে গেল গাড়িঘোড়ার ভিড়ের মধ্যে চেনাজানা কাউকে খুঁজে পাওয়া যায় কিনা দেখতে।

জাঙ্গালের কাছে দূর থেকে দেখতে পেল আক্সিনিয়া আস্তাখভাকে। বুকের ওপর একটা ছোট পুঁটলি চেপে ধরে সে চলেছে দনের দিকে। গায়ে তার একটা গরম জামা, বুক খোলা। তীরে যে-সমস্ত পদাতিক সৈন্য দাঁড়িয়ে ছিল ওর চোখে-পড়ার-মতো সুন্দর চেহারা তাদের মনোযোগ আকর্ষণ করল। ওরা তার ওপর নানা রকম অশ্লীল মন্তব্য ছুঁড়তে থাকে, ওদের ধুলোমাখা ঘর্মাক্ত মুখের ওপর হাসি ফুটে ওঠে, ঝলমলিয়ে ওঠে সাদা দাঁতের পাটি। রসিকতাভরা হো-হো হি-হি হাসির গমক শোনা যায়। ওর পেছনে ছিল সাদা পাটরঙা চুল এক ঢ্যাঙা কসাক। তার জামার কোমরবন্ধটা আলগা, লম্বা পশমী টুপিটা মাথার পেছনে সরে গেছে। লোকটা পেছন থেকে ওর রোদে পোড়া তামাটে নিখুঁত ঘাড়টার ওপর ঠোঁট চেপে ধরে। প্রোখর দেখতে পেল আক্সিনিয়া ঝটকা মেরে লোকটাকে সরিয়ে দিল, বিকট মুখভঙ্গি করে অনুচ্চস্বরে কী যেন বলল। চারধারে হাসির হুল্লোড় পড়ে গেল। কসাকটা তখন টুপি খুলে ভাঙা ভাঙা হেঁড়ে গলায় বলল, 'ওগো সুন্দরী, একবারটি, এই একটুখানি!'

আক্সিনিয়া পায়ের গতি বাড়িয়ে দিয়ে প্রোখরের পাশ কাটিয়ে চলে গেল। ওর ঠোঁটের ওপর খেলে গেল বিদ্রূপের হাসি। প্রোখর ওকে ডাকল না। ভিড়ের ওপর চোখ বুলিয়ে সে দেখতে লাগল তার গাঁয়ের কোন লোককে পাওয়া যায় কিনা।

গাড়িগুলোর জোয়াল আর সামনের বোম্‌গুলো মড়ার মতো নিষ্ক্রিয় হয়ে উঁচিয়ে আছে আকাশের দিকে, তাদের মাঝখান দিয়ে ধীরে ধীরে পথ কেটে এগোতে এগোতে সে শুনতে পায় মাতাল গলার আওয়াজ আর হাসি। একটা গাড়ির নীচে মোটা কাপড়ের আসন বিছিয়ে বসেছে তিন বুড়ো। একজনের দুপায়ের মাঝখানে ঘরে চোলাই মদের একটা কেঁড়ে। ফুর্তিবাজ তিন বুড়ো গোলার ভাঙা টুকরোর তৈরি একটা তামার মগ থেকে পালা করে মদ খাচ্ছে, সঙ্গে খাচ্ছে শুঁটকি মাছের চাট। চোলাই মদের আর নোনা শুঁটকি মাছের নোনতা গন্ধ পেয়ে প্রোখর না দাঁড়িয়ে পারল না। খুবই খিদে পেয়েছিল ওর।

'ওহে সেপাই, আমাদের সঙ্গে বসে জীবনে যা কিছু ভালো আছে তাই মনে করে একটু খাও!' বুড়োদের মধ্যে একজন ওকে বলল।

বেশি সাধাসাধি করতে হল না। নিজের গরজেই প্রোখর বসে গেল। ক্রুশচিহ্ন এঁকে প্রণাম করল। একটু হেসে অতিথিবৎসল বুড়োর হাত থেকে মিষ্টি ঝাঁঝাল গন্ধের চোলাই মদের মগখানা নিল।

'খাও হে, যতক্ষণ দেহে প্রাণ আছে খাও! এই যে এই মাছটায় লাগাও এক কামড়। বুড়োদের দেখে নাক সিটকিও না, হে ছোকরা! বুড়োরা হল বিজ্ঞ মানুষ! কেমন করে বাঁচতে হয় . . . আর হ্যাঁ . . . ভোদ্‌কা খেতে হয়, তোমাদের মতো ছেলেছোকরাদের এখনও শিখতে বাকি আছে আমাদের কাছে,' নাকি সুরে বলল আরেক জন বুড়ো। লোকটার নাক বলতে কিছু নেই, ওপরের ঠোঁট পর্যন্ত খসে মাঢী বেরিয়ে পড়েছে।

প্রোখর হুঁশিয়ার হয়ে নাক-খসা বুড়ো লোকটার দিকে আড়চোখে তাকাতে তাকাতে মদটুকু খেয়ে ফেলল। দ্বিতীয় ও তৃতীয় পাত্রের মাঝখানে প্রোখর তার কৌতূহল দমন করতে না পেরে জিজ্ঞেস করল, 'অকাজ-কুকাজ ক'রে নাকটা খুইয়েছ বুঝি, দাদু?'

'না হে ছোকরা, না। এটা আমার হয় ঠাণ্ডা লেগে। ছেলেবেলা থেকেই আমি সর্দিতে ভুগতাম, তাইতেই এই দশা।'

'তাও ভালো। আরেকটু হলেই তোমার ওপরে একটা খারাপ ধারণা হয়ে যাচ্ছিল আমার। কোন খারাপ রোগে তোমার নাকটা গেল কিনা তাই ভাবছিলাম। ওসব বাজে জিনিস যোগাড় করার কোন সাধ আমার নেই বাপু!' অকপটে স্বীকার করে প্রোখর।

বুড়ো যে রকম ভাবে কথাগুলো বলল তাতে আশ্বস্ত হয়ে প্রোখর সাগ্রহে ঠোঁট চেপে ধরল মগের কিনারায়। এবারে নিশ্চিন্তমনে এক নিঃশ্বাসে মগটার তলা অবধি উজাড় করে দিল।

চোলাই মদের মালিক মোটাসোটা স্বাস্থ্যবান বুড়োটা গলা ফাটিয়ে বলল, 'ধনেপ্রাণে যেতে বসেছি! মদ খাব না কেন বল? এই যে আমি পচাত্তর মন গম সঙ্গে করে এনেছি, ওদিকে বাড়িতে ফেলে এসেছি আরও শ' চারেক মন। পাঁচজোড়া বলদ নিয়ে এসেছিলাম। এখন সে সবই ছেড়ে দিতে হবে এখানে, দন পার করে টেনে নিয়ে যেতে পারব না বলে! আমার এতদিনের সমস্ত সঞ্চয় গেল! গলা ছেড়ে গান গাইতে ইচ্ছে করছে! ফুর্তি কর হে কসাক-ভাইরা!' বুড়োর মুখ লাল হয়ে যায়, জল আসে তার চোখে।

'অমন চেঁচিও না একিম ইভানিচ! মস্কো চোখের জলের পরোয়া করে না।

বেঁচে থাকলে আবার বিষয়সম্পত্তি হবে,' খোনাগলার বুড়োটি তার বন্ধুকে সান্ত্বনা দিয়ে বলল।

'কেন চেঁচাব না বল?' বুড়োর মুখটা চোখের জলে বিকৃত হয়ে ওঠে, গলা চড়ায় সে। 'ফসল নষ্ট হয়ে গেল! বলদগুলো মরে হেজে যাবে! লালগুলো আমার বাড়িঘর পুড়িয়ে দেবে! গেল শরৎকালে আমার ছেলেটাকে মেরে ফেলল ওরা। না চেঁচিয়ে কী করব বল? কার জন্যে এত সব বিষয়সম্পত্তি করতে গেলাম? একেক সময় গরমকালে দশটা জামা গায়েই ঘামে পচে নষ্ট হয়েছে, আর এখন পরনের কাপড় নেই, পায়ে জুতো নেই। . . . নাও, খাও!'

ওরা যতক্ষণ কথা বলছে প্রোখর সেই ফাঁকে ইয়া চওড়া পেল্লায় একটা মাছ পুরো সাবাড় করে ফেলেছে, সাত মগখানেক ঘরে চোলাই মদ উড়িয়ে দিয়েছে। এত বেশি টেনেছে যে পায়ে খাড়া হতে তার যথেষ্ট বেগ পেতে হচ্ছে এখন।

'ওহে সেপাই, তোমরা হলে আমাদের রক্ষাকর্তা। চাও ত তোমার ঘোড়ার জন্য খানিকটা দানা দিতে পারি। কতটা চাই বল।'

'এক বস্তা!' প্রোখর বিড়বিড় করে বলল। আশেপাশের কোন কিছুতেই এখন আর তার কোন আগ্রহ নেই।

একটা বিরাট বস্তার মধ্যে বেশ খানিকটা বাছাই জই ঢেলে দিল বুড়ো, প্রোখরের কাঁধে তুলে দিল বস্তাটা।

প্রোখরকে জড়িয়ে ধরে মাতালের কান্না জুড়ে দিল বুড়ো। চোখের জল ফেলতে ফেলতে বলল, 'বস্তাটা ফেরত দিয়ে যেয়ো! ভুলো না কিন্তু, ভগবানের দোহাই!'

'না, ফেরত দেবো না। বলছি ফেরত দেবো না, তার মানে – দেবো না,' কেন কে জানে, গোঁ ধরে বলল প্রোখর।

টলতে টলতে ও সরে যায় গাড়ির কাছ থেকে। থলের ভারে নুয়ে পড়ে এদিক-ওদিক দুলতে থাকে সে। প্রোখরের মনে হচ্ছিল যেন বরফগলা পেছল মাটির ওপর দিয়ে হেঁটে চলেছে। খুরে নাল না থাকলে বরফের ওপর দিয়ে চলতে গেলে ঘোড়া যেমন সতর্কভাবে পা ফেলে হড়কে হড়কে টলমল হয়ে চলে ওরও অবস্থা হয়েছে তেমনি। অনিশ্চিতভাবে আরও কয়েক পা যাবার পর সে থমকে দাঁড়াল। কিছুতেই মনে করতে পারল না ওর মাথায় টুপি ছিল কিনা। গাড়ির সঙ্গে বাঁধা একটা বাদামী রঙের চাঁদকপালি ঘোড়া জইয়ের গন্ধ পেয়ে মুখ বাড়িয়ে বস্তার কোণ কামড়ে ধরল। ফুটো দিয়ে ঝুড়ঝুড় করে দানা ঝরে পড়ল। প্রোখর অনেকটা হালকা বোধ করল। আবার চলতে শুরু করল।

হয়ত বাকি জইটুকু সে তার ঘোড়ার কাছে বয়ে নিয়ে যেতেও পারত, কিন্তু

একটা প্রকাণ্ড ষাঁড়ের পাশ দিয়ে যখন সে যাচ্ছিল তখন ষাঁড়েরা সচরাচর যেমন করে থাকে সেই ভাবে হঠাৎ সেটা এক পাশ থেকে ওকে একটা লাথি ঝেড়ে দিল। ডাঁশ আর গো-মাছির জ্বালায় অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছিল ষাঁড়টা। গরমে আর দাঁড়িয়ে থেকে থেকে ক্লান্তিতে পাগল-পাগল হয়ে গিয়েছিল। কোন লোককেই কাছে ঘেঁষতে দিচ্ছিল না। প্রোখরই আজ যে ওর ক্ষ্যাপামির প্রথম শিকার এমন নয়। লাথি খেয়ে সে একপাশে ছিটকে পড়ে গেল, একটা চাকার মাঝখানে ঠুকে গেল ওর মাথাটা। সঙ্গে সঙ্গে ও ঘুমে ঢলে পড়ল।

ঘুমটা ভেঙে গেল মাঝরাতে। ওর মাথার ওপরে নীলচে সবুজ আকাশে কুণ্ডলী পাকিয়ে দ্রুত পশ্চিম মুখে ভেসে চলেছে সীসের মতো ধূসর মেঘ। মেঘের ফাঁকে পলকের জন্য উঁকি মারল প্রতিপদের বাঁকা চাঁদ, পরক্ষণেই আবার মেঘের পর্দায় ঢেকে গেল আকাশটা। অন্ধকারের মধ্যে ঠাণ্ডা বাতাসটা যেন আরও জোর হয়ে গায়ে বিঁধছে।

যে গাড়িটার পাশে প্রোখর শুয়ে ছিল তার খুবই কাছ দিয়ে চলেছে ঘোড়সওয়ারদের একটা দল। লোহার নাল আঁটা অসংখ্য ঘোড়ার খুরের চাপে মাটি আর্তনাদ করছে, ককিয়ে উঠছে। শিগ্‌গিরই বৃষ্টি নামবে বুঝতে পেরে ঘোড়াগুলো নাক টেনে ঘড়ঘড় আওয়াজ করছে। রেকাবের সঙ্গে তলোয়ারের ঠেকা লেগে ঝনঝন আওয়াজ হচ্ছে, দপদপ করে জ্বলে জ্বলে উঠছে সিগারেটের লালচে আগুনের বিন্দু। স্কোয়াড্রনগুলো পাশ দিয়ে চলে যেতে ঘোড়ার ঘাম আর চামড়ার সরঞ্জামের একটা চিমসে গন্ধ নাকে এসে লাগে।

ঘোড়সওয়ার বাহিনীরই স্বাভাবিক এই পাঁচমিশালী গন্ধটা যুদ্ধের এই কয়েক বছরের মধ্যে যে-কোন কসাকের মতো প্রোখরেরও একান্ত আপনার হয়ে গিয়েছিল। প্রাশিয়া আর বুকোভিনা থেকে দনের স্তেপের মাঠ পর্যন্ত সমস্ত রাস্তা ধরে কসাকরা তা বয়ে বেরিয়েছে। এই গন্ধ, ক্যাভালরি ইউনিটের এই অবিচ্ছেদ্য বোটকা গন্ধটা ওদের কাছে নিজেদের বাড়িঘরের গন্ধের মতোই পরিচিত আর বড়ই আপন। লোভীর মতো নাকের ছোট ফুটোদুটো ফুলিয়ে গন্ধ নিল সে, ভারী মাথাটা তুলল।

'তোমরা কোন্ ইউনিটের, ভাই?'

'ঘোড়সওয়ার . . .' অন্ধকারের মধ্যে কে যেন মোটা গলায় তামাসা করে বলল।

'না না, কার ইউনিট তাই জিজ্ঞেস করছি।'

'পেৎলিউরার . . .'* ওই একই মোটা গলায় জবাব।

---

* ২২ পৃষ্ঠায় টীকা দ্রষ্টব্য।

'শালা শুয়োরের বাচ্চা!' এক মুহূর্ত অপেক্ষা করে আবার জিজ্ঞেস করে, 'কোন্ রেজিমেণ্ট, কমরেড?'

'বকোভ্স্কি।'

প্রোখর ওঠার চেষ্টা করে, কিন্তু মাথার ভেতরে ভারী রক্তোচ্ছ্বাস খেলে যায়। গলার কাছে ঠেলে ওঠে বমি বমি ভাব। শুয়ে পড়ল, সঙ্গে সঙ্গে আবার ঘুম। ভোরের দিকে দন থেকে ভিজে ঠাণ্ডা হাওয়া আসে। ঘুমের ঘোরে সে শুনতে পায় মাথার ওপর কার যেন গলার আওয়াজ: 'লোকটা মরে নি ত?'

'না। শরীর গরম আছে। . . . মদ খেয়ে পড়ে আছে!' প্রোখরের একেবারে কানের কাছেই আরেক জন উত্তর দিল।

'টান মেরে সরিয়ে দে ওটাকে! চুলোয় যাক। ভাগাড়ের মড়ার মতো পড়ে আছে! মার দেখি ব্যাটার পাঁজরায় একটা খোঁচা!'

প্রোখরের জ্ঞান ফিরে আসার আগেই দ্বিতীয় ঘোড়সওয়ারটা বর্শার ডাণ্ডা দিয়ে ওর পাঁজরায় জোর একটা গুঁতো মারল, এক জোড়া হাত ওর পাদুটো ধরে হিড়হিড় করে টেনে ওকে সরিয়ে দিল একপাশে।

'এবারে গাড়িগুলো সরিয়ে দাও! ব্যাটারা সব পটল তুলেছে নাকি? ঘুমোবার আর সময় পেলে না! লালগুলো ঘাড়ের ওপর এসে পড়ল বলে, এদিকে ওনারা দিব্যি নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছেন! গাড়িগুলো হটাও একপাশে, এক্ষুনি ব্যাটারী যাবে এখান দিয়ে! জলদি! . . . রাস্তাঘাট সব আটকে রেখেছে। . . . কারও যদি কোন আক্কেল থাকে!' হুকুমের সুরে ফেটে পড়ল আরেকজন।

গাড়ির ওপরে নীচে যত উদ্বাস্তু ঘুমোচ্ছিল তারা সব নড়েচড়ে উঠল। প্রোখর লাফিয়ে উঠল তড়াক করে। ওর রাইফেল নেই, তলোয়ার নেই, ডান পায়ে একটা জুতোও নেই – সবই খুইয়েছে গতকাল মাতলামি করে। ভেবেচেকা খেয়ে এদিক-ওদিক তাকাল সে, গাড়ির তলায় খুঁজতে গেল, কিন্তু ব্যাটারী এগিয়ে আসতে তোপের গাড়িচালক আর গোলন্দাজরা ঘোড়ার পিঠ থেকে লাফিয়ে নেমে কোন মায়ামমতা না দেখিয়ে সিন্দুক-তোরঙ্গ সুদ্ধ গাড়িটা উলটে দিল। মুহূর্তের মধ্যে ফাঁকা হয়ে গেল কামান যাবার রাস্তা।

'চালাও!'

চালকরা লাফিয়ে উঠে বসল ঘোড়াগুলোর পিঠে। চামড়ার ফিতের বাঁধনগুলো জোর টান পড়তে টানটান হয়ে কাঁপছে। তেরপলের খোলে ঢাকা কামানের উঁচু চাকা রাস্তার একটা গাড্ডার মধ্যে পড়ে ক্যাঁচকোঁচ করে উঠল। গোলাবারুদের গাড়ির চাকার একটা পাখির গুঁতো লেগে একটা ফিটন গাড়ির বোম্ মট করে ভেঙে গেল।

'লড়াই ছেড়ে পালানো হচ্ছে? সেপাই হয়েছেন আমার! চুলোয় যা তোরা হতভাগারা!' খোলাগলার সেই যে বুড়োটার সঙ্গে গ্রোখর গতকাল সন্ধ্যায় মদ টেনেছিল, ফিটন গাড়ি থেকে সে চেঁচিয়ে বলল।

গোলন্দাজ দলটা চুপচাপ চলে গেল। পার হওয়ার তাড়া আছে ওদের। ভোরের আগের মুহূর্তের আলো-আঁধারির মধ্যে মধ্যে অনেকক্ষণ ধরে গ্রোখর তার রাইফেল আর ঘোড়াটা খুঁজল। কিন্তু কোনটাই পেল না। নৌকোর কাছে এসে আরেক পাটি জুতোও খুলে জলে ছুঁড়ে দিল। মাথাটা যেন পাতের বেড় দিয়ে কষে বাঁধা – অসহ্য যন্ত্রণায় ছিঁড়ে যাচ্ছে। অনেকক্ষণ ধরে জল দিয়ে সে মাথা ভিজাল।

সূর্য ওঠার সঙ্গে সঙ্গে ঘোড়সওয়ার দল পার হতে শুরু করল। কসাকরা ঘোড়ার পিঠ থেকে নামল। দন যেখান থেকে সমকোণে পুবের দিকে বাঁক নিয়েছে সেখানে জল হাঁটুর বিশেষ ওপরে না থাকায় ওরা এক নম্বর স্কোয়াড্রনের জিনখোলা দেড় শ'ঘোড়া সেই দিকে তাড়িয়ে নিয়ে গেল। স্কোয়াড্রন-কম্যাণ্ডারের চোখ পর্যন্ত কটারঙের খোঁচা খোঁচা দাড়ির জঙ্গলে ঢাকা, নাকটা ধনুকের মতো বাঁকা। লোকটা দেখতে হিংস্র ধরনের, বুনো শুয়োরের সঙ্গে তার চেহারার অদ্ভুত মিল। তার বাঁ হাতখানা একটা নোংরা রক্তমাখা পটিতে ঝুলছিল। ডান হাতটা অবিরাম চাবুক আছড়ে চলছে।

'ঘোড়াগুলোকে জল খেতে দিও না! তাড়িয়ে নিয়ে যাও! সামনে তাড়িয়ে নিয়ে যাও! ধুত্তোর ছাই! গুষ্টির কাঁথায় আগুন! জলের ভয় নাকি? জল ঠেলে এগিয়ে যাও হে! ঘোড়া তোমার চিনির পুতুল নয় যে গলে যাবে!' যে-সমস্ত কসাক ঘোড়াগুলোকে জলে ঠেলে নামাচ্ছে তাদের ওপর সে হম্বিতম্বি করতে থাকে। ওর কটারঙের গোঁফের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে পড়ে একজোড়া সাদা ঝকঝকে কশের দাঁত।

ঘোড়াগুলো জটলা বেঁধে দাঁড়িয়ে থাকে। কনকনে ঠাণ্ডা জলে নামার কোন ইচ্ছে ওদের দেখা যায় না। কসাকরা চেঁচায়, চাবুক কষাতে থাকে ওদের ওপর। প্রথম সাঁতরাতে শুরু করল কালো কুচকুচে একটা ঘোড়া। সেটার নাকের পাটা সাদা, কপালে চওড়া গোলাপী দাগ। দেখে বোঝা যাচ্ছিল এই প্রথম যে সে সাঁতার কাটছে এমন নয়। ওর গড়ানে পেছনটা জলে ধুয়ে যাচ্ছে, নুড়োর মতো লেজখানা সে একপাশে সরিয়ে রেখেছে, ঘাড় আর পিঠ জলের ওপর জেগে আছে। তার পেছন পেছন বাকি ঘোড়াগুলো নাক টেনে আওয়াজ করতে করতে সশব্দে ফুটন্ত জলের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে স্রোতের বাধা কেটে চলতে থাকে। ছয়টা বজরায় কসাকরা ওদের অনুসরণ করে। প্রত্যেকটা বজরার সামনের গলুইয়ে

যে-কোন জরুরী অবস্থার জন্য তৈরী হয়ে দড়ির ফাঁস হাতে দাঁড়িয়ে আছে একজন করে কসাক।

'ওদের সামনে যেয়ো না! স্রোতের কোনাকুনি চালিয়ে নিয়ে যাও ওদের! দেখো স্রোতের টানে যেন ভেসে না যায়।'

স্কোয়াড্রন-কম্যাণ্ডারের হাতের চাবুকটা সচল হয়ে ওঠে, সাঁই করে শূন্যে একটা বৃত্ত এঁকে নেমে আসে খড়িমাটি মাখা বুটের গায়ে।

জোরাল স্রোতের টানে ঘোড়াগুলো ভেসে যেতে থাকে। কালো ঘোড়াটা প্রায় দুই ঘোড়া সমান এগিয়ে থেকে অবলীলাক্রমে বাকি সকলের আগে আগে সাঁতরে সবার আগে গিয়ে ওঠে বাঁ তীরের চড়ায়। ঠিক সেই মুহূর্তে একটা পপলার গাছের ঝাঁকড়া ডালপালার ফাঁক দিয়ে সূর্যের গোলাপী কিরণ এসে পড়ল কালো ঘোড়াটার গায়ে - চোখের পলকে তার গায়ের ভিজে চকচকে লোম দপ্ করে জ্বলে উঠল কালো অনির্বাণ শিখার মতো।

'ম্রিখিনের ঘুড়ীটার ওপর একটু নজর রেখো! ওটাকে সাহায্য কর। ওর মুখে সাজ পরা আছে এখনও। তাড়াতাড়ি কর! জলদি নৌকো চালিয়ে নিয়ে যাও! . . .' ভাঙা গলায় চিৎকার করতে লাগল বুনো শুয়োরের মতো দেখতে কম্যাণ্ডারটি।

ঘোড়াগুলো নিরাপদে পারে গিয়ে উঠল। ওপাড়ে কসাকরা আগেই গিয়ে অপেক্ষা করছিল। তারা যার যার ঘোড়া বেছে নিয়ে মুখে ল্যাগাম পরাল। এর পর এপার থেকে জিনগুলো নৌকোয় করে আনা হতে লাগল।

একজন কসাক কতকগুলো জিন নিয়ে নৌকোয় তুলছিল। প্রোখর তাকে জিজ্ঞেস করল, 'কাল কোথায় আগুন লেগেছিল?'

'চির্-এর ধারে।'

'গোলাবারুদে পুড়েছে নাকি?'

'কিসের গোলাবারুদ?' রুক্ষস্বরে কসাক বলল। 'লালেরা আগুন লাগিয়ে দিচ্ছে। . . .'

'যা পাচ্ছে সব পুড়িয়ে সাফ করে দিচ্ছে?' অবাক হয়ে যায় প্রোখর।

'না, সব নয়। . . . বড়লোকদের বাড়িঘরে, যাদের বাড়িতে টিনের চাল আছে নয়ত ভালো আঙিনা আর চালা আছে, সেখানে আগুন লাগিয়ে দিচ্ছে।'

'কোন্ কোন্ গ্রাম পুড়েছে তাহলে?'

'ভিস্লোগুজোভ থেকে গ্রাচোভ পর্যন্ত।'

'আচ্ছা, এক নম্বর ডিভিশনের সদর দপ্তর - সেটা এখন কোথায় আছে বলতে পার?'

'চুকারিন্স্কিতে।'

প্রোখর আবার ফিরে এলো উদ্বাস্তুদের গাড়িগুলোর কাছে। শুকনো ডালপালা, ভাঙা বেড়া আর ঘুঁটে দিয়ে আগুন জ্বালানো হয়েছে। অনন্ত প্রসারিত ক্যাম্পের সর্বত্র জুড়ে বাতাসে বইছে তার ঝাঁঝাল ধোঁয়া। মেয়েরা সকালের খাবার তৈরি করছে।

রাতে ডান তীরের স্তেপ অঞ্চল থেকে আরও কয়েক হাজার উদ্বাস্তু এসে হাজির হল।

আগুনের ধারে নানা রকম গাড়ির ওপর থেকে গুঞ্জনের মতো ভেসে আসছিল নানা কণ্ঠের কথাবার্তা।

'কখন আমাদের পালা আসবে? কখন আমরা পার হতে পারব? ওঃ, আর যে পারা যায় না।'

'তাই যদি ভগবানের বিধান হয়ে থাকে তাহলে সমস্ত ফসল দনের জলে ফেলে দেব, লালদের ভোগে লাগতে দেব না!'

'খেয়ার আশেপাশে লোকজন যা জমেছে! থিকথিক করছে!'

'কিন্তু আমাদের সিন্দুক-তোরঙ্গগুলো কী করে এপারে ফেলে যাই বল ত ভাই?'

'কত কষ্ট করে সব জমানো . . . হা ভগবান, অন্নদাতা!'

'নিজেদের গাঁ থেকে পার হলেও হত! . . .'

'কী দরকার ছিল ছাই এত কষ্ট করে এই ভিওশেনস্কায়াতে আসার!'

'কালিনভ উগোল নাকি পুড়িয়ে ছাই করে দিয়েছে ওরা।'

'খেয়া-নৌকোয় ওঠার বড় সাধ হয়েছিল . . .'

'নইলে ওরা কি আমাদের দয়ামায়া দেখাত বলে তোমার ধারণা?'

'ওদের ওপর হুকুম আছে ছ' বছরের বাচ্চা থেকে একেবারে বুড়ো হাবড়া অবধি সব কসাককে কোতল করার।'

'এই পারেই যদি আমাদের ধরে ফেলে . . . তাহলে কী হবে?'

'পাইকারী হারে মাংস ছাড়িয়ে নেবে! . . .

বেশ রঙচঙে একটা কড়সড় ইউক্রেনীয় গাড়ির কাছে সুন্দর গড়নের, পাকা ভুরুওয়ালা এক বুড়ো বক্তৃতা ঝাড়ছিল। লোকটার চেহারা আর মাতব্বরী হাবভাব দেখে মনে হয় কোন গাঁয়ের মোড়ল হবে – বেশ কয়েক বছর আতামানের তামা বাঁধানো শাসন-দণ্ড বয়ে বেরিয়েছে।

' . . . আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, 'তাহলে কি আমাদের এই পারেই মরতে হবে? কখন আমরা আমাদের লটবহর নিয়ে ওপাড়ে যেতে পারব? লালেরা যে আমাদের কচুকাটা করে ফেলবে!' তাইতে মহামান্যি সেনাপতি মশাই আমায় বললেন, 'কোন চিন্তা করবেন না দাদু। যতক্ষণ না সব লোক পার হচ্ছে ততক্ষণ আমরা এখানে ঘাঁটি আগলে পড়ে থাকব।' আমরা জান দিয়ে দেব, কিন্তু

বৌ-ছেলেপুলে আর বুড়োদের কোন ক্ষতি হতে দেব না।'

বুড়োরা আর মেয়েরা সাদা ভুরুওয়ালা মোড়লটিকে ঘিরে ধরে। তারা পরম মনোযোগ দিয়ে ওর বক্তৃতা শোনে। তারপর একসঙ্গে প্রচণ্ড চিৎকার-চেঁচামেচি শুরু করে দেয়।

'তাহলে কামানগুলো আগেই পার হয়ে গেল কেন?'

'লোকজনকে প্রায় মাড়িয়ে দিয়ে খেয়ার দিকে ছুটল! . . .'

'ঘোড়সওয়ার দলও এলো। . . .'

'গ্রিগোরি মেলেখভ নাকি ফ্রন্ট ছেড়ে সরে পড়েছে?'

'এসব কী ব্যবস্থা? লোকজনদের ফেলে নিজেরা কিনা . . .'

'পল্টন কিনা টগবগিয়ে চলে গেল আগে?'

'এখন কে আমাদের রক্ষা করবে?'

'ঘোড়সওয়ার সৈন্যদের ত ওই দেখলে – সাঁতরে পার হচ্ছে সব!'

'যে যার পিঠের চামড়া বাঁচাচ্ছে। . . .'

'তা যা বলেছ!'

'সবাই আমাদের সঙ্গে বেইমানি করল!'

'আমরা শেষ হয়ে গেলাম – আর কী!'

'এখন মাতব্বরদের পাঠাতে হয় লালদের কাছে – অতিথিদের বরণ করে আনুক। আমাদের ওপর কিছু দয়া হলেও হতে পারে, হয়ত প্রাণে মেরে শাস্তি দেবে না আমাদের।'

গলিতে ঢোকার মুখে, হাসপাতালের বড় ইটের দালানটার কাছে একজন ঘোড়সওয়ারের আবির্ভাব হল। তার জিনের সামনের কাঠামোয় রাইফেল ঝুলছে, পাশে দুলছে বর্শার সবুজ রঙকরা ডাণ্ডা।

'আরে, এ যে আমার খোকা! আমার মিকিশ্‌কা যে!' উল্লাসে চেঁচিয়ে উঠল এক প্রৌঢ়া। আলুথালু হয়ে কাঁধের ওপর খসে পড়েছে তার মাথার ওড়নাটা।

গাড়িঘোড়া ঠেলে গাড়ির জোয়াল ডিঙিয়ে সে ছুটল ঘোড়সওয়ারের দিকে। রেকাব চেপে ধরে ঘোড়সওয়ারকে থামাল। লোকটা গালার ছাপ মারা একটা ছাইরঙা লেফাফা মাথার ওপর উঁচিয়ে ধরে চেঁচিয়ে উঠল, 'সদর দপ্তরের ওপরওয়ালার জন্যে খবর আছে এখানে! পথ ছাড়!'

'মিকিশ্‌কা! ওরে, আমার খোকা রে!' আকুল হয়ে প্রৌঢ়া চেঁচিয়ে বলে। পাক ধরা কালো জটপাকানো চুল আলুথালু হয়ে এসে পড়েছে তার আনন্দে উদ্ভাসিত মুখের ওপর। কাঁপা কাঁপা হাসি নিয়ে সমস্ত শরীরটা রেকাবের গায়ে, ঘোড়ার ঘর্মাক্ত পাঁজরের ওপরে চেপে ধরে সে জিজ্ঞেস করল, 'আমাদের গাঁয়ে গিয়েছিলি?'

'হ্যাঁ, গিয়েছিলুম। এখন ওখানে লাল ফৌজ এসে গেছে।...'

'আমাদের ঘর?...'

'আমাদের ঘর এখনও আস্তই আছে, তবে ফেদোতভদেরটা পুড়িয়ে দিয়েছে। আমাদের চালাঘরেও আগুন প্রায় লেগেছিল, তবে ওরা নিজেরাই নিভিয়ে দেয়। ফেতিস্কা ওখান থেকে পালিয়ে এসেছে, সে-ই বলল যে লালদের ওপরওয়ালা নাকি বলেছে: 'গরিবদের একটা ঘরেও যেন আগুন দেওয়া না হয়, তবে বুর্জোয়াগুলোর বাড়ি সব পুড়িয়ে দাও।' 'ভগবানের মহিমে! খ্রীষ্ট ওদের রক্ষে করুন!' বলতে বলতে প্রৌঢ়া ক্রুশচিহ্ন এঁকে প্রণাম ঠুকল।

রুক্ষ মেজাজের এক বুড়ো চটে গিয়ে বলল, 'এ কেমনধারা কথা হল গো মেয়ে? তোমার পড়শীর বাড়িঘর পুড়িয়ে দিলে আর তুমি বলছ ভগবানের মহিমে?'

'চুলোয় যাক গে!' প্রৌঢ়া উত্তেজিত হয়ে চটপট বলে উঠল। 'ওরটা পুড়ে গেলে ও আরও একটা তুলে ফেলবে, কিন্তু আমাদেরটা পোড়ালে আমরা আরেকটা বাড়ি কি আর বানাতে পারতুম? ফেদোতরা মাটির তলায় ঘড়া ভর্তি সোনা পুঁতে রেখেছে, কিন্তু আমার কী আছে?... সারা জীবন অন্যের জন্যে খেটে মলুম, অভাব-অনটন লেগেই আছে!'

'মা গো, এবার আমায় যেতে দাও! এই লেফাফাখানা তাড়াতাড়ি পৌঁছে দিতে হবে,' ঘোড়সওয়ার জিনের ওপর থেকে ঝুঁকে পড়ে অনুনয় করে বলল।

মা ঘোড়ার পাশে পাশে হেঁটে চলে। চলতে চলতে ছেলের রোদে পোড়া কালো হাতখানায় চুমু খায়, কিছুক্ষণ পরে আবার ছুটে যায় নিজের গাড়িটার কাছে। এদিকে ঘোড়সওয়ার অল্পবয়সী কচি গলা সপ্তমে চড়িয়ে চেঁচাতে থাকে, 'তফাত যাও, তফাত যাও! ফৌজের ওপরওয়ালার কাছে খবর আছে!'

ওর ঘোড়াটা উত্তেজিত হয়ে ওঠে, পাছা দুলিয়ে নেচে ওঠে। লোকজন অনিচ্ছা সত্ত্বেও রাস্তা ছেড়ে দেয়। ঘোড়সওয়ার চলেছে - দেখে মনে হয় যেন ঢিমে তালে। কিন্তু শিগগিরই অদৃশ্য হয়ে যায় গাড়িগুলোর ওপাশে, ঘোড়া আর বলদগুলোর পেছনে। শুধু অসংখ্য জনতার ভিড়ের মাথায় দেখা যায় তার বর্শাটা - দুলতে দুলতে এগিয়ে চলেছে দনের দিকে।

একষট্টি

সারা দিনে পুরো বিদ্রোহী বাহিনী আর উদ্বাস্তু দলকে পার করে দেওয়া হল দনের বাঁ তীরে। সবার শেষে খেয়া পার হল গ্রিগোরি মেলেখভের এক নম্বর ডিভিশনের ভিওশেন্স্কি রেজিমেন্টের ঘোড়সওয়ার স্কোয়াড্রনগুলো।

সন্ধ্যা পর্যন্ত গ্রিগোরি বাছা বাছা বারোটা স্কোয়াড্রন নিয়ে লাল বাহিনীর তেত্রিশ নম্বর কুবান ডিভিশনের প্রবল আক্রমণ ঠেকিয়ে গেছে। বিকেল পাঁচটা নাগাদ কুদিনভের কাছ থেকে যখন খবর পেল যে ফৌজের সবগুলো ইউনিট আর উদ্বাস্তুরা সকলে পার হয়ে গেছে একমাত্র তখনই হুকুম দিল পিছু হটার।

আগে থেকে তারা যে পরিকল্পনা তৈরি করে রেখেছিল সেই অনুযায়ী দন পারের এলাকায় যে বিদ্রোহী স্কোয়াড্রনগুলো ছিল ওপাড়ে গিয়ে তাদের যার যার গ্রামের মুখোমুখি ঘাঁটি গেড়ে বসে থাকার কথা। দুপুরের দিকে স্কোয়াড্রনগুলো থেকে সদর ঘাঁটিতে খবর আসতে থাকে। তাদের বেশির ভাগই বাঁ তীর বরাবর নিজেদের গ্রামের মুখোমুখি ঘাঁটি গেড়ে বসে গেছে।

যেখানে একেকটা গ্রামের মাঝখানে বেশ খানিকটা ফাঁক আছে সেখানে উপকূলবর্তী স্তেপ এলাকার কসাকদের নিয়ে তৈরি স্কোয়াড্রনগুলো এনে বসাল সেনাপতিমণ্ডলী। রুবিজিনিস্কায়া, মান্নায়েভো-সিনগিন্‌স্কায়া আর কার্গিন্‌স্কায়ার পদাতিক বাহিনী, লাতিশেভ্‌স্কায়া, লিখভিদভ্‌স্কায়া আর গ্রাচোভ্‌স্কায়ার স্কোয়াড্রনগুলো পেগা-রেভ্‌কা, ভিওশেন্‌স্কায়া, লেবিয়াজিন্‌কি ও ক্রাস্নইয়ার্স্কির মাঝখানের ফাঁক পূরণ করল। বাকি সকলে ফ্রন্টের পেছনে দন ছাড়িয়ে দুব্রোভ্‌কা, চেওর্নি আর গরোখোভ্‌কা গ্রামের দিকে সরে গেল। সাফোনভের পরিকল্পনা অনুযায়ী, ব্যূহ ভাঙার দরকার হলে সেনাপতিমণ্ডলী এই মজুত সৈন্যদের কাজে লাগাতে পারবে।

দনের বাঁ তীরে কাজান্‌স্কায়া জেলা-সদরের পশ্চিম প্রান্তের গ্রামগুলো থেকে উস্ত্‌-খোপিওর্‌স্কায়া পর্যন্ত পঞ্চাশ ক্রোশ জুড়ে ছড়িয়ে রইল বিদ্রোহীদের ফ্রন্ট।

যে-সমস্ত ইউনিট দন পার হয়েছে তারা ঘাঁটি গেড়ে লড়াই করার জন্য তৈরি হতে থাকে। তাড়াতাড়ি পরিখা খোঁড়া হচ্ছে। পপলার, উইলো আর ওক গাছ কেটে, করাত দিয়ে চিরে আশ্রয়শিবির আর মেশিনগানের ঘাঁটি বানানো হচ্ছে। উদ্বাস্তুদের কাছে যে-সমস্ত খালি বস্তা পাওয়া গেছে সেগুলোকে বালি দিয়ে ভর্তি করে ট্রেঞ্চের নিবিড় সারির সামনে স্তূপ করে ফেলে বাঁধ দেওয়া হচ্ছে।

সন্ধ্যা নাগাদ পরিখা খোঁড়ার কাজ সব জায়গায় শেষ হয়ে গেল। ভিওশেন্‌স্কায়ার পেছনে পাইন বনের ভেতরে বিদ্রোহীদের এক নম্বর আর তিন নম্বর ব্যাটারীকে আড়াল করে রাখা হল। আটটা কামানের জন্য সবসুদ্ধ আছে মোটে পাঁচটা গোলা। রাইফেলের কার্তুজও ফুরিয়ে আসছে। কুদিনভ ঘোড়সওয়ারদূত দিয়ে প্রতিপক্ষের জবাবে গুলি ছোঁড়া বন্ধ রাখার কড়া নির্দেশ পাঠিয়ে দিয়েছিল চারধারে। নির্দেশে বলা হয়েছিল প্রত্যেকটি স্কোয়াড্রন থেকে সবচেয়ে ভালো নিশানা যাদের আছে তেমন একজন কি দুজনকে বেছে নিয়ে তাদের যথেষ্ট পরিমাণ বুলেট সরবরাহ করতে হবে, যাতে লাল ফৌজের মেশিনগান চালকদের

অথবা ডান তীরের গ্রামগুলোর রাস্তায় যে লাল ফৌজীরা এসে দেখা দেবে ওই পাকা লক্ষ্যভেদীরা অব্যর্থ লক্ষ্যে গুলি ছুঁড়ে তাদের মারতে পারে। লাল ফৌজীরা যদি দন পার হওয়ার কোন রকম চেষ্টা করে বাকিরা একমাত্র তখনই গুলি ছুঁড়তে পারবে।

গ্রিগোরি মেলেখভ যখন দন বরাবর তার ডিভিশনের ছড়ানো ইউনিটগুলো ঘোড়ায় চড়ে ঘুরে ঘুরে দেখতে বের হল ততক্ষণে গোধূলি নেমে এসেছে। রাত কাটানোর জন্য সে ফিরে গেল ভিওশেনস্কায়ায়।

কূলের জলামাঠে আগুন জ্বালাতে বারণ করা হল। ভিওশেনস্কায়াতেও কোন আগুন বা আলো জ্বলল না। দনের গোটা পারটা বেগনী কুয়াশায় ডুবে রইল।

পর দিন খুব ভোরে বাজ্‌কির টিলায় লালদের প্রথম টহলদার দল দেখা গেল। কিছু বাদেই উস্ত্-খোপিওর্‌স্কায়া থেকে শুরু করে কাজান্‌স্কায়া পর্যন্ত ডান তীরের সবগুলো টিলার মাথায় তাদের নড়তে চড়তে দেখা গেল। লাল ফৌজের ফ্রন্ট বিপুল বন্যাস্রোতের মতো ছড়িয়ে পড়ে গড়িয়ে গড়িয়ে নামতে লাগল দনের দিকে। টহলদাররা গা ঢাকা দিল। দুপুর পর্যন্ত টিলাগুলোতে মৃত্যুর থমথমে ভারী নিস্তব্ধতা।

হেটম্যান-সড়কের ওপর বাতাসে ঘুরপাক খায় ধুলোর ঘোলাটে সাদা কুণ্ডলী। দক্ষিণে তখনও আগুনে পোড়া গ্রামগুলোর মাথায় লাল-কালো আভার কুয়াশা। হাওয়ায় ছড়িয়ে পড়া কালো মেঘের রাশি আবার ভাসতে থাকে আকাশে। টিলার বুকে এসে পড়ে উড়ু উড়ু কালো মেঘের ছায়া। দিনের আলোয় সাদা ঝিলিক মেরে চমক দিল বিজলি। চোখের পলকে জলভরা গাঢ় নীল মেঘের কিনারা জুড়ে কিলবিলে রুপোলি রেখা এঁকে বর্শার ফলার মতো ঝলক মেরে থাঁ করে নীচে গিয়ে পড়ছে, পাহারার ঢিবির টানটান সুডৌল বুকের ওপর আছাড় খাচ্ছে। ঝুলন্ত মেঘের বিশাল পুঞ্জটা যেন বজ্রপাতে ভেঙে খান খান হয়ে গেল, তার গর্ভ থেকে তুমুল ধারায় বর্ষণ ঝরে পড়ল। হাওয়ায় তেরছা হয়ে দন-পারের গিরিশাখার খড়িমাটির ঢালের ওপর দিয়ে, গরমে নেতিয়ে পড়া সূর্যমুখীর ক্ষেত আর নিস্তেজ ফসলক্ষেতের ওপর দিয়ে সাদা ঢেউয়ে দোলায় নাচতে নাচতে ছুটে চলে সে বৃষ্টি।

গাছপালার কচি পাতা ধুলোয় ছাইরঙা হয়ে বুড়োটে দেখাচ্ছিল। বর্ষার জল পেয়ে সেগুলো আবার সতেজ হয়ে ওঠে। রবিশস্যের মুকুল রসে টইটম্বুর হয়ে চেকনাই দেয়, হলুদ সূর্যমুখী ফুল তাদের গোল গোল মাথা উঁচু করে দাঁড়ায়, সবজি বাগান থেকে ভেসে আসে ফুটন্ত কুমড়োফুলের মধু গন্ধ। ধরণী তৃষ্ণা নিবারণ ক'রে নিঃশ্বাসের সঙ্গে অনেকক্ষণ ধরে বাষ্প বার করতে থাকে।

দনের ধার বরাবর টিলার ওপরে একেবারে আজভ সাগর অবধি জায়গা পর্যন্ত বেশ খানিকটা দূরে দূরে সার বেঁধে পাহারার যে ঢিবিগুলো চলে গেছে দুপুরের পর সেখানে আবার হানা দিতে শুরু করল লাল ফৌজীদের ঘোড়সওয়ার টহলদার দল।

ওই ঢিবিগুলোর ওপর থেকে দন ছাড়িয়ে তার উপত্যকা আর পেছনের জলার সবুজ চাপড়ায় ক্ষতবিক্ষত হলদে বাদামী বালির সমতল বিস্তার বহু ক্রোশ পর্যন্ত চোখে পড়ে। লাল ফৌজের টহলদাররা সাবধানে ঘোড়া চালিয়ে নামতে লাগল গাঁয়ের দিকে। টিলা থেকে পিলপিল করে নেমে এলো সারি সারি পদাতিকদল। যে পাহারার ঢিবিগুলোর ওপর থেকে এককালে পলোভ্‌ৎসীয়* আর জঙ্গী ব্রোদ্‌নিকদের** সান্ত্রীরা শত্রুর আসা-যাওয়ার ওপর নজর রাখত, এখন তার পেছনে ঘাঁটি গাড়ল লালদের কামানের সারি।

বেলোগোরস্কায়া পাহাড়ে মোতায়েন একটা ব্যাটারী ভিওশেনস্কায়ার ওপর গোলা ছুঁড়তে শুরু করে দিল। প্রথম গোলাটা ফেটে পড়ল চত্বরের ওপর। তারপর গোলা বিস্ফোরণের ধূসর হালকা ধোঁয়া আর হাওয়ায় ছড়িয়ে পড়া শ্রাপ্‌নেল বিস্ফোরণের দুধাল সাদা কুণ্ডলীতে ছেয়ে গেল সমস্ত এলাকাটা। আরও তিনটি ব্যাটারী ভিওশেনস্কায়ার ওপর এবং দন পারে কসাকদের পরিখাগুলোর ওপর গোলা ছুঁড়তে শুরু করল।

বনময় প্রযোকে ভয়ঙ্কর কটকট আওয়াজ উঠল মেশিনগানের। দুটো 'হচ্‌কিস' সাব-মেশিনগান অল্প সময়ের ব্যবধানে ছররা ছুঁড়তে লাগল। দনের ওপাড়ে বিদ্রোহীদের পদাতিকদল যখনই ছুটে আসছে তখনই গুরুগুরু গর্জন করে উঠছে 'ম্যাক্সিম' মেশিনগানগুলো, তাদের সারি লক্ষ্য করে অবিরাম ঢেলে দিচ্ছে গরম লোহার বুলেটের ছররা। ঢিবিগুলোর দিকে এগিয়ে আসতে থাকে সারি সারি গাড়ি। কাঁটা ঝোপে ছাওয়া পাহাড়ী ঢালের গায়ে পরিখা খোঁড়া হতে থাকে। হেটম্যান-সড়কের ওপর দু'চাকার গাড়ি আর মিলিটারীর রসদগাড়ির চাকা ঘর্ঘর আওয়াজ তোলে, পেছনে পড়ে থাকে ধোঁয়ার কুণ্ডলী পাকানো উড়ু উড়ু দীর্ঘ আঁচল।

---

* পলোভ্‌ৎসীয় – একাদশ শতাব্দীতে রাশিয়ার দক্ষিণাঞ্চলের স্তেপভূমিতে বসবাসকারী তুর্কী ভাষা ভাষী জাতিগোষ্ঠী। যাযাবর। প্রাচীন রুশ ভাষায় 'পলোভ' শব্দের অর্থ উজ্জ্বল পীত। একাদশ থেকে শুরু করে ত্রয়োদশ শতাব্দীর শুরু পর্যন্ত বহুবার রুশভূমির ওপর হানা দেয়। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে তাতার-মোঙ্গলদের দ্বারা সম্পূর্ণ পরাভূত হয়। – অনুঃ

** ব্রোদ্‌নিক – দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতাব্দীতে আজভ সাগর ও দনের নিম্ন অববাহিকায় বসবাসকারী জনগোষ্ঠী। রুশ রাজন্যদের অভ্যন্তরীণ কোন্দলে, রুশ-পলোভ্‌ৎসীয় ও রুশ-তাতার যুদ্ধে এরা যোগ দিয়েছিল। সম্ভবত স্লাভ গোষ্ঠীভুক্ত। – অনুঃ

সমস্ত ফ্রন্ট জুড়ে চলেছে কামানের গর্জন। দন-পারের পাহাড়ী অঞ্চলের ওপর প্রাধান্য অর্জন করতে পেরে লাল ফৌজী কামান সন্ধ্যার পরও অনেকক্ষণ ধরে দন ছাড়িয়ে সমানে গোলাবর্ষণ করে চলল। কাজানস্কায়া থেকে শুরু করে উস্ত্-খোপিওরস্কায়া পর্যন্ত বিদ্রোহীদের ট্রেঞ্চে ক্ষতবিক্ষত কূলের বিস্তীর্ণ জলামাঠ সব নিস্তব্ধ। কোন সাড়া শব্দ নেই সেদিক থেকে। ঘোড়ার তদারককারীরা ঘোড়াগুলোকে নিয়ে নীচু অববাহিকায় নলখাগড়া বেত আর হোগলার দুর্ভেদ্য ঝোপঝাড়ের আড়ালে গা ঢাকা দিয়েছে। সেখানে ঘোড়াগুলো ডাঁশের তাড়না থেকে বাঁচল। বুনো লতাপাতায় জড়ানো জায়গাটা বেশ ঠাণ্ডাও ছিল। চারধারের গাছপালা আর উঁচু উঁচু উইলোর ঝোপ লাল ফৌজের নজরদারদের থেকে তাদের ভালোই আড়াল দিয়ে রেখেছিল।

বিস্তীর্ণ সবুজ জলাভূমিতে জনপ্রাণীর চিহ্ন মাত্র নেই। মাঝে মাঝে শুধু দেখা যায় উদ্বাস্তুদের এক আধটা মূর্তি। ভয়ে গুড়ি মেরে দনের পার থেকে ঘাসজমির ওপর দিয়ে দূরে সরে যাচ্ছে তারা। লাল ফৌজের মেশিনগান ওদের লক্ষ্য করে কয়েক দফা গুলি ছোঁড়ে। গুলির একটানা শিস কানে যেতে উদ্বাস্তুরা ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে সটান মাটিতে শুয়ে পড়ে। যতক্ষণ সন্ধ্যার অন্ধকার না নামে ততক্ষণ তারা ঘন ঘাসের মধ্যেই শুয়ে থাকে। তারপর দৌড়ে পালিয়ে যায় বনের ভেতরে। একবারও পেছন ফিরে না তাকিয়ে দ্রুত ছোটে উত্তরের দিকে, পেছনের জলাভূমিতে, যেখানে অলডার আর বার্চ গাছের ঘন জঙ্গল তাদের হাতছানি দিয়ে সাদরে কাছে ডাকছে।

* * *

দুদিন প্রচণ্ড গোলাবর্ষণ চলল ভিওশেনস্কায়ার ওপর। লোকজন আর তাদের বাড়ির তলকুঠরি ছেড়ে বেরোতে পারে না। একমাত্র রাত হলেই প্রাণচঞ্চল হয়ে ওঠে গোলার ঘায়ে ক্ষতবিক্ষত জেলা-সদরের রাস্তাঘাট।

বিদ্রোহীদের সামরিক কর্তারা এই অভিমত প্রকাশ করল যে এত প্রচণ্ড গোলাবর্ষণের অর্থ খেয়া পার হওয়ার প্রস্তুতি ছাড়া আর কিছু হতে পারে না। ওদের আশঙ্কা ছিল যে জেলা-সদর দখলের উদ্দেশ্যে লাল ফৌজীরা ভিওশেনস্কায়ার উল্টো দিক থেকেই খেয়া পার হওয়ার চেষ্টা করবে, যুদ্ধের টানা সীমারেখার মধ্যে গোঁজ ঢুকিয়ে দিয়ে ফ্রন্ট দু'ভাগে ভাগ করে ফেলবে, তারপর কালাচ আর উস্ত্-মেদভেদিৎসাতে পাশ থেকে আক্রমণ চালিয়ে বিদ্রোহীদের সম্পূর্ণ গুঁড়িয়ে দেবে।

কুদিনভের হুকুমে দনের ধারে ভিওশেনস্কায়াতে প্রচুর সংখ্যক গুলির ফিতে

সমেত কুড়িটারও বেশি মেশিনগান জড় করা হল। লালেরা যদি পার হওয়ার মতলব করে একমাত্র সেই ক্ষেত্রেই বাদবাকি গোলা ছোঁড়া যাবে বলে নির্দেশ পেল ব্যাটারী-কম্যাণ্ডাররা। যত খেয়া-নৌকা আর অন্য সব নৌকা ভিওশেন্‌স্কায়ার উজানে খাড়ির মধ্যে লুকিয়ে রাখা হল কড়া পাহারায়।

বড় কর্তাদের এই আশঙ্কা গ্রিগোরি মেলেখভের কাছে অমূলক মনে হল। চব্বিশে যে তারিখে যে মন্ত্রণাসভা বসল সেখানে সে ইলিয়া সাফোনভ ও তার সমমতাবলম্বীদের যুক্তি হেসে উড়িয়ে দিল।

'ভিওশেন্‌স্কায়ার উলটো দিক থেকে কী করে ওরা দন পার হতে পারে?' সে বলল। 'ওটা কি পারাপারের উপযুক্ত জায়গা? আপনারা একবার চেয়ে দেখুন – এই পারটা ঢোলের চামড়ার মতো নেড়া – চাঁছাছোলা, পরিষ্কার। দন পর্যন্ত নেমে গেছে চৌপট বালিয়াড়ি। কোন গাছপালা বা ঝোপঝাড়ের চিহ্নমাত্র নেই। এমন বোকা কে আছে যে ওখান দিয়ে পার হবার চেষ্টা করবে? একমাত্র ইলিয়া সাফোনভই তার বিশেষ ক্ষমতাবলে অমন সব্বনেশে জায়গা দিয়ে পার হবার কথা ভাবতে পারেন।... অমন নেড়া পারে মেশিনগান ওদের শেষ মানুষটি অবধি ঝেঁটিয়ে নিয়ে যেতে পারে! আর তুমিও কুদিনভ, ভেবো না যে লালদের কম্যাণ্ডাররা তোমার আমার চেয়ে কম বুদ্ধিমান। ওদের মধ্যে আমাদের চেয়ে মাথাওয়ালা লোকজনও আছে। মুখোমুখি ভিওশেন্‌স্কায়া আক্রমণে ওরা যাবে না। ওখানে না গিয়ে যেখানে জল কম, যেখানে যেখানে চড়া জেগে আছে কিংবা যে-সমস্ত জায়গায় খাদ আর বনজঙ্গলের আড়াল আছে, আমাদের উচিত হবে সেখানে ওদের অপেক্ষা করা। ওই রকম বিপদের জায়গাগুলোর ওপর আমাদের এখন ভালো নজর রাখতে হবে – বিশেষত রাতের বেলায়। কসাকদের সাবধান করে দিতে হবে যাতে তারা এতটুকু ঢিলে না দেয়, চোখ কান সজাগ রাখে। যেখানে বিপদ আছে সে সব জায়গায় আগে থাকতে মজুত সৈন্য এনে মোতায়েন রাখতে হবে যাতে অসুবিধায় পড়লে ঠেক দেওয়ার মতো কিছু থাকে আমাদের।'

'বলতে চাও ভিওশেন্‌স্কায়ার ওপর হানা দেবে না? তাহলে অত রাত পর্যন্ত জেলা-সদরের ওপর কামানের গোলা ছুঁড়ছে কেন?' সাফোনভের সহকারী প্রশ্ন করল।

'সে কথা তুমি ওদের জিজ্ঞেস কর গে। শুধু কি ভিওশেন্‌স্কায়ার ওপরই গোলা ছুঁড়ছে? কাজান্‌স্কায়ায় কী করছে? ইয়েরিনস্কিতেই বা কী করছে? আর সেমিওনভ্‌স্কায়া পাহাড়? – তাও তছনছ করতে বাকি রাখছে না। ওরা কামান দিয়ে সব এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় ক'রে দিতে চাইছে। ওদের গুলি গোলা নির্ঘাত আমাদের চেয়ে খানিকটা বেশিই আছে। এ কি আর আমাদের গোলন্দাজ ফৌজ যার সম্বল হল গিয়ে পাঁচটা গোলা, সে পাঁচটারও খোল আবার শুক-কাঠের তৈরি!'

কুদিনভ হো হা করে হেসে উঠল। বলল, 'হ্যাঁ, মোক্ষম ছেড়েছ একটা!'

সভায় উপস্থিত তিন নম্বর ব্যাটারী কম্যাণ্ডার চটে গিয়ে বলল, 'এরকম ভাবে সমালোচনা করার কোন মানে হয় না! কাজের কথা বলতে হয়।'

'তা বল না কেন, কে তোমায় বাধা দিচ্ছে?' কুদিনভ ভুরু কুঁচকে বেল্টটা নিয়ে নাড়াচাড়া করতে থাকে। 'কতবার না তোমাদের ছাই বলা হয়েছে ফালতু গোলা নষ্ট কোরো না, জরুরী অবস্থায় কাজে লাগবে। কিন্তু তা ত নয়, উল্টো পাল্টা ছুঁড়তে লাগলে – এমন কি রসদগাড়ির ওপরও। এখন ঠ্যালা সামলাও! ওদের যে ঘা মারবে তার কোন উপায় নেই। সমালোচনা হলে রাগ করার কী আছে? মেলেখভ যে তোমাদের কাঠের কামান নিয়ে ঠাট্টা করেছে তা ঠিকই করেছে। তোমাদের অবস্থা দেখে হাসি পাবারই কথা বটে!'

কুদিনভ গ্রিগোরির পক্ষ নিল। পার হওয়ার একান্ত উপযুক্ত জায়গাগুলোতে কড়া পাহারা বসানোর আর বিপজ্জনক অংশের খুব কাছে মজুত সৈন্য রাখার যে প্রস্তাব গ্রিগোরি দিয়েছিল তার দৃঢ় সমর্থন জানাল সে। ঠিক হল ভিওশেন্স্কায়ায় যে ক'টা মেশিনগান আছে সেখান থেকে কয়েকটা বার করে এনে বেলোগোরস্কায়া, মের্কুলভস্কায়া ও গ্রমোক স্কোয়াড্রনকে দেওয়া হবে, যেহেতু তাদের সেক্টরে পার হওয়ার সম্ভাবনা ছিল সবচেয়ে বেশি।

লাল ফৌজীরা যে ভিওশেন্স্কায়ার উল্টো দিক থেকে খেয়া পার হওয়ার চেষ্টা করবে না, বরং আরও সুবিধাজনক কোন জায়গা বেছে নেবে – গ্রিগোরির এই অনুমান পরের দিনেই সত্য প্রতিপন্ন হল। সকাল বেলায় গ্রমোক স্কোয়াড্রনের কম্যাণ্ডার খবর দিল লাল ফৌজীরা দন পার হওয়ার আয়োজন করছে। সারা রাত ধরে দনের ওপাড় থেকে লোকজনের চেঁচামেচি, হাতুড়ির ঠকাঠক আর গাড়ির চাকার ক্যাঁচকোঁচ শোনা গেছে। অসংখ্য গাড়িতে করে কোথা থেকে যেন তক্তা আনা হয়েছে গ্রমোকে, সেগুলোকে ওখানে ফেলা হয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়েছে করাতের ঘ্যাসঘ্যাস আওয়াজ, কানে এসেছে হাতুড়ি আর কুড়ুলের শব্দ। এসব থেকে বোঝা না যাওয়ার কোন কারণ নেই যে লালেরা কিছু একটা তৈরি করছে। কসাকদের প্রথমে মনে হয়েছিল বুঝি ওরা ভেলা-পুল তৈরি করছে। যেখান থেকে ছুতোরের কাজের আওয়াজ আসছিল দুজন ডাকাবুকো কসাক রাত্রে উজানে তার সিকি ক্রোশ মতো এগিয়ে গায়ের জামাকাপড় খুলে, মাথায় ঝোপঝাড় এঁটে আড়াল দিয়ে নিঃশব্দে স্রোতের টানে নীচের দিকে ভেসে যায়। একেবারে পার ঘেঁসে যখন তারা চলছিল তখন তাদের কানে এলো খানিক দূরে উইলো ঝোপের নীচে একটা মেশিনগান ঘাঁটির কাছে লাল ফৌজের সেপাইদের কথাবার্তা। লোকজনের গলার স্বর আর গ্রাম থেকে কুড়ুলের ঠকাঠক শব্দও তারা পরিষ্কার

শুনতে পাচ্ছিল। কিন্তু জলে কোন কিছুই দেখা যাচ্ছিল না। লাল ফৌজীরা যদি কোন জিনিস তৈরি করেও তা অন্তত সেতু কোন মতেই নয়।

প্রমোক স্কোয়াড্রনের কম্যাণ্ডার শত্রুপক্ষের দিকে আরও কড়া নজর রাখতে লাগল। খুব ভোরে নজরদাররা ভালো করে চোখে দূরবীন লাগিয়েও অনেকক্ষণ ধরে কিছুই দেখতে পেল না। ওদের মধ্যে জার্মান যুদ্ধের সময়ও যে লোকটার ভালো টিপের জন্য রেজিমেণ্টে বেশ নামডাক ছিল, শিগ্‌গিরই তার নজরে পড়ল ভোরের আগের আলো-অন্ধকারের মধ্যে একজন লাল ফৌজী পিঠে জিন চাপানো দুটো ঘোড়া নিয়ে দনের দিকে নেমে আসছে।

'লাল ব্যাটা জলে নামছে,' কসাকটা ফিসফিস করে তার সাথীকে বলে দূরবীন নামিয়ে রাখল।

ঘোড়াদুটো হাঁটু পর্যন্ত জলে নেমে জল খেতে লাগল।

কসাক তার রাইফেলের লম্বা বেল্টটা বাঁ হাতের কনুইয়ে জড়াল, লক্ষ্য স্থির করার কাঠামোটা ওপরে তুলে অনেকক্ষণ ধরে যত্ন নিয়ে তাক করল। . . .

গুলি ছোটার পর একটা ঘোড়া আস্তে করে কাত হয়ে পড়ে গেল, অন্যটা পাহাড়ের দিকে ছুট দিল। লাল ফৌজী মরা ঘোড়ার পিঠ থেকে জিনটা খোলার জন্য ঝুঁকে পড়ল। কসাক দ্বিতীয়বার গুলি ছুঁড়ল, নিঃশব্দে হাসল সে। লাল ফৌজী চট করে সোজা দাঁড়িয়ে পড়ল, দনের কাছ থেকে ছুটে পালিয়ে যেতে গেল, কিন্তু হঠাৎ পড়ে গেল। মুখ থুবড়ে পড়ে গেল, আর তার ওঠার ক্ষমতা রইল না। . . .

লাল ফৌজ দন পার হওয়ার জন্য তৈরি হচ্ছে এই খবর পাওয়ামাত্র মেলেখভ ঘোড়ায় জিন চাপিয়ে প্রমোক স্কোয়াড্রনের অংশে ছুটে চলল। দন থেকে বেরিয়ে এসে যে সরু নালাটা জেলা-সদরের শেষ পর্যন্ত চলে গেছে ঘোড়ার পিঠে চেপে সেটা পার হয়ে সে বনের ভেতর দিয়ে ছুটল।

পথ গেছে একটা ঘাসজমির ওপর দিয়ে। কিন্তু সে পথে যাওয়াটা বিপজ্জনক। গ্রিগোরি তাই খানিকটা ঘুরপথ ধরল। বনের ভেতর দিয়ে রাস্‌সোখভ ঝিলের শেষ অবধি গিয়ে উঁচু উঁচু ঢিবি নলখাগড়া ও বেতের ঝোপঝাড় পেরিয়ে কাল্‌মিক সোঁতায় (শালুক হোগলা আর নলখাগড়ার ঘন ঝোপে ভর্তি একটা সরু খাল, পদস্তোইলিংসা ঝিলের সঙ্গে ঘাসজমির একটা পুকুরের সংযোগ ঘটিয়েছে) পৌঁছুল। পাঁকে-ভরা কাল্‌মিক সোঁতা যখন সে পার হল একমাত্র তারপরই ঘোড়াটাকে থামিয়ে কয়েক মিনিট বিশ্রামের সুযোগ দিল।

সোজা রাস্তায় দন এখান থেকে ক্রোশখানেকও হবে না। ঘাসজমির ওপর দিয়ে পরিখার দিকে যাওয়ার অর্থ গুলিগোলার মুখে পড়া। অন্ধকারের মধ্যে এই

বিস্তীর্ণ সমান তৃণপ্রান্তর পার হতে পারলে ভালো। তা করতে গেলে সন্ধ্যা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়। কিন্তু গ্রিগোরি অপেক্ষা করে থাকার পাত্র নয়। সব সময়ই সে বলত, 'দুনিয়ায় সবচেয়ে খারাপ হল কোন কিছুর পথ চেয়ে থাকা আর নষ্ট সময় পুষিয়ে নেবার চেষ্টা করা।' তাই সে ঠিক করল যেতে হলে এখনই যাবে। 'পড়িমরি করে ঊর্ধ্বশ্বাসে ঘোড়া ছুটিয়ে দেব, তাহলে ওদের গুলিগোলা নাও লাগতে পারে,' ঝোপের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসতে আসতে সে ভাবল।

দন-পারের বনের ভেতর থেকে সবুজ উইলোর একটা ঝোপ ঝাঁকড়া মাথা বার করে ছিল। সেই দিক লক্ষ্য করে গ্রিগোরি চাবুক উঁচাল। চাবুকের বাড়িতে ঘোড়ার পাছা চিড়বিড় করে জ্বলে উঠল। গ্রিগোরির বন্য হুঙ্কারে কেঁপে উঠল তার সর্বাঙ্গ, সঙ্গে সঙ্গে কানদুটো মাথার সঙ্গে লেপটে সমস্ত শক্তি সঞ্চয় করে পাখির মতো উড়ে চলল দনের দিকে। গ্রিগোরি একশ পা'ও যায় নি, এমন সময় ডান পারের টিলার ওপর থেকে সামনাসামনি তাকে লক্ষ্য করে ফেটে পড়ল মেশিনগানের দীর্ঘ ছর্‌রা। স্তেপের মেঠো ইঁদুরের চিৎকারের মতো সাঁই সাঁই শব্দে শিস দিয়ে চলল বুলেট। 'বড় বেশি উঁচুতে হয়ে যাচ্ছে দাদা!' গ্রিগোরি মনে মনে ভাবল। রাশ আলগা করে দিয়ে, ঘোড়ার পাঁজরে খোঁচা দিয়ে, প্রতিকূল বাতাসে ঘোড়ার উড়ু উড়ু বালামচিতে গাল ঠেকাল গ্রিগোরি। গ্রিগোরির মনোভাব আঁচ করতে পেরেই যেন সাদা অন্তরীপ আকৃতির টিলার ওপরে কোথাও ভারী মেশিনগানের সবুজ ঢালের আড়ালে শুয়ে শুয়ে লাল ফৌজের মেশিনগানচালকটি আরও এগিয়ে লক্ষ্য স্থির করল। এবারে আরও নীচ দিয়ে ছুটল মেশিনগানের আগুনের ঝলক। তপ্ত বুলেটগুলো সাপের মতো হিসহিস করে উড়তে উড়তে ঝুপঝুপ আওয়াজ তুলে ঘোড়ার সামনের খুরের তলায় ফেটে পড়ছে। বরফগলা জলে ভেজা মাটি এখনও শুকানোর অবকাশ পায় নি। সেখান থেকে 'ছপাত ছপাত' করে চতুর্দিকে ছিটকে যাচ্ছে গরম জলকাদা। আবার মাথার ওপরে আর ঘোড়ার দুপাশে ওঠে 'সাঁই সাঁই' শিস।

গ্রিগোরি রেকাবে ভর দিয়ে উঠে ঘোড়ার টান টান হয়ে থাকা ঘাড়ের ওপর প্রায় শুয়ে পড়ল। ভয়ঙ্কর দ্রুতগতিতে ওর দিকে ধেয়ে আসছে বেতসের সবুজ সারিটা। ও যখন অর্ধেক পথ পার হয়ে গেছে তখন সেম্যিওনড্‌স্কি টিলা থেকে একটা কামান গর্জন করে উঠল। গোলার লোহা-ফাটানো কড়কড় আওয়াজ বাতাস কাঁপিয়ে দিল । সামনেই গুড়ুম করে গোলা ফেটে পড়তে গ্রিগোরি জিনে বসেই কেঁপে উঠল। ফাটা গোলার টুকরোর কড় কড় আওয়াজ আর আর্তনাদ তখনও ওর কানে লেগে আছে। কাছের জলায় বাতাসের প্রবল আলোড়নে নুইয়ে পড়া

নলখাগড়াগুলো সরসর শব্দে সোজা হয়ে দাঁড়ালেও তখনও মাথা তোলার অবকাশ পায় নি, এমন সময় পাহাড়ে আবার গর্জে উঠল কামানটা। গোলার গর্জন এগিয়ে আসতে আসতে আবার গ্রিগোরির ওপর চেপে বসতে থাকে, ওকে চেপে বসিয়ে দেয় জিনের ওপর।

ওর মনে হল দম আটকানো এই কড়কড় আওয়াজটা যেন উত্তেজনার চূড়ান্ত সীমানায় পৌঁছে সেকেণ্ডেরও কোন এক সামান্য ভগ্নাংশের জন্য থেমে গেল। সেই এক লহমার মধ্যেই ওর চোখের সামনে গা ঝাড়া দিয়ে খাড়া হয়ে ওঠে একটা কালো মেঘ। প্রচণ্ড আঘাতে মাটি কেঁপে ওঠে, ঘোড়াটার সামনের দুটো পা যেন কোন্ অতলে গিয়ে পড়ে। . . .

পড়ার মুহূর্তে গ্রিগোরির হুঁশ হল। সে এত জোরে মাটিতে আছাড় খেল যে ওর বনাত কাপড়ের পল্টনী সালোয়ারটা হাঁটুর কাছটা ফেঁসে গেল। পায়ের কাছের ফিতের বাঁধন ছিঁড়ে গেল। বিস্ফোরণের ফলে বাতাসে যে প্রবল আলোড়ন হল তার ধাক্কায় সে ঘোড়া থেকে অনেক দূরে ছিটকে পড়ল। পড়ে যাবার পরও বেশ কয়েক গজ ঘাসের ওপর হামা দিয়ে এগিয়ে গেল। ওর হাতের তালুতে আর গালে যেন মাটির ছেঁকা লাগছিল।

পড়ার প্রথম চোটে গ্রিগোরি দিশেহারা হয়ে পড়েছিল। তারপর উঠে দাঁড়াল। ওপর থেকে কালো বৃষ্টির মতো ঝরে পড়ছে ডেলা ডেলা ঝুরঝুরু মাটি আর শেকড় ওপড়ানো ঘাসের চাপড়া। . . . গোলার গর্ত থেকে বিশ পা মতো দূরে পড়ে রয়েছে ঘোড়াটা। মাথা নিশ্চল, কিন্তু ঝুরঝুরে মাটি ছড়ানো পেছনের পাদুটো, ঘামে ভেজা পাছা আর লেজের কাছের মসৃণ গড়ানে জায়গাটা থেকে থেকে থর থর করে কেঁপে উঠছে।

দনের ওপাড়ের মেশিনগানটা চুপ মেরে গেছে। মিনিট পাঁচেক কোন সাড়া শব্দ নেই। জলার মাথার ওপর নীল মাছরাঙা পাখিগুলো ভয়ে চিৎকার করছে। গ্রিগোরির মাথা ঘুরছিল, কিন্তু সেই অবস্থা কাটিয়ে উঠে ঘোড়ার কাছে গেল। ওর পা কাঁপছিল, অদ্ভুত ভারী লাগছিল পাদুটো। অনেকক্ষণ বেকায়দায় একভাবে বসে থাকার পর সাময়িকভাবে রক্তচলাচলের ব্যাঘাত ঘটলে পায়ে যখন ঝিম ধরে যায় তখন হাঁটতে গেলে সচরাচর নিজের পাদুটোকে যেমন অন্যের বলে মনে হয় এবং প্রতিটি পদক্ষেপের সঙ্গে সঙ্গে সর্বাঙ্গ টনটন করে ওঠে ওরও অনুভূতিটা হল সেই রকম। . . .

মরা ঘোড়ার পিঠ থেকে জিন খুলে নিল গ্রিগোরি। কাছের জলার যে নলখাগড়ার ঝোপটা গোলার টুকরোর ঘায়ে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে তার মধ্যে সে সবে গিয়ে ঢুকেছে, এমন সময় আবার নিয়মিত সময়ের ব্যবধানে কটকট করে

উঠল মেশিনগান। উড়ন্ত বুলেটের শিস আর শোনা যাচ্ছিল না – মনে হয় টিলা থেকে এখন ওরা নতুন কোন লক্ষ্যে গুলি ছুঁড়ছে।

এক ঘণ্টা পরে সে স্কোয়াড্রন-কম্যাণ্ডারের সুড়ঙ্গ-ঘরে এসে পৌঁছুল।

'ছুতোর-মিস্ত্রীর কাজটা এই সবে বন্ধ করেছে ওরা,' স্কোয়াড্রন-কম্যাণ্ডার ওকে বলল। 'রাতে আবার ঠিক শুরু করবে। কিছু কার্তুজ যদি আমাদের পাঠিয়ে দিতেন! . . . আমাদের যে ডাক ছেড়ে কাঁদার মতো অবস্থা! মাথা পিছু দুটো করে আছে।'

'কার্তুজ সন্ধে নাগাদ এসে পৌঁছুবে। ওপাড় থেকে এতটুকু চোখ সরিও না কিন্তু!'

'নজর ঠিকই রাখছি আমরা। ভাবছি আজ রাতে কয়েকজন ভলাণ্টিয়ার ডাকব – সাঁতার কেটে ওপাড়ে গিয়ে যাতে দেখে আসে ওরা ওখানে কী বানাচ্ছে।'

'কাল রাতে পাঠালে না কেন?'

'পাঠিয়েছিলাম গ্রিগোরি পান্তেলেয়েভিচ, দুজনকে পাঠিয়েছিলাম। কিন্তু গাঁয়ের ভেতরে ঢুকতে সাহস পেল না ওরা। পারের কাছে সাঁতার দিয়ে ঘোরাঘুরি করল, কিন্তু গাঁয়ে ঢুকতে সাহস পেল না। . . . তাছাড়া এখন কার ওপরই বা জোর খাটানো যায় বলুন? বড় ঝুঁকির কাজ। ওদের চৌকির মধ্যে গিয়ে একবার পড়লেই হল – প্রাণ নিয়ে আর ফিরে আসতে হচ্ছে না। নিজেদের দেশ-গাঁয়ের কাছাকাছি এসে কসাকরা কেন যেন তেমন বেপরোয়া ভাব দেখাতে পারছে না। . . . জার্মান যুদ্ধের সময় ক্রস পাবার লোভে কত লোক যে হন্যে হয়ে ছুটেছে তার কোন লেখাজোখা নেই। কিন্তু এখন - সুলুক-সন্ধানের জন্যে ভেতরে পাঠানো দূরের কথা, ঘাঁটি আগলানোর কাজে পর্যন্ত ঠেলে পাঠানো যায় না। এখন আবার মুশকিল হয়েছে মেয়েমানুষগুলোকে নিয়ে - এখানে এসে স্বামীদের দেখা পেয়ে যায় - আর কী? ট্রেঞ্চের মধ্যেই রাত কাটাচ্ছে। তাড়াতে পারছি নে। কাল তাড়ানোর চেষ্টা করেছিলাম, কসাকরা আমায় শাসাল, 'প্রাণে বাঁচতে চাইলে শান্তশিষ্ট হয়ে থাকতে হবে, নইলে সব জারিজুরি বার করে দেব!'

কম্যাণ্ডারের সুড়ঙ্গ-ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গ্রিগোরি গেল ট্রেঞ্চের ভেতরে। দনের পার থেকে একশ হাত খানেক দূরে বনের ভেতর দিয়ে এঁকেবেঁকে চলে গেছে ট্রেঞ্চ। ওক গাছ বাবলা আর কচি পপলার গাছের ঘন ঝোপঝাড় পরিখার সামনের উঁচু হলুদ মাটির বাঁধগুলোকে লাল ফৌজীদের চোখের আড়াল করে রেখেছে। যোগাযোগের রাস্তা কেটে ট্রেঞ্চগুলোকে আশ্রয়শিবিরের সঙ্গে যোগ করা হয়েছে – সেখানে কসাকরা বিশ্রাম করে। সুড়ঙ্গ-ঘরের কাছে শুকনো মাছের নীলচে ছালচামড়া, ভেড়ার মাংসের হাড়গোড়, সূর্যমুখী বিচির খোসা, সিগারেটের পোড়া টুকরো আর কোথাকার কতকগুলো ন্যাতাকানি গড়াগড়ি যাচ্ছে। গাছের ডালপালার ওপর ঝুলছে

সদ্য কাচা মোজা, মোটা সূতীর ইজের, পায়ে জড়ানোর পটি, মেয়েদের জামা আর ঘাগরা। . . .

প্রথম সুড়ঙ্গ-ঘরটা থেকেই বেরিয়ে এলো অল্পবয়সী একটা মেয়ের মাথা। চুল উসকো খুসকো, চোখ ঘুম জড়ানো। চোখ রগড়াতে রগড়াতে সে উদাসীন দৃষ্টিতে তাকাল গ্রিগোরির দিকে। তারপর মেঠো ইঁদুর যেমন টুক করে গর্তের ভেতরে ঢুকে পড়ে তেমনিভাবে অদৃশ্য হয়ে যায় আশ্রয়শিবিরের কালো ফাঁকটার ভেতরে। পাশের সুড়ঙ্গ-ঘর থেকে মৃদু গলায় গানের আওয়াজ ভেসে আসছে। পুরুষদের গলার সঙ্গে এসে মিলছে একটু চাপা অথচ উঁচু ও পরিষ্কার নারীকণ্ঠ। তৃতীয় আস্তানাটার মুখের ঠিক কাছটায় বসে আছে পরিপাটি পোশাক পরা এক বয়স্কা স্ত্রীলোক এক কসাকের ঝুঁটিওয়ালা মাথাটা কোলে নিয়ে। লোকটার চুলে সামান্য পাক ধরেছে। একপাশে কাত হয়ে বেশ আরামে চোখ বুজে আছে লোকটা, এদিকে তার স্ত্রী একটা কাঠের কাঁকুই দিয়ে মাথা আঁচড়ে চটপট কালো টোপা টোপা উকুন বেছে বার করে মারছে, বয়সের ছাপ ধরা 'প্রাণ নাথের' মুখের ওপর থেকে মাছি তাড়াচ্ছে। দনের ওপাড়ে মেশিনগানের ভীষণ কটকট আওয়াজ আর স্রোতের উজানে মিগুলিনস্কায়া বা কাজানস্কায়া ওই রকম কোন জায়গা থেকে কামানের ভেসে আসা চাপা গর্জন যদি শোনা না যেত, তাহলে মনে হতে পারত দনের ধারে বুঝি একদল ঘেসেড়ে আস্তানা গেড়েছে। গ্রমোক থেকে যে বিদ্রোহী স্কোয়াড্রনটা লড়াই করতে এসেছিল ঠিক তেমনই শান্তশিষ্ট দেখাচ্ছিল তাদের।

গত পাঁচ বছরের যুদ্ধে ফ্রন্টলাইনের এরকম অদ্ভুত দৃশ্য গ্রিগোরি এর আগে কখনও দেখে নি। হাসি চাপতে না পেরে সুড়ঙ্গ-ঘরগুলোর পাশ কাটিয়ে ও যায়। সর্বত্রই ওর চোখে পড়ে মেয়েরা তাদের স্বামীদের সেবা করছে, পোশাক পরিচ্ছদ মেরামত করছে, রিফু করছে, সেপাইদের ভেতরের জামাকাপড় কাচছে, খাবার রান্না করছে, কেউ বা আবার দুপুরের সাদাসিধে খাবারের পাট চুকিয়ে বাসনপত্র মাজছে।

'বেশ আছ তোমরা এখানে! দিব্যি আরামে আছ! . . .' স্কোয়াড্রন-কম্যাণ্ডারের সুড়ঙ্গ-ঘরে ফিরে এসে গ্রিগোরি তাকে বলল।

স্কোয়াড্রন-কম্যাণ্ডার দাঁত বার করে হেসে বলল, 'যতদূর ভালো হতে পারে।'

'কিন্তু বড় বেশি আরামের!' গ্রিগোরি ভুরু কোঁচকায়। 'মেয়েগুলোকে এই মুহূর্তে এখান থেকে হঠাও! লড়াইয়ের সময় এমন জিনিস! . . . তোমার এখানে কি হাটবাজার বসে গেছে? নাকি মেলা পেয়ে গেছ? এসব কী ব্যাপার? এভাবে চললে লাল ফৌজীরা দন পার হয়ে আসবে, অথচ তোমরা টের পাবে না, শোনার মতো সময়ই থাকবে না তোমাদের! – মেয়েদের নিয়ে বেহুঁশ হয়ে

থাকবে।... সন্ধ্যার অন্ধকার হতে না হতে ওই লম্বা লেজওয়ালীদের সবগুলোকে ভাগাও! কাল আমি আবার আসব, এসে যদি ধারে কাছে ঘাগরার কোন চিহ্ন দেখি তাহলে প্রথমেই তোমার গর্দান নেব।'

স্কোয়াড্রন-কম্যাণ্ডার সাগ্রহে সায় দিয়ে বলল, 'তা ত বটেই! আমি নিজেই মেয়েদের এখানে আসা পছন্দ করি নে। কিন্তু কসাকেদের নিয়ে কী করবেন, বলুন? আইনশৃঙ্খলার কোন বালাই নেই।... মেয়েরা তাদের স্বামীদের জন্যে হেদিয়ে মরে যাচ্ছে। আজ তিন মাস হল আমরা লড়াই করে যাচ্ছি!'

বলতে বলতে লোকটা নিজেই লজ্জায় লাল হয়ে ওঠে। তক্তপোষের ওপর মেয়েমানুষের গায়ের একটা লাল উড়নি পড়ে থাকায় সেটা ঢাকার জন্য তার ওপর বসে পড়ল সে। গ্রিগোরির দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে সে আড়চোখে কটমট করে তাকাল সুড়ঙ্গ-ঘরের একটা কোনার দিকে – সেখানে পর্দার আড়াল থেকে উঁকি মারছিল একজোড়া হাসিভরা খয়েরী চোখ – ওর নিজের বৌয়ের চোখ।...

বাষট্টি

ভিওশেন্‌স্কায়া জেলা-সদরের নতুন গির্জাবাড়ির কাছেই আক্সিনিয়া আস্তাখভার মায়ের এক খুড়তুত বোন থাকত। সেই মাসীর বাড়িতে গিয়ে উঠল সে। প্রথম দিন সে গ্রিগোরির খোঁজে ঘুরে ঘুরে কাটাল, কিন্তু গ্রিগোরি তখনও ভিওশেন্‌স্কায়ায় আসে নি। পরদিন অনেক রাত পর্যন্ত রাস্তায় ঘাটে আর অলিতে-গলিতে বুলেটের শিস আর গোলা ফাটার আওয়াজ – তাই বাড়ি ছেড়ে বেরোতে ভরসা পেল না আক্সিনিয়া।

'ভিওশেন্‌স্কায়ায় আসতে বলল, কথা দিয়েছিল যে এখানে আমরা দুজনে মিলব। অথচ নিজেই এখন কোন্ চুলোয় ঘুরে বেড়াচ্ছে কে জানে!' শোবার ঘরে একটা তোরঙ্গের ওপর শুয়ে শুয়ে মনে মনে ভাবছিল আক্সিনিয়া। রাগে ঠোঁট কামড়াচ্ছিল। ওর ঠোঁটদুটো উজ্জ্বল হলেও ইতিমধ্যে অনেকটা ম্লান হয়ে এসেছে। বুড়ি মাসী জানলার ধারে বসে মোজা বুনছিল। একটা করে তোপের আওয়াজ হচ্ছে আর ক্রুশ-প্রণাম করছে।

'হায় ভগবান, যিশু! কী সাঙ্ঘাতিক ব্যাপার! কেন ওরা লড়ছে বল ত? কেন নিজেদের মধ্যে এমন খেয়োখেয়ি করে মরছে?'

রাস্তায়, বাড়ির একশ হাত খানেক দূরে একটা গোলা ফেটে পড়ল। ঝনঝন

আর্তনাদ করে জানলার কতকগুলো কাচ ভেঙে ছড়িয়ে পড়ল মেঝের ওপরে।

'জানলার ধার থেকে সরে এসো গো মাসী! হঠাৎ গুলি লেগে যেতে পারে গায়ে!' আক্সিনিয়া অনুনয় করে বলল।

বুড়ি বাঁকা হাসি হেসে চশমার ফাঁক দিয়ে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল ওকে, বিরক্তির সুরে উত্তর দিল, 'ওরে আক্সিনিয়া, আমি দেখতে পাচ্ছি তুই একটা আচ্ছা বোকা মেয়ে! আমি কি ওদের শত্তুর নাকি? আমায় ওরা গুলি করতে যাবে কেন?'

'হঠাৎ লেগে যেতে পারে। গুলি কোথায় যাচ্ছে ওরা ত আর দেখতে পাচ্ছে না।'

'মারলেই হল! দেখতে পাচ্ছে না বললেই হল! ওরা কসাকদের ওপর গুলি ছুঁড়ছে। কসাকরা হল গিয়ে লালদের দুশমন। কিন্তু আমি – আমি ত বুড়ি, বিধবা, আমাকে দিয়ে ওদের কী হবে? কোথায় রাইফেল কামান তাক করতে হবে তা ওরা নিশ্চয়ই জানে।'

সেদিন দুপুরে গ্রিগোরি ঘোড়ার ঘাড়ের ওপর ঝুঁকে পড়ে রাস্তা দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে যাচ্ছিল উজানের বাঁকের দিকে। আক্সিনিয়া তাকে জানলা থেকে দেখতে পেয়ে লতায় জড়ানো দেউড়ির কাছে ছুটে এসে চেঁচিয়ে ডাকল, 'গ্রিশা!' কিন্তু গ্রিগোরি ততক্ষণে রাস্তার মোড়ে অদৃশ্য হয়ে গেছে। পেছনে শুধু ওর ঘোড়ার খুরে ছড়ানো ধুলো আস্তে আস্তে থিতিয়ে আসছে রাস্তার ওপর। ওর পেছনে ছুটে কোন লাভ নেই এখন। আক্সিনিয়া দেউড়ির কাছে দাঁড়িয়ে রইল। রাগে ওর চোখ ফেটে জল এলো।

'ওই যে ঘোড়া ছুটিয়ে গেল ও কি ত্রিওপ্যা নাকি? অমন পাগলের মতো ছুটে গেলি যে তুই?' মাসী জিজ্ঞেস করল।

'না, আমাদের গাঁয়ের একজন লোক,' চোখের জলে ভাসতে ভাসতে আক্সিনিয়া উত্তর দিল।

'তাহলে অমন চোখের জল ফেলার কী আছে?' কৌতূহলী বুড়ি জেরা করে।

'কী দরকার তোমার মাসীমণি? ওসব তুমি বুঝবে না।'

'তাই বুঝি? বুঝব না বলতে চাস! . . . তার মানে ঘোড়া ছুটিয়ে যে গেল সে তোর কোন পীরিতের লোক হবে। তাছাড়া আর কী! নইলে তুই অমনি অমনি ডাক ছেড়ে কাঁদতিস না। আমার নিজের বয়স ত আর কম হল না! খুব জানি!'

সন্ধ্যার দিকে প্রোখর জিকভ এসে হাজির হল কুটিরে।

'খবর ভালো ত বুড়ি মা? তোমাদের এখানে তাতারস্কির কেউ আছে?'

শোবার ঘর থেকে ছুটে এলো আক্সিনিয়া। উৎফুল্ল হয়ে চেঁচিয়ে উঠল, 'প্রোখর!'

'ওঃ, তুমি আমায় নাকানি চুবানি খাইয়ে ছাড়লে গো! তোমার খোঁজে ঘুরে

ঘুরে আমার পাদুটো ক্ষয়ে গেল! তারপর ওর অবস্থাটা কেমন জান? পাগল হয়ে উঠেছে। একেবারে বাপকা বেটা। চারদিকে ঘোর গুলিগোলা চলছে, জ্যান্ত সব কিছু কবরে যাবার দাখিল, কিন্তু তার সেই এক ধ্যানজ্ঞান, এক গোঁ: 'ওকে খুঁজে বার করে আন্, নইলে তোকে মাটিতে পুঁতে ফেলব!'"

প্রোখরের জামার হাতা চেপে ধরে আক্সিনিয়া তাকে বাইরের বারান্দায় টেনে আনে।

'কোথায় সে? কোথায় সেই হতচ্ছাড়া?'

'হুম্ . . . কোথায় আছে বলে মনে হয় তোমার? লড়াইয়ের জায়গা থেকে পায়ে হেঁটে আসতে হয়েছে। ওর ঘোড়াটা মারা পড়েছে। এলো যখন তখন শেকলে বাঁধা কুকুরের মতো রাগে গজরাচ্ছে। জিজ্ঞেস করল, 'পেয়েছিস খুঁজে?' 'কোথায় পাব তাকে?' আমি জবাব দি। 'পয়দা করব নাকি?' সে বলে, 'একটা জলজ্যান্ত মানুষ! ছুঁচ নাকি যে পাওয়া যাচ্ছে না?' তারপর আমার ওপর কী চোটপাট! . . . মানুষ ত নয়, যেন একটা নেকড়ে!'

'কী, বলে কী সে?'

'চটপট তৈরি হয়ে আমার সঙ্গে চলে এসো – আর কোন কথা নয়!'

আক্সিনিয়া মুহূর্তের মধ্যে তার পুঁটলিটা বেঁধে নিয়ে তাড়াতাড়ি মাসীর কাছ থেকে বিদায় নিল।

'স্তেপান পাঠাল নাকি?'

'হ্যাঁ, মাসীমণি, স্তেপান পাঠিয়েছে!'

'যাক গে, আমার স্নেহ জানাস ওকে। কিন্তু নিজে একবার এলেও ত পারত। একটু দুধ খেতে পারত, কিছু পুলিপিঠে ছিল – তাও ত খেতে পারত। . . .'

বুড়ির শেষ কথাগুলো আর না শুনেই ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল আক্সিনিয়া।

এত তাড়াতাড়ি রাস্তা দিয়ে ছুটতে থাকে সে যে গ্রিগোরির আস্তানায় পৌঁছুনোর আগেই হাঁপিয়ে ওঠে। মুখ ফেকাসে হয়ে যায় তার। শেষকালে প্রোখর পর্যন্ত অনুনয় করে বলে, 'আরে, শোনো দেখি! জোয়ান বয়সে আমিও মেয়েদের পেছন পেছন ঘুরেছি, কিন্তু তোমার মতো এমন হুড়মুড় করে জন্মে ছুটি নি বাপু। এতটুকু সবুর করতে পার না? আগুন লেগেছে নাকি? আমার হাঁপ ধরে গেল! বালির ওপর দিয়ে এমন কেউ ছোটে? তোমাদের ব্যাপার-স্যাপার সব যেন কেমন – ঠিক মানুষের মতো নয়। . . .'

এদিকে মনে মনে ভাবে: 'ফের দুজনে শুরু করেছে। . . . তবে এবারে আর কারও বাপের সাধ্যি নেই ওদের দুজনকে আলাদা করে! ওরা নিজেদের কাজ হাসিল করছে। কিন্তু আমাকে গুলিগোলা মাথায় করে হারামজাদীটার খোঁজ

করতে হয়েছে। . . . ভগবান না করুন, নাতালিয়া যদি জানতে পারে আমার মাথা থেকে পা পর্যন্ত ছালচামড়া ছাড়িয়ে নেবে। . . . কোর্‌শুনভের গুষ্টি যে - জানতে কি আর বাকি আছে! নাঃ, মদের ঝোঁকে যদি আমার ঘোড়া আর রাইফেলটা না খোয়াতাম তাহলে জেলা-সদরে খুঁজতে যেতাম না আরও কিছু! আমার বয়েই গেছে! নিজেরা জট পাকিয়েছ, নিজেরাই সেই জট খোল গে!'

শোবার ঘরে আঁট করে বন্ধ জানলার খড়খড়ির আড়ালে একটা তেলের প্রদীপ জ্বলছিল ধোঁয়া ছড়িয়ে। টেবিলের ধারে বসে গ্রিগোরি। সবে সে রাইফেলটা সাফ করেছে, মাউজার পিস্তলের নল মোছা তখনও শেষ হয় নি, এমন সময় দরজা ক্যাচকোঁচ করে উঠল। চৌকাঠের ওপর দাঁড়িয়ে আক্সিনিয়া। ওর সাদা সবু কপালটা ঘামে ভেজা, ফেকাসে মুখের ওপর চোখদুটো রাগে বিস্ফারিত হয়ে এমন উদ্দাম আবেগে জ্বলছে যে ওকে দেখামাত্র খুশিতে নেচে উঠল গ্রিগোরির বুকের ভেতরটা।

'আসতে বললে . . . এদিকে নিজেই . . . হাওয়া হয়ে গেলে,' ভারী নিঃশ্বাস ফেলতে ফেলতে অনেক কষ্টে সে বলল।

ওর কাছে এখন, ঠিক এই মুহূর্তটিতে গ্রিগোরি ছাড়া আর কোন কিছুর অস্তিত্ব নেই - যেমন ছিল অনেক অনেক দিন আগে ওদের প্রথম বন্ধনের দিনগুলোতে। এবারেও গ্রিগোরি না থাকায় পৃথিবী তার কাছে মরে গিয়েছিল, আবার নতুন করে বেঁচে উঠল যখন ও কাছে এলো। প্রোখরকে গ্রাহ্য না করে সে ঝাঁপিয়ে পড়ল গ্রিগোরির বুকে, একটা বন্য আবেগে লতার মতো জড়িয়ে ধরল তাকে, ওর আদরের ধনের খোঁচা খোঁচা দাড়ি ভর্তি গালে চুমো খেয়ে কাঁদতে কাঁদতে, ঘন ঘন চুমোয় তার নাক, কপাল, চোখ আর ঠোঁট ছেয়ে ফেলে ফোঁপাতে ফোঁপাতে অস্পষ্টস্বরে ফিসফিসিয়ে বলল, 'যন্ত্রণায় আমি মরে গেলাম! আমি শেষ হয়ে গেলাম। গ্রিশা, সোনা আমার! আমার বুকের রক্ত তুমি!'

'ব্যস, এই ত . . . এই ত দেখছ। . . . আরে, একটু সবুর কর! থামো আক্সিনিয়া!' বিব্রত হয়ে বিড়বিড় করে বলে গ্রিগোরি। প্রোখরের দৃষ্টি এড়ানোর জন্য মুখ ঘুরিয়ে নেয়।

আক্সিনিয়াকে ও বেঞ্চির ওপর বসিয়ে দেয়। তার মাথার শালটা পেছনে খসে গিয়েছিল। সেটা মাথা থেকে সরিয়ে নিয়ে অগোছাল চুলে হাত বুলিয়ে দেয়।

'তুমি যেন কেমন . . .'

'আমি ঠিক তেমনই আছি। কিন্তু তুমি . . .'

'না, যাই বল না কেন, মাইরি বলছি, তুমি যেন একেবারে পাগল হয়ে গেছ!'

গ্রিগোরির কাঁধে হাত রেখে চোখের জলের ফাঁকে হাসতে হাসতে ফিসফিসিয়ে

তাড়াতাড়ি ও বলে উঠল, 'বাঃ, এ তোমার কেমন ধারা! তুমি আমায় ডাকলে. . . সব কিছু ছেড়েছুড়ে দিয়ে পায়ে হেঁটে এলাম. . . এদিকে ওনার দেখা নেই। . . . ঘোড়া ছুটিয়ে পাশ দিয়ে চলে গেল, আমি এক ছুটে বেরিয়ে এসে চেঁচিয়ে ডাকলাম, কিন্তু তুমি ততক্ষণে মোড় ছাড়িয়ে চলে গেছ। . . . ওরা যদি তোমায় মেরে ফেলত তাহলে শেষ দেখাও দেখতে পেতাম না তোমাকে। . . .'

অসম্ভব মিষ্টি মেয়েলি সোহাগভরা নরম গলায় আরও কী সব বোকার মতো বলে যাচ্ছিল সে, সারাক্ষণ গ্রিগোরির কুঁজো কাঁধে হাত বুলাচ্ছিল আর তার চিরকালের অনুরক্ত চোখে একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিল ওর চোখের দিকে।

আক্সিনিয়ার দৃষ্টির মধ্যে এমন একটা কিছু ছিল যা করুণ অথচ মৃত্যুর মতো সাংঘাতিক কঠিন – শিকারীর তাড়া খাওয়া পশুর মতো – এমন এক দৃষ্টি যা অস্বস্তিকর ও বেদনাময়। গ্রিগোরি তাকাতে পারে না সে দিকে।

রোদে ঝলসে গেছে গ্রিগোরির চোখের পালক। চোখের পাতা নামিয়ে ফেলে সে, জোর করে হাসে। চুপ করে থাকে। আক্সিনিয়ার গালদুটো যেন ক্রমেই আরও লাল হয়ে ওঠে, জ্বলতে থাকে, একটা ঘন নীল কুয়াশায় যেন ঢাকা পড়ে যায় ওর চোখের তারা।

বিদায় না জানিয়েই বেরিয়ে যায় প্রোখর। বাইরের বারান্দায় গিয়ে থুতু ফেলে, পা দিয়ে ঘষে মাড়িয়ে দেয় সেই থুতু।

'যত সব আদিখ্যেতা!' সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে খাপ্পা হয়ে সে বলে। যাবার সময় ইচ্ছে করেই সশব্দে বন্ধ করে যায় পেছনের ফটকটা।

তেষট্টি

দুটো দিন ওরা কাটাল যেন স্বপ্নের ঘোরে। দিন আর রাত একাকার, আশেপাশের সব কিছু ভুলে গিয়েছিল ওরা। মাঝে মাঝে মাতাল-করা ক্ষণিকের একটা ঘুমের পর জেগে উঠে গ্রিগোরি দেখেছে আবছা আলোয় আক্সিনিয়া ওর দিকে তাকিয়ে রয়েছে স্থির দৃষ্টিতে – যেন মনোযোগ দিয়ে, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে ওকে। আক্সিনিয়া সচরাচর কনুইয়ে ভর দিয়ে, গালে হাত ঠেকিয়ে শুয়ে থাকে, শুয়ে শুয়ে প্রায় অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে ওর দিকে।

'কী দেখছ অমন চেয়ে চেয়ে?' গ্রিগোরি জিজ্ঞেস করে।

'তোমায় প্রাণ ভরে দেখতে চাই। . . . ওরা তোমায় মেরে ফেলবে – আমার মন তাই বলছে।'

'বেশ, তোমার মন যদি তা-ই বলে তাহলে ভালো করে দেখে নাও,' গ্রিগোরি হেসে বলে।

তিন দিনের দিন গ্রিগোরি প্রথম রাস্তায় বের হল। কুদিনভ সকাল থেকে একের পর এক দূত পাঠিয়েছে ওকে, বৈঠকের জন্য আসতে অনুরোধ করেছে। 'আমি যাচ্ছি নে। আমাকে বাদ দিয়েই ওরা বৈঠক করুক গে,' এই বলে গ্রিগোরি বারবার ফিরিয়ে দিয়েছে বার্তাবহদের।

প্রোখর সদর দপ্তর থেকে ওর জন্য একটা ঘোড়া যোগাড় করে এনেছে। গ্রমকোভ্স্কি স্কোয়াড্রনের যে জায়গায় গ্রিগোরি তার ঘোড়ার জিন ফেলে গিয়েছিল রাত্রে সেখানে গিয়ে সেটা নিয়ে এলো প্রোখর। গ্রিগোরি যাবার জন্য তৈরি হচ্ছে দেখে আক্সিনিয়া ভয় পেয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কোথায় চললে?'

'তাতারস্কি পর্যন্ত একবার ঘুরে আসার ইচ্ছে আছে, দেখে আসতে চাই আমাদের লোকেরা গ্রাম বাঁচানোর কী ব্যবস্থা করেছে। হ্যাঁ, সেই সঙ্গে বাড়ির কে কোথায় আছে তাও জেনে নেব।'

'বাচ্চাদের জন্যে মন কেমন করছে বুঝি?' শীতে জড়সড় হয়ে তামাটে সুডৌল কাঁধের ওপর শালটা জড়িয়ে নিল আক্সিনিয়া।

'হ্যাঁ, তা ত করছেই।'

'না গেলেই নয়, অ্যাঁ?'

'না, যেতেই হবে।'

'ওগো, যেয়ো না!' মিনতি করে বলল আক্সিনিয়া। কালো কোটরের ভেতরে দপদপ করে ঝলকাতে থাকে ওর চোখদুটো। 'তাহলে তোমার পরিবারকে তুমি আমার চেয়ে বেশি ভালোবাস? এই ত? এদিক ওদিক টানছে তোমার মন? তাহলে তুমি আমাকে তোমার পরিবারের মধ্যেই নিয়ে নাও না বরং। নাতালিয়ার সঙ্গে যা হোক করে মিলেমিশে থাকা যাবে 'খন। . . . আচ্ছা, যাও! যেতে হয় যাও! কিন্তু আমার কাছে আর এসো না! আমি তোমায় নেবো না। চাই নে! অমন আমি চাই নে!'

গ্রিগোরি চুপচাপ বাড়ির উঠোনে বেরিয়ে এসে ঘোড়ায় চেপে বসল।

• • •

পরিখা খোঁড়ার ব্যাপারে তাতারস্কির 'দণ্ডবৎ' ফৌজটার তেমন কোন গরজ ছিল না।

খ্রিস্তোনিয়া গাঁক গাঁক করে বলে, 'যত বাজে বুদ্ধি। আমরা কি জার্মান ফ্রন্টে

আছি নাকি? আরে ভাই, খুঁড়তে হয় সাধারণ ট্রেঞ্চ খোঁড় – হাঁটু অবধি গভীর হলেই হল। এই এঁটেল মাটি সাত হাত তলা পর্যন্ত খোঁড়ার কথা কেউ ভাবতে পারে? কোদাল ত দূরের কথা, শাবল চালিয়েও খোঁদল করা যাবে না।'

ওর পরামর্শ শুনে বাঁ তীরের খাড়া খাদে শক্ত বেলেমাটির জমিতে শুধু শুয়ে থাকার মতো ছোট ছোট কতকগুলো পরিখা খুঁড়ল তারা আর বনের ভেতরে বানাল কতকগুলো সুড়ঙ্গ-ঘর।

আনিকুশ্‌কা কোন অবস্থাতেই কখনও দমবার পাত্র নয়। এই দেখে সে রসিকতা করে বলল, 'তাহলে আমরা মেঠো ইঁদুরের অবস্থায় এসে পৌঁছেছি, কী বল? এখন থেকে গর্তের ভেতরে থাকব, ঘাসপাতা খেয়ে থাকব। তা নয়ত তোমাদের সব স্বাদে স্বাদে পিঠে পাটিসাপটা সরপুরিয়া দাও, সেমাই দাও, মাংস, কালিয়া, মাছভাজা আরও কত কি . . . কেন, কলমিশাক দোষ করল কিসে?'

তাতারস্কির লোকদের খুব একটা বিরক্ত করে নি লাল ফৌজীরা। গ্রামের মুখে কোন ব্যাটারী ছিল না। শুধু মাঝে-মধ্যে দক্ষিণ থেকে কোন একটা মেশিনগান কটকট আওয়াজ শুরু করত, পরিখা থেকে কোন নজরদারকে মাথা তুলতে দেখলে তাকে লক্ষ্য করে ছোটখাটো দু এক দফা গুলি ছুঁড়ত। তারপর ফের দীর্ঘ সময়ের জন্য নেমে আসত নিস্তব্ধতা।

লাল ফৌজীদের পরিখাগুলো ছিল পাহাড়ের ওপরে। সেখান থেকেও মাঝে-মধ্যে তারা গুলি ছুঁড়ত, কিন্তু গ্রামে লাল ফৌজীরা হানা দিত শুধু রাত্রে – তাও বেশি সময়ের জন্য নয়।

* * *

গ্রিগোরি তার গ্রামের জলামাঠে এসে পৌঁছুল সন্ধ্যার আগে আগে।

এখানকার সব কিছু তার জানা, প্রতিটি গাছপালা তার স্মৃতি জাগিয়ে তোলে। . . . বনের ভেতরে 'কুমারী মাঠের' ওপর দিয়ে রাস্তা চলে গেছে। এখানে প্রতি বছর সন্ত পিওতরের উৎসবের দিনে ঘাসজমি ভাগাভাগি হওয়ার পর কসাকরা ভোদকা খায়। অন্তরীপের আকারে কূলের জলামাঠের ভেতরে ঢুকে গেছে বনের একটা অংশ। জায়গাটার নাম আলেক্সেই বাদাড়। অনেক অনেক কাল আগে যখন এই বাদাড়টার কোন নাম ছিল না তখন এখানে এক পাল নেকড়ে তাতারস্কি গ্রামের বাসিন্দা কোন এক আলেক্সেইয়ের একটা গোরু মেরেছিল। কবে মরে গেছে সেই আলেক্সেই। কবরের পাথরে খোদাই করা নাম যেমন মুছে যায় তেমনি মুছে গেছে ওর স্মৃতি। পাড়াপড়শী আর আত্মীয়স্বজন ওর পদবীটা অবধি ভুলে গেছে। কিন্তু ওর নামে এই বাদাড়টা আজও টিকে আছে, আকাশের

দিকে উঁচিয়ে আছে ওক আর এল্‌ম গাছের ঘন সবুজ মাথা। তাতারস্কির লোকেরা দৈনন্দিন ঘর-গেরস্থালির প্রয়োজনীয় এটা-ওটা বানানোর জন্য এই সমস্ত গাছ কাটে। কিন্তু বসন্তকালে কাটা গাছের বলিষ্ঠ গুঁড়িগুলো থেকে প্রাণোচ্ছল কচি অঙ্কুর গজিয়ে ওঠে, দু এক বছর অলক্ষিতে বেড়ে উঠে শেষে আবার আলেস্কোই বাদাড় তার মরকত-সবুজ ডালপালা ছড়াতে থাকে। শরৎকালে ভোরের হিমে কারুকাজ করা ওকপাতার গায়ে তপ্তকাঞ্চনবর্ণ ধরিয়ে আবার সেজে ওঠে সোনালি টোপরে।

গ্রীষ্মকালে আলেস্কোই বাদাড়ে ভিজে মাটি ঘন কাঁটাগাছের ঝোপেঝাড়ে ছেয়ে যায়, বুড়ো এল্‌ম গাছের মাথায় রঙবেরঙের পালকওয়ালা নানা পাখি আর ছাতার পাখিরা বাসা বাঁধে। শরৎকালে বাদাড় যখন ওকফল আর ঝরা ওকপাতার প্রাণোচ্ছল কটু গন্ধে ভরে ওঠে তখন বাসাবদলকারী বন-মোরগরা সেখানে ক্ষণিকের অতিথি হয়ে আসে। কিন্তু শীতকালে তুষারের বিস্তীর্ণ আবরণ জুড়ে শুধু পড়ে থাকে বহু পাকে জড়ানো মুক্তোমালার মতো শেয়ালের পায়ের স্পষ্ট ছাপ। গ্রিগোরি কৈশোরে কত বারই না আলেস্কোই বাদাড়ে শেয়াল ধরার জন্য ফাঁদ পাততে গেছে! . . .

গাড়ির চাকার দাগে ক্ষতবিক্ষত মেঠো পথটি গত বছরের পরে আর ব্যবহৃত হয় নি। সেই পথ ধরে ডালপালার শীতল ছায়ায় ছায়ায় ঘোড়া চালিয়ে চলেছে গ্রিগোরি। 'কুমারী মাঠ' পার হয়ে বেরিয়ে এলো কালা নদীর কাছে। স্মৃতির নেশা যেন মাথা ঘুরিয়ে দেয় গ্রিগোরির। বুনো হাঁসদের দলের সঙ্গে সঙ্গে সদ্য ডিম ফুটে বেরোন যে-সমস্ত ছানা ঘুরে বেড়ায়, যারা উড়তে পারে না, ছেলেবেলায় একবার ওই তিনটে পপ্‌লার গাছের কাছের পুকুরটার চারধারে তাদের ও তাড়া করে বেরিয়েছিল। গোল দিঘিতে সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত বসে বসে মাছ ধরত। খানিক দূরে লালবাহার ফুলের একটা গাছ চাঁদোয়া ছড়িয়ে ধরেছে। পুরনো গাছটা একপাশে একলাটি দাঁড়িয়ে আছে। মেলেখভদের উঠোন থেকে ওটা দেখা যায়। প্রত্যেক বছর শরৎকালে বাড়ির দেউড়িতে বেরিয়ে এসে গ্রিগোরি মুগ্ধ হয়ে ঝোপটা দেখত। দূর থেকে দেখে মনে হত যেন দাউ দাউ করে জ্বলছে লাল আগুনের শিখা। এই লালবাহারের তেতো কষ-কষ ফলের পুর দেওয়া পিঠে খেতে কী ভালোই না বাসত দাদা পেত্রো। . . .

একটা চাপা বেদনা নিয়ে গ্রিগোরি তার আবাল্য পরিচিত জায়গাগুলো দেখতে দেখতে চলে। শূন্যে ঘন হয়ে জমা ছোট ছোট মশার ঝাঁক আর বাদামী রঙের ভয়ঙ্কর ডাঁশগুলোকে অলসভাবে তাড়াতে তাড়াতে হেঁটে চলেছে ঘোড়াটা। সবুজ শ্যামা ধান আর জলার ঘাস হাওয়ায় মৃদু নুইয়ে পড়ছে। সবুজ তরঙ্গে ছেয়ে গেছে ঘেসো মাঠ।

তাতারস্কির 'দণ্ডবৎ' সেপাইদের পরিখার কাছাকাছি এসে গ্রিগোরি বাপের খোঁজে লোক পাঠাল। রক্ষাব্যূহের বাঁ পাশের একটা জায়গা থেকে খ্রিস্তোনিয়া হাঁক দিল:

'প্রকোফিচ, শিগ্‌গির চলে এসো। গ্রিগোরি এসেছে!'

গ্রিগোরি ঘোড়ার পিঠ থেকে নামল। আনিকুশ্‌কা এগিয়ে আসতে লাগামটা তার হাতে দিল। দূর থেকেই দেখতে পেল বুড়ো খোঁড়াতে খোঁড়াতে তড়বড়িয়ে আসছে।

'এই যে বড় কত্তা, কী খবর?'

'আমার প্রণাম নিও বাবা।'

'এলে তাহলে?'

'অনেক কষ্ট করে আসতে হল। তা আমাদের বাড়ির সকলের খবর কী? মা, নাতালিয়া – ওরা সব কোথায়?'

পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ হতাশ ভঙ্গিতে হাত নাড়ল, ভুরু কোঁচকাল। তার কালো গাল বয়ে চোখের জল গড়িয়ে পড়ল। . . .

'কী ব্যাপার? ওদের কী হয়েছে?' উদ্বিগ্ন হয়ে তীক্ষ্ণ গলায় গ্রিগোরি জিজ্ঞেস করল।

'ওরা এপারে আসতে পারে নি। . . .'

'কেন? সে কী?'

'নাতালিয়া তার দিন দুয়েক আগে শয্যা নিল। টাইফাস জ্বর বলেই মনে হচ্ছে। . . . এদিকে বুড়ি ওকে ছেড়ে আসতে চায় না। তা তুই ঘাবড়াস নি রে খোকা। ওদের ওখানে সব ঠিক আছে।'

'আর ছেলেমেয়েরা? মিশাত্‌কা? পলিউশ্‌কা?'

'ওরাও ওখানে। কিন্তু দুনিয়াশ্‌কা চলে এসেছে ওপারে। থাকতে সাহস পেল না। . . . সোমত্ত মেয়ে, বুঝতেই পারছিস। আনিকুশ্‌কার বৌয়ের সঙ্গে চলে গেছে ভলোখোভে। আমি এর মধ্যে দুবার বাড়ি গিয়েছিলাম। রাতে চুপিচুপি নৌকোয় করে পার হয়ে দেখে এসেছি ওদের। নাতালিয়ার অবস্থা বেশ খারাপ। তবে বাচ্চারা ভগবানের আশীর্বাদে ভালোই আছে। . . . নাতালিয়া বেহুঁশ হয়ে আছে। গায়ে এত জ্বর যে ঠোঁটে পর্যন্ত রক্ত জমে গেছে।'

'তুমি তাহলে ওদের এখানে নিয়ে এলে না কেন?' গ্রিগোরি রেগে চিৎকার করে উঠল।

বুড়োর মেজাজ চড়ে গেল। তার কাঁপা গলায় ক্ষোভ আর তিরস্কারের সুর ফুটে ওঠে।

'তুই কী করছিলি শুনি? আগে থাকতে এখানে এসে ওদের নিয়ে আসতে পারলি না?'

'আমার ওপর একটা ডিভিশনের ভার! ডিভিশন পার করতে হচ্ছিল আমাকে!' গরম হয়ে জবাব দেয় গ্রিগোরি।

'ভিওশেনস্কায়ায় তুই কী নিয়ে ব্যস্ত সে সবই আমরা শুনেছি।... পরিবারে আবার তোর কোন দরকার আছে নাকি? ওঃ গ্রিগোরি! লোকের কথা যদি নাও ভাবিস অন্তত ভগবানের কথা ত ভাবা উচিত।... পিছু হটার সময় আমি এখান দিয়ে পার হই নি। হলে কি আর ওদের আনতাম না? আমার প্লেটুন তখন ছিল ইয়েলান্‌স্কায়াতে, আমরা যতক্ষণে এখানে এসে পৌঁছুলাম ততক্ষণে লালেরা গাঁ দখল করে ফেলেছে।'

'আমি ভিওশেনস্কায়ায়!... সেখানে কী করছিলাম সেটা তোমার দেখার কথা নয়।... তাই তুমিও আমায়...' গ্রিগোরির গলার স্বর চাপা ও কর্কশ হয়ে আসে।

'না না, আমি সে রকম কিছু ভেবে বলি নি!' বুড়ো ভয় পেয়ে যায়। খানিকটা দূরে একদল কসাক জটলা করছিল। বিরক্ত হয়ে তাদের দিকে ফিরে তাকায়। 'আমি সে কথা বলছি না।... তুই একটু আস্তে কথা বল, লোকে শুনতে পাচ্ছে যে!...' এই বলে সে গলা নামিয়ে ফিসফিস করে বলল, 'তুই এখন আর ছোট খোকাটি নোস। তোর নিজেরই জানা উচিত। তবে পরিবারের কথা ভেবে মন খারাপ করিস নে। ভগবান করুন, নাতালিয়া সেরে উঠবে। তাছাড়া লালেরা ওদের কোন ক্ষতি করছে না। অবশ্য এটা ঠিক যে এক বছরের একটা বাছুর মেরেছে—কিন্তু এর বেশি আর কিছু নয়। দয়ামায়া দেখাচ্ছে, গায়ে হাত দিচ্ছে না। কুড়ি বস্তা মতন ফসল অবিশ্যি নিয়েছে।... কিন্তু লড়াইয়ের সময় ওরকম লোকসান ত হবেই!'

'ওদের এখন পার করে আনলে হয় না?'

'কোন দরকার আছে বলে আমার ত মনে হয় না। তাছাড়া ওকে, রুগী মানুষকে নিয়ে যাবই বা কোথায়? কাজটাতে একটু ঝুঁকিও আছে। ওখানে ওদের তেমন কোন অসুবিধেও নেই। বুড়ি ঘর-গেরস্থালি সামলাচ্ছে, তাইতে এখন অনেকটা স্বোয়াস্তিতে আছি। নয়ত গাঁয়ে আগুনও লাগানো হয়েছিল।'

'কাদের বাড়িঘর পুড়ল?'

'পলটনের ময়দানটা পুরো পুড়ে গেছে। বেশির ভাগই ব্যবসাদারদের বাড়ি। বেয়াই কোর্‌শুনভের বাড়ি ত পুড়ে ছাই। বেয়ান লুকিনিচ্‌না এখন আছে আন্দ্রোপভোতে। কিন্তু বুড়ো গ্রিশাকা ওখানেই থেকে যায় বাড়িঘর দেখাশোনা

করার জন্যে। তোর মা বলল বুড়ো নাকি বলেছে, 'নিজের ভিটেমাটি ছেড়ে কোথাও নড়ছি নে। খ্রীষ্টের শত্তুররা আমার ধারে কাছে ঘেঁষতে পারবে না – ক্রুশচিহ্ন দেখে ভয় পাবে ওরা।' ইদানিং ওর বুদ্ধিসুদ্ধি একেবারেই লোপ পেতে শুরু করেছিল। কিন্তু দেখাই গেল, লালগুলো ওর ক্রুশে ভয় পায় নি। গোটা বাড়ি আর পেছনের আঙিনার খামার-ঘর জুড়ে সে কী ধোঁয়া! . . . বুড়োর কিন্তু আর কোন খবর পাওয়া যায় নি। . . . যাক গে, মরার বয়সও হয়েছিল। সেই কবে বছর কুড়ি আগে নিজের কফিন বানিয়ে রেখেছিল, তারপরও এই এতটা কাল বেঁচে রইল। . . . তবে গাঁয়ে আগুন লাগাচ্ছে বাপু তোরই বন্ধুটি। জাহান্নামে যাক ওটা!'

'কে?'

'কে আবার? মিশ্‌কা কশেভয়! বেটার মরণও হয় না।'

'কী যে বল!'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, ও-ই! ভগবানের দিব্যি! আমাদের বাড়িতে এসেছিল, তোর খোঁজ করছিল। তোর মাকে এই কথাই বলেছে, 'ওপাড়ে পৌঁছুতে পারলে প্রথম ফাঁসিতে লটকাব তোমাদের গ্রিগোরিকে। ওকে ঝোলানো হবে সবচেয়ে উঁচু ওক গাছে। ওকে কেটে আমি তলোয়ার নোংরা করতে চাই নে!' আমার কথাও জিজ্ঞেস করেছিল, দাঁত মুখ খিঁচিয়ে বলেছিল, 'আর তোমাদের ওই খোঁড়া শয়তানটা – কোন্ ভূত ঢুকল তার মাথায়? বাড়িতে চুপচাপ শুয়ে বসে উনুনের আঁচে শরীর গরম করতে পারত। তবে ধরতে যদি পারি . . . প্রাণে তাকে মারব না অবিশ্যি, কিন্তু এমন চাবুক চালাব যে তাইতে ওর আত্মারাম খাঁচাছাড়া হয়ে যাবে!' বোঝ কী রকম শয়তান হয়ে উঠেছে ওটা! গাঁয়ে ঘুরে ঘুরে ব্যবসাদার আর পুরুতদের বাড়িঘরদোরে আগুন দিচ্ছে। বলছে: 'ভিওশেন্‌স্কায়া জেলা পুরো জ্বালিয়ে দিয়ে ইভান আলেক্সেইয়েভিচ আর স্টকমানকে খুন করার বদলা নেব!' কেমন মনে হচ্ছে কথাগুলো?'

গ্রিগোরি আরও আধঘন্টাখানেক বাপের সঙ্গে কথা বলল, তারপর গেল ঘোড়ার কাছে। কথাবার্তার মধ্যে আক্সিনিয়া সম্পর্কে বুড়ো ইঙ্গিতে পর্যন্ত আর একটি কথাও বলল না। কিন্তু গ্রিগোরি অমনিতেই মনমরা হয়ে গিয়েছিল। মনে মনে ভাবল, 'বাবা যখন জানে তখন সবারই কানে গেছে নিশ্চয়। কে বলতে পারে? প্রোখর ছাড়া কে দেখেছে আমাদের দু'জনকে একসঙ্গে? তাহলে কি স্তেপানও জানে?' লজ্জায়, নিজের ওপরে রাগে ক্ষোভে ও দাঁতে দাঁত পর্যন্ত ঘসল। . . .

দু একটা বিষয় নিয়ে সংক্ষেপে কসাকদের সঙ্গে কথাবার্তা হল। আনিকুশ্‌কা

আবার রসিকতা করতে থাকে, দু এক বালতি ঘরে চোলাই মদ স্কোয়াড্রনে পাঠিয়ে দিতে বলে।

'কার্তুজ-ফার্তুজে আমাদের কোন দরকার নেই – ভোদকাটা থাকলেই হল!' হো হো করে হাসতে হাসতে চোখ টিপে আর বেশ অর্থব্যঞ্জক ভঙ্গিতে আমার নোংরা কলারে নখ দিয়ে টোকা মারতে মারতে সে বলে।

খ্রিস্তোনিয়া আর গ্রামের অন্য সব পড়শিদের তার পুঁজি থেকে তামাক দিয়ে আপ্যায়ন করল গ্রিগোরি। যাবার ঠিক আগের মুহূর্তে সে দেখতে পেল স্তেপান আস্তাখভকে। স্তেপান এগিয়ে এলো, ধীরেসুস্থে সম্ভাষণ জানাল, কিন্তু হাত বাড়াল না ওর দিকে। বিদ্রোহের পরে এই প্রথম ওর সঙ্গে গ্রিগোরির দেখা। উদ্বেগ আর কৌতূহল নিয়ে ওর দিকে তাকাতে তাকাতে গ্রিগোরি ভাবে, 'ও কি জানে?' কিন্তু স্তেপানের সুন্দর শুকনো মুখখানা শান্ত, এমন কি প্রফুল্ল। গ্রিগোরি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। 'না, ও জানে না!'

চৌষট্টি

ফ্রন্টে নিজের ডিভিশন দেখাশোনার কাজ শেষ করে দুদিন পর ফিরে এলো গ্রিগোরি। ইতিমধ্যে সেনাপতিমণ্ডলীর দপ্তর উঠে গেছে চেওর্নি গ্রামে। তাই ভিওশেনস্কায়ার কাছে গ্রিগোরি ঘোড়াটাকে আধঘণ্টাখানেক জিরোতে দিল, জল খাওয়াল। পরে জেলা-সদরে আর না গিয়ে রওনা দিল সোজা চেওর্নির দিকে।

কুদিনভ ওকে দেখে খুশি হয়ে এগিয়ে আসে, উৎসুক দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসে।

'তারপর গ্রিগোরি পান্তেলেইয়েভ, কী দেখলে? খবর বল।'

'কসাকদের দেখলাম, টিলার ওপরে লালদের দেখলাম।'

'তাহলে ত অনেক ব্যাপারই দেখেছ! এদিকে আমাদের এখানে তিনটে এরোপ্লেন এসেছিল, কার্তুজ নিয়ে এসেছে আর কিছু চিঠিপত্তরও . . .'

'তোমার দিনের দোস্ত জেনারেল সিদোরিন কী লিখছেন তোমাকে?'

'আমার পলটনের ইয়ারের কথা বলছ?' কথার খেই ধরে একই রকম ঠাট্টার সুরে কুদিনভ ঘুরিয়ে প্রশ্ন করল। একটু অস্বাভাবিক রকমের খুশি খুশি ভাব দেখিয়ে সে বলল, 'লিখছে সমস্ত শক্তি দিয়ে লেগে থাকতে হবে, লালেরা যেন পার না হতে পারে। আরও লিখছে, দন ফৌজ যে-কোন মুহূর্তে চূড়ান্ত আক্রমণের জন্যে এগিয়ে আসতে পারে।'

'বেশ মধুর কথা লিখছে।'

কুদিনভ এবারে গম্ভীর হয়ে যায়।

'ওরা ব্যূহ ভাঙার চেষ্টা করছে। শুধু তোমাকেই বলছি, একান্ত গোপনীয়! এক হপ্তার মধ্যে আট নম্বর লাল ফৌজের ফ্রন্ট ভাঙবে। আমাদের লেগে থাকতে হবে।'

'লেগে ত আছিই।'

'গ্রমোকে ল্যালেরা পার হওয়ার জন্যে তৈরি হচ্ছে।'

'এখনও কুড়ুলের ঠকঠক আওয়াজ করছে নাকি?' গ্রিগোরি আশ্চর্য হয়ে যায়।

'তা করছে। . . . কিন্তু তুমি . . . তুমি দেখেছ নাকি? কিন্তু তুমি কোথায় ছিলে বল ত? তবে কি তুমি এই কয় দিন ভিওশেন্‌স্কায়াতেই পড়ে ছিলে? কোথাও যাও নি তাহলে? পরশু দিন সারাটা তল্লাট তোমার খোঁজে চষে বেড়ালাম। একজন ফিরে এসে খবর দিল, 'মেলেখভ তার আস্তানায় নেই, ভেতরের ঘর থেকে এক সুন্দরী মেয়ে বেরিয়ে এসে বললে, 'গ্রিগোরি পান্তেলেয়েভিচ চলে গেছে।' – তার চোখদুটো আবার ফোলা ফোলা।' আমি ত ভাবলাম আমাদের ডিভিশন-কম্যাণ্ডারটি বুঝি তার নাগরীকে নিয়ে আমোদফূর্তি করছে, তাই আমাদের কাছ থেকে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে।'

গ্রিগোরি ভুরু কোঁচকাল। কুদিনভের ঠাট্টাটা ওর ভালো লাগল না।

'রাজ্যের যত আজেবাজে কথায় কান না দিয়ে বরং এমন আর্দালি যোগাড় কর যার জিভটা খাটো! আর বেশি লম্বা জিভওয়ালা লোক যদি আমার কাছে পাঠাও ত আমি সঙ্গে সঙ্গে তলোয়ার দিয়ে তার জিভটা কেটে ফেলব, যাতে আজেবাজে কথা বলে বেড়ানোর সুযোগ না পায়।'

গ্রিগোরির কাঁধে চাপড় মেরে কুদিনভ হো হো করে হেসে ওঠে।

'কখন কখন তুমি দেখছি তামাসাও বুঝতে পার না! যাক গে, হাসিঠাট্টা অনেক হয়েছে! তোমার সঙ্গে আমার কাজের কথা আছে। এখন খবর আদায়ের জন্যে ওদের পক্ষের একটা লোক ধরে আনা দরকার আমাদের। – এ হল একটা কথা। দ্বিতীয় কথা – রাতের বেলায় কাজান্‌স্কায়ার সীমানার কাছাকাছি কোন জায়গায় গোটা দুয়েক ঘোড়সওয়ার স্কোয়াড্রনকে ওপাড়ে পাঠিয়ে দিয়ে লালদের তছনছ করে দিতে পারলে হত। হয়ত বা গ্রমোকেও পাঠিয়ে দিয়ে আতঙ্ক সৃষ্টি করা যেতে পারে, অ্যাঁ? কী বল তুমি?'

একটু চুপ করে থেকে গ্রিগোরি উত্তর দিল, 'বুদ্ধিটা মন্দ নয়।'

'আর তুমি নিজে,' শেষ কথাটার ওপর জোর দিয়ে কুদিনভ বলল, 'স্কোয়াড্রনদুটো নিয়ে যাবে ত?'

'আমি কেন?'

'একজন লড়াকু কম্যাণ্ডার চাই, এই আর কি! একজন সত্যিকারের লড়িয়ে চাই, তার কারণ কাজটা নেহাৎ তামাসার নয়। পার হতে গিয়ে এমন কেঁচিয়ে

যেতে পারে যে একজনও হয়ত আর ফিরে এলো না!'

তোষামোদে স্ফীত হয়ে ওঠে গ্রিগোরি। আর ভাবনাচিন্তা না করে রাজী হয়ে যায়।

'নিয়ে যাব, অবশ্যই নিয়ে যাব!'

'আমরা অনেক ভেবেচিন্তে শেষ পর্যন্ত যা ঠিক করেছি সেটা এই রকম,' টুল ছেড়ে উঠে ঘরের কাঠের পাটাতনের ওপর ক্যাঁচকোঁচ শব্দে পায়চারী করতে করতে কুদিনভ সোৎসাহে বলল। 'শত্রুর পেছনে তেমন একটা ভেতরে যাবার দরকার নেই। দনের মাথার ওপর দু তিনটে গাঁয়ে ওদের ধরে এমন ঝাঁকুনি দিতে হবে যাতে ওরা নাস্তানাবুদ হয়ে পড়ে, তারপর কিছু গোলা বারুদ হাতিয়ে, কিছু বন্দীকে ধরে নিয়ে ওই একই রাস্তা ধরে ফিরে আসা। সবই করতে হবে রাতে, যাতে ভোরবেলায় অল্প জলে পার হওয়ার জায়গায় চলে আসা যায়। ঠিক বলি নি? তাই বলি কি, তুমি ভেবে দেখ, তারপর কাল যে সব কসাকদের নিতে চাও বেছে বেছে নিয়ে বেরিয়ে পড়। মেলেখভ ছাড়া এ কাজ আর কারও করার সাধ্যি নেই – এটাই আমাদের সবার মত। কাজটা যদি করতে পার দন ফৌজ চিরকাল তা মনে রাখবে। যোগাযোগ হওয়ামাত্র খোদ আমাদের ওপরওয়ালা আতামানের কাছে রিপোর্ট লিখে পাঠাব। তোমার সমস্ত কীর্তি ফলাও করে লিখব, তোমার প্রমোশোন . . .' গ্রিগোরির দিকে চোখ পড়তে কথার মাঝখানে থেমে যায় কুদিনভ। মেলেখভের মুখটা এতক্ষণ শান্ত থাকার পর হঠাৎ রাগে কালো আর বিকৃত হয়ে উঠেছে। হাতদুটো চট করে পিছনে ভাঁজ করে আসন ছেড়ে উঠে পড়ে গ্রিগোরি। 'আমাকে কী ভেবেছ? চাকরির উন্নতি হবে বলে আমি সেখানে যাব? . . . আমি কি ভাড়াটে সৈন্য? বড় চাকরির লোভ দেখাচ্ছ আমাকে? আমি . . .'

'আরে, দাঁড়াও দাঁড়াও!'

'তোমার ওই চাকরিতে আমি থুতু দিই!'

'রোসো! আমার কথাটা তুমি ঠিক বুঝতে পার নি। . . .'

'বললাম ত থুতু দিই!'

'ঠিক বুঝতে পার নি মেলেখভ!'

'ঠিকই বুঝেছি!' গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে গ্রিগোরি আবার ধপ্ করে বসে পড়ে টুলে। 'অন্য কাউকে খুঁজে নাও। কসাকদের দন পার করাতে পারব না আমি!'

'খামোকাই খেপে যাচ্ছ তুমি।'

'পারব না! এ নিয়ে আর কোন কথা নয়।'

'আমি কিন্তু তোমার ওপর জোর খাটাচ্ছি না, সাধাসাধিও করতে যাচ্ছি না তোমাকে। ইচ্ছে হলে ভার নিতে পার, না ইচ্ছে হয় নিও না। আমাদের অবস্থা এখন বড়ই গুরুতর, তাই ঠিক করেছিলাম ওদের একটু নাকাল করব, পার হওয়ার

যোগাড় করতে বাধা দেব। আর প্রমোশোনের কথা? – সেটা ত আমি বলেছিলাম ঠাট্টা করে! তুমি কি ঠাট্টাও বোঝ না? মেয়েমানুষের কথা যে বললাম সেও ত ঠাট্টা করেই! তাছাড়া আমি দেখলাম, তুমি কেন যেন বেশ গরম হয়ে আছ, তাই ভাবলাম, দিই আরেকটু তাতিয়ে! আরে, আমি ত জানি, তুমি একজন প্রায়-বলশেভিক, ওসব পদ-টদ তোমার একেবারেই পছন্দ নয়। তুমি কি ভাবলে আমি সত্যি সেরকম কিছু একটা ভেবে বলেছি?' কুদিনভ চট করে কথা ঘুরিয়ে নিয়ে এমন অস্বাভাবিক ভাবে হেসে ওঠে যে মুহূর্তের জন্য গ্রিগোরির মনে এই চিন্তা খেলে গেল: 'কে জানে, সত্যি সত্যিই বোকার মতো তামাসা করল না ত?' 'না না।... হো-হো-হো! আরে ভাই, তুমি মিছিমিছিই মাথা গরম করছ!' কুদিনভ বলে চলে। 'ভগবানের দিব্যি, আমি ঠাট্টা করছিলাম! তোমাকে একটু খেপিয়ে মজা দেখতে চাইছিলাম।...'

'সে যাই বল না কেন, দন পার হতে আর রাজী নই। আমি মত পাল্টে ফেলেছি।'

কুদিনভ বেল্টের ডগাটা নিয়ে নাড়াচাড়া করল, অনেকক্ষণ ধরে উদাস হয়ে চুপচাপ বসে রইল। শেষে বলল, 'যাক গে, মন বদলালে না ঘাবড়ে গেলে সেটা বড় কথা নয়। বড় কথা হল, আমাদের মতলবটা তুমি বানচাল করে দিচ্ছ! অবশ্য এটা ঠিক, অন্য কাউকে খুঁজে বার করে পাঠাব। এ ব্যাপারে তুমিই আমাদের একমাত্র ভরসা নয়। তবে পরিস্থিতি যে আমাদের ঘোরাল সেটা তুমি নিজেই বিবেচনা করে দেখতে পার। এই আজই শুমিলিন্‌স্কায়া থেকে কন্দ্রাত মেদ্‌ভেদেভ তাদের কম্যাণ্ডার-ইন-চিফ ট্রট্‌স্কির একটা নতুন হুকুমনামা পাঠিয়েছে। নিজে ফৌজ নিয়ে আমাদের ওপর হামলা করতে আসছে। হুকুমনামা থেকে দেখাই যাচ্ছে এই মুহূর্তে বগুচারে আছে, আজ কালের মধ্যে যে-কোন দিন আমাদের এখানে এসে পড়তে পারে। এই নাও, নিজেই পড়ে দেখ না, নয়ত আমার কথায় তোমার ঠিক বিশ্বাস হবে না।...'

কুদিনভ তার পল্টনী থলি থেকে কিনারায় শুকনো রক্তের কালচে বাদামী ছোপলাগা এক টুকরো হলুদ কাগজ বার করে ওর হাতে তুলে দিল। 'কোন এক ইন্টারন্যাশনাল বা ওই রকম এক কম্পানির একজন কমিসারের কাছে পাওয়া গেছে। কমিসারটা ছিল লাতভীয়। শেষ কার্তুজটা ফুরিয়ে যাওয়া অবধি গুলি ছুঁড়ে গেছে কেউটের বাচ্চাটা। পরে খালি রাইফেলটাই বাগিয়ে, সঙীন উঁচিয়ে ধরে ঝাঁপিয়ে পড়ে কসাকদের পুরো একটা টুপের ওপর। ওদের মধ্যেও দেখা যায় এই রকম... যারা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করে ওদের মতে।... কমিসারকে কাত করে কন্দ্রাত নিজে। কন্দ্রাতই তার বুক পকেটে এই কাগজটা পায়।'

রক্তের ছিটে লাগা হলুদ কাগজখানার ওপর খুদে খুদে কালো ছাপার অক্ষরে লেখা ছিল:

প্রজাতন্ত্রের বিপ্লবী সামরিক পরিষদের
সভাপতির হুকুমনামা

অভিযানকারী সেনাবাহিনীর প্রতি

নং ১০০

বগুচার ২৫ শে মে, ১৯১৯

সমস্ত কম্পানি, স্কোয়াড্রন, ব্যাটারী ও কম্যাণ্ডে অবশ্য পঠিতব্য

ঘৃণ্য দন-বিদ্রোহের সমাপ্তি আসন্ন।

শেষ মুহূর্ত ঘনাইয়া আসিয়াছে!

সর্বপ্রকার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা প্রস্তুত। বিশ্বাসঘাতক ও বেইমানদের চূর্ণ করিবার জন্য যথেষ্ট পরিমাণ শক্তি সমাবেশ করা হইয়াছে। গত দুইমাসেরও অধিককাল হইল যে ভ্রাতৃহন্তার দল দক্ষিণ রণাঙ্গনে আমাদের সক্রিয় বাহিনীর পৃষ্ঠদেশে ছুরিকাঘাত হানিতেছিল তাহাদের মূল্য পরিশোধের এই সময়। মিগুলিনস্কায়া, ভিওশেনস্কায়া, ইয়েলানস্কায়া ও শুমিলিনস্কায়ার যে দস্যুদল ভুয়া লাল ঝাণ্ডা তুলিয়া 'ব্ল্যাক হাণ্ড্রেড' জমিদার দেনিকিন ও কলচাককে সহায়তা করিতেছে রাশিয়ার সমস্ত শ্রমিক ও কৃষক ঘৃণা ও বিতৃষ্ণার দৃষ্টিতে তাহাদিগকে দেখে।

পিটুনি বাহিনীর কমিসার, কম্যাণ্ডার ও সৈন্যবর্গকে জানানো হইতেছে, প্রস্তুতিমূলক কাজ সমাপ্ত। প্রয়োজনীয় সমস্ত শক্তি ও সজ্জির সমাবেশ ঘটানো হইয়াছে। আপনাদের দলগুলি সারিবদ্ধ। এখন ইঙ্গিত পাইবামাত্র সম্মুখে অগ্রসর হওয়া!

ইতর বেইমান ও বিশ্বাসঘাতকদের বাসাগুলি অবশ্যই ভাঙিয়া দিতে হইবে। ভ্রাতৃহন্তাদের উচ্ছেদ ঘটাইতে হইবে। যে সকল জিলা বাধা দান করিবে তাহাদের কোন ক্ষমা নাই। যাহারা স্বেচ্ছায় অস্ত্র সমর্পণ করিয়া আমাদের পক্ষ অবলম্বন করিবে একমাত্র তাহাদিগকেই দয়া দেখানো হইবে। কলচাক ও দেনিকিনের সহযোগীদের বিরুদ্ধে সীসা, ইস্পাত আর আগুন!

সিপাহী কমরেডরা, আপনারাই সোভিয়েত রাশিয়ার আশাভরসা!

কয়েক দিনের মধ্যেই আমরা দনকে বিশ্বাসঘাতকতার কালিমা মুক্ত করিব। অন্তিম মুহূর্ত আগতপ্রায়।

সকলে সমবেত হউন, সমবেত পদক্ষেপে আগুয়ান হউন!

পঁয়ষট্টি

বত্রিশ নম্বর রেজিমেন্টের সদর দপ্তর গর্বাতোভ্স্কি গ্রামে আছে এই মর্মে খবর পেয়ে নয় নম্বর আর্মির অভিযানকারী ব্রিগেডের প্রধান সেনাধ্যক্ষ গুমানোভ্স্কি উনিশে মে মিশ্কা কশেভয়কে একটা জরুরী বার্তা দিয়ে সেখানে পাঠাল।

সেই দিনই সন্ধ্যা নাগাদ কশেভয় ঘোড়া ছুটিয়ে গর্বাতোভ্স্কিতে এলো। কিন্তু দেখা গেল বত্রিশ নম্বর রেজিমেন্টের সদর দপ্তর সেখানে নেই। মিরোনভের পরিচালনাধীন তেইশ নম্বর ডিভিশনের দ্বিতীয় দলের অসংখ্য রসদ সরবরাহ গাড়িতে গিজগিজ করছে গ্রামটা। দুটো পদাতিক কম্পানির আড়ালে গাড়িগুলো দনেৎস থেকে চলেছে উস্ত্-মেদ্‌ভেদিৎস্কায়াতে।

মিশ্‌কা ঘন্টাকয়েক গ্রামে ঘোরাঘুরি করল, জিজ্ঞেসবাদ করে রেজিমেন্টের সদরঘাঁটির সঠিক হদিস জানার চেষ্টা করল। শেষকালে একজন ঘোড়সওয়ার লাল ফৌজী তাকে জানাল যে আগের দিন বত্রিশ নম্বরের সদর দপ্তর বকোভ্স্কায়া জেলার কাছে ইয়েভ্‌লান্তিয়েভ্স্কি গ্রামে ছিল।

ঘোড়াটাকে দানাপানি খাইয়ে মিশ্‌কা রাতের বেলায় ইয়েভ্‌লান্তিয়েভ্স্কিতে এসে পৌছুল। কিন্তু সদর দপ্তর সেখানেও নেই। মাঝরাত গড়িয়ে যাবার পর কশেভয় গর্বাতোভ্স্কিতে ফিরছে, এমন সময় স্তেপের মাঠে রেড আর্মির এক টহলদার দলের সঙ্গে তার দেখা।

'কে যায়?' দূর থেকে ওরা হেঁকে জিজ্ঞেস করল মিশ্‌কাকে।

'বন্ধু।'

'বন্ধুটা কী রকম দেখি একবার...' সাদা কুবান টুপি আর নীল লম্বা চেরকাসীয় কোর্তা পরা কম্যাণ্ডারটি এগিয়ে আসতে আসতে সর্দিবসা ফ্যাসফেঁসে মোটা গলায় বলল। 'কোন্ ইউনিটের?'

'নয় নম্বর আর্মির এক্সপিডিশন ব্রিগেড।'

'কোন কাগজপত্র আছে সঙ্গে।'

মিশ্‌কা প্রয়োজনীয় কাগজ দেখাল। চাঁদের আলোয় খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে দেখতে টহলদার দলের কম্যাণ্ডার সন্দেহ ভরে জিজ্ঞেস করল, 'তোমাদের ব্রিগেড-কম্যাণ্ডার কে?'

'কমরেড লজোভ্স্কি।'

'ব্রিগেড এখন কোথায়?'

'দনের ওপাড়ে। আপনারা কোন্ ইউনিটের, কমরেড? বত্রিশ নম্বর রেজিমেন্টের কি?'

'না। আমরা তেত্রিশ নম্বর কুবান ডিভিশনের। তুমি কোত্থেকে আসছ বল ত?'

'ইয়েভ্‌লান্তিয়েভ্স্কি থেকে।'

'যাচ্ছ কোথায়?'

'গর্বাতোভ্স্কিতে।'

'বল কী! গর্বাতোভ্স্কি যে এখন কসাকদের দখলে!'

'হতেই পারে না!' আশ্চর্য হয়ে যায় মিশ্‌কা।

'তাহলে আর বলছি কী – সেখানে কসাকরা বিদ্রোহ করেছে। আমরা এই মাত্তর ওখান থেকেই আসছি।'

'তাহলে আমি বকরোভ্স্কি যাব কেমন করে?' মিশ্‌কা হতবুদ্ধি হয়ে বলল।

'সে তুমি নিজেই জান।'

টহলদার দলের কম্যাণ্ডার তার ঝুলন্ত পাছাওয়ালা বিশাল কালো ঘোড়ায় চড়ে সরে গেল। যেতে যেতে জিনের ওপর বসেই মুখটা সামান্য ঘুরিয়ে পরামর্শ দিল, 'আমাদের সঙ্গে চল বরং, নইলে তোমার মাথা কাটা যেতে পারে।'

মিশ্‌কা সানন্দে ভিড়ে গেল টহলদার দলে। লাল ফৌজীদের সঙ্গে সেই রাতেই সে চলে এলো ক্রুজিলিন গ্রামে। দুশ চুরানব্বই নম্বর তাগানরোগ রেজিমেন্ট সেখানে আস্তানা গেড়েছিল। রেজিমেন্টের কম্যাণ্ডারের হাতে চিঠিখানা দিয়ে সে তাকে বুঝিয়ে বলল কেন নির্দেশ অনুযায়ী ওটা পৌঁছে দিতে পারে নি। রেজিমেন্টে সন্ধানী ঘোড়সওয়ার দলের সঙ্গে থেকে যাওয়ার অনুমতি চেয়ে নিল।

তামান-আর্মির কিছু ইউনিট আর কুবানের স্বেচ্ছাসেবীদের নিয়ে হালে যে তেত্রিশ নম্বর কুবান ডিভিশন গড়া হয়েছিল তাকে আস্ত্রাখানের কাছাকাছি কোন জায়গা থেকে ভরোনেজ – লিস্কি অঞ্চলে পাঠানো হয়। তাগানরোগ, দের্বেন্ত ও ভাসিলকোভ রেজিমেন্ট নিয়ে তৈরি তার একটি ব্রিগেড লাগানো হয়েছিল বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে। সেটাই মেলেখভের এক নম্বর ডিভিশনের ওপর অতর্কিতে হানা দিয়ে তাকে দনের ওপাড়ে তাড়িয়ে দেয়।

ব্রিগেডটা ডবল মার্চ করে লড়াই করতে করতে দনের ডান তীর ধরে কাজানস্কায়া জেলার বসতি থেকে পশ্চিমে উস্ত্‌-খোপিওর্স্কায়া জেলার প্রত্যন্ত গ্রামগুলো পর্যন্ত এগিয়ে গেল, ডান পাশ ধরে গিয়ে চির্‌-এর গ্রামগুলো দখল করল। তারপর আবার ফিরে এসে, সপ্তাহ দুয়েক দন এলাকায় কাটিয়ে দিল।

কার্গিনস্কায়া জেলা আর চির্‌-এর বেশ কিছু সংখ্যক গ্রাম দখলের লড়াইয়ে মিশ্‌কাও যোগ দিয়েছিল। সাতাশ তারিখ সকালে নিজ্‌নে-গ্রুশিনস্কি গ্রামের বাইরে স্তেপ প্রান্তরে দুশ চুরানব্বই নম্বর তাগানরোগ রেজিমেন্টের তিন নম্বর কম্পানির কম্যাণ্ডার রাস্তার পাশে লাল ফৌজীদের সার দিয়ে দাঁড় করিয়ে সদ্য পাওয়া একটা হুকুমনামা পড়ে শোনাল। '. . .ইতর বেইমানদের বাসাগুলি ভাঙিয়া দিতে হইবে। ভ্রাতৃহন্তাদের উচ্ছেদ ঘটাইতে হইবে . . .' তাছাড়াও: 'কল্‌চাক ও দেনিকিনের সহযোগীদের বিরুদ্ধে সীসা, ইস্পাত আর আগুন!' – এই কথাগুলো মিশ্‌কা কশেভয়ের স্মৃতিতে গাঁথা হয়ে গেল।

স্টকমান খুন হওয়ার পর, ইভান আলেক্সেইয়েভিচকে আর ইয়েলানস্কায়ার কমিউনিস্টদের মারা যাওয়ার খবর মিশ্‌কার কানে পৌঁছানোর পর কসাকদের সম্পর্কে একটা নিদারুণ ঘৃণা জমে উঠেছে তার মনে। এখন কোন বিদ্রোহী কসাক

বন্দী ওর হাতে পড়লে ও আর এতটুকু চিন্তাভাবনা করে না, দয়ামায়া বলে আবেগের ক্ষীণ কণ্ঠস্বরে এতটুকু কান দেয় না। এর পর থেকে তাদের একজনের ওপরও ওর করুণা জাগে নি। হিমের মতো ঠাণ্ডা নীল চোখে বন্দী কসাকের দিকে তাকায়, জিজ্ঞেস করে, 'সোভিয়েত সরকারের বিরুদ্ধে লড়েছিস?' - জবাবের অপেক্ষা না করে, লোকটার মড়ার মতো ফেকাসে মুখের দিকে না তাকিয়ে তলোয়ারের কোপ মারে। খুন করে সে নির্মমভাবে। শুধু খুনই করে না - বিদ্রোহীদের ছেড়ে যাওয়া গ্রামগঞ্জে বাড়িঘরের চালের নীচে আগুন ধরিয়ে দেয়। যখন ঘরপোড়া গাই বলদগুলো ভয়ে দিগ্বিদিকজ্ঞানশূন্য হয়ে উঠোনের জ্বলন্ত বেড়া ভেঙে ছুটে রাস্তায় বেরিয়ে আসে তখন মিশ্‌কা রাইফেলের সরাসরি নিশানায় তাদের গুলি করে মারে। যুগ যুগ ধরে জমকাল কসাক বাড়িঘরের চালের নীচে জীবনযাত্রার যে দুর্ভেদ্য অচলায়তনটা পরম নির্বিবাদে টিকে রয়েছে তার বিরুদ্ধে, কসাক-প্রাচুর্য আর কসাক-বিশ্বাসঘাতকতার বিরুদ্ধে সে এক আপসহীন নির্মম অভিযান চালিয়ে যায়। স্টকমান আর ইভান আলেক্সেইয়েভিচের মৃত্যু ওর ঘৃণাকে লালিত পালিত করে তুলেছে। হুকুমনামার সেই কথাগুলো মিশ্‌কার মূক অনুভূতির সুস্পষ্ট অভিব্যক্তি ছাড়া আর কিছুই নয়। . . . ওই দিনই সে তিনজন সঙ্গী নিয়ে কার্গিন্‌স্কায়া জেলা-সদরের দেড়শটা বাড়ি পুড়িয়ে দিল। কোন এক ব্যবসাদারের দোকানের গুদামে এক টিন কেরোসিন পেয়েছিল, তাই নিয়ে এক বাক্স দেশলাই হাতের কালো মুঠোয় ধরে সে বারোয়ারিতলার চারধারের বাড়িগুলোতে ঘুরতে থাকে। ওর পেছনে ঝাঁঝালো ধোঁয়ায় আর আগুনের শিখায় ঢাকা পড়ে পাদরি আর ব্যবসায়ীদের চাঁছাছোলা কাঠের তক্তায় তৈরি, রঙলাগানো, সুন্দর সাজানো গোছানো ঘরবাড়ি, সচ্ছল কসাকদের বসতবাড়ি আর সেই সব লোকদের বাস্তুভিটে 'যাদের মিথ্যা প্ররোচনা অজ্ঞ কসাক জনতাকে ঠেলে দিয়েছে বিদ্রোহের দিকে'। বিরুদ্ধপক্ষের ছেড়ে যাওয়া গ্রামগুলোতে সবার আগে গিয়ে ঢোকে সন্ধানী দলের ঘোড়সওয়াররা। পদাতিকরা আসতে না আসতেই কশেভয় সবচেয়ে ধনী বাড়িগুলোতে আগুন লাগিয়ে দেয়। ওর ইচ্ছে ছিল যেমন করেই হোক একবার তাতার্‌স্কিতে যাবে, গাঁয়ের আধখানা পুড়িয়ে দিয়ে ইভান আলেক্সেইয়েভিচ আর ইয়েলান্‌স্কায়ার কমিউনিস্টদের মৃত্যুর প্রতিশোধ নেবে গ্রামবাসীদের ওপর। কাদের বাড়িঘরে আগুন দেবে ইতিমধ্যে ও মনে মনে তার একটা তালিকা তৈরি করে ফেলেছিল। ঠিক করেছিল ওদের ইউনিটটা যদি চির্‌ ছাড়ার পর একান্তই ভিওশেন্‌স্কায়ার বাঁ দিক ধরে যায়, তাহলে কারও কোন তোয়াক্কা না করে রাতারাতি সেখান থেকে সরে পড়বে, যে করেই হোক তার নিজের গাঁয়ে কিছুটা সময় কাটাবে। তাতার্‌স্কি যাবার এই যে তাগিদ তার পেছনে আরও একটা কারণ ছিল। গত দু বছরে দুনিয়াশ্‌কা মেলেখভার সঙ্গে মাঝেমধ্যে ওর দেখাসাক্ষাতের যে সুযোগ ঘটে তাতে

ওদের দুজনের মধ্যে যে অনুভূতির সঞ্চার হয়েছে এখন পর্যন্ত তা প্রকাশ পায় নি। মিশ্‌কা যে কসাকের বটুয়াটা উপহার পেয়েছে তার উজ্জ্বল মোটা সুতোর কাজটা দুনিয়াশ্‌কারই রোদে পোড়া তামাটে আঙুলে করা, দুনিয়াশ্‌কাই বাড়ির লোকজনের কাছ থেকে লুকিয়ে ওকে শীতের সময় এনে দিয়েছিল ছাগলের লোমের একজোড়া ছাইরঙা দস্তানা। ছুঁচের কাজ করা যে রুমালটা কশেভয় ওর ফৌজী শার্টের বুক পকেটে সযত্নে আগলে রাখত সেটা এক সময় দুনিয়াশ্‌কারই রুমাল ছিল। এই যে ছোট্ট রুমালটা তিন মাস ধরে তার ভাঁজে ভাঁজে খড়বিচালির সুগন্ধের মতো কুমারী মেয়ের শরীরের মৃদু ঘ্রাণ ধরে রেখেছে তা ওর এত আদরের যে ভাষায় প্রকাশ করা যায় না! একা নিরিবিলিতে থাকার সময় ও যখন রুমালটা বার করত তখনই অবধারিতভাবে তার মনকে আলোড়িত করে তুলত একটি স্মৃতি: কুয়োর ধারে তুষার-কণায় জড়ানো একটা পপ্‌লার গাছ, বিষণ্ণ আকাশ থেকে ঝরে পড়ছে বরফ বৃষ্টি, থরথর করে কাঁপছে দুনিয়াশ্‌কার ঠোঁটদুটো, ওর চোখের ওলটানো পালকগুলোর ওপর গলে স্ফটিকের মতো চিকচিক করছে বরফদানা।

বাড়িতে যাবার জন্য সযত্নে তোড়জোড় করতে থাকে মিশ্‌কা। কার্গিন্‌স্কায়ার এক সদাগরের বাড়ির দেয়াল থেকে একটা রঙচঙে কম্বল নামিয়ে ঘোড়ার গায়ের চাদর করল। দেখতে আশ্চর্য ঝলমলে হল চাদরটা। তার গাঢ় উজ্জ্বল রঙ আর রঙিন নক্সা দূর থেকে চোখ জুড়িয়ে দেয়। এক কসাকের সিন্দুক থেকে দুপাশে লাল ডোরা দেওয়া প্রায় আনকোরা একটা সালোয়ার বার করল, সেই সঙ্গে মেয়েদের আধ ডজনখানেক শাল। শালগুলো ছিঁড়ে সে তিন প্রস্ত পায়ের পটি বানাল। মেয়েদের একজোড়া সুতীর দস্তানাও ছিল। সেগুলো সে ঢুকিয়ে দিল জিনের থলের মধ্যে – এখন, যুদ্ধের এই ডামাডোলের মধ্যে না পরে তাতার্‌স্কিতে ঢোকার মুখে টিলার ওপরে পরে নেবে। সেপাই যখন তার গ্রামে ফিরবে তখন তার বেশবাস সুন্দর হওয়া চাই – যুগ যুগান্তর ধরে এই প্রথা চলে আসছে। লাল ফৌজে থেকেও মিশ্‌কা এই কসাক ঐতিহ্য থেকে মুক্ত হতে পারে নি। শ্রদ্ধাভরে প্রাচীন প্রথা পালনের জন্য তৈরি হতে থাকে।

ঘোড়াটা তার চমৎকার, গাঢ় বাদামী রঙের। সাদা নাকের পাটা। ঘোড়ার আগেকার মালিক ছিল উস্ত্-খোপিওর্‌স্কায়া জেলার একজন কসাক। লড়াইয়ের সময় কশেভয়ের তলোয়ারে লোকটা কাটা পড়ে। ঘোড়াটা যুদ্ধে জেতা পুরস্কার। দেখার মতো বটে! গড়ন, গতিভঙ্গি, চালচলন, পল্টনী অভ্যাস – সবই তারিফ করার মতো। কিন্তু জিনটা নামেই জিন। জিনের গদি ঘষটা খাওয়া, রঙচটা, জায়গায় জায়গায় তালি লাগানো। পেছনের কষিটা কাঁচা চামড়ার, রেকাবে বহুকাল হল পুরু জং ধরে আছে – শত ঘসামাজাতেও ওঠার বিশেষ কোন সম্ভাবনা নেই।

ঘোড়ার লাগামটা সেই রকম সাদাসিধে, কোন রকম অলঙ্কারের বালাই নেই। মুখের লাগামে চাকচিক্য আনার জন্য কিছু একটা করা একান্ত দরকার। সমস্যাটা মিশ্‌কাকে বেশ ভাবিত করে তোলে। সৌভাগ্যক্রমে শেষ পর্যন্ত একটা চিন্তা তার মাথায় খেলে গেল। এক সদাগরের বাড়ির কাছে, সরাসরি বারোয়ারিতলার ওপর নিকেলের পালিশ করা একটা সাদা পালঙ্ক পড়ে ছিল। জ্বলন্ত বাড়ির ভেতর থেকে সদাগরের চাকরবাকররা ওটা রাস্তায় টেনে বার করে এনেছিল। চারকোনার চারটে পায়ার থামে রুপো বাঁধানো মুণ্ডগুলো রোদ পড়ে চকচক করছে, চোখ ধাঁধিয়ে দিচ্ছে। ওগুলোকে খুলে অথবা ভেঙে বার করে এনে বল্‌গার আঙটার গায়ে লাগিয়ে দিলেই হল - আর দেখতে হবে না। - মুখের সাজের চেহারাই ফিরে যাবে। মিশ্‌কা তা-ই করল। পালঙ্কের চারকোনা থেকে ফাঁপা মুণ্ডগুলো খুলে নিয়ে রেশমী সুতোয় বেঁধে ঝুলিয়ে দিল মুখের সাজের সঙ্গে - দুটো লাগামের আঙটার সঙ্গে আর দুটো কপালের আড়াআড়ি লাগামের ফিতের দুপাশে। দুপুরের ফটফটে সূর্যের আলোয় ঘোড়ার মাথার ওপর ঝকমক করতে থাকে গোলকগুলো। সূর্যের কিরণ ঠিকরে পড়ে চোখ ধাঁধিয়ে দেয়! এমনই দীপ্তি দিতে থাকে যে ঘোড়াটা সূর্যের দিকে তাকাতে না পেরে চলতে চলতে চোখ বুঁজে ফেলে, স্বচ্ছন্দে পা ফেলতে না পারায় পদে পদে হোঁচট খায়। কিন্তু ঘোড়ার দৃষ্টিশক্তি গোলকের উজ্জ্বলতায় ব্যাহত হলেও, অত আলোয় তার চোখে জল এসে গেলেও ঘোড়ার সাজ থেকে একটি গোলক সরায় না মিশ্‌কা। শিগ্‌গিরই পোড়া ইঁট আর ছাইয়ের উৎকট গন্ধে ভরা অর্ধদগ্ধ কার্গিনস্কায়া ছেড়ে যাবার সময় এসে যায়।

রেজিমেন্টকে এখন দনের মুখে ভিওশেন্‌স্কায়ার দিকে যেতে হবে। এই কারণে সন্ধানী দলের কম্যাণ্ডারের কাছে বলে কয়ে এক দিনের জন্য বাড়ির লোকজনকে দেখে আসার ছুটি পেতে বিশেষ বেগ পেতে হল না মিশ্‌কাকে।

ওপরওয়ালা ওকে অল্প সময়ের ছুটি ত মঞ্জুর করলই, তার চেয়েও বেশি করল।

'বিয়ে-শাদী করেছ?' মিশ্‌কাকে সে জিজ্ঞেস করল।

'না।'

'তোমার কোন নাগরী আছে নিশ্চয় কী বল?'

'কী বললেন? . . . কী আছে বললেন?' মিশ্‌কা অবাক হয়ে যায়।

'মানে, এই কোন মেয়েমানুষ . . . আর কি!'

'ও। না ওইটি নেই। তবে ভালোবাসার মেয়ে আছে, ভালো মেয়ে।'

'ঘড়ি আর চেন আছে?'

'না কমরেড।'

'এঃ, কী লোক হে তুমি!' সন্ধানী দলের কম্যাণ্ডার স্তাভ্রোপোলের লোক। এককালে পল্টনের মেয়াদ শেষ হওয়ার পরও ওয়ারেন্ট অফিসারের কাজ করেছে,

পুরনো আর্মিতে থাকতে ছুটিতে বাড়ি যেতে হয়েছে তাকে বহুবার। একেবারে ছন্নছাড়া অবস্থায় দেশে ফেরা যে কত দুঃখের সে অভিজ্ঞতা ওর আছে। চওড়া বুকের কাছ থেকে অসম্ভব ভারী চেনওয়ালা একটা ঘড়ি বার করে মিশ্‌কার হাতে দিয়ে সে বলল, 'তুমি একজন ভালো লড়িয়ে! নাও, বাড়ি গিয়ে বুকে ঝুলিয়ে ঘুরে বেড়িও। দেখে ছুকরীদের সব চোখ টেরিয়ে যাবে। আর তুমি যখন সুখের সাগরে ভাসবে তখন আমায় মনে কোরো। আমি নিজেও এককালে জোয়ান ছিলাম হে, বহু ছুকরীর চরিত্র নষ্ট করেছি, বহু মেয়েমানুষ চড়িয়ে খেয়েছি, আমি বুঝি এসব। ... চেনটা হল আমলের মার্কিন সোনার। কেউ যদি জানতে চায় এই কথাই বোলো তাকে। কিন্তু যদি কোন নাছোড়বান্দা গোছের লোক বেশি বাড়াবাড়ি করে, কোথায় প্রমাণ আছে তা দেখানোর জন্যে ঝোলাঝুলি করে, তাহলে সোজা তার বদনে ঝেড়ে দেবে একখানা! বেহায়া বেশরম কিছু কিছু লোক আছে, কোন কথাবার্তার মধ্যে না গিয়ে ঝেড়ে দিতে হয় তাদের বদনে। কোন কোন সময় এরকম হয়েছে যে সরাইখানায় বা শুঁড়িখানায়, নয়ত স্রেফ মাগী বাড়িতে ... দোকান কর্মচারী নয়ত কলম পিষিয়েদের মতো ঝুলমার্কা কোন ব্যাটা লোকজনের সামনে আমার বেইজ্জতি করার তালে ধাঁ করে সামনে এসে বলে বসল, 'হুঁঃ ভুঁড়ির ওপর চেন ঝোলানো হয়েছে ... যেন সত্যিকারের সোনার! ... ওটা যে সোনার তার প্রমাণ কোথায়, জানতে পারি কি?' আমি কিন্তু তাকে আর দ্বিতীয়বার ওই কথা বলার সুযোগ দেব না। 'প্রমাণ চাও? এই যে প্রমাণ!' মিশ্‌কার দিলদরিয়া কম্যাণ্ডারটি এই কথা বলতে বলতে একটা বাচ্চা ছেলের মাথার সমান বেশ বড়সড় আকারের গাঢ় বাদামী রঙের মুঠি পাকিয়ে ক্ষিপ্ত হয়ে ভয়ঙ্কর জোরে সামনের দিকে ছুঁড়ে দেয়।

মিশ্‌কা ঘড়িখানা ঝোলাল, রাতের বেলায় ধুনির আলোয় দাড়ি কামাল। তারপর জিন চাপিয়ে ঘোড়া হাঁকিয়ে ছুটল। ভোরবেলায় সে এসে ঢুকল তাতারস্কিতে।

গ্রাম সেই আগের মতোই আছে। আগের মতোই ইটের তৈরি গির্জার ছোট ঘণ্টা-ঘরটা থেকে নীল আকাশের দিকে মাথা তুলে আছে রঙচটা গিলটি-করা ক্রুশটা। গ্রামের পল্টনের ময়দান ঘিরে সেই রকমই ঘেসাঘেসি করে দাঁড়িয়ে আছে পুরুত আর ব্যবসাদারদের পাকা দালানকোঠা। কশেভয়দের প্রায় ধসে পড়া কুঁড়েঘরটার ওপর সেই একই পরিচিত ভাষায় ফিসফিস করছে পপলার গাছটা। ...

একমাত্র যে জিনিসটাতে আশ্চর্য হতে হয় তা হল গ্রামের অস্বাভাবিক থমথমে নীরবতা – যেন মাকড়সার জালের মতো সমস্ত অলিগলিতে ছেয়ে আছে। রাস্তাঘাটে জনমানবের কোন চিহ্ন নেই। বাড়ির খড়খড়িগুলো আষ্টেপৃষ্টে বন্ধ। এখানে-ওখানে কোন কোন বাড়ির দরজায় তালা ঝুলছে। তবে বেশির ভাগ বাড়িরই দরজা একেবারে হাঁ-হাঁ করছে খোলা। মনে হয় যেন একটা ভয়ঙ্কর মহামারী গ্রামের

ওপর দিয়ে তাণ্ডব করে চলে গেছে, যাবার সময় বাড়িঘর রাস্তাঘাট জনশূন্য করে দিয়ে গেছে। খাঁ-খাঁ করছে নির্জন জনপদ।

মানুষের গলার আওয়াজ শোনা যায় না, গোরুবাছুরের ডাক, মোরগের উৎফুল্ল চিৎকার কিছুই নেই। শুধু চালাঘরের ছাঁচের নীচে আর শুকনো জ্বালানি কাঠকুটোর গাদায় কিছু চড়াই পাখি যেন বৃষ্টির পূর্বাভাস পেয়ে মহা উৎসাহে কিচিরমিচির করছে।

মিশ্‌কা ওর নিজের বাড়ির উঠোনে ঢুকল। বাড়ির লোকজন কেউ বেরিয়ে এলো না ওকে অভ্যর্থনা জানাতে। বারান্দায় ঢোকার দরজাটা সম্পূর্ণ খোলা, হাঁ-হাঁ করছে। চৌকাটের কাছে গড়াগড়ি যাচ্ছে কোন লাল ফৌজীর পায়ের শতচ্ছিন্ন ন্যাকড়ার পটি, রক্ত জমে কালো হয়ে থাকা দলা পাকানো ব্যাণ্ডেজ, মুরগীর পালক আর ছেঁড়া মাথা। এর মধ্যেই পচে গেছে, মাছি থিকথিক করছে মাথাগুলোর ওপর। লাল ফৌজের সেপাইরা নির্ঘাত কয়েক দিন আগে এ বাড়িতে এসেছিল, খাওয়া দাওয়া করে গেছে। মেঝের ওপর তাই ভাঙা হাঁড়িকুঁড়ির খোলামকুচি, চিবানো মুরগীর এঁটো হাড়গোড়, সিগারেটের পোড়া টুকরো আর ছেঁড়া খবরের কাগজের পায়ে মাড়ানো টুকরো ছড়িয়ে আছে। . . . দীর্ঘশ্বাস ফেলে মিশ্‌কা ভেতরের ঘরে গিয়ে ঢুকল। সেখানে সবই আগের মতো আছে, শুধু মাটির নীচের যে ভাঁড়ার ঘরে শরৎকালে সাধারণত তরমুজ রাখা হত তার পাল্লার অর্ধেকটা যেন একটু উঁচু করে তোলা।

মিশ্‌কার মা সচরাচর ওখানে ছেলেপুলেদের কাছ থেকে শুকানো আপেল লুকিয়ে রাখত।

একথা মনে হতে মিশ্‌কা ভাঁড়ার ঘরের দরজার কাছে এগিয়ে গেল। মনে মনে ভাবল, 'মা হয়ত ভেবেছিল আমি আসব? হয়ত আমার জন্যে ওখানে কিছু রেখে গেছে?' খাপ থেকে তলোয়ার খুলে ডগা দিয়ে চাড় দিল পাল্লাটায়। ক্যাঁচকোঁচ আওয়াজ তুলে উঁচু হয়ে খুলে গেল ভাঁড়ারের দরজা। ভেতর থেকে পচা ভ্যাপসা গন্ধ নাকে এসে লাগল। হাঁটু গেড়ে বসে ভেতরে উঁকি মারল। অনেকক্ষণ ধরে অন্ধকারের মধ্যে অভ্যস্ত হতে না পেরে কিছুই ঠাহর করতে পারল না। শেষকালে দেখতে পেল টেবিলের ওপর একটা পুরনো চাদর বিছানো, তার ওপর আধ বোতল ঘরে চোলাই মদ, একটা চাটুতে ভাজা ডিম–তাতে ছাতা পড়ে গেছে। একপাশে পড়ে আছে ইঁদুরে অর্ধেক খাওয়া এক টুকরো রুটি, আছে কাঠের চাকতি চাপা দিয়ে এঁটে বন্ধ করা একটা হাঁড়ি। . . . ছেলের পথ চেয়ে বসে ছিল বুড়ি। অপেক্ষা করছিল তার পরম আদরের অতিথির জন্য! নীচে নামতে গিয়ে আনন্দে আর ভালোবাসায় ফুলে উঠল মিশ্‌কার বুক। পুরোনো অথচ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এই চাদরটার ওপর যে-সমস্ত জিনিস সাজিয়ে রাখা আছে তার সবগুলোর ওপরই মা'র হাতের সযত্ন ছোঁওয়া লেগেছিল কয়েক দিন আগে!

ওখানে আবার কড়িকাঠ থেকে একটা চটের থলিও ঝুলছে। মিশ্‌কা তাড়াতাড়ি করে সেটা নামাল, খুলে দেখল ওরই নিজের ভেতরে পরার কতকগুলো পুরনো কাপড়চোপড়। পুরনো হলেও নিখুঁত তালি মারা, ধুয়ে কেচে ইস্তিরি করা।

ইঁদুরে খাবার নষ্ট করে দিয়েছে। শুধু দুধ আর ঘরে চোলাই মদটা ছোঁয় নি। মদ খেল মিশ্‌কা। তলকুঠুরিতে চমৎকার জমাট ঠাণ্ডা হয়ে ছিল দুধ। সেটাও খেল। তারপর কাপড়জামাগুলো নিয়ে ওপরে উঠে এলো। মা সম্ভবত দনের ওপাড়ে চলে গেছে। 'এখানে থাকতে সাহস পায় নি। না থেকে ভালোই করেছে, নয়ত কসাকরা মেরেই ফেলত। আমার জন্যে ওকে কি আর আস্ত রাখত!...' এই কথা ভাবতে ভাবতে ধীরে ধীরে সে বেরিয়ে এলো ঘর ছেড়ে। ঘোড়ার বাঁধন খুলল। কিন্তু পরে ভেবে দেখল মেলেখভদের বাড়ি যাওয়া এখন ঠিক হবে না। ওদের বাড়িটা দনের ঠিক কিনারায়, ভালো হাতের টিপ থাকলে বিদ্রোহীদের যে কারও নরম সীসের গুলি মিশ্‌কাকে অনায়াসে ঘায়েল করতে পারে। মিশ্‌কা তাই ঠিক করল কোর্‌শুনভদের বাড়ি যাবে, পরে সন্ধ্যার দিকে পল্টনের ময়দানে ফিরে আসবে, অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে মোখভদের বাড়ি এবং আশেপাশের ব্যবসাদার আর পুরুতদের বাড়িগুলোতে আগুন লাগাবে। এর ওর বাড়ির পেছনে উঠোন দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে কোর্‌শুনভদের বাড়ির মস্ত উঠোনটার কাছে এসে উপস্থিত হল মিশ্‌কা। খোলা ফটক দিয়ে ভেতরে ঢুকে গেল। ঘোড়াটাকে বারান্দার রেলিং-এর গায়ে বেঁধে সবে বাড়ির ভেতরে ঢুকতে যাবে, এমন সময় দেউড়িতে বেরিয়ে এলো বুড়ো গ্রিশাকা। বুড়োর বরফ-সাদা মাথাটা কাঁপছে। বার্ধক্যে নিষ্প্রভ চোখজোড়া কুঁচকে ক্ষীণ দৃষ্টিতে তাকাল সে। গায়ে তার সেই ছাইরঙা অটুট কসাক-উর্দিটা, তেলচিটে কলারের ঘরায় নিখুঁত বোতাম এঁটে লাগানো লাল ডোরাচিহ্ন। কিন্তু পরনের সালোয়ারটা খালি বস্তার মতো, ঢলঢল করছে, খুলে পড়ার যোগাড় হচ্ছে। বারবার দুহাতে ধরে সামলাতে হচ্ছে।

'কী খবর দাদু?' দাওয়ার সামনে চাবুক নাচাতে নাচাতে মিশ্‌কা জিজ্ঞেস করে।

বুড়ো চুপ করে থাকে। তার কঠিন দৃষ্টিতে রাগ আর ঘৃণা মেশানো।

'কী খবর, জিজ্ঞেস করলাম যে?' মিশ্‌কা গলা চড়ায়।

'জয় হোক ভগবানের!' অনিচ্ছা সত্ত্বেও বুড়ো জবাব দিল।

একই রকম রাগী দৃষ্টিতে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে থাকে সে মিশ্‌কাকে। এদিকে মিশ্‌কা স্বচ্ছন্দে দুই পা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে থাকে, হাতের চাবুকটা নিয়ে খেলে, মেয়েদের মতো ফুলো ফুলো ঠোঁটদুটো চেপে থাকে, চোখ কোঁচকায়।

'তুমি দনের ওপাড়ে সরে গেলে না কেন গ্রিগোরি দাদু?'

'আমার নাম তুই জানলি কী করে?'

'আমার জন্ম এখেনে, তাই জানি।'

'কাদের বাড়ির ছেলে তুই?'

'কশেভয়।'

'আকিমের ব্যাটা? যেডা আমাদের বাড়িতে মুনিস খাটিত?'

'হ্যাঁ, তারই ছেলে।'

'তাহলে তুই-ই সেই ছোটলাট? দীক্ষের সময় তোরই নাম দেওয়া হয়েছিল মিশ্‌কা? খাসা ছেলে! একেবারে বাপ্‌কা বেটা! কেউ ওর ভালো কিছু করলে ওডা তার গায় গু-গোবর ছুঁড়ত। তুইও বুঝি ওরকম হয়েছিস?'

কশেভয় একটা হাত থেকে দস্তানা টেনে খুলে ফেলল, ওর ভুরুজোড়া আরও কুঁচকে গেল।

'যা বলেই ডাক না কেন, আমি যাই হই না কেন সেটা তোমায় দেখতে হবে না। যা জিজ্ঞেস করছিলাম তার উত্তর দাও – দনের ওপাড়ে চলে গেলে না কেন?'

'ইচ্ছে হল না, তাই গেলাম না। কিন্তু তোর তাতে কী দরকার? তুই কি খ্রীষ্টের শত্তুরদের সেবায় লেগেছিস? টুপিতে লাল তারা লাগানো হয়েছে যে? তাহলে হারামজাদা শুয়োরের বাচ্চা, তুই আমাদের কসাকদের সঙ্গে লড়ছিস? নিজের দেশ গাঁয়ের লোকজনের সঙ্গে লড়ছিস?'

টলমল পায়ে সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে আসে বুড়ো গ্রিশাকা। বোঝাই যাচ্ছিল কোর্‌শুনভ পরিবারের সকলে দনের ওপাড়ে চলে যাবার পর থেকে ওর খাবার দাবারও তেমন জোটে নি। চেহারায় বুড়োদের মতো স্বাভাবিক অযত্নের ছাপ, আত্মীয়স্বজন-পরিত্যক্ত, জীর্ণশীর্ণ বুড়ো গ্রিশাকা এসে দাঁড়ায় মিশ্‌কার মুখোমুখি। তার মুখে ফুটে উঠেছে বিস্ময় আর ক্রোধের চিহ্ন।

'হ্যাঁ, তাদের সঙ্গেই লড়ছি,' মিশ্‌কা উত্তর দিল। 'আমরা শিগগিরই ওদের শেষ করে ছাড়ব!'

'কিন্তু শাস্তরে কী লিখেছে? 'তুমি যেই নিরিখে অপরের বিচার করিবে, সেই নিরিখে তোমারও বিচার হইবে।' এর উত্তরে কী বলবি?'

'ওসব শাস্তরের কথা বলে আমায় ভুলানোর চেষ্টা কোরো না বুড়ো কত্তা। সেজন্যে এখানে আসি নি। এক্ষুনি বাড়ি ছেড়ে পালাও বলছি,' আরও কড়া গলায় মিশ্‌কা বলল।

'কিন্তু এটা কী রকম হচ্ছে?'

'কিছুই না! বললাম যে সরে পড়!'

'আমি আমার নিজের বাড়ি ছেড়ে যাব না। কিসে কী হয় আমার জানা আছে। . . . তুই হলি খ্রীষ্টের দুশমনের চেলা। তার চিহ্ন আছে তোর টুপিতে! তোদের সম্পর্কেই মহাপুরুষ ইয়েরেমিয়ার সমাচারে বলা হয়েছে, 'অহো, আমি উহাদিগকে লতাগুল্ম ভক্ষণ করাইব, তিক্ত বারি পান করাইব, তাহাতে উহাদিগের

হইতে সমুদয় ধরণী অপবিত্র হইবে।' শেষকালে তাহলে সেই সময় এলো যখন ছেলে বাপের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে, ভাই দাঁড়িয়েছে ভাইয়ের বিরুদ্ধে। . . .'

'তুমি আমায় গুলিয়ে দেবার চেষ্টা কোরো না, বুড়ো কর্তা! এখানে ভাই-টাইয়ের প্রশ্ন নয়, সোজা অংকের কথা। আমার বাপ মৃত্যুর দিন অবধি তোমাদের জন্যে খেটেছে, যুদ্ধের আগে আমি তোমাদের গরু পেষাইয়ের কাজ করেছি। তোমাদের ফসলের বস্তা বয়ে বয়ে অল্প বয়সে আমার জান কাবার হবার যোগাড় হয়েছে, এবারে হিসেব নিকেশের পালা। ঘর ছেড়ে বেরোও বলছি, আমি এখুনি আগুন লাগাব! তোমরা ভালো ভালো ঘর-বাড়িতে জীবন কাটিয়ে এসেছ, এবার জীবন কাটাও আমাদের মতো মাটির কুঁড়েঘরে। বুঝলে ত হে বুড়ো?'

'বটে, বটে! তাহলে ত ঠিকই এখানে এসে দাঁড়িয়েছে ব্যাপারটা! মহাপুরুষ ইসাইয়ার সমাচারে এমনই বলা হয়েছে: 'উহারা বহির্গত হইবে এবং যে সকল মানুষ আমার বিরুদ্ধে পাপকর্মে রত হইয়াছিল তাহাদিগের শব অবলোকন করিবে; যেহেতু কীটে উহাদিগের বিনাশ নাই, অগ্নিতে উহারা নির্বাপিত হইবে না, উহারা ঘৃণ্য মাংসপিণ্ডে পরিণত হইবে। . . .'

'তোমার সঙ্গে এই নিয়ে কূটকচালি করার সময় আমার নেই!' চাপা রাগে গরগর করতে করতে মিশ্‌কা বলল। 'বাড়ি থেকে বেরোবে কিনা?'

'না! দূর হ এখেন থেকে পাষণ্ড!'

'এই তোমার মতো কট্টরদের জন্যেই আজ যুদ্ধ চলছে! তোমরাই লোকজনকে ভুল পথে নিয়ে যাচ্ছ, বিপ্লবের বিরুদ্ধে লাগিয়ে দিচ্ছ. . .' বলতে বলতে মিশ্‌কা চটপট কাঁধ থেকে নামায় ক্যারাবিন বন্দুকটা।

গুলি খেয়ে চিতপাত হয়ে পড়ে গেল বুড়ো গ্রিশাকা। বিড়বিড় করে বলল, 'এবারে আমার শেষ নিঃশ্বাস পড়ল . . . আমার নিজের ইচ্ছেয় নয় . . . হে পরমেশ্বর, তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক। . . . হে প্রভু, তোমার দাসকে চরণে ঠাঁই দাও। . . . শান্তি, শান্তি। . . .' ঘড়ঘড় করে নিঃশ্বাস ফেলল। সাদা গোঁফের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে এলো এক ঝলক রক্ত।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠাঁই দেবে! অনেক আগেই তোকে ওখানে পাঠানো উচিত ছিল বুড়ো শয়তান!'

দেউড়ির ধাপের কাছে বুড়োর চিতপাত হয়ে পড়ে থাকা শরীরটার দিকে নাক সিঁটকে তাকাল মিশ্‌কা। পাশ কাটিয়ে ধাপ বয়ে একছুটে বারান্দায় উঠে গেল।

বাতাসে চাঁছা কাঠের কিছু শুকনো ছিলকে বারান্দায় বয়ে এসেছিল, দপ করে লাল আগুনের শিখায় জ্বলে ওঠে সেগুলো। ভাঁড়ার ঘর আর দরদালানের মাঝখানের তক্তার পার্টিশনটা চট করে জ্বলে ওঠে। ধোঁয়া ছাদ অবধি উঠে যায়, মুখোমুখি খোলা হাওয়া পেয়ে গলগল করে ঢুকে যায় ঘরের ভেতরে।

কশেভয় ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এলো। চালাঘর আর গোলাঘরে যখন সে আগুন লাগায় ততক্ষণে ঘরের ভেতরের আগুন হু হু শব্দে বাইরে বেরিয়ে এসেছে। লেলিহান শিখায় জানলার পাইন কাঠের তক্তাগুলো গ্রাস করেও তার তৃপ্তি মেটে নি, হাত বাড়িয়ে দিয়েছে চালের দিকে। . . .

সন্ধ্যা পর্যন্ত মিশ্‌কা পাশের মাঠের একটা জঙ্গলে বুনো কাঁটা ঝোপ আর স্বর্ণলতায় জড়ানো ছায়ায় পড়ে পড়ে ঘুমোয়। ঘোড়াটার জিন খুলে পা ছেঁদে ওখানেই ছেড়ে দিয়েছিল। সেটা অলসভাবে রসাল জলাঘাসের ডাঁটা ছিঁড়ে চিবুতে চিবুতে চরে বেড়াতে থাকে। সন্ধ্যা হতে তৃষ্ণায় অধীর হয়ে ঘোড়াটা চিঁহিঁহি ডাক ছাড়ল, মনিবের ঘুম ভাঙিয়ে দিল।

মিশ্‌কা উঠে পড়ল। ঘাসের ওপর বিছানো গ্রেটকোটখানা তুলে পাকিয়ে বেঁধে নিল। ওখানেই ঘোড়াকে কুয়োর জল খাওয়াল। তারপর পিঠে জিন চাপিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল।

কোর্‌শুনভদের উঠোনের ঘরবাড়ি পুড়ে গেছে, সেখানে পুড়ে কালো ঝাঁই হয়ে যাওয়া লাঙল থেকে তখনও ধোঁয়া উঠছে, ঝাঁঝাল ধোঁয়া ছড়িয়ে পড়েছে চারধারে। বিশাল বাড়িঘর দোরের চিহ্ন হিশেবে অবশিষ্ট আছে শুধু ইঁটের উঁচু ভিত আর বিধ্বস্তপ্রায় চুল্লীটা – তার ঝুলকালিমাখা চিমনিখানা উঁচিয়ে আছে আকাশের দিকে।

কশেভয় সোজা রওনা দিল মেলেখভদের বাড়ির দিকে। জিনের ওপর বসেই ফটক খুলে ঘোড়া চালিয়ে ঢুকে পড়ল মিশ্‌কা। ইলিনিচ্‌না তখন চালাঘরে, বুকের সামনে ঝোলানো কাপড়ের কোঁচড়ে জ্বালানির জন্য চিলতে কাঠ বোঝাই করছে।

'নমস্কার গো মাসিমা!' নরম গলায় সে বুড়িকে বলল।

বুড়ি ভয়ে জড়সড় হয়ে যায়। মুখ দিয়ে তার একটা কথাও জোগায় না উত্তরে। হাতদুটো দুপাশে ছেড়ে দিতে ঝরঝর করে পড়ে যায় কোঁচড়ের কাঠের চিলতেগুলো।

'আপনাদের কুশল হোক, মাসিমা!'

'জয় হোক প্রভুর . . . জয় হোক,' ইতস্তত করে জবাব দেয় ইলিনিচ্‌না।

'বেঁচেবর্তে আছেন তাহলে? ভালো আছেন ত?'

'বেঁচে আছি, তবে ভালো আছি কিনা সে কথা আর জিজ্ঞেস কোরো না।'

'আপনাদের কসাকরা সব কোথায়?'

মিশ্‌কা ঘোড়া থেকে নেমে চালাঘরের দিকে এগিয়ে গেল।

'দনের ওপাড়ে।'

'ক্যাডেটদের পথ চেয়ে বসে আছে বুঝি?'

'আমি মেয়েমানুষ . . . ওসব আমি কিছু বুঝি নে, বাবা। . . .'

'ইয়েভ্‌দোকিয়া পান্তেলেইয়েভনা* বাড়ি আছে?'

'সেও চলে গেছে দনের ওপাড়ে।'

'কী মতিভ্রমই যে হয়েছে ওদের সকলের!' মিশ্‌কার গলা কেঁপে ওঠে। রাগে কঠিন হয়ে ওঠে তারপর। 'আমি আপনাকে বলে দিচ্ছি মাসিমা, আপনার ছেলে গ্রিগোরি সোভিয়েত সরকারের সবচেয়ে মারাত্মক শত্রু হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমরা একবার ওপাড়ে যেতে পারলে আর দেখতে হচ্ছে না—ওর গলাতেই প্রথম ফাঁস পরাব আমরা। তবে পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ না পালালেই পারতেন। বুড়ো, খোঁড়া মানুষ, বাড়িতে বসে থাকাই ত উচিত ছিল ওঁর পক্ষে।'

'মরতে বসে থাকবে নাকি?' কঠিন গলায় প্রশ্ন করে আবার কাঠের চিলতে কৌচড়ে জড় করতে থাকে ইলিনিচ্‌না।

'মরতে এখনও ওর ঢের দেরি আছে। বড়জোর কয়েক ঘা চাবুক কপালে জুটত, কিন্তু প্রাণে ওঁকে কেউ মারতে যেত না। যাক গে, আমি অবশ্য সে জন্যে এখানে আসি নি . . .' বুকে ঝোলানো ঘড়ির চেনটা ঠিক করে নিল মিশ্‌কা, চোখ নামাল। 'আমি এসেছিলাম ইয়েভ্‌দোকিয়া পান্তেলেইয়েভ্‌নার সঙ্গে দেখা করতে। সেও যে পিছুহটাদের দলের সঙ্গে ওপাড়ে চলে গেছে এই ভেবে আমার ভীষণ দুঃখ হচ্ছে। কিন্তু আপনি ওর মা, তাই আপনাকে বলছি, মাসিমা। আপনাকে আমি যা বলতে চাই তা হল এই যে, ওর জন্যে আমার মনপ্রাণ আকুল হয়ে আছে অনেক দিন হল। এখন অবিশ্যি মেয়েদের কথা ভেবে আকুল হওয়ার সময় আমাদের নয়, আমরা এখন বিপ্লবের শত্রুদের সঙ্গে লড়াইয়ে নেমেছি, কোন দয়ামায়া না দেখিয়ে তাদের খতম করে চলছি। কিন্তু আমরা যখন ওদের একেবারে শেষ করতে পারব, দুনিয়ার সব জায়গায় যখন সোভিয়েত সরকার কায়েম হবে, শান্তি কায়েম হবে, সঙ্গে সঙ্গে আমি আপনাদের ইয়েভ্‌দোকিয়ার সঙ্গে আমার বিয়ের প্রস্তাব দিয়ে ঘটক পাঠাব, মাসিমা।'

'এ নিয়ে আলাপ করার সময় এটা নয়!'

'আলবত সময়!' মিশ্‌কা গোঁজ হয়ে ভুরু কোঁচকাল। তার দুই ভুরুর মাঝখানে ভাঁজ পড়ল। 'সম্বন্ধ আনার সময় নয় তা মানছি, কিন্তু কথাবার্তা নিশ্চয়ই হতে পারে। অন্য কোন সময় বার করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আমি আজ এখানে আছি, কিন্তু কাল নাও থাকতে পারি। আমাকে ওরা হয়ত দনেৎস পাঠিয়ে দিতে পারে। আমি তাই আপনাকে সাবধান করে দিতে এসেছি: ইয়েভ্‌দোকিয়াকে কখনও ভুলেও অন্যের হাতে তুলে দেবেন না। অমন বোকামি করবেন না, নইলে খারাপ হয়ে যাবে। যদি আমি মরে গেছি বলে রেজিমেন্ট থেকে চিঠি

* দুনিয়াশা বা দুনিয়াশ্‌কার পুরো নাম। সম্ভ্রমার্থে প্রযোজ্য। —অনুঃ

আসে, তাহলে যেখানে খুশি সম্বন্ধ করতে পারেন। কিন্তু এখন তা চলবে না, কারণ আমরা দুজনে দুজনাকে ভালোবাসি। কোন উপহার আমি ওর জন্যে আনতে পারি নি, কোথাও পাই নি সেরকম কোন জিনিস। তবে কোন বুর্জোয়া বা ব্যবসাদার কারও ঘর থেকে যদি কিছু চান ত বলুন – এক্ষুনি গিয়ে নিয়ে আসছি।'

'ভগবান না করুন! আজ পর্যন্ত আমরা অন্যের কোন জিনিস নিই নি!'

'সে আপনারা যেমন ভালো বোঝেন! যদি আমার আগেই ইয়েভ্‌দোকিয়া পান্তেলেইয়েভ্‌নার সঙ্গে আপনার দেখা হয়ে যায়, তাহলে আমার আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাবেন তাকে। আচ্ছা, এখন তাহলে চলি, দয়া করে আমার কথা কিন্তু ভুলবেন না, মাসিমা।'

ইলিনিচ্‌না কোন জবাব না দিয়ে ঘরের ভেতরে চলে গেল। মিশ্‌কাও ঘোড়ার পিঠে উঠে বসে চলল গ্রামের পল্টন ময়দানের দিকে।

রাত্রে লাল ফৌজীরা পাহাড় থেকে নীচে নেমে এসেছে। তাদের সজীব গলার আওয়াজে মুখরিত হয়ে উঠেছে অলিগলি। হাল্‌কা মেশিনগান হাতে নিয়ে তিনজন সেপাই দনের দিকে ঘাঁটি আগলাতে যাচ্ছিল। ওরা মিশ্‌কাকে থামিয়ে জিজ্ঞেসবাদ করল, ওর কাগজপত্র পরীক্ষা করে দেখল। সেমিওন লোহারের বাড়ির সামনে এসে দেখা হয়ে গেল আরও চারজনের সঙ্গে। তাদের মধ্যে দুজন মিলিটারীর মালগাড়িতে করে জই নিয়ে যাচ্ছিল, বাকি দুজন সেমিওন লোহারের যক্ষ্মারোগী স্ত্রীর সঙ্গে সঙ্গে যাচ্ছিল – একটা পায়ে চালানো সেলাইকল আর এক বস্তা আটা নিয়ে।

লোহারের বৌ মিশ্‌কাকে দেখে চিনতে পেরে নমস্কার জানাল।

'ওগুলো কী নিয়ে চললে গো খুড়ি?' মিশ্‌কা কৌতূহল প্রকাশ করল।

লাল ফৌজীদের একজন তক্ষুনি তড়বড়িয়ে বলে উঠল, 'এই গরিব মজুর শ্রেণীর বৌটির ঘরে রেখে দিতে আসছি – বুর্জোয়াদের সেলাইকল আর এক বস্তা আটা নিয়ে যাচ্ছি।'

ব্যবসাদার মোখভ আর আতিওপিন-ত্‌সাত্‌সার বাড়ি, পুরুত ভিস্‌সারিওন আর প্রধান ধর্মযাজক পান্‌ক্রাতি এবং আরও তিনজন ধনী কসাকের মিলিয়ে পরপর সাতটা বাড়িতে আগুন দিয়েছে মিশ্‌কা। ওরা সবাই পালিয়েছিল দনেৎসের ওপাড়ে। আগুন লাগাবার পর মিশ্‌কা গ্রাম ছেড়ে চলে গেল।

টিলার ওপরে উঠে ঘোড়ার মুখ ঘোরাল সে। নীচে, তাতারস্কিতে, মিশকালো আকাশের গায়ে দাউ দাউ করে জ্বলছে গাঢ় লাল আগুনের লেলিহান শিখা। আগুনের শিখা কখনও কখনও এত উঁচুতে ওঠে যে দনের খরস্রোতে কাঁপতে থাকে তার ঝলক। কখনও বা নীচে নেমে যায়, হেলে পড়ে পশ্চিমের দিকে, লোভীর মতো গ্রাস করে চলে সমস্ত দালানকোঠা।

মিখাইল শোলখভ

'প্রশান্ত দন' সোভিয়েত সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্পদ রূপে গণ্য হওয়ার দাবি রাখে। দন-কসাকদের জীবনযাত্রা নিয়ে লিখিত এই উপন্যাসে মিখাইল শোলখভ (১৯০৫ – ১৯৮৪) এমন সমস্ত চরিত্রের ভাগ্য ও জীবনের গতিপথ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়েছেন যারা প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, ১৯১৭ সালের অক্টোবর মহাবিপ্লব ও গৃহযুদ্ধকালীন ঘটনাবলীর প্রবল ঘূর্ণাবর্তে আবর্তিত হয়েছে। যে প্রসাদগুণ, শিল্পবোধ আর নিখুঁত ইতিহাসচেতনার সমাহারে ইতিহাসের ঘটনা উপন্যাস হয়ে ওঠে তারই সাহায্যে লেখক সমাজ-জীবনে, মানুষের ব্যক্তি-চৈতন্যে প্রাচীনের সঙ্গে নবীনের এক জটিল সংগ্রামের চিত্র অঙ্কন করেছেন।

উপন্যাসটি লেখককে নোবেল পুরস্কারবিজয়ীর দুর্লভ খ্যাতি এনে দিয়েছে।

'রাদুগা' প্রকাশন
মস্কো